Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ। ৭ম সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৩২, ১৮৪৭শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৬ 17th July, 1925. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু, অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তোমাকেই অনুসরণ করাতে, সকল বিষয়ে কেবল তোমার অনুমোদনলাভকেই প্রধান লক্ষ্যস্থানে রাখিয়া চলাতে, তুমি আমাদের উন্নতি ও কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছ। কিন্তু আমরা জীবনের অধিকাংশ ঘটনার মধ্যে মোহ ও দুর্ব্বলতা বশতঃ নানা প্রভুর অধীন হইয়াই চলি, তোমার অনুমোদন আছে কি না সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া, অনেক সময় লোকের অনুরাগ-বিরাগকেই প্রধান লক্ষ্যস্থান রাখিয়া, কার্য্য করি—একবারও ভাবিয়া দেখি না, আমরা কোন্ পথে যাইতেছি, জীবন ও কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু ও অকল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতেছি কি না। আবার অন্তরের অন্তরে এক ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিলেও, সময় সময় চিন্তাহীনতাবশতঃ তাহা ধরিতে না পারিয়া, বাহিরের অন্য একটা ভাবকেই লক্ষ্যস্থানে রাখিয়াছি মনে করিয়া আত্মপ্রতারিত হই। হে অন্তর্যামী দেবতা, একমাত্র তুমিই অন্তরের সকল গুপ্ত ভাব জান এবং আমাদের নিকট তাহা প্রকাশিত করিতে পার: তুমি অন্তর্দৃষ্টি প্রদান না করিলে আমরা আমাদিগকেও সত্যরূপে বুঝিতে পারি না। আবার বুঝিতে পারিলেও, তুমি শক্তি প্রদান না করিলে, অপর সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া একমাত্র তোমার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিবার সামর্থ্য আমরা লাভ করিতে পারি না। তোমার করুণা ভিন্ন আর আমাদের অন্য গতি নাই। হে দুর্ব্বলের বল, তুমি আমাদিগকে বল দাও, যাহাতে আমরা একমাত্র তোমারেই জীবনের চালক ও প্রভু করিয়া চলিতে পারি, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর কাহারও অনুসরণ না করি। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

বিদ্রূপ কর?—তোমরা আমাকে বিদ্রূপ কর? আমি বার বার রাস্তার পাশে খানায় পড়ে যাই ব'লে তোমরা উপহাস কর? তোমরা আর আমার কত গ্লানি করবে? আমি যে আপনার দুঃখে আপনি মরমে ম'রে আছি। আমি নিজেকেই নিজে কত ভৎর্সনা কচ্ছি! আমি যে দুর্ব্বল, চল্‌তে বস্‌তে পিছ্‌লিয়ে পড়ে যাই! আমার কলঙ্কিত জীবন দেখে আমিই অনুতাপে দগ্ধ হই। আমার যন্ত্রণা তোমরা কি বুঝ্‌বে? আমার নীরব ক্রন্দন তোমরা কি শোন? আমার গোপনে যে অশ্রুপাত হয়, তা কি তোমরা দেখ? আমার প্রাণে যে ছট্‌ফটানি, তা কি তোমরা জান? তবে এই দুঃখ যন্ত্রণার ভিতরে একটা আশাও আছে। আমি খাঁটি পথ ধ'রে ত চল্‌চি। পথ পিচ্ছিল, দুর্ব্বল আমি; বার বার পথ হ'তে খানায় যেয়ে পড়ি, আবার উঠি; তবু ত সোজা পথ ধ'রেই চল্‌ছি। তোমরা বিদ্রূপ কর, উপহাস কর, ক্ষতি নাই; আমি আমার প্রভুর ইঙ্গিত দেখেই চল্‌ব।

দুয়ার খোল—প্রাণের দরজা বন্ধ ক'রে রেখেছ কেন? দ্বারে কত কোলাহল, তা কি শোন্‌ছ না? তোমার অন্তর-গৃহে কত লোক ঢুকতে চাচ্ছে, প্রাণের দ্বারে আঘাত কচ্ছে! তুমি কি দরজা বন্ধ ক'রে থাক্‌বে? যাহা তুচ্ছ, যাহা এই আছে এই

এই নাই, কত কাল আর তা-ই আগ্‌লে ব'সে থাক্‌বে? পাছে তাহা হারাও সেই ভয়ে হৃদয়ের দ্বার বন্ধ ক'রে থাক্‌বে? যারা আস্‌তে চায় তাদের আস্‌তে দিবে না? এ কি কথা! ঐ দেখ, তারা ফিরে গেল—কত দুঃখী তাপী, কত শোকার্ত্ত, কত রুগ্ন এসেছিল! একটা সমবেদনার কথা শুন্‌তে এসেছিল—একমুষ্টি অন্ন, এক ফোঁটা জলের জন্য এসেছিল! তারা ফিরে গেল! তুমি প্রাণের দ্বার খুল্‌লে না, তাই তারা নিরাশ হ'য়ে ফিরে গেল! ওদের মধ্যে ঐ কা'কে দেখ্‌ছ? আর কে ফি'রে যাচ্ছেন? হায়রে! তোমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো! ঐ তিনিও এই সঙ্গে এসেছিলেন। দরজা খুল্‌লে না, তিনিও নিরাশ হ'য়ে ফিরে গেলেন! ঐ দুঃখ তাপ রোগ শোকের বেশ ধ'রে যে তিনি আসেন! ঐ দুঃখী তাপীর মধ্যে যে তিনিও আছেন! তাদের ফিরিয়ে দিলে? সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চ'লে গেলেন! আর দরজা বন্ধ রেখো না। সকলকে আস্‌তে দাও, তবে তিনিও আস্‌বেন।

এবার বিষম পরীক্ষা—এবার প্রভু, তুমি আমায় বুঝি কঠোর পরীক্ষায় ফেল্‌লে! এতদিন অল্প অল্প দুঃখ ক্লেশের মধ্যে চলেছি। প্রভু, এবার আমি তোমার হ'লেম—তুমি যখন যে ভাবে রাখ তাতেই আমার মঙ্গল, আমি অম্লান বদনে সকল গ্রহণ কর্‌ব। তখন বুঝি নাই আরও পরীক্ষা আছে; এবার তুমি শক্ত ক'রে ধরেছ; এবার তুমি কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছ; আমার সব ধ'রে টান দিয়েছ। আমাকে বুঝি ফকির ক'রে ছাড়্‌বে; আমাকে বুঝি একেবারে নিরাশ্রয় কর্‌বে। আমার আপনার জন যারা, তারা ত অনেক দিন আমাকে ছেড়ে দিয়েছে! আমার ধন নাই, জন নাই, তবুও কোনও রকমে ছিলাম। আজ তুমি মূল ধ'রে টান দিয়েছ। তবে দাও প্রভু—"তোমার হাতে ম'লে, এ মহা পাতকী নবজীবন পাবে।" আমাকে যদি একেবারে সকল হারা'য়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়, তবুও বল্‌ব, "প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

সম্পাদকীয়

লোকানুরাগলাভের স্পৃহা—সামাজিক মানুষের পক্ষে অপর দশ জনের অনুরাগ ও প্রশংসা, ও শ্রদ্ধা লাভের স্পৃহা নিতান্তই স্বাভাবিক। অনেক সময় উহাতে তাহাকে সুপথে পরিচালিত করিতে সাহায্যও করিয়া থাকে। সাধারণ মানুষ যে শুধু এই হেতুই অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং লোকের বিরাগ ও নিন্দার ভয়ে বিবিধ পাপ ও অসদনুষ্ঠান হইতে বিরত হয়, তাহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই স্বাভাবিক স্পৃহাটা যে একেবারেই নিন্দনীয় তাহা কোনও প্রকারেই বলা যায় না। বরং উপযুক্ত সীমার মধ্যে উহার একটা প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা যে আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে নিন্দা-প্রশংসা অনুরাগ-বিরাগ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে জীবন যাপন করা নিতান্তই কঠিন। অথচ একটু চিন্তা ও অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা করিতে না পারিলেও উন্নত জীবন ও প্রকৃত কল্যাণ লাভ করা কোনও রূপেই সম্ভবপর নহে। উপযুক্ত সীমার বাহিরে গেলে যেমন সকল সদ্‌গুণই নিন্দনীয় ও দূষনীয় হয়, ইহা যে শুধু সেই ভাবেই অনিষ্টকর, ইহাকে যে একটা সদ্‌গুণের মধ্যেই গণ্য করা যাইতে পারে, তাহাও নয়। বরং অতি সহজেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া থাকে বলিয়া, ইহাকে পণ্ডিতগণ একটা দোষ বা দুর্ব্বলতা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার একটু আতিশয্যই যশোলিপ্সা, এবং তাহাকে "মহাপুরুষের শেষ দুর্ব্বলতা" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। বাস্তবিক এই দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া মোটেই সহজ নয়—খুব কঠিনই। শুধু সাধারণ লোকেই যে ইহার দ্বারা চালিত হইয়া জীবনের অধিকাংশ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা নহে; অনেক শক্তিশালী অসাধারণ পুরুষও জীবনের একমাত্র প্রভু ও চালক, সর্ব্ব প্রধান উপাস্য-দেবতা রূপে ইহার হাতেই আপনাকে অর্পণ করিয়া থাকে। অবশ্য প্রকৃত কল্যাণ ও উন্নতি ইহাদের কাহারও লক্ষ্য নহে, সংসারের মান প্রতিপত্তি, পদ ও প্রতিষ্ঠাই ইহাদের সকলের নিকট একমাত্র লভনীয় ও লোভনীয় বস্তু। কাজেই তাহাদের পক্ষে এরূপ করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই শ্রেণীর লোকে যে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, বিচার না করিয়া, উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়—তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচনার প্রয়োজন নাই। তাহাদের কার্য্য ও পন্থার কোনও আলোচনা করা মোটেই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। উচ্চ জীবন ও কল্যাণই—ব্রহ্মানুগত জীবনই—যাহাদের সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্যস্থানীয়, অপর যাহা কিছু লাভ যাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ, ধর্ম্ম ও নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যও যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাদেরও পথে ইহা সূক্ষ্ম ভাবে অলক্ষিতে কি প্রকার গুরুতর প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করে, ইহা উঁহাদিগকেও ক্রমে অজ্ঞাতসারে কিরূপ অবনতি ও বিনাশের দিকেই লইয়া যায়, তাহার একটু আলোচনা, যত সামান্য ও অসম্পূর্ণই হউক না কেন, বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী পথপ্রদর্শকগণের অবলম্বিত কল্যাণকর পথই অনুসরণ করিয়া চলিতেছি, না, উঁহা হইতে কোনও রূপে বিচলিত হইয়া এই অকল্যাণের দিকেই দ্রুত ধাবিত হইতেছি, তাহা একটু ধীরচিত্তে পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। কেননা, তাহা না করিলে আমাদের বর্ত্তমান গতি কোন্ পথে তাহা আমরা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিতে পারিব না এবং বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে চলিবার কোনও আশঙ্কা থাকিলে, তন্নিবারণেও সমর্থ হইব না। সকল স্থানে ও সময়ে, সমস্ত বিষয়ে জীবনদেবতার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া চলা—তাঁহাকেই জীবনের একমাত্র প্রভু ও চালক করিয়া, লোকের অনুরাগ-বিরাগ, মান-প্রতিপত্তি, সাংসারিক লাভ-ক্ষতি গণনা-নিরপেক্ষ হইয়া, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছানুগত

জীবন যাপন করাই—যে উন্নতি ও কল্যাণ লাভের একমাত্র উপায়, সুতরাং তাহাই যে মানবজীবনের অপরিহার্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, উচ্চতম ধর্ম্ম, তাহা পূর্ব্ব দুই সংখ্যায় অল্পাধিক পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রকৃত ধর্ম্মার্থীদিগের মধ্যে কোনও মতভেদই থাকিতে পারে না। এ সত্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কাজেই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য ও পথপ্রদর্শকগণ চিরজীবন অবিচলিত ভাবে এই সরল পথই নিজেরা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন এবং আমাদিগকেও অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অপর কোনও ক্ষুদ্র বিষয়কে তাঁহারা লক্ষ্য স্থানে রাখেন নাই বলিয়াই, তাঁহাদের পথনির্ব্বাচনে কুটিল অবান্তর প্রশ্ন, লোকের অনুরাগ-বিরাগ বা মতামতের কথা, সাংসারিক লাভক্ষতির গণনা, প্রভৃতি কিছুই বিন্দুপরিমাণেও স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। পথনির্ব্বাচনে তাঁহাদের একমাত্র নীতি ছিল "যে যায় যা'ক থাকে থা'ক, শু'নে চলি তোমারি ডাক।" ফলাফলের দিকে তাঁহাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, অপর কোনও বাণীর দিকে কখনও তাঁহাদের কাণ যায় নাই—অপর লোকের ত বহু দূরের কথা, আপনার পিতামাতা প্রভৃতি নিকটতম আত্মীয়স্বজনেরও অনুরাগ-বিরাগ, নিন্দা-প্রশংসা, পুরস্কার-তিরস্কার তাঁহারা বিন্দু-পরিমাণেও গ্রাহ্য করেন নাই, গণনার মধ্যে আনেন নাই। অথচ তাঁহাদের মাতাপিতার প্রতি ভালবাসা বা হৃদয়ের টানের যে কোনও প্রকার অভাব ছিল, হৃদয়হীন লঘুচিত্ততাদ্বারা পরিচালিত হইয়া যে তাঁহারা এরূপ করিয়াছেন, তাহা নহে; বরং অপর পন্থা না থাকাতে নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়াই, হৃদয়ের সহিত মহাসংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া দুর্ব্বিসহ বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়াই, যে করিয়াছেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যেখানে কোনও কর্ত্তব্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই, সেখানে তাঁহাদের সন্তোষসাধনার্থ সর্ব্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারে ও দুঃখবহনে তাঁহারা একটুও কুণ্ঠিত হন নাই—নিজের সুখ স্বার্থের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখেন নাই। সর্ব্ববিজয়ী প্রেমের উপরে যাঁহারা এরূপ জয়লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিঃসম্পর্কিত বাহিরের লোকের অকিঞ্চিৎকর অনুরাগ-বিরাগ নিন্দা-প্রশংসা আর যে বিচলিত করিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই তাঁহারা সত্য ন্যায় ও কর্ত্তব্যের জন্য একাকী সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাহারও কোনও প্রকার নির্য্যাতন বা প্রলোভন তাঁহাদিগকে ক্ষণেকের তরেও বিচলিত করিতে পারে নাই। নির্য্যাতনে ভীত না হওয়া তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেননা, নিতান্ত দুর্ব্বল না হইলে, অত্যাচার ও নির্য্যাতন প্রতিরোধের উৎসাহ ও শক্তিকে আরও জাগাইয়াই দেয়। সুতরাং উহা অনিষ্ট না করিয়া প্রকারান্তরে ইষ্টই সাধন করে। কল্যাণার্থী ব্যক্তি উহাকে আনন্দেই বরণ করিতে পারে। কিন্তু প্রলোভন জয় করা বড়ই কঠিন। উহা সমস্ত বিরোধিতা দূর করিয়া অলক্ষিতে আপনার আধিপত্য বিস্তার করে, উহার কুহক-জাল, তীক্ষ্ণদৃষ্টি না থাকিলে, বুঝিতেই পারা যায় না, সুতরাং ছিন্ন করাও সম্ভবপর হয় না। অনেক বিষয়ে বিনা বাধায় আপন পথে চলিতে পারাতে, বুঝিতে পারা যায় না কোন্ সময় অবলম্বিত সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া অসতর্কতাবশতঃ কুটিল বর্ত্মে যাইয়া পড়িতে হইয়াছে, বিশুদ্ধ সত্যের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা ও কপটাচারের অধীন হইতে হইয়াছে। শত্রু সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সতর্ক দৃষ্টি থাকে, বন্ধুর বেশে আসিলে আর তাহা থাকে না—বিভীষণের রূপ ধরিয়া আসাতেই লক্ষ্মণ প্রতারিত হইয়াছিলেন, মহীরাবণকে দ্বার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই জন্যই বিরাগকে অগ্রাহ্য করা সহজ হইলেও, কপট অনুরাগের মোহ অতিক্রম করা অতীব কঠিন। ঋষি ইমার্সন বলিয়াছেন—"প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা নিরাপদ-জনক। নিন্দার আক্রমণে আমি জাগিয়া উঠি, সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া দোষ ত্রুটি দূর করিয়া সবল হইয়া উঠি, পরাজিত না হইয়া বরং জয়েরই হই। অপর দিকে যখন মধুর প্রশংসা বাক্যসকল বর্ষিত হয়, তখন আমি নিজেকে শত্রুর সম্মুখে নিতান্ত অসহায় বলিয়াই মনে করি।" ইহার কারণ এই যে, এরূপ অবস্থায় আর প্রকৃত কল্যাণের দিকে দৃষ্টি থাকে না। কোথায় যে লোক-রঞ্জনের জন্য, প্রশংসালাভের আকাঙ্ক্ষায়, ধর্ম্ম ও নীতিকে খর্ব্ব করিয়া আপনার অনিষ্টসাধন করা হইল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই কুহকে পড়িয়াই আজকাল অনেক ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী যুবকও আর সম্পূর্ণরূপে সত্য ও ধর্ম্মের হাতে আপনাকে অর্পণ করিতে পারিতেছে না, কোনওরূপে বিবেকবাণীর সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া পুরাতন সমাজের মধ্যেই থাকিয়া যাইতেছে,—নির্ভীকভাবে আপনার অন্তরের বাণীকে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিতেছে না, স্থানে স্থানে অল্পাধিক কপটাচারও অবলম্বন করিতেছে। তাহাদের বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, উহার আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এই লোকরঞ্জনস্পৃহা হইতে, সকলের প্রশংসা ও অনুরাগ লাভের আকাঙ্ক্ষা হইতেই যে, অনেক সময় সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে একটু খর্ব্ব করিয়া ও অল্পাধিক পরিমাণে মিথ্যা কপটাচারকে অবলম্বন করিয়া, অন্তরের বাণীকে ম্লান করিয়া চলিতে হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অনেক সময়ে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই স্পৃহাই যেখানে কার্য্যের জনক সেখানেও, মনকে প্রবোধ দিবার জন্যই হউক, আর অপরকে বুঝাইবার জন্যই হউক, অন্য একটা মহৎ উদ্দেশ্যের আবরণদ্বারা আপনাকে অজ্ঞাতসারে প্রবঞ্চিত করা হয়। পরে যে যুক্তি বিচারের সাহায্যে একটা মিথ্যা মহত্ত্বের আবরণে হৃদয়ের গূঢ় ভাবকে মণ্ডিত করা হইয়াছে, গভীর আত্মপরীক্ষা ও আত্মচিন্তা ব্যতীত তাহা ধরিতেই পারা যায় না। যাহারা জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া উক্ত প্রকার করিয়া থাকে তাহাদের কথা কিছু বলিতে চাই না। কেননা, তাহা যে নিতান্তই হেয় ও অনিষ্টকর সে কথা সকলেই স্বীকার করিবে। সুতরাং কল্যাণার্থী ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহা পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু যেখানে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি ব্যতীত তাহা বুঝিতে পারা যায় না, সেখানেই বিপদ অত্যন্ত অধিক। অল্প লোকই জানিয়া শুনিয়া অকল্যাণের পথ অবলম্বন করে—অধিকাংশ লোকই অজ্ঞাতসারে মোহাভিভূত হইয়াই মৃত্যুর পথে ধাবিত হয়। মানুষের জীবন ও কার্য্য এত জটিলতাময় যে, কোন্

সুলক্ষ্য সূত্র যে কোন্ দিকে লইয়া যায় তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন—সাধারণ লোকে অনেক দূরে চলিয়া না গেলে তাহা বুঝিতেই পারে না। একমাত্র পণ্ডিতগণই সরলরেখার অতি সামান্য একটু বক্রতা দেখিয়া উহার শেষ গতি নির্ণয় করিতে সমর্থ, অপরের নিকট উহা সম্পূর্ণ সরল বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। সেরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাশীল কল্যাণার্থী ব্যক্তিই সরল ধর্ম্মের পথ হইতে অতি সামান্য বিচ্যুতিও ধরিতে পারে এবং উহার পরিণাম দেখিতে পায়—চিন্তাবিহীন উদাসীন ব্যক্তি কখনও তাহাতে সমর্থ হয় না। তাহারা ঠিক পথেই চলিতেছে মনে করিয়া কালে যাইয়া মৃত্যুর আবর্ত্তেই পতিত হয়। এই জন্যই ইহা এত বিপজ্জনক, এই হেতুই হিতকারী পথপ্রদর্শক ও ধর্ম্মবন্ধুর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কিন্তু মোহাভিভূত ব্যক্তি কে বন্ধু কে শত্রু তাহাও নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না—শত্রুকেই বন্ধু মনে করে, আর হিতকারী বন্ধুকেই শত্রু মনে করে। বিচারবিহীন ভাবে আপাতপ্রীতিকর পথে চলিবার ইহা আর একটি বিপদ। সুতরাং যে দিক দিয়াই বিচার করি না কেন, দেখিতে পাইব, জীবনের অদ্বিতীয় প্রভুকে জীবনের একমাত্র চালক করিয়া না চলিলে, তাঁহার স্থানে লোকানুরাগস্পৃহা বা অপর কিছুকে বসাইলে, কোনও প্রকারেই কল্যাণ নাই—মহা অকল্যাণের ও বিনাশের গুরুতর সম্ভাবনাই রহিয়াছে। এই জন্যই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য ও নেতাগণ অপর সকল অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র তাঁহার বাণী শুনিয়া চলাকেই জীবনের নিয়ামক নীতিরূপে অবলম্বন করিয়াছেন, অন্য কে সঙ্গে আছে না আছে চাহিয়াও দেখেন নাই; তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল জীবনদেবতা সঙ্গে আছেন কি না, প্রত্যেক পদক্ষেপে তাঁহার অনুমোদন আছে কি না। এই হেতুই তাঁহারা কাহারও দ্বারা চালিত না হইয়া একাকী গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, অপর সকলে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছে, তাঁহাদের দ্বারা চালিত হইয়া কল্যাণ ও উন্নতির পথে গিয়াছে। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যেও এমন কাহাকে কাহাকে দেখা যাইতেছে, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত নীতির পরিবর্ত্তে লোকানুরাগকেই জীবনের অনেক কাজের নিয়ামক করা উচিত বিবেচনা করেন বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহারা মনে করেন, অধিকাংশ লোক যে পথে চলে তাহার বিরুদ্ধে গেলে, সকলের শুধু বিরাগভাজন নয়, অবজ্ঞাভাজনও হইতে হইবে, আর তাহার অনুসরণ করিলেই ব্রাহ্মসমাজ লোকের অনুরাগ ও সম্মান প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে যে তাঁহারা চালকের আসন পরিত্যাগ করিয়া চালিতের পদই গ্রহণ করিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজের গৌরববর্দ্ধনের আকাঙ্ক্ষায় উহার ঘোরতর অগৌরবই সাধন করিতেছেন, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছেন না। বিরাগ নির্য্যাতন ও বিরুদ্ধাচরণ ভোগ করিয়াও পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যে শ্রদ্ধা ও গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বাহিরের শত প্রশংসাধ্বনি করতালি ও বাহবার মধ্যেও ইঁহারা তাহার সহস্রাংশেরও এক অংশ প্রাপ্ত হইবেন কি না, তাহা কি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? যাহারা মতের পথ পরিত্যাগ করিয়া গড্ডালিকাপ্রবাহে অপরের অনুসরণ করে, তাহাদিগকে কি আমরা কেহ শ্রদ্ধা করিতে পারি? অন্তরের অন্তরে অবজ্ঞা করি না? সকল দেশের ও সকল কালের মানুষ সম্বন্ধেই কি ইহা সত্য নয়? বাস্তবিক মানবপ্রকৃতির এই অন্তর্নিহিত বিচারশক্তির পরিচয় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। শান্ত মুহূর্ত্তে তাহা একমাত্র উচ্চনীতি ও ধর্ম্মকেই যথার্থতঃ সম্মান করে। যাহারা তাহার স্থলে লোকানুরাগকে জীবনের নিয়ামক করে, তাহাদিগকে স্বদলভুক্ত হইতে দেখিয়াও লোকে সম্মান করে না। বাহিরের প্রশংসা ও বাহবা আর অন্তরের সম্মান এক জিনিষ নয়। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে লোকের বিরাগভাজন করিতে ভয় পান, সকলের সঙ্গে চলিয়া তাহাদের অনুরাগভাজন করিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত, তাঁহারা এই চিরন্তন সত্য তত্ত্বটার বিষয় কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব ইতিহাস কি প্রমাণ করিতেছে এবং এই নীতি কালে তাঁহাদিগকে কোথায় নিয়া উপস্থিত করিতে পারে, তাহা কি চিন্তা করিয়াছেন? আশা করি সকলে নিবিষ্টচিত্তে ইহা বিচার করিয়া দেখিবেন এবং উক্ত ভ্রান্তপথে চলিয়া কেহ কখনও নিজের ও ব্রাহ্মসমাজের মৃত্যুর কারণ হইবেন না; জীবনদেবতা-নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বাচার্য্যগণ-অবলম্বিত, চিরন্তন পথই—লোকের অনুরাগ-বিরাগের দিকে না চাহিয়া কেবল জীবনের অদ্বিতীয় প্রভুর নির্দ্দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিবার নীতিই—নির্ভীক ভাবে অনুসরণ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণলাভের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে যথার্থতঃ গৌরবমণ্ডিত করিবার জন্যই সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করিবেন। শুভবুদ্ধিদাতা আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন ও কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিউন। আমরা যেন অপর কাহারও দাসত্ব অবলম্বন না করি, শুধু জীবনদেবতাকেই অনুসরণ করিয়া চলি। তাঁহার পবিত্র সিংহাসনে লোকানুরাগকে বসাইয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও নীতিকে কলঙ্কিত না করি। তিনিই সকল বিষয়ে আমাদের একমাত্র চালক ও প্রভু হউন। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

নানকবাণী।

১৮

কাম ক্রোধ কাইআ কউ গালৈ।
জিউ কনচন সোহাগা ঢালৈ।
কস কসবটী সহৈ সু তাউ।
নদর সরাফ বন্নীস চড়্হাউ।
জগত পসু অহংকার কসাঈ।
কর কঃতৈ করণী কর পাঈ।
জিন কীতী তিন কীমত পাঈ।
হোর কিআ কহী ঐ কছু কহণ ন জাঈ

ভাবানুবাদ

কাম ক্রোধ শরীরকে নষ্ট করে।
যে প্রকার সোহাগা স্বর্ণকে গলায়।
অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিয়া কষ্টিপাথরে মর্দ্দনে

যদি স্বর্ণকারের দৃষ্টিতে ঠিক হয়, তবে পাকা সোণারূপে গৃহীত হয়।

জগত পশু, অহংকার কসাই।

যে যেমন কার্য্য করে বিধাতার বিধি তাহার কর্ম্মানুসারে ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির (কার্য্য) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

অধিক আর কি বলিব, কিছুই বলিতে পারা যায় না।

১৯

খোজত খোজত অম্রিত পীআ।
খিমা গহী মন সতগুর দীআ।
খরা খরা আখৈ সভ কোই।
খরা রতন জুগ চারে হোই।
খাত পীঅন্ত মূএ নহী জানিআ।
খিন মহ মূএ জা সবদ পছানিআ।
অসথির চীত মরন মন মানিআ।
গুর কিরপা তে নাম পছানিআ।

ভাবানুবাদ

ব্যাকুল হইয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া অমৃত পান করিলাম।
ক্ষমা ধারণ করিয়া মন ভগবানকে দিলাম।
সকলেই ভাল ভাল বলিতে লাগিল।
যে ভাল সে চারি যুগে শুদ্ধ।
অনেকে এই তত্ত্ব না জানিয়া কেবল খাইয়া পরিয়া দেহত্যাগ করিল।
যে ভগবৎবাণীর পরিচয় পাইল সে এক মুহূর্ত্তে সংসারের বিষয়ে মৃতবৎ হইল।
চিত্ত শান্ত হইল ও মন মরণেতে নির্ভয় হইল।
ভগবানের কৃপাতে নামের পরিচয় পাইয়াছি।

২০

গগন গংভীর গগনন্তর বাস।
গুণ গাবৈ সুখ সহজ নিবাস।
গইআ ন আবৈ আই ন জাই।
গুর পরসাদ রহৈ লিবলাই।
গগন অগম্ম অনাথ অজোনী।
অসথির চীত সমাধ সগোনী।
হরি নাম চেত ফির পবহ ন জুনী।
গুরমত সার হোর নাম বিহুনী।

ভাবানুবাদ

হৃদয়াকাশ গম্ভীর সেই গগনের অন্তরে যাঁহাদের বাস।
তাঁহারা ভগবৎগুণ গান করেন ও সহজে সুখে সেখানে নিবাস করেন।
সেখানে গেলে আর কেহ আসে না, আসিতে পারে না।
ভগবানের আনন্দস্বরূপে সমাধিস্থ হইয়া বাস করেন।
পরমাত্মা গগনবৎ অগম্য, তিনিই প্রভু, তাঁহার কোন স্বামী নাই, তিনি অজন্মা।
ভগবানে চিত্ত স্থির হওয়াই সগুণ প্রত্যক্ষ সমাধি।
হরি নাম স্মরণ কর, পুনরায় মাতৃগর্ভে আসিবে না।
ভগবানের শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ, অন্য সকলই নামবিহীন।

২১

ঘর দর ফির থাকী বহুতেরে।
জাত অসংখ অন্ত নহী মেরে।
কেতে মাত পিতা সুত ধীআ।
কেতে গুর চেলে ফুণ হুআ।
কাচে গুরতে মুকত ন হুআ।
কেতী নার বর এক সমাল।
গুর মুখ মরণ জীবণ প্রভ নাল।
দহ দিস ঢূঁঢ ঘরৈ মহ পাইআ।
মেল ভইআ সত গুরু মিলাইআ।

ভাবানুবাদ

দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া বড়ই শ্রান্ত হইলাম।
অসংখ্য জনমে আসার অন্ত হইল না।
কতই মাতা পিতা, কতই পুত্র কন্যা হইল;

নোট—(১) কর করতৈ করণী কর পাঈ—ইহার অন্বয় করণী কর করতৈ কর পাঈ=কর্ম্ম অনুসারে কর্ত্তার হস্ত লিখিয়াছে।

(২) অহংকার কসাঈ=অহংকার অহংভাব ঘাতক।

(৩) মেকলিফ কেবল মাত্র দক্ষিণী ওঁ কারের এই শবদের অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

As borax melteth gold.

So lust and wrath melt the body.

The gold is drawn over the touchstone, and must,until thoroughly pure, endure the fire. Where it assumeth a high colour, the Assayer is satisfied. The body must be purified as gold is by melting. God the Assayer is satisfied with it when it assumes a bright colour.

The world is a beast, and pride is its butcher.

(Pride is killing the world)

As thou actest with thine own hand, so shall be thy recompense.

He who made the world knoweth its worth.

What else is to be said ? Talking availeth not.

(৪) বারাবণীর সোণা তাহাকে বলে যাহাকে স্বর্ণকার বার বার পোড়াইয়া শুদ্ধ করেন ও আসল পাকা সোণা অতি উচ্চ দরের করিয়া লন।

নোট—(১) রত্ন শব্দের অর্থ শুদ্ধ।

(২) মরণ মন মানিআ=মরণেতে মন দৃঢ় (নিশ্চিন্ত, নির্ভয়) হইল।

নোট। (১) ভগবানের কাছে যে নাম পাওয়া যায় উহাই সার, অপর নাম নামই নহে।

(২) সগোনী—গুণ সহিত, একরস সমাধি।

আবার কতই গুরু ও কতই চেলা হইল।
কাঁচা গুরুর দ্বারা আমার মুক্তি হইল না।
নারী অনেক, কিন্তু স্বামী ভগবান এক, তাঁহাকে স্মরণ কর।
ভগবন্মুখীনের মরণ বাঁচন প্রভুরই সহিত।
দশদিক খুঁজিলাম, কিন্তু শেষ গৃহ মধ্যেই পাইলাম।
তখনি পাইলাম যখন ভগবান স্বয়ং মিলাইলেন।

২২

গুরমুখ গাবৈ গুরমুখ বোলৈ।
গুরমুখ তোল তোলাবৈ তোলৈ।
গুরমুখ আব জাই নিসংগ।
পরহর মৈল জলাই কলংক।
গুরমুখ নাদ বেদ বীচার।
গুরমুখ মজ্জন চজ্জ আচার।
গুরমুখ সবদ অম্রিত হৈ সার।
নানক গুরমুখ পাবৈ পার।

ভাবানুবাদ

ভগবন্মুখীন সাধুরা কখনও গান করেন, কখনও পরমেশ্বরের কথা বলেন।

তাঁহারা ভগবৎ মাপের দ্বারা নিজেকে ও অপরকে ওজন করেন।

তাহারা পৃথিবীতে আসা যাওয়ার সম্বন্ধে ভয় ভাবনা করেন না।

তাঁহারা মলিনতা পরিহার ও কলঙ্ককে পোড়াইয়া ফেলিয়াছেন।
তাঁহারা অনাহত বাণী এবং জ্ঞানের আলোচনা করেন।
পবিত্র আচরণ তাঁহাদিগের মজ্জন স্নান
তাঁহাদিগের উপদেশ অমৃতের সার।
নানক বলেন তাঁহারা মুক্ত হন।

২৩

চনচল চীত ন রহঈ ঠাই।
চোরী মিরগ অংগুরী খাই।
চরণ কমল উরধারে চীত।
চির জীবণ চেতন নিত নীত।
চিন্তত হী দীসৈ সভ কোই।
চেতহ এক তহী সুখ হোই।
চিত্ত রিদৈ বাচৈ হরি নাই।
মুকত ভই আ পত সিউ ঘর জাই।

ভবানুবাদ

চঞ্চল চিত্ত স্থির হইয়া থাকে না।

মৃগের মতন চঞ্চল মন চুপি চুপি শুভগুণের সমস্ত হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করে।

ভগবানের চরণকমল হৃদয়ে ধারণ কর।
চৈতন্যময় চিরস্থায়ী জীবন্ত ভগবানকে নিত্য স্মরণ কর।
দেখিলেই বোধ হয় সকলেই চিন্তাযুক্ত।
কিন্তু একজনকে স্মরণ কর, তবে সুখ হইবে।
চিত্ত বশীভূত হইলে হরিনামের সহিত প্রেম হইবে।
মুক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠার সহিত পরলোকে যাইবে।

২৪

ছীজৈ দেহ খুলৈ ইক গণ্ঢ।
ছে আনিত দেখহু জগ হণ্ঢ।
ধূপ ছাব জে সম কর জানৈ।
বন্ধন কাট মুকতি ঘর আনৈ।
ছাইআ ছুছী জগত ভুলানা।
লিখিআ কিরত ধুরে পরবানা।
ছীজৈ জোবন জরুআ সির কাল।
কাইআ ছীজৈ ভঈ সিবাল।

ভাবানুবাদ

একটি গ্রন্থি খুলিয়া গেলেই দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।
জগতকে ওলট পালট করিয়া দেখ উহা অনিত্য বিনাশশীল।
যে রৌদ্র ও ছায়াকে সমান বলিয়া জানে।
সে বন্ধন কাটিয়া মুক্তিকে হৃদয়ে লইয়া আসে।
অপদার্থ ছায়ার মোহে জগৎ ভুলে আছে।
কর্ম্মের অনুসারে পূর্ব্ব হইতেই বিধির বিধান হইয়াছে।
যৌবন নষ্ট হইলে জরা ও মৃত্যু মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হয়।
কায়া নষ্ট হইয়া মাটি হইয়া যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

নোট। (১) ভাব এই, জন্ম জন্মান্তরে ঘোরা পুরাতন হিন্দু বিশ্বাস; কিন্তু ব্রহ্ম লাভ হইলে মুক্তি হয় অর্থাৎ বারম্বার জন্ম মরণ ঘুচিয়া যায়। উহা হয় ব্রহ্মকৃপায় ব্রহ্মমিলন হইলে। তিনি বাহিরে নহেন, অন্তরের অন্তঃপুরে বাস করিতেছেন; আত্মা কামিনী ভাবে কান্তকে ধ্যান করিবে।

নোট (১) এই বাণীতে গুরমুখদিগের লক্ষণ বলা হইল।

গুরমুখের অর্থ সেই সাধু পুরুষ যাহারা ভগবানকে মুখ্য গুরু করিয়াছেন ও ভগবানের সহিত যাঁহাদিগের মিলন হইয়াছে।

(২) অপরকে ও নিজেকে ওজন করিবার মাপকাটী এক মাত্র ভগবান।

(৩) নিসংগ—নিঃসঙ্গ বা নিঃশঙ্ক।

(৪) পাবৈ পার—ও পারে উত্তীর্ণ হন বা পারে যে ভগবান আছেন তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।

নোট (১) শুভগুণের অঙ্কুর বিষয় ভাবাপন্ন মন খাইয়া ফেলে অর্থাৎ নষ্ট করে।

(২) ঘর—গৃহ, পরলোক।

নোট। (১) একটি গ্রন্থি খুলিয়া গেলেই অর্থাৎ প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেলেই দেহ নষ্ট হয়।

(২) ছে আনিত—ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য।

(৩) ধুপ ছাঁব—রৌদ্র ও ছায়া, সুখ ও দুঃখ।

(৪) ছাইআ ছুছী—ছায়া অপদার্থ, কোনও কাজের নয়।

(৫) সিবাল—মাটী, ছাই।

পরলোকগত তিনকড়ি বসু

হুগলী জেলার অন্তঃপাতি দশঘরা একখানি বিখ্যাত গ্রাম। কৌলীন্যে এই গ্রামের বসু পরিবার পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে শীর্ষস্থানীয়। এই কৌলীন্যহেতু শোভাবাজারের রাজপরিবার, আন্দুলের রাজবংশ, ছাতুবাবুদের বংশ ও হাটখোলার দত্ত পরিবারের সহিত ইঁহারা বিবাহের আদান-প্রদান-সূত্রে ঘনিষ্ঠরূপে আবদ্ধ।

দশঘরার বসু পরিবার কেবল যে কৌলীন্যেই প্রসিদ্ধ, এমন নহে; ইহা একটী বিখ্যাত বৈষ্ণব পরিবার। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ বাঞ্ছারাম সংসারে বীতরাগ হইয়া, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। ইঁহার স্থাপিত আখড়া ও ইঁহার সমাধিমন্দির অদ্যাপি দশঘরা গ্রামে বিদ্যমান আছে। এই মহাপুরুষের বংশধরেরা সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরাগী। প্রত্যহ খোল করতাল সহযোগে সকলে মিলিয়া হরিসংকীর্ত্তন করা এই বংশের অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য ছিল।

এই সম্ভ্রান্ত ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারে ১২৫১ সালে ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে নীরব সাধক সাধু তিনকড়ি বসু মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বংশসূত্রে বৈষ্ণবধর্ম্মের দীনতা, ভক্তি ও সেবা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ যখন তাঁহাদের বাড়ীতে হরিসংকীর্ত্তন হইত, তখন বালক তিনকড়ি তাহাতে তন্ময় হইয়া যোগ দিতেন। এইরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আকর্ষণের ভিতরে তাঁহার বাল্যজীবন গঠিত ও পরিপুষ্ট হয়।

তিনকড়ি বাবুর মাতুল বংশে কেহ না থাকায়, এই পরিবার পাণ্ডুয়া ষ্টেশনের নিকট দাবড়া গ্রামে আসিয়া বাস করে—সুতরাং তিনি মাতামহালয়েই প্রতিপালিত হন। এই স্থলেই পাঠশালায় তাঁহার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে তিনি মাতুলালয় হইতে ৪ মাইল দূরে মিশনারীদের স্থাপিত এক উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। প্রত্যহ ৮ মাইল যাতায়াত করিয়া বালকের পক্ষে শিক্ষালাভ করিতে হইলে কতদূর নিষ্ঠা, পরিশ্রমশীলতা ও একাগ্রতার প্রয়োজন তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনকড়ি বাবুর বড় ভগ্নীপতি রায় বাহাদুর নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় তমলুকে কাজ করিতেন। সেই স্থানেই তাঁহার যাইবার কথা হয়; কিন্তু সেকালের কুটুম্বিতার কঠিন নিয়মানুসারে ভগ্নীপতির বাড়ী পাঠাইতে প্রথমতঃ অভিভাবকগণ মত দেন নাই। পরে ভগ্নী বিশেষ অনুনয় বিনয় করায়, তিনি অধ্যয়নার্থ তমলুকে প্রেরিত হন। ১৩।১৪ বৎসর বয়স্ক বালককে দস্যু, ঠগী ও হিংস্রজন্তুপূর্ণ এই দুর্গম সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে যাইতে হইয়াছিল। যখন তিনি এই পথের ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিতেন, তখন তাহা উপন্যাসের ন্যায় কৌতুকাবহ বলিয়া মনে হইত। প্রবল জ্ঞানপিপাসা এই বালকদেহে শক্তি ও দৃঢ়তা সঞ্চার না করিলে, তাঁহার পক্ষে এই পথ হাঁটিয়া যাওয়া অসম্ভব হইত। এক বৎসর যাইতে না যাইতে নবকৃষ্ণ বাবু অন্যত্র বদলী হইলেন, কাজেই তিনকড়ি বাবুকে কোন্নগরে ভগ্নীপতির বাড়ীতে আসিয়া, তথাকার হাইস্কুলে পড়িতে হইল। কিন্তু নানাপ্রকার পারিবারিক দুর্ঘটনাবশতঃ তিনি আর বেশী দিন পড়িতে পারিলেন না—এন্ট্রান্স ক্লাসে উঠিয়াই তাঁহাকে স্কুল ছাড়িতে হইল। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা বড়ই বলবতী ছিল। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেও তিনি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিলেন না—রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত জাগিয়া পড়িতেন। ছোট আদালতের কর্ম্মোপলক্ষ্যে যখন তিনি কলিকাতার কোন ছাত্রাবাসে ছিলেন, তখন কলেজের ছাত্রদের সহায়তায় তিনি ইংরেজী সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন। ইহাতে তাঁহার অনেক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ হয়। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার এই জ্ঞানলাভের ইচ্ছা অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৪।১৫ বৎসর বয়সে তিনকড়ি বাবু হাটখোলায় বিখ্যাত দত্ত পরিবারে বিবাহ করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অসময়ে প্রথম কলিকাতার ছোট আদালতে পরে পুলিস বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। তখন বিখ্যাত ওহাবী মোকদ্দমা হয়—জজ নর্ম্মাণ ও লর্ড মেওর হত্যায় দেশে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। তিনি ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অফিসে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল রাইলী সাহেবের personal confidential clerk ছিলেন। তাঁহার কাজ সেই সময়ে বড়ই দায়িত্বপূর্ণ ছিল। রাইলী সাহেব তিনকড়ি বাবুকে চিনিয়াছিলেন—তাই তরুণ যুবকের স্কন্ধে যে গোপনীয় ও দায়িত্বপূর্ণ ভার দিয়াছিলেন, তাহার জন্য সাহেবকে অনুতাপ করিতে হয় নাই। কিছু দিন পরে তিনি পুলিসের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়।

যখন তিনকড়ি বাবু কোন্নগরে অধ্যয়ন করিতেন, তখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ তাঁহার জীবনে উপ্ত হয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, তাই এই বীজ যখন উপ্ত হইল, তখনই দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির নিয়মানুসারে তাহা শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত সুন্দর ধর্ম্মবৃক্ষের আকার ধারণ করিল। এই স্থানেই কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করেন। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন মহর্ষি কর্ত্তৃক তিনি আকৃষ্ট হইলেন। মহর্ষির সৌম্য মূর্ত্তি, ব্রহ্মনামে রোমাঞ্চিত শরীর ও হৃদয়-দ্রবকারিণী ভাষা তাঁহার শরীর মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। কর্ম্মোপলক্ষ্যে যখন কলিকাতায় বাস করিতেন, তখন অতি নিষ্ঠার সহিত তিনি নিয়মমত আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিতেন। এই সময়ে তিনি ১৮ বৎসর বয়স্ক তরুণ যুবক। তিনি বলিয়াছেন—মহর্ষি বেদীতে উঠিবার পূর্ব্বে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নীচে বেদীর দিকে মুখ করিয়া, করযোড়ে, স্তিমিতনেত্রে বসিয়া থাকিতেন। যখন তিনি বেদী গ্রহণ করিয়া, গৈরিক-নিঃস্রবের মত তাঁহার অনুভূতিমূলক অপূর্ব্ব উপদেশ প্রদান করিতেন, তখন দেশকাল ভুলিয়া যাইতেন। সে কি জ্বালাময়ী বক্তৃতা—ভাষার পারিপাট্যে, ভাবের গৌরবে ও সাধনসম্পদে তাহা এক অভূতপূর্ব্ব জিনিস। তিনি বলিয়াছেন—একদিন তাঁহার উপদেশ শুনিলে, সমস্ত সপ্তাহ মাতালের মত হইয়া থাকিতেন।

১২৭৪ সালে তিনকড়ি বাবু বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত রামসাগরে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ইহার পর তিনি

কর্ম্মোপলক্ষ্যে কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ সংস্থাপিত হয়, এবং বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকার, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির সহিত তিনি পরিচিত হন। কুটুম্বিতার সূত্রে শোভাবাজারের রাজবাড়ী ও ছাতুবাবুর বাড়ীও যাইতেন। কিন্তু কলিকাতা হইতে দেশে যাতায়াত করায়, তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। পরে কাশীতে ভগ্নীপতির নিকট যাইয়া আরোগ্যলাভ করেন এবং তথা হইতে চাকরীর অনুসন্ধানে এলাহাবাদে যান। পরে ঘটনাচক্রে ১৮৭৩ অব্দে মে মাসে হাজারীবাগে আগমন করিয়া ধানোয়ারের রাজার ষ্টেটে কেরাণীর কর্ম্ম গ্রহণ করেন। অর্দ্ধ-শতাব্দীর অধিককাল তিনি এই জেলাতেই নানা কর্ম্মসূত্রে অতিবাহন করিয়াছেন। ১৮৭৫ অব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিবারবর্গ লইয়া তিনি ধানোয়ারে আসেন। এই স্থানেই বসন্তরোগে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর। তিনি বলিয়াছেন, দুরন্ত বসন্তরোগ তাঁহার বংশের অনেককেই আক্রমণ করিয়াছে। সেই মাতৃহীন শিশুপুত্রকে তিনি কখনও মাতার অভাব বুঝিতে দেন নাই। তাহার পর তাঁহার কার্য্যালয় পচম্বায় স্থানান্তরিত হয়। ইহার পর তিনকড়ি বাবু কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের অধীনে ম্যানেজার হইয়া গাদি শ্রীরামপুর রাজার ষ্টেটে যান। তথায় প্রায় দুই বৎসর কার্য্য করিয়া, রাজাকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া, ধানোয়ার রাজার ষ্টেটে ফিরিয়া আসেন। তার পর তিনি হাজারীবাগ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই ব্যাঙ্কের ভূয়সী উন্নতি সাধিত হয়। তিনিই গিরিডিতে তাহার শাখা স্থাপন করেন। ইহার কিছুদিন পরে রাজার একান্ত অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া গাদি শ্রীরামপুর ষ্টেটের ম্যানেজার হন। প্রায় ১২ বৎসর কাল তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই জমিদারীর কার্য্য পরিচালিত হয়। এই সময়ে এই ষ্টেটের কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি জমিদারীর আভ্যন্তরিক অনেক সংস্কার ও উন্নতি সাধিত করিয়া, বিন্দুমাত্র করভার না বাড়াইয়া, ষ্টেটের আড়াই লক্ষ টাকা অন্যান্য জমিদারগণকে ঋণ দিয়াও ব্যাঙ্কে প্রায় চারি লক্ষ টাকা জমাইয়াছিলেন এবং অনেক জমিদারী খরিদ করাইয়াছিলেন। এই বিষয়ে কলিকাতা গেজেটে এডমিনিষ্ট্রেসন রিপোর্টে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট ফ্রেজার সাহেব তাঁহার কার্য্যনিপুণতা ও সততায় এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি পরবর্ত্তী সময়ে একবার পচম্বায় আসিয়া তিনকড়ি বাবুর সংবাদ লইয়াছিলেন এবং তিনি জীবিত আছেন জানিয়া, তাঁহার সাধুতা, স্বাধীনচিত্ততা ও কর্ম্মনিপুণতার ভূয়সী সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুর ষ্টেট ছাড়িয়া তিনি ধানোয়ার ষ্টেটে পুনরায় ম্যানেজার হন এবং কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া ১৯০৮ অব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মহারাজ তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পেন্সন্ দেন। তিনি কার্য্যনিপুণতা, সততা ও নিস্পৃহতাগুণে উর্দ্ধতন রাজপুরুষ হইতে দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, সততা প্রভৃতির কাহিনী এ অঞ্চলে প্রবাদবাক্যের মত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীরামপুররাজ তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, কতবার তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে চাহিয়াছেন—প্রত্যেক বারই তিনি বিনয়ের সহিত বলিয়াছেন, যাঁহাদের সহযোগিতায় এই জমিদারীর কার্য্য চালাইতেছি, তাহাদের প্রত্যেকের বেতন না বাড়াইলে, আমার বেতন বাড়ান, আমি অন্যায় বলিয়া মনে করি। তাঁহার একার বেতন কখন বাড়াইতে দেন নাই। রাজার জঙ্গল হইতে কর্ম্মচারিগণ জ্বালানী কাষ্ঠ লইত, তিনি তাহা অন্যায় মনে করিয়া কখন গ্রহণ করিতেন না। তিনি যে কখন অন্যায় করিতে পারেন—ইহা কোন প্রজা বা কর্ম্মচারীই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। জমিদারীর কাজে কত পরীক্ষা, কত প্রলোভন, কত পদস্খলনের সম্ভাবনা; তিনকড়ি বাবু চরিত্রের তেজে—দেবত্বের প্রভাবে—আপনার পুণ্যবলে সমস্ত বাধা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, অপূর্ব্ব নিষ্পাপ ও নিস্পৃহ জীবনের উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা বলিতেও আনন্দ—স্মরণেও পুণ্য।

গিরিধির যাবতীয় মঙ্গলকর কার্য্যে তাঁহার অন্তরের গভীর যোগ ছিল। স্থানীয় হাই স্কুল ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। সকলের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া চাঁদা আদায় করিয়া এবং শ্রীরামপুর রাজার জমিদারী হইতে গৃহনির্ম্মাণের সমস্ত কাষ্ঠ প্রদানের বন্দোবস্ত করিয়া—তিনি স্কুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। হাঁসপাতালের জন্য ঐ ষ্টেট্ হইতে সমস্ত ইঁট ও মাসিক একশত টাকা সাহায্যের বন্দোবস্ত না করিলে, সেই সময়ে এই হাঁসপাতাল কখনই স্থাপিত হইতে পারিত না। তিনি স্কুল ও হাঁসপাতাল কমিটীর মেম্বর, অনারারি ম্যোজেষ্ট্রেট্ ও মিউনিসিপালিটীর কমিশনার হইয়াছিলেন। এইরূপ অর্দ্ধশতাব্দী কাল এই অঞ্চলে বাস করিয়া তিনি নানা সৎকার্য্যে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের যাহা সর্ব্বপ্রধান ও মুখ্য কাজ ছিল তাহার কথা এখনও বলা হয় নাই। তাঁহার জীবনের মুখ্য কাজ ছিল—ব্রাহ্মসমাজের সেবা ও ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন।

১৮৭৬ অব্দে তিনকড়ি বাবুর সহায়তায় পচম্বায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। ১৮৮২ অব্দে এই সমাজ গিরিডিতে স্থানান্তরিত হয়। তিনি মন্দিরের জন্য পচম্বার রাজার নিকট হইতে এক খণ্ড নিষ্কর জমি সংগ্রহ করিয়া, তাহার উপর একখানি কাঁচা ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করেন। যখন এই জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের কেহ দেখিবার লোক ছিলেন না, তখন তিনকড়ি বাবু অন্তরের নিষ্ঠা ও ত্যাগের দ্বারা ইহাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। তিনি তখন পচম্বায় থাকিতেন। তাঁহার বাসা হইতে মন্দির প্রায় তিন মাইল দূর ছিল। দস্যু ও হিংস্র জন্তুর ভয়কে তুচ্ছ করিয়া, তিনি প্রতি রবিবার সন্ধ্যাকালে মন্দিরে আসিতেন। তখন এই পথ যেরূপ দুর্গম ও ভীতিপূর্ণ ছিল, তাহা আমরা এখন ধারণাও করিতে পারি না। কখন কখন তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে আসিতে হইত। রাত্রিতে গিরিডিতে থাকিয়া পর দিন পচম্বায় যাইতেন। এমন সময়ও হইত যখন তিনি একাই আচার্য্য, গায়ক ও শ্রোতা। প্রবল ঝড় বৃষ্টি

প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপদ্রব, কার্য্যের বাহুল্য তাঁহার এই নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতাকে ব্যাহত করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে অর্থাৎ ১৯১২ সনে তিনি অগ্রণী হইয়া প্রায় চারি হাজার টাকা সংগ্রহপূর্ব্বক নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিয়া, এই সুন্দর প্রশস্ত ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করান। তিনি প্রথম হইতে ৫১ বৎসর কাল ইহার রক্ষা করিয়াছেন এবং ইহার প্রাণস্বরূপ হইয়া ছিলেন। এই মন্দির তাঁহার কত প্রিয় ছিল! নিজের বাসভবন জীর্ণ হইয়া যাইতেছে, ছাদ নষ্ট হইয়া জল পড়িতেছে—সে দিকে দৃষ্টি নাই, কিন্তু ব্রহ্মমন্দির কোথায় কি জীর্ণ হইল বা ত্রুটি বাহির হইল, অমনি সেই ত্যাগী পুরুষ তাহার জীর্ণসংস্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতেন। ব্রহ্মমন্দির তাঁহার বাসভবন হইতেও যে প্রিয়তর ছিল—ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই। ইহার জন্য নিজে অভাবগ্রস্ত হইয়াও নীরবে লোকচক্ষুর অগোচরে কত ব্যয় করিয়া গিয়াছেন—নিকটবর্ত্তী বন্ধু ও আত্মীয়গণও তাহা অনেক সময়ে জানিতে পারিতেন না। ইদানিং আর্থিক স্বাচ্ছল্য না থাকায় আর সমাজের জন্য তেমন খরচ করিতে পারিতেন না বলিয়া কত আক্ষেপ করিতেন!

নামে রুচি জীবে দয়া ছিল তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। তাঁহার পচম্বার বাড়ী সর্ব্বদা সাধুসমাগমে পূর্ণ থাকিত। পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণের চরণরেণুতে এই গৃহ পবিত্র হইয়াছিল। তখন গিরিডি জঙ্গলাকীর্ণ—পচম্বাই এক মাত্র আশ্রয়স্থান। দেশ বিদেশ হইতে কত পরিচিত অপরিচিত বাঙ্গালী যে তাঁহার গৃহে সাদরে গৃহীত হইতেন তাহার সংখ্যা ছিল না। তাঁহার আয় তখন সামান্য ছিল, কিন্তু দীনতা অমায়িক ব্যবহার ও সর্ব্বস্ব দিয়া, তিনি অতিথিকে নর-নারায়ণ জ্ঞানে সেবা ও আদর করিতেন। এই জন্য কেহ তাঁহার আবাসে আসিয়া তাহা প্রবাস বলিয়া অনুভব করিতে পারিত না। তাঁহার বাসার এই সদাব্রত জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন দুরন্ত যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে বাসা ভাড়া করিতে লিখিলেন। পৃথক বাসায় ভাল সেবা হইবে না বলিয়া নিজের বাসায় রাখিয়া তিনি তাঁহাকে সেবা করিলেন। এইরূপে পুণ্যদাপ্রসাদ উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া, তাঁহার গৃহে আপনার গৃহের মত আদরে স্থানলাভ করিয়াছিলেন। যে দুরন্ত যক্ষ্মা রোগের নাম শুনিলেই লোকে ভয় পায়, সেই রোগাক্রান্ত দুইটী অপরিচিত যুবককে আপনার বাসায় রাখিয়া আপনার পুত্রের মত সেবা ও যত্ন করিয়াছিলেন। প্রমদা বাবু তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন "আমি পচম্বায় যেন মার নিকট ছিলাম।" এইরূপ জলবায়ু-পরিবর্ত্তনসূত্রে তিনি কোন যুবকের পড়ার সমুদায় ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন শিক্ষাবিভাগে উচ্চ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, তাঁহার নামে স্থানীয় হাই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে পাঁচশত টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন; তাহার সুদ হইতে তিনকড়ি বাবুর নামে কয়েক বৎসর হইতে পুরস্কার প্রদত্ত হইতেছে। তিনি বহু লোককে লেখাপড়া শিখাইয়া, বহু পরিবারকে অর্থ সাহায্য করিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহাদের অর্থচিন্তা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক্ষণে কেহ কেহ বিখ্যাত অর্থশালী ও লোকমান্য। কিরূপ প্রেম, হৃদয়ের গভীরতা ও উদারতা থাকিলে, মানুষ অপরিচিতের জন্য এতটা ত্যাগস্বীকার করিতে পারে, তাহা ধারণা করাও সহজ নহে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় অনেক সময়ে এই বাসায় আসিতেন। তিনি একদিন সেই পুরাতন বাড়ীতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—"ইহা আমাদের পবিত্র তীর্থস্থান।"

যে দীনতা, সেবা ও ভক্তি তিনি বংশসূত্রে পাইয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে, সাধনায়, ফল-পুষ্পে-শোভিত মনোহর জীবনবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। তিনি বড়ই নীরব ও আড়ম্বর-বিহীন সাধু ছিলেন। তাঁহার উপাসনায় আসন, গৃহ বা শব্দোচ্চারণ ছিল না। তিনি রজনীর তৃতীয় যামে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যার উপর উপাসনায় বসিতেন, রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত সেই ভাবে অতিবাহিত হইত। যাঁহারা তাঁহার গৃহে শয়ন করিতেন, তাঁহাদের ভিন্ন, তাহা অন্য কাহারও জানিবার উপায় ছিল না। প্রাতে ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। নীরব উপাসনাই তাঁহার জীবনকে মিষ্ট, সেবাকে মধুর ও ব্যবহারকে দীনতামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। মধুময় জীবনবিধাতার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে, তিনি কথায় ব্যবহারে ও সেবায় মিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। এই জন্য তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। তিনি অনেক সময়ে মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন, উপাসনান্তে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন, কিন্তু কখন নিজে কোন উপদেশ দিতেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "উপাসনা প্রার্থনা করিবার সকলেরই অধিকার আছে, কিন্তু উপদেশ দিতে পারি, আমার এমন কোন যোগ্যতা নাই।" কত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার ফটো তুলিতে পারা যায় নাই। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দেব মহাশয় তাঁহার কোন গ্রন্থে তিনকড়ি বাবুর ফটো দিবেন বলিয়া, কত চেষ্টা ও অনুনয় বিনয় করিয়াও তাঁহার ফটো লইতে পারেন নাই। কি দীনতা! 'তৃণাদপি সুনীচেন' এই উক্তি তাঁহার জীবনে কেমন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছিল! তিনি সর্ব্বদা আপনাকে লুকাইয়া রাখিতেই ভালবাসিতেন। এইরূপ আপন-ভোলা লোক সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মযোগে তিনি এই উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার দেবত্ব, এই দেবত্বের প্রভাবেই তিনি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের হৃদয়জয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ধন্য যে এমন ক্ষণজন্মা পুরুষকে আপনার সেবক রূপে পাইয়াছিলেন।

পেন্‌সন গ্রহণের পর তিনি ১৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ে প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে ধর্ম্মগ্রন্থ, পরে সংবাদপত্র, পাঠ করিতে দেখা যাইত। অবসরমত বাগানের সেবায় তিনি বড়ই আমোদ অনুভব করিতেন; রাত্রি ৩ টার সময় তিনি উপাসনায় বসিতেন। তখন মুখে সময়ে সময়ে 'মা' 'মা' এবং 'দয়াল' নাম শোনা যাইত। নিদ্রাবস্থায়ও অজ্ঞাতসারে ঐ নাম তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত। দিবা ভাগে ইজি চেয়ারে শুইয়া থাকিলেও ঐ নাম অনেক সময়ে তাঁহার মুখে ঘুমের ঘোরে শোনা যাইত। ইদানিং ঐ ধ্যাননিমগ্ন অবস্থা তাঁহার বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

নানা কারণে তিনকড়ি বাবু অল্পদিনের জন্য বাঁকুড়ার অন্তর্গত রামসাগরে যান। ইদানিং তাঁহার শরীর বড়ই খারাপ যাইতেছিল। সেই জন্য স্থানীয় ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক একখানি অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য উদ্যোগী হন। ইহা শুনিয়া তিনি অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন, এবং বলেন তবে আর আমি রামসাগর হইতে আসিব না।" কে মনে করিয়াছিল যে, তাঁহার কথাই ফলিবে? রামসাগর যাইতে পথেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। প্রায় চারি মাস শয্যাশায়ী থাকিয়া সুস্থ হন এবং তাঁহার প্রিয় গিরিডিতে সমবিশ্বাসী বন্ধুগণের মধ্যে আসিবার জন্য অতিমাত্র অস্থির হইয়া পড়েন। আসার আয়োজন সবই ঠিক হইয়াছিল—কাপড় চোপড়ও বান্ধা হইয়াছে, এমন সময়ে ৬ই মে রাত্রিতে তাঁহার জ্বর হয়। সেদিন দিবাভাগেও তিনি বেশ বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন। জ্বরের সঙ্গে পেটও খারাপ হইল, আত্মীয়গণ ইহাতে ভীত হইলেন। ডাক্তার কবিরাজ দেখিলেন। কেহ কোন আশঙ্কার কথাই বলিলেন না। পরদিন একটু ভাল গেল। পরে জ্বর বাড়িল—ডাক্তার আসিয়া বলিলেন অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তৎপরে মধ্যে মধ্যে যেন আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেন। সর্ব্বদাই বেশ জ্ঞান ছিল এবং 'দয়াল' 'দয়াল' নাম বেশ সুন্দর করিয়া লইতেন; তাহাতে বড়ই তৃপ্তি অনুভব করিতেন বলিয়া মনে হইত। মৃত্যুর পূর্ব্বে যেরূপ সাধারণতঃ নাভিশ্বাস কণ্ঠশ্বাস বা ঘর ঘর শব্দ হয়—তাঁহার এসব কিছুই হয় নাই। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্বেও কেহই বুঝিতে পারে নাই। পরলোকে যাইবার জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ৬ই মে রাত্রিতে তিনি পীড়িত হন। ৫ই মে ব্রহ্মসঙ্গীতের পিছনে সাদা কাগজ আঁটিয়া, তাহাতে নিজ হাতে এই সঙ্গীতটী লিখিয়াছিলেন—

"নূতন জীবন তোমার হাতে এবার কর দান,"
রইব না আর ধুলায় প'ড়ে, হ'য়ে পাপে মোহে ম্লান।
ইত্যাদি।

ইহার পরে আর একটী সঙ্গীত লিখিয়াছেন—

"হরি হে তুমি আমার সকল হবে কবে?
আমার মনের মাঝে, ভবের কাজে মালিক হ'য়ে রবে,
* * * *
পায়ে যখন ঠেল্‌বে সবাই, তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই,
জগতের সকল আপন হ'তে আপন হবে।
ফিরব যখন সন্ধ্যাবেলা, সাঙ্গ ক'রে ভবের খেলা,
জননী হোয়ে, আমায় কোল বাড়া'য়ে লবে॥"

ব্রহ্মসঙ্গীতে অন্তিমকালের জন্য যে কয়েকটী সঙ্গীত আছে, তাহাতে কাগজের চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থেও সেইরূপ "নমস্তে সতে তে"—এই স্তোত্রটী চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। এই অন্তিম কালে তিনকড়ি বাবুর ইঙ্গিতে তাঁহার নির্দ্দেশমত তাঁহার পুত্র সঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পুত্রের ঐ সঙ্গীত জানা ছিল না। এই সময়ে তিনি স্থির ভাব ধারণ করিলেন—মনে হইল যেন গভীর যোগে নিমগ্ন হইয়াছেন। এক ঘণ্টা পরেই হঠাৎ তাঁহার অবস্থা খারাপ হইল। তখন আবার উচ্চৈঃস্বরে উক্ত স্তোত্র ও সঙ্গীতগুলি পঠিত হইতে লাগিল। পুত্র পৌত্র পুত্রবধূ প্রভৃতি সকলকে ডাকিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন। 'মা' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার ওষ্ঠাধরে—মুখমণ্ডলে—এক দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সেই দিব্য জ্যোতি ভক্তের মুখমণ্ডলে রাখিয়া, অমর আত্মা জ্যোতির্ম্ময় ধামে প্রস্থান করিলেন—মনে হইল যেন দেবশিশু মায়ের কোলে ঘুমাইয়া আছেন।

তিনি পরলোকে যাইবার জন্য বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বর্গারোহণের তিন দিন পূর্ব্বে তিনি পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"মা, সে বার অর্থে, সামর্থ্যে, সেবার যত্নে আমাকে বাঁচাইয়াছ; এবার আর আমাকে আট্‌কে রেখো না—এবার যেতে দাও মা!" পৌত্রী "তোতাকে" সেই দিন প্রাতে বলিয়াছিলেন—"সে বার আমাকে সেবা করিয়া, বড় বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলে, এবার আর ধ'রে রেখো না; আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি সুখে থাক।"

মুক্ত আত্মা এইরূপে পৃথিবীর ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষিদের সহিত যাইয়া মিলিত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার একজন একনিষ্ঠ অকৃত্রিম সেবক হারাইলেন। বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাগ।

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী নিম্নলিখিত ভাবে গত এপ্রিল, মে ও জুন মাসে আসামে কাজ করিয়াছেন:—ধুবড়ীতে বাঙ্গালা নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে তিন পরিবারে উপাসনা করেন, ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যায়, ১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যায় ও ১৪ই এপ্রিল প্রাতে ও সন্ধ্যায় তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উপাসনা করেন। ১৮ই এপ্রিল ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে "ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ইহা ব্যতীত দুই রবিবারে সামাজিক উপাসনা, সঙ্গত পরিচালনা ও একদিন সমাজে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন। ১৬ই মে তিনি গৌহাটি নগরে গমন করিয়া ১৭ই সমাজে রবিবাসরিক উপাসনা করেন, স্থানীয় লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন এবং একটি পরিবারে প্রার্থনা করেন। ফিরিবার সময়ে এক ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনা করেন। তথা হইতে তেজপুর গমন করিয়া দুই পরিবারে ও ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন, স্থানীয় টাউন হলে "হিন্দুসভ্যতার গৌরব" এবং ব্রাহ্মসমাজে "প্রেম ও পুণ্যের ধর্ম্ম" বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং স্থানীয় ব্রাহ্মপরিবারে দুই দিন উপাসনা এবং স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন। সেস্থান হইতে বরজুলি গমন করিয়া এক ব্রাহ্ম বন্ধুর গৃহে উপাসনা করেন এবং নিকটবর্ত্তী রাজাপাড় থিয়েটার হলে "মানবের দেবত্ব" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। নিকটবর্ত্তী চা-বাগানের বাঙ্গালী ও আসামী ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তারাজুলি চা-বাগানে এক ব্রাহ্ম বন্ধুর গৃহে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। দুইটি চা বাগানের কতিপয় ভদ্রলোক তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ১লা জুন তিনি

সামাগুড়ি গমন করেন এবং এক ব্রাহ্ম বন্ধুর গৃহে তিন দিন পারিবারিক উপাসনা করেন। ২রা জুন সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রায় ৪০ জন গ্রামবাসী (আসামী) পোষ্ট অফিসের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থানে সমবেত হইলে তিনি "ঈশ্বর, উপাসনা, ধর্ম্মের অন্তর ও বাহির এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম" সম্বন্ধে সেখানে বক্তৃতা করেন। তথা হইতে নওগাঁ (আসাম) গমন করিয়া স্থানীয় লাইব্রেরী-হলে "ধর্ম্মের আকার—প্রাচীন ও নবীন" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন ; ৭ই জুন রবিবার সমাজমন্দিরে উপাসনা করেন। স্থানীয় মন্দির অতিশয় ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহা মেরামত করিবার জন্য তিনি তথায় অর্থ সংগ্রহ করেন (৩০০৲ টাকার মধ্যে প্রায় ১০০৲ স্বাক্ষরিত হইয়াছে) এবং স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ করেন। তথা হইতে মরিয়ানি গমন করিয়া একটি ব্রাহ্ম বন্ধুর গৃহে তিন দিন পারিবারিক উপাসনা করেন এবং ফিরিবার পথে আর একদিন উপাসনা করেন। মরিয়ানি হইতে ১২ই জুন তিনি ডিব্রুগড় গমন করেন। ১৩ই ও ২০শে জুন স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজে "ধর্ম্মের প্রাচীন ও নবীন আকার" ও "মানবের নব-জীবন" বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ১৪ই ও ২১শে রবিবারে সমাজে উপাসনা করেন। ১৫ই সঙ্গতে "সাধনা" সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করেন এবং ২২শে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু উপলক্ষে সমাজে উপাসনা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি স্থানীয় ব্রাহ্ম ও সহানুভূতিকারিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন এবং দুইটি ব্রাহ্মপরিবারে উপাসনা করেন। ডিব্রুগড় হইতে ডুমডুমা গিয়া তিনি এক ব্রাহ্মপরিবারের সহিত সাক্ষাৎ ও পারিবারিক উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। তথা হইতে সাইখোয়া ঘাটে গিয়া এক ব্রাহ্ম পরিবারের-সহিত সাক্ষাৎ ও পরিবারে উপাসনা করেন এবং উপদেশ দান করেন। ২৩শে জুন তিনি ডিগবয় গমন করিয়া এক আসামী বন্ধুর গৃহে অবস্থিতি করেন। তথায় দুইদিন স্থানীয় সমবেত ভদ্রলোকদিগের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন। উক্ত গৃহে একদিন পারিবারিক উপাসনা ও অপর দিন একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা হয়। ডিগবয় হইতে মরিয়ানি আসিয়া তিনি প্রচারার্থ যোড়হাটও গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছু করিবার সুযোগ হয় নাই। তিনি ৩০শে জুন ধুবড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী নিম্ন লিখিতরূপে প্রচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন :—গিরিডি—৯ই জ্যৈষ্ঠ স্বর্গীয় তিনকড়ি বসু মহাশয়ের স্মরণার্থ সভায় বক্তৃতা এবং ১০ই জ্যেষ্ঠ তাঁহার পারলৌকিক অনুষ্ঠানে গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে এবং ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তিনকড়ি বাবুর নিজ ভবনে আচার্য্যের কার্য্য, পরে পারলৌকিক তত্ত্বপাঠ ও সংকীর্ত্তন, ১৭ই এবং ২৪শে জ্যৈষ্ঠ মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সায়ংকালে নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পারলৌকিক সভায় বক্তৃতা। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ সায়ংকালে উক্ত ব্রহ্মমন্দির-প্রাঙ্গণে সঙ্কীর্ত্তন ও নামসাধন বিষয়ে উপদেশ ও উপাসনা। ২০শে জ্যৈষ্ঠ সায়ংকালে মন্দিরে "সঙ্গীতে উপাসনা" অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য ও লিখিত উপদেশ প্রদান। ২২শে জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মবন্ধুসভায় উপাসনা-তত্ত্বের উদ্বোধন বিষয়ে প্রবন্ধ উত্থাপন। গিরিডিস্থ ব্রাহ্ম পরিবারসকলের মধ্যে একটী বিবাহের নোটিস-প্রদানদিনে, একটী জন্মদিনে ৩৪টী পারলৌকিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য। কলিকাতা—২৭শে জ্যৈষ্ঠ একটি বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের ভবনে প্রবীণ ও ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপাসনা ও আলোচনাতে যোগদান। ২।৩টী ব্রাহ্ম পরিবারে পারিবারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য ও সঙ্গীত। ঢাকা—৩১শে জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য, ১লা আষাঢ় একটি বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য এবং তিন দিবস প্রাতে বিবাহভবনে উপাসনা ও সঙ্গীত। ২রা আষাঢ় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গতসভায় সভাপতির কার্য্য এবং মনঃসংযোগ বিষয়ে আলোচনা। ৩রা আষাঢ় শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাসের ভবনে সাপ্তাহিক সম্মিলনে আচার্য্যের কার্য্য। ৪ঠা আষাঢ় ব্রহ্মমন্দিরে সাধনাশ্রমের প্রাতঃ-কালীন উপাসনায় সঙ্গীত ও আচার্য্যের কার্য্য। বরিশাল—ব্রহ্মমন্দিরে কয়েকদিন আচার্য্যের কার্য্য, বর্ষ শেষ ও নববর্ষের উৎসবে, ১০ই আষাঢ় সাম্বৎসরিক উৎসবে, ৫।৬টী পারিবারিক অনুষ্ঠানে, ও সাপ্তাহিক সম্মিলনে আচার্য্যের কার্য্য, ব্রাহ্মবন্ধু সভায় সভাপতির কার্য্য, ছাত্রসমাজে এবং মেট্রিক্ পরীক্ষার্থী-দিগের অভ্যর্থনায় ও কলেজের শনিবাসরীয় সভায় বিভিন্ন বিষয়ে এবং সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে ৯ই আষাঢ় "ধর্ম্ম এবং সমাজ" বিষয়ে বক্তৃতা। মন্দিরে অধিকাংশ অনুষ্ঠান ও উৎসবে সঙ্গীত সংকীর্ত্তন, বালিকাস্কুলের জয়েণ্ট সেক্রেটারী রূপে বিবিধ কার্য্য 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকা সম্পাদন, গৃহে আগত বন্ধু ও সহরস্থ লোকদিগের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও আলোচনা প্রভৃতি।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, বিগত ২৯শে জুন কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বাবু গিরীশচন্দ্র দের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ টাইফয়েড রোগে ভুগিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। বালকটী বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিকিউলেসান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পরিবারটীর উপর দিয়া ক্রমাগতই বিপদ যাইতেছে।

বিগত ২৮শে জুন কলিকাতা নগরীতে শ্রীমতী হেমন্ত বালা গুহ, শ্রীমতী বসন্ত বালা সোম, ও শ্রীমতী লাবণ্যবালা বসু মাতা স্বর্ণময়ী দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-কুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা যথাক্রমে ১০৲ ১০৲ ও ৫৲টাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ফণ্ডে দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজ—নিম্ন লিখিত প্রণালীতে টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের চতুস্ত্রিংশত্তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—

২২শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় উদ্বোধনসূচক উপাসনা হয়, আচার্য্য বরদাপ্রসন্ন রায়। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উষাকীর্ত্তন ও

পরে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত নিউগী। অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন— শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় প্রার্থনা করেন, তৎপর বালক বালিকাগণ ৩টী সঙ্গীত ও ৫টী আবৃত্তি করে এবং শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় দুটী গল্প বলিয়া তাহাদিগকে আমোদিত করেন। জলযোগান্তে সম্মিলন শেষ হয়। সন্ধ্যায় স্থানীয় রমেশ হলে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় "বুদ্ধের সাধন ও নির্ব্বাণ" বিষয়ে কথকতা করেন। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা হয়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়; অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত নিউগী নানা ধর্ম্মপুস্তক হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন; তৎপর "পল্লিগ্রামবাসী ব্রাহ্ম নানা রকম বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া কিরূপে ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিতে পারেন" তদ্বিষয়ে আলোচনা হয়। অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ সন্ধ্যায় স্থানীয় রমেশ হলে "ধর্ম্মের ধারা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। শ্রীমান কালীদাস ও হরিদাস তালুকদার উৎসবে সঙ্গীত করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

শুভবিবাহ—বিগত ১লা আষাঢ় গিরিডি নগরীতে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সেনের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সাবিত্রী ও শ্রীমান মনবাহাদুর সিংহের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১লা আষাঢ় ঢাকা নগরীতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া বীণা ও শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান প্রীতীন্দ্রের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ৭ই আষাঢ় হইতে ১০ই আষাঢ় বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের চতুঃষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্ন লিখিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে:—৭ই আষাঢ় প্রাতের উপাসনায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং সায়ংকালের উপাসনায় শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৮ই আষাঢ় আলোচনা সভায় সত্যানন্দ বাবু ব্রাহ্মসমাজের গঠন ও কার্য্য বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত করেন। ৯ই আষাঢ় সায়ং কালে মনোমোহন বাবু ধর্ম্ম এবং সমাজ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১০ই আষাঢ় উৎসবের বিশেষ দিনে প্রাতে শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন দাস এবং সায়ং কালে মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রতিদিন উপাসনার প্রারম্ভে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে।

বিগত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন দাসের গৃহে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান অনিমেষ চন্দ্র দাসের প্রথমা কন্যার জাত-কর্ম্ম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতিভোজনযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই উপলক্ষে গৃহকর্ত্তা বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে দুই টাকা দান করেন। ঈশ্বর নবজাত শিশুর সহায় হউন।

বিগত ২২শে বৈশাখ সায়ংকালে রায় বাহাদুর হরকিশোর বিশ্বাসের গৃহে ব্রাহ্মবন্ধু সভার তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস 'সমাজ-মঙ্গল" বিষয়ে একটী লিখিত সারগর্ভ আলোচনা উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির কার্য্য করেন। প্রীতিভোজনযোগে সভার কার্য্য শেষ হয়।

কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজ—কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে:— ১৪ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনী নাথ নন্দী। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী, মধ্যাহ্নে মহিলা সমিতির উৎসব, আচার্য্য শ্রীমতী বিনোদিনী নন্দী। সন্ধ্যায় বক্তৃতা, বক্তা শ্রীযুক্ত রজনী নাথ নন্দী, বিষয় "স্বরাজলাভের আকাঙ্ক্ষা"। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা, সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ও সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও উপাসনা আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দীর বাড়ীতে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদের প্রীতি সম্মিলন। অনেক হিন্দু মহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

কালীঘাট প্রার্থনা সমাজ—কালীঘাট প্রার্থনা সমিতির সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে:—

২১শে জুন সন্ধ্যায় কথকতা, বিষয় নিমাই সন্ন্যাস। শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত কথকতা করেন। ২৩শে জুন সন্ধ্যায় উপাসনা, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করিয়াছেন। যাঁহারা সচরাচর ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও আকৃষ্ট হইয়াছেন। অতি অল্পসংখ্যক দরিদ্র মেম্বরগণ অর্থাভাবে সমাজের কার্য্য ভালরূপ চালাইতে পারিতেছেন না। গতবৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে একটী খোল, একজোড়া করতাল, একখানা ব্রহ্মসঙ্গীত ও একখানা মহর্ষি দেবের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ও অর্দ্ধমূল্যে তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা পাইয়া যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন। সাধারণের সহানুভূতি পাইলে ও আর্থিক আনুকূল্য পাইলে সভ্যগণ বিশ্বাস করেন, এই ক্ষুদ্র সমিতির উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবেন। ইতিমধ্যেই অনেক হিন্দুসন্তান ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যোগদান করিতেছেন।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব—বিগত আই এস্‌সি পরীক্ষায় সরলাবালা ঘোষ, সুচরিতা চক্রবর্ত্তী, আর নন্দী, সুহাসিনী দেবী ১ম বিভাগে ও জ্যোৎস্না বসু, যমুনা মল্লিক, কাকুমান নাগরত্নম্ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি নিম্নলিখিত ব্রাহ্মছাত্রগণও উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—প্রথম বিভাগে অমলেন্দু গুপ্ত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ম স্থান অধিকার করিয়া) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রণেন্দ্রনাথ চন্দ। দ্বিতীয় বিভাগে—প্রভাস চন্দ্র বসু, অনিলচন্দ্র চৌধুরী, সত্যসুন্দর ঘোষ, অশোক কুমার মৈত্রেয়। তৃতীয় বিভাগে চারুচন্দ্র হোম।

দান—হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ বসু তাঁহার পৌত্রী শ্রীমতী শান্তিলতার বিবাহোপলক্ষে নিম্নলিখিত বিভাগে ১৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন:—শিবনাথ মেমোরিয়েল ফণ্ড ১০০৲ সাধারণ সমাজ জেনারেল ফণ্ড ২৫৲। ভবানীপুর সম্মিলন সমাজ বিল্ডিংফণ্ড ২৫৲। এদান সার্থক হউক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০শে শ্রাবণ শনিবার সাধনাশ্রমে মহিলাদিগের নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারের ব্যবহার জন্য মহিলাদিগের একটী সভা হইবে। সকলে উপস্থিত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এই অনুরোধ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩২শে আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ।	১৬ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩২, ১৮৪৭শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৬	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
৮ম সংখ্যা।	1st August, 1925.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

অন্বেষণ

বিদ্যাবিত্ত মানার্জ্জনে ধায় নাই চিত,
সে কি নয় দয়া তব, হে দয়াল পিত?—
বুঝেছি তা' এত দিন জীবনের পথে,
এখন মানে না শান্তি আর কোন মতে।
রূপ, রস গন্ধ ভরা ধরণীর বুকে,—
ভ্রমিতে আনন্দ নাই, নিদ্রা নাই সুখে।
এ ধরার যাহা কিছু হ'ল পুরাতন,
হৃদয় কাঁদিছে—কোথা হে চির নূতন।
নিত্য লুকাইয়া আছ হ'য়ে সর্ব্বগত,
না পাই দর্শন তবু আজও মনোমত।
অন্বেষণে কাটে দিন ঘুরিয়া বেড়াই,
সজন বিজন গিরি কিছু বাকী নাই।
সকলি দেখিছ যদি তবে আপনায়,—
লুকা'য়ে, কাঁদাও কেন ভিখারী আমায়?
বল তবে এমনি ক'রে হ'য়ে তোমা হারা,
অন্বেষণ কি হবে সার,—সঙ্গী অশ্রুধারা?

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে বিশ্ববিধাতা, এই বিশ্বের মধ্যে তুমি আমাদিগকে কত অসংখ্য বস্তু অবস্থা ও ঘটনার মধ্যেই রাখিয়াছ! তাহার প্রত্যেকটিরই উপযুক্ত মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞতা ও মোহবশতঃ আমরা অনেক সময় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহারদ্বারা কল্যাণসাধনের পরিবর্ত্তে অপব্যবহারদ্বারা অকল্যাণই সাধন করিয়া থাকি। আবার কত সময়, তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া, অবান্তরকেই মুখ্য জ্ঞান করি এবং মহত্তরের স্থলে ক্ষুদ্রতরকে লইয়াই তৃপ্ত থাকি, অথবা মুখ্যকে পরিত্যাগ করিয়া অবান্তরকে লইয়া কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হই। ইহাতে যে আমরা কত ক্ষতিগ্রস্ত হই, আমাদের কি প্রকার গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা একবার ভাবিয়াও দেখি না। আমরা এমনই উদাসীন চিন্তাবিহীন ভাবে জীবনপথে চলি যে, সারকে পরিত্যাগ করিয়া অসারের সেবাতেই অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দেই। হে চিরকল্যাণের প্রস্রবণ, জ্ঞানময় বিধাতা, তোমার বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকভিন্ন পথ চলিতে যাইয়া যে আমরা পদে পদেই বিভ্রান্ত হই, অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া বিনাশের পথে চলি! তুমি আমাদের জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর, সকল বস্তুর উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ কর। যাহা আমাদের প্রকৃত কল্যাণের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়, তাহা যথার্থ ভাবে বুঝিয়া যাহাতে আমরা জীবনপথে চলিতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান কর। তোমার কৃপা ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় নাই। তুমিই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক হও। তোমারই বলে আমাদিগকে বলীয়ান্ কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

আমার পরাজয়—আমি যে কাজে হাত দেই, সেই কাজেই ব্যর্থতা আসে—আমি কত সাধ ক'রে কত কাজ আরম্ভ কর্‌লাম, একটাও অন্ত কর্‌তে পার্‌লাম না! আমি কত শত প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলাম, ব্যর্থতা বরণ ক'রে

নিতে হলো! আমি কত জনকে আপনার ব'লে আলিঙ্গন কর্‌তে গেলাম, তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌ল! আমি কত জনকে উপকার কর্‌তে গেলাম, কেহই আমার সেবা গ্রহণ কর্‌ল না! আমি দেশের ও দশের কাজে অগ্রসর হ'লেম, সকলেই আমার কাজে উপেক্ষা প্রদর্শন কর্‌ল! আমি পদে পদে পরাস্ত হ'য়ে এখন নীরব হ'য়ে আছি। আমি সকল কাজে বাধা পেয়ে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আমি সকল দুয়ার রুদ্ধ দেখে, তাঁর দুয়ারে এসে পৌঁছেছি। আমি আজ আর মান অভিমান, জয়ের আকাঙ্ক্ষা, রাখি না। আজ আমার সম্পূর্ণ পরাজয়, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ইহাই তাঁর সাধন।

লাভ ও উন্নতি—তোমরা লাভ ও উন্নতির গণনা কর—কোন কাজে কত অর্থপ্রাপ্তি হ'লো, কত জনের আদর পেলে; কে কবে প্রশংসা কর্‌ল, কে উপাধি পেলে, দশ জনের কিরূপ সম্মান পেলে, পদে মানে প্রতিপত্তিতে কত বড় হ'লে,—তা দেখে লাভ ও উন্নতির গণনা কর। আমার গণনা কিন্তু অন্যরূপ। আমি তোমাদের হিসাব কোন দিনই বুঝ্‌তে পারি নাই। আমার হিসাবও তোমরা বোঝ না। যদি না-ই বুঝ, কি আর কর্‌ব? আমি দেখি দশ জনের জন্য আমি কতটুকু কর্‌তে পার্‌লাম। অপরের অশ্রু মুছাতে, আপনাকে নিরন্ন নিরাশ্রয় ক'রেও, কতটা সময় শক্তি ও অর্থ দিতে, পার্‌লাম। কতটা অপমান নির্য্যাতন সহ্য ক'রেও, প্রভুর নামে দশের কল্যাণ কর্‌তে পার্‌লাম। কত লোকের উপেক্ষা সহ্য ক'রেও, প্রেমে আলিঙ্গন কর্‌তে পার্‌লাম। আপনাকে তিল তিল ক'রে কতটা বিলা'তে পার্‌লাম। প্রভুর চরণে কতটা আত্মসমর্পণ কর্‌তে পার্‌লাম। তাতেই আমার লাভ, তাতেই আমার আনন্দ, তাতেই আমার শান্তি। পেতে চাই না, দিয়েই আমার লাভ। অন্য লাভ আমি চাই না।

মৌন—যে মৌন, তাকেই মুনি বলে। অনেক শাস্ত্রজ্ঞান থাক্‌লেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। অনেক বক্তৃতা, অনেক তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর্‌তে পার্‌লেই, ঈশ্বরলাভ হয় না; অন্তরে প্রবেশ কর্‌তে হয়; বাক্ বন্ধ ক'রে ভিতরের দিকে তাকাতে হয়। ধর্ম্ম চাও? ধর্ম্ম ত অন্তরে—প্রাণে; প্রাণের অভ্যন্তরে তাকাও, বাজে কথা ব'লো না, যা তা ব'লে বেড়িও না। অন্তরে প্রবেশ কর, তাঁর রসপানে বিভোর হও। অলি যখন মধুপানে বিভোর থাকে, তখন সে গুণ গুণ রব করে না। তুমিও সেই রসপানে বিভোর হও; আলাপ, আলোচনা, বক্তৃতা, তর্ক বন্ধ কর। মৌন হও, নীরব হও, তাঁর রসসাগরে ডোব।

সম্পাদকীয়

উপযুক্ত মূল্যনির্দ্ধারণ—সংসারের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনারই একটা প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য আছে—কিছুই একেবারে মূল্যহীন বা অপ্রয়োজনীয় নহে। এই মূল্য অবশ্য কখনও সকলের পক্ষে সমান নহে—প্রত্যেকেরই একটা বিশেষত্ব বা স্বকীয় মৌলিক মান আছে। জড় পদার্থ মাত্রেরই যেমন একটা গুরুত্ব আছে এবং প্রত্যেকের স্বকীয় গুরুত্বের দ্বারাই তাহাকে অপর সকল জড় পদার্থ হইতে পৃথক করা সম্ভবপর হয়, এখানেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই রূপক অর্থে ইহাকে 'গুরুত্ব' বলা হয়। এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের উপর যে তাহাদের ব্যবহার ও উপকারিতা বহু পরিমাণে নির্ভর করে, পরিষ্কার জ্ঞান না থাকিলে যে নানা প্রকার অপব্যবহার ও তজ্জনিত অনিষ্টোৎপত্তি এবং মতভেদ ও তৎপ্রসূত বিবাদবিসম্বাদ ঘটিতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা সর্ব্বদাই চারিদিকে দেখিতে পাই। অনভিজ্ঞ লোক যে পদে পদে কতই প্রতারিত এবং সময় সময় বিপদগ্রস্তও হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সংসারে অনভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা অল্প নহে, বরং অত্যধিকই! অভিজ্ঞ লোকের সংখ্যাই খুব কম। অল্পলোকই সকল বস্তু বা ঘটনার উপযুক্ত ব্যবহারদ্বারা অপ্রমত্ত ভাবে কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। অনেকে অবশ্য নানারূপে ঠেকিয়া, বিবিধ প্রকারে প্রবঞ্চিত হইয়া, অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে এবং অবশেষে ঠিক পথে চলিতে সমর্থ হয়। উদাসীন প্রকৃতির চিন্তাবিহীন বহু লোক আবার সে অভিজ্ঞতাও সহজে অর্জ্জন করিতে পারে না,—তাহাদের যেন কিছুতেই চৈতন্যোদয় হয় না, অজ্ঞতা বিদূরিত হয় না। প্রথম হইতেই সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিয়া, অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শাদি গ্রহণ করিয়া, সত্যনির্দ্ধারণে ও কল্যাণের পথ অবলম্বনে যত্নশীল হয়, এরূপ লোক খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক না। হইলেও কল্যাণার্থী ব্যক্তিমাত্রই এই শ্রেণীভুক্ত। যাহারা প্রকৃত কল্যাণলাভের জন্য ব্যস্ত তাহারা, শত ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়া গেলেও, অবশেষে উপযুক্ত জ্ঞানলাভে ও ঠিক পথে চলিতে সমর্থ হইবেই—তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না, চেষ্টা যত্ন পরিত্যাগ করিবে না। এতদ্ব্যতীত যাহারা স্বভাবতঃই শিক্ষা ও সংসর্গবশতঃ এই জ্ঞান লাভ করিয়াছে, কিছুতেই বিভ্রান্ত হয় না, সেই অত্যল্প সংখ্যক সৌভাগ্যশালী পুরুষগণই মানবের গুরুস্থানীয় পথপ্রদর্শকরূপে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এ পদবীলাভ সম্ভবপর না হইলেও, ইহাদের অনুসরণ করিয়া সকলেই যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সকলেই ইচ্ছা করিলে সামান্য চেষ্টা যত্ন, চিন্তা ও আলোচনাদ্বারা এ বিষয়ে বহু পরিমাণে সত্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সুতরাং বহু লোককে যে ইহা হইতে বঞ্চিত দেখা যায়, তাহার কারণ তাহাদের আগ্রহ ও চেষ্টার অভাব, আত্মকল্যাণবিষয়ে উদাসীনতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ সকল প্রকার ভুল ভ্রান্তির মধ্যেও এই শিক্ষালাভের, সত্য জ্ঞান অর্জ্জনের, সুযোগ সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। এই জন্য আমাদের ভুল ভ্রান্তিও প্রকারান্তরে সাহায্যকারী বন্ধুরূপেই কার্য্য করে। যাহারা দুই একবার ঠেকিয়াও শিক্ষালাভ করে না, তাহাদিগকেও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া, এক দিন না এক দিন সে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেই হয়—বিশ্ব-বিধাতার মঙ্গল বিধানে, কেহই চির জীবন সম্পূর্ণ অজ্ঞতায়

অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিতে পারে না। এই হেতু সংসারের অধিকাংশ লোকের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া একদিকে যেমন আমাদের নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই, তেমনি অপরদিকে দূর ভবিষ্যতের আশায় উদাসীন নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিয়া, দুঃখ কষ্ট অকল্যাণের বোঝা বৃদ্ধি এবং জীবনের পথ কণ্টকাকীর্ণ করাও কখনও উচিত হইবে না। তাই আমাদের প্রত্যেককেই যথাযোগ্য চিন্তা আলোচনা ও বিচারাদিদ্বারা এ বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিবার জন্ত সর্ব্বদা চেষ্টিত ও আকাঙ্ক্ষিত থাকিতে হইবে—তাহা ব্যতীত আমরা কোনও প্রকারেই কল্যাণ ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না, নানা রূপে প্রতারিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্তই হইব, দুঃখ কষ্ট ও অবনতির দিকেই ধাবিত হইব—বহুমূল্য রত্নজ্ঞানে এ সংসারে কেবল কাচখণ্ডই সংগ্রহ করিয়া ফিরিব। আর যদি আমরা তত মূর্খ না হই, সামান্ত কাচখণ্ডকে বহুমূল্য হীরা মণি বলিয়া ভুল না-ই করি, তাহা হইলেই যে যথেষ্ট হইল, একথা বলা যায় না। আমরা সাধারণতঃ যে হীরা মণি প্রভৃতি রত্নসকলকে বহুমূল্যবান্ জ্ঞান করি, সকল বিষয়েই যে উহাদের সমান মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, এবং যে কাচখণ্ডকে উহাদের তুলনায় অতি তুচ্ছ মূল্যহীন মনে করি, সকল সময় ও অবস্থাতেই যে উহা যথার্থই হেয় ও অপ্রয়োজনীয়, কোনও অবস্থাতেই উহার একটা মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা নাই, এমন কি অবস্থাবিশেষে বহুমূল্য রত্ন বিনিময়ে সামান্ত কাচখণ্ডও অধিকতর লভনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, এ কথাও বলা যায় না। প্রত্যেক বস্তুর যেমন একটা স্বকীয় মৌলিক মান আছে, একটা তুলনা-মূলক আপেক্ষিক মূল্য বা গুরুত্ব আছে, তেমন আবার স্থান ও অবস্থাবিশেষ-প্রসূত বিশেষ মূল্যও আছে। এই হেতু তুচ্ছ বস্তুও কোন সময় অপেক্ষাকৃত মূল্যবান জিনিস হইতে অধিকতর আদরণীয় ও মূল্যসম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। দুইটী রাশির 'মৌলিক মান' অপরিবর্ত্তনীয় থাকিলেও, 'স্থানীয় মান' তাহাদের তুলনা-মূলক আপেক্ষিক মূল্যে কিরূপ মহা পার্থক্য ঘটাইতে পারে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। অঙ্ক শাস্ত্রে নিতান্ত প্রাথমিক জ্ঞান যাহাদের জন্মিয়াছে, তাহারাও এই তত্ত্ব অবগত আছে—শূন্যের কোনও মৌলিক মান না থাকিলেও উহার স্থানীয় মানের সীমা নাই, স্থলবিশেষে উহার মূল্য যে কতগুণ বর্দ্ধিত হয়, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। ক্ষুদ্র একটি লৌহ কীলকের মূল্য সাধারণতঃ যতই সামান্ত হউক না কেন, স্থলবিশেষে তাহা যে বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়, অপর মূল্যবান বস্তু উহার স্থান অধিকার করিতে না পারাতে, উহার অভাবে যে একটি প্রকাণ্ড যন্ত্রও বিকল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে, তাহাও সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অনেক স্থলেই মূল্যহীন বস্তুও অত্যধিক স্থানীয় মূল্য অর্জ্জন করিতে পারে, যাহাকে আমরা তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করি, তাহাই অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। তেমনি জীবনের উন্নতি ও বিকাশবিষয়ে বড় বড় কাজই যে সকল সময়ে অধিক মূল্যবান, তাহা নহে, বরং অবস্থাবিশেষে সামান্ত একটু চাহনি, এক মুহূর্ত্তের ঈষদ্ হাসি, একটিমাত্র অস্ফুট কথার মূল্য তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে বেশী—তাহার দ্বারা নিজের ও অপরের যে কল্যাণ সাধিত হয়, বহু আড়ম্বরপূর্ণ বৃহৎ অনুষ্ঠানাদির দ্বারা কখনও তাহা হইতে পারে না। বাস্তবিক ভাব ও উদ্দেশ্যের উপরেই প্রত্যেক কার্য্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে—তাহা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যের স্বকীয় মূল্য অতি অল্পই আছে। এমন কি, ভাব ও উদ্দেশ্য মূল্যবান কার্য্যকেও মূল্যহীন, অতি ভাল কার্য্যকেও অপকার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র লক্ষ্য লইয়া, নীচ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কোনও মহদনুষ্ঠানও করিলে, তদ্দ্বারা আত্মার কল্যাণের পরিবর্ত্তে মহা অকল্যাণই সাধিত হয়,—উহা আমাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর না করিয়া, পতনের দিকেই লইয়া যায়, নিরয়গামীই করে। এই সহজ কথাটা সকলেই বুঝিতে পারে, অধিক করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। অথচ সাধারণতঃ অল্পলোকেই এই মানদণ্ডের দ্বারা কার্য্যাদির বিচার করিয়া থাকে,—অধিকাংশ লোকে বাহির দেখিয়াই, বাহিক আড়ম্বরাদিদ্বারাই, একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, এবং অবান্তরকে মুখ্য ও মুখ্যকে অবান্তর মনে করিয়া, বৃথা কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, নানা অশান্তির সৃষ্টি করে। তাই ভ্রান্ত মানুষ বিপথেই ঘুরিয়া বেড়ায়,—নিজেরাও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হয়, অপর সকলকেও দুর্গতির আবর্ত্তমধ্যে পাতিত করে। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি আন্তর্জাতিক, যে কোনও প্রকার বিবাদবিসম্বাদের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অধিকাংশ স্থলেই এই অবান্তরকে মুখ্যস্থান প্রদান, অথবা ক্ষুদ্রকে বড়, উপেক্ষণীয়কে অপরিহার্য্য জ্ঞান করাই এবং তাহা হইতে প্রসূত ভ্রান্ত জেদই তাহাদের কারণ। দুর্য্যোধন যুদ্ধে সর্ব্বস্ব হারাইতেও প্রস্তুত, তথাপি পাণ্ডবগণকে পঞ্চগ্রাম—সূচ্যগ্র ভূমিখণ্ডও—দিতে সম্মত হয় নাই। বর্ত্তমানেও দেখিতে পাওয়া যায়, সামান্য এক হস্ত পরিমিত ভূমিখণ্ডের জন্য, তুচ্ছ একটি কথার জন্য অবান্তর বিষয়ে মতভেদ-হেতু, ভাইয়ে ভাইয়ে, নিকট বন্ধুর মধ্যে, ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি, সম্পত্তি ও জীবননাশ পর্য্যন্ত ঘটিতেছে। অধিকাংশ মানুষ যদি একটু চিন্তা ও বিচার করিয়া কার্য্যের উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যত্নশীল হইত, ভ্রান্ত জেদের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য না করিয়া, বিবেচনার সহিত চলিত, তাহা হইলে জগতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘটিত না, এত বিবাদ সংঘর্ষও থাকিত না। সংসারে যে মহৎ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের খুব বেশী অভাব আছে, এরূপ বলা যায় না, বরং দিন দিন তাহা বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু ভিতরের উন্নতি ও কল্যাণ সম্বন্ধে কি আমরা সেরূপ কোনও কথা বলিতে পারি? সে বিষয়ে গুরুতর অভাবই দৃষ্ট হইবে। অল্প লোকেরই সেদিকে দৃষ্টি ও চিন্তা আছে। প্রায় কেহই বড় একটা ভাবিয়া দেখে না যে, যদি জীবনের সর্ব্বপ্রধান—একমাত্র বলিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না—লক্ষ্যই সুসিদ্ধ না হইল, তবে অপর সকলে কি লাভ? তাহাদের মূল্য কোথায়? সত্যই উক্ত হইয়াছে, "যদি কোনও মানুষ সমস্ত পৃথিবীই প্রাপ্ত হয়, আর আপনার আত্মা হারায়, তবে তাহাতে তাহার কি লাভ হইল?" "যাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব (পুরাতন অর্থে নয়, বর্ত্তমান উচ্চতর অর্থে) লাভ না করিলাম, তাহার দ্বারা আমি কি করিব?" অনন্ত উন্নতিশীল অমর জীবনের তুলনায় আর সমস্তই মূল্যহীন। সুতরাং উহার দ্বারাই সকল বস্তু ও

কার্য্যের মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। যাহা যে পরিমাণে সেই পথের সহায়, তাহা সেই পরিমাণে মূল্যবান, আর যতটা পরিপন্থী ততটাই মূল্যহীন। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বাক্য চিন্তা কার্য্যকে, সংসারের যে কোনও বস্তু ও ঘটনাকে, একমাত্র এই মানদণ্ডের দ্বারাই বিচার করিতে হইবে, ইহার দ্বারাই প্রত্যেকের মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। বাহিরের কার্য্য অপেক্ষা অন্তরের ভাবের উপরই যে আত্মার উন্নতি অবনতি অধিক নির্ভর করে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং আমরা কি উদ্দেশ্য লইয়া কোন্ ভাবে কার্য্য করি, কোনও বস্তু বা ঘটনা আমাদিগকে কোন্ পথে লইয়া যাইতেছে, প্রাণে কোন্ লক্ষ্য বা ভাব জাগাইতেছে, কতটা শক্তি ও উৎসাহ প্রদান করিতেছে, তাহার দিকেই সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া, কোন্টা মুখ্য আর কোন্টা অবান্তর নির্ণয় করিতে এবং তদনুসারে সমস্ত গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে হইবে। তাহা হইলে আর কোনও প্রকারেই আমাদিগকে ঠকিতে হইবে না, আমরা সমস্তের যথাযোগ্য মূল্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইব এবং সমস্তই আমাদের উন্নতি ও কল্যাণের কারণ হইবে, কিছুই ক্ষুদ্র বলিয়া তুচ্ছ থাকিবে না, বরং মহত্ত্বমণ্ডিত হইয়া আদরণীয় বলিয়াই গণ্য হইবে। অপর দিকে অপব্যবহারজনিত অনিষ্টপাতহইতেও আমরা সর্ব্বদা মুক্ত থাকিতে এবং লোকের যাবতীয় দুর্ব্যবহার ও সংসারের নানা প্রকার সংঘর্ষের মধ্যে, অবান্তরকে তুচ্ছ ও মুখ্যকে লক্ষ্যস্থানে রাখিয়া, শান্ত অবিচলিত ভাবে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে, আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া নিজের ও অপরের কল্যাণ সাধন করিতে পারিব। আর পার্থক্য স্থলেও অবান্তর বিষয়ের উপর অযথা মূল্যস্থাপন হেতু ক্রোধবশতঃ তুচ্ছ বিবাদে মাতিয়া অনর্থক ভাইয়ের প্রাণকে বিদ্ধ করিয়া, জীবনদগ্ধকারী অপ্রেম ও অশান্তির অনল-সৃজনে প্রবৃত্ত হইব না, বরং সর্ব্বথা সে মহামৃত্যুর পথ পরিহার-পূর্ব্বক সকলের সহিত প্রেমে ও শান্তিতে বাস করিতে সমর্থ হইব। এ বিষয়ে যে আমাদের কি গুরুতর ত্রুটি প্রতি-নিয়তই ঘটিতেছে, কত অকারণে বা নিতান্ত তুচ্ছ কারণে যে আমরা গৃহ পরিবার সমাজকে বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিতেছি, মরুসদৃশ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত করিতেছি, এবং তাহাতে যে অপরের অপেক্ষা আমরা নিজেই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, সে কথা আমরা অধিকাংশ সময়ই ভাবিয়া দেখি না। আমরা যেন সর্ব্বদা সকল বিষয়ে এই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া চলি। অসারকে সার জ্ঞান করিয়া, তুচ্ছ জিনিসকে মিথ্যা মূল্য প্রদান দ্বারা অপরিহার্য্য করিয়া, ক্ষুদ্রকে বড়, অবান্তরকে মুখ্য ও অপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় ভাবিয়া বৃথা দুঃখ কষ্ট অশান্তি, অকল্যাণ ও জীবনের অধঃপতন, ডাকিয়া না আনি। আমাদের উদাসীনতা ও চিন্তাহীনতা বিদূরিত হউক। সকল দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিচার জাগুক। জ্ঞানময় শুভবুদ্ধিদাতা পিতা সকলকে উজ্জ্বল জ্ঞান ও শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

নানক ব্যাণী

২৫

জাপে আপ প্রভু তিহু লোই।
জুগ জুগ দাতা অবর ন কোই।
জিউ ভাবৈ তিউ রাখহু রাখ।
জস জাচউ দেবৈ পত সাখ।
জাগত জাগ রহা তুধ ভাবা।
জা তূ মেলহ তা তুঝৈ সমাবা।
জৈ জৈকার জপউ জগদীস।
গুরমত মিলীঐ বীস ইকীস।

ভাবানুবাদ

হে প্রভু! তুমি আপনি তিন লোকে প্রকাশিত;

যুগে যুগে তুমি দাতা, অন্য কোন দাতা নাই।

তোমার যেমন অভিপ্রায়, সেই প্রকারে রক্ষা কর।

আমি ত তোমার নিকট কেবল মহিমা যাচ্ঞা করি, কিন্তু তুমি তাহার সহিত প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দেও।

যতক্ষণ তোমার চিন্তা করি, ততক্ষণই তোমার জাগর্ত্তির মধ্যে জেগে থাকি।

যদি তুমি মিলন কর, তবে তোমাতে প্রবেশ করি।

হে জগদীশ! তোমার জপ করিয়া তোমার জয় জয়কার করি।

তুমি গুরু, এই মন্ত্র জপ করিয়া সর্ব্বতোভাবে এক তোমার সহিত মিলন হইল।

২৬

ঝখ বোলন কিআ জগ সিউ বাদ।
ঝুর মরৈ দেখৈ পরমাদ।
জনমি মূএ নহী জীবন আসা।
আই চলে ভএ আস নিরাসা।
ঝুর ঝুর ঝখ মাটী রল জাই।
কাল ন চাপৈ হরি গুণ গাই।
পাঈ নব নিধি হর কৈ নাই।
আপে দেবৈ সহজ সুভাই।

ভাবানুবাদ

জগতের সহিত বিবাদ করিয়া কি ফল? উহা বৃথা ঝকমারি।

প্রমাদগণনা করিয়া হায় হায় করিয়া মরে।

যাহারা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ত জনম হইতেই মরিয়া আছে।

তাহারা আসিয়া চলিয়া গেল, আশার স্থানে নিরাশ হইল।

হায় হায় করিয়া নষ্ট হইয়া মাটির সহিত মিশিয়া গেল।

হরিগুণ গান করিলে মৃত্যু চাপিয়া ধরে না।

হরি নাম করিলে নব নিধি পাওয়া যায়।

পরমেশ্বর স্বয়ং আনন্দ ও প্রেম প্রদান করেন।

নোট (১) রাখহু রাখ = রক্ষার বস্তু আত্মাকে রক্ষা কর।

(২) বীস = কুড়ি অংশের মধ্যে কুড়িই, অর্থাৎ নিশ্চয়ই, সর্ব্বতোভাবে।

(৩) ইকীস = এক ঈশ।

নোট। (১) চাপৈ = খাইয়া ফেলে, চাপিয়া ধরে।

(২) সহজ সুভাই = সহজ স্বভাবে। আর এক অর্থ—সহজ = আনন্দ; সুভাই = প্রেম।

২৭

জিআনো বোলৈ আপে বুঝৈ।
আপে সমঝৈ আপে সুঝৈ।
গুর কা কহিয়া অংক সমাবৈ।
নিরমল সূচে সাচো ভাবৈ।
গুর সাগর রতনী নহী তোট।
লাল পদারথ সাচ অখোট।
গুর কহিআ সাকার কমারহু।
গুর কী করনী কাহে ধারহু।
নানক গুরমত সাচ সমারহু।

ভাবানুবাদ

যাহাকে তিনি বলেন সে আপনা আপনি বুঝিতে পারে।

আপনি জানিতে পারে, আপনি দেখিতে পায়।

ভগবানের কথাগুলি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে।

তাঁহাদের বাণী নির্ম্মল হয়, শরীর শুদ্ধ হয়, আত্মা পবিত্র হয়, তাহাতে পরমাত্মার প্রকাশ হয়।

ভগবান সাগরবৎ, রত্নপূর্ণ, কিছুরই অভাব নাই।

প্রেম নিখুঁত সুন্দর সত্য বস্তু।

ভগবান যাহা বলিয়াছেন, উহা কার্য্যে পরিণত কর।

ভগবানের কার্য্যের দিকে কেন ধাবিত হইতেছ?

নানক বলেন, ভগবানের উপদেশে সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হও।

২৮

টূটৈ নেহ কি বোলহু সহী।
টূটৈ বাহ দুহু দিস গহী।
টূটি পরীত গঈ বুর বোল।
দুরমত পরহর ছাডী ঢোল।
টূটৈ গণ্ঠ পড়ৈ বীচার।
গুর সবদী ঘর কারজ সার।
লাহা সাচ ন আবৈ তোটা।
ত্রিভবণ ঠাকুর প্রীতম মোটা।

ভাবানুবাদ

মুখো মুখি উত্তর প্রত্যুত্তর করিলে প্রেম ভাঙ্গিয়া যায়।

যেমন দুই দিক হইতে টানাটানি করিলে হাত ভাঙ্গিয়া যায়।

মন্দ কথা বলিলে প্রীতি ভেঙ্গে যায়।

স্ত্রীর দুর্ম্মতির হেতু প্রিয়তম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কিন্তু বিদ্যাপাঠ করিয়া জ্ঞান হইলে ভগ্ন প্রেমে জোড়া লাগিবে।

নোট—(১) জি আনো=যাহাকে।

(২) প্রথম দুই পংক্তিতে "আপে"র অর্থ কেহ কেহ "পরমেশ্বর আপনি" করিয়াছেন; তাহা হইলে অর্থ হয়, যাহাকে তিনি বলেন তিনি আপনি বুঝেন, আপনিজানেন, আপনি দেখেন।

(৩) গুরকী করণী কাহে ধারহু=মানব গুরুবাদীরা অর্থ করেন গুরুর নিজের ক্রিয়ার দিকে কেন দৃষ্টি করো? গুরু মুক্তির হেতু, যে উপায় বলিয়া দিয়াছেন তাহার অনুসরণ করো।

নোট—(১) সহী=নিশ্চয়ই। ট্রাম্প সোগাইটি অর্থ করিয়াছেন মুখবর্ত্তী হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

ভগবানের বাণীদ্বারা নিজ হৃদয়েই কার্য্যোদ্ধার হইবে।

সত্য লাভ হয়, কোন অভাব হয় না।

ত্রিভুবনের ঠাকুর পরমেশ্বর বড় প্রেমময়।

২৯

ঠাকহু মনূআ রাখহু ঠাই।
ঠহক মুঈ অবগণ পছতাই।
ঠাকুর এক সবাঈ নার।
বহুতে বেস করে কুড়িআর।
পর ঘর জাতী ঠাক রহাঈ।
মহল বুলাঈ ঠাক ন পাঈ।
সবদ সবারী সাচ পিআরী।
সাঈ সোহাগণ ঠাকুর ধারী।

ভাবানুবাদ

মনের গতি রোধ কর, তাহাকে প্রকৃত স্থানে স্থির কর।

অস্থির মন ধাক্কা খাইয়া মরে, অসদ্‌গুণ প্রাপ্ত হয় এবং পরে পশ্চাত্তাপ করে।

পরমেশ্বর স্বামী ও এক, সকলেই তাঁহার নারী।

কপটাচারিণী নারী নানা বেশ করে।

চিত্তবিক্ষেপ হইতে তাহাকে অবরোধ করিলে।

স্বামী কর্ত্তৃক প্রাসাদে ডাক পড়িলে আর কোন বিঘ্ন বাধা থাকে না।

যে পরমেশ্বরের বাণী হৃদয়ে পোষণ করে, সে সত্যস্বরূপের প্রিয় হয়।

পরমেশ্বর যাহাকে বরণ করেন, সে-ই সোহাগিনী।

৩০

ডোলত ডোলত হে সখী ফাটে চীর সীগার।
ডাহ পণ তন সুখ নহী বিন ডর বিনঠী ডার।
ডরপ মুঈ ঘর আপনৈ ডীঠী কন্ত সুজান।
ডর রাখিআ গুর আপনৈ নিরভউ নাম বখান।
ডূগর বাস তিখা ঘনী জব দেখা নহী দূর।
তিখা নিবারী সবদ মনি অম্রিত পীআ ভরপুর।
দেহ দেহ আখৈ সভ কোঈ জৈ ভাবৈ তৈ দেই।
গুরু দুআরৈ দেবসী তিখা নিবারৈ সোই।

ভাবানুবাদ

হে সখি! জন্ম জন্মান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে বস্ত্র ও বেশভূষা নষ্ট হইল।

ঈর্ষাতে পুড়িলে শরীরে সুখ নাই, ভগবদ্ভীতি না থাকাতে কত লোক নষ্ট হইল!

যাহারা ভগবানকে ভয় করে, তাহারা সংসারের পক্ষে মৃত; কিন্তু নিজ হৃদয়েই অন্তর্যামী পতিকে দেখিয়াছে।

নোট। ঠাই=ঠাঁই, ঠিকানায়।

ঠহক=ঠোকর খেয়ে, পদে পদে বিঘ্ন পেয়ে। অসদ্‌গুণযুক্ত। জীবের পংক্তি বিবাদ করিতে করিতে মরিল—গ্রন্থকোষ।

ঠাক রহাঈ=রুদ্ধ করিলে। সংযম দ্বারা ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করে। —গ্রন্থকোষ।

ঠাক ন পাই=আর কোন-বাধা থাকে না।

যাহারা ভয়ে ভয়ে থাকে তাহারা ভগবানকে হৃদয়ে রক্ষা করে এবং তাঁহার "নির্ভয়" নামের জপ করে।

পাহাড়ে বাসগৃহ, প্রাণে ভয়ানক তৃষ্ণা, যখন দেখিল দূরে নয়, তখন তৃষ্ণা নিবারণ হইল; মনেতে প্রভুর জপ করিল, অমৃত পান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিল।

দেও দেও সবাই বলে, কিন্তু যাহার প্রতি তাঁহার করুণা তাঁহাকে তিনি দেন।

ভগবান নিজেই দেন ও তিনিই তৃষ্ণা নিবারণ করেন।

৩১

ঢঢোলত ঢুঁঢত হউ ফিরী ঢহ ঢহ পরণ করার।
ভারে ঢহতে ঢহ পএ হউলে নিকসে পার।
অমর অজাচী হরি মিলে তিনকৈ হউ বল জাউ।
তিনকী ধূড় অঘূলী ঐ সংগত মেল মিলাউ।
মন দীআ গুর আপনৈ পাইআ নিরমল নাউ।
জিন নাম দীআ তিস সেবসা তিস বলহারৈ জাউ।
জো উসারে সো ঢাহসী তিস বিন অবর ন কোই।
গুর পরসাদী তিস সম্হলা তা তন দুখ ন হোই।

ভাবানুবাদ

আমি খুঁজিতে খুঁজিতে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, দেখিলাম যে নদীর দুই ধার খসিয়া পড়িতেছে।

যত ভারি সামগ্রী ছিল পড়িয়া জলে ডুবিল, যাহা হাল্কা তাহা অপর পারে ভাসিয়া উঠিল।

যাঁহারা অমর অযাচী হরিকে পাইয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিকট বলি যাই।

তাঁহাদের চরণ ধূলি মুক্ত করে, তাঁহাদের সঙ্গতে মিশে যাই।

আপনার গুরু ভগবানকে মন দিয়া নির্ম্মল নাম পাইলাম।

যিনি নাম দিয়াছেন তাঁহার সেবা করিব, তাঁহার নিকট বলি যাই।

যিনি ধরিয়া তোলেন তিনিই ফেলিয়া দেন, তিনি ছাড়া আর কেহ নাই।

ভগবানের কৃপাতে তাঁহাকে সামলাই, তাহা হইলে আমার প্রাণে আর কোন দুঃখ হইবে না।

৩২

নাকো মেরা কিস গহী নাকো হোআ ন হোগ।
আবণ জাণ বিগুচীঐ দুবধা বিআপৈ রোগ।
নাম বিহূণে আদমী কলর কন্ধ গিরন্ত।
বিণ নাবৈ কিউ ছুটীঐ জাই রসাতল অন্ত।
গণত গণাবৈ অখরী অগণত সাচা সোই।
অগিআনী মত হীন হৈ গুর বিন গিআন ন হোই।

নোট। (১) চীর সাগার—দেহরূপ বস্ত্র ও সাধনরূপ ভূষণ। ট্রাক্ট সোসাইটির টীকা।

(২) ডাহপণ = ঈর্ষার জ্বালা—গ্রন্থ কোষ।

ডার = সমূহ

ডুগর বাস তিখা ঘনী = পাহাড়ী পথে উঠিতে বড়ই তৃষ্ণা বোধ হয়—গ্রন্থকোষ। কেহ কেহ অর্থ করেন, অহংকার-পর্ব্বতে যাহাদের বাসা এবং তৃষ্ণাযুক্ত ছিল, তাহারা যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হইল, তখন বুঝিল পতি দূরে নয়।

তূটী তন্ত রবাব কী বাজৈ নহী বিজোগ।
বিছুড়িআ মেলৈ প্রভু নানক কর সংজোগ।

ভাবানুবাদ

আমার কেহ নাই, কাহাকে ধরি? না কেহ আমার হইয়াছে, না হইবে।

আসা যাওয়ার মধ্যে খোয়ার হই, সংশয়ে অনেক রোগ ব্যাপ্ত হয়।

নাম বিহীন মনুষ্য কাঁচা গাঁথুনীর দেওয়ালের মত পড়িয়া যায়।

নাম বিনা কি প্রকারে মুক্ত হই? রসাতলের অন্তে যাই।

অক্ষরের গণনায় কেবল গণনা করে, সত্য পরমেশ্বর ত গণনার অতীত। অজ্ঞানী বুদ্ধিহীন, গুরু বিনা জ্ঞান হয় না।

রবাবের তার ছিঁড়িয়া গেলে, তার বিযুক্ত হইয়া বাজে না।

নানক বলেন, প্রভু স্বয়ং সুযোগ করিয়া বিযুক্তকে মিলাইয়া দেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

সামাজিক উপাসনায় যোগদান।

ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনা ব্যাপারটী সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও, ইহার অভিনবত্ব, বৈচিত্র্য এবং বিশেষত্ব আছে। ইহার দোষ গুণের বিচারে পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন, এবং পরিবর্জ্জনের আবশ্যকতা নাই, এমন কথা বলিতে পারি না; এবং এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও করিতে চাহি না। আমি চাহি ব্রাহ্মসমাজের নরনারীগণের এবং পুত্র কন্যাগণের নূতন করিয়া একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে। আমি চাহি আমাদের সমাজের শোচনীয় ভাবী চিত্র সকলে মিলিয়া কল্পনা করিতে, আর পরিণাম চিন্তা করিতে। এই দৃষ্টি, কল্পনা ও চিন্তাতে সমাজের কিছু মঙ্গল হইতে পারে না, এ বিশ্বাস আমি পোষণ করি না। ৪০ বৎসর কাল হইতে দেখিয়া আসিতেছিলাম, ব্রাহ্মসমাজের এই সামাজিক-উপাসনা-অনুষ্ঠান, ছোট বড় সমস্ত সহরে যেন একটী আধ্যাত্মিক মহামেলা! বিশ্বাসী, ভক্ত, জ্ঞানী, কর্ম্ম ও ব্যাকুলাত্মা ধর্ম্মপিপাসুগণের কি এক মহোৎসব! রবিবারের প্রতীক্ষায় কত জনকে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতে দেখাগিয়াছে! আজ কিন্তু আর সে দিন নাই। বলিতে বড় ব্যথা লাগে প্রাণে, এত অল্প দিনের ভিতরেই মফঃস্বলের কোন কোন মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়াছে,

নোট—(১) সকলেই মরিতেছে, যাহারা পাপভারাক্রান্ত তাহারা ডুবে যাচ্ছে; যাহারা নিরভিমানী তাহারা হাল্কা, তাহারা মুক্তি পাইতেছে।

(২) অঘুলীঐ = ছাড় পাই, মুক্তিদান করে।

নোট—(১) বর্ত্তমানে কেহ নাই, অতীতে কেহ ছিল না, ভবিষ্যতে কেহ হইবে না।

(২) ভগবানের নামের কি গণনা করা যায়? লোকে সহস্র নাম করে, লক্ষ জপ করে, তাহাতে কি অগণনের শেষ হয়?

(৩) জ্ঞানীরা অর্থ করেন, মনুষ্য রবাব বাদ্যযন্ত্র, পরমেশ্বর তন্ত্রী, যাঁহার বায় সে বাজে; আবার কেহ কেহ গুরুকে তন্ত্রী অনুমান করেন।

কোন স্থানের ভগ্ন মন্দির ভূমিসাৎ হইতে চলিয়াছে এবং কোন মন্দিরের ভূমি খণ্ড অন্যে দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোন কোন সহরে দুই একজন ব্রাহ্মবন্ধু সাপ্তাহিক সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইয়া নিয়মরক্ষার মত উপাসনা করিতেছেন। কলিকাতা ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং শিলং প্রভৃতি স্থানে এখনো সান্ধ্য উপাসনায় অল্পাধিক লোক সমাগম দেখা না যায়, তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের ভিতরে কোন্ শ্রেণীস্থ লোক অধিক যাতায়াত করেন, তাহাও চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

দেশের বিজ্ঞ, প্রবীণ, সম্মানিত ও পদস্থ লোকের সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় এখন অনেক কম। তখন যে কারণেই হউক ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দান করা একটী গৌরব ও সম্মানের বিষয় ছিল। এখন তাহার পরিবর্ত্তে যেন কেমন একটা উপহাস ও উপেক্ষার বিষয় হইয়াছে। পূর্ব্বে দেশের আশাভরসার স্থল কলেজের যুবক ছাত্রগণের দ্বারা মন্দিরের বহু স্থান অধিকৃত হইয়া যাইত। এখন আর তেমন দেখা যায় না। পূর্ব্বে হিন্দু সমাজের মহিলাগণও দলে দলে আসিয়া শোভা সৌন্দর্য্য ও মহিমা বৃদ্ধি করিতেন। এখন কি আর তেমন দেখা যায়?

বাহিরের লোক পূর্ব্বের তুলনায় কম আসেন, ইহা স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে, ইঁহাদের দ্বারাই মন্দিরের বার আনা আসন পূর্ণ হইয়া থাকে। ইঁহাদের ভিতরে পণ্ডিত ও পদস্থ সকলে না হইলেও, বহু লোকই শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং ব্যাকুলাত্মা উপাসক। (দর্শকও অনেক আসিয়া থাকেন)। ইঁহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তির ধর্ম্মপিপাসা, উপাসনানিষ্ঠা নিয়মপরতন্ত্রতা অনুকরণীয়। ইঁহারা আনুষ্ঠানিক নহেন, ইহাই ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অনাদর্শ। কিন্তু আমরা আনুষ্ঠানিক নামের যতই গৌরব ও গর্ব্ব অন্তরে পোষণ করি না কেন, আমরা আজ কাল বহু ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা এবং বহু পুত্র কন্যাই সামাজিক উপাসনায় যোগদান করি না। ইহার কারণ অনেক থাকিতে পারে। তাহার প্রতিকারও প্রয়োজন। সে-ত খুবই ভাল কথা। কিন্তু আমরা যে উপাসনায় যোগদান না করিয়া, নিষ্ঠাহীন, পিপাসাহীন, প্রেমহীন, শুষ্কহৃদয় বিষয়ী ও বিলাসী হইয়া পড়িতেছি, ইহার বিরুদ্ধে বেশি কিছু যে বলিবার আছে, তাহা আমি বিশ্বাস করিতে রাজি নহি। ব্রাহ্মসমাজে এমন নরনারী না আছেন, আমি তাহা বলি না—যাঁহারা নীরবে গোপনে ধর্ম্মসাধনে ও জ্ঞানালোচনাতে সময় অতিবাহিত করেন না। কিন্তু তাঁরা একেবারে সামাজিক-উপাসনা-বিমুখ জীবন যাপন করিলে তাঁহাদের সামাজিক কর্ত্তব্যের কিছু ত্রুটী হইল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সামাজিক উপাসনায় যোগদান না করিলে ধর্ম্মজীবন লাভ হয় না, এত বড় অভিযোগ আমি আনিতে চাহি না; কিন্তু যোগদান করিলে নীরব ও নিগূঢ় ধর্ম্মজীবন-লাভের ব্যাঘাত ঘটে, ইহা সকলের পক্ষে সকল সময়েই সত্য, এ কথা বলা চলে না। অপিচ নিয়মিত রূপে যোগ দান করিলে, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ইহাতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব, এবং মানবের ভ্রাতৃত্ববোধ উজ্জ্বল হয়, উপাসকমণ্ডলীকে একটী আধ্যাত্মিক পরিবার রূপে জানিয়া ও বুঝিয়া, ইহার সঙ্গে গভীর প্রেমযোগ স্থাপিত হয়, এবং মণ্ডলীর হিতসাধনে নিজকে অগ্রসর করিবার সুযোগ ঘটে; বিশেষতঃ সাধারণ ও পরিবারবর্গের সম্মুখে একটী সুদৃষ্টান্তও রাখিয়া দেওয়া হয়। অপিচ একাকিত্বের শুষ্ক মনপ্রাণ সহজেই অনেক সময় সরস হইয়া উঠে। সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য স্বীকার করিলে, তাহা লাভেরও একটী সহজ উপায় মন্দিরের উপাসকমণ্ডলী। ইহা ব্যতীত সামাজিক উপাসনায় যোগদানের আবশ্যকতা বহুরূপ প্রতিপন্ন হইতে পারে।

প্রবন্ধ সুদীর্ঘ না করিয়া ইহাই বলিতে চাহি যে, ব্রাহ্মসমাজের সকল জীবনের লক্ষ্যই ধর্ম্মলাভ, এ কথা আর যেন বলা চলে না। তাহার যতগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়, তার ভিতরে সামাজিক উপাসনায় যোগদান না করা অন্যতম। আহারে অরুচি যেমন একটা রোগ, ধর্ম্মার্থীর পক্ষে "উপাসনা ভাল না লাগাও" তার হইতে কম রোগ নহে। আচার্য্যের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, প্রাঞ্জল ভাষা, বাগ্মীতা, পাণ্ডিত্য, সাধনা ও উন্নত জীবন যে উপাসকের উপাসনায় যোগদানের একটা সহায় ও প্রলোভনের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা সম্ভবপর না হইলে, শ্রদ্ধা ও বিচারের দিক দিয়া ভগবানেরই উপাসনা করিতে যাইতেছি, এই জ্ঞান লইয়াই মন্দিরে যাইতে হইবে। একনিষ্ঠ ভক্তিমান্ গভীর উপাসকগণ এই বিচার করেন না। এ ক্ষণে এই আদর্শ সম্মুখে রাখিলে, কে উপাসনা করিবেন, কে গান গাহিবেন, এবং উপাসনা সংক্ষিপ্ত না সুদীর্ঘ হইবে, এই সকল প্রশ্ন আর উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না!

সামাজিক উপাসনাসূত্রে মোটের উপরে দেখিয়া শুনিয়া এ প্রশ্ন উপস্থিত করিলে বোধ হয় এখন আর অসঙ্গত ও অপরাধ হইবে না যে—"ব্রাহ্মসমাজ একটা আদর্শ সমাজ অথবা ধর্ম্মসমাজ হইবে কি না?" কেননা বহিরঙ্গের আমোদপ্রমোদে, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক উৎসবে, উদ্যান-সম্মিলনে, অভিনব কোন ব্যাপারে লোকসমাগম সমাজের ষোল আনাই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সামাজিক উপাসনা-ক্ষেত্রে দারুণ দৈন্য ও ভাঁটা লাগিয়া রহিয়াছে। বলিতে দুঃখ হয়, কোন কোন স্থানে যাঁহারা সমাজের আচার্য্য, তাঁহাদের ভিতরেও কেহ কেহ নিজের উপাসনা-দিনে ছাড়া অন্য দিনে নিয়মিত রূপে যোগ দিয়া থাকেন, এমন কথা বলা যায় না। ব্রাহ্ম মহিলা ও কন্যাগণ গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা, তাঁহাদের উপস্থিতি একান্তই কম। ব্রাহ্মসমাজের অনেক পদস্থ, বিজ্ঞ, ধনবান্ লোক "১১ই মাঘের ব্রাহ্ম" বলিয়া লোকমুখে অভিহিত হইয়া থাকেন। কারণ, ঐদিনে তাঁহারা একবার বৎসরে মন্দিরে আসিয়া থাকেন। আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহারা শুধু সভাসমিতির সংগ্রামে, কর্ম্মচারী-নিয়োগ-ব্যাপারে, নিয়মকানুন পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন প্রভৃতি ব্যাপারেই উৎসাহ ও উদ্যম প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই সকল ব্যাপারে রাজনীতি-ক্ষেত্রের কৌশলও অবলম্বিত না হইতেছে, এমন নহে। নিয়মকানুনের দিকে নজর তো দিতেই হইবে, কিন্তু রাজনৈতিক চাল চালিলে ধর্ম্মসমাজের আদর্শ আর কি করিয়া থাকিল? রবিবারের সান্ধ্য উপাসনাকালে যদি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, পুত্র কন্যাগণ, বাহিরের রাজপথে সাংসারিক কাজে ঘোরেন ফিরেন, আমোদ প্রমোদে যোগদান করেন, বাড়ীতে বসিয়াই আরাম বিরাম ও পানে গল্পে সময় অতিবাহিত করেন, তা হইলেও কি আশা রাখিতে পারি এ সমাজ ধর্ম্মসমাজ রূপে গড়িয়া উঠিতেছে?

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া দীর্ঘ দিবস পরে অভিজ্ঞতার পথে ইহাই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করে যে, ধর্মলাভ কিসে হইবে, কখন্ হইবে এবং কাহার হইবে, তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। এজন্য কাহারো প্রতি অশ্রদ্ধা ও অপ্রীতি আসিতেছে না। কিন্তু ইহা বলিতে গিয়া এ কথাটা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সাধনা নাই, পরিবারে ধর্মশিক্ষা ও মিলিত ভাবে ধর্মলাভের ব্যবস্থা নাই, সাধুসজ্জনে শ্রদ্ধাদানের বিপরীত তুখর সমালোচনার সৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে ধর্মজীবনগঠনের প্রতিকূলতা ঘটিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজ কোন দিন বিচারবিমুখ হইবে না, এই অর্থে বিচারের পথে চলিয়া ব্যক্তিগত সাধন, ধর্মের পারিবারিক শিক্ষা ও সামাজিক আদর্শের রক্ষা, এই তিন বিভাগে ব্রাহ্মগণ এখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে ভগবানের কৃপায় আবার সুবাতাস বহিবে, সংসত্য আসিবে। সামাজিক-উপাসনাক্ষেত্র প্রতি সপ্তাহে উৎসবে পরিণত হইবে। ভগবান সেই আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

আধ্যাত্মজীবন—বিবিধ প্রসঙ্গ।

(৩২)

ভারতের সকল ধর্ম, সকল জাতিকে মিলিত করিবার জন্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম, প্রকৃতি ও মানব সমাজ, সংসার ও ধর্ম—এ সকলের সমন্বয় করিবার জন্য, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কত কুসংস্কার, অজ্ঞানতা,অন্যায় প্রথা ও অনুষ্ঠান এখনও ভারতবর্ষকে বিভক্ত ও খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে! নূতন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার ধূয়ায় ভারতের ধর্মভাব মলিন হইতেছে—নব্য যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন, এমন কি, বিরোধী হইতেছেন। বিধাতা ব্রাহ্মসমাজের হাতে যে গুরুতর ভার দিয়াছেন, আমরা ত তাহার উপযুক্ত হইতে পারি নাই। আমাদের তেমন বিশ্বাস ভক্তি নাই, আমাদের জীবনে তাঁহার সত্য উপাসনার পবিত্র জলন্ত প্রভাব দেখাইতে পারি না। আমরা সাংসারিক ভোগবিলাসের দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছি; আমাদের সমাজে আচার্য্য ও প্রচারকের অভাবে কার্য্য বন্ধ হইতেছে। পিতা পরমেশ্বর আমাদের সকল অভাব জানেন, ও কিরূপে তাহা দূর হইবে, তাহাও তিনি জানেন। আমাদের যেমন ক্ষুধার জন্য অন্ন দিয়াছেন, পিপাসার জন্য জল দিয়াছেন, তেমনি আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্যও তিনিই বিধান করিবেন। ব্রাহ্ম-সমাজের সকল ভাই ভগিনীকে তিনি জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে মঙ্গলভাবে সুন্দর করিয়া তুলুন, সকলের প্রাণে তাঁহার জন্য গভীর ভক্তি ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অচল নিষ্ঠা ও অনুরাগ জাগাইয়া দিউন। যাহাদের জীবন সংসারের কর্ম শেষ করিয়া সন্ধ্যাকালে অনন্তের কুলায় লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাঁহারা ধর্মপ্রচারের জন্য অর্থ, ক্ষমতা ও খ্যাতির প্রভাব নিয়োগ করুন। যাহারা জীবনের প্রভাতকালে সংসারকে মধুময় দেখিতেছেন, তাঁহারা আশা উৎসাহ ও শুভ সংকল্প লইয়া ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য প্রস্তুত হউন। যাহারা জীবনের মধ্যাহ্নে যৌবনের প্রদীপ্ত গরিমায় চারিদিক আলোকিত করিতেছেন, তাহারা জ্ঞানবিস্তার কর্মানুষ্ঠান ও প্রীতির অনুশীলন দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের পতাকা সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করুন। যাঁহার ভাষা আছে তিনি রসনা দিন, যাঁহার ভাব আছে তিনি লেখনীর সাহায্যে তাঁহাকে মূর্ত্তি দিন, যাঁহার কল্পনা আছে তিনি কার্য্যে ও চিত্রে তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করুন।

(৩৩)

আমি তাঁহার শরণাপন্ন হই, এজন্যই তিনি আমাকে নানা বিপদ্ অশান্তি ও অনুতাপের যন্ত্রণা দিতেছেন। বাহিরে লোকসমাজে ও অন্তরে বিবেকের নিকট কত লজ্জা, কত অপমান ও তিরস্কার পাইতেছি! ইহার মধ্যে তাঁহারই মঙ্গল অভিপ্রায় কাজ করিতেছে। তিনি যে আমাকে এই মৃতভাব ও উদাসীনতার মধ্যে থাকিতে দিবেন না। আমার প্রাণে সরস প্রেমের বন্যা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোক প্রেরণ করিবেন। তার জন্যই এই হৃদয়মন্দিরকে ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া লইতেছেন। আমি আর বেশী দিন পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় পরিব না—আর আমি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অধীনে জড় যন্ত্রের মত চৈতন্যহীন জীবন বেশী দিন ধারণ করিব না। তিনি শরীরের অধীনে অভ্যাসগত ইন্দ্রিয়জ্ঞান লইয়া আর আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে দিবেন না। তিনি আমার আত্মাতে নবজীবন সঞ্চার করিবার জন্য এখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আবার আমার ধর্মবন্ধুদিগকে তাঁহার পুণ্য প্রেম সৌন্দর্য্যে মধুময় করিয়া আমার সম্মুখে দেবভাবের উজ্জ্বল চিত্র ধরিয়াছেন; আবার তিনি নূতন আশা, নূতন তেজ, নূতন বল দিবার জন্য প্রিয় মাঘোৎসবের শুভাশীর্ব্বাদ লইয়া আসিতেছেন। এবার আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিব। এবার নূতন সত্য প্রাণে জাগিবে—এবার তিনি আমাকে এমন প্রেরণা দিবেন যে, আমার উদ্ধার ত হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল ধর্মবন্ধু ও দেশবাসী ভাই ভগিনী সকলের পরিত্রাণের বার্ত্তা প্রচার করিব। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার স্বর্গরাজ্যের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিয়া আশা বিশ্বাসের সহিত এত বৎসর প্রার্থনা করিয়াছে। এখন তিনি নিজেই সেই প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছেন। চারিদিকে নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে—বিশ্বময় মহা জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে. নূতন উষার আলোকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের পার্থক্য ও বিরোধের অন্ধকার দূর হইতেছে—এখন তাঁহার ধর্মপ্রচারের শুভমুহূর্ত্ত। এই সুযোগ অবহেলা করিলে আমরা অধঃপতনের নিম্নতম সোপানে চলিয়া যাইব। রাজনৈতিক ও সমাজ-সংস্কারক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, নীতিজ্ঞ ও কলাবিদ্, সাহিত্যিক ও অর্থশাস্ত্রবিদ্ সকলেই সমস্বরে ধর্মজীবনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেছেন—ধর্ম যে সমাজের স্থিতি ও ধর্ম যে সমাজের লক্ষ্য, ইহা সকলে স্বীকার করিতেছেন।

(৩৪)

অন্তর-দেবতা ত আমার অন্তরেই রহিয়াছেন। তবে কেন তাঁহার অভাব, তাঁহার বিরহ অনুভব করিয়া কাতর হই? তাঁহাকে খুঁজিয়া পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরিলাম, কত বৃক্ষলতা, নদী সমুদ্র, আকাশ পর্বতকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তাঁহাকে

দেখিবার জন্য ত শারীরিক চেষ্টার দরকার হয় না, তাঁহাকে জানিবার জন্য নানা শাস্ত্র বিজ্ঞান ও দর্শন পড়িবার দরকার হয় না। তিনি যে সকলের চেয়ে নিকট, সকলের চেয়ে সহজ হইয়া আমাদের অন্তরেই প্রকাশিত আছেন। আমরা ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া কেবল বাহিরের দিকেই এতদিন মুখ ফিরাইয়া রহিলাম; তাই বাহিরের জগৎ আমাদের কাছে শূন্য, শুষ্ক ও অর্থহীন মনে হইয়াছে—কোন কোন সময়ে তাঁহার ছায়া মাত্র প্রকাশিত করিয়াছে। কিন্তু তিনি যে জাগ্রত জীবন্ত সত্য দেবতা, তাঁহাকে যে আমরা প্রত্যক্ষভাবে পাই, এ কথা তিনি আজ উৎসবের দিনে আমাকে শিখাইলেন। এতদিন জ্ঞানপিপাসায় ছুটিতেছিলাম, কিরূপে অগাধ শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম বিচারদ্বারা তাঁহার সত্তা প্রমাণ করিব ও তাঁহার লীলাকে দর্শনের যুক্তিরূপে দণ্ডায়মান করিব, ইহা ভাবিয়া জীবনের অল্পতার জন্য দুঃখ করিতেছিলাম। আজ নূতন বৎসরে তিনি এই প্রেরণা দিলেন যে, আমাদের মনই সকল শাস্ত্রের ভাণ্ডার, আমাদের মনে যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকটিত। একবার ধ্যান ধারণা, প্রার্থনা ও আত্মচিন্তার সাহায্যে মনকে জানিতে পারিলে, মনের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলে, তাঁহাকে অবগুনীয় অভ্রান্তরূপে পাইব। একটি মাত্র দ্বার খুলিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে তাঁহার স্বর্গধামের যোগ রাখিয়াছেন—সেটি আমাদের চৈতন্যদ্বার। চক্ষু কর্ণ আমাদের চৈতন্যের দাসত্বে নিয়োজিত হইলে, আমাদের ভিতরের আলোকে বাহিরের জগৎ আলোকিত হয়। তাঁহার জগৎ কত সুন্দর, কত স্বাদ গন্ধ গন্ধ ইহাকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে! আমরা মৃত ভাবে, কেবল অভ্যস্ত ভাবে, ইহার জ্ঞান লাভ করি, এজন্য ইহা আমাদের কাছে পুরাতন, নীরস ও নিরানন্দ মনে হয়। কিন্তু যখন আমাদের মনের গভীর প্রদেশে ডুবিয়া, তাঁহার প্রেম ও তাঁহার আনন্দ লইয়া ফিরিব, তখন এই সংসারই নূতন শোভা ধারণ করিবে, এই প্রাতদিনের চন্দ্র সূর্য্যই নিত্য নূতন ভাবে আমাদের নিকট তাঁহাকে প্রকাশ করিবে।

(৩৫)

সমুদ্রতীরে, পল্লীগ্রামে, প্রান্তরে ও উপবনে এত শোভা, আকাশে চাঁদের এমন বিমল আলো, গৃহে সেবকদের এত ভালবাসা ও বন্ধুর এত প্রেম পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য! এসকল কি পরমাপিতা আমাকে লজ্জা দিবার জন্য বিধান করিতেছেন? আমি পাপী হইয়াও যে তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত হই নাই, আমার মনে আনন্দ, আরাম ও শান্তি দিবার জন্য, আমার জীবনে সুস্থতা ও সম্ভোগ দিবার জন্য যে এখনও তিনি ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাহারই পরিচয় পাইতেছি। আমি আর তবে তাঁহা হইতে দূরে থাকিব না, আর আমি বিপথে চলিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিব না। আজ আমি তাঁহার আলোক ঘরে জ্বালাইয়া, অন্তরের কোণে যত লুকান আঁধার তাহা দূর করিব, যত আবর্জনা দীর্ঘকাল সঞ্চিত হইয়া দুর্গন্ধের সৃজন করিয়াছে, তাহা বিবেকের সম্মার্জনীদ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইব। এই যে আমার নীচ কামনা আমাকে টানিয়া নরকের দিকে নিতে চায়, এই যে আমার অহঙ্কার আত্মার মধ্যে ছিদ্র করিয়া সকল সদনুষ্ঠান ও শুভাকাঙ্ক্ষার পুণ্য বাহির করিয়া দেয়, এই যে আমার অপ্রেম, রাগ ও ঘৃণা অন্তরের জানালা বন্ধ করিয়া তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটায়,—এই যে আমার জড়তা, আলস্য ও অনিয়ম কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ব্যর্থ দিবসের লাজে জীবনকে জর্জ্জরিত করে—এসকল আজ তাঁহার প্রেমের কাছে অপমানে মরিয়া যাক্। আজ আমি আত্মপরীক্ষা আরম্ভ করিব, নিজের আত্মাকে প্রকৃত ভাবে জানিতে চেষ্টা করিব, এবং কোন্ কোন্ অসুর তাঁহার নামে আমার অন্তরে রাজত্ব করিতেছে তাহাদিগকে চিনিয়া, তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করিব। আমার কি অভাব আছে, আমার আত্মা কোন্ জিনিস পাইলে যথার্থ তৃপ্তি পায়, তাহা বুঝিয়া অনিত্য অসত্য জিনিস ছাড়িতে প্রতিজ্ঞা করিব। আমি কি ছিলাম, কি হইয়াছি, আমার কত শক্তি ছিল এখন হারাইয়াছি—ইহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার নিকট জীবনের হালখাতা দাখিল করিব। তাঁহার প্রেমরাজ্য আসিতেছে—তাই তিনি ব্রাহ্মসমাজে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছেন। এখন আমি সেই পুণ্য উৎসবের হেতু প্রস্তুত হইবার জন্য, তাঁহার স্বর্গীয় অনুপ্রাণনা পাইবার জন্য, কঠোর সাধনা করিব। উৎসবের দিনে তাঁহার সহিত আমার শুভ বিবাহ হইবে, আমি তাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ৬৭

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী—দ্বিতীয়বার চট্টগ্রামে।

পর বৎসর ব্রাহ্ম সম্মিলনীর অধিবেশন কোথায় হইবে পূর্ব্ব বৎসরের সম্মিলনীর অধিবেশনে তাহা স্থির হয়। তদনুসারে ১৯১৭ সালের অকটোবর মাসে কুমিল্লায় ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু কোনও কারণে এই বৎসর কুমিল্লাতে ব্রাহ্মসম্মিলনীর ব্যবস্থা করার সুবিধা হইল না বলিয়া, সম্মিলনীর সম্পাদক বাবু মথুরানাথ গুহ মহাশয় চট্টগ্রামে ব্রাহ্মসম্মিলনীর ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বে একবার এদেশে সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, ততোধিক তজ্জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ কঠিন হইবে বলিয়া, অনেকেই তাহা করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু কেহ কেহ মনে করিলেন, সম্মিলনের উৎসবে যে আনন্দ ও শিক্ষালাভ হইবে অর্থব্যয় এবং অর্থসংগ্রহের কষ্ট তাহার নিকট কিছুই নয়। যে স্থানে সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে সে দেশের ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা, বালক বালিকারা এবং জনসাধারণ যে আনন্দ এবং শিক্ষা লাভ করিবেন, যত উপকৃত হইবেন এবং বিদেশাগত বন্ধুদের নিকট যে পরিমাণে পরিচিত হইবেন, আর কোন দেশের ব্রাহ্মগণ জনসাধারণ তত হইবেন না। সুতরাং সম্মিলনীর অধিবেশনের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় এবং কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে ততোধিক লাভ হইবে। এই রূপ আলোচনা করিতে করিতে অনেকের মতের পরিবর্ত্তন হইল এবং অবশেষে চট্টগ্রামে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন করাই স্থির হইল।

যাঁহারা চট্টগ্রামে সম্মিলনীর অধিবেশনের পক্ষে ছিলেন তাঁহাদেরই একজন—বাবু রমেশ চন্দ্র সেন—কে সম্পাদক করিয়া সম্মিলনীর কার্য্য আরম্ভ করা হইল। সকলের সাহায্য এবং চেষ্টায় সকল ব্যবস্থা করা হইল। ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় সম্মিলনীর অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হইলেন।

২৮শে অক্টোবর রবিবার প্রাতে সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত মথুরা নাথ গুহ (সম্মিলনীর সম্পাদক), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হরকিশোর বিশ্বাস প্রভৃতি প্রায় ৩০ জন ডেলিগেট একসঙ্গে আসিলেন। সকালে বিকালে মন্দিরে উপাসনা হইল। সমস্ত দিন ধর্ম্মালোচনা আনন্দ উৎসবে দিন কাটিয়া গেল। তৎপর দিন সোমবার সম্মিলনীর কার্য্য আরম্ভ হইল। সোম, মঙ্গল এবং বুধবার সম্মিলনীর অধিবেশনের কার্য্য সম্পন্ন হইল। বৃহস্পতিবার ষ্টীমারে সমুদ্রযাত্রা করা হইল। অনন্ত সমুদ্রের সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভগবানের মহিমা এবং করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহার পূজা করা হইল। ধর্ম্মালোচনা আনন্দ উৎসব এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে দিন কাটিয়া গেল। সম্মিলনীর অতিথিগণকে একদিন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে টি-পার্টি দিলেন। আর একদিন যাত্রামোহন বাবু বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া সামাজিক সম্মিলন এবং আহারাদি করাইলেন।

বিদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্ম বন্ধু প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এখানেও দুএকটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা, উপাসনা, উপদেশ, সংকীর্ত্তন এবং ধর্ম্মালোচনাতে পরমানন্দে সম্মিলনীর উৎসব সম্পন্ন হইল। নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল :—

১। ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন ও প্রচার। ২। ব্রাহ্মসমাজের শক্তি বৃদ্ধি করা। ৩। ব্রাহ্মসমাজে বিবাহের আদর্শ ৪। সেবক পত্রিকা। ৫। অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডার। প্রভৃতি।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত।

প্রাপ্ত।

ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রাহ্মসমাজ

সংযমদ্বারা শক্তি রক্ষিত হয়। শক্তিহীন ব্যক্তি জগতে কোন মহৎ কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। ধর্ম্মসমাজের পক্ষে সংযম না থাকিলে, তাহাকে ধর্ম্মসমাজ নাম দিতে আমি রাজি নহি। অন্যত্রও কোন মহৎ কার্য্য করিতে যাইলে সংযত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। অসংযত ব্যক্তি কোন দিন কোন ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে শুনা যায় না। সার্কাসে যাহারা নৈপুণ্যসহকারে ক্রীড়া প্রদর্শন করে, তাহাদেরও চরিত্রের সংযম বিশেষ আবশ্যক। এমন কি, নৃত্যগীতব্যবসায়িগণ সংযত না হইলে অল্পদিন মধ্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। জ্ঞানার্থী ও ধর্ম্মার্থীর পক্ষে সংযম যে কত প্রয়োজনীয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। আহার, বিহার, নিদ্রা, জাগরণ, পরিচ্ছদ ও বাক্যবিন্যাস, প্রত্যেকটি বিষয়ে সংযত না হইলে, উচ্চ চিন্তা করিতে পারা যায় না। এদেশে বিদ্যার্থীর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। ধর্ম্মার্থীর পক্ষে বিশেষ কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত ছিল। সকল দেশেই দেখা যায়, কোন কোন অনন্তকর্ম্মা ধর্ম্মসম্প্রদায় তাহার সম্বন্ধে অতি সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিবাহ হইতে বিরত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন, বিশেষ দিনে অনাহার বা অল্পাহার করেন। এই সকল করার উদ্দেশ্য দেহ এবং মনের উপর আত্মার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা। ব্রাহ্মসমাজেও এক সময় আহার সম্বন্ধে সংযম ছিল। নিমন্ত্রণ-সভাতে দেখিয়াছি, আমিসভোজী কচিৎ থাকিত। বাক্য সম্বন্ধেও অতি সাবধানতা ছিল। যুবকেরা কৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া দেশের সেবা করাকে গৌরব মনে করিত সে-দিন ব্রাহ্মসমাজে আর নাই। এখন ব্রাহ্ম গৃহস্থের পারিবারিক উৎসবে মৎস মাংসের প্রচুর আয়োজন করিতে হয়, নিরামিষভোজী খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলিং পার হইবার পূর্ব্বেই কন্যাপক্ষ আনাগোনা করিতে থাকেন। তুমি বিদ্যালয়ে যেমন কৃতিমান হইয়াছ সেইরূপ চরিত্রবান ব্রহ্মচারী হইয়া জগতের সেবা কর, এইরূপ উপদেষ্টা বর্ত্তমান সময়ে অল্পই দৃষ্ট হয়। অন্যপক্ষে কোন কৃতিমান যুবক অবিবাহিত থাকিতে চাহিলে তাহাকে বিবাহের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিবার গুরু যথেষ্ট পাওয়া যায়। মেয়েদিগের সম্বন্ধেও সেই কথা। কোন মেয়ে কুমারী থাকিয়া জ্ঞানালোচনা কি ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রস্তুত হইলে, তাহাকে সংকল্পচ্যুত করিবার জন্য অনেক উপদেষ্টা উপস্থিত হইয়া থাকেন। সময় সময় এই শ্রেণীর মুরুব্বিগণ কন্যার পিতামাতার অপেক্ষা না করিয়া, তাহাদের মতামত না গ্রহণ করিয়াই, কন্যার নিকট বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হয়েন। কত স্থানে দেখা গিয়াছে যে, কন্যা বিবাহ না করাকে জীবনের পক্ষে কল্যাণকর মনে করিয়া সেইভাবে জীবন যাপন করিতে চাহিতেছে, তাহাকে বুঝান হইতেছে তোমার পক্ষে বিবাহ করাই কল্যাণকর, তুমি যাহা স্থির করিয়াছ উহা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক নহে।

কন্যার পিতামাতা কিন্তু এই সকল উপদেশের কোন সংবাদই রাখেন না। পিতামাতা মনে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কন্যা তাহার আদর্শানুসারে জীবন যাপন করিতেছে, দিনের পর দিন সে কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতেছে, এদিকে যে প্রলোভনদ্বারা তাহাকে আদর্শভ্রষ্ট করা হইতেছে, হতভাগ্য জনক-জননী ইহার কোন সংবাদই রাখেন না। হঠাৎ এক দিন তাহাদের সম্মুখে গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তখন মনোকষ্ট মর্ম্মবেদনা ভোগ করা ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে এই প্রকার ঘটনা ঘটিতে থাকিলে, ইহার শেষ ফল যে কোথায় যাইয়া উপস্থিত হইবে, তাহা চিন্তা করিলেও ভয় হয়।

জানি, জোর করিয়া ব্রহ্মচারিণী ও ব্রহ্মচারী করিতে যাইয়া আমাদের প্রাচীন সমাজ দিনের পর দিন অকল্যাণের পথে যাইতেছে, এবং জাতির পাপভার বৃদ্ধি করিতেছে। তাই বলিয়া এমন কথা বলা চলে না যে, যাহারা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা

করিতে চাহিতেছে, তাহাদিগকে সংসার গড়িয়া দিতে হইবে। সহরের সমস্ত লোক নিদ্রিত থাকিলে চলে না, কতকগুলি লোককে রাত জাগিয়া পাহারা দিতে হয়, নিদ্রিত জনমণ্ডলীকে রক্ষা করিতে হয়। সংযতচরিত্র ব্যক্তি দেশের সাধারণ সম্পত্তি, জাতির মূলধন। বৌদ্ধ সভ্যতার অতীত ইতিহাস ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। বর্ত্তমান খ্রীষ্টান সমাজের ব্রহ্মচারিণিগণ যে পৃথিবীর মহামূল্য পদার্থ তাহা অস্বীকার করিলে সত্য লঙ্ঘন করা হয়।

ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিপালনের অনাবশ্যকতা কোন দিন প্রতিপাদন না করিলেও, ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি বিশেষত্ব প্রদান করেন নাই। ইহার ফল যে ভাল হয় নাই, তাহা বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এক সময় ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা দেশের সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠান সম্পাদিত হইত। ব্রাহ্মগণ সকল কার্য্যের অগ্রে থাকিতেন, আর আজ ব্রাহ্মদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, ব্রাহ্ম যুবক যুবতী সংসার পাতিয়া বেশ আরামে দিন কাটাইয়া দিতেছে। আফিস্ আর আরাম, আরাম আর আফিস্, ইহাই হইল ব্রাহ্মসাধারণের গন্তব্য স্থল। ইহার বাহিরে আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সেদিনকার "রামকৃষ্ণ মিশন" অল্পদিন মধ্যে সমস্ত পৃথিবী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আসল কথা কতকগুলি লোক অনন্যকর্ম্মা হইয়া লাগিয়া না গেলে, কোন মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। ঘরের চালে তালি দিতে যাহার দিন কাটিয়া যায় সে পরের খবর নিবার সময় পায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার জাকজমক, বিলাস বিভবে আমরা আত্মহারা হইয়া গিয়াছি, কিন্তু তাহাদের চরিত্রের অভ্যন্তরে যে শক্ত পদার্থটি রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারিতেছি না—ইহাই হইল আমাদের গোড়ায় গলদ।

দেশ যে অবস্থায় বর্ত্তমান সময়ে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আফিস করিয়া, সেলাম ঠুকিয়া, দিন কাটাইবার সুদিন আর অল্পদিনই আছে। এই সময় দলে দলে নরনারী সংযম ও সাধনাদ্বারা শক্তি সংগ্রহ করিয়া, জাতির সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। ধর্ম্ম, জ্ঞান, ত্যাগ, ও সেবা দ্বারা ভারতকে জগতের সম্মুখে ধরিয়া দেখাইতে হইবে যে, আমরা সেই প্রাচীন জাতি, যাহারা একদিন জগতে আলোক ধরিয়া পথ দেখাইয়াছিল। বহু দিন পর আজ এই উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত লুব্ধ জগৎকে ভ্রান্ত পথ হইতে প্রত্যাখ্যান করিবার ভারগ্রহণ ভারতের পক্ষেই সম্ভবে। এবং সে গুরুভার বহন করিবার অধিকার ব্রাহ্মসমাজেরই হওয়া কর্ত্তব্য। ভগবান করুন ব্রাহ্মসমাজের নব্য দল আপন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হউক।

শ্রী—

ব্রাহ্মসমাজ

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায় গত ১লা জুন সিরাজগঞ্জ উপস্থিত হইয়া সায়ংকালে ১টী পরিবারে পারিবারিক উপাসনা ও সঙ্গীত করেন। ২রা জুন নবপ্রতিষ্ঠিত সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৩রা জুন রায় সাহেব প্যারীমোহন দাসের ভবনে কথকতা; তৎপর প্রীতিভোজন হইয়া কার্য্য শেষ হয়। ৪ঠা জুন সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে পুনরায় কথকতা করেন। ৫ই জুন হইতে ৭ই জুন টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজে সাম্বৎসরিক উৎসবে নানা কার্য্য করেন। ৭ই জুন সায়ংকালে সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সাপ্তাহিক রবিবাসরীয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর ভাগলপুর যাত্রা করেন। ৯ই জুন ভাগলপুর পৌঁছিয়া ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ২ দিন আচার্য্যের কার্য্য করেন, ২২শে জুন শ্রীযুক্ত বেঁচুনারায়ণ লালের নবগৃহ নির্ম্মাণ ও প্রবেশ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, তাহাতে আচার্য্যের কার্য্য করেন। গৃহকর্ত্তা এই উপলক্ষে ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ২৲ টাকা এবং ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নামকরণ—বিগত ১৭ই আষাঢ় কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দের শিশু সন্তানের নামকরণ অনুষ্ঠান হইয়াছে। শিশুকে অজিতকুমার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। (২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সন, জন্মিয়াছিল)। এই উপলক্ষে উল্টাডাঙ্গা ব্রহ্মমন্দিরের পর্দ্দার জন্য ৪৲ টাকা প্রদত্ত হয়। মঙ্গল বিধাতা শিশুকে সতত রক্ষা করুন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২১শে জুলাই ঢাকা নগরীতে রায় বাহাদুর হরকিশোর বিশ্বাস হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নানা রূপে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন এবং চরিত্রমাধুর্য্যে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

বিগত ১২ই ও ১৯শে জুলাই কলিকাতা নগরীতে পরলোকগতা হেমলতা রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান পুত্র কন্যাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। প্রথম দিবস শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস ও দ্বিতীয় দিবস শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীমান সুধীন্দ্র ও হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় এই উপলক্ষে মাতা পিতার নামে একটী স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১০০৲ টাকা এবং দাতব্য বিভাগে ১০৲ এবং কন্যা নলিনীবালা রায় চৌধুরী নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। প্রতি বৎসর স্থায়ী ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা হইবে।

বিগত ১৯শে জুলাই কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ও সত্য প্রসাদ দত্ত মাতা স্বর্ণময়ী দত্তের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ১০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২৩এ জুলাই শ্রীযুক্ত কালিদাস সরকারের প্রথমা কন্যা আশা রায় মুর্শিদাবাদ জেলার রায়পুর গ্রামে ৭ দিনের জ্বর যোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার বয়ক্রম মাত্র ১৭ বৎসর ৪ মাস হইয়াছিল এবং গত অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর রায়ের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব—বিগত বি, এস্ সি পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসুর পুত্র অনিল কুমার ও ডাক্তার প্রেমাঙ্কুর দে প্রশংসার সহিত এবং আই এ পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পালের দৌহিত্র সুশীল কুমার দে ১ম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া, উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

ছাত্রীদের কৃতিত্ব—বিগত আই এ পরীক্ষায় নিম্ন লিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম—১ম বিভাগে—নীলিমা ঘোষ (১৫শ স্থান অধিকার করিয়া), জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত, আভা সেন, মেরী সালধানা, স্নেহময়ী এলিন সেন গুপ্ত, সুলেখা রায়, মেবেল শার্লি প্রট্‌স, মীরা দত্ত গুপ্ত, মার্জ্জরী এম্ খাঁ, পদ্মাসনা সিংহ, এনা মেরী গুইনী, ক্যাথলীন লীলি পার্টন, জ্যোৎস্না দে, মৃণ্ময়ী দাস, ইন্দুপ্রভা ঘোষ, সিলভিয়া উইনিফ্রেড আইরীন, মন্দাকিনী চাটার্জ্জি, জুলিথা বাসু, মুরিয়েল গ্রেভিস সীন, প্রতিভা দেবী, কমলকামিনী দেবী, আশালতা খাস্তগির, অলোকা চৌধুরী, শান্তিময়ী ঘোষ। দ্বিতীয় বিভাগ—শৈলবালা অধিকারী, অংশুবালা ক্রীষ্টান, অণুকণা দাস গুপ্ত, রেণু দাস গুপ্ত, সাধনা দাস গুপ্ত, মালতী দত্ত, লীলা গুপ্ত, মা ঈ, সুবর্ণ পুরকায়স্থ, মনোরমা রায়, বীণা সেন, ললিতা সেন গুপ্ত, প্রতিভা সেন গুপ্ত। তৃতীয় বিভাগে—রমা চৌধুরী, লাবণ্য প্রভা সাহা। বিশেষ আনন্দের কথা ইহার মধ্যে বিবাহিতা হিন্দু বালিকা ৭ আছে।

বিগত ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় নিম্ন লিখিত ছাত্রীগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন:—২০৲ টাকা—মৈত্রেয়ী রায়, ময়মনসিংহ। ১৫৲ টাকা—কণকলতা চৌধুরী, শোভাময়ী রায়, ও সন্ধ্যালতা সরকার ময়মনসিংহ, কমলরাণী চক্রবর্ত্তী ও বীণাপানি চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মবালিকা। ১০ টাকা—কিরণবালা বসু ও হেমলাসুন্দরী রায় ময়মনসিংহ, কণিকা দাস গুপ্ত ব্রাহ্ম বালিকা, নলিনী বসু বরিশাল, সুরমা দত্ত ব্রাহ্মবালিকা, মুক্তা দত্ত চট্টগ্রাম, সুহাসিনী দাস গুপ্ত ময়মনসিংহ, সুবর্ণ ঘোষ ব্রাহ্মবালিকা, লক্ষ্মী চক্রবর্ত্তী ভিক্টোরিয়া। ইহার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে একটি বিবাহিতা হিন্দু বালিকা।

দান—বগুড়া নিবাসী ডাঃ ভক্তসখা বসু তাঁহার পিতৃ দেবের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এ দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুন।

সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ—সিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় সিরাজগঞ্জ ব্রহ্মমন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ১৮৯৭ সনের প্রবল ভূমিকম্পে ব্রহ্মমন্দির বিনষ্ট হওয়ার পর সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর অন্তে বিনষ্ট মন্দিরের স্থানেই একখানি টিনের ঘর উঠান হইয়াছে। বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যায় নবনির্ম্মিত গৃহে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে উপাসনাদি হইয়াছে; বহু ভদ্রলোক উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বাগচি আচার্য্যের কার্য্য করেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ নবনির্ম্মিত ব্রাহ্মসমাজগৃহে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম" ইহা সরলভাবে সমাগত সর্ব্ব-সাধারণকে বুঝাইয়া তৎপর দেবর্ষি নারদের "সাধনা ও সিদ্ধি" বিষয়ে কথকতা করেন; বহু ভদ্রলোক এতদুপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়াছিলেন। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ সাপ্তাহিক উপাসনায় সমাজ-মন্দিরে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপরি উক্ত কার্য্য ব্যতীত বরদাপ্রসন্ন বাবু সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসের বাসায় ৩রা জুন "বুদ্ধের সিদ্ধি লাভ" বিষয়ে কথকতা করেন। কথকান্তে রায় সাহেব প্রায় শতাধিক লোককে পরিতোষ পূর্ব্বক প্রীতিভোজন করাইয়াছিলেন। সকলেই জাত্যভিমানের কুসংস্কারজাল ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মিলিতভাবে এক পংক্তিতে বসিয়া আহারাদি করিয়াছিলেন; ইহা দেশের পক্ষে শুভলক্ষণ।

ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ সময় অবিনাশ বাবু প্রমুখ কতিপয় হিন্দু বিধানবিশ্বাসী সাজিয়া রাজদ্বারে দরখাস্ত করেন যে, ঐ স্থানে তাঁহাদেরও স্বত্ব আছে, তাঁহাদের বিনানুমতিতে ঐ স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ হইতে পারে না। মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় এই দরখাস্ত পাইয়া সিরাজগঞ্জ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বাগচীকে জানান যে তিনি সরে জমিনে যাইয়া সবিশেষ না জানা পর্য্যন্ত তিনি যেন ঐ স্থানে গৃহ প্রস্তুত স্থগিত রাখেন। তৎপর ৮ই মে (১৯২৫) তারিখে তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজের যে স্থানে গৃহনির্ম্মাণ হইতেছিল তথায় আসিয়া পূর্ব্বাপর সবিশেষ জানিয়াও বহু ভদ্রলোকের নিকট শ্রবণ করিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের কায়েমি পাট্টা কবুলতি ও বহু কাল যাবৎ যে খাজনা দেওয়া হইতেছে, তাহার দাখিলা ও প্রায় ৫০ বৎসরের ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর রীজলিউসনাদি দেখিয়া এবং ঐ জমির একাংশে যে প্রজা আছে তাহার খাজনা জ্যোতিশ বাবু আদায় করেন জানিয়া ও এই জমির উপর যে "অমৃতলাল মধ্য ইংরেজী স্কুল" (যাহা বর্ত্তমানে ন্যাসনাল স্কুল নামে অভিহিত) আছে, ঐ স্কুলসংলগ্ন পাঠশালাগৃহনির্ম্মাণসময়ে পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় অর্থ সাহায্য করেন; ঐ সময় সমাজের তাৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সরকারের সঙ্গে যে এগ্রিমেণ্ট লেখা পড়া হইয়াছে (উহা রেজেষ্টারী করা হয়) ঐ বহু পুরাতন কাগজ পত্র দেখিয়া বিগত ২১শে মে তারিখে এইরূপ হুকুম দিয়াছেন যে, এই "ব্রাহ্মসমাজের স্থান সিরাজগঞ্জ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যগণেরই দখলে আছে এবং তাঁহারাই এই স্থানের স্বত্বাধিকারী অবিনাশ বাবু প্রভৃতি যেন ঐ স্থানে গৃহ প্রস্তুত করিতে বাধা প্রদান না করেন। সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় হইল।" বলা বাহুল্য যে এই ব্রহ্মমন্দিরের স্থানে অন্য কোন সম্প্রদায়ের অধিকার ছিল না ও নাই।

অবিনাশ বাবু প্রভৃতি কেন উপাসনালয় নির্ম্মাণে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ না লিখিলে সাধারণে সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন না। বিগত ১৩।২।২৩ তারিখের সিরাজ-গঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের অধিবেসনে সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে—অবিনাশ বাবু প্রভৃতি কেহই প্রকৃত ব্রাহ্ম নহেন এবং অব্রাহ্মোচিত কার্য্যাদি করেন এবং বিগত ৩।২।২৫ তারিখের অধি-বেশনে সম্পাদক ও জনৈক শ্রদ্ধেয়া মহিলা সভ্যের প্রতি যে প্রকার অসাধু ভাষা ও অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন তজ্জন্য যদি তিনি তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, তবে তাঁহাদের নাম ব্রাহ্মসমাজের কমিটী হইতে কর্ত্তন করা হইবে; কেননা ধর্ম্মসমাজ কমিটীর মেম্বরগণের এতাদৃশ বিসদৃশ ব্যবহার নিতান্তই অশোভনীয়। কিন্তু অবিনাশ বাবু প্রভৃতি ক্ষমা না চাওয়ায় তাঁহাদের নাম ১৩।২।২৫ তারিখের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে মেম্বর-তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাই তাঁহাদের অযথা বিরুদ্ধাচরণ করার কারণ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৬ই শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ। ৯ম সংখ্যা।
১লা ভাদ্র সোমবার, ১৩৩২, ১৮৪৭শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৬
17th August, 1925.
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

বিজনে।

নিরালা নিজনে আজ তুমি আর আমি,
এতদিনে মিলিয়াছি, হে জীবন-স্বামি!
ভেঙ্গে গেছে যেন দেশ-কালের প্রাচীর,
নাহি কোন ব্যবধান—যোগ সুগভীর।
কত না ভরসা আশা ল'য়ে সঙ্গোপনে,
আশ্রয় নিয়েছি তাই বিরলে বিজনে;
দেখিয়া লইবে ব'লে—যা কিছু আমার,—
ভাল মন্দ পাপ পুণ্য কর্ম্ম চিন্তা ভার।
নিজেরে আড়াল করি', ঢাকিয়া তোমায়,
কতদিন দেখি নাই আপনারে হায়!
"তুমি যে অন্তর যামী, সর্ব্বজ্ঞ মহান্,"
কি গভীর ব্যথা হায়! হারা'য়ে "এ জ্ঞান",
কাণে আসিয়াছে—সংসারের কুমন্ত্রণা!
হইয়াছে কতরূপে আত্ম-প্রবঞ্চনা!
কি যে ভ্রান্তি, ভাবিয়াছি,—"দেখিছ না তুমি,
লুকানো তোমার কাছে এ অন্তর-ভূমি!"
ঘুচাও এ ঘনীভূত অবিদ্যা-আঁধার,
কর চক্ষুষ্মান ত্বরা জ্যোতিতে তোমার।
দৃষ্টি মম বদ্ধ থাক্ তব আঁখি' পরে।
আমারে হারাই আমি তোমার ভিতরে।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে সত্য ও ধর্ম্মের চিরপ্রস্রবণ করুণাময় পিতা, তুমিই স্বয়ং চিরদিন আমাদের কল্যাণের জন্ম তোমার ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বসকল মানবহৃদয়ে প্রকাশ করিয়া থাক। তোমাকে ছাড়িয়া মানুষ যখন আপনার ভাবে কিছু করিতে যায়, তখনই তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে ম্লান করিয়া ফেলে এবং নানা কুসংস্কারে জড়িত হইয়া মৃত্যুর পথে ধাবিত হয়। কিন্তু তোমার প্রেম ও করুণার বিরাম নাই; তাই তুমি সর্ব্বদাই তাহাকে প্রকৃত পথ দেখাইবার জন্য নানা আয়োজন করিয়া থাক। আমাদের এ দেশ বহু কাল তোমাকে ভুলিয়া মিথ্যা ও অসত্যের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং অসারের সেবায় নিযুক্ত ছিল। তাই তুমি কৃপা করিয়া, এদেশের উদ্ধারের জন্য, ৯৭ বৎসর হইল, সত্যের নূতন আলোক প্রকাশিত করিয়াছ, তোমার নির্ম্মল পবিত্র ধর্ম্ম এখানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। তোমার সে করুণা স্মরণ করিয়া যেমন একদিকে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছে, তেমনি অপর দিকে নিজেদের ত্রুটি দুর্ব্বলতার কথা মনে হইয়া দুঃখে প্রাণ ম্রিয়মাণ হইতেছে। আমাদের দোষেই তোমার ধর্ম্ম সেরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে না, বিস্তারলাভ করিতে পারিতেছে না। আমাদের জীবন যেরূপ গড়িয়া উঠিবার কথা ছিল, সেরূপ কিছুই হইতেছে না—আমরা মৃতের ন্যায়ই পড়িয়া রহিয়াছি, নানা অসারের সেবাতেই নিযুক্ত আছি। কোনও প্রকারে যেন নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। তথাপি, হে করুণাময় পিতা, তোমারই কৃপাতে আবার উৎসব আসিয়াছে। এই উৎসবে যাহাতে আমরা নূতন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া, নব ভাবে জীবনপথে চলিতে পারি, তোমার পবিত্র ধর্ম্মকে জীবনদ্বারা গৌরবান্বিত করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও শক্তি দেও। অগতির গতি তুমি, তোমার কৃপা ভিন্ন আর আমাদের অন্য গতি নাই। তোমার শুভ ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

ক্রন্দনের নাই অবসান—আমি দিন রাতই কাঁদ্‌ছি, চোখের জল শত ধারে পড়্‌ছে—আমার ক্রন্দনের অবসান হলো না! আমি এখন আর আমার নিজের দুঃখে কাঁদি না। অনেকদিন সুখ সুখ ক'রে ঘুরেছি; যেখানে বাধা পেয়েছি, যেখানে ব্যথা পেয়েছি, সেখানেই বুক ভেঙ্গে গেছে, চোখের জলে বুক ভেসে গেছে। আজ আর আমার দুঃখ কিছু নাই; সবই সইতে পারি; সবই প্রভুর হাতে স'পে দিয়েছি; কেবল প্রিয়জনদের জন্যই প্রাণে ব্যথা পাই। আগে আমার দু'চার জন প্রিয়জন ছিল; প্রীতি ভালবাসা অল্প লোকে আবদ্ধ ছিল। আজ যে হৃদয় প্রশস্ত হয়েছে; পরকে আপন কর্‌তে শিখেছি; তাই আজ বেদনাও বেশী। আমার প্রিয়জনেরা দুঃখ পায়, তা সহ্য হয় না, তাদের মৃত্যুতে কষ্ট হয়; কিন্তু তার চেয়েও কষ্ট আছে। প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত শোকের চেয়েও তীব্র বেদনা আছে—প্রিয়জন যখন পর হ'য়ে যায়। সে যখন বিগড়িয়ে যায়, তখন যে ছট্‌ফট্‌ করি, তখন যে চোখের জল রাখ্‌তে পারি না! এর কি কোনও উপায় নাই? প্রিয়জনকে সুপথে আন্‌বার কি কোনও উপায় নাই? এত ক্রন্দন, এত চোখের জল, এত বেদনা কি বৃথা যাবে? তাই প্রভুর চরণে প'ড়ে আছি; চোখের জলে তাঁর চরণ ধৌত কচ্ছি। তিনি ত আমার প্রিয়জনকেও ভাল-বাসেন; তিনি ত সব দেখ্‌ছেন! তাই তাঁর চরণে বেদনা জানাই। আর ব'সে ব'সে কাঁদি। এ ক্রন্দনের কবে অবসান হবে, জানি না।

তিল তিল ক'রে ত্যাগ—ত্যাগেই অমৃতত্ব লাভ হয়। ত্যাগের দ্বারাই—প্রেমের জন্য ত্যাগের দ্বারাই—জীবন গঠিত হয়। অনেকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন—আজ ছিলেন রাজা, কাল হলেন ফকির! অনেকে হঠাৎ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু সেরূপ সুযোগ সকলের ঘটে না; অথচ দৈনন্দিন জীবনে ত্যাগের কত অবসর আসে! তিল তিল ক'রে ত্যাগ কর্‌তে হয়। তুমি প্রিয়জনকে ভালবাস? তার জন্য তোমার কত সুখস্বার্থ বিসর্জ্জন কর্‌তে হয়! জননী সদ্যপ্রসূত সন্তানের জন্য কত সুখাদ্য ত্যাগ করেন! তিলে তিলে জননী সন্তানের স্নেহে আপনাকে বিলিয়ে দেন। তুমি দেশকে ভালবাস? মানুষকে ভালবাস! ঈশ্বরকে প্রীতি কর? তবে সেই প্রীতির জন্য তোমাকে তিল তিল ক'রে সুখ স্বার্থ ত্যাগ কর্‌তে হবে—কত আমোদ প্রমোদ বন্ধ কর্‌তে হবে। কত সুখ সম্ভোগ, কত সুখাদ্য, কত বিলাসিতা ত্যাগ কর্‌তে হবে। কত ইচ্ছা সংযত কর্‌তে হবে! কত বাসনা বিলয় কর্‌তে হবে! কত সুখের দৃশ্য পদার্থ, কত সুমধুর সঙ্গীত হ'তে দূরে থাক্‌তে হবে। এ এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বিসর্জ্জন নয়; এ তিলে তিলে, পলে পলে আত্ম-বিসর্জ্জন—প্রেমের জন্য আত্মদান—ইহাই প্রকৃত ত্যাগ।

মাথা নত হলো—আজ আমার সকল গর্ব্ব চূর্ণ হলো। আজ আমার মাথা নত হলো। আজ আমি পরাজয় স্বীকার কচ্ছি। আমি ভেবেছিলাম, আমার একটা প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, আমার একটা আকর্ষণ কর্‌বার শক্তি আছে—প্রেম দিয়া, স্নেহ দিয়া বশ কর্‌বার শক্তি আছে, যুক্তিতর্ক ক'রে লোককে বাঁধ্‌বার শক্তি আছে। আমি দেখি, আমার কিছুই নাই,—আমার জ্ঞান নাই, আমার প্রেমের শক্তি নাই, আমার লোককে আকর্ষণ কর্‌বার কিছুই নাই। কাল যে আমার আপনার ছিল, আজ সে পর হলো; কাল যে আমার কথা শুন্‌ত, আজ সে আমার বিরোধী হলো! আমি ত তবে কিছুই নই। কিসের গর্ব্ব? কিসের অহঙ্কার? আমি তবে মস্তক নত করি। সকলের চরণের ধূলি হ'য়ে যাই; হৃদয় সকলের পায়ে পেতে দেই। আমার সব যাক্‌, আমি দীন হীন কাঙ্গাল হ'য়ে প্রভুর চরণে প'ড়ে থাকি। সকলে আমাকে চরণে দ'লে যাক্‌; আমি আমার এই কোমল অঙ্গ পেতে দিয়ে তাঁদের আরাম দেই। প্রভু আমার সব! আমি ক্ষুদ্র, নগণ্য। তিনি আমাকে চরণের এক প্রান্তে স্থান দিন।

সম্পাদকীয়

ভাদ্রোৎসব—বটবৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজ যে-দিন লোকচক্ষুর অগোচরে ধরণীবক্ষে পতিত হয়, তাহার যে একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে, সে সময়ে কেহ তাহা বুঝিতে পারে না—অনেকে উহাকে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়াও হয়ত তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। দীর্ঘকাল হয়ত উহা লোকের দৃষ্টিও আকর্ষণ করে না। কিন্তু যখন উহা প্রকাণ্ড মহামহীরুহে পরিণত হইয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে, আর অগ্রাহ্য করিবার বিষয় থাকে না, তখন চিন্তাশীল লোকের নিকট সে-দিনের ও উক্ত ক্ষুদ্র বীজের গৌরব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যাহারা বর্ত্তমান লইয়াই তৃপ্ত, তাহার পশ্চাতে কি আছে সে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় না, তাহার আবশ্যকতাও বোধ করে না, সে-সকল চিন্তাবিহীন লোকের সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু সকলেই যে এই শ্রেণীর লোক, এমন নহে। অনেকেই স্বভাবতঃ বর্ত্তমানের পশ্চাতে উহার মূল ও কারণ অনুসন্ধানে আগ্রহান্বিত হয়, সে মীমাংসায় উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। ইহারা যখন সহজেই বুঝিতে পারে যে, বর্ত্তমান প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঐ ক্ষুদ্র বীজেরই পরিণতি, এবং উক্ত মৃত্তিকায় পতনের দিন হইতেই উহার এই প্রকার বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা ব্যতীত কোনও প্রকারেই উহাকে বর্ত্তমান আকারে দেখিতে পাওয়া যাইত না, তখন তাহার গুরুত্ব কত বেশী তাহা আপনাহইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে, তখন আর তাহা কিছুতেই অগ্রাহ্যের বিষয় থাকে না। মানুষের জীবন ও কার্য্যাদি সম্বন্ধেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ব্যক্তিগত তেমনি জাতীয় জীবনের ইতিহাসেও ইহাই সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হয়। মহা আড়ম্বর ও ধুমধামের মধ্যে যাহার আরম্ভ, কিছু দিন পর হয় ত কোথাও আর তাহার চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না; আর কেহ যাহার খবর রাখিত না, রাখিলেও মোটেই মনে স্থান দিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিত না, তাহাই কালে অনন্যসাধারণ গৌরব অর্জ্জন

করে। জোড়া সাঁকোর কমললোচন বসুর বাটীর একটী ক্ষুদ্র কক্ষে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র (১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট) তারিখে রাজর্ষি রামমোহন অল্প কয়েক জন বন্ধুকে লইয়া সামাজিক ভাবে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনার জন্য যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, তাহা কয় জন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল ? তাহার গুরুত্ব কয় জনে অনুভব করিয়াছিল ? আর তাহাকে পিশিয়া মারিবার জন্য, তাহার বিরুদ্ধে মহা আড়ম্বরের সহিত শোভাবাজার রাজবাটীতে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কলিকাতা সহরের গণ্যমান্য ধনী অগণিত মহারথিগণ, বিবিধ যানে বহু দূর পর্য্যন্ত রাজপথ পরিপূর্ণ ও দৃপ্ত হুঙ্কারে গগন নিনাদিত করিয়া যে "ধর্ম্মসভা" স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার অকাল মৃত্যুর কথা কে মনে স্থান দিতে পারিয়াছিল ? যে সামান্য কয়েক জন সেদিন রাজর্ষির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকে তাঁহার বিলাত গমনের সঙ্গে সঙ্গেই উহাকে ছাড়িয়া গেলেন। এক বিশ্বস্ত সেবক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যখন ক্ষীণ প্রদীপটি জ্বালাইয়া রাখিলেন, তখন কি কেহ উহার ভবিষ্যৎ বিকাশের কল্পনা করিয়া উহাকে গণনার মধ্যে আনিয়াছিলেন ? এমন কি, উন্নতির অবস্থায় উহার আশ্রিত ব্রাহ্মগণও কি সেদিনের কথা ভুলিয়া ছিলেন না ? অপেক্ষাকৃত আড়ম্বরপূর্ণ মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিনটিকেই কি তাহার প্রাপ্য গৌরব প্রদান করেন নাই ? বীজ মৃত্তিকার নীচে থাকিয়া অঙ্কুরিত না হইলে কিন্তু কোনও প্রকারেই বাহিরে উহার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই বহিঃপ্রকাশের জীবন অপেক্ষাও মৃত্তিকার নিম্নস্থিত জীবনের মূল্য অধিক—কেননা, একটী অপরটীর জনক। এই হেতু মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন—১১ই মাঘ—অপেক্ষাও এই ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার তারিখের—৬ই ভাদ্রের—মূল্য ও গৌরব অনেক অধিক। এই দিন যে শুধু ব্রাহ্মদের নিকট নয়, সমগ্র ভারতবাসীরই নিকট, এমন কি জগদ্বাসী সকল নরনারীর নিকট, কি মহা দিন, তাহা এখনও আমরা ধারণা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, ভারতক্ষেত্রে কলিকাতা নগরীতে ক্ষুদ্র এক গৃহকোণে রোপিত সেই ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে যে সমগ্র মানবমণ্ডলীর আশ্রয়প্রদানকারী কি মহা মহীরুহ নিহিত রহিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান অঙ্কুর দেখিয়া অল্প লোকেই ধারণা করিতে পারে। বিশেষতঃ উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে, চারিদিকের আবহাওয়া ও বর্ত্তমান সেবকদের দোষে, উহার বিকাশ যেরূপ পদে পদে প্রতিরুদ্ধ হইতেছে, যেরূপ অঙ্কুরের আকারেই থাকিয়া যাইতেছে, তাহাতে লোকে অধিক কি আর আশা করিতে পারে ? একমাত্র সূক্ষ্মদর্শী প্রাজ্ঞগণই, উহার মূল প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া, সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক পূজাহইতে সাক্ষাৎ ভাবে সকল তত্ত্ব ও শক্তি, জ্ঞান প্রেম পুণ্য ও বল, লাভ করিয়া জীবনপথে চলিবার যে কি অশেষ ফল, এ পথের পথিক যে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিশ্চয়ই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে সমর্থ হইবে, তাহা একটু ধীরচিত্তে বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়। স্থূলদর্শী ব্যক্তি বাহিরের দুইএকটা ঘটনা দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করে—জগত কোন্ নিয়মের বশবর্ত্তী, কি ভাবে কার্য্য করিতেছে তাহা বিচার করিয়া দেখে না; এই হেতুই তাহার পক্ষে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় না। বিশ্বাসীর দৃষ্টি যেখানে পরিষ্কার আলোক দেখিতে পায়, স্থূলদর্শী সেখানে ঘোর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া সাধারণ লোক যে ইহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় মনে করিবে, ইহার অনন্ত সম্ভাবনা বিষয়ে, পূর্ণ বিকাশের অবস্থা সম্বন্ধে, সন্দিহান হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, যে সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে যেরূপ বিকশিত হওয়া সম্ভবপর কোনও কারণবশতঃ সেরূপ হইতে যদি না দেখা যায়, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, লোকের এরূপ সন্দেহ জন্মিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এবং সে জন্য তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। বরং যাহাদের ক্রটিতে ওরূপ ঘটিতেছে, তাহাদিগকেই সেজন্য অধিকতর দায়ী মনে করা উচিত। সুতরাং ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ যেমন একদিকে ক্ষীণ বিশ্বাসেরই নিদর্শন, অপরদিকে উহা তেমনি আমাদের ক্রটি দুর্ব্বলতাই প্রমাণিত করিতেছে। যেরূপ ভাবে ইহার সেবা যত্ন করা উচিত ছিল, ইহাকে জীবনে ফুটাইয়া তোলা কর্ত্তব্য ছিল, আমরা যদি তাহা করিতে সমর্থ হইতাম, তবে নিশ্চয়ই ইহার উন্নতি ও বিকাশ, সকল সন্দেহ বিদূরিত করিয়া, সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার করিতে সমর্থ হইত। সকলেই সহজে বুঝিতে পারিত, এই ধর্ম সত্যই, শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতেরই, উদ্ধারের জন্য আসিয়াছে। যদিও কয়েক বৎসর যাবত আমরা ৬ই ভাদ্রের উৎসব করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তথাপি উহা যে আমরা যথোপযুক্ত ভাবে সম্পন্ন করিতেছি তাহা বলিতে পারি না। সময় সময় আমরা কিছু দীর্ঘ কার্য্য-প্রণালীও নির্দ্ধারিত করিয়াছি সত্য, বাহিরের নানা আয়োজনও অবলম্বন করিয়াছি সন্দেহ নাই। সে সকলের উপরই যে উৎসবের গুরুত্ব ও সফলতা নির্ভর করে, তাহা নহে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উহার গৌরব ও মাহাত্ম্য এবং তৎসঙ্গে আমাদের দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে বাহিরের আর যে সকল আয়োজনই অবলম্বন করা হউক না কেন, সকলই নিষ্ফল হইবে। বীজের শাঁস ছাড়িয়া খোসা রোপণ করিলে যেমন তাহা হইতে কখনও বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয় না, তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া আর যাহাই অবলম্বন করি না কেন, কিছুতেই আমরা উহার উন্নতি ও বিকাশ সাধন করিতে পারিব না। বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মানুগত জীবন লাভই এই ধর্ম্মের মূল ও প্রাণ। কিন্তু শুধু তাহাই যথেষ্ট নয়। উহা একাকিত্বের মধ্যেও নিবদ্ধ থাকিতে পারে। সেরূপ করিলে কখনও ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল না। সামাজিক বা সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনা উহার অপরিহার্য্য অঙ্গ; তাহা পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম অপূর্ণ অঙ্গহীন ত হয়ই, উহার প্রাণও বিনষ্ট হয়। প্রথম হইতেই এই বৈশিষ্ট্য লইয়া উহার জন্ম। আর বিশ্বজনীনতাও উহার অপর বিশেষত্ব,—কোন এক বিশেষ ধর্ম্ম হইতেই উহার উৎপত্তি ও বিকাশ হয় নাই। জন্ম হইতে ইহা এমন ভাবে ইহার সঙ্গে অনুস্যূত রহিয়াছে যে, কোনও রূপেই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নয়। কেহ কেহ সময় সময় সেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু

তাহাদের প্রয়াস চিরদিনই ব্যর্থ হইয়াছে ও হইবে। ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে যে যে দিকেই যতদূর সম্ভব টানিবার চেষ্টা করুন না কেন, অপর সকল দিকের পথ যে উঁহার নিকট রুদ্ধ, অপর সকল হইতে যে উহা বিচ্ছিন্ন, কিছুতেই একথা প্রমাণিত হইতে পারে না। কোনও এক বিশেষ দিকে উহার গতিকে আবদ্ধ করিতে গেলেই তাহার প্রাণ বিনষ্ট করা হইবে। যোনও প্রকার সংকীর্ণতার স্থান ইহাতে নাই। নিজের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া সকলের নিকট সকল হওয়াকে যে উদারতা বলে না, স্বকীয় প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ থাকাও যে কখনও সংকীর্ণতা নয়, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলিবে। কেননা, উদারতা ও সংকীর্ণতা সম্বন্ধে উক্ত প্রকার ভ্রান্ত ধারণা আমরা কখনও পোষণ করি না। এ সকল অঙ্গের কোনটীর অভাব হইলেই যে ধর্ম্ম জীবন্ত রহিল না, বীজ প্রাণহীন হইল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এ সকলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক বলা অনাবশ্যক। আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বীজটি সজীব হইলেই যথেষ্ট হইল না, খোসার পরিবর্ত্তে জীবন্ত শাঁস রোপিত হইলেই উহা সহজে সুন্দর রূপে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে না। তাহার পশ্চাতে সেবা ও যত্ন, অনুকূল আবহাওয়া রচনা, নিতান্তই আবশ্যক। তাহার অভাবে উহা কোনও প্রকারেই সুষ্ঠুরূপে অঙ্কুরিত ও সতেজ সবল হইয়া বিকশিত হইতে পারে না। তেমনি মত ও আদর্শ সত্য ও বিশুদ্ধ এবং জীবনপ্রদ হইলেই যথেষ্ট হইল না—উহা ত চাইই, মতে ও আদর্শে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণকে ত রাখিতেই হইবে। কিন্তু প্রতিদিনের সকল আচার ব্যবহারে, কার্য্যগত জীবনে, তাহা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন না করিলে, সে পথের সকল কণ্টক উন্মূলিত করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট না থাকিলে, আপনার দোষ ত্রুটি অবহেলা উদাসীনতা হইতে যে সকল বিঘ্ন বাধা প্রতিকূলতা উৎপন্ন হয়, তাহা নিবারণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত না হইলে, কিছুতেই তাহা সুস্থ সবল ও সুফলপ্রসূ হইবে না, পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিবে না। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া দূর করিতে হইবে। আমাদের প্রকৃতিতে ও জীবনযাত্রার প্রণালীর মধ্যে যে সকল ত্রুটি রহিয়াছে, তাহা গভীর আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষার দ্বারা বাহির করিতে হইবে। এমন পূর্ণ ও জীবন্ত ধর্ম্ম আমাদের জীবনে ও সমাজে তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে না, মৃতের ন্যায়ই পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহা যে আমাদের ত্রুটিবশতঃই ঘটিতেছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে সকল ত্রুটির বিস্তারিত আলোচনা আজ সম্ভবপর নয়। আশা করা যায়, যাহা বলা হইয়াছে তাহাই সকলের চিন্তা জাগাইবে। এবং নিজেই সে সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা বুঝিতে পারিবে। যথার্থ ভাবে ভাদ্রোৎসব সম্ভোগ করিতে হইলে আমাদিগকে উভয় দিকে সুতীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে আমরা কিছুতেই বাহিরের আয়োজন দ্বারা সকলকাম হইতে পারিব না—উৎসব একটা মৃতপ্রায় বাহ্যিক অনুষ্ঠান ভিন্ন বেশী কিছু আর হইবে না। তাহাতে আমাদেরও কল্যাণ নাই, সমাজের, দেশের বা জগতেরও মঙ্গল নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধিত হওয়া দূরের কথা আরও খর্ব্বীকৃতই হইবে। আশা করি এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি ও চিন্তা আকৃষ্ট হইবে। আমরা আমাদের গুরুতর দায়িত্বের কথা আর ভুলিয়া থাকিব না। মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন, হৃদয়ে উৎসাহ ও বল দিউন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ। (১১)

(১৬ই ভাদ্র ১৮৪৬ শকের সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।)

প্রথম অধ্যায় (পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

৪। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

এই শ্লোকটি তৈত্তি ২৯ হইতে গৃহীত। ইহার একান্ত অনুরূপ আর একটি শ্লোকের শেষ কথাটি 'কদাচন'। সেটি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের এই অধ্যায়েরই অষ্টম সংখ্যক বচন, ও সেটি তৈত্তি ২।৪ হইতে গৃহীত।

গতবারেই ইহা উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, তৈত্তিরীয়োপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীতে এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, মানবের অন্নময় দেহের (বা কোশের) অভ্যন্তরে একটি প্রাণময় কোশ আছে। তাহার অভ্যন্তরে মনোময় কোশ, তাহার অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোশ, এবং তাহারও অভ্যন্তরে আনন্দময় কোশ। ইহার প্রত্যেকটি কোশের আকৃতি মনুষ্যের ন্যায়।

উপনিষদ্‌সকলের বহুস্থলে এইরূপ চিন্তার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বিশ্বজগৎ ও মানব, এই দুই, যেন কতকটা macrocosm এবং microcosm এর ন্যায়, একে অন্যের প্রতিরূপ। মানবে যেমন পরে পরে, দেহ, প্রাণ, মন, আত্মা ও আনন্দাত্মা, এই পাঁচটি কোশ আছে, বিশ্বজগতেও তেমনি, অন্ন (solid and liquid matter) বায়ু, জীবচৈতন্য, বিজ্ঞানাত্মা (অর্থাৎ মানবাত্মা), ও পরমাত্মা, এই পাঁচটি কোশ আছে।

আবার, আর একদিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই সমগ্র বিশ্বজগৎ একটি মাত্র সত্তার প্রকাশ; সেই পরমসত্তার এক নাম ব্রহ্ম, অপর এক নাম পরমাত্মা। কি জগৎ, কি মানব, উভয়েরই অন্তরতম কোশে গিয়া সেই পরম সত্তার প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; সেই প্রকৃত স্বরূপ "আনন্দ"। সাধক যখন আপনার অন্তরতম আনন্দময় কোশে অবস্থিতি করেন, তখন তিনি আপনার সেই প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পান, এবং সেই হেতু আপনাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া দর্শন করেন। এইরূপে ব্রহ্মকে জানাই ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ জানা। ঋষি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, যিনি ব্রহ্মের এই আনন্দস্বরূপ জানেন, তাঁহার কোনও বস্তু হইতে ভয় হয় না, এবং তাঁহার কখনও ভয় হয় না।

'কদাচন' এবং 'কুতশ্চন' যুক্ত শ্লোক দুইটি তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লীর দুই স্থানে রহিয়াছে। দুই স্থানে দুই বারে প্রায় একই কথা বলিবার কারণও আছে। মনোময় কোশের অভ্যন্তরে যে বিজ্ঞানময় কোশ আছে, (অর্থাৎ মানুষের চৈতন্যের অপেক্ষা গভীরতর প্রদেশে যে আত্মজ্ঞান আছে), তাহার উল্লেখ করিবার সময় ঋষি 'কদাচন' যুক্ত শ্লোকটি বলিয়াছেন। "মনের সহিত বাক্যসকল যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে," একথায় দ্বারা ঋষি জোর দিয়া বলিতেছেন যে, আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইতে হইলে অন্ন-রাজ্যে ও প্রাণ-রাজ্যে থাকিলে চলিবে না; শুধু তাই নয়, বাক্যের ও মনের রাজ্য পর্য্যন্ত পৌঁছিলেও চলিবে না; তাহা অপেক্ষাও গভীরতর প্রদেশে, অর্থাৎ মানবের আত্মজ্ঞানের অভ্যন্তরে (উপনিষদের ভাষায় 'বিজ্ঞানময় কোশের' অভ্যন্তরে) তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। 'কদাচন' যুক্ত শ্লোকটি যে স্থলে আছে, সে স্থলে ঋষির অভিপ্রায় ছিল, ব্রহ্ম-অন্বেষণকারীকে যে বিজ্ঞানময় কোশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই হইবে, এই সত্যটির উপরে জোর (emphasis) দেওয়া।

'কুতশ্চন' যুক্ত শ্লোকটি যে স্থলে আছে, সে স্থলে ঋষি, (১) অকামহত (অর্থাৎ কামনারহিত) শ্রোত্রিয় (অর্থাৎ বেদবিৎ ব্যক্তি) 'ব্রহ্মের আনন্দ' লাভ করেন, এবং (২) সেই 'ব্রহ্মের আনন্দ' আর সকল আনন্দ অপেক্ষা অধিক, এই দুইটি সত্যের উপর জোর (emphasis) দিতেছেন। অকামহত শ্রোত্রিয়ের লভনীয় এই যে 'ব্রহ্মের আনন্দ', ইহার পরিমাণ বুঝাইবার জন্য ঋষি একটি অনুপাতের দ্বারা কল্পনা করিয়াছেন। মনে কর একজন যুবক, যার শরীর দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ, এবং যে বেদজ্ঞ ও ক্ষিপ্রকর্ম্মা, সে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইল। ঋষির কল্পনায়, জগৎ-ভোগের পূর্ণ সামর্থ্য, পূর্ণ যোগ্যতা ও উপযুক্ত বয়স এইরূপ একটি যুবকের আছে। এই যুবক যতটা আনন্দ আয়ত্ত করিবে, তাহাকে এক পূর্ণ-মাত্রা মানবীয় আনন্দ বলা যাক্‌। এই মানবীয় আনন্দের শত গুণ 'মনুষ্যগন্ধর্ব্ব' নামক দেবযোনির আনন্দ; তাহার শতগুণ 'দেবগন্ধর্ব্ব' নামক উচ্চতর দেবযোনির আনন্দ, ইত্যাদি। এইরূপে মানবীয় আনন্দের শতগুণের শতগুণের শতগুণের শতগুণের শতগুণের শতগুণের শতগুণের শতগুণের শতগুণের শতগুণ (অর্থাৎ ১০০১০ গুণ) আনন্দ হইল 'ব্রহ্মের আনন্দ'। ঋষি বলিতেছেন, মানবীয় আনন্দের শতগুণ যে মনুষ্যগন্ধর্ব্বের আনন্দ, তার শতগুণ যে দেবগন্ধর্ব্বের আনন্দ, এবং এইরূপ ক্রমাগত শতগুণে গুণিত হইয়া হইয়া যত উচ্চ শ্রেণীর দেবগণের আয়ত্ত যত আনন্দ, সবই, অকামহত শ্রোত্রিয় লাভ করেন; এবং চরম আনন্দ যে 'ব্রহ্মের আনন্দ', তাহাও তিনি লাভ করেন। এইরূপ একটি অদ্ভুত কল্পনার আশ্রয় লইয়া যখন ঋষি ব্রহ্মের আনন্দের অপরিমেয়ত্ব বুঝাইতে ব্যস্ত, তখন তিনি 'কুতশ্চন'-যুক্ত শ্লোকটি বলিয়াছেন।

এই স্থলে ঋষি আরও বলিয়াছেন, (তৈত্তি ২।৮), "এই যে (আত্মা) মনুষ্যে, এবং ঐ যে (আত্মা) আদিত্যে, তিনি একই। যিনি ইহা জানেন, তিনি এই লোক হইতে অপসৃত হইয়া এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, এই প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, এই মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন।" এই বিশ্বজগতে পরমাত্মার যে আত্মপ্রকাশ, তাহাতেও মানবের পঞ্চকোশের অনুরূপ পাঁচটি কোশ যেন পৃথক করা যায়, ঋষিদের মনের এই চিন্তার আভাস এই কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে একদিন বলা হইয়াছে যে (তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই আষাঢ় ১৮৪৬ শকের সংখ্যা, ৬৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভ), উপনিষৎকার ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন, এই জীবনে ব্রহ্মকে জানিলে মৃত্যুর পর অমর হওয়া যায়। ব্রহ্মকে না জানিয়া যে মরিয়া যায়, সে একান্তভাবেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই চিন্তাটি উপনিষদ্‌যুগের অতি প্রাথমিক অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল; তখন তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা অমঙ্গল ও সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ ছিল, এবং মৃত্যু অতিক্রম করাই সর্ব্বাপেক্ষা পরম পুরুষার্থ ছিল। 'জন্মটাই পরম অমঙ্গল, এবং জীবের বারে বারে জগতে জন্ম হয়, এবং সেই জন্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়াই পরম পুরুষার্থ', এ জাতীয় চিন্তা উপনিষদে যে একেবারে নাই, তাহা নহে; কিন্তু তাহা অনেক বিরল, এবং তাহা যে অনেক পরে আসিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। উপনিষৎকার ঋষিগণের আদিম প্রার্থনা 'মুক্তির' জন্য নহে, কিন্তু 'অমৃতত্বের' জন্য ও 'অভয়ের' জন্য। মৃত্যুভয়ই পরম ভয়। ব্রহ্মকে যে জানে সে অপর সকল ভয়কে এবং এই পরম ভয়কে অতিক্রম করে। এই বচনের ঋষি বলিতেছেন, ব্রহ্মের আনন্দকে যে জানে, তাহার কোন ভয় থাকে না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই শ্লোকদ্বয়ের 'তাৎপর্য্যে' এই অংশের উপরেই অধিক ঝোঁক দিয়াছেন যে, ব্রহ্মে সমর্পিত-চিত্ত ব্যক্তি সকল ভয়ের অতীত হন। এই চতুর্থ বচনের তাৎপর্য্যে দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "যিনি এই নির্ব্বিশেষ সর্ব্বব্যাপী আনন্দস্বরূপকে আপনার অন্তরে সর্ব্বক্ষণ সাক্ষাৎ পাইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতেছেন,...তিনি লোকাপবাদ, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার, কি দুর্নিবার অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়া তাহা হইতে কদাপি পরাঙ্মুখ হয়েন না।" কেমন বিগতভীঃ মানুষের মতন কথা! দেবেন্দ্রনাথ আবাল্য রামমোহনের প্রভাবে এই নির্ভীকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের এই বাক্যগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, তিনি এগুলি লিখিবার সময় রামমোহনের জীবনের 'লোকাপবাদ, দুঃসহ অপমান, অযোগ্য তিরস্কার ও দুর্নিবার অত্যাচারের' কথা স্মরণ করিতেছিলেন। পুরুষসিংহ রামমোহনকে দেশবাসীর হস্তে কত যে অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ আজীবন তাহা অতিশয় ক্লেশের সহিত স্মরণ করিতেন; সে কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়া যাইত। সেই পুরুষসিংহের উপযুক্ত শিষ্য দেবেন্দ্রনাথও নিজ জীবনে, পিতৃশ্রাদ্ধের সময়, উত্তমর্ণদিগের হস্তে ট্রষ্টসম্পত্তি সমর্পণ করিয়া রিক্ত হইবার সময়, এবং অন্যান্য নানা বিপদের সময়, লোকভয় ও সর্ব্ববিধ ভয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (আত্মজী ৬৩, ৮৬, ১৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) "ন বিভেতি কুতশ্চন" বাক্যটি যেন দেবেন্দ্রনাথের জীবনে মূর্ত্তি ধরিয়াছিল।

ব্যাখ্যাসূচী। ব্যাখ্যান মা, ৪; মত ও বি ৫—২৪;

ধর্ম্মজী ১।২৪১-২৫১; শান্তিনি ১।৬৪, ৪।১—৭, ৮।১১৩, ১২।৫৯, ১৩।৬৬; Personality, 62; Sadhana, 159.

৫। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। এই বচন ও ইহার পরবর্ত্তী দুইটি বচন তৈত্তি ২।৭ হইতে গৃহীত; তথায় এই বাক্যগুলিও ঠিক পরে পরে এই ভাবেই সজ্জিত রহিয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৬, ৭) বলা হইয়াছে. পরমাত্মা ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, আমি জন্ম ধারণ করিব। এই ইচ্ছাতে প্রণোদিত হইয়া তিনি জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করিলেন ও জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই [জগৎ] অগ্রে 'অসৎ' ছিল; তাহা হইতে 'সৎ' হইল। তিনি স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করিলেন, (অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বে অপ্রকাশিত ছিলেন, এখন জগৎরূপে আপনাকে প্রকাশ করিলেন।) এই জন্য তাঁহাকে 'সুকৃত' (অর্থাৎ স্ব-কৃত অথবা স্বয়ংকৃত) বলে। যিনি সেই সুকৃত, তিনিই রস। এই [জীব] রসকে প্রাপ্ত হইয়াই আনন্দবান্ হয়েন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই স্থলটিতে 'সুকৃত' কথার পরে 'রসো বৈ সঃ' এই বাক্যের অবতারণা একটু হঠাৎ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বাপর এই উপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীতে নানা ভাবে ব্রহ্মের আনন্দের কথাই বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাই একটু হঠাৎ আসিয়া পড়িলেও ইহা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

'রস' কথাটি অন্যান্য উপনিষদে (যথা, ছান্দোগ্যের প্রারম্ভে) প্রায়ই 'শ্রেষ্ঠ অংশ' অথবা 'সার' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই উপনিষদের এই স্থলে এ শব্দটি তাহার অধিক প্রচলিত লৌকিক অর্থে (অর্থাৎ বস্তুর আনন্দজনক গুণ অর্থে) ব্যবহৃত। এই বচনে যাঁহাকে এইমাত্র 'সৎ' এবং 'সুকৃত' অর্থাৎ স্বয়ম্ভু বা স্বয়ম্প্রকাশ বলা হইল, তাঁহাকেই তো এই উপনিষদের অন্যত্র আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অতএব প্রশ্ন আসে যে, সৎ-স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপের মধ্যে সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই যেন ঋষি 'রসো বৈ সঃ' কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, (১) জীব যখন কোনও বস্তু হইতে আনন্দ আস্বাদন করে, তখন সে-বস্তুতে একটি আনন্দদায়ক রস নিহিত থাকে বলিয়াই তাহা হইতে সে সেই আনন্দটি পায়; এবং (২) বিশ্বের যত বস্তুতে যত রূপ আনন্দ আছে, সকল বস্তুর সব আনন্দরস এক সেই সৎ-স্বরূপ 'সুকৃত' ব্রহ্মই। তিনিই আনন্দজনন রস হইয়া জগতে ও জীবনে অনুপ্রবিষ্ট; তাই জীবের আনন্দ সম্ভব হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উপনিষৎকার ঋষিগণ ব্রহ্মে যেটুকু emotion আরোপ করিতেন, তাহা তাঁহারা 'আনন্দ' কথাটির দ্বারাই ব্যক্ত করিতেন। বর্ত্তমান যুগে 'প্রেম' কথাটি এত উন্নত ও নির্ম্মল হইয়াছে যে, তাহা ব্রহ্ম সম্বন্ধেও আমরা নিঃসঙ্কোচে আরোপ করিয়া থাকি। আমরা আজকাল ব্রহ্মের করুণা ও প্রেম বলিতে যাহা যাহা বুঝি, খুব সম্ভবতঃ উপনিষৎকার ঋষিগণের এক 'আনন্দ' কথাটির ভিতরে (ব্রহ্মের আনন্দজনকত্ব ব্যতীত) সেই সকল স্বরূপের অনুভূতিও প্রচ্ছন্ন থাকিত।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মসাধনে ব্রহ্মের করুণা প্রেম ও আনন্দ-স্বরূপ যে কতখানি স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান ছিল, তাহা তাঁহার ব্যাখ্যানের ও তাঁহার আত্মজীবনীর পত্রে পত্রে পরিস্ফুট হইয়া আছে। দেবেন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যপ্রিয় ও শৃঙ্খলাপ্রিয় মানুষ ছিলেন; উন্নত সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায় তিনি তাঁহার সমকালে বোধ হয় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার এই সৌন্দর্য্য-আস্বাদন-শক্তি, ধর্ম্মজীবন লাভের পর তাঁহাকে ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য করুণা ও প্রেমের আস্বাদনে গভীর ভাবে নিমগ্ন হইতে সহায়তা করিল। এই জন্য তিনি নির্জ্জন প্রকৃতির সঙ্গ এত ভাল বাসিতেন; এই জন্য গিরিশিখরের জনশূন্য স্থানে বাসা লইতেন; এই জন্য সাগরকূলে অথবা নদীবক্ষে, জলে অর্দ্ধ বেষ্টিত বাড়ী বাছিয়া লইতেন; এই জন্য এক সপ্তাহের পথ এক মাসে ধীরে ধীরে নৌকায় ভ্রমণ করিতেন, এবং নৌকার সম্মুখভাগে আসনবদ্ধ হইয়া দুই কূলের সৌন্দর্য্যরাশি চক্ষু দিয়া পান করিতে করিতে অগ্রসর হইতেন; এই জন্য কত জ্যোৎস্নারাত্রি তাঁহার শুধু চন্দ্রের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কাটিয়া যাইত; এই জন্য তাঁহার বস্ত্র শুভ্রবর্ণ ছিল, ও তাঁহার ঘরে শ্বেত প্রস্তরের আসবাব ও শ্বেত পদ্ম থাকিত; এই জন্য তিনি স্বপ্নেও শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত দেশ দর্শন করিতেন, (আত্মজী ৬৬ পৃষ্ঠা)। তিনি ২৯ বৎসর বয়সে বলিতেছেন, "তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী এমন নির্জ্জনে বেড়াইব যে তাহা কেহ জানিতেও পারিবে না; জলে স্থলে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইব" (আত্মজী ৫৪ পৃষ্ঠা)। আবার ৪১ বৎসর বয়সে হিমালয়ের সুংরী শিখরের অতি নির্জ্জন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সুন্দর ফুল দেখিয়া আকুল হইয়া বলিতেছেন,—"এই বনের মধ্যে কে বা সেই সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিবে; তথাপি তিনি কত যত্নে কত স্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা, তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা!" ইহার পরে সেই দিন ভাবে মত্ত হইয়া হাফিজের এই কবিতা সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে ব্রহ্মের করুণারসে নিমগ্ন হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন:—"তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না; তোমার করুণা আমার মনপ্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায় (অর্থাৎ মৃত্যু হয়), তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।" (আত্মজী ১৭৩, ১৭৪ পৃষ্ঠা)।

রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি, রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া সাধক আনন্দবান্ হয়েন, এই কথা এই যুগে আমাদের কাছে প্রতিপন্ন করিবার জন্যই যেন দেবেন্দ্রনাথ জীবনধারণ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যাসূচী।—ব্যাখ্যান ১ প্র ৪, বা ৪; শান্তিনি ১।৫১; ৩।৫১—৫৭; ১১।১—২৮।

৬। কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ

আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।—ইহাও তৈত্তি ২।৭ হইতে গৃহীত। ঋষি বলিতেছেন, এই আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম আকাশ (ও জীবের অন্তরাকাশ) পূর্ণ করিয়া আছেন বলিয়া, শুধু যে জীবের আনন্দ সম্ভব হইয়াছে, তাহাই নহে; কিন্তু জীবের নিঃশ্বাসক্রিয়া ও জীবের জীবনধারণ, এসকলও সেই আনন্দস্বরূপের অবস্থিতিতে সম্ভব হইয়াছে।

অন-ধাতুর অর্থ নিঃশ্বাস গ্রহণ। অন-ধাতু নিষ্পন্ন প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান, এই পাঁচটি শব্দের দ্বারা পঞ্চ প্রকার প্রাণবায়ুর নামকরণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন আহারে বসিবার সময়, ওঁ ভূঃপতয়ে নমঃ, ভুবঃপতয়ে নমঃ, স্বঃপতয়ে নমঃ, ভূর্ভুবঃস্বঃপতয়ে নমঃ, এবং নারায়ণায় নমঃ, এই বলিয়া পঞ্চদেবতাকে অন্ন উৎসর্গ করিয়া নমস্কার করেন; এবং তৎপরে প্রথম পঞ্চ গ্রাস, ওঁ প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, এবং সমানায় স্বাহা, এইরূপ মন্ত্র বলিয়া পঞ্চ প্রাণের নামে গ্রহণ করেন। এই পঞ্চ প্রাণের ভিতরে 'প্রাণ' অর্থ নিঃশ্বাসবায়ু; 'অপান' অর্থ অধোগামী বায়ু; 'ব্যান' অর্থ সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত বায়ু; 'উদান' অর্থ কণ্ঠ ও মূর্দ্ধাগত বায়ু; সমান অর্থ নাভিগত বায়ু, যাহাতে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, দেহের সর্ব্বত্র বায়ু সঞ্চরমাণ, এবং এই বায়ুর শান্ত অথবা উগ্রভাব বশতঃ স্বাস্থ্য ও রোগের উৎপত্তি হয়। আবার, দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চরমাণ প্রাণবায়ু দেহের সর্ব্বাঙ্গকে তাজা রাখে; প্রাণবায়ু না থাকিলে দেহের অঙ্গসকল মৃত হইয়া, খসিয়া খসিয়া, পৃথক হইয়া যায়; তেমনি বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র বায়ু সঞ্চরমাণ হইয়া বিশ্বজগতের সকল অংশকে (নক্ষত্রগণকে পর্য্যন্ত) পরস্পরের সহিত সূত্রদ্বারা আবদ্ধ রাখে। এই বায়ুকে সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়া পরমাত্মা তাবৎ বস্তুকে অন্তর হইতে (অর্থাৎ ভিতর হইতে) নিয়মিত করেন, তাই তাঁহাকে 'অন্তর্যামী' বলা হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৩,৭) এই কথা অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে; তাহার আলোচনা ভবিষ্যতে একদিন করা যাইবে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্তরতম স্বরূপ দিয়া বর্ণনা করিলে যে-ব্রহ্মকে 'আনন্দ' বলিতে হয়, তাঁহাকেই আবার কিঞ্চিৎ বাহির হইতে দেখিলে জীবের জীবনক্রিয়ার ও প্রাণ-ব্যাপারের ধারণ-কর্ত্তা বলিয়া অনুভব করা যায়। (অন্তরতম স্তরে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ; তাহার বাহিরের স্তরে তিনি বিজ্ঞানময়, অর্থাৎ জ্ঞান ও ইচ্ছা সম্পন্ন পুরুষ; তাহার বাহিরের স্তরে তিনি প্রাণময় অর্থাৎ তাবৎ প্রাণীর প্রাণ ও বিশ্বের 'অন্তর্য্যামী'; তাহার বাহিরের স্তরে তিনি অন্নময়, অর্থাৎ বিশ্বের 'অন্ন' অথবা মূল উপাদান।)

এই কথা বলিয়া ঋষি আবার বলিতেছেন, এষ হ্যেবানন্দয়াতি, অর্থাৎ যিনি জীবনের ধারণ-কর্ত্তা, তিনিই আনন্দদাতা; কারণ, এই বল্লীর বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয়, ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ; সকল কথার শেষে এই কথাতেই আসিতে হইবে।

'আনন্দয়াতি' এই ক্রিয়া পদটি বৈদিক Subjunctive moodএ প্রযুক্ত। ইহার অর্থ কতকটা এইরূপ যে, "তিনিই আনন্দ দান করিতে পারেন।"

ব্যাখ্যাসূচী। ব্যাখ্যান ১ প্র ১; Personality, 27, 133; Sadhana, 107, 149.

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নানক বাণী

৩৩

তরবর কাইআ পংখি মন তরবর পংখী পঞ্চ।
তত চুগহ মিল এক সে তিন কউ ফাস ন রঞ্চ
উডহ ত বেগুল বেগুলে তাকহি চোগ ঘনী।
পংখ তুটে ফাহী পড়ী অবগুণ ভীড় বনী।
বিন সাচে কিউ ছুটীঐ হরিগুণ করম মণী।
আপ ছডাএ ছুটীঐ বডডা আপ ধণী।
গুরপরসাদী ছুটীঐ কিরপা আপ করেই।
অপনৈ হাথ বড়াঈআ জৈ ভাবৈ তৈ দেই।

ভাবানুবাদ

শরীর তরুবর, জীবাত্মা পক্ষী; এই তরুতে আত্মা ও পরমাত্মা বাস করেন।

সেই এক পরমাত্মার সন্নিধানে যখন জীব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, তখন সে আর ফাঁদে পড়ে না।

কিন্তু যদি আত্মা ব্রহ্ম হইতে দূরে উড়িয়া যায় ও অন্য কোন বিষয়-রসকে অধিক প্রিয় মনে করে,

পক্ষ ভাঙ্গিয়া যায়, ফাঁদে পরে ও পাপরাশির মধ্যে পতিত হয়।

সত্য বিনা কেমনে মুক্ত হয়? হরিগুণগান উজ্জ্বল কর্ম্ম।

তিনি আপনি মুক্ত করিলে মুক্ত হইব, তিনি বড় শ্রেষ্ঠ প্রভু।

নোট— ১। উপনিষদে আছে—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে,

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয়ে পরস্পরের সখা; তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।

গুরু নানক উপনিষদের এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সরল সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন।

পংখী পঞ্চ=শ্রেষ্ঠ পক্ষী, অর্থাৎ পরমাত্মা।

২। বেগুল বেগুলে=স্বাধীন মনে করিয়া অহংকারে বাস্ত হইয়া।

৩। ভগবান কৃপা করিয়া উপদেষ্টারূপে জ্ঞান দিলে মুক্তি হয়, কিন্তু এ কৃপা তাঁহার নিজের হাতে। যাহার প্রতি তিনি প্রসন্ন হন, তাহাকেই তিনি দেন। সাধনের বলে কিছু হইতে পারে না, অধীন হইয়া কৃপার উপরে উপর নির্ভর করিতে হইবে।

৪। করম মণী—উজ্জ্বল কর্ম্ম; হরি গুণ গান করাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।

ভগবানের কৃপাতে মুক্তি হয়, তাহাও যদি ভগবান আপনি কৃপা করেন।

মুক্তি দিবার মহত্ব তাঁহার নিজের হাতে; যাহার প্রতি কৃপা করেন তাহাকে দেন।

৩৪

থর থর কংপৈ জীঅড়া থান বিহূণা হোই।
থান মান সচ এক হৈ কাজ ন ফীটৈ কোই।
থির নারাইণ থির গুরু থির সাচা বীচার।
সুরনরনাথহ নাথ তূঁ নিধারা আধার।
সরবে থান থনন্তরী তূঁ দাতা দাতার।
জহ দেখা তহ এক তূঁ অন্ত ন পারাবার।
থান থনন্তর রব রহিআ গুর সবদী বীচার।
অণ সংগিআ দান দেবসী বডা অগম অপার।

ভাবানুবাদ

জীব স্থানভ্রষ্ট হইয়া থর থর কাঁপে।

স্থান মান সেই এক সত্য পরমেশ্বর, যাঁহাকে পাইলে কোন কাজ নষ্ট হয় না।

সেই নারায়ণ ব্রহ্ম স্থির, গুরু স্থির এবং সত্য জ্ঞান স্থির।

দেবতা ও মনুষ্যের সকল নাথের নাথ তুমি, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।

সর্ব্ব স্থানে স্থানাধিকারী তুমি, দাতার মধ্যে দাতা তুমি।

যেখানে দেখি সেখানে এক তুমিই, তোমার অন্ত ও পারাবার নাই।

সকল স্থানে ও স্থানের অভ্যন্তরে বিরাজিত তুমি, কিন্তু ভগবদ্বাণী বিচার করিলে উহা জানা যায়।

তুমি মহান্ অগম্য অপার, না চাহিলেও দান দেও।

৩৫

দইআ দান দইআল তূঁ কর কর দেখন হার।
দইআ করহ প্রভ মেল লৈহ খিন মহ ঢাহ উসার।
দানা তূঁ বীনা তুহী দানা কৈ সির দান।
দালদভঞ্জন দুখদলন গুরমুখ গিআন ধিআন।

ভাবানুবাদ

দয়া তুমি, দান তুমি, দয়াময় তুমি, আপনি কর্ত্তা ও দ্রষ্টা তুমি।

দয়া করিয়া মিলন কর, তুমি ক্ষণমধ্যে ফেলিয়া আবার উঠাইতে পার।

তুমি জ্ঞানী, তুমি দ্রষ্টা, জ্ঞানীর মস্তকে তোমারি দান।

দারিদ্র্যভঞ্জন দুঃখদলন তুমি, শ্রেষ্ঠ গুরু তুমি, জ্ঞান ও ধ্যান তুমি।

৩৬

ধন গইঐ বহ ঝুরীঐ ধন মহ চীত গবার।
ধন বিরলী সচ সঞ্চিআ নিরমল নাম পিআর।
ধন গইআ তা জাণ দেহ জে রাচহ রংগ এক।
মন দীজৈ সির সউপীঐ ভী করতে কী টেক।
ধন্ধা ধাবত রহ গএ মন মহ সবদ অনন্দ।
দুরজন তে সাজন ভএ ভেটে গুর গোবিন্দ।
বন বন ফিরতী ঢূঢতী বসত রহী ঘর বার।
সত গুর মেলী মিল রহী জনম মরণ দুখ নিবার।

ভবানুবাদ

ধন হারাইলে বসিয়া শোক করে, মূর্খদিগের মন ধনেতে আসক্ত।

নির্ম্মল নামেতে প্রীতি, এই সত্য ধন অতি অল্প লোকেই সঞ্চয় করে।

ধন গেল ত যেতে দেও, যদি এক ভগবানের প্রেমে আসক্ত হইতে চাহ।

মন দেও, মস্তক সমর্পণ করো, কিন্তু তত্রাপি নির্ভর পরমেশ্বরের উপর।

সাংসারিক বিষয় চিন্তায় দৌড়িতে দৌড়িতে শ্রান্ত হইল, কিন্তু ভগবৎবাণীর আনন্দ মনের মধ্যেই রহিয়াছে।

ভগবানের দর্শন পাইলে দুর্জ্জনও সজ্জন হয়।

বনে বনে যে বস্তু খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম তাহা গৃহেই ছিল।

সত গুরু ভগবান মিলনকারী, তাঁহার সহিত মিলিত হইলে জন্ম মৃত্যুর দুঃখ নিবারিত হয়।

৩৭

না না করত ন ছুটীঐ বিণ গুণ জমপুর জাহ।
না তিস এহ ন উহ হৈ অবগুণ ফির পছতাহ।
না তিস গিআন ন ধিআন হৈ না তিস ধরম ধিআন।
বিণ নাবৈ নিরভউ কহা কিআ জানা অভিমান।
থাক রহী কিব অপড়া হাথ নহী না পার।
না সাজন সে রং গুলে কিস পহ করী পুকার।
নানক প্রিউ প্রিউ জে করী মেলে মেলন হার।
জিন বিছোড়ী সো মেলসী গুর কৈ হেত অপার।

নোট (১) ব্রহ্মবিহার হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই স্থানভ্রষ্ট। স্বরূপ ভুলে যাওয়া। ট্রাক্টসো।

(২) থান মান = স্থান ও মান বা মানের স্থান।

(৩) গুর সবদী বীচার: গুরুবাদীরা ইহার অর্থ করেন গুরু-বাণীর আলোচনা করিলে ভগবানকে দেখা যায়।

নোট। (১) দানা = বুদ্ধিমান; বীনা = দ্রষ্টা; সির দান = দাতার মধ্যে পরম দাতা।

(২) গুর মুখ গিআন ধিআন—কেহ কেহ অর্থ করেন গুরমুখ-দিগের, জ্ঞানীদিগের এবং ধ্যানীদিগের দুঃখ হরণ কর। অথবা গুরমুখ ও জ্ঞানীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।—ট্রাক্ট সোসাইটির টীকা।

(৩) কর কর দেখণ হার—সৃষ্টি করিয়া আপনি সাক্ষীরূপে দেখিতেছ।

নোট। করতে কী টেক—কর্ত্তাই ভরসা, নিজের সাধনের ও বৈরাগ্যের অভিমান করিও না।

(২) দুরজন তে সাজন ভএ—ইহার অর্থ শিখ জ্ঞানীরা করিয়াছেন ইন্দ্রিয় ও বিষয় বৈরীরা মিত্র হইয়া গেল।

(৩) গুর গোবিন্দ = ভগবান গুরু।

(৪) সত গুর = ভগবান।

"না" "না" করিয়া মুক্তি পাইবে না, গুণ বিনা যমপুরি যাইবে।

নাস্তিকের পক্ষে ইহলোকও নাই পরলোকও নাই, অসদ্‌গুণে যুক্ত হইয়া হায় হায় করিয়া বেড়ায়।

তাহার জ্ঞানও নাই, ধ্যানও নাই, ধর্ম্মের দিকে তাহার চিন্তাই নাই।

নাম বিনা নির্ভয় হইবে কি প্রকারে? কি জানিয়াও যাহার জন্য এত অভিমান?

খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, কি প্রকারে পহুঁছিব, ইহার ত স্থল কূল কিছুই নাই।

প্রেম দেয় এমন পাত্রমিত্রও কেহ নাই। কাহাকেই বা ডাকি?

নানক বলেন "প্রিয়তম" "প্রিয়তম" বলিয়া ডাক, যিনি মিলনকারী তিনি আপনি মিলাইবেন।

যিনি বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন তিনিই মিলাইবেন। ভগবানের অপার প্রেম।

৩৮

পাপ বুরা পাপী কউ পিআরা।
পাপলদে পাপে পাসারা।
পরহর পাপ পছানৈ আপ।
না তিস সোগ বিজোগ সন্তাপ।
নরক পরন্তউ কিউ রহৈ কিউ বনচৈ জমকাল।
কিউ আবণ জাণা বীসরৈ ঝূঠ বুরা খৈ কাল।
মন জনজালী বেড়ি আ ভী জনজালা মাহ।
বিণ নাবৈ কিউ ছুটীঐ পাপে পচহ পচাহ।

ভাবানুবাদ

পাপ মন্দ, কিন্তু পাপী উহাই ভালবাসে।

তাহারা পাপের দ্বারা আচ্ছন্ন, পাপই বিস্তার করে।

যে পাপ পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে চিনিতে পারে।

তাহার শোক, বিয়োগ বা সন্তাপ থাকে না।

নরকে পতন হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পায়? যমের হাত হইতে কেমনে বাঁচে?

বারম্বার জন্ম মরণ হইতে কেমন করিয়া অব্যাহতি হয়? মিথ্যা মন্দ, ক্ষয় ও মৃত্যুর কারণ।

মনকে দুঃখ ক্লেশ গ্রাস করিয়াছে, তত্রাপি জঞ্জাল মধ্যেই থাকে।

নাম বিনা কেমনে মুক্ত হইবে? পাপেতে পচিতেছে ও অপরকে পচাইবে।

(১) আবণ জানা বীসরৈ = আসা যাওয়া ভোলে, জন্ম মরণ হইতে অব্যাহতি পায়।

(২) পচহ পচাহ = নিজে পচে ও অপরকে পচায়।

নোট—(১)। না না করত = নেই, নেই বলা। কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন, নানা প্রকার বিষয়ভোগে।

(২) বিণ গুণ = শুভগুণবিহীন।

(৪) গুর কৈ হেত অপার = গুরুর প্রতি অপার প্রেম করিলে, এ অর্থ কেহ কেহ করেন।

(৩) অপড়া = পহুঁছান।

হাথ নহী = থাহ নহী = পাকা মাটী, দৃঢ় ভূমি পাওয়া যায় না।

৩৯

ফির ফির ফাহী ফাসৈ কউআ।
ফির পছতানা অব কিআ হুআ।
ফাথা চোগ চুগৈ নিত বুঝৈ।
সতগুর মিলৈ ত আখী সূঝৈ।
জিউ মছলী ফাথী জম জাল।
বিন গুর দাতে মুকতি ন ভাল।
ফির ফির আবৈ ফির ফির জাই।
ইক রংগ রচৈ রহৈ লিবলাই।
ইব ছুটৈ ফির ফাস ন পাই।

ভাবানুবাদ

অপবিত্র প্রাণী ঘুরিয়া ফিরিয়া ফাঁদেতে ফেঁসে যায়।

পরে শোক করে। তখন আর কি হইবে?

ফাঁসিয়াও সুখ ভোগের ইচ্ছা করে, বুঝিতে পারে না।

ভগবানের দর্শন হইলে জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পায়।

ওরে জীব! মৎস্যের মতন তুই যমের জালেতে বদ্ধ হইয়াছিস্!

ভগবানের কৃপাদান বিনা মুক্তি লাভ হইবে না।

বারম্বার আসিয়া জন্মায় ও বার বার মরে।

যে এক ভগবানের প্রেমে অনুরক্ত হয় ও ধ্যানযুক্ত হইয়া স্থির থাকে।

সে একবার এই প্রকারে মুক্ত হইলে, পুনরায় ফাঁসে পড়িবে না।

ক্রমশঃ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার

ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিবার অধিকার এবং সদ্ব্যবহার।

বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মসাধনায় ধর্ম্মসঙ্গীতের স্থান অতি উচ্চে। ইহা সাধন-পথের পরম সহায়। এই জন্যই শাস্ত্রে আছে, গানাৎ পরতরং নহি—গানের মত শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। সঙ্গীতেতো নানা শ্রেণীরই আছে। তার ভিতরে ধর্ম্মসঙ্গীতের স্থান অধিকতর উচ্চে, বিশেষতঃ ব্রহ্মসঙ্গীত সকলের উপরে। সুর তাল থাকিলেই গান গাওয়া চলে, কিন্তু ধর্ম্মসঙ্গীত চলে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। ধর্ম্মের ভাব এবং ধর্ম্মজ্ঞান কিছুটা নিতান্তই যেন দরকার বলিয়া মনে করি। ভক্তির কথা বলিতে প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়, এখন এই বয়সে গা কাঁপিয়া উঠে। সুতরাং ভক্তিলাভ না হইলে ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতে হইবে না, এত বড় কথা বলি না; তবে ভক্তিপথাবলম্বী, বিনয়ী, নম্র, শ্রদ্ধাশীল, রসজ্ঞ এবং ভাবুক না হইলে ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিবার যেন অধিকার নাই বলিয়া মনে করি। মিষ্ট কণ্ঠ তানলয়বোধবিশিষ্ট ওস্তাদ গায়ক মজলিস জমাইতে পারিবেন, কিন্তু ভক্ত বিশ্বাসী উপাসক ও সাধকদলকে মজাইতে পারিবেন না। সুকণ্ঠ, সুগায়ক, সুকবি যদি ভক্তিমান্ হন, তবে তিনিই ভগবানের

নোট—(১) কউআ = কাকবৎ মলিন জীব।

(২) চোগ চুগৈ = সম্মুখস্থ অন্ন খুঁটিয়া খায়।

(৩) রচৈ = প্রেম করিলে। রহৈ = থাকে। লিবলাই = চুপ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া থাকে।

কৃপায় ভক্ত সমাজকে লাভবান্ ও ধন্য করিতে পারিবেন। কণ্ঠে মধুরতা আর হৃদয়ে ভক্তি—এ যে মণিকাঞ্চনযোগ—সোণায় সোহাগা। ধর্ম্মসমাজে এমন লোকের সংখ্যা দশহাজারেও একজন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে ব্রহ্মসঙ্গীতের বহুল প্রচার দেখা যায়। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রসার এক অর্থে বিস্তার লাভ করিলেও, গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুভব করা যাইবে, যে, যখন তখন যেখানে সেখানে যে,-কোন বয়সের বালক বালিকা, যুবক যুবতী এবং প্রবীণ প্রবীণারাও এই ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি গাহিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সঙ্গীতগুরু রবীন্দ্রনাথের আধুনিক গানগুলিরতো কথাই নাই। এই গানগুলি সম্বন্ধে এখানে অধিক কথা বলিবার ইচ্ছা নাই, এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যাহা যত উচ্চ, যাহা যত গভীর, যাহা যত মধুর ও পবিত্র, সে জিনিষগুলি উন্নত ও পরিপক্ক সাধকের হাতের বাহিরে আসিয়া, তেমনি লঘুচিত্ত তরল ভাবাপন্ন অসাধকের হাতেও সমান রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং মর্য্যাদাহীন, মহিমাহীন হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব সমাজের মধুর ভাবের গান গুলির যেমন দশা, ব্রহ্মসঙ্গীতের মধুর ভাবাপন্ন গানগুলিরও অনেকটা তেমনি দশা হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের বলিবার কি আছে? বলিবার আছে, ব্রাহ্মসমাজের পরিবার ক্ষেত্রে, উপাসনালয়ে, অনুষ্ঠান প্রভৃতির স্থানে।

ব্রাহ্মপরিবারে অনেক স্থানেই ছেলে মেয়েরা বেশ সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছে। ইহাদের অনেকেরই কণ্ঠ মিষ্ট। ওস্তাদ্ রাখিয়া অর্থব্যয় করিয়াও শিখান হইতেছে। তবে গানগুলির কোন শ্রেণীবিভাগ নাই—থিয়েটারের গানও আছে, জাতীয় সঙ্গীতও আছে, রবীন্দ্রনাথের আনন্দ-উচ্ছ্বসিত আনন্দের গানগুলিও আছে, কিন্তু প্রাচীন গভীর ও সরল ভাবের জীবনের উপযোগী গানের নির্ব্বাচন নাই। ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া অপাত্রে ব্রহ্মসঙ্গীতের অধিকারদানে ইহার ফল ভাল হইতেছে না। পিতা মাতার স্নেহান্ধ মন, ছেলে মেয়ের মিষ্ট কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াই তৃপ্ত, কিন্তু তারা কিরূপ উপাসনায় কিরূপ প্রার্থনায় কোন্ অনুষ্ঠানে কি গান গাহিল, সে বিচার সকলের আছে বলিয়া দেখিতে পাই না।

অনেক পারিবারিক অনুষ্ঠানে, উৎসব-ক্ষেত্রে, পবিত্র সম্মিলনে, অনেককে গান গাহিতে বলা হয়। তাঁদের ভিতরে অনেকেরই যোগ্যতা কণ্ঠমাধুর্য্য। কিন্তু উপলক্ষ্য অথবা বিষয়বোধ তেমন নাই। ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিবার শ্রেষ্ঠ জিনিষ যে ভাব, ব্যাকুলতা, শ্রদ্ধা, এ সকলেরই প্রায় অভাব। সঙ্গীতনির্ব্বাচনের তাদের অধিকার নাই, কোন রকমে গান হইলেই হইল। অনেক স্থানে উদ্বোধন, আরাধনা এবং প্রার্থনার গানে গোলমাল হইয়া যায়। অনুষ্ঠান ব্যাপারে জাতকর্ম্মে, অন্নারম্ভে, জন্মদিনে, বিবাহে, রোগ-মুক্তি ও পারলৌকিকে, গৃহ-প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যারম্ভের গানগুলিতে একটা খিচুড়ী হইয়া পড়ে! আচার্য্যের উপাসনা উপদেশ যদি সুস্পষ্ট ধারা ধরিয়া না চলে, তাহা হইলে, অনেক সময়ে বুঝিতে মুস্কিল হইয়া পড়ে—কি অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম বুঝা দায়। সুতরাং এই সঙ্গীতের একটা শিক্ষা এবং অধিকারভেদ মানিয়া না চাললে ব্রাহ্মসমাজ একটা ধর্ম্মসমাজের দাবীর পথে বেশী দিন আর চলিতে পারিবে না।

সকলের উপরে বড় কথা সামাজিক উপাসনার সঙ্গীত লইয়া। এখন আগের সেই প্রাচীন বিজ্ঞ বিখ্যাত ও ভক্তিমান্ গায়কের সংখ্যা বেশী নাই। কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে তাহা বিশেষ ভাবে চক্ষে পড়ে। সমাজের এখন গায়ক গায়িকার অন্ত নাই, গানও তাঁরা অনেক জানেন (যদিও প্রাচীন্ সরল সুন্দর গভীর গান তেমন জানা নাই)। কিন্তু রবিবারের উপাসনায় গায়ক পাওয়া দায় হইয়া উঠে। সমাজের অথবা উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক মহাশয়কে অনেক স্থানে রবিবারে এজন্য খুবই হয়রাণ হইতে হয়। তার পরে অনুরোধ উপরোধ করিয়া অপরিণত-বয়স্ক গায়ক গায়িকাদ্বারা কোনরূপে ৪টী গানের কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। সকল দিন সে গানে ব্যাকুলাত্মা গভীর উপাসকগণের তৃপ্তি হয় না। আগের সেই কীর্ত্তনের জমাটও আর নাই। সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য শক্তিশালী. ভক্তিমান্ ব্যাকুলাত্মা গায়কের অভাব খুবই অনুভব করা যাইতেছে। তবে গায়কের অভাব নাই, কিন্তু অভাব হইতেছে নিষ্ঠা, ভক্তি ব্যাকুলতা, উৎসাহ উদ্যম এবং কৃচ্ছ্রশক্তির। বহু জীবনেই এখন সঙ্গীতবিলাস আছে, কিন্তু সঙ্গীতের সাধন নাই। সাধারণের ক্ষেত্রে শত শত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে উপাসনা উপদেশের হইতেও সঙ্গীতের স্থান অধিক উচ্চে। প্রচারক্ষেত্রে তো কথাই নাই। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরের সঙ্গীত যদি ২।৩ রবিবার বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে—মন্দিরের বার আনা আসন খালি হইয়া আছে। তবে এই প্রসঙ্গে বলা চলে, উপাসনার গান গাহিবার জন্য, যাকে তাকে ধরিয়াও একাজ সারা ঠিক নয়, এ ক্ষেত্রে কেবল সুকণ্ঠই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্যের আসন অধিকারের যোগ্যতা নহে। বয়স গাম্ভীর্য্য চরিত্র, ভাব ও শ্রদ্ধা প্রভৃতিও দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বত্র এ বিচার এখন আর আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। আচার্য্যের আসন হইতে সঙ্গীতগায়কের—প্রকৃত পক্ষে সঙ্গীতাচার্য্যের—আসন খুব নীচে নহে। ভাবভক্তিহীন, লঘুচিত্ত অপরিণতবয়স্ক গায়কের অপেক্ষা ভক্তিমান বিশ্বাসী ব্যাকুলহৃদয় সাদাসিধে সরল গায়কের গানে উপাসকমণ্ডলীর প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। এজন্য ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিবার অধিকার অর্পণ করিয়া ভক্তিমান্ শ্রদ্ধাশীল গায়ক প্রস্তুত করা প্রয়োজন। মেয়েদের গান মিষ্ট হইলেও, তাঁহাদেরও এক্ষেত্রে ইহার সাধনা লইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। নিষ্ঠাবান্ সুগায়ক দরিদ্র হইলে তাঁহাকে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিয়াও ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ের গায়কের পদে বরণ করা কর্ত্তব্য। প্রচারক যদি বৃত্তি পাইতে পারেন, গায়ক পাইতে দোষ কি? পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে ব্যবস্থাও ছিল।

প্রাচীন্ কীর্ত্তনগুলি এখন আর কেহ তেমন করিয়া গান করেন না। নূতনের দিকে একটা ঝোঁক স্বাভাবিক হইলেও প্রাচীনের পরিহারে অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল নাই। এজন্য যেখানে যেখানে ব্রাহ্মসমাজের উপাসকদল বড়, সেখানেই চেষ্টা করিয়া একটি

কীর্ত্তনের দল প্রস্তুত করা ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচারের পক্ষে একান্ত হিতকর।

হাজার হাজার ব্রহ্মসঙ্গীত মুদ্রিত হইয়া জনসাধারণের চিত্ত-সাধন করিতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেশের সকলেই ভাব ভক্তির সহিত ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতেছে এমন কথা বলা চলে না, তবে গাহিতে গাহিতে শুনিতে শুনিতেও দেশের লোকের চিত্ত ভগবানের দিকে আসিবে। এ বিশ্বাস রাখিতেই হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে যদি দেশের ধর্ম্মসমাজসমূহের শীর্ষ স্থানে রাখিতে হয়, তাহা হইলে এ অমূল্য ও অমৃতের খনি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিবার অধিকার ও সদ্ব্যবহার বিষয়ে কিছুতেই ব্রাহ্মসমাজের উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য হইবে না। এজন্য পরিবারে, উপাসনালয়ে, অনুষ্ঠানে ও উৎসবে এই সঙ্গীতের শৃঙ্খলা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিয়া ইহার সাধন ও শিক্ষা প্রয়োজন। ব্রহ্মসঙ্গীতের ভিতরে কেবল ভক্তিবিজ্ঞানই নিহিত নহে, ব্রহ্মবিজ্ঞানই উপরে উজ্জ্বল রহিয়াছে, সাধারণ ভাবে এ শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলেই অযথা ভগবানের নামাপরাধ ঘটিবে না। মনে রাখিতে হইবে ব্রহ্মসঙ্গীত-গুলি ভক্তিরাজ্যের অমৃত ভাণ্ডার। প্রাণহীন গান আর ভক্তিহীন জ্ঞানের মত উপাসনার রাজ্যে দুঃখজনক আর কিছু নাই।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

প্রাপ্ত

"জয় জগন্নাথ"

রথ আসিয়াছে, গ্রামে গ্রামে "সেতো" অথবা "জগন্নাথের পাণ্ডা" মহাশয় যাত্রীর আহরণে ব্যস্ত। যাত্রী-আহরণ সেতোর ব্যবসায়; কিন্তু ব্যবসা হইলেও লোকে তাহাকে সেদিক্ দিয়া দেখে না। "কে যাবে চল সেই পুরুষোত্তম দর্শনে চল; সে মূর্ত্তি দেখিলে স্বামী, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী আত্মীয়স্বজন আর কাহারও মায়া তোমাদের এই সংসারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। বামন দেবকে রথে আসীন দেখিয়া বার বার ভবজন্ম হইতে উদ্ধার পাইবে। চল চল সংসারের মায়া বিষয়-বাসনা, বিষয়লালসা, বিষয়কামনা হইতে রক্ষা পাইবে, সেই মুখচন্দ্র একবার হেরিলে। পথের ভীষণ ক্লেশ, সকল যন্ত্রণা-ভোগ সার্থক হইবে, একটীবার সেই শ্রীমুখ দেখিবে চল—নরনারী চল—আর বিলম্ব করিও না, প্রস্তুত হও, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনের জন্যে প্রস্তুত হও। কে জানে এ বৎসর চলিয়া গেলে আগামী বৎসরে তুমি বাঁচিবে কি না—তোমার দেহ সুস্থ থাকিবে কি না, তোমার সংসারে কে বাঁচিবে, কে মরিবে, কাহার রোগ হইবে, তোমার টাকা কড়ির সুবিধা হইবে কি না হইবে—অপরূপ চাঁদমুখ দেখিয়া জীবন ও জন্ম সার্থক করিতে আর বিলম্ব করিও না—চল, চল, চল; বহুলোক যাইতেছে, এমন সুযোগ, এমন শুভযোগ আর ঘটিবে না—আর দ্বিধা করিও না; সকল মায়া বন্ধন ছিঁড়িয়া সেই পুরুষোত্তম দর্শনের জন্য অগ্রসর হও। কেহই কাহারও নয়, সেই চন্দ্রানন দেখিয়া আপনার গতিমুক্তি করিয়া লও, পরলোকের কাজ করিতে অবহেলা করিও না—এমন সুযোগ হারাইও না"—ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া গ্রামে গ্রামে নরনারীকে সেতোঠাকুর পাগল করিয়া তুলিল। ঘরে ঘরে 'সামাল', 'সামাল' পড়িয়া গেল। পতিপুত্রবতী কামিনী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, বাড়ীর কর্ত্তা, বিধবা কন্যা, বিধবা বধু, বাড়ীর দাস-দাসী সকলেই ক্ষেপিয়া গেল—শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদর্শনে যাইতেই হইবে—কোন বাধা মানা হইবে না—বাধা মানিলে পাপ। স্বামী, পুত্র, বিষয়, বিভব, কেহ কিছু নয়—মায়ার বন্ধন, মোহের নিগড়, সব ছাড়িয়া সব ফেলিয়া চল, শ্রীক্ষেত্রে সেই শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের পূর্ণচন্দ্রপরাভূত রূপ হেরিয়া সদা সদা মুক্তিলাভ করিব। সকল নরনারী সোৎসাহে সকল অন্তরে, সকল প্রাণে, গগনমেদিনী কাঁপা'য়ে ধ্বনি তুলিল "জয় জগন্নাথ।" তখন বিষয়াভিজ্ঞ সেতো—সকলকে সচেতন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "সাবধান, পথে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইবে, জল পিপাসায় কাতর হইয়া প্রাণ যায় যায় হইবে। রোগে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। অতএব যাহাদের অন্তরে ব্যাকুলতা জাগে নাই, যাহারা সেই শ্রীমুখ দেখিবার জন্য অতি ব্যাকুল হইয়া প্রাণ মান সকল তুচ্ছ করিয়া, পিছনে না দৃষ্টি ফিরাইয়া, আগে চলিতে পারিবে, তাহারাই চল, আর সকলে ঘরে থাকিয়া সুখভোগ কর—শ্রীধামে যাইবার জন্য পা বাড়াইও না—যাহারা সকল তুচ্ছ করিয়া, বাঁচি মরি পণ করিয়া সেই ভুবন-মোহন সকল-দুঃখ-জ্বালা-হরণ রূপ দর্শনে ব্যাকুল, তাহাদের পথে বাধা জন্মাইও না।" সেতো গভীর নিনাদে এই সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করিলে, কেহ কেহ পিছাইয়া পড়িল, অবশিষ্ট ব্যাকুল-আত্ম নর-নারী আবার হাঁকিয়া উঠিল—"জয় জগন্নাথ।" মুক্তিকামী নরনারী, ত্যাগী বিষয়-বাসনাদলনকারী পুণ্যার্থী, শ্রীমুখদর্শন-পিয়াসী ব্যাকুল ও ক্ষিপ্তচিত্ত নরনারী, পিছন ফিরিয়া তাকাইল না—স্বামী পুত্র, পত্নী, আত্মীয়স্বজন কাহারও ক্রন্দন তাহাদের উৎসাহ ম্লান করিতে পারিল না। আবার এই শেষবার সেতো বলিল, "চল, ঘরবাড়ী আত্মীয় কাহারও জন্য চক্ষু ফিরাইও না, যে চক্ষু পুরুষোত্তমের দিকে চাহিয়াছে তাহাকে সংসারের দিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ফিরাইও না।—সাবধান—অগ্রসর হও, আগে চল, আগে চল ভাই বোন, আর পথনাট কাঁপাইয়া সকল পথের কষ্ট ডুবাইয়া ফুকারিয়া বল "জয় জগন্নাথ।"

হায়, হায়! অনেক দিন হইতে চলিল, প্রায় ৫০ বৎসরের উপর হইল, আমার অন্তরবাসী চৈতন্যরূপ সেতো মহাশয় পুরুষোত্তমদর্শনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। কত কত রকমে, কত কত প্রলোভনে, কত কত ভাবে, আমার ব্যাকুলতা জাগাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন! কখনও শোক, কখনও রোগ, কখনও বিষয়-নাশ, কখনও বা বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাইয়া, মান মর্য্যাদার অসারতা দেখাইয়া দিয়া, সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, চল, চল, চিদাকাশ-তীর্থক্ষেত্রের দিকে ব্যাকুল চিত্তে সকলহারা ক্ষিপ্তের ন্যায় চল—পুরুষোত্তমদর্শনের জন্যে মরি বাঁচি পণ করিয়া চল, সকল ভয়-নিবারণকারী জগন্নাথদেবের জয় উচ্চারণ কর, ঐ দেখ জগতের কত নরনারী চলিয়াছে! তুমিই পড়িয়া থাকিবে? ছি! ছি! হাঁকিয়া বল "জয় জগন্নাথ।" কিন্তু কই, আমি ত ব্যাকুলচিত্তে ধাবিত হইতে পারি না! ইচ্ছা হয় তাঁর শ্রীমুখ দেখি, কিন্তু তেমন ব্যাকুল চিত্তে তাঁকে যে ডাকিতে পারি না, তাই যে তাঁর দর্শন মিলিল না! আমি যে না বিষয়ী, না বৈরাগী, না ঘাটকা না ঘরকা, হইয়াই রহিলাম। মহর্ষিদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে সমাগত সহস্র সহস্র নরনারীর "জয় জগন্নাথ ধ্বনি শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ত কেমন করিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার চক্ষু হইতে বহুমূল্য সোণার চশমা পড়িয়া গেল—কোনও হুঁস নাই। কোথায় সে ব্যাকুলতা যাহা আমাকে আমার প্রিয়তমের সম্মুখী করিবে? পরমহংস বলিয়াছেন, জলমগ্ন মানুষ যেমন জলের ভিতর বাতাসের অভাবে হাঁপাইয়া উঠে, চিত্ত যখন সেই পুরুষোত্তমকে দেখিবার জন্যে তেমনি ব্যাকুল হইবে, সংসারে থাকিয়া তেমনি হাঁপাইয়া উঠিয়া ডাকিবে "জয় জগন্নাথ", তখন তাঁহার দর্শন পাইব, নতুবা নহে। আমার আর আশা কোথায়? বৎসরের পর বৎসর এক দুই করিয়া ৫০ বৎসর চলিয়া গেল, আমার চিত্ত ত ব্যাকুল হইল না! তবে কি আমার গতি হইবে না? চিরদিন পাপেই পড়িয়া র'ব? হায় হায়, তাঁর

শ্রীমুখ দেখিয়া আমার সকল হৃদয়গ্রন্থি কবে ছিন্ন হইবে, আমার সকল সংশয় কবে দূর হইবে—জানি না। ইহলোকের দিন ত ফুরাইয়া যায়, আর কতদিন আশাপথ চাহিয়া থাকিব, ঠাকুর!

ব্রাহ্মসমাজ

ভাদ্রোৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সপ্ত-নবতিতম ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইবে। উৎসবে যোগদান করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন

৫ই ভাদ্র (২১শে আগষ্ট) শুক্রবার সায়ংকালে বক্তৃতা। বিষয়—ব্রাহ্মসমাজের নিবেদন। বক্তা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

৬ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট) শনিবার প্রাতে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্মুখ হইতে উষাকীর্ত্তন। তৎপরে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়। সায়ংকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

৭ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) রবিবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় যুবকদিগের সম্মিলন। সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৭ই শ্রাবণ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসুর পত্নী বিরাজমোহিনী বসু দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ২৪এ শ্রাবণ কন্যা শ্রীমতী সুধাংশুবালা দত্ত ও শ্রীমতী শিশিরবিন্দু ঘোষ তাঁহাদের মাতার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে ইঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারফণ্ডে ৪৲ সাধনাশ্রমে ৪৲ এবং দাতব্য বিভাগে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ৮ই আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বাবু মহেন্দ্রনাথ দাঁর পত্নী কামিনী দাঁ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১১ই জুলাই রাঁচি নগরীতে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বসুর পত্নী দীর্ঘকাল কালাজ্বরে ভুগিয়া সাতটি সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৬ই আগষ্ট খড়্গপুরে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ সাহা তাঁহার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের অকাল মৃত্যুতে বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়াছেন। তদুপলক্ষে সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা বাল্যদান ফণ্ডে ১৲ এবং কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বিগত ২রা আগষ্ট বরমা ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নন্দীর সহধর্ম্মিণীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন এবং উমেশবাবু প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে উমেশবাবু চট্টগ্রাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা, বরমা ব্রাহ্মসমাজে ৩৲ বরমা দারিদ্র ছাত্র ভাণ্ডারে ১৲ ডাঃ খাস্তগীরির বালিকা বিদ্যালয়ের দরিদ্র ভাণ্ডারে ১৲ টাকা ও বরমা যাত্রামোহন সেন দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ১৪ই শ্রাবণ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান মুক্তেশ্বরের সহিত, চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত যোড়শীমোহন সেনের চতুর্থকন্যা কল্যাণীয়া সুষমার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার পিতা আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে শ্রীমান মুক্তেশ্বর নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন—কলিকাতা সাঃ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ২৲, মন্দির সংস্কার ২৲, শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডার ২৲, নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডার ২৲, চট্টগ্রাম সাঃ ব্রাহ্ম-সমাজ ২৲, মোট ১০৲।

বিগত ৫ই আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রেমোৎপল শুকুলের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শান্তা ও পরলোকগত রায় বাহাদুর মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের ষষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নৃপেন্দ্রনাথের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১০ই শ্রাবণ গিরিডি নগরীতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থ কন্যা কল্যাণীয়া মণিকার ও কলিকাতা নিবাসী শ্রীমান্ রসিকলাল দত্তের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব—বিগত বি,এ পরীক্ষাতে পরলোক-গত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখার্জ্জির দৌহিত্রী (পরলোকগত শিশির কুমার চাটার্জ্জির কন্যা, বাণী চাটার্জ্জি দর্শনশাস্ত্রে ১ম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চাটার্জ্জির কন্যা মালতী সংস্কৃত সাহিত্যে ১ম বিভাগে ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান সুখেন্দুকুমার ইংরাজী সাহিত্যে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

ছাত্রীদের কৃতিত্ব—বিগত বি, এ পরীক্ষাতে নিম্ন-লিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম:—ইংরাজী সাহিত্যে ১ম বিভাগে এডনা ডইন্‌গার্টনার (১ম স্থান অধিকার করিয়া), মার্গারেট ম্যাকলার্ণ। দ্বিতীয় বিভাগে—কলিয়ার মলি স্মিথ, সুফলা রায়, বিয়াট্রিস মেরী এণ্টনী, আইরীন এস মিত্র। প্রশংসার সহিত—লাবণ্যপ্রভা দাস, লাবণ্য দত্ত, ফজিলত নেছা নীহারবালা ঘোষ, এল্‌সি এ গোমেশ, কণিকা গুপ্ত, সুষমা গুপ্ত, শান্তবালা সিংহ। উত্তীর্ণ—মুক্তাপ্রভা বসু, সরোজবালা চক্রবর্ত্তী, ডি, সি, মার্কো কুজ, প্রভাস নলিনী দাস, অমিয়া দাস গুপ্ত, প্রভাসনলিনী দাস গুপ্ত, শান্তিলতা দাস গুপ্ত এফ দিনকার, জোরথী নীহারবালা হাঁসদা, ড্রিলসীবন ফ্রাঙ্কলীন, সুষমা দত্ত, ইস্থার মূলচাঁদ ঘোষে, কল্যাণী গুপ্ত, সরোজবালা হাজারিকা, জ্যোৎস্নাময়ী লাহিড়ী, পুষ্পকেশী মহান্তি, সাধনা মিত্র, শান্তিলতা মিত্র, লাবণ্যপ্রভা মল্লিক, বঙ্গবালা মণ্ডল, মৃণালবালা নন্দী, সুমতিবালা রায়, লতিকা রুদ্র, প্রতিমা সেন, হিমাংশুপ্রভা শিকদার দাস, শোভা সরকার।

বিগত ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ ২০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন—নীলিমা ঘোষ, জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত, আভা সেন, মেরী সানাটনা, সুলেখা রায়, সরলা বালা ঘোষ, মীরা দত্ত গুপ্ত, পদ্মাসনা সিংহ, এনা মেরী সুইনী, ক্যাথলীন লীনি পার্টন, জ্যোৎস্না দে, ইন্দুপ্রভা ঘোষ।

বিজ্ঞাপন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী বি, এ, মহাশয়কে প্রচারকের পদে বরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রচারকনিয়োগ সম্বন্ধীয় আবান্তরনিয়মানুসারে সকলকে বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, যদি কাহারও এই নিয়োগ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তিনি অদ্য হইতে চারি মাসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিতে পারেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ আফিস
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। ৭ই আগষ্ট, ১৯২৫

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন
সম্পাদক,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১লা ভাদ্র, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered. No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ। | ১৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৩২, ১৮৪৭শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৬ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

১০ম সংখ্যা। | 1st September, 1925. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

কাটে নাই মরতের মায়া

কথার উপরে উঠি' কথা,
    গুমড়িয়া আছাড়িয়া মরে,
উদ্বেলিত সাগরের বুকে,—
    উর্ম্মি যথা উর্ম্মির উপরে।
কণ্ঠ কই হ'ল না নীরব!
    চঞ্চল অধীর আজও হিয়া,—
কভু ক্ষোভে, কভু গ্লানি রোষে,
    উঠিতে উন্মুখ গরজিয়া।
এখনো হলো না শান্ত মন,
    দেবাসুরে চলেছে সংগ্রাম,
বহে বাসনার রক্ত-নদী;
    কে বলিবে কোথায় বিশ্রাম?
লজ্জা ভয় ত্রাসে মন ভীত,
    আসে বেলা হ'য়ে অবসান,
বিষণ্ণ আঁধার চারিধার,
    নাহি জাগে আনন্দের গান!
দেহ মাগে বিশ্রাম কাতরে,
    প্রাণ চাহে সুশীতল ছায়া,
মরমেতে বাণী শুধু এই—
    "কাটে নাই মরতের মায়া।"

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা, তোমার মঙ্গল ব্যবস্থাতে আমাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে এমনি ভাবে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছ যে, আমরা শুধু আপনার উন্নতি ও কল্যাণের জন্যই দায়ী নহি, অপরের মঙ্গলও বহু পরিমাণে আমাদের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে আমাদিগকে যে কি গুরুতর দায়িত্ব প্রদান করিয়াছ, তাহা আমরা অনেক সময়ই চিন্তা করিয়া দেখি না। তাই উদাসীন ভাবে চলিয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কত প্রকারে অন্যের অনিষ্ট সাধন করি,—অজ্ঞাতসারে চারিদিকে মৃত্যুর বীজ ছড়াই। সময় সময় এমন কাজও করিয়া বসি, যাহাতে নিজের বিশেষ কোনও অনিষ্ট সাধিত না হইলেও, তাহার দৃষ্টান্তে অপর অনেকের গুরুতর ক্ষতিই করিয়া থাকি। আমাদের যে কত সাবধান হইয়া চলা আবশ্যক, তাহা আমরা স্মরণে রাখি না বলিয়াই এরূপ হয়—আমরা জগতের উন্নতির সহায় না হইয়া, অনেক সময় অবনতিরই সাহায্য করিয়া থাকি। হে করুণাময় পিতা, তুমি ভিন্ন আর কে আমাদিগকে তাহা বুঝিয়া চলিতে সমর্থ করিবে? আর কে আমাদের প্রাণে সে শুভবুদ্ধি ও কল্যাণসংকল্প জাগাইবে, যাহাতে আমরা সর্ব্বদা মঙ্গলের পথে চলিয়া নিজেদের ও অপর সকলের উন্নতিই সাধন করিতে পারি, কখনও পরোক্ষ ভাবেও কাহারও পতনের কারণ না হই? আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতা তুমিই জান। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও শক্তি দেও, যাহাতে আমরা সর্ব্বদা এক মাত্র তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া, তোমার কল্যাণের পথেই চলিতে পারি,—তোমার পথ হইতে কখনও বিচ্যুত না হই। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

জয় না সত্য?—তুমি কি জয় চাও, না, সত্য নিয়ে থাক্‌তে চাও? জানি, তুমি মহৎ উদ্দেশ্য ল'য়ে এসেছ, দেশের ও দশের কল্যাণ চাচ্ছ। তোমার কত বিঘ্ন!—দশ জনে তোমায় ভাব বুঝিল না, কথা শুনিল না; তুমি তাদের অমৃত দিতে গেলে,

তারা প্রত্যাখ্যান করুন, একটুকুও সহায়তা করুন না, সব বিরুদ্ধে দাঁড়াল! তোমার কাছে কত প্রস্তাব এল! কত কুমন্ত্রণা তোমার কাণে প্রবেশ করুল!—'লক্ষ্যসিদ্ধি চাই; পথ একটু বক্র হোক, লক্ষ্য ত মহৎ'! এক একবার ইচ্ছা হলো, একটু বক্র পথে চলি, একবার নিখুঁত সত্য ছাড়ি—উদ্দেশ্য সফল হ'লে কত কল্যাণ!—আমার নিজের ত তাতে লাভ নাই, স্বার্থ নাই; দেশের কল্যাণ, দশের কল্যাণ। অন্তরদেবতা বল্‌ছেন, সাবধান, ঐ প্রলোভনে প'ড়ো না, সত্যপথ ছেড় না। উদ্দেশ্য সত্য, পথও খাঁটি হওয়া চাই। তাতে পরাজয় হবে? জয় হবে না? জয়ও লক্ষ্য নয়; কৃতকার্য্যতালাভ হ'তে পারে, নাও হ'তে পারে? কিন্তু খাঁটি পথে চল্‌তে হবে, নিখুঁত পথ ধর্‌তে হবে। এখানেই পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লেই আনন্দময়ের আশীর্ব্বাদ পাবে। জয় লক্ষ্য নয়, কৃতকার্য্যতা লক্ষ্য নয়। খাঁটি লক্ষ্য, খাঁটি পথ, খাঁটি উপায়। তাতে পরাজিত হ'তে হয়, তাহাই আমার আশীর্ব্বাদ।

সাম্য—তুমি চাও সাম্য—মানুষ সকল সমান। রাজপুরুষগণ আমাদিগকে খাট করিয়া রাখেন কেন? শ্বেত কৃষ্ণে প্রভেদ কেন? ধনীলোক আমাদিগকে হেয় মনে করেন কেন? আফিস আদালতে উচ্চ কর্ম্মচারী আমাকে সম্মানের সহিত ব্যবহার করেন না কেন? আমিও ত মানুষ। মানুষের অধিকারে আমি বঞ্চিত কেন? ঈশ্বর কি আমার ভিতরে নাই? আভিজাত্যের ভেদ উঠে যাক্, শ্বেতকৃষ্ণে ভেদ উঠে যাক্, রাজা প্রজার ভেদ উঠে যাক। এই তোমার মত। আর এ কি কচ্ছো? ঐ যে নারীজাতি অধিকার চায়, তাকে তাতে বঞ্চিত কর্‌তে চাও কেন? ঐ যে এত দিন যারা সমাজে হেয় হ'য়ে রয়েছে, এখন মাথা তুল্‌তে চায়, তাদের চেপে রাখ কেন? তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কর না কেন? ভৃত্যভাবে যারা তোমার উপকার করে, তারাও ত ব্রহ্মের সন্তান। তাদের তুচ্ছ কর কেন? তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কর না কেন? তোমার উপরে যে আছে, তার সমান হ'তে চাও; আর নীচে যে আছে, তাকে সমান অধিকার দিতে রাজী নও কেন? এখনও সাম্য ভাব তোমার হয় নাই। কুযুক্তি ছাড়, হৃদয়ের পরিবর্ত্তন কর, প্রেমের সহিত দেখ; সব সমান হবে; সকলকেই সমান অধিকার দিতে প্রস্তুত হবে। প্রেম জাগ্রত হওয়া চাই, দৃষ্টি নবীন হওয়া চাই, সকলের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখা চাই।

মনের বিষাদ—আমার মনের বিষাদে আমি ম'রে আছি। তোমরা বল, একটু হাসি না কেন? তোমরা কত আমোদ প্রমোদ কর, আমি তাতে যাই না কেন? আমোদ প্রমোদে কি মন যায়? মনের বিষাদ কি দূর হয়? সংসারে কত দুঃখ, কত বেদনা! কত পাপ, কত তাপ! তাতে যে আমার প্রাণ ভেঙ্গে পড়ে—যারা প্রিয়জন, যাদের ভালবাসি, তাদের কত দুঃখ শোক! কত ভাই, কত বোন, ঐ চ'লে গেল! কোথায় গেল, জানি না; কোন পথে চলিল, বুঝি না! নিষেধ কর্‌লাম, শুনল না! এ ক্রন্দন যে থামে না! আমার কি আর হাস্‌বার অবসর আছে? আমোদে যোগ দিবার ইচ্ছা ও সময় আছে? তোমরা আমাকে ক্ষমা কর; আমার ভাই বোন, আমার প্রিয়জন কোন পথে চলিল! এ বেদনা যে পুত্রশোকের বেদনা হইতেও তীব্র। আমি আর কি কর্‌ব? প্রভুর চরণে ব'সে ব'সে কাঁদি।

সম্পাদকীয়

সামাজিক জীবনের দায়িত্ব—বিশ্ববিধাতার মঙ্গল ব্যবস্থাতে এ জগতে ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনও বস্তুই যখন অন্য নিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্ট হয় নাই, সকলেই যখন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, তখন সামাজিক জীব মানুষ যে অপর সকল হইতে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক হইয়া, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে অপরের উন্নতি বা অবনতির সহায় না হইয়া, আপনার কর্ম্মফলদ্বারা শুধু নিজের মঙ্গলামঙ্গল সাধন করিয়া, একাকী জীবনপথে চলিতে পারে, ইহা কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নহে। তাহার প্রত্যেক কার্য্যে যেমন আপনার উন্নতি বা অবনতি সাধিত হয়, তেমনি অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে অপরের মধ্যেও তাহার অনুরূপ ফলাফল পরিব্যাপ্ত হয়। ইহাতে যে তাহার দায়িত্ব বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। একমাত্র আপনাতেই কার্য্যফল আবদ্ধ থাকিলে, মনে করিতে পারা যাইত যে আত্মকর্ম্ম-প্রসূত সকল দুঃখ কষ্ট মৃত্যু ক্ষতি না হয় আপনিই ভোগ করিব,—সে-সমস্ত সহ্য করিবার মত সাহস ও বল থাকিলেই হইল—তাহাতে যখন অপরের আর কিছু আসিয়া যাইবে না, তখন সে সম্বন্ধে বেশী ভাবিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেরূপ না হওয়াতে, নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিশেষ বিবেচনা করিয়াই কার্য্য করিতে হয়, আপনাকে স্বপ্রতিষ্ঠ নগণ্য মনে করিয়া, ফলাফল বিষয়ে উদাসীন হইয়া, কিছু করা আর সম্ভবপর হয় না। এই ব্যবস্থার দ্বারা বিশ্ববিধাতা আমাদের জীবনের গৌরবই বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এবং সে গৌরব হইতেই দায়িত্বও বাড়িয়াছে। আমরা যে সকলে সকল সময় এই গুরুতর দায়িত্বের কথা স্মরণে রাখিয়া চলি, তাহা কোনও রূপেই বলা যায় না; বরং একটু পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাইব, অনেকেই ইহা ভুলিয়া সর্ব্বদা বহু কাজ করিয়া থাকি। যাহারা নানা প্রকার পাপানুষ্ঠানদ্বারা নিজের ও অপরের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, তাহাদের কথা আমরা এখানে বলিতেছি না। সহজেই তাহাদের উপর লোকের দৃষ্টি পতিত হইলেও, তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। আর সংখ্যা অল্পই হউক, কি অধিকই হউক, তাহাদের দ্বারা যে অনিষ্ট সাধিত হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়,—সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনার আর প্রয়োজন নাই। সে-সকল গুরুতর পাপানুষ্ঠান ব্যতীতও অনেক কাজ রহিয়াছে, যাহা নিজের ও অপরের অনিষ্ট বা অবনতি ঘটায়। একটু চিন্তা না করিলে সে-সকল বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া, আমরা অনেক সময় তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলি সত্য, তাহাদের বিষয়ে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করি না বটে, তথাপি এই প্রসঙ্গে তাহারও বিস্তারিত আলোচনা তত আবশ্যক মনে হইতেছে না,—অন্ততঃ তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। একটু চিন্তা করিলে সকলেই

সে-সমস্ত বুঝিতে সমর্থ হয়—তাহা লইয়া বেশী মতভেদ উপস্থিত হয় না। কিন্তু এরূপ কাজও অনেক আছে, যাহা, সাক্ষাৎ ভাবে ব্যক্তি বিশেষের কোনও অনিষ্টের কারণ না হইলেও, অনেকেরই গুরুতর ক্ষতি করিয়া থাকে, অপরকে অবনতি ও অকল্যাণের পথে লইয়া যাইতে পারে। বহু ক্ষেত্রে এরূপ ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও, অনেকে, নিজের বিশেষ কোনও অপকার হয় না ভাবিয়া, বিচারহীনতাবশতঃই এই সকল কাজের অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং নির্দ্দোষ বলিয়া অনেক সময় ইহাদের সমর্থনও করিয়া থাকে। এ বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক মনে হইতেছে। এ সকল কাজ প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু না কিছু ক্ষতির কারণ কি না, আমরা সে সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। যে কারণেই হউক, প্রত্যক্ষতঃ ব্যক্তিবিশেষের জীবনে কোনও অনিষ্টকর ফল পরিলক্ষিত হয় না বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইব। জড় রাজ্যে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এক এক জন লোক রোগের বীজ বহন করিয়া অপরে সংক্রামিত করিয়া থাকে, অথচ নিজে সেই রোগে আক্রান্ত হয় না। সকল রোগের প্রবণতা সকলের মধ্যে সমান ভাবে থাকে না, এক জনের মধ্যে সাধারণভাবে সকল রোগের, অথবা বিশেষ ভাবে কোনও একটা ব্যারামের, বিষ নষ্ট করিবার ক্ষমতা অন্যের অপেক্ষা অধিক থাকিতে পারে ও থাকে, এবং সেই হেতু সে নিজে রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকলেই রক্ষা পাইতে পারে, সে অপরের রোগাক্রান্ত হইবার, এবং পরোক্ষভাবে মৃত্যুমুখেও পতিত হইবার, হেতুস্বরূপ হয় না, তাহা নহে। এরূপ ক্ষেত্রে যে এই প্রকার ফলের জন্য সে অন্ততঃ আংশিক ভাবেও দায়ী নহে, নিজের জন্য না হইলেও, অপরের জন্য তাহার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য নয়, এ কথা কখনও বলা যায় না। স্বীকার করিতেই হইবে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত লঘুচিত্ততার সহিত সংক্রামকরোগের ক্ষেত্রে বিচরণ করা, এবং কর্ত্তব্যের অনুরোধে সে-স্থানে যাওয়া আবশ্যক হইলেও, তাহার বিস্তারনিবারণের জন্য যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করা, কোনও প্রকারেই সমীচীন নহে—না করিলে গুরুতর সামাজিক কর্ত্তব্যের লঙ্ঘনই হয়। এ বিষয়ে যে আমাদের প্রত্যেকেরই গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, শুধু আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিলেই যে আমাদের সকল দায়িত্ব শেষ হইল না, যাহাতে অপরের রোগের বা মৃত্যুর কারণ না হই, সে-জন্যও যে আমরা বিশেষ ভাবে দায়ী, তৎ সম্বন্ধে কোনও মতভেদই নাই। শুধু শারীরিক জীবনই যখন আমাদের সব নয়, তাহার অতিরিক্ত একটা উচ্চতর, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনও যখন আছে, এবং অধিকতর সত্য ও স্থায়ী রূপেই আছে, তখন তাহার সম্বন্ধে এই কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব যে আরও বহু পরিমাণে গুরুতর ও মহত্তর, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই সহজেই বুঝিতে পারা যায়, যাহাতে আমরা কোনও প্রকারে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবননাশকারী বিষ চারিদিকে বিস্তার না করি, সে-বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা আমাদের একান্তই কর্ত্তব্য। পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমানে অনেকের মধ্যে এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ শৈথিল্য, গুরুতর ত্রুটি ও অবহেলা, পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যে অতি উচ্চ স্তরের পবিত্রতা ও নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, সে বিচারে যে সূক্ষ্ম মানদণ্ড অবলম্বিত হইত, বহু ক্ষেত্রে কেবল যে তাহারই অভাব লক্ষিত হইতেছে এরূপ নহে, অনেক স্থলে সর্ব্বজনস্বীকৃত বিষয়েও অত্যধিক শিথিলতা এবং উদাসীনতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমাদের দেশের নাট্য-শালাগুলি ও পতিতা নারীগণ যে সমাজদেহের মারাত্মক বিষ-ক্ষত, প্রাণঘাতী সংক্রামক নৈতিক ব্যাধিবিস্তারের কেন্দ্র ও উর্ব্বর ক্ষেত্র, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না—অতি মোহান্ধ অনুবর্ত্তিগণকেও সে-কথা স্বীকার করিতে হয়। অত্যধিক আমোদস্পৃহাজনিত অন্ধতা বশতঃই হউক, আর যে কারণেই হউক, যাহারা, স্ব স্ব আত্মবল ও সংযমশক্তির উপর, আপনাদের শুদ্ধচিত্ততার ও পাপপ্রলোভনজয়ের ক্ষমতা সম্বন্ধে, অগাধ বিশ্বাস থাকা হেতু, উহাদের দ্বারা নিজেদের কোনও প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে বলিয়া মনে করেন না, তাহাদিগকেও সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হয়, বহু জীবন ইহাদের দ্বারা মহা বিনাশের পথে নীত হইয়াছে, অনেক বিশুদ্ধচরিত্র লোকও কালে এই বিষে জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, কিছুতেই ইহাদের কুহক জাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই; এবং তরলমতি অগঠিতচরিত্র বালক বালিকা যুবক যুবতীদের ত দূরের কথা, অধিকাংশ সাধারণ লোকের পক্ষেও এরূপ ফল ফলিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, রক্ষা পাইবার কোন সুনিশ্চিত আশা নাই। এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজ ইহাদের কোনও প্রকার সংস্রবে আসা বা প্রশ্রয়প্রদান সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন; এবং তাহার দ্বারা এক সময়ে, শুধু ব্রাহ্মগণ নয়, অপর সমাজস্থ সকলেও, প্রবল ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন—দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী কলুষিত হাওয়া বিশুদ্ধ হইয়াছিল, দেশের মধ্যে একটা কঠোর উচ্চ নীতির আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়, অত্যধিক আমোদস্পৃহা এবং তৎপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণা এমন ঘোর অন্ধকারজাল সৃষ্টি করিয়াছে যে, অপর লোক ত দূরের কথা, অনেক ব্রাহ্মও, মোহান্ধতা বশতঃ অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান উক্ত গুরুতর অনিষ্টকারিতার কথা ভুলিয়া, এই পরম মঙ্গলকর নীতি বিষয়ে শিথিলতা অবলম্বন করিতে একটুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ইহার অপেক্ষা লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? মানব জীবনে যে আমোদ প্রমোদের যথেষ্টই প্রয়োজনীয়তা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যে, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক, তাহাও সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। হিতাহিতচিন্তাবিহীন হইয়া শুধু সাময়িক আমোদের জন্য অকল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া কখনও সমীচীন নহে, বুদ্ধিজীবী মানবের কর্ত্তব্য নহে। তাই বলিতে হয় অত্যধিক আমোদ-স্পৃহাই তাঁহাদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইয়াছে, সুস্পষ্ট কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এরূপ উদাসীনতা আনিয়াছে। তাঁহাদের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য বিষয়ে, সূক্ষ্ম বিচারে ইহার দ্বারা তাঁহাদের নিজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কোনও প্রকার ক্ষতি হইতেছে কি না, সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনাত আমরা প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। যাঁহারা মনে

করেন তাঁহাদের নিজের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইতেছে না, আমরা তাঁহাদের কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কেননা, সে বিচারের ক্ষমতা ও অধিকার আমাদের অপেক্ষা তাঁহাদেরই যে অধিক আছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যদি কেহ কখন ভ্রান্তিতেও পতিত হন, তাহা হইলেও তাঁহারা আপনাদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে চলিতেই বাধ্য, এবং সেই ভাবে চলিয়াই কালে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সামাজিক কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না বলিয়াই তাহার আলোচনা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে, নিজের সম্বন্ধে যত দূর অবিচলিত বিশ্বাস ও নিশ্চিন্ততাই থাকুক না কেন, অপর কাহারও অনিষ্ট হইতে পারে না, এরূপ কথা দৃঢ়তার সহিত কেহই বলিতে সমর্থ নহে—নিতান্ত মোহান্ধকেও স্বীকার করিতেই হইবে, উক্ত প্রকার আমোদ প্রমোদ ও সংসর্গ কোনও রূপেই একেবারে নির্দ্দোষ নহে, সকলের পক্ষে নিরাপদ নহে, এবং এরূপ দুর্ব্বলচিত্ত বহু লোক আছে, যাহাদের পক্ষে মহা অনিষ্টকারী হইবারই পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং প্রকৃত পক্ষে সেরূপ ঘটিতে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের অপকারিতা সম্বন্ধে মুখে যতই প্রচার করা হউক না কেন, অধিকাংশ লোক যে এ সকল দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করিবে, কখনও আপনাদিগের দুর্ব্বলতার কথা চিন্তা করিবে না, বরং মনে করিবে সাধু লোকেরা যাহা করিতে পারেন তাহা দূষণীয় হইতে পারে না, নিশ্চয়ই নির্দ্দোষ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। সাধারণতঃ মানুষের আপনার শক্তিসামর্থ্যের উপর একটু অতিরিক্ত বিশ্বাসই থাকে, নিতান্ত পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া বিশেষ ভাবে আপনার দুর্ব্বলতার প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত, কেহই আপনাকে দুর্ব্বল মনে করে না; বরং ভাবে, অপরে যাহা করিতে পারে সেও নিশ্চয়ই তাহা করিতে পারে, সে অন্য সকলের সমানই। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই অল্প। সাধারণ লোকের অনেকেই গতানুগতিক ন্যায়েই চলে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি অপেক্ষা লোকের নিন্দা প্রশংসা দ্বারাই অধিকতর পরিচালিত হয়—সর্ব্বোপরি লজ্জা এবং ভয়ই অধিকাংশ লোককে দুষ্কর্ম হইতে বিরত রাখে। ইহাদের দৃষ্টান্তে যে কার্য্যটা আর সেরূপ লজ্জাজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে না, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলিবে। এরূপ দৃষ্টান্তের মারাত্মক অনিষ্টকারিতা আর অধিক করিয়া বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং ইহাতে যে গুরুতর সামাজিক কর্ত্তব্যের লঙ্ঘন ঘটে এবং ঘোরতর রূপেই সমাজের বক্ষে ছুরিকাঘাত করা হয়, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। আর একটা কথা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না যে, ইহাতে ঐ সকল দুর্ভাগিনী নারীদের প্রতিও কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়, তাহাদেরও মহা অনিষ্ট সাধন করা হয়। যাহাতে তাহারা পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া সংশোধিত হয়, কল্যাণের পথে চলিতে সমর্থ হয়, তাহাই যে তাহাদের সম্বন্ধে প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য, উক্ত পথ সমাজের পক্ষে যেরূপ অনিষ্টকর তাহাদের পক্ষে তদপেক্ষাও অধিকতর ক্ষতিজনক, নিতান্তই প্রাণনাশকর, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে না—সে-কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে ইহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, যাহাতে এ পথের জঘন্যতাবোধ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহাদের পরিবর্ত্তন বিষয়ে, নিজ জীবনের দুর্গতি অনুভব করিয়া অনুতপ্ত হইবার পক্ষে, সহায়তার পরিবর্ত্তে বাধাই উৎপন্ন হয়। তাহারা যদি দেখিতে পায় যে, তাহারা অবাধে সকলের সঙ্গে সমান ভাবেই সমাজে চলিতে ফিরিতে মিশিতে, নানারূপ কার্য্যে সাহায্য করিতে, মান প্রতিপত্তি লাভ করিতে, সমর্থ হইতেছে, কোনও প্রকারে নিন্দিত হইতে হইতেছে না; তাহা হইলে আর নিজেদের জীবনকে ঘৃণিত মনে করিবার বিশেষ কারণ দেখিবে না, অনুতাপানলে বিশুদ্ধ হইয়া জীবন পরিবর্ত্তন করিবার জন্যও আগ্রহান্বিত হইবে না,—বরং অর্থ ও মান প্রতিপত্তি লাভের এরূপ একটা সহজ পন্থা অবলম্বন করিতে প্রকারান্তরে উৎসাহিতই হইবে। যাঁহারা মনে করেন, তাহাদিগকে দেশের নানা সৎ কার্য্যের সহিত সাহচর্য্য করিতে দিলে তাহাদিগকে ভাল কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া হইবে, সুতরাং তাহাদের পরিবর্ত্তনে সহায়তা করা হইবে, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। যদি অভ্যস্ত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া এরূপ কার্য্যে যোগ প্রদান করে, তবে কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে নিযুক্ত থাকিয়া এরূপ সুযোগ লাভ করিলে যে অধিকতর অকল্যাণই সাধিত হইবে, তাহা আর বিস্তারিত ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। আশা করি উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে। কল্যাণার্থী ব্যক্তির নিকট, জীবনের পরিবর্ত্তন ব্যতীত, বাহিরের কার্য্যের বিশেষ কোনও মূল্য নাই। সুতরাং, এরূপ ব্যবহার কোন দিক হইতেই সমর্থনযোগ্য নহে, সকল দিক হইতেই সমাজের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর মহা মারাত্মক বিষ বলিয়া গণ্য হইবারই উপযুক্ত। তাহাদের দুর্গতিতে ব্যথিত হইয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিয়া, পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কোনও প্রকার সাহায্য করিতে হইবে না, ঘৃণার সহিত ঠেলিয়া পাপ পথেই রাখিয়া দিতে হইবে, এরূপ কথা কোনও ধর্ম্মসমাজই বলিতে পারে না, বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজ ত পারেই না। সকলের মধ্যেই দেবত্ব রহিয়াছে, কেহই চিরদিন পাপে পড়িয়া থাকিবে না, এ ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ সকলের উদ্ধারের জন্যই আপনাকে নিযুক্ত রাখিবেন কাহাকেও ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিবেন না। কিন্তু তাহাতে আর এ সকল কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়াতে যে গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে, উভয়ের মধ্যে যে কোনও প্রকারই মিল নাই, তাহা ভুলিলে চলিবে না। কি করিলে তাহাদের প্রতি প্রকৃত দয়া ও প্রেমের কার্য্য করা হইবে, এ প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। যাহাতে তাহারা পাপজীবন পরিত্যাগের জন্য আকাঙ্ক্ষিত না হইয়া, অভ্যস্ত পথে চলিতে প্রকারান্তরেও ঘুণাক্ষরে উৎসাহিত হয়, তাহা যে তাহাদের প্রতি গুরুতর নিষ্ঠুরতা ও অপ্রেমের ব্যবহারই হইবে, চিন্তাশীল কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রই তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবে। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ যে পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বপ্রকারে সমীচীন ও সকলের পক্ষে—এই দুর্ভাগিনীদের পক্ষেও—কল্যাণকর। আশা করি, এই সামাজিক কর্ত্তব্যের দিকে সকলের সজাগ দৃষ্টি থাকিবে, কেহই এই গুরুতর সামাজিক দায়িত্বের কথা ভুলিয়া, ইহার লঙ্ঘনদ্বারা দেশমধ্যে মৃত্যুর বীজবিস্তারে সহায়তা

করিবেন না। ব্রাহ্মসমাজ যে কঠোর নীতিপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিল, এক সময়ে উপহসিত হইয়াও গৌরবান্বিতই হইয়াছিল, তাহা বিন্দুপরিমাণেও শিথিল করিতে কোনও প্রকারে সহায়তা করিবেন না—চিন্তাহীন লোকদের উপহাসের ভয়ে এক বিন্দুও স্বীয় পথ হইতে বিচলিত হইয়া কাপুরুষতার পরিচয় দিবেন না। পবিত্রস্বরূপের কল্যাণকর পুণ্য রাজ্য আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ও সমগ্র সমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকুক। তাঁহার পবিত্র ইচ্ছাই সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নানক বাণী

৪০

বীরা বীরা কর রহী বীর ভএ বৈরাই।
বীর চলে ঘর আপণৈ বহিণ বিরহ জল জাই।
বাবুল কৈ ঘর বেটড়ী বালী বালৈ নেহ।
জে লোড়হ বর কামণী সতগুর সেবহ তেহ।
বিরলো গিআনী বুঝন উ সতগুর সাচ মিলেই।
ঠাকুর হাথ বডাঈআ জৈ ভাবৈ তৈ দেই।
বাণী বিরলউ বিচার সী জে কো গুরমুখ হোই।
ইহ বাণী মহা পুরখ কী নিজ ঘর বাসা হোই।

ভাবানুবাদ

হে ভাই! হে ভাই! বলিয়া ভগ্নি ডাকে, কিন্তু ভাই ত মায়া কাটাইয়া বৈরী হইলেন।

ভাই ত নিজ গৃহে গেলেন, ভগ্নি তাঁহার বিরহে পুড়িয়া গেল।

পিতার গৃহে কন্যা থাকে, ছোট ছেলে মেয়েদের (ভাই ভগ্নির) সহিত তাহার প্রীতি।

যদি কামিনী স্বামীর অন্বেষণ কর, তবে ভগবানের সেবা কর।

এমন জ্ঞানী বুদ্ধিমান অতি বিরল, যাঁহারা বুঝেন যে ভগবানের নিকট সত্য পাওয়া যায়।

নোট—(১) বীর=ভাই; ভাব পদার্থসকল; "হে প্রিয় শরীর, হে প্রিয়ধন!" এইরূপে মানববুদ্ধি সদা চীৎকার করিতেছে, কিন্তু পদার্থসকল নষ্ট হইয়া যাইতেছে ও আবার বৈরী হইতেছে। কেহ কেহ বীর অর্থে জীবাত্মাকে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পংক্তিতে বহিণের অর্থ ভগ্নি বা বুদ্ধি; কেহ কেহ ইহার অর্থ শরীর করেন; সমুদয়ের অর্থ এইরূপ হয়—জীবাত্মা সর্ব্ব পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া যখন নিজ গৃহে চলিয়া যায়, তখন শরীর তাহার দুঃখে পুড়িয়া ভস্ম হয়। ট্রাক্ট সোসাইটির টীকা।

(২) বাবুল=পিতা, সংসার। বেটড়ী=বেটী, কন্যা, জীব।

(৩) প্রাণী আত্মাকে হে ভাই, হে ভাই বলিয়া ডাকিতেছে, কিন্তু সে মায়া মোহ কাটাইয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেল, ভগ্নি বিয়োগ প্রযুক্ত পুড়িয়া গেল। গ্রন্থকোষ

*(৪) বীরা—হে ভাই, ভাব অনাত্ম পদার্থ—হে প্রিয় রতন, হে প্রিয় ধন, এই প্রকার মনুষ্যবুদ্ধি সদা ক্রন্দন করে, তথাপি উহারা নাশ হইয়া বৈরী হইয়া যায়। বৃহৎ গ্রন্থকোষ

বৈরাই=বৈরী হইয়া গেল। প্রিয় পদার্থ সকল মৃত্যু সময়ে বৈরী হইয়া গেল। বৃহৎ গ্রন্থকোষ।

পরমেশ্বরের হস্তে মহত্ব, যাহার প্রতি করুণা করেন তাহাকে দেন।

যে কেহ ভগবৎ-আদিষ্ট হয়, এরূপ কোন বিরল ব্যক্তিই ভগবদ্‌বাণীর অনুশীলন করেন।

নিজ অন্তঃকরণেই পরমেশ্বরকে পাইবে, ইহাই মহাপুরুষদিগের উক্তি।

৪১

ভন ভন ঘড়ীঐ ঘড় ঘড় ভজৈ ঢাহি উসারৈ উসার ঢাহে।
সর ভর সোখৈ ভী ভর পোখৈ সমরথ বে পরবাহে।
ভরম ভুলানে ভএ দিবানে বিণ ভাগা কিআ পাঈঐ।
গুরমুখ গিআন ডোরী প্রভ পকড়ী জিন খিঁচৈ তিন জাঈঐ।
হরিগুণ গাই সদা রংগ রাতে বহুড়ি ন পছোতাঈঐ।
ভভৈ ভালহ গুর মুখ বুঝহ তাঁ নিজ ঘর বাসা পাঈঐ।
ভভৈ ভউ জল মারগ বিখড়া আস নিরাসা তরীঐ।
গুর পর সাদী আপো চীনৈ জীবতিআ ইব মরীঐ।

ভাবানুবাদ

ভাঙ্গিয়া গঠন করেন, গড়িয়া ভাঙ্গেন, ফেলিয়া দিয়া ধরিয়া তোলেন, তুলিয়া ফেলিয়া দেন।

পূর্ণ সরোবরকে শুষ্ক করেন, আবার পূর্ণ করিয়া রাখেন, এরূপ সামর্থ্য যাঁহার তিনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না।

যে জীব ভ্রমেতে ভুলিয়াছে, সে উন্মাদ হইয়াছে। সৌভাগ্য বিনা কি পাইবে?

যাহাদের মুখ ভগবানের দিকে, তাহাদের জ্ঞানের ডোর প্রভুর হাতে; যাহাকে টানিয়া লন সেই যায়।

তাঁহারা হরিগুণ সর্ব্বদা গান করিয়া প্রেমে মত্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় শোক করিতে হয় না।

"ভ" বর্ণের এই উপদেশ, ভগবন্মুখীন যাঁহারা তাঁহারা তাঁহাকে দেখেন বোঝেন, এইরূপে নিজ অন্তঃকরণে তাঁহাকে পান।

"ভ" বর্ণের উপদেশ যে, ভব-জলধির পথ কঠিন, আশা হইতে নিরাশ হইলে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

ভগবানের কৃপাতে আত্ম-পরিচয় হইলে জীবদ্দশাতেই অহং ভাবের মৃত্যু হয়।

৪২

মাইআ মাইআ কর মুএ মাইআ কিসৈ ন সাথ।
হংস চলৈ উঠ ডুমণো মাইআ ভূলী আথ।
মন ঝুঠা জম জোহিআ অবগণ চলহ নাল।
মন মহ মন উলটো মরৈ জে গুণ হোবহ নাল।

নোট।—(১) বে পরবা হৈ=Indifferent, কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।

(২) গুরমুখদিগের এই জ্ঞান যে, ভগবানের হস্তে সূত্র আছে, তিনি যাহাকে যে দিকে টানেন সে সেই দিকে যায়।

(৩) সংসারজলধি উত্তীর্ণ হইবার উপায় সাংসারিক বিষয়ে নিরাশা হইতে হইবে।

( ) অহং দূর হয় না, অথচ অহংএর মরণ না হইলে আত্মা নিজের স্বভাব ও পরমাত্মাকে পায় না—সংসারে থাকিতে থাকিতে এই অহং এর মৃত্যু হয় এক প্রকারে। গুরু নানক বলেন নিজেকে চিনিলে, আত্মজ্ঞান হইলে, উহা হয়।

মেরী মেরী কর মুএ বিণ নাবৈ ধুখ ভাল।
গড়্হ মন্দর মহলা কহা জিউ বাজী দীবাণ।
নানক সচে নাম বিণ ঝুঠা আবণ জান।
আপে চতুর সরূপ হৈ আপে জান সুজাণ।

ভাবানুবাদ

"ধন" "ধন" করিয়া প্রাণত্যাগ করে, ধনসম্পত্তি কাহারও সঙ্গে যায় না।

জীবাত্মা দুমনা (সংশয়গ্রস্ত) হইয়া চলিল, মায়া ও ব্রহ্মবিদ্যা দুই ভুলিয়া গেল।

অসত্য মন যমের তাড়না সহ্য করিল, অসদ্‌গুণ সঙ্গে চলিল।

যদি সদ্‌গুণ সঙ্গে থাকিত, তবে মনের মধ্যেই মন উল্টা ডিগবাজী খাইয়া পবিত্র হইত।

যাহারা "আমার" "আমার" করিয়া মরিল, নাম বিনা দুঃখই দেখিল।

মৃত্যু কালে গড়, মন্দির, প্রাসাদ কোথায় গেল, বাজীকরের খেলার ঘর ভাঙ্গিল।

নানক বলেন, সত্য নাম বিনা আসা যাওয়া (জন্ম মরণ) সব ব্যর্থ।

ভগবান সুচতুর, জ্ঞানময়, স্বয়ং অন্তর্যামী, সব ভাল করিয়া জানেন।

৪৩

জো আবহ সে জাহ ফুন আই গএ পছতাহ।
লখ চউরাসীহ মেদনী ঘটৈ ন বধৈ উতাহ।
সে জন উবরে জিন হরি ভাইয়া।
ধন্ধা মূআ বিগুতী মাইআ।
জো দীসৈ সো চালসী কিস কউ মীত করেউ।
জীউ সমপউ আপণা তন মন আগৈ ধেউ।
অসথির করতা তূঁ ধনী তিসহী কী মৈ ওট।
গুণ কী মারী হউ মূঈ সবদ রতী মন চোট।

ভাবানুবাদ

যে আসে সে যায়, বারবার আনা গোনা করে ও দুঃখ করে।

চৌরাশী লক্ষ মেদিনী কমেও না, বাড়েও না, যতটা ছিল ততটাই থাকে।

সেই ব্যক্তি উদ্ধার পায়, যাহারা ভগবানকে ভালবাসে।

বিষয়-বাসনা ঘুচে যায়, মায়া নষ্ট হয়।

যাহা দেখিতেছ উহা চঞ্চল, চলিয়া যাইবে। কাহার সহিত মিত্রতা করিতেছ?

নোট—(১) মাইআ = মায়া, ধন, বিষয় সম্পত্তি।

(২) হংস = জীবাত্মা। ডুমণো = দোমনা, দুশ্চিন্তা। আথ = ব্রহ্মবিদ্যা, শুদ্ধ মায়া। ট্রাক্ট সোসাইটির টীকা।

(৩) চতুর সরূপ হৈ = সুচতুর, কাহারও প্রবঞ্চনা খাটে না তাঁহার নিকট।

নোট—(১) পাপীকে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়, ইহাই হিন্দু সাধারণের বিশ্বাস।

(২) সবদ রতী মন চোট = সবদের চোটে, আঘাতে। মন রতী = মনে প্রেমোদয় হইল, বা বাণীতে অনুরাগ হইলে মনেতে মহা ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল।

জীবন সমর্পণ কর, আপনার প্রাণ ও মন তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলো—

হে কর্ত্তা! তুমিই সদা স্থির, তুমি প্রভু. তোমারই আমি শরণ লইলাম।

তোমার কৃপাতে আমার অহং মরিল, মন আঘাত পাইয়া তোমার বাণীতে অনুরক্ত হইল।

৪৪

রাণা রাউ ন কো রহৈ রংগ ন তুংগ ফকীর।
বারী আপো আপণী কোই ন বন্ধৈ ধীর।
রাহ বুরা ভীহাবলা সর ডুগর অসগাহ।
মৈ তন অবগণ ঝুর মূঈ বিণ গুণ কিউ ঘর জাহ।
গুণীআ গুণলৈ প্রভ মিলে কিউ তিন মিলউ পিআর।
তিনহী জৈসী থী রহাঁ জপ জপ রিদৈ মুরার।
অবগুণী ভরপুর হৈ গুণভী বসহ নাল।
বিণ সত গুর গুণ ন জাপনী জি চর সবদ ন করে বীচার।

ভাবানুবাদ

রাণা, রাও, কাঙ্গাল ও দুঃখী ফকীর কেহই থাকিবে না।

আপনার আপনার সময়ে সকলকে যাইতে হইবে; কেহই ধৈর্য্য ধারণ করে না।

পথ অতিশয় ভয়জনক, সাগর ও পর্ব্বত সম অগাধ।

আমার প্রাণে ঐ প্রকার অসদ্‌গুণ বর্ত্তমান; শোকে মরি। গুণ বিনা কি সম্বল লইয়া গৃহে যাই?

গুণীরা গুণের দ্বারা প্রভুর সহিত মিলিত হন, ভাবি কেমন করিয়া তাঁহাদের মত প্রেম পাই।

তাঁহাদের মত হইয়া থাকি, হৃদয়ে পরমেশ্বরের জপ করি।

আমার প্রাণ অসদ্‌গুণে পরিপূর্ণ, সঙ্গে সঙ্গে গুণও বাস করে।

কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভগবৎবাণীর অনুশীলন করা না হয় ও ভগবান কৃপা না করেন, সে পর্য্যন্ত গুণ ফুটিয়া উঠে না!

৪৫

লসকরীআ ঘর সম্হলে আএ বজহ লিখাই।
কার কমাবহ সির ধণী লাহা পলৈ পাই।
লব লোভ বুরি আঈর্আ ছোডে মনহ বিসার।
গড়্হ দোহী পাতসাহ কী কদেন আবৈ হার।
চাকর কহী ঐ খসম কা সউহে উত্তর দেই।
বজহ গবাএ আপনা তখত ন বৈ সহ সেই।
প্রীতম হথ বডি আঈর্আ জৈ ভাবৈ তৈ দেই।
আপ করে কিস আখী ঐ অবরণ কোই করেই।

ভাবানুবাদ

সৈন্যেরা আপনার আপনার বাস স্থান সামলাইয়া লইলেন, কার কত বেতন লিখাইয়া আনিলেন।

নোট। (১) রংগ = রঙ্ক, কাঙ্গাল। তুংগ ফকীর = ভিক্ষুক যাহার কষ্টে দিনপাত হয়।

(২) কিউ তিন মিলউ পিআর—কেহ কেহ অর্থ করেন—কেমন করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হই? উত্তর প্রেম কর।

(৩) সদ্‌গুণ প্রস্ফুটিত হইবার উপায় নাম জপ, ভগবানের জ্ঞান ও তাঁহার কৃপা।

প্রভুর কাজ নিজ নিজ শক্তির জোরে করিতেছেন এবং লাভ উপার্জ্জন করিতেছেন।

লোভ লালসা সকল মন্দ কার্য্য ছাড়িয়াছেন, একেবারে মন হইতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

গড়ে বসিয়া পাতশাহের (পরমেশ্বরের) দোহাই দিতেছেন, তাঁহাদের কখনও হার হয় না।

যাহারা প্রভুর ভৃত্য বলায়, কিন্তু সম্মুখীন হইয়া উত্তর করে, তাহারা বেতন ত হারায় এবং নিজ স্থানে বসিতে পায় না।

প্রিয়তমের হস্তে মহত্ত্ব, যাহার প্রতি করুণা তাহাকেই দেন। আপনি সব করেন। আর কাহাকে কি বলিব? অপর কেহ ত কিছু করে না।

ক্রমশঃ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ। (১২)

প্রথম অধ্যায় (পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

৭। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।

এই বচনটিও তৈত্তি ২।৭ হইতে গৃহীত। উপনিষদের ভাষা অনেক স্থলেই কথোপকথনের ভাষার অনুরূপ; লিখিত রচনার মত নহে। কাছে কাছে বসিয়া দুই জন লোক অনেক ক্ষণ ধরিয়া একই বিষয়ের আলোচনা করিতে থাকিলে, তাহারা ক্রমে তাহাদের ভাষা হইতে নামগুলিকে বাদ দিয়া শুধু সর্ব্বনামের ব্যবহার করে। হয়তো পরে-পরে কয়েকটি বাক্যে 'ইনি' 'উনি' বলা হয়, কিন্তু কাহারও নাম করা হয় না। অজ্ঞ লোকে শুনিলে বুঝিতে পারে না যে ইনি-টি কে অথবা উনি-টি কে; কিন্তু যাহারা কথা কহে, তাহারা বুঝিয়া লয়। উপনিষদে অনেক স্থলেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের ৫ম বচনের 'অয়ং' অর্থ জীব; ৬ষ্ঠ বচনের 'এষঃ' অর্থ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম; এই ৭ম বচনের 'এষঃ' অর্থ জীবাত্মা বা সাধক; কোথাও বিশেষ্য পদ নাই। তার পর, এই বচনে কতকগুলি বিশেষণের দ্বারাই ব্রহ্মকে ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; ব্রহ্মের জন্য বিশেষ্য কি সর্ব্বনাম কিছুরই ব্যবহার করা হয় নাই। এ যেন ঘনিষ্ঠ কথাবার্ত্তার ভাষা।

এই বচনে ব্রহ্মের বিশেষণগুলি সব অভাবাত্মক। উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ অনেক স্থানেই অভাবাত্মক বিশেষণের দ্বারা করা হইয়াছে।

উপনিষৎকার ঋষিগণ যে যে স্থলে সৃষ্টি-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার অনেক স্থলেই পাঠককে (অথবা শ্রোতাকে) সাবধান করিয়াছেন, যেন সে এই সৃষ্ট জগৎকে ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভাবে পৃথক্ বলিয়া মনে না করে। এইরূপ করিবার বিশেষ কারণ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাবৎ সত্তার **একত্বই** উপনিষদের ভিত্তিগত চিন্তা। জ্যামিতির postulate গুলি যেমন জ্যামিতির সকল প্রতিজ্ঞার ভিত্তিস্বরূপ, এই চিন্তাটি উপনিষদে তেমনি সকল আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ। এই ভিত্তিগত চিন্তাটিকে যাহারা মানিয়া লয়, "যাহা কিছু আছে, সকলই মূলতঃ যে একই সত্তার প্রকাশ মাত্র" এই কথা মনে মনে মানিয়া যে-সকল জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ব্রহ্মবাদী ঋষির কাছে আসে, তাহাদিগকেই 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসু' বলিয়া গ্রহণ করা হয়। বর্ত্তমান বচনটি তৈত্তিরীয়োপনিষদের যে স্থান হইতে গৃহীত, সেখানে ঋষি বলিতেছেন, "পরমাত্মা ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, আমি জন্ম ধারণ করিব। [এই ইচ্ছাতে] তিনি তপস্যা করিলেন, (অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করিলেন)। তিনি তপস্যা করিয়া এই যাহা কিছু, সব সৃষ্টি করিলেন।" এখন, সৃষ্টি-অর্থ হইতেছে আপনা হইতে বাহির করা। সুতরাং শ্রোতার মনে এই ধারণা আসিতে পারে যে, ব্রহ্ম কর্ত্তৃক 'সৃষ্ট' হইয়া (অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে বাহির হইয়া) যে-জগৎ হইল, তাহা ব্রহ্মের বাহিরে পড়িল, তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইল। তাই ঋষি তৎক্ষণাৎ আবার বলিতেছেন, "জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে তিনি **অনুপ্রবিষ্ট** হইলেন। সেই এক সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, আপনার অনুপ্রবেশের দ্বারাই, মূর্ত্ত (জগৎ) ও অমূর্ত্ত (ব্রহ্ম) এই দুই হইলেন; নির্ব্বচনীয় (নামরূপাদিদ্বারা বিশিষ্ট জগৎ) ও অনির্ব্বচনীয় (ব্রহ্ম), এই দুই হইলেন; আশ্রিত (জগৎ) ও অনাশ্রিত (ব্রহ্ম), এই দুই হইলেন; চেতন ও অচেতন, সত্য ও অসত্য, এই যাহা কিছু আছে, সবই হইলেন। এজন্যই ব্রহ্মকে সত্যম্ বলে।"

নামরূপাদিতে বিশিষ্ট বিচিত্র এই জগৎকে ভাবিতে চাও, তাহাও তিনি; নির্বিশেষ এক মাত্র ব্রহ্মকে ভাবিতে চাও, তাহাও তিনিই। জগৎ ও ব্রহ্ম, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য (distinction) আছে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া এই দুইকে **দুই স্বতন্ত্র সত্তা** বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। এই ভুল যাহাতে না হয়, ঋষি সে-বিষয়ে শ্রোতাকে সতর্ক করিতেছেন।

এক দিকে একান্ত দ্বৈতবাদ, যাহাতে ঈশ্বর ও সৃষ্টি এই দুইকে কেবল **দুই** বলিয়া ভাবিবার জন্যই ব্যগ্রতা থাকে; সৃষ্টির সত্তা যে ঈশ্বরের সত্তারই প্রকাশ, মূলতঃ সৃষ্টি যে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, এ-তত্ত্বে মন প্রবেশ করিতে চাহে না। অপর দিকে একান্ত অদ্বৈতবাদ, যাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগৎকে অস্তিত্বই দিতে চাহে না; 'ব্রহ্ম একমাত্র সত্য' ইহা বলিয়াই যাহা শেষ করে; সৃষ্টির সত্তা আপেক্ষিক সত্তা হইলেও, সৃষ্টি যে সত্য, মিথ্যা নয়, এ কথা যাহাতে স্বীকার করা হয় না; ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য্যকে যাহা মায়া (অর্থাৎ মিথ্যা বিস্তার) বলে। এই উভয় ভ্রম হইতে দূরে থাকা প্রয়োজন। উপনিষৎকার ঋষি যাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন তাহাদের চিন্তা (এবং সাধারণ মানবমণ্ডলীর চিন্তা) একান্ত দ্বৈতভাবের মধ্যেই আবদ্ধ; তাই তিনি দ্বৈতবুদ্ধির বিরুদ্ধে সতর্কতার কথাটিই বলিয়াছেন। আমার মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজের লোকদের জন্যও এই সতর্কতারই প্রয়োজন; কারণ আমরা

নোট—(১) লশকরীআ—ফৌজেরা অর্থাৎ ভক্ত সেবকদল।

(২) প্রভুর সেবা ভক্তি করে অথচ মনে মনে অভিমান করে, তাহা হইলে হইবে না; নম্র অধীন হওয়া আবশ্যক, প্রভুর কৃপাই শেষ সম্বল।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূত্রে যুরোপীয় চিন্তাধারা হইতে একান্ত দ্বৈত-ভাবটিই প্রথমে পাইয়া থাকি।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের ঐ সতর্কতামূলক বাক্যগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একান্ত অদ্বৈতবাদ এবং মায়াবাদকেই অধিক ভয় করিতেন, (আত্মজী ১৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এবং এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথের মন কিয়ৎ পরিমাণে দ্বৈতবাদের দিকেই ঝুঁকিয়াছিল

যাহা হউক, উপনিষৎকার ঋষি বলিতেছেন, দৃশ্য ও অদৃশ্য, শরীরী ও অশরীরী (অনাত্ম্য), নামরূপাদিদ্বারা বিশিষ্ট ও নামরূপ হীন অবিশিষ্ট (অনিরুক্ত), আশ্রিত ও অন্য-আশ্রয়-রহিত (অনিলয়ন), এই দুইয়ের মধ্যে যেটি দ্বিতীয়, [তাহাই আনন্দস্বরূপ 'সুকৃত' ব্রহ্ম; এবং] জীব সেই ব্রহ্মে নির্ভয় হইয়া স্থিতি করিতে পারিলেই প্রকৃত অভয় প্রাপ্ত হন। [এই পর্য্যন্তই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের সপ্তম বচনে উদ্ধৃত করিয়াছেন]।

ইহার পর উপনিষদে যে কথাগুলি আছে তাহার মর্ম্ম এই যে এই ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা; যদি সাধক এই ব্রহ্মেতে অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করেন, (অর্থাৎ যদি অণুমাত্র এমন কিছু থাকে, যাহাকে তিনি এই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন), তবেই তাঁহার ভয় হয়। যে বিদ্বান্ ইহা (ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা, এই কথা) মানেন না, ব্রহ্মই তাঁহার পক্ষে ভয়ের কারণ হন।—এই বলিয়া ঋষি একটি শ্লোকের (ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে গৃহীত ২৫ সংখ্যক শ্লোকটির) দ্বারা বলিতেছেন যে, বায়ু সূর্য্য ইন্দ্র অগ্নি মৃত্যু, ইঁহারা ব্রহ্মের ভয়েই ধাবিত ও উদিত হন। যে প্রসঙ্গে ও যে ভাবে এই শ্লোকটি ঋষি-মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যেন ঐ পাঁচটি বৈদিক দেবতাকে ঋষি 'ব্রহ্মজ্ঞানহীন বিদ্বানের' দলে ফেলিয়া ব্রহ্ম-ভয়ে ভীত বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন। (বৈদিক দেবতাগণ উপনিষদের অনেক স্থলেই মানুষদের মত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্রহ্মবিৎ প্রভৃতি নানা ভাবে কল্পিত হইয়াছেন।)

'অভয়ং' কথাটি ক্রিয়াবিশেষণ। ব্রহ্মে কিরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা (অর্থাৎ স্থিতি করা) চাই? যাহাতে ভয় যায়, এমন করিয়া স্থিতি করা চাই। নির্ভয়ে ব্রহ্মে স্থিতি করিয়া যিনি 'অভয়' পান, তাঁরই 'অভয় পাওয়া' ঠিক হয়। তাঁহার সে অভয় আর পরে কখনও ভয়ে পরিণত হয় না। (এই জন্য দেবেন্দ্রনাথ এই বচনের পরে 'ন বিভেতি কদাচন' যুক্ত শ্লোকটি স্থাপন করিয়াছেন।)

ব্যাখ্যাসূচী—ধর্ম্মজী ১।১৪৮—১৫৯; ৩।১৪৭—১৫৩।

৮। **যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।** এ শ্লোকটির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

৯। **এষাস্য পরমাগতি রেষাস্য পরমা সম্পৎ, এষো২স্য পরমো লোক এষো ২স্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈব আনন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রা মুপজীবন্তি।** এই বচনটি বৃহ ৪।৩।৩২ হইতে গৃহীত। তথায় 'ব্রহ্মলোক' অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিতির বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এই বাক্যটি বলিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের অনুসরণে এই বচনটির প্রথমাংশ এই অর্থে গৃহীত হইয়া আসিতেছে যে, পরমাত্মাই জীবাত্মার পরম গতি, পরম সম্পদ্, পরম ধাম ও পরম আনন্দ। দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় 'তাৎপর্য্যে' বলিতেছেন, "যত প্রকার সদ্গতি আছে তন্মধ্যে পরমেশ্বরেই আমাদিগের পরম গতি; তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া পুণ্যের শেষ পুরস্কার। যতপ্রকার সম্পদ্ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমাদের পরম সম্পদ্; এ সম্পদ্ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন সম্পদকে সম্পদই বোধ হয় না। যত যত লোক আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমাদিগের পরমাশ্রয়স্বরূপ পরম লোক; তাঁহাতে যিনি বাস করেন, তিনি আর কোন অনিত্য পরিমিত লোকের অস্থায়ী অপূর্ণ সুখ প্রার্থনা করেন না। যত প্রকার আনন্দ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বরলাভ আমাদিগের পরমানন্দের বিষয়।"

এই বচনটির ভাষা ও ভাব উভয়ই অতি উন্নত ও প্রাণস্পর্শী। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের যে সকল বচন হইতে আমরা শোকে সান্ত্বনা লাভ করি, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতলোকের সন্ধান পাই, অন্ধকারের ভিতরে আলোক প্রাপ্ত হইয়া অভয়ধাম দর্শন করি, এই বচনটি সেই সকলের মধ্যে অন্যতম। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এই বচনটি প্রায়ই পঠিত হইয়া থাকে; এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেক আচার্য্য ও উপদেষ্টা এই বচনটি অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

এই বচনটিকে দেবেন্দ্রনাথ যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, মূল উপনিষদের অর্থ ঠিক তাহা নহে। সেখানে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার মতানুযায়ী 'ব্রহ্মলোক' (অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থা) বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, "জীবের পরমা গতি ইহা (অর্থাৎ এই ব্রহ্মলোক); জীবের পরমা সম্পৎ ইহা (ব্রহ্মলোক); জীবের পরম লোক ইহা (ব্রহ্মলোক); জীবের পরম আনন্দ ইহা (ব্রহ্মলোক)।"

এই বাক্যে 'অস্য' শব্দটি সর্ব্বত্র 'জীবের' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এষা, এষা, এষঃ, এষঃ, এই চারিটি শব্দ subject নহে, predicate; subject হইলে ('ব্রহ্মলোক' শব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়া) সর্ব্বত্র 'এষঃ' পদই থাকিত। বাক্যগুলির অন্বয় এইরূপ :— অস্য পরমা গতিরেষা, অস্য পরমা সম্পৎ এষা, অস্য পরমো লোক এষঃ, অস্য পরম আনন্দ এষঃ।

এই 'ব্রহ্মলোক' অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের ধারণা কিরূপ ছিল, আগামী বারে তাহার আলোচনা করা যাইবে, দেখিতে পাইব, আমাদের সহিত অথবা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের সহিত সে ধারণার মিল নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, ব্রহ্মে স্থিতির অর্থ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হওয়া; আত্মজ্ঞান হারাইয়া, নির্বিশেষ হইয়া, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়া। দেখিতে পাইব, তিনি এ জগতের বস্তুসকলকে 'মৃত্যুর রূপ' বলিয়াছেন, এবং জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থাকে সুষুপ্তির অবস্থা হইতে হীন বলিয়াছেন। কামনা-রহিত সাধক মৃত্যুর পরে যে অমৃতত্বের অধিকারী হন, সে অমৃতত্ব যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি; এবং ইহলোকে সুষুপ্তির অবস্থা তাহার নিদর্শন স্বরূপ।

কিন্তু আমাদের সহিত মতের অমিল হইলেও, বৃহদারণ্যকোপনিষদের এই অংশটি আমরা আগামী বারে পাঠ করিব। জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনের ভিতরে, উপনিষদ্‌যুগের সেই সরল ভাষা, পরস্পর আত্মীয়বৎ প্রশ্নোত্তর, এবং নানা উপমার

সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞানের কথা সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্যের নানা প্রয়াস,—এ সকল হইতে আমরা প্রচুর আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিব।

ব্যাখ্যাসূচী—ব্যাখ্যান, ২ প্র ৪ ; আত্মজী ১০৭ ; ধর্ম্মজী ১।১৮৯—১৯৮ ; শান্তিনি ২ ৮৪—৯০ ; Personality 85, 107 ; Sadhana 161.

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ব্রাহ্মসমাজ ও পারিবারিক অনুষ্ঠান।

সভ্য অসভ্য, শিক্ষিত অশিক্ষিত, প্রাচীন এবং আধুনিক, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিতরেই বাহ্যিক অনুষ্ঠানসকলের দ্বারাই ধর্ম্মের পারিবারিক এবং সামাজিক দিক সূচিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং অনুষ্ঠান-বিহীন পরিবার এবং সমাজের কথা ধর্ম্মেতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, যে, বাহ্যানুষ্ঠান-বাহুল্যে কালের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের প্রকৃত রূপ ও মহিমা চিরদিনই যেমন প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে, অপর দিকে, এই জন্য এক মাত্র বিচার ও জ্ঞান লইয়া ধর্ম্মপরিবার এবং ধর্ম্মসমাজ গড়িয়া তোলাও যেন এক অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে। এ বিষয়ে আলোচনা করিলে কথা অনেক বাড়িয়া যাইবে, তাই এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মসমাজের পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলির কথাই ভাবিবার দিন আসিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ বাহ্যপূজা এবং বাহ্যানুষ্ঠান বহু পরিমাণেই ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন। অথচ, আনন্দ চাই, সম্মিলন চাই, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান চাই। কিন্তু বাহিরের উপকরণ পূজার ঘরে কিছুই রাখি নাই। যাহা আছে, তাহা উচ্চ অঙ্গের—বিচারের—উপলব্ধির—বিজ্ঞ, সাধক, উপাসকেরই সম্ভোগ্য। তাহা সঙ্গীতে, তাহা মনে, ধারণামূলক উপাসনার ঘরে। পরিবারস্থ এবং সমাজস্থ সকলের পক্ষে তাহা সম্ভোগের অথবা আনন্দজনন নহে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

সকলকে এক উদ্দেশ্যে চলিতে হইলে, প্রাণযোগ গভীর করিতে হইলে, আত্মীয়তা ও আনন্দে সকলের চিত্ত জাগাইয়া তুলিতে হইলে, সমাজ-ধর্ম্মে অনুষ্ঠান অনিবার্য্য ব্যাপার। অনুষ্ঠানবিহীন হইয়া সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম চলিতে পারে, কিন্তু সামাজিক ধর্ম্ম একেবারেই অসম্ভব। ব্রাহ্মসমাজ ভাঙ্গিয়াছেন যত, এযাবত গড়িয়াছেন তাহা অপেক্ষা কম, ছাড়িয়াছেন যত ধরিয়াছেন তাহা হইতে অনেক কম। বলিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এখন ভাঙ্গা গড়া ইহার কিছুরই মধ্যে নাই। অল্প দিনের ভিতরে কেমন একটা উদাসীনতা, বিশৃঙ্খলা এবং অনেকটা যেন স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। যেখানে অভ্রান্ত শাস্ত্র নাই, আপ্ত কর্ম্মের স্থান নাই, যেখানে প্রাচীন আচার অনুষ্ঠানসকলের অন্ধ অনুসরণও নাই, সেখানে স্বাধীন বিচার ও স্বাধীন বিবেকের অনুসরণে সকলের ভিতরে ঐকমত্যের সম্ভাবনা কোথায়? ব্রাহ্মসমাজের এই সকল বিষয় ভাবিবার দিন আসিয়াছে—না ভাবিলে সমাজ গড়িবে না। তবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম—সত্য ধর্ম্ম—তাহার প্রকাশ ও প্রচারপথে কেহ অন্তরায় হইতে পারিবে না, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসমাজ ও আদর্শ সমাজ রূপে গড়িয়া উঠিবে না। তাই সকলেরই এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া একটা জনমত গড়িয়া লওয়া একান্তই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে।

মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল অবস্থাগুলিকেই ধর্ম্মের আলোকে দর্শন করিবার একটা বড় দিক আছে। এই দর্শন বা দৃষ্টির প্রয়োজন বোধ হইলে, দশে মিলিয়া যখন ভগবান্‌কে স্মরণ করে, তাঁহার ইচ্ছা উপলব্ধি করিতে গিয়া বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় যখন পূজার অর্ঘ্য প্রস্তুত করে, তখনি তাহা অনুষ্ঠানের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের পূর্ব্ব হইতেই গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের বিবিধ সোপান রহিয়াছে। মাতৃগর্ভে শিশু বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে—এই চিত্র ভাবিলে মন বিস্ময়ে ভক্তিতে অবনত হইয়া গৃহস্থাশ্রমের ভাবী জননীকে লইয়া কি সুন্দর একটী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারেন। হিন্দু সমাজে এই অনুষ্ঠান সাধভক্ষণেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভগবৎস্মরণের এবং তাঁর অপূর্ব্ব সৃষ্টিলীলাদর্শনের স্থান আর তেমন নাই। ব্রাহ্মসমাজ এই সকল অনুষ্ঠানের অনুসরণে বিরত। তার পরে ভূমিষ্ঠ হইলে জাতকর্ম্ম-অনুষ্ঠানের পালা। এটীও হিন্দুসমাজে বাহ্যানুষ্ঠানে পরিণত। ব্রাহ্মসমাজে এই অনুষ্ঠানটী বেশ সুন্দর। কিন্তু কালের কোন সীমানির্দ্দেশ নাই, অনেক পরিবারে এক মাসেই সম্পন্ন হইতেছে, কোন কোন পরিবারে ৩।৪ মাস অতিক্রান্ত হইলেও সম্পন্ন হয়, আবার বলিতে কি এমন পরিবারও বিরল নহে, যেখানে শিশুর জাতকর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্নই হইল না।

ইহার পরে অন্নারম্ভ ও নামকরণ অনুষ্ঠান একটী বড় অনুষ্ঠান। হিন্দুসমাজে ইহার আবশ্যকতা এবং উচ্চতা অনেক বেশী। ব্রাহ্মসমাজে ইহার প্রচলন হইয়াছে সত্য, কিন্তু বয়সের কোন সীমা নির্দ্দেশ নাই, যাঁর যখন ইচ্ছা, যে বয়সে সুবিধা যাঁর, তদনুরূপই চলিতেছে—১৩।১৪ বৎসর বয়সেও নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন না হইয়াছে এমন নহে। অনেক পরিবারে অনুষ্ঠানই হয় না, একটা আদরের অথবা প্রিয় নাম বাছিয়া তাহাতেই ডাকিয়া ডাকিয়া আর অনুষ্ঠানের স্থান থাকে না। অন্নারম্ভ অনুষ্ঠান অনেকেরই হয় না। ইহার পরে বিদ্যারম্ভ একটী সুন্দর অনুষ্ঠানের স্থান। বিদ্যারম্ভে বহু স্থানেই কোন অনুষ্ঠান হয় না। নিজেরা—শিক্ষিত পিতা মাতা—৩।৪ বৎসর বয়স হইতেই শিশু পুত্র কন্যাদিগকে যখন তখন শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ অনুষ্ঠানও নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে।

হিন্দুসমাজে জন্মতিথিতে কোন কোন জেলাতে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এই অনুষ্ঠানটীর প্রচলন অধিকতর রূপে দৃষ্ট হইতেছে। বালক বালিকাগণ এই অনুষ্ঠানটীতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। বলিতে গেলে শিশু ও বালক বালিকাদিগের এই অনুষ্ঠান উৎসবটীই উপভোগ্য। অন্য বড় বড় উৎসবগুলির আধ্যাত্মিক দিক ইহাদের অনুভবশক্তির বাহিরে। তবে ক্রমে এই উৎসব বৃদ্ধদিগের জন্মদিনেও সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের এই দিকটা খুবই সুন্দর এবং দেশের ভিতরে অনেকটা নূতন। এই প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে এ কথা

বলিলে কিছু অন্যায় হইবে না, যে, অনেক পরিবারে বালকবালিকা-দিগের জন্মদিনে, আহারাদির প্রাচুর্য্য, উপঢৌকন প্রভৃতির আড়ম্বর দেখা যায়, কিন্তু ভগবানের চরণে প্রার্থনা উপাসনাদির জন্য সময় ও স্থান হয় না। নিতান্তই রাজসিক ভাবের আমোদ প্রমোদে জন্মদিনের উৎসব শেষ হইয়া যায়। তার পরে সকল পরিবারে, প্রতিবৎসরে, জন্মদিনে উপাসনাদি হয় না। কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারে ইহার নাম গন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

অন্যান্য সমাজে বয়স হইলে ধর্ম্মগ্রহণের একটী দীক্ষানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদিগের উপনয়ন-অনুষ্ঠান একটী শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মসমাজে জাত পুত্র কন্যাগণের পক্ষে এ অনুষ্ঠান কল্পনার বাহিরে। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজ হইতে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জীবনের দায়িত্ব ও গভীরতা লইয়া ধর্ম্মজীবনযাপনে নিরত থাকিতেন। এখন যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদের ভিতরে অল্প লোকই দীক্ষিত হইয়া থাকেন। অনেক যুবক ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ-সূত্রেই প্রবেশলাভ করিতেছেন। তাঁরা শিক্ষিত, চরিত্রবান, ও নীতিপরায়ণ হইলেও তাঁদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যথেষ্ট উদাসীনতা থাকিয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম সমাজের গঠন ও পোষণ হিসাবে এ বিষয়ে ব্রাহ্ম অভিভাবকদের খুবই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মঘরে জন্মিলেই পুত্র কন্যাগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে ও মতে আস্থাবান ও বিশ্বাসী হইবে, এমন প্রমাণ সকল পুত্র কন্যার জীবনে পাওয়া যায়, এরূপ কথা সাহস করিয়া বলা চলে না। কোন কোন স্থানে ইহার বিপরীত অবস্থাও সংঘটিত হইয়াছে। এজন্য পুত্র কন্যাগণ ১৬ হইতে ২০ বৎসরে উপনীত হইলে একটী ধর্ম্ম-দীক্ষানুষ্ঠান সম্পন্ন করিলে জীবন সবল ও নিরাপদ বলিয়া ধর্ম্ম-সমাজের সম্পদ্ রূপে গণ্য হইতে পারে।

সমাজধর্ম্মে বিবাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তিই বিবাহ। ইহার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, ও সামাজিকতা হিসাবে ইহার বহিরঙ্গের দিক উচ্চ স্থানই লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মবিবাহের স্বাধীন মনোনয়নমূলক প্রতিজ্ঞাগুলি অতি সুন্দর। উপাসনা ও সঙ্গীতে বিবাহের গভীরতা ও আনন্দ যথেষ্টই প্রচারিত হইতেছে। আমার মনে হয় ব্রাহ্মবিবাহানুষ্ঠানের মত সুন্দর অনুষ্ঠান কোন শিক্ষিত ও সভ্য সমাজে নাই। তবে খুব ভাবিবার দিনও আসিয়াছে। দিন দিন যেন বিবাহ-সভার গাম্ভীর্য্য, ধর্ম্মানুষ্ঠানের উচ্চতা ও শান্তভাব খর্ব্ব হইয়া রজঃগুণের আবির্ভাব হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে খুবই সাবধান হওয়া প্রয়োজন। বহু লোক বিবাহ-সভার উপাসনাদির তেমন মর্য্যাদা দিতেও যেন অক্ষম ও অনিচ্ছুক হইয়া উঠিতেছেন। তাঁরা মনে করেন, বিবাহ একটা আমোদ আহ্লাদের ব্যাপার, ইহার ভিতরে আবার ধর্ম্মের বাড়াবাড়ি কেন? যাক্ এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট ভাবিবার বিষয় আছে। তার পরে, বিবাহ-অনুষ্ঠানের কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি নাই। মোটা মোটি একটি ব্রাহ্মবিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু অনেক অনুষ্ঠানে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ নিজেদের মনোমত একটা কিছু প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। কিন্তু তাহা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচলিত জনমতের বিরুদ্ধ হওয়ায় অনেক স্থানে ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে একটী পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া রাখা ভিন্ন উপায় নাই।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, নবান্ন, গৃহপ্রতিষ্ঠা, রোগমুক্তি, পরীক্ষায় কৃতিত্ব, উচ্চপদ ও উপাধি লাভ, ব্যবসায়ে উন্নতি প্রভৃতি সূত্রে কোন কোন পরিবারে ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা-অর্পণের ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু এই অনুষ্ঠানগুলি তেমন বড় স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। বিচার করিলে গৃহস্থাশ্রমের লাভ অলাভ, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, মানব জীবনের সকল অবস্থাতেই ভগবানকে ডাকা যায়। শুধু ডাক নয়, এগুলি ভগবানকে লাভ করিবারই সোপান। এই জন্য কোন কার্য্যেই ভগবান্‌কে বিস্মৃত হইলে চলিতে পারে না।

পারলৌকিক অনুষ্ঠান মানব জীবনের চরম অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠান কোন সমাজে কোন কারণেই বড় বাদ পড়ে না। ব্রাহ্ম সমাজে এ অনুষ্ঠান কোথাও বড় বাদ পড়িতেছে না। তবে মৃত্যুর পরে কত দিনে কাহার পারলৌকিক আদ্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে, তার কোন বিধি নির্দ্ধারণ নাই। কেহ এক সপ্তাহে, কেহ ১০।১১ দিনে, কেহ একমাস অন্তে, কেহ বা সুবিধামতে বহুদিন অন্তেও সম্পন্ন করিতেছেন। এ বিষয়ে স্বাধীন বিচার অনুসারে চলা এক অর্থে ভাল হইলেও সমাজ গড়িয়া তোলার পক্ষে ইহাতে ভবিষ্যতে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। ব্রাহ্মসমাজে যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁরা কোন কোন স্থানে ১১ দিনে, কায়স্থ গণ একমাসে, বৈদ্য সম্প্রদায় ১৫ দিনেও পারলৌকিক করিয়া থাকেন। সুতরাং দোষ না হইলেও ইহাতে পূর্ব্বের সংস্কার হইতে মুক্তি হইল না। ইহাতে গুরুতর দোষ না ঘটিলেও সেই জাতিভেদের নিগড় এই সূত্রে আবার মাথা জাগাইয়া তুলিতে পারে। সুতরাং ১০ দিনে কিম্বা ১২ দিনে এ বিষয়ে একটী নির্দ্ধারণ হইলে তাহা যেন মন্দ বলিয়া মনে হয় না।

ইহার পরে প্রতি বছর জন্মদিনের যেমন অনুষ্ঠান পরলোক-গমনের দিনেও বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রচলন ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ স্থানে প্রায় দেখা যাইতেছে। তবে বহু পরিবারে এ বিষয়ে তেমন দৃষ্টি দেখা যায় না। বৎসরান্তে পরলোকগত পিতা মাতা, পতি পত্নী, ভাই ভগিনী ও পুত্র কন্যাগণের স্মরণে প্রভূত কল্যাণ হয়, সে দিনের স্মৃতি ও গাম্ভীর্য্য চিত্তকে গভীর করিয়া তোলে। ইহা ব্যতীত ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মসমাজে আরো নূতন নূতন অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইতে পারে। ব্রাহ্মপরিবারসকলে আবার নূতন করিয়া অনুষ্ঠান বিষয়ে চিন্তার জাগরণ প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে যেমন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ও সামাজিক কল্যাণ, অপর দিকে প্রচারশীল ধর্ম্মসমাজের পক্ষে প্রচার হিসাবেও অনুষ্ঠানের যথেষ্ট প্রয়োজন। অনুষ্ঠানের উপাসনা, সঙ্গীত, আহারাদি ও আমোদ প্রমোদ বিষয়ে বারান্তরে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

নীরব সাধকের দৈনন্দিন-লিপি।

(১)

পাঁচ জনকে লইয়া যখন উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন প্রায়শঃ দেখা যায়, নিজের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যাদি

প্রদর্শনের একটা প্রবৃত্তি বাহির হইয়া পড়ে। যেখানে কেবলই সরলতা, দীনতা, অকিঞ্চনাদি থাকা আবশ্যক, যে স্থলে কেবলই শিশুর মত আকুল সরলতার ভাব থাকা আবশ্যক, সেখানে যখন এরূপ পাণ্ডিত্যাদির ভাব প্রকাশ পায়, তখন তাহা যে শুধু অশোভন হয় তাহা নহে, তাহা বিশেষ ক্ষতির কারণও হয়। এ জন্য এ বিষয়ে খুব সাবধান হওয়াই উচিত।

(২)

প্রাণবিনিময়ে যাহা লাভ করিতে হয়, তাহা সামান্য বস্তু নহে। তাহার মূল্য নির্দ্দেশ করা যায় না। সে বস্তু হইতেছে ঈশ্বরপ্রেম। ঐ প্রেম সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে, "সুচতুর সেই সাধু প্রাণ-বিনিময়ে লভেন তোমার প্রেম দীন দাস হ'য়ে।" ঈশ্বরপ্রেমই সাধকের একমাত্র উপার্জ্জনীয়। তাহার জন্যই সাধক সর্ব্ব প্রকারের ক্ষতি, পার্থিব ক্ষতি, সহিতে প্রস্তুত এবং সকল প্রকারের ক্লেশ বহন করিতে প্রস্তুত। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে ত বলিতেই হইবে, এই প্রেম পাইবার জন্য আমাদিগকে আবশ্যক হইলে স্বদেশপ্রেমকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বদেশ প্রিয়; তাহার জন্য অনেক করিতে হইলেও, ঈশ্বরপ্রেম পাইবার পথে যদি তাহা বাধা আনয়ন করে, তবে স্বদেশপ্রীতিকে পরিহার করিতে হইবে। স্বজনগণ-প্রেম, আত্ম-প্রেম, সব প্রেমই ঈশ্বরপ্রেম লাভের উপায় হওয়া আবশ্যক। যাহা সেই প্রেমের পথে বাধা আনয়ন করে তাহা পৃথিবীর হিসাবে যতই মূল্যবান হউক, তাহার মমতাকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৩)

ঈশ্বর-প্রেমিক হওয়া সহজ কথা নহে। প্রেমের আগমনে মানবকে নিত্য ক্রিয়াশীল হইতে হয়। শুধু ধ্যানের ঘরে বসিয়া ধ্যান করিলে বা পূজার ঘরে বসিয়া পূজা করিলেই প্রেমিকের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। প্রেমিককে শরীর দিয়াও অনেক করিতে হয়। দুঃখী গরিব অনাথদিগের জন্য অনেক খাটিতে হয়। কিন্তু শরীর যার অক্ষম, যে দুর্ব্বল, অন্যের জন্য যার কিছু করিবার সাধ্য নাই, সে কি করিবে? সে কাহারও কিছু সেবা বা উপকার করিতে না পারুক, সে কাতর হইয়া বিঘ্নহারী দাতা দয়ালুর নিকটে ক্রন্দন করিতে পারে, নিবেদন জানাইতে পারে। তাহার উপরে সর্ব্বপ্রযত্নে সে অন্যের ক্ষতি যাতে না হয়, এমন ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার বলে, বসিয়া বসিয়া আহার করিলেও অপরের প্রাপ্য খাদ্যাদি হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হয়। এ কঠিন প্রশ্নের ত মীমাংসা হয় না। কে এই কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিবে? প্রভো, আলোকদাতা, আলোক দাও।

ব্রাহ্মসমাজ

ভাদ্রোৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—৫ই ভাদ্র (২১শে আগষ্ট) সায়ংকালে "ব্রাহ্মসমাজের নিবেদন" বিষয়ে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং সভাপতি রূপে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় বক্তৃতা করেন। ৬ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট) প্রাতে জোড়াসাঁকো-স্থিত পরলোকগত কমললোচন বসুর বাটীর (যেখানে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়) সম্মুখে সকলে সম্মিলিত হইলে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু প্রার্থনা করেন। তৎপর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আপার চিৎপুর রোড, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, বলরাম দে ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, মাণিকতলা স্পার, জেলিয়াপাড়া রোড, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, সিমলা ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা; শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৭ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) প্রাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ২।০ ঘটিকায় যুবকদিগের সম্মিলনে "উচ্চ শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব" বিষয়ে আলোচনা; শ্রীমান সরোজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীমতী সুহাসিনী দাস গুপ্ত, শ্রীমতী বনজ্যোৎস্না ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান অশোক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান সুবিনয় রায়, শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ও শ্রীমান অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও সভাপতি রূপে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে স্ব স্ব বক্তব্য প্রকাশ করেন। সায়ংকালে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশ প্রভৃতির মর্ম্ম যাহা সংগ্রহ করিতে পারি, পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৪শে আগষ্ট পুনা নগরীতে প্রবীণ ব্রাহ্ম স্যার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও উচ্চ ধর্ম্ম জীবনের জন্য তিনি সর্ব্বত্র সমাদৃত ছিলেন। বিশেষভাবে বোম্বাই ব্রাহ্মসমাজের অনেক কাজ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বিগত ৯ই আগষ্ট শ্রীমতী শরদিন্দুবালা চন্দ তাঁহার মাতা বিরাজমোহিনী বসুর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া ভাগলপুরে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে তিনি ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে ৩৲ টাকা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা মোট ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ২৩শে আগষ্ট নলহাটীতে শ্রীযুক্ত কালিদাস সরকারের প্রথমা কন্যা আশা রায়ের আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে কালিদাস বাবু উপাসনার কার্য্য করেন, এবং সন্ধ্যায় বাবু চন্দ্রশেখর রায় প্রার্থনা করেন; এবং গরীবদিগকে চাউল বিতরণ করা হয়।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ—বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে গত ১২ই শ্রাবণ বাঁকুড়া সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেদারনাথ কুলভী মহাশয়ের বার্ষিক পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত প্রাতে উপাসনা এবং সন্ধ্যায় প্রার্থনা করেন।

গত ১৩ই শ্রাবণ সন্ধ্যাকালে বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; সঙ্গীতের পর সুরেন্দ্রবাবু প্রার্থনা করেন। তারপর শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

আন্দুল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ২৮শে জুন তারিখের বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু সভাপতি, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মল্লিক ও শ্রীযুক্ত অনাথনাথ চক্রবর্ত্তী সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নিয়োগ প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

মহিলাদিগের নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডার—মহিলাদিগের নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইতেছে :—মিসেস এন গুপ্ত ৫৲, শ্রীযুক্তা হেমলতা রায় ১০৲, শ্রীমতী বাসন্তীলতা ঘোষ ১০৲, লেডী সরকার তৃতীয় দফা ১০৲, শ্রীমতী অমিয়া সরকার ২৲, শ্রীযুক্তা কামিনী দাঁ, ১৫৲, শ্রীমতী কিরণময়ী দাঁ ২৲, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দত্ত ১০৲, শ্রীমতী মোহিনী গুপ্ত ১৲, শ্রীমতী সতী চাটার্জ্জা ১০৲ শ্রীমতী সীতা রায়চৌধুরী ১০৲, শ্রীমতী সান্ত্বনা চন্দ রায় ৩৲, শ্রীমতী

কিরণ মুখার্জী ১৲, শ্রীমতী এস দাস ৬৲, শ্রীমতী গিরিবালা সরকার ২৲, শ্রীমতী জ্ঞানদা মজুমদার ৮০৲, শ্রীমতী সরযূ দাস ১০৲ শ্রীমতী সাহানা বসু ১২৲, কুমারী হিরণ্ময়ী সেন ৭৲, লেডী সরকার ১১৲, শ্রীমতী প্রমীলা চক্রবর্ত্তী ৪৲, শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ ২৫৲, শ্রীমতী মণিকা চাটার্জ্জী ৪৲, শ্রীমতী কুসুম-কুমারী মৈত্রেয় ৪৲, Mrs K. N. Ray ১৪৲, শ্রীমতী সরযূ মল্লিক ১২৲, Mrs B. D. Bose, ৬৲ মিসেস্ চন্দ্রশেখর ঘোষাল ২৲, মোট ২৮৮৲ পূর্ব্বস্বীকৃত—৩৩৮৭১০, সর্ব্বশুদ্ধ মোট—৩৬৭৫।০।

আসাম বৃত্তি—বিগত ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় আসাম হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম—বাসন্তী দাস শিলচর, বিন্দুবাসিনী দেব শ্রীহট্ট, সুশীলা দেবী শ্রীহট্ট, বিয়াট্রিস শিলং, শশিপ্রভা বড়া ডিব্রুগড়। আনন্দের বিষয় ইহার মধ্যে একটি বিবাহিতা হিন্দু বালিকা আছেন।

ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ—পরমেশ্বরের অপার করুণায় নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—২৪শে আষাঢ় সায়াহ্নে উৎসবের উদ্বোধন; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। ২৫শে আষাঢ় সায়াহ্নে বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী, বিষয় "ভারতীয় সভ্যতার উন্নতি ও অবনতি"। ২৬শে আষাঢ় প্রাতে রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাসের বাসায় উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। উপাসনান্তে উপস্থিত বন্ধুদিগকে জলযোগ করান হয়। ২৭শে আষাঢ় সায়াহ্নে বক্তৃতা, বক্তা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী, বিষয় "উপাসনা ও যুক্তি।" ২৮শে আষাঢ় উৎসবের বিশেষ দিন, প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী। সায়াহ্নে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। উৎসবে সহরের শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়া মণ্ডলীকে অত্যন্ত আনন্দিত করিয়াছেন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী—পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর আগামী পঞ্চত্রিংশত্তম বার্ষিক উৎসব ঢাকাতে ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে সম্পন্ন হইবে। উৎসবের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য একটি অভ্যর্থনা-কমিটি গঠিত হইয়াছে। রায় প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত বাহাদুর অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু এম, এ, বি এল, ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। উৎসবের কার্য্য প্রণালী পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। শ্রীযুক্ত মনোমহন চক্রবর্ত্তী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

তন্ত্রী—সদানন্দ প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার সুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস প্রণীত কতকগুলি হিন্দী ও বাঙ্গলা ধর্ম্মসঙ্গীত ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক গানের মধ্যে সরল প্রাণের উচ্চ ধর্ম্মভাব প্রকাশ পাইয়াছে. বৈরাগ্যের ভাবই প্রধান। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"মনে হয় যেন বাংলা অপেক্ষা হিন্দী গানেই তাঁহার কৃতিত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে।" এ বিষয়ে আমরাও তাঁহার সহিত এক মত। আশা করি কতকগুলি গান বিশেষ সমাদৃত হইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০। প্রাঞ্জল ভাষায় অতি সংক্ষেপে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। ইহা স্কুলপাঠ্য রূপে ব্যবহৃত হইবারও উপযোগী হইয়াছে। যেরূপ অল্প মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে আশা করি ইহা বহুল ভাবেই প্রচারিত হইবে। আমরা বাঙ্গালার প্রত্যেক গৃহে ইহা সযত্নে পঠিত হইতে দেখিতে চাই।

ভ্রমসংশোধন—শ্রীমতী নলিনী রায় চৌধুরী মাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে পূর্ব্ব প্রকাশিত দান ব্যতীত সাধনাশ্রমে ২০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধিবেশনে গৃহীত ও ১৯২৪ ইংরেজীর চতুস্ত্রিংশত্তম অধিবেশনে পুনরনুমোদিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবানুসারে :—

"পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ব্রাহ্মদের Census লইবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী Brahmo Census Committee গঠিত করা হউক—(১) বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদক (২) মথুরানাথ গুহ (৩) বাবু কমনীয়কুমার সিংহ (৪) বাবু জ্ঞানরঞ্জন সেন (সহঃ সম্পাদক) (৫) বাবু অশ্বিনীকুমার বসু। প্রয়োজন হইলে সভাসংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইবে।"

গতবৎসর—সম্মিলনীর ধুবড়ী অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়—"পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ব্রাহ্মপরিবারের তালিকা পুরাতন হইয়া যাওয়াতে সে তালিকা নূতন করার ভার গতবৎসর এক কমিটির উপর দেওয়া হইয়াছে। ঢাকার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেই কমিটির সম্পাদক। পূর্ব্ব তালিকার আদর্শে নূতন তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।"

বঙ্গদেশের ও আসামের প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকগণের এবং কয়েকজন ব্রাহ্ম কর্ম্মীর নিকটও ব্রাহ্মদের জনগণনা-ফারম (census form) পাঠান হইয়াছিল। বঙ্গদেশ ও আসামের বাহিরে যে সকল ব্রাহ্ম আছেন তাঁহাদের কেহ উক্ত ফারম না পাইয়া থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই ফারম পাইবেন।

অনেক স্থানের গণনার কাগজ (census papers) এখনও পূরণ হইয়া আসে নাই—বিশেষতঃ কলিকাতার ব্রাহ্মদের কাগজ। বিনীত অনুরোধ সকলেই বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের মধ্যে ফারম পূর্ণ করিয়া পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

ঢাকা-অনাথ-আশ্রম, ঢাকা — সম্পাদক ব্রাহ্ম সেন্সস্ কমিটী

বিজ্ঞাপন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী বি, এ, মহাশয়কে প্রচারকের পদে বরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রচারকনিয়োগ সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মানুসারে সকলকে বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, যদি কাহারও এই নিয়োগ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তিনি অদ্য হইতে চারি মাসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিতে পারেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ আফিস
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। ৭ই আগষ্ট, ১৯২৫।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন
সম্পাদক,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৭ই ভাদ্র, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered. No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ। | ১লা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৩২, ১৮৪৭শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৬ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

১১শ সংখ্যা। | 17 th September, 1925. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

সন্ধ্যায়।

কোথায় চলেছি ভেসে' হারা'য়ে সে জ্ঞান,
আজিও করিতে বুঝি অধ্রুবের ধ্যান।
প্রবাস আবাস হ'য়ে এখনো ভুলায়,
প্রাণ-পাখী ভুলে' যায় যাইতে কুলায়।
মনের মতন যাহা যতনে রক্ষিত,
হারা'য়ে এখনো হায়, হৃদয় ব্যথিত!
একে একে যদি হয় বন্ধন মোচন,
জড়ায় আবার আসি' শত যে নূতন!
প্রবুদ্ধ হইয়া পুনঃ পড়ি ঘুমাইয়া;
ঘুমঘোরে কাঁদে প্রাণ এ মায়া স্মরিয়া।
রম্য, কাম্য সেই, যারা ছিল প্রাণ-পুরে,
আজিও ঘোরে ফেরে তারা বেদনার সুরে।
উদ্দেশ্য ভুলায় কভু আসিয়া উপায়,
কায়া ছাড়ি' শান্তি খুঁজি বসিয়া ছায়ায়।
আবার আসিছে সন্ধ্যা বিছা'য়ে অঞ্চল,
রাখিতে ধ্যানের ঘরে মোরে অচঞ্চল।
কাঁদে প্রাণ—উঠে গান—তাইতো সন্ধ্যায়,
"আমি যে অশান্ত আজও কত যে ব্যথায়!"
শক্তি মিথ্যা তপঃ মিথ্যা—বৃথা অহঙ্কার,
বুঝিলাম এত দিনে তব কৃপা সার।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে প্রেমময় জীবনবিধাতা, তুমি আমাদের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য নানারূপ ব্যবস্থাই কর—যেমন সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যেকের অন্তরে থাকিয়া যাহার যাহা প্রয়োজন যোগাও, প্রত্যেককে পথ দেখাও ও শক্তি দেও, তেমনি আবার অপর সকলের মধ্য দিয়া, বিশেষতঃ মহাপুরুষদের জীবন ও কার্য্যের দ্বারা, পরোক্ষ ভাবে কত সাহায্যই কর! তোমার অনুগত সন্তানগণ তোমার তত্ত্ব যে প্রকার স্পষ্টরূপে বুঝিতে ও উজ্জ্বল ভাবে জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হন, আমরা নিজে কখনও তাহা করিতে না পারিলেও, তাঁহাদের মধ্যে মূর্ত্ত দেখিয়া অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময় এরূপ উদাসীন ভাবেই জীবন কাটাই যে, তাঁহাদের আদর্শ এবং কার্য্য দৃষ্টির সম্মুখে থাকিলেও বহু পরিমাণে আমাদের জীবনে ব্যর্থই হইয়া যায়। আমরা বাহিরে যতই ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করি না কেন, আমাদের অন্তর অপর সকল বিষয়েই অধিকতর মগ্ন থাকে, প্রকৃত প্রেম ভক্তির অভাবে, তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া তদনুরূপ জীবন লাভ করিবার জন্য, তত উদ্বুদ্ধ হয় না। হে অন্তরদর্শী দেবতা, আমাদের অন্তরের দৈন্য সকলই তুমি দেখিতেছ—কি ক্ষুদ্রতার মধ্যে ডুবিয়া, অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে মত্ত হইয়া, রহিয়াছি জানিতেছ। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের প্রাণে মহৎ আকাঙ্ক্ষা না জাগাইলে, মহত্ত্বের পথে চলিবার আগ্রহ ও শক্তি প্রদান না করিলে, যে আমাদের আর অন্য উপায় নাই। তুমি আমাদের নিকট যে আদর্শ প্রকাশ করিয়াছ, তাহা জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ কর। যাঁহারা আমাদের জন্য এত খাটিয়া গেলেন, তাঁহাদের মহা ত্যাগ ও শ্রম যেন আমাদের জীবনে ব্যর্থ না হয়। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

আমার ফরমা'স মত নয়—দীন ভিখারী আমি, তোমার দয়ার আশায় চেয়ে আছি। আমার কত দৈন্য, কত দুঃখ; কত বেদনা, কত ক্রন্দন! আমার অভাব কত! সবই ত

তোমাকে জানাই; কারণ, তুমি ভিন্ন আর ত আমার গতি নাই। সব কথাই তোমাকে বল্‌তে হবে, সব অভাব পূরণের জন্যই তোমার কাছে যেতে হবে; তবুও বলি তোমার যা ইচ্ছা হয়, তাই দিয়ো; যে ভাবে রাখ্‌তে হয় রেখো, যখন দেখা দিতে হয় দিয়ো—আমার ফরমা'স মত নয়, তোমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন দেখা দিয়ো। আমি প্রতীক্ষা কর্‌ব, অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রতীক্ষা কর্‌ব, ব্যথিত হৃদয় ল'য়ে প্রতীক্ষা কর্‌ব, সকল উপেক্ষা লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে প্রতীক্ষা কর্‌ব। ভিখারীর অভিমান করা চলে না—আমি কাঙ্গাল হ'য়ে তোমার দানের প্রতীক্ষা কর্‌ব। আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে,—তাহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা।

প্রিয়তমের কথা কা'কে বল্‌ব?—আমি যেখানে যাই, সেখানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করি না, যার সঙ্গে দেখা হয়, যে পরিবারে মিশি, সেখানেই উপাসনার কথা বলি না। তোমরা আমাকে অনুযোগ কর; তাই অনেক সময় ইচ্ছা হয়, প্রভুর কথা সকলের কাছেই বলি। কিন্তু তবুও পারি কৈ? আমি যাকে ভালবাসি, কেহ যদি তাঁকে উপেক্ষা করে, তার কাছে ত সেই প্রিয় জনের কথা উল্লেখ কর্‌তে ইচ্ছা হয় না! যে আমার প্রিয় জনকে ভালবাসে না, তাঁর কথা শুন্‌তে চায় না, সেখানে ত তাঁর প্রসঙ্গ কর্‌তে মন উঠে না। আমার প্রিয়তম যিনি, তাঁর কথা কি যেখানে সেখানে বল্‌তে পারি? তাঁকে যাঁরা না চায়, তাঁর কথা শুন্‌তে যারা ভাল না বাসে, তাঁর চরণে বস্‌তে যারা ইচ্ছুক নয়, তাদের কাছে কোন্ প্রাণে আমার প্রিয়তমের প্রসঙ্গ করি? অরসিকের কাছে রসের কথা কি বলা যায়? তাই আমার প্রভুর কথা সব স্থানে বলা হয় না।

ডুবে র'ব—আমি আর মধুর লোভে ঘুরে' ঘুরে' বেড়াতে পারি না; ফুলের পর ফুল খুঁজ্‌তে পারি না। আমি গুণ গুণ গাইতে গাইতে, আর ফুলে ফুলে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে, ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। কোন্ ফুলে বস্‌ব, আমাকে দেখিয়ে দাও—আমি বস্‌ব, তাতে ডুব্‌ব, তাতে মজ্‌ব, আর উঠ্‌ব না। আমার ঘোরাঘোরি আর ভাল লাগে না। আমি চাই একবার মজ্‌তে। হে প্রিয়তম, তোমার রসে এবার ডুবাও, এবার মজাও, এবার একনিষ্ঠ কর। আমি চাই, অবশ হ'য়ে ডু'বে থাক্‌তে, সংসারের আর সব ভু'লে থাক্‌তে। তোমার প্রেমরস-মধুতে আমাকে চির দিনের তরে ডুবাও।

সম্পাদকীয়

মহত্ত্বের পূজা—মহতের পূজা ও অনুসরণই প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে মহত্ত্ব লাভের একটি প্রধান ও অতি সহজ উপায়। যে ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে এই গুণের যত আধিক্য ও অনুশীলন দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তি বা জাতিই মহত্ত্বের পথে, প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণের পথে, অগ্রসর হইতে তত সমর্থ হয়। ইহার প্রমাণ আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। যেখানে মহতের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব, মহৎ জীবনের অনুসরণে উদাসীনতা, সেখানে মহত্ত্বের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। মানুষকে মহৎ ও উন্নত করিবার জন্যই তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহার সম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত কোনও প্রকারেই উন্নতি ও কল্যাণলাভ সম্ভবপর নহে। তবে এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে, সকল বৃত্তির অপব্যবহার হইতেই যেরূপ অকল্যাণ প্রসূত হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও যে সেরূপ দেখিতে না পাওয়া যায়, এমত নহে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে এই অপব্যবহার এবং তাহার বিষময় ফল অত্যধিক রূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। অবিচারিত শ্রদ্ধা ভক্তির আতিশয্য ও অন্ধ অনুসরণ এ দেশের ধর্ম্মজীবনকে কত মলিন করিয়া রাখিয়াছে ও উন্নত পবিত্র মহৎ হইয়া গড়িয়া উঠিবার পক্ষে কি রূপ অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছে, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে। এদেশে সাধারণতঃ অসার বাহ্যাড়ম্বর ও মিথ্যা অলৌকিকত্বের ভাণ লোকের দৃষ্টি ও অনুরাগ যেরূপ আকর্ষণ করে, প্রকৃত মহত্ত্ব সেরূপ কিছুই করিতে সমর্থ নহে। বিচারহীনতা ও ভাবপ্রবণতা কত মিথ্যা প্রবঞ্চককেও অবতারের আসনে বসাইয়াছে, আর আড়ম্বরহীন খাঁটি সাধু জীবনকে অবহেলার সহিত দূরে রাখিয়া দিয়াছে! অন্ধ ভক্তি ও অনুসরণ কত প্রকার পাপে লিপ্ত করিয়া জীবনকে অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত করিয়াছে, অথচ মহত্ত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অধিকাংশ লোককে উন্নতি ও কল্যাণের পথে এক পদও অগ্রসর করিতে সমর্থ হয় নাই! উক্ত প্রকার বিচারহীন ভাবপ্রবণতা যে শুধু সাধারণ অজ্ঞ লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে, শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ইহার যথেষ্ট প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ভাবের প্রাবল্য থাকিলেও প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তির সত্য অভাব বোধ হয় আর কোনও দেশেই এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর সকল দেশের মানুষই তাহাদের মহৎ লোকদিগকে অধিকতর শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে, এবং তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুসরণে আপনাদিগকে উন্নত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। কেহই এ বিষয়ে আমাদের ন্যায় উদাসীন নহে। আমরা যদি সত্যই আমাদের মহৎ লোকদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতাম, তবে কখনও আমরা এরূপ উদাসীন নিশ্চেষ্ট ভাবে জীবন কাটাইতে পারিতাম না, নিশ্চয়ই উন্নত মহৎ জীবন লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইতাম। ইহাই শ্রদ্ধা ভক্তির প্রকৃতি। আর মহৎ জীবন স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকে। যেখানে তাহা করে না, সেখানে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে মহত্ত্বের বোধই নাই, সেই জ্ঞানেরই অভাব। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, উদাসীনতা এবং চিন্তাহীনতাই তাহার মূল কারণ। এই হেতু যখন আমরা কাহাকে মহৎ লোক বলিয়া মনে করি এবং শ্রদ্ধাভক্তি করি, তখনও আমাদের সে সম্মানপ্রদর্শন একটা বাহ্যিক ব্যাপার মাত্রই থাকিয়া যায়। সে শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদয়কে স্পর্শ করে না, অন্তরের গভীর স্থানে প্রবেশ করে না। বার্ষিক স্মৃতি সভার

প্রথাটা আজ কাল আমাদের দেশে বেশই প্রচলিত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও অল্প অনুসন্ধানেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাদের মধ্যে সরলতা ও গভীরতার যথেষ্টই অভাব রহিয়াছে। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত মহত্ত্বের কথা পরিত্যাগ করিয়া কতক গুলি অবান্তর বিষয়ের প্রশংসাগানেই সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই জন্যই এ সকল অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনে কোনও সুফল প্রদান করে না, কাহাকেও প্রকৃত উন্নতি ও মহত্ত্বের পথে চলিতে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হয় না। ইহার বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। তবে আমরা যখন এই সময়ে এ প্রকার দুইটী অনুষ্ঠানে প্রাতিবৎসর নিযুক্ত হইয়া থাকি, তখন আমাদের এ বিষয়ের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা আবশ্যক—আমাদেরও কার্য্য যাহাতে একটা নিষ্ফল অর্থহীন ব্যাপারে পর্য্যবসিত না হয়, উহা যাহাতে আন্তরিক ও কল্যাণপ্রদ হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ও ৩০শে সেপ্টেম্বর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনের দিন উপলক্ষে আমরা বিশেষ ভাবে তাঁহাদিগকে আমাদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকি। যদি আমরা যথার্থ ভাবে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা এক দিনের একটা ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইতে পারে না, এবং ঐ বিশেষ দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানটীও আমাদিগের জীবনে একটা স্থায়ী ফল প্রদান না করিয়া, তাঁহাদের মহৎ জীবনের অনুপ্রাণনদ্বারা আমাদিগকে উন্নতি ও কল্যাণের পথে অন্ততঃ কিছুটা অগ্রসর না করিয়া, চলিয়া যাইতে পারে না। তাঁহাদের অনুপ্রাণন আমাদের জীবনে কতটা কার্য্য করিতেছে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে আমরা কতটা অগ্রসর হইতেছি, তাহার দ্বারাই প্রমাণিত হইবে, আমরা তাঁহাদের মহত্ত্ব কতটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, ব্রাহ্মসমাজে অন্ধ ভক্তি বা অবিচারিত অনুসরণের স্থান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া গভীর সত্য ভক্তির ও সুবিচারসঙ্গত অনুসরণের কোনও আবশ্যকতা নাই, এরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া সঙ্গত নহে। রাজর্ষি রামমোহন যে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ, উচ্চ তত্ত্ব, আপনার বিশাল হৃদয়ে ধরিয়াছিলেন ও সর্ব্ব প্রথমে জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, এবং যাহার বিস্তারের জন্য আপনার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ফকির হইতে কুণ্ঠিত হন নাই, যে শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের আদর্শ জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, যে উদার প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধনে, শুধু স্বদেশের নয়, সকল দেশের সকল প্রকার অধীনতার পাশ ছিন্ন করিয়া মানবের মুক্তিসাধনে, সর্ব্বত্র নরনারী সকলকে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিতে, আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; আত্মসম্মানের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও রাস্তার কুলী মজুরদেরও বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা বা অসম্মান প্রদর্শন না করিয়া যে সাম্য ব্যবহার করিতেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থাদির প্রতিবন্ধকতাহেতু যেখানে কার্য্যপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেখানেও তাঁহার অন্তরের ভাব আগ্রহ ও চেষ্টা সে সকল সংকীর্ণতার সীমাকে অতিক্রম করিয়া যে প্রশস্ততর ভূমিতে বিচরণ করিয়াছে, নানা ধর্ম্ম ও শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত কতক গুলি মত ও তত্ত্ব প্রচারের পরিবর্ত্তে যে গভীর আধ্যাত্মিক ধর্ম্মসাধনে ও নিয়ত যোগে, অবিশ্রান্ত ধ্যানে প্রার্থনায়, আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, যে পবিত্রতার উচ্চ আদর্শের দ্বারা চালিত হইয়া পাপ দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য সতত প্রার্থনায় নিরত থাকিতেন, তাহার কতটুকু আমরা শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত স্মরণ ও চিন্তা করিতে, জীবনে আয়ত্ত করিতে, সচেষ্ট আছি, তাহা ধীর ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহার দ্বারাই বুঝিতে পারা যাবে, আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি কতটা সত্য ও আন্তরিক, তাঁহার মহত্ত্ব আমরা কতটা ধরিতে পারিয়াছি। যাহাতে আপনার সংকীর্ণতা বশতঃ আমরা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া, আপনাদের মনোমত একটা অবান্তর অংশকে সমগ্রের স্থানে বসাইয়া বিশাল মৌলিক ভাব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাতে উপনীত হইয়া, তাঁহার গৌরবের হানি না করি, সে বিষয়েও আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে। কেননা, এই ভাবেই অনেক বিশুদ্ধ ধর্ম্ম শিষ্যদের কর্ত্তৃক মলিন হইয়াছে, ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবের উপরে উঠিয়া, নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা প্রকৃত সত্য নির্ণয় করা, বীজের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া, অসম্পূর্ণ প্রথম-অঙ্কুরিত পত্রের দ্বারা বৃক্ষের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়—তাহাতে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। এই হেতুই উক্ত প্রকার ঘটিতে দেখা যায়। কল্যাণকামী ব্যক্তিকে সংকীর্ণ ভাবের ঊর্দ্ধে উদার ভূমিতে দাঁড়াইয়া উন্মুক্ত দৃষ্টিতে সত্য নির্ণয় করিতে হইবে, রাজর্ষি আমাদিগকে এই পন্থাই দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহা পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা বা জাতীয়তার মোহান্ধকারে বিভ্রান্ত হইয়া, সেই পথ হইতে বিচলিত হই, তবে আমরা অনুপযুক্ত শিষ্য বলিয়াই গণ্য হইব এবং তাঁহার গৌরবকে খর্ব্বই করিব। আর একটি কথা স্মরণে রাখিতে হইবে—ভক্তির পাত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি দুর্ব্বলতা, ভ্রম অপূর্ণতা থাকিলে, অবিচারিত ভাবে তাহারও অনুসরণ করা বিশুদ্ধ ভক্তির কার্য্য নহে, উহা ভক্তির বিকার মোহান্ধতা বা ভাবুকতার পরিচায়ক। এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন ও কার্য্য আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার মহান্ ত্যাগ, কঠোর সাধনা ও কর্ত্তব্যপালনে নির্ভীকতা, জ্বলন্ত তেজ ও উৎসাহ, জীবন্ত বিশ্বাস ও অবিচলিত নিষ্ঠা, অপরাজেয় প্রতিজ্ঞার বল, সকল প্রকার কল্যাণকর কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মনিয়োগ, আপন-ভোলা প্রেম ও নিঃস্বার্থ পরসেবা, গভীর সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতা, সমাজ ও দেশকে উচ্চ আদর্শ ও মহত্ত্বের পথে চালিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও আত্মবিসর্জ্জন, প্রাণস্পর্শী অগ্নিময় বাক্য, কবি হৃদয়ের উন্মাদকারী উচ্ছ্বাসময়ী বাণী, "প্রাণ ব্রহ্মপদে" রাখিয়া "হস্ত তাঁহার কার্য্যে" নিয়োগ করিবার, "যে যার যা'ক থাকে থা'ক," তাহা লক্ষ্য না করিয়া একমাত্র "তাঁহারই ডাক" শুনিয়া চলিবার, অথচ সর্ব্বদাই নিজ জীবন ও কার্য্যের অপূর্ণতা স্মরণে অপরের দোষ ত্রুটির জন্যও নিজেকে দায়ী করিয়া গভীর দুঃখ ও দীনতায় অবনত হইবার মধুর দৃষ্টান্ত—এ সকল যদি আমাদের জীবনে কোনও প্রভাব বিস্তার না করে, সমস্ত ভুলিয়া

আমরা ক্ষুদ্র সাংসারিকতায়ই ডুবিয়া থাকি, তবে তাঁহার প্রতি বাহ্যিক শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনের, তাঁহার সম্মানার্থ গগন-ভেদী স্মৃতি-মন্দির নির্মাণের মূল্য কি? তাহা কি নিতান্তই অর্থশূন্য নহে? তাঁহার দৃষ্টান্তে ও অনুপ্রাণনে যদি আমাদের জীবন উন্নত ও মহৎ হইয়া উঠে, তাহা হইলেই কি তাঁহার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান প্রদর্শিত, তাঁহার প্রকৃষ্টতর ও স্থায়ীতর স্মৃতি রক্ষিত হয় না? আমরা যে এ সহজ কথা না জানি না বুঝি তাহা নহে। কিন্তু আমরা এমনই বহির্মুখীন যে জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও এ দিকে চিন্তা ও দৃষ্টি করি না, অন্তরের অন্তরে সংসারের ক্ষুদ্র ধন মান সুখ শান্তি আরামাদি লইয়াই বেশ তৃপ্ত থাকি। ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হইবে যে, আমরা প্রকৃত পক্ষে মহত্তের পূজা করি কিনা, তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়। সুতরাং আমাদিগকে ধীর ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, আমরা সত্যই এই দুই মহাপুরুষকে কতটা শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেছি, আপনাদিগকে কি পরিমাণে মহত্তের পূজায় নিযুক্ত রাখিয়াছি। আমাদের যথার্থ উন্নতি ও কল্যাণের জন্য ইহা একান্তই আবশ্যক হইয়াছে। আশা করি এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি ও চিন্তা আকৃষ্ট হইবে—আমরা মহতের পূজা ও অনুসরণ দ্বারা আপনাদিগকে উন্নত ও মহৎ করিয়া তুলিতে আর ক্ষান্ত হইব না। পূর্ণ পবিত্রস্বরূপের মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তাঁহার পবিত্র ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নানক বাণী

৪৬

বীজউ সূঝৈ কো নহী বহৈ দুলীচা পাই।
নরকনিবারণ নরহ নর সাচউ সাচৈ নাই।
বণ ত্রিণ ঢূঢত ফির রহী মন মহ করউ বীচার।
লাল রতন বহু মাণকী সতগুর হাথ ভণ্ডার।
উতম হোবা প্রভ মিলৈ ইক মন একৈ ভাই।
নানক প্রীতম রস মিলে লাহা লৈ পরথাই
রচনা রাচ জিন রচী জিন সিরিআ আকার।
গুরমুখ বে অন্ত ধিআইঐ অন্ত ন পারাবার।

ভাবানুবাদ

অপর আর কাহাকেও দেখিতে পাই না যে আরামে গালিচা পাতিয়া বসিয়া আছে।

নরকনিবারণ তিনি, নরের মধ্যে পুরুষশ্রেষ্ঠ তিনি, সত্য তিনি, তাঁহার নাম সত্য।

বন তৃণ মধ্যে খুঁজিয়া বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়ি, তখন মনের মধ্যে বিচার করিয়া দেখি।

উজ্জ্বল রত্ন বহু মণিমাণিক্যপূর্ণ ভাণ্ডার পরমেশ্বরের হাতেই আছে।

যদি ভাল হই, এক মনে এক ভাবে থাকি, তবে প্রভুর সহিত মিলন হইবে।

নানক বলেন, প্রেম করিলে প্রিয়তমের প্রেম পাওয়া যায়; এই প্রেমের নিমিত্তই অপর সকল লাভ হয়।

যিনি এই সৃষ্টি রচিয়াছেন, যিনি আকার সৃজন করিয়াছেন।

ভগবান অসীম গুরুশ্রেষ্ঠ, তাঁহার অন্ত নাই, পারাবার নাই, তাঁহাকে ধ্যান করি।

৪৭

ড়াড়ৈ রূড়া হরি জীউ সোঈ।
তিস বিন রাজা অবর ন কোঈ।
ড়াড়ৈ গারড় তুম সুণহু হরি বসৈ মন মাহ।
গুরপরসাদী হরি পাঈঐ মত কো ভরম ভুলাহ।
সো সাহ সাচা জিস হরি ধন রাস।
গুরমুখ পূরা তিস সাবাস।
রূড়ী বাণী হরি পাইআ গুর সবদী বীচার।
আপ গইআ দুখ কটিআ হরি বর পাইআ নার।

ভাবানুবাদ

"ড়" অক্ষরের দ্বারা এই উপদেশ—সেই হরি অতি সুন্দর।

তিনি ছাড়া আর কেহ রাজা নাই।

"ড়" এর উপদেশ—সাপের ওঝার মন্ত্রের মত তুমি শোন, উহা দ্বারা হৃদয়ে হরির বাস হইবে।

ভগবানের কৃপাতে হরিকে পাওয়া যায়; ভ্রমে পড়িয়া এ কথা কেহ ভুলিও না।

সেই ব্যাপারী সত্য, যাহার পুঁজি হরি-ধন।

সেই যথার্থ গুরুর শিষ্য, তাহাকে সাবাস।

সুন্দর বাণীর দ্বারা হরি পাইলাম, ভগবদ্‌বাণী জ্ঞানে প্রকাশ হইল।

অহং ভাব চলিয়া গেল, দুঃখ কাটিল, জীবাত্মা-নারী হরিকে স্বামীরূপে পাইল।

৪৮

সুইনা রুপা সঞ্চীঐ ধন কাচা বিখ ছার।
সাহ সদাএ সঞ্চ ধন দুবিধা হোই খুআর।
সচিআরী সচ সঞ্চিআ সাচউ নাম অমোল।
হরি নিরমাইল উজলো পত সাচী সচ বোল।

নোট—(১) বীজউ = দ্বিতীয়। নরহ নর = মনুষ্য মধ্যে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ।

(২) রহী = বসিয়া পড়ি।

(৩) নানক প্রীতম রস মিলে লাহা লৈ পরথাই—ইহার অর্থ ট্রাক্ট সোসাইটি করিয়াছেন—গুরু নানক বলিয়াছেন, প্রেম করিলে প্রীতি পাওয়া যায় এবং মোক্ষরূপী লাভ গুরুর কারণে পাওয়া যায়। পরথাই শব্দের অর্থ "নিমিত্তে"।

পরথাই = পরম পদ; পরম পদের লাভ কর অর্থাৎ সত্য নিকেতন অর্জ্জন কর—গ্রন্থকোষ।

নোট—(১) রূড়া = প্রকাশ স্বরূপ—ট্রাক্ট সোসাইটি।

(২) গারড় = ওঝার উচ্চারিত মন্ত্র যাহাদ্বারা সাপের বিষ শরীরে ব্যাপ্ত হয় না; সেই রূপ হরিকে হৃদয়ে রাখিলে পাপের বিষ দূর হয়।

(৩) বীচার = হরির কথা আলোচনা করিলে।

(৪) হরিকে স্বামী রূপে সাধনা ভক্তদিগের প্রধান সাধন।

সাজন মীত সুজাণ তূতু সরবর তু হংস।
সাচউ ঠাকুর মন বসৈ হউ বলহারী তিস্।
মাইআ মমতা মোহনী জিন কীতী সো জাণ।
বিখিআ অম্রিত এক হৈ বূঝৈ পুরখ সুজাণ।

ভাবানুবাদ

সোনা রূপা সঞ্চয় করা ত কাঁচা সম্পত্তি, বিষবৎ এবং ছাই।

এই ধন সঞ্চয় করিয়া যে ব্যাপারী বলিয়া পরিচয় দেয়, সে সংশয়েতে খোয়ার হয়।

সত্যের ব্যাপারী সত্য সঞ্চয় করে, অমূল্য ধন সত্য নাম।

হরি নাম নির্ম্মলকারী, জ্ঞানদাতা, সত্য শোভা ও সত্য বাণী-প্রদাতা।

তুমি সুহৃদ সখা, অন্তর্যামী তুমি, তুমি হৃদিসরোবর, তুমি তাহাতে হংস।

সত্য ঠাকুর যাহার মনে বাস করেন, তাঁহার চরণে আমি আমাকে ডালি দিব।

মায়া মমতাকে যিনি মোহিনী শক্তি দিয়াছেন, তিনি ত উহা অবগত আছেন।

জ্ঞানী পুরুষ জানেন যে বিষ ও অমৃত একই সমান।

৪৯

খিমা বিহূণে খপ গএ খূহণ লখ অসংখ।
গণত ন আবৈ কিউ গণী খপ খপ মুএ বিসংখ।
খসম পছানৈ আপণা খূলৈ বন্ধ ন পাই।
সবদ মহলী খরা তূ খিমা সচ সুখ ভাই।

খরচ খরা ধন ধিআন তূ আপে বসহ সরীর।
মন তন মুখ জাপৈ সদা গুণ অন্তর মন ধীর।
হউ মৈ খপৈ খপাইসী বীজউ বথ বীকার।
জন্ত উপাই বিচ পাই অন করতা অলগ অপার।

ভাবানুবাদ

ক্ষমাবিহীন হইয়া লক্ষ অসংখ্য অক্ষৌহিণী নাশ হইয়া গেল। তাহাদের সংখ্যা গণনায় আসে না; কেমন করিয়া গণনা করি? সংখ্যাতীত নষ্ট হইয়া গেল।

যাঁহারা নিজ স্বামীকে চিনিয়াছেন তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, আর বন্ধনে পড়িবেন না।

তুমি যদি প্রকৃত ব্রহ্মের অনুসন্ধানকারিণী, তবে ক্ষমা, সত্য, সুখ তোমাতে প্রকাশিত হইবে।

পবিত্র ধন ধ্যান প্রয়োগ কর, ভগবান আপনি তোমার অন্তঃকরণে বাস করিবেন।

মন, প্রাণ ও মুখ সদা গুণ গান করিবে, হৃদয়ে সদ্‌গুণ এবং মনের মধ্যে ধৈর্য্য পাইবে।

যে অহংভাবে নিজে জড়ায় ও অপরকে জড়ায়, সে দ্বিতীয় বস্তু "বিকার" পাইবে।

শরীর রচনা করিয়া তাহার মধ্যে উহা রাখিয়াছেন, সৃষ্টি কর্ত্তা কিন্তু নিজে স্বতন্ত্র, সীমাবদ্ধ নহেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার

নোট—(১) কেহ কেহ অর্থ করেন—সত্যের ব্যাপারী এই সকল সম্পত্তি সঞ্চয় করিবে, যথা (১) সত্য (২) অমূল্য সত্য নাম (৩) শুদ্ধস্বরূপ উজ্জ্বল হরি (৪) সত্য প্রতিষ্ঠা বা শোভা (৫) সত্য বচন।

( ) সরবর=সরোবর, সংসঙ্গ। হংস=সাধু। ট্রাক্ট সোসাইটি অর্থ করিয়াছেন। পরম হংস=শ্রেষ্ঠ সাধু। শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত মঠের নায়ককে হংস স্বরূপ নামে অভিহিত করা হয়। হংস আত্মার অভিধেয় কোথায় কোথায়ও দৃষ্ট হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে হংস পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৬৪ অধ্যায় ১৫ শ্লোক।

একো হংসো ভুবনাস্যাস্য মধ্যে স এবাগ্নি সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

(সেই পরমাত্মা) এই ভুবনের মধ্যে হংস (অর্থাৎ অবিদ্যাদি বন্ধনকারণের বিনাশক), তিনিই সলিলে (অর্থাৎ সলিলবৎ শুদ্ধান্তঃকরণে) সন্নিবিষ্ট অগ্নি (অবিদ্যাদাহক), তাঁহাকে জানিয়াই (সাধক) মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। অমৃতত্ব প্রাপ্তির অন্য পথ নাই।

গুরু নানকের দৃষ্টি এই উপনিষদের বচনের প্রতি ছিল, অনুমান করিতে পারা যায়।

(৩) হউ বলহারী—ক্ষিতীশ বাবু তাঁহার "কবীর" গ্রন্থে অনুবাদ করিয়াছেন 'তাঁহার চরণে আমি আমাকে ডালি দিব'।

নোট—(১) সবদ মহলী=শব্দের মহলে বাসকারী, ব্রহ্মবাণীর অন্তঃপুরে।

(২) দুই বস্তু আছে, এক ব্রহ্ম ও দ্বিতীয় বিকার বা মায়া—ব্রহ্মকে চাহ গুণ পাইবে, মায়াকে চাহ অহং এ পড়িয়া নষ্ট হইবে ও অপরকে নষ্ট করিবে।

জন্তু শব্দের অর্থ যন্ত্র কল বা শরীর; গ্রন্থকোষ অর্থ করিয়াছেন অবিদ্যার প্রভাবে দেহাদিতে আত্মভাবের অভিমানী। ট্রাক্ট সোসাইটি বিকারের অর্থ করিয়াছেন দেহ-অভিমান; ইহাই দ্বিতীয় বস্তু—যাঁহারা দ্বিতীয় বস্তু দেহাভিমান লইয়া নিজে নষ্ট হন ও অপরকে নাশের পথে লইয়া যান, তাঁহাদের জন্য শরীর নির্ম্মিত হইবে।

(৩) আত্মাভিমান, মায়া ও যন্ত্রের কথা পড়িয়া গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথা মনে পড়ে—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, যদি অহঙ্কার বশতঃ আমার কথা না শোন, বিনষ্ট হইবে। তুমি স্বতন্ত্র নও—"ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব ভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"—হে অর্জ্জুন, সকল হৃদয়-দেশে ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন; তিনি যন্ত্রারূঢ়দিগকে জ্ঞান শক্তি যোগে ভ্রমণ করাইতেছেন। যন্ত্রারূঢ় অর্থ দেহাভিমানী জীব (যন্ত্র=শরীর, তাহাতে আরূঢ়)

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ। (১৩)

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির ব্রহ্মালোক।

গতবারে বলা হইয়াছিল যে, এবার আমরা বৃহদারণ্যকোপনিষৎ হইতে 'ব্রহ্মলোক' বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের কথোপকথন (বৃহ ৪.৩) পাঠ করিব। আজ আর ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করা হইবে না। আজ শুধু ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি পাঠ করিব ও বুঝিতে চেষ্টা করিব। (এখানে মূল পরিত্যাগ করিয়া কেবল বঙ্গানুবাদ ও মন্তব্য মুদ্রিত হইতেছে।)

"কিং-জ্যোতিরয়ং পুরুষ ?"

যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহরাজ জনকের কাছে গেলেন। যাজ্ঞবল্ক্য [প্রথমতঃ] মনে করিয়াছিলেন, যে [আজ আর বিশেষ কোন] কথা কহিব না। কিন্তু পূর্ব্বে একবার যখন বিদেহরাজ জনক এবং যাজ্ঞবল্ক্য এই দুই জনের অগ্নিহোত্র বিষয়ে বিচার হয়, তখন যাজ্ঞবল্ক্য জনককে একটি বর দিয়াছিলেন। জনক, 'যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন করিতে পারিব' এই বর বরণ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাহাই দান করেন। তাই আজ সম্রাট জনকই প্রথমে প্রশ্ন করিলেন, "এই যে পুরুষ (অর্থাৎ মানুষ,) ইহার জ্যোতি কি ?"

(মন্তব্য—ঐ বর দেওয়া না থাকিলে ক্ষত্রিয় রাজা জনক ব্রাহ্মণ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে আগে প্রশ্ন করিবার অধিকারী হইতেন না। 'জ্যোতি কি' এই প্রশ্নের অর্থটি ক্রমশঃ তাঁহাদের উত্তর প্রত্যুত্তরের দ্বারা পরিষ্কার হইয়া যাইবে, আশা করি। যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তরটি এক বারে দিলেন না ; ক্রমে ক্রমে দিলেন। তাঁহার চেষ্টা এই হইল যে, আত্মার যে নিজেরই জ্যোতি আছে, এই কথাটি জনককে অনুভব করাইবেন।)

[যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন, "হে সম্রাট্, সূর্য্যই [মানুষের] জ্যোতি। সূর্য্যরূপ জ্যোতির দ্বারাই [মানুষ] এক স্থানে থাকে বা ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজ করে ও ফিরিয়া আসে।

[জনক বলিলেন,] "তা ঠিক বটে, যাজ্ঞবল্ক্য। [কিন্তু] যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য্য অস্ত গেলে মানুষের জ্যোতি কি [হয়] ?"

– [তখন] চন্দ্রই তাহার জ্যোতি হয়। চন্দ্ররূপ জ্যোতির দ্বারাই [তখন] সে এক স্থানে থাকে বা ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজ করে ও ফিরিয়া আসে।

—তা ঠিক বটে, যাজ্ঞবল্ক্য। [কিন্তু] যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য্য অস্ত গেলে, [এবং] চন্দ্রও অস্ত গেলে, মানুষের জ্যোতি কি [হয়] ?

—[তখন] অগ্নিই তাহার জ্যোতি হয়। অগ্নিরূপ জ্যোতির দ্বারাই [তখন] সে এক স্থানে থাকে বা ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজ করে ও ফিরিয়া আসে।

—তা ঠিক বটে, যাজ্ঞবল্ক্য। [কিন্তু,] যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য্য অস্ত গেলে, চন্দ্রও অস্ত গেলে, [এবং] অগ্নিও নিভিয়া গেলে, মানুষের জ্যোতি কি [হয়] ?

—[তখন] বাক্যই তাহার জ্যোতি হয়। বাক্যরূপ জ্যোতির দ্বারাই [তখন] সে এক স্থানে থাকে বা ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজ করে ও ফিরিয়া আসে। এই জন্য, হে সম্রাট্, যেখানে নিজের হাতটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না, সেখানেও যদি বাক্য উচ্চারিত হয়, তবে [মানুষ] সেই দিকে যায়।

—তা ঠিক বটে, যাজ্ঞবল্ক্য। [কিন্তু] যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য্য অস্ত গেলে, চন্দ্রও অস্ত গেলে, অগ্নিও নিভিয়া গেলে, [এবং] বাক্যও স্তব্ধ হইয়া গেলে, মানুষের জ্যোতি কি [হয়] ?

—[তখন] আত্মাই তাহার জ্যোতি হয়। আত্মারূপ জ্যোতির দ্বারাই [তখন] সে এক স্থানে থাকে বা ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজ করে ও ফিরিয়া আসে।

[জনক জিজ্ঞাসা করিলেন,] আত্মা কোন্ বস্তুটি ?

"কতমঃ আত্মা ?"

(মন্তব্য—জনকের এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য সবিস্তারে তাঁহার মতানুযায়ী আত্মার তত্ত্ব বুঝাইতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, আত্মার জ্যোতি দিয়া সব যে কেবল দেখা যায়, তা-ই নয় ; আত্মার জ্যোতিতেই মানুষের জগৎ সৃষ্ট হয়। ইহার প্রমাণ কি ? প্রমাণ, স্বপ্নাবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় মনে হয় যেন আমি কিছু করিতেছি, ভাবিতেছি, বলিতেছি। অথচ এ সকল, এবং এ সকলের আশ্রয়ভূত স্বপ্ন-জগৎ, আত্মার নিজের জ্যোতির সৃষ্টি মাত্র, — ছায়াবাজির লণ্ঠন যেমন নিজের ভিতরের আলোকের দ্বারা নিজের বাহিরে ছবি সৃষ্টি করে। স্বপ্ন হইতেই প্রমাণ হয় যে নিজের জ্যোতির দ্বারা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাটি আত্মাতে বিদ্যমান।

আত্মার দুইটি স্থান আছে, ইহলোক এবং পরলোক। এই দুই স্থানের প্রত্যেক স্থানেই আত্মার দুই প্রকার স্থিতি সম্ভব। (১) আত্মা, আপন জ্যোতির দ্বারা আপনার বিষয়-স্বরূপ একটি জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়া, তাহাতে বিচরণ করিতে পারে ; এবং (২) আত্মা, বিষয়-বিষয়ীর ভেদ-জ্ঞান ও নানা বিভিন্ন বিষয়ের পরস্পরের ভেদ-জ্ঞান ত্যাগ করিয়া, আপনাতে আপনি স্থিতি করিতে পারে।

ইহলোকে এই দুই প্রকারের স্থিতি, জাগ্রদবস্থা ও সুষুপ্তিতে দেখা যায়। জাগ্রদবস্থায় আত্মা নিজের জ্যোতিতে নিজের জগৎ সৃষ্টি করে। সুষুপ্তিতে আত্মা, আপনাতে-আপনি-স্থিত শ্রেষ্ঠ অবস্থায় চলিয়া যায়।

পরলোকে সকাম আত্মা, জাগ্রদবস্থার অনুরূপ একটি অবস্থায় থাকে ; তাহা নিকৃষ্ট অবস্থা। যাহার কামনা ক্ষয় হইয়াছে, সে সুষুপ্তিবৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থা লাভ করে।

স্বপ্ন শুধু ইহলোকের ব্যাপার নহে। তাহা ইহ ও পরলোকের 'সন্ধি স্থান'। স্বপ্নাবস্থায় আত্মা ইহ ও পরলোক উভয়ত্র বিচরণ করে, এবং নিজ জ্যোতিতে আপনার জগৎ সৃষ্টি করিয়া লয়।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে জাগ্রদবস্থাটা ক্ষণস্থায়ী ও নিকৃষ্ট ; এই নিকৃষ্ট অবস্থাতেই বিষয়-বিষয়ী ভেদ ও জগতের নানা বস্তুর পরস্পর ভেদ থাকে। স্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ অবস্থা ব্রহ্মে লয়, অর্থাৎ জলে জল মিশিয়া যাওয়ার ন্যায় অভেদে স্থিতি। য়ুরোপীয় দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, যাজ্ঞবল্ক্যের মতটি Subjective Idealism এবং Absolute Monism ; ইহা হইতেই ভবিষ্যতে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের জন্ম হইয়াছে।

কিন্তু আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, ব্রহ্মে লয়ের অবস্থা সুষুপ্তির সহিত তুলনীয় হইলেও, তাহা জ্ঞান-বিলোপের অবস্থা নহে। তখন দর্শন শ্রবণ মনন ইত্যাদি নষ্ট হয় না ; কেবল এ

সকলের বিষয়ীভূত দ্বিতীয় কোনও বস্তু থাকে না, এই মাত্র। ব্রহ্মভূত আত্মা তখন আপনাকেই আপনি দর্শন শ্রবণ মননাদি করে।)

[জনক প্রশ্ন করিলেন,] আত্মা কোন্ বস্তুটি?

[যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন,] প্রাণগণের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির) মধ্যে, হৃদয়ে, যে অন্তর্যামী বিজ্ঞানময় পুরুষটি [থাকেন, তিনিই আত্মা।] তিনি সমান (অর্থাৎ অপরিবর্ত্তিত) অবস্থায় থাকিয়াই ক্রমে উভয় লোকে সঞ্চরণ করেন। [মনে হয়] যেন [কখনও] তিনি [নিস্পন্দ হইয়া] ভাবিতেছেন, [কখনও বা] তিনি খুব নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছেন; (বস্তুতঃ, আত্মা এ সকল করেন না।)

স্বপ্নাবস্থায় তিনি এই লোক, [এবং এই লোকের তাবৎ বস্তু, যাহা] মৃত্যুর রূপ, সে সকলকে অতিক্রম করিয়া যান।

এই পুরুষ দেহ ধারণ ও জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা পাপের সহিত সংসৃষ্ট হন; [দেহ হইতে] নিষ্ক্রান্ত ও মৃত হইবার সময় তিনি সেই পাপ সকলকে বর্জ্জন করেন।

এই যে পুরুষ, ইঁহার দুইটিমাত্র স্থান আছে,—এই [লোকের] স্থান ও পরলোকস্থান। স্বপ্নস্থানটি তৃতীয়, [তাহা অপর দুই স্থানের] সন্ধি স্থান। সেই সন্ধিস্থানে থাকিয়া তিনি ইহ [লোকের] স্থান ও পরলোকের স্থান, এই উভয় স্থানকেই দর্শন করেন।

তার পর, যে ভাবে চলিয়া তিনি পরলোকস্থানে উপস্থিত হন, সেই চলার দ্বারা তিনি [পরলোকে] পাপ ও আনন্দ উভয় দর্শন করেন। (কারণ, তাঁহার বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা তাঁহার অনুগমন করে। বৃহ ৪।৪।২)

(মন্তব্য—এখানে "চলা" বলিতে যাজ্ঞবল্ক্য "আক্রম" (অর্থাৎ পদক্ষেপ, step,) শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই শব্দটি আবার বৃহ ৪।৪।৩ মন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেখানে তিনি বলিতেছেন, "জোঁক যেমন একটি তৃণের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, তার পর আর একটি আক্রম (step) গ্রহণ করিয়া, (অর্থাৎ অপর একটি তৃণকে ধারণ করিয়া,) আপনাকে তাহাতে টানিয়া লয়, মানুষের আত্মাও তেমনি এই শরীরকে নিহত ও চেতনাশূন্য করিয়া, (=শরীরের জীবনের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া), তার পর অপর একটি আক্রম গ্রহণ করিয়া (অর্থাৎ নূতন একটি দেহকে ধারণ করিয়া) আপনাকে তাহাতে টানিয়া লন।")

সুষুপ্তি ও স্বপ্ন।

তিনি যখন সুপ্ত হন, তখন এই লোকের সকল স্থান হইতে মাত্রা (অর্থাৎ উপকরণ) লইয়া গিয়া, স্বয়ং সে সকল ভাঙ্গিয়া ও গড়িয়া, নিজের জ্যোতিতেই স্বপ্ন দেখেন। এই অবস্থায় এই পুরুষ স্বয়ং-জ্যোতি হন, (সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বাক্য, কিছুরই জ্যোতি তখন থাকে না।)

সেখানে (স্বপ্নে) রথ, অশ্ব, কি পথ, এ সকল থাকে না; কিন্তু [তিনি] রথ, অশ্ব, ও পথ সৃষ্টি করেন। সেখানে আনন্দ (বস্তু দর্শন), মুদ্ (অভীষ্ট বস্তু লাভ), ও প্রমুদ্ (অভীষ্ট বস্তু ভোগ) সকল থাকে না; কিন্তু [তিনি] আনন্দ, মুদ্, ও প্রমুদ্ সকল সৃষ্টি করেন। সেখানে জলাশয়, পুষ্করিণী, ও নদী সকল থাকে না; কিন্তু [তিনি] জলাশয়, পুষ্করিণী, ও নদী সকল সৃষ্টি করেন। তিনিই [এই সকলের] কর্ত্তা।

এই বিষয়ে এই কয়েকটি শ্লোক আছে:—

১। [সুষুপ্তিতে] তিনি (আত্মা), যাহা কিছু শরীর-সম্বন্ধী সে সকলকে সুপ্তির দ্বারা অভিভূত করিয়া, কিন্তু আপনি অসুপ্ত থাকিয়া, সুপ্ত [ইন্দ্রিয়] সকলকে দর্শন করেন। [আপনার] জ্যোতি [আপনাতে] গ্রহণ করিয়া সেই হিরণ্ময় পুরুষ, সেই এক হংস, পুনরায় [আপনার] স্থানে গমন করেন।

(মন্তব্য—বৈদিক সাহিত্যে হংস সুপর্ণ প্রভৃতি পক্ষি-বাচক শব্দে দেবতাদির বর্ণনা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে সূর্য্যদেব এই দুই নামে অনেক স্থানে সম্বোধিত হইয়াছেন। ক্রমে পরবর্ত্তী যুগে আত্মা এবং ব্রহ্মও ঐ দুই নামে অভিহিত হইয়াছেন।

হংসের দুইটি কুলায় থাকে; একটি হিমালয় প্রদেশে মানস সরোবরে, একটি নিম্ন ভূমিতে। এই দুই কুলায়ের মধ্যে সে নিয়ত যাতায়াত করে। মানুষও, স্বপ্ন-জাগরণ, ইহলোক পরলোক, লৌকিক জীবন ও ব্রহ্মে স্থিতি, এইরূপ নানা দ্বন্দ্বের মধ্যে বিচরণ করে বলিয়া, সে হংসের সহিত তুলনীয়। পুরুষের (অর্থাৎ আমি তুমি প্রভৃতিরূপে পরিচ্ছিন্ন মানুষের) ভিতরে যে আত্মা থাকেন, তিনি 'হিরণ্ময় পুরুষ'; এবং তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বভূতান্তরাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া তিনি 'একহংস'। সুষুপ্তি কালে মানুষের এই আত্মা আপনার স্থানে, অর্থাৎ আপনাতে-আপনি-স্থিত ব্রহ্মাবস্থায়, গমন করেন।)

২। [সুষুপ্তিতে] অমৃত [আত্মা] প্রাণের অর্থাৎ নিঃশ্বাস বায়ুর) দ্বারা নিম্নস্থ নিজ কুলায়কে (অর্থাৎ দেহকে) রক্ষা করিয়া, সেই কুলায় হইতে বাহিরে বিচরণ করেন। সেই অমৃত হিরণ্ময় পুরুষ, সেই একহংস, [তখন] যথা ইচ্ছা গমন করেন।

৩। [স্বপ্নে] সেই দেব (অর্থাৎ আত্মা) উচ্চ ও নিম্ন নানা স্থানে গমন করিয়া, (অথবা উচ্চ ও নীচ নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া,) [নিজের জন্য] বহুবিধ রূপ সৃষ্টি করেন; যেন কখনও নারীদিগের সহিত আনন্দে মগ্ন আছেন, কখনও বা কিছু ভোজন করিতেছেন, কখনও বা ভয় দর্শন করিতেছেন।

৪। [শ্লোকার্দ্ধ] তাঁহার বিহার ভূমিই লোকে দেখিতে পায়; তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না।

এই জন্য, (অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় আত্মা দেহের বাহিরে যায় বলিয়া,) লোকে বলে যে [নিদ্রিত ব্যক্তিকে এক বারে] অধিক করিয়া জাগাইবে না; [কারণ,] যদি আত্মা [ঠিক মত দেহে] ফিরিতে না পারে, তবে তাহার চিকিৎসা বড়ই কঠিন হয়।

(মন্তব্য—নিদ্রিত মানুষকে ক্রমে ক্রমে জাগরিত করিবে। স্বপ্নাবস্থায় আত্মা দেহ হইতে বহির্গত হইবার সময় যে যে ইন্দ্রিয়ের চেতনা সঙ্গে লইয়া বাহিরে গিয়াছিল, সহসা জাগরণ হেতু যদি সেই সেই ইন্দ্রিয়-চেতনাকে স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয়-দ্বার-পথে প্রেরণ করিতে না পারে, তবে অন্ধতা বধিরতা প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগ উৎপন্ন হয়।)

যদি কেহ এরূপ বলেন যে [স্বপ্নের] এই অবস্থাটি জাগরিতাবস্থাই, জাগরিত হইয়া সে যাহা যাহা দেখে, সুপ্ত হইয়াও তো তাহাই দেখে, [তথাপি আমি বলি,] এই অবস্থায় এই পুরুষ

স্বয়ং-জ্যোতি হন। (কারণ, জাগরিতাবস্থার স্থায় সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বাক্য, কিছুরই জ্যোতি তখন থাকে না।)

[এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া জনক বলিলেন,] মহাশয়কে আমি এক সহস্র [গো] দান করিতেছি। ইহার পর [আমার] মোক্ষের জন্ত আরও বলুন।

সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগরণ, এই তিন অবস্থার মধ্যে পুরুষের পর্য্যায়ক্রমে বিচরণ।

১। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] এই যে [পুরুষ,] তিনি এই সম্প্রসাদে (অর্থাৎ আনন্দময় সুষুপ্তির অবস্থায়) আনন্দ-সম্ভোগ বিচরণ ও পুণ্যপাপ দর্শন করিয়া, পুনরায় বিপরীত ক্রমে চলিয়া যাত্রারম্ভস্থানের [অর্থাৎ] স্বপ্নাবস্থার অভিমুখে দ্রুত গমন করেন। তথায় (সুষুপ্তিতে) তিনি যাহা দর্শন করেন, তাহা দ্বারা তিনি অনুস্যূত হন না; কারণ এই পুরুষ অসঙ্গ।

(মন্তব্য—যাজ্ঞবল্ক্যের মতে পুরুষ পাপ-পুণ্য 'দর্শন' করেন, পাপ পুণ্যের সহিত 'সংসৃষ্ট' হন; কিন্তু পাপ পুণ্যে 'লিপ্ত' হন না।)

[জনক বলিলেন,] ইহা এইরূপই বটে, যাজ্ঞবল্ক্য। মহাশয়কে আমি এক সহস্র [গো] দান করিতেছি। ইহার পর [আমার] মোক্ষের জন্ত আরও বলুন।

২। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] এই যে [পুরুষ,] তিনি এই স্বপ্নাবস্থায় আনন্দসম্ভোগ বিচরণ ও পাপপুণ্য দর্শন করিয়া, পুনরায় বিপরীত ক্রমে চলিয়া, যাত্রারম্ভস্থানের [অর্থাৎ] জাগ্রদবস্থার অভিমুখে দ্রুত গমন করেন। তথায় (স্বপ্নাবস্থায়) তিনি যাহা দর্শন করেন, তাহা দ্বারা তিনি অনুস্যূত হন না; কারণ এই পুরুষ অসঙ্গ।

[জনক বলিলেন,] ইহা এইরূপই বটে, যাজ্ঞবল্ক্য। মহাশয়কে আমি এক সহস্র [গো] দান করিতেছি। ইহার পর [আমার] মোক্ষের জন্ত আরও বলুন।

৩। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] এই যে [পুরুষ,] তিনি এই জাগ্রদবস্থায় আনন্দসম্ভোগ বিচরণ ও পাপপুণ্য দর্শন করিয়া, পুনরায় বিপরীত ক্রমে চলিয়া, যাত্রারম্ভস্থানের [অর্থাৎ] স্বপ্নাবস্থার অভিমুখে দ্রুত গমন করেন।

এই তিন অবস্থায় বিচরণ বিষয়ে উপমা।

যেমন কোনও মহামৎস্য নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় কূলে যথাক্রমে সঞ্চরণ করে, তেমন-ই এই পুরুষ, স্বপ্ন ও জাগরণ এই উভয় অবস্থায় যথাক্রমে সঞ্চরণ করেন।

যেমন এই আকাশে শ্যেন বা [অপর কোনও] সুপর্ণ (অর্থাৎ সুন্দর ও বৃহৎপক্ষযুক্ত পক্ষী) ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইলে, দুইটি পক্ষ সংহত করিয়া (পূর্ব্বগতির বেগভয়েই) নিজ কুলায় অভিমুখে নীত হয়, তেমনই এই পুরুষও সেই [সুষুপ্তির] অবস্থার অভিমুখে ধাবিত হন, যে অবস্থাতে সুপ্ত হইয়া তিনি কোনও কামনা করেন না, কোনও স্বপ্নও দেখেন না। ...

অবিদ্যা হইতে ভয়ের উদয়, ও পরমাবস্থার আনন্দ।

যে অবস্থায় [এই পুরুষ,] যেন তাঁহাকে কেহ হত্যা করিতেছে, যেন কেহ পরাভূত করিতেছে, যেন হস্তী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে, যেন তিনি গর্ত্তে পতিত হইতেছেন, জাগিয়া থাকিয়া [এই রূপ] যে কোনও ভয় দর্শন করেন, সে অবস্থায় এই সকল তিনি অবিদ্যা হেতু মনে করেন মাত্র।

কিন্তু যে অবস্থায় [এই পুরুষ,] আমি যেন দেবতা, আমি যেন রাজা, আমি যেন এই তাবৎ বিশ্ব, এরূপ মনে করেন, তাহাই তাঁহার পরম লোক। তাহাই তাঁহার কামনার-অতীত অপগত-পাপ অভয় রূপ।

(মন্তব্য—মাধ্যন্দিন শাখার পাঠ অবলম্বন করিলে এই অংশকে ও ইহার পরবর্ত্তী অংশকে স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থার বর্ণনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য এখানে সুপ্তির সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সোজাসুজি পরমাবস্থা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।)

...এই পুরুষ সেই প্রজ্ঞাবান্ [পরম] আত্মা কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইলে, তাঁহার বাহিরের বা অন্তরের কিছুরই জ্ঞান থাকে না। এই অবস্থাই তাঁহার আপ্তকাম, আত্মকাম, ও অকাম অশোক রূপ।

এই অবস্থায় পিতা [আর তাঁহার জন্ত] পিতা থাকেন না; লোক সকল লোক থাকে না, দেবতাগণ দেবতা থাকেন না, বেদ সকল বেদ থাকে না; এই অবস্থায় চোর আর চোর থাকে না, ভ্রূণহত্যাকারী আর ভ্রূণহত্যাকারী থাকে না, চণ্ডাল চণ্ডাল থাকে না, পৌল্কস (শূদ্র পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান) পৌল্কস থাকে না, শ্রমণ শ্রমণ থাকে না, তাপস তাপস থাকে না। [এই অবস্থায়] পুণ্য তাঁহার অনুগমন করে না, পাপ তাঁহার অনুগমন করে না। হৃদয়ের সকল শোক সে অবস্থায় তিনি উত্তীর্ণ হন।

(মন্তব্য—যাজ্ঞবল্ক্যের মতে এই পরমাবস্থায় জীব-ব্রহ্মে ভেদ থাকে না, এবং জগতের কোনও ভেদ-জ্ঞান থাকে না। পাপপুণ্য-ভেদও লুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং নৈতিক জীবন অসম্ভব হয়।

যদি কোনও ভেদ না থাকে, তবে তো দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ মননাদির সম্ভাবনা থাকে না; তাহা হইলে জ্ঞানের অস্তিত্ব কিরূপে থাকে? যাজ্ঞবল্ক্য এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

ব্রহ্মেতে জ্ঞান যে-ভাবে বর্ত্তমান, এই ব্রহ্মভূত অবস্থায় জীবের জ্ঞানও তাহাই হইয়া যায়। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তা নাই, এ জন্ত ব্রহ্মের তাবৎ জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। দর্শনের বিষয়-ভূত দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মকে দ্রষ্টা বলিতে হয়। কারণ তিনি সবই দেখেন, যদিও তাহা তাঁহার আপনাকে দেখাই বটে। তিনি যেন এমন এক সাগর, যাহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কিছুরই অস্তিত্ব নাই, এবং তাহার প্রত্যেক বিন্দু জল যেন এক একটি চক্ষু; এই সাগর-রূপী দ্রষ্টার যত দর্শন, সব আপনারই দর্শন। ব্রহ্মভূত অবস্থায় জীবের জ্ঞান কতকটা এইরূপ। দ্রষ্টা-সম্বন্ধে সাগরজলের এই তুলনাটি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিই ব্যবহার করিয়াছেন।)

পরমাবস্থার জ্ঞান কিরূপ?

এই অবস্থায় যে এই পুরুষ আর দর্শন করেন না, [তাহার প্রকৃত তত্ত্ব এই যে,] দর্শন করেন অথচ করেন না। এই দ্রষ্টার দৃষ্টির লোপ হইতে পারে না, কারণ ইহা [তাঁহার] অবিনাশী

[স্বরূপ]; কিন্তু এই দ্রষ্টা-হইতে-অন্য, বিচ্ছিন্ন, দ্বিতীয়, এমন কিছু থাকে না, যাহাকে তিনি দর্শন করিবেন।

এই অবস্থায় যে এই পুরুষ আর আঘ্রাণ করেন না, [তাহার প্রকৃত তত্ত্ব এই যে,] আঘ্রাণ করেন অথচ করেন না। এই ঘ্রাতার আঘ্রাণের লোপ হইতে পারে না, কারণ ইহা [তাঁহার] অবিনাশী [স্বরূপ]; কিন্তু এই ঘ্রাতা-হইতে-অন্য, বিচ্ছিন্ন, দ্বিতীয়, এমন কিছু থাকে না, যাহাকে তিনি আঘ্রাণ করিবেন।

[ইহার পর ঠিক ইহার অনুরূপ ভাষায় পর্য্যায়ক্রমে আস্বাদন, বচন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শন, ও জ্ঞান সম্বন্ধে আর ছয়টি অংশ আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল।]

যে-অবস্থায় (জাগরণে ও স্বপ্নে) যেন অন্য-কিছু আছে বলিয়া বোধ হয়, সে অবস্থাতেই একে অপরটিকে দর্শন করিতে পারে, একে অপরটিকে আঘ্রাণ করিতে পারে, একে অপরটিকে আস্বাদন করিতে পারে, একে অপরটিকে বলিতে পারে, একে অপরটিকে শ্রবণ করিতে পারে, একে অপরটিকে মনন করিতে পারে, একে অপরটিকে স্পর্শ করিতে পারে, একে অপরটিকে জানিতে পারে।

[কিন্তু পরমাবস্থায়.] দ্রষ্টা (এবং তদ্রূপ ঘ্রাতা আস্বাদনকর্ত্তা বক্তা শ্রোতা মন্তা স্প্রষ্টা জ্ঞাতা সকলেই,) সলিলে এক (অথবা এক সলিল) [হইয়া যাওয়ার ন্যায়] অদ্বৈত হইয়া যান।

[এই বলিয়া] যাজ্ঞবল্ক্য জনককে এই উপদেশ করিলেন, হে সম্রাট, ইহাই ব্রহ্মলোক। জীবের পরমা গতি ইহাই; জীবের পরমা সম্পৎ ইহাই; জীবের পরম লোক ইহাই; জীবের পরম আনন্দ ইহাই। এই আনন্দের অংশ মাত্র অন্য জীবসকলের উপজীব্য।

[অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য, ব্রহ্ম ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী জীবগণের আনন্দের মাত্রার একটি অনুপাত-ধারা কল্পনা করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে ইহার অনুরূপ একটি আনন্দের অনুপাত-ধারা আমরা দর্শন করিয়াছি। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রহ্মলোকের আনন্দ মানবীয় আনন্দের ১০০৬ গুণ মাত্র।]

আমরা দেখিতে পাইলাম, "এষাস্য পরমাগতিঃ" ইত্যাদি বচনটির দ্বারা মূল উপনিষদে 'ব্রহ্মে স্থিতির অবস্থার' বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ইহাকে 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ব্রাহ্মসমাজে এই ব্রহ্ম-পক্ষে ব্যাখ্যাই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মলোক' কিরূপ ছিল, তাহা আমরা তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারি:—"আমার এই দেহের পতন হইলে, আমার প্রতিষ্ঠা অন্তর্যামী ঈশ্বর-প্রাণে প্রাণিত হ'য়ে, আমি সেই অজ-আত্মা অনন্ত-জ্ঞান-প্রেম-আনন্দকে নিত্য নমস্কার পূর্ব্বক তাঁর প্রসাদে জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে যুক্ত হ'য়ে তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিব। ইহাই ব্রহ্মলোক। এখানে রাত্রির অন্ধকার নাই, দিনের অবসান নাই, এখানে ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্ "

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের কোনও কোনও মতের সহিত মিলিতে না পারিলেও, সমুদয় উপনিষদ্ পরম শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতেন ও স্মৃতিতে ধারণ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার চিন্তা ও ভাষা প্রায়ই উপনিষদের চিন্তা ও ভাষার পথ দিয়া প্রবাহিত হইত। মসূরী পর্ব্বত হইতে ১৮৮৩ সালে তিনি কেশবচন্দ্রকে পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"আমি এই হিমালয় হইতে অমৃতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা; সেখানে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা। সেখানে প্রেম সমান; উঁচু নীচুর কোন খিবৃকিচ্ নাই।" কেশবচন্দ্র মহর্ষিকে পিতৃসম্বোধন করিতেন বলিয়া তিনি এই পত্রে যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষা অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, সেখানে পিতা পিতা থাকেন না।

জর্মান দার্শনিক Paul Deussen যাজ্ঞবল্ক্যকৃত জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার বর্ণনা ও ব্যাখ্যানকে চমৎকার ও অতুলনীয় বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের দিক হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের মতের আলোচনা যাঁহারা দেখিতে চাহেন, তাঁহারা পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের Theism of the Upanishads, pp. 43—50, অথবা Indian Messenger পত্রিকার ১৯২৫ সালের ২৬ এপ্রিল হইতে ১৭ মে পর্য্যন্ত চারি সংখ্যায় প্রকাশিত The Philosophy of Yajnavalkya নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রী সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নীরব সাধকের দৈনন্দিন-লিপি।

(৪)

"হরি হে তুমি আমার সকল হবে কবে" এ কথা কি গানের বিষয় হইয়াই থাক্‌বে? হরি যদি সকল হন, তবে ত আর দুঃখ, আক্ষেপ থাক্‌তে পারে না। এখন যে হা হুতাস ক'রে দিন কাটাতে হচ্ছে, তাও আর সম্ভবপর হয় না। তখন যদি কেহ পায়ও ঠেলে, তখনও, তাঁর পায়ে ঠাঁই পেয়ে সুস্থির থাকা যাবে। সে অবস্থা কবে হবে গো, কবে হবে? এখন যে চলচিত্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তাহা আর কবে যাবে গো, কবে যাবে?

(৫)

প্রভো, তোমার পূজা লক্ষ লক্ষ লোকে প্রতিদিন করিতেছে। তুমি এই সব লোকের পূজা চাও কি? লোকের স্তব স্তুতিতে তোমার কি প্রয়োজন? তোমার ত কিছুতেই আবশ্যক নাই। তোমার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই। তবে তোমার এ সব স্তুতিতে কি প্রয়োজন আছে? তোমার কোন অভাবও নাই, প্রয়োজনও নাই; কিন্তু আমাদের প্রয়োজন আছে যে, তোমার পূজা করিয়া সুখী ও সুস্থ হই। তোমার স্মরণ মনন, গুণানুকীর্ত্তনাদিতে নিযুক্ত থাকিলে আমরাই সুন্দর হইতে পারি, সুস্থ হইতে পারি। সুন্দর ও সুস্থ হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমাদের আশয়, রুচি, প্রবৃত্তি তোমার স্মরণ মননেই সমুন্নত হয়, পরিশুদ্ধ হয়; তাই তোমার পূজা করিতেই হইবে। তোমার তাতে কিছুই হ্রাস বৃদ্ধি না থাকিতে পারে, তোমার সন্তানদের তাতে কল্যাণ হয়; সুতরাং তোমারও তাতে প্রয়োজন আছে। আশীর্ব্বাদ কর, তোমার পূজায় সকলেরই মতি হউক!

(৬)

সংগীতে আছে "অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না কর যদি ক্ষমা" এস্থলে হওয়া উচিত ছিল "অপরাধ যত করিয়াছি পদে না কর যদি ক্ষমা;" কারণ, অপরাধ করে নাই এমন কে আছে? অপরাধী আমরা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই। সুতরাং ইহাই বলা উচিত, "অপরাধ যাহা করিয়াছি পদে না কর যদি ক্ষমা, তবে পরাণপ্রিয় দিও হে দিও বেদনা নব নব।" তোমার হাতের বেদনা পাইয়াই সুস্থ হইব, নিরপরাধ হইব এবং তোমার সন্তানের যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ হইয়া ধন্য হইব।

(৭)

আমাদের দয়াল পিতা প্রেমময় প্রভু বৎসরের নানা সময়ে নানা ফল পুষ্পে ধরাকে সাজান। সাধুগণ ধর্ম্মার্থীরা যদি তাহা ভোগ না করেন, তাহা কি বনের পশু পক্ষীদের ভোগের জন্য থাক্‌বে? বা যাহারা ধর্ম্ম চায় না, বিষয়সুখে যাহারা মত্ত, তারাই কেবল সে সব ভোগ করবে? তাঁর এ দানের উদ্দেশ্য ত সেরূপ বলিয়া মনে হয় না। তাঁর সকল সন্তানেই তাহা ভোগ করবে, এ উদ্দেশ্যেই তাহা দিয়া থাকেন। "তাপসমালার" তাপসগণ যে ধর্ম্মজীবন যাপন করেছেন, তাঁহারা যাহাকে ধর্ম্মসাধনের উপায় বলেছেন, তাহাই যদি ঠিক হয়, তবে ত আমাদের জীবন ধর্ম্মজীবন নামেরই যোগ্য হইতে পারে না। তাঁহাদের যত বিরাগ ছিল আহারের উপরে। আমাদের যত অনুরাগ হ'ল আহারের উপরে!! অনাহার যদি ধর্ম্ম লাভের উপায় হয়, তবে আমরা এত আহার করিয়া কি রূপে ধর্ম্মজীবন পাইব? সমস্যা সহজ নহে!

ব্রাহ্মসমাজ

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় গত ৩১শে জুলাই কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া প্রথমতঃ খুলনা গমন করেন। তথাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় নিজ বাড়ীতে সহরের বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করেন। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় তথায় ব্রহ্মোপাসনা, সঙ্গীত ও ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। সায়ংকালে খুলনা ব্রহ্মমন্দিরে কথকতা করেন। এখান হইতে বাগের হাট গমন করিয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেনের ভবনে কথকতা ও প্রার্থনা করেন। পরদিন হাই স্কুল হলে কথকতা করেন। এখান হইতে পিরিজপুর গমন করিয়া শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে সঙ্গীত ও ব্রহ্মোপাসনা করেন। এখান হইতে বরিশাল গমন করিয়া একদিন ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন, আর একদিন সর্ব্বানন্দ-ভবনে কথকতা করেন। কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে গমন করিয়া ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একদিন ব্রহ্মোপাসনা করেন, একদিন কথকতা করেন, এবং পরিবারে পরিবারে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। এখান হইতে ব্রাহ্মণবেড়িয়া গমন করিয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন—এক দিন উপাসনা ও এক দিন কথকতা করেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ঢাকা হইতে কুমিল্লায় গমন করেন। সেখানে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, "ঈশ্বরকে কেন চাই ও কি রূপে পাই?" বিষয়ে বক্তৃতা, বালকবালিকা সম্মিলনীতে উপদেশপ্রদান, কয়েকটি পরিবারে উপাসনা এবং স্থানীয় বালিকাস্কুলের ছাত্রীদিগকে গল্প বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন। কুমিল্লা হইতে চট্টগ্রাম গমন করেন। সে স্থানে এক সপ্তাহ বাস করিয়া ৬ই ভাদ্র ও ৭ই ভাদ্র ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, ৮ই ভাদ্র উক্ত মন্দিরে "অনন্তের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি" বিষয়ে বক্তৃতা, নীতিবিদ্যালয়ের বালক ও বালিকাদিগের উপদেশ প্রদান, মহিলাসমিতির অধিবেশনে সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও উপদেশপ্রদান এবং কয়েকটি পরিবারের অনুষ্ঠানাদিতে উপাসনা করেন। তদ্ভিন্ন স্থানীয় সাহিত্যপরিষদ সভার উদ্যোগে "যাত্রামোহন হলে" যে একটি সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে "রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভক্তিরস" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। তাহা ছাড়া স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ে প্রায় দুই শত ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী মিলিত হইলে একটি গল্প বলিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। একদিন সন্ধ্যাকালে পাহাড়তলীতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের গৃহে উপাসনা করেন।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—প্রাতেই মন্দিরে বিশেষ উপাসনা চলিতেছে, প্রবীণ উপাসকদল উপস্থিত হইতেছেন। মহিলাগণের সংখ্যা খুব বেশী নহে। রাত্রিতে সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও পাঠ প্রার্থনা হইয়া থাকে। লোক সংখ্যা বড়ই কম। প্রাতের উপাসনায় অধিকাংশ দিনই শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং রাত্রিতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ অধিকাংশ দিনে আচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ সায়ংকালে ব্রাহ্ম যুবকগণের উৎসাহে যত্নে ব্রহ্মমন্দিরে "সঙ্গীতে উপাসনা" অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল। যুবকগণ মিলিত কণ্ঠে গান গাহিয়া উপাসক উপাসিকাগণের চিত্ত উদ্বুদ্ধ করিয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং সঙ্গীতে উপাসনা বিষয়ে একটী লিখিত উপদেশ পাঠ করেন।

বিগত ১৫ই শ্রাবণ প্রভাতে কতিপয় ব্রাহ্মযুবকের উৎসাহ চেষ্টায় নগরে উষাকীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী যুবকগণের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত ও সাহায্য করেন। কীর্ত্তনান্তে স্বর্গীয় তারকচন্দ্র রায়ের ভবনে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

নিম্নলিখিত ভাবে গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—৬ই ভাদ্র প্রাতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস আচার্য্যের কার্য্য করেন, সায়ংকালে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠা, প্রসার এবং প্রভাব" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। ৭ই ভাদ্র প্রাতে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালীন উপাসনায় ডাঃ ভিঃ রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৭ই ভাদ্র অপরাহ্ণে গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মসমাজের অভিভাবক ও অভিভাবিকা এবং ছাত্র ও ছাত্রীগণের একটী সুন্দর সম্মিলনে নীতিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ডাঃ ভিঃ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস সম্পাদকরূপে নীতি বিদ্যালয়ের অভিভাবক-সভার কার্য্য-

বিবরণ পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতির আহ্বানে শ্রীযুক্ত ডি, এন্ মুখার্জ্জি এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ছেলে মেয়েদিগকে উপদেশ প্রদান এবং নীতি বিদ্যালয় ও অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত করিলে অনুষ্ঠানের কার্য্য শেষ হয়।

কিছুদিন হইল এখানে ব্রাহ্মগণ একটী অভিভাবকমণ্ডলী গঠন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম বালক বালিকাগণের নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা, এবং নীতি বিদ্যালয় পরিচালন প্রভৃতিই মণ্ডলীর প্রধান কার্য্য। ডাঃ ভিঃ রায় ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এখানে বিধিবদ্ধ রূপে কোন ব্রাহ্ম বন্ধু সভা নাই। ডাঃ ভিঃ রায়ের ভবনে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যাকালে কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধু মিলিত হইয়া ধর্ম্ম প্রসঙ্গ ও আলোচনাদি করিয়া থাকেন। এই সভার সূত্রে মন্দিরে একটী বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সামাজিক উপাসনার উদ্বোধন বিষয়ে একটী আলোচনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। ডাঃ ভিঃ রায় সভাপতির কার্য্য করেন।

বরিশালে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর গৃহে ১৫।১৬ বৎসর যাবত মঙ্গলবারে ধর্ম্ম বন্ধুদিগের সম্মিলনে উপাসনা পাঠ কীর্ত্তনাদি হইত। মনোমোহন বাবু তাঁহার গিরিডিস্থ প্রবাস ভবনে এই উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্রাহ্ম বন্ধু ও মহিলাগণ যোগদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত ভগবান্ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্নীর মৃত্যুদিনের স্মৃতিতে সোমবার সায়ংকালে পূর্ব্বে উপাসনা হইত। বিগত ২৫শে শ্রাবণ হইতে এই উপাসনা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মনোমোহন বাবু উপাসনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মনোমোহন বাবুর বাস-ভবনে পরলোকস্থ আত্মীয়গণের স্মরণে বৃহস্পতিবারে পারিবারিক ভাবে বরিশালের ন্যায় উপাসনা হইতেছে।

বিগত ১লা শ্রাবণ প্রাতে শ্রীযুক্ত ভগবান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্নীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, পারলৌকিক তত্ত্বপাঠ এবং কন্যা শ্রীমতী শোভা বসু প্রার্থনা, করেন।

বিগত ৫ই শ্রাবণ প্রাতে শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কীর্ত্তনাদি অন্তে মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য এবং পারলৌকিক তত্ত্বপাঠ করেন।

বিগত ২৩শে শ্রাবণ প্রাতে মনোমোহন বাবুর প্রবাস ভবনে বাবু যোগানন্দ দাসের আহ্বানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিচরণ দাসের সাম্বৎসরিক পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কীর্ত্তনাদি অন্তে মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য, পারলৌকিক তত্ত্ব পাঠ এবং যোগানন্দ বাবু প্রার্থনা করেন।

বিগত ১লা ভাদ্র বাবু ফনীন্দ্রনাথ বসুর ৪র্থ ও ৫ম কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান ৩½ বৎসর ও ৯ মাস বয়সে সম্পন্ন হয়। তাহা-দিগকে যথাক্রমে কল্পলতা ও মঞ্জুলতা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ—বাঁকুড়া ব্রাহ্ম সমাজে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—৬ই ভাদ্র প্রাতঃকালে উপাসনা এবং সন্ধ্যাকালে "কঃ পন্থা" বিষয়ে বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত উপাসনা এবং বক্তৃতা করেন।

১৩ই ভাদ্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত "বিধবা বিবাহ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে দেশের উন্নতির জন্য ইহা একান্ত কর্ত্তব্য। সভায় কয়েকটি পত্র বিতরণ করা হয়।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব—শ্রীযুক্ত হীরালাল সরকারের পুত্র শ্রীমান হীরেন্দ্রনাথ সরকার বিগত বি, এ পরীক্ষায় গণিতশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই উপলক্ষে পুত্রের মাতা শ্রীমতী সরোজিনী সরকার নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

গত ২৩শে আগষ্ট চট্টগ্রাম নগরীতে শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্তের পত্নী সুশীলা দত্ত ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার গুণে ও হৃদয়ের কোমলতায় বন্ধুবান্ধবগণ মুগ্ধ ছিলেন। বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু শ্যামাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা, কুমারী অমিয়া দত্ত চরিতাখ্যায়িকা পাঠ করেন। এবং শোকসন্তপ্ত স্বামী এবং বাবু রমেশচন্দ্র সেন বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ডাঃ দত্ত নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন:—কলিকাতা সাঃ ব্রাঃ সমাজ প্রচার বিভাগ ৫৲ পূঃ বাঃ ব্রাহ্মসাম্মিলনী অনাথ ব্রাহ্ম পরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডার ৫৲ পূঃ বাঃ ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা ৪৲ রাজসাহী ব্রাহ্মসমাজ বিল্ডিং ফণ্ড ৫৲ চট্টগ্রাম সাঃ ব্রাঃ সমাজ প্রচারাশ্রম মেরামত ফণ্ড ৪৲ চট্টগ্রাম নববিধান সমাজ ২৲ চট্টগ্রামস্থ বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্তের হস্তে ২৲ কটক ব্রাহ্ম সমাজ ২৲ দেশবন্ধু স্মৃতি ভাণ্ডার ১৲ মোট ৩০৲

বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বাবু মহেন্দ্রনাথ দাঁর পত্নীর আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দত্ত সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাঁ প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে চিতাভস্ম সমাধিস্থ করা হয়। তাহাতে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দাঁ প্রার্থনা করেন।

বিগত ২৭শে আষাঢ় বরিশাল নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাসের ৬ বৎসর বয়স্কা কনিষ্ঠা কন্যা পরলোক গমন করেন। ১লা ভাদ্র তাহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস শাস্ত্র-পাঠ করেন। এই উপলক্ষে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ১৲ ও আনন্দময়ী ঔষধালয়ে ২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২৮শে আগষ্ট মান্দ্রাজ নগরীতে সাউদার্ণ ইণ্ডিয়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক সি এ রামায়া ৩২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র সাধুখাঁর তৃতীয়া কন্যা কুমারী নির্ম্মলা সাধুখাঁ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরী পরলোক গত বাবু রাইচরণ মুখার্জ্জির তৃতীয় পুত্র পৃথ্বীশরঞ্জন পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় শ্রীযুক্ত সুধীশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু তাঁহাদের মাতা বিরাজমোহিনী বসুর আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কাজ, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল শাস্ত্রপাঠ এবং সন্তানগণ প্রার্থনা করেন। এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ডে ৬৲ সাধনাশ্রমে ৬৲ দাতব্য বিভাগে ২৲ উণ্টাডিঙ্গি ব্রাহ্মসমাজে

২৲ অনাথাশ্রম ৪৲ মোট ২০৲ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ দিন তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার সোদনে তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ডে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ১৪ই ভাদ্র রায় বাহাদুর হরকিশোর বিশ্বাসের পারলৌকিক অনুষ্ঠান তাঁহার বরিশালের বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য ও বেদমন্ত্র পাঠ, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস পারলৌকি তত্ত্ব পাঠ, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস পিতার জীবনকথা পাঠ ও প্রার্থনা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কিশোর বিশ্বাস প্রার্থনা করেন। পুত্র বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ ও প্রচার বিভাগে, আনন্দময়ী ঔষধালয়ে, রামকৃষ্ণ মিশনে, কালীশচন্দ্র আতুরাশ্রমে ১০৲ শত টাকা, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ ও প্রচার বিভাগে এবং সাধনাশ্রমে ২৫৲ টাকা এবং ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে ২০৲ টাকা দান করেন। কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা এবং ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা দান করেন। অপরাহ্নে ৫০০ শতাধিক কাঙ্গালীকে চাল ও পয়সা বিতরণ করা হয়। বিগত ২০শে আগষ্ট ময়মনসিংহ নগরীতে শ্রীযুক্তা অন্নদাসুন্দরী বিশ্বাস ভ্রাতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য এবং ভগ্নী প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে ৩৲ অনাথ ব্রাহ্ম পরিবার সংস্থাপন ধন ভাণ্ডারে ৩৲ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৪৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ৩১ সে আগষ্ট লক্ষ্ণৌ নগরীতে শ্রীযুক্ত তারাদত্ত যোশীর পত্নী (ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগ্নী) মনোরমা যোশী দীর্ঘকাল যক্ষা রোগে ভুগিয়া ৪৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সদাশয়তা ও নিঃস্বার্থ ব্যবহারে বন্ধু বান্ধবগণ মুগ্ধ ছিলেন।

বিগত ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকারের মাতা ভুবনেশ্বরী সরকার ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে হেমবাবু উপাসনা প্রার্থনাদি করেন। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বরদা-প্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার জীবনী বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—২৬শে জুলাই তারিখের অধিবেশনে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত শোকসূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ট্রাষ্টী, সহকারী আচার্য্য, এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অন্যতম সভ্য রায় হরকিশোর বিশ্বাস বাহাদুর সাময়িক ভাবে কয়েক দিনের জন্য ঢাকায় অবস্থান কালে গত ২১শে জুলাই মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন কালে আকস্মিক রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বহুবৎসর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রূপে কার্য্য করিয়াছেন। সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে শেষ জীবন যাপন করিবার আশা পোষণ করিতেছিলেন। তাঁহার আকস্মিক পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজ একজন অনুরাগী, বিশ্বাসী, সাধু-অনুষ্ঠানরত নিষ্ঠাবান্ বন্ধু হারাইলেন। এই ধর্ম্মবন্ধুর বাক্য চিরদিনই ভগবানে নির্ভরশীলতা জ্ঞাপন করিয়াছে, এবং তাঁহার গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানসকল তাঁহার শ্রদ্ধারই পরিচায়ক। মঙ্গল বিধাতা তাঁহার আত্মার শান্তি ও আনন্দ বিধান করুন এবং শোকার্ত্ত পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনদিগকে সান্ত্বনা দান করুন।

ছাত্রসমাজের সংপ্রবে ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-সভা, সভাপতি বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২৮শে শ্রাবণ রামতনু লাহিড়ী স্মরণার্থসভা, সভাপতি, বাবু সত্যানন্দ দাস, ১৩ই ভাদ্র আনন্দমোহন বসু স্মৃতি সভা, সভাপতি বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। এই তিন সভার, সভাপতিগণ ব্যতীত বাবু মন্মথমোহন দাস, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার সেন, মৌলবী মফিজুদ্দিন আহম্মদ, তরণীকান্ত সেন, প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২৭শে আষাঢ় এক অধিবেশনে বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "মূলে ভুল" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৯ই শ্রাবণ অপর এক অধিবেশনে বাবু শৈলেশচন্দ্র সেন "যুগসমস্যা" বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

২৫শে আষাঢ় অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্র সেনের মৃত্যু-দিনে কাঙ্গালীদিগকে পয়সা এবং অন্ধ ও আতুরদিগকে বস্ত্র দান করা হয়। দানের পূর্ব্বে মন্মথ বাবু প্রার্থনা করেন।

বিগত ১১ই শ্রাবণ ডাক্তার প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শিশু কন্যার আরোগ্য উপলক্ষে ভৈরব-ভবনে উপাসনা হয়; সত্যানন্দ বাবু উপাসনা করেন। প্রীতিভোজনযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হয়। মঙ্গল বিধাতা শিশুর মঙ্গল করুন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী—আগমী ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই আশ্বিন (২৮এ, ২৯এ ও ৩০এ সেপ্টেম্বর) সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর পঞ্চত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সম্পন্ন হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন ব্রাহ্ম-দিগের এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিকারিদিগের ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগ করিবার সম্মিলনক্ষেত্র। আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সবান্ধবে এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিবেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ৭ই আশ্বিন (২৩এ সেপ্টেম্বর) মধ্যে, ঢাকা অভ্যর্থনা কমিটির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

বিদেশ হইতে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত ঢাকা অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ হইতে করা হইবে। অনুগ্রহপূর্ব্বক সকলে বিছানা ও মশারী সঙ্গে আনিবেন।

সম্মিলনীর অধিবেশনের সময় মহিলাদিগের ও যুবকদিগের স্বতন্ত্র সম্মিলন হইবে।

বিজ্ঞাপন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী বি, এ, মহাশয়কে প্রচারকের পদে বরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রচারকনিয়োগ সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মানুসারে সকলকে বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, যদি কাহারও এই নিয়োগ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তিনি অদ্য হইতে চারি মাসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিতে পারেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ আফিস
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা। ৭ই আগষ্ট, ১৯২৫।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন
সম্পাদক,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩রা আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered. No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ। | ১৬ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৩২, ১৮৪৭শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৬ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
১২শ সংখ্যা। | 2nd October, 1925. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে সত্যস্বরূপ জীবনের অদ্বিতীয় আশ্রয়, এক মাত্র তুমিই মানবের সকল প্রকার উন্নতি ও কল্যাণের মূল প্রস্রবণ হইয়া সকলের চিরপূজ্য হইয়া রহিয়াছ। তোমার স্থান অধিকার করিবার অপর কেহ নাই। তথাপি মানুষ কল্পনাবলে তোমার স্থানে কত মিথ্যাকে বসাইয়া তাহারই পূজায় নিযুক্ত আছে! তুমি যে দুরবগাহ্য হইয়াও ক্ষুদ্র মানবের নিকট আপনাকে লুক্কায়িত রাখ নাই, বরং নানা প্রকারে চিরদিন আত্মপ্রকাশ করিতেছ, তাহা জানিয়া ও বুঝিয়াও বহু লোক মিথ্যায় ভুলিয়া বিভ্রান্ত হইতেছে! করুণাময় পিতা তুমি, তোমার সন্তানদিগকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রিবার জন্য, এই মোহনিদ্রা-ভিভূত দেশকে জাগাইবার জন্য, যুগে যুগে তুমি কত মহাপুরুষের মধ্য দিয়া কত আহ্বান প্রেরণ করিলে! তুমিই জান সে সকল কেন ব্যর্থ হইয়া যায়। আর কোনও দেশ ত তোমাকে এই ভাবে অগ্রাহ্য করে নাই, তোমার আহ্বানে এরূপ বধির থাকে নাই। এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়, আমরা যাহারা একমাত্র তোমাকেই সত্যরূপে বরণ করিয়াছি বলিয়া মনে করি, আমরাও যে তেমন দৃঢ়রূপে তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, সর্ব্বতোভাবে তোমাকেই অনুসরণ করিতেছি, এক মাত্র তোমাকেই জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু ও চালক করিয়াছি, তাহা ত বলিতে পারি না। তুমি জান আমরা বাহিরে অগ্রাহ্য না করিলেও, অন্তরের অন্তরে যে বহু পরিমাণে তাহা করিতেছি, আমাদের মৃতপ্রায় জীবনই তাহার পরিচয় দিতেছে। নতুবা নিশ্চয়ই আমরা এ দেশকে তোমার সত্যের পথে আনিতে অধিকতর সমর্থ হইতাম। হে হৃদয়দর্শী দেবতা, আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতা তুমি দেখিতেছ। তুমি আমাদিগকে বল দাও, সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার ইচ্ছাই সত্যভাবে আমাদের জীবনে সমাজে ও জগতে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

ফিরিল না—আমি পথ পানে চে'য়ে চে'য়ে ব'সে আছি—দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, তবুও ব'সে আছি; আমার প্রিয় জন কোথায় চ'লে গেল, সকল স্নেহের বন্ধন ছিন্ন ক'রে কোথায় গেল, জানি না! ভাব্‌লাম, স্নেহের বন্ধনে সে শীগ্‌গীর ফিরে আস্‌বে। কই? এখনও ত এলো না! আমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে অন্ধ হলেম; মুখে অন্ন নাই, নয়নে নিদ্রা নাই। এ কি বেদনা! তার যদি মৃত্যু ঘট্‌ত, প্রাণে খুব আঘাত লাগ্‌ত; কিন্তু সে যে বিপথে গেল, এ আঘাত যে আরও ভীষণ! আর যে সইতে পারি না! তবুত ঈশ্বরের দিকে চেয়ে ব'সে আছি। তিনি তাকে ত আমার চেয়েও বেশী ভালবাসেন! তিনি ত তাকে মর্‌তে দিবেন না। তাই বেদনা ল'য়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে চে'য়ে আছি। আবার সে ফিরে আস্‌বেই; প্রভু দয়া কর্‌বেন, আমার ক্রন্দন শুন্‌বেন।

এমন মধুর নাম শুন্‌লে না—তোমরা কি নিয়ে মেতে আছ? কত বই পড়্‌ছ, কত কাজ কচ্ছো! তা ত ভাল কথা। আবার কত আমোদ প্রমোদে মত্ত হচ্ছ! কিন্তু তেমন মিষ্ট নাম, মধুর নাম, তার আস্বাদ পেলে না? যা পেলে আর কিছু পাবার থাকে না, যে রসে মজ্‌লে আর উঠ্‌তে ইচ্ছা হয় না, সে রসে ডুব্‌লে না! এমন মধুর সুধামাখা ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন কর্‌লে না! তাঁর চরণে জীবন মন বিকিয়ে দিলে না! তোমরা প্রেমের কাঙ্গাল, ভালবাসার ভিখারী; তাঁকে প্রেম দাও। তাঁকে

যে প্রেম দেয়, সে ত প্রবঞ্চিত হয় না! এ নাম নিলে আর ভয় থাকে না, ভাবনা থাকে না; সব হারাণ ধন ফিরিয়ে পাওয়া যায়; দৃষ্টি নূতন হয়, ধরা মধুময় হয়, প্রাণে নিরন্তর রসের ধারা প্রবাহিত হয়। তোমরা হৈ হৈ ক'রে ঘু'রে বেড়াচ্ছ, সুখের আশায় ছুটা ছুটি কচ্ছো! একবার দাঁড়াও দেখি; এই মধুর নাম গ্রহণ কর দেখি! এ নামের তুলনা নাই। এ রসের ব্যাখ্যা কি কর্বো? চেখে দেখ, তৃপ্ত হবে।

বিফলে গীত অবসান—গান গেয়ে যাই, সে-গান কেহ শোনে না, কারও প্রাণ গলে না। কত কথা ব'লে যাই, কেহ আগ্রহ ক'রে তাতে সায় দেয় না। লোকে শুন্‌বে কেন? লোকের প্রাণ ভিজ্‌বে কেন? যাহা দেখি নাই, যাহা বুঝি নাই, সে-কথা বল্‌তে গেলে কেহ তাতে সায় দিতে আসে না, কেহ সে-কথা শুন্‌তে আগ্রহ প্রকাশ করে না। নিজে না জেনে থাক, অনুভব না ক'রে থাক, অন্ততঃ শাস্ত্রের কথা বল,—ঋষিরা মানুষরা যা জেনেছেন, যা অনুভব করেছেন, অন্ততঃ তা লোককে শুনাও। তাতেও যে বাধা আছে। তোমার প্রাণে অনুভূতি না জাগ্‌লে, ঋষিবাক্যও যে বুঝ্‌বে না, তাঁদের কথারও যে কু অর্থ কর্‌বে! তাই বলি, আগে অনুভূতি, তার পর কথা বলা। তাই দেখ্‌ছি, কেহ কাছে আসে না, কেহ ডাক শোনে না, কেহ প্রশ্ন করে না, কেহ ব্যাকুলতা ল'য়ে জান্‌তে আসে না। অন্ধ যে সে পথ দেখাবে কি ক'রে? যে বধির সে সঙ্গীতের মাধুর্য্য বুঝাবে কি ক'রে? আগে রস পান কর, ব্রহ্ম নামের মাধুর্য্য অনুভব কর, তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্যে মোহিত হও; তখন দেখ্‌বে, তোমার গান লোকে শুন্‌তে আস্‌বে—তোমার কথাও বল্‌তে হবে না; লোকে তোমার দৃষ্টি দেখেই অন্তরের কথা বুঝ্‌বে।

সম্পাদকীয়

মিথ্যার পূজা—চিরদিনই সর্ব্বত্র সত্যের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। একমাত্র সত্যই যে অবলম্বনীয় ও পালনীয়, কেবল তাহাতেই যে মানবের কল্যাণ, কোনও প্রকারেই যে মিথ্যাতে নয়, সে-কথা সকল দেশে ও সকল কালেই স্বীকৃত ও ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সত্যের আদর ও সম্মান বর্দ্ধিত এবং অধিকতর স্বীকৃত হইলেও, ব্যবহারগত জীবনে এই সত্যনিষ্ঠার যে ব্যভিচার অনেক সময় দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা সুসভ্য জাতিসমূহের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়—অসভ্য শ্রেণীর মধ্যে তাহার একান্তই অভাব। কিন্তু সে সকল স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায় মিথ্যাকে সত্যের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়াই উপস্থিত করা হয়, উহার নগ্ন আকার সর্ব্বাবস্থায়ই বর্জ্জনীয়। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আজ আমরা একটা বিশেষ দিকেই আমাদের আবদ্ধ রাখিব। এই দেশ এক সময়ে সত্যনিষ্ঠার জন্য জগতে কি রূপ গৌরবমণ্ডিত আসন লাভ করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রাণপণে সত্য রক্ষা করিয়াছেন, কিছুতেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। সত্যানুসন্ধানও তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্টই ছিল। সত্য নির্দ্ধারণের জন্য ভারতীয় ঋষিগণ কি কঠোর তপস্যাই না করিয়াছেন! অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, যে-ধর্ম্মজীবনে সত্য নিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় সেখানেই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই,—বরং তাহা আবশ্যকই মনে করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহাদের গভীর তপস্যালব্ধ সত্যসমূহ, উচ্চ তত্ত্বসকল, নিজেদের ও তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞানীদের পক্ষে যেরূপ প্রয়োজনীয় অপর সাধারণের পক্ষেও যে তেমনি আবশ্যক, জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে ধারণাশক্তিতে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, প্রত্যেকের প্রকৃত ধর্ম্মজীবনপরিপোষণের জন্য যে একমাত্র সত্যই—তাহার যে যতটুকু বুঝুক না কেন—চাই, কিছুতেই যে বিন্দুপরিমাণেও মিথ্যা অবলম্বনীয় নহে, মিথ্যা যে সকলের পক্ষেই সর্ব্বাবস্থায় অনিষ্টকারী বলিয়া সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য, এই সহজ তত্ত্বটা যে তাঁহারা কেন বুঝিতে পারেন নাই এবং লোকে উচ্চ তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া তৃপ্তি ও আরাম হইতে বঞ্চিত হইবে ভয়ে মিথ্যার দ্বারা কাল্পনিক সুখে ভুলাইয়া চিরদিনের জন্য উন্নতি ও কল্যাণের পথ রুদ্ধ করাই উঁহাদের পক্ষে কি প্রকারে অধিকতর মঙ্গলজনক বলিয়া যে মনে করিলেন, তাহা আমরা জানি না। তাঁহাদের উক্ত প্রকার ভ্রান্ত ধারণার কারণ যাহাই হউক না কেন, তাহার বশবর্ত্তী হইয়াই যে তাঁহারা লোকের বিশ্বাসভঙ্গ উৎপাদন না করিয়া তাহাদিগকে মিথ্যার পূজায়, অর্থহীন বাহিক ক্রিয়া কাণ্ডের আড়ম্বরে ও কাল্পনিক দেবদেবীর লৌকিক অর্চ্চনাতে আত্মপ্রবঞ্চিত হইতে প্রশ্রয়, এবং কোন কোন স্থলে উৎসাহও, দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। উচ্চ ব্রহ্মবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র উপনিষদ্‌গুলিই ইহার প্রমাণ। তাঁহারা যদি জানিতেন ইহার ফলে সত্যানুসন্ধান ও স্বাধীন চিন্তা বিলুপ্ত হইবে, তাঁহারা যে ধর্ম্মের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন তাহা আর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না, তাহার পরিবর্ত্তে সকলে মিথ্যা ও কৃত্রিমতায় ডুবিয়া, সত্য ও সরলতা হইতে বঞ্চিত হইয়া, সর্ব্ব প্রকারে অধর্ম্ম ও অকল্যাণের পথেই, মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও এরূপ করিতেন না। তাঁহারা হয়ত মনে করিতেন মিথ্যার দ্বারাও বিশ্বাস ভাব ভক্তি রক্ষিত হইলে, কালে সত্যজ্ঞান উদয় হইবে এবং মিথ্যা চলিয়া যাবে, খাঁটি ধর্ম্ম সতেজ হইয়া উঠিবে, আর সন্দেহ ও অবিশ্বাসে ধর্ম্মের মূল শুষ্ক হইয়া গেলে কখনও ধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারিবে না। মিথ্যার স্বাভাবিক বিকাশ যে অধিকতর মিথ্যা, কখনও সত্য নহে, সত্য যে সর্ব্বদাই অন্য উপায়েই লাভ করিতে হইবে, কাল্পনিক আরামে ও তৃপ্তিতে যে সত্যানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা বিনষ্টই হইয়া যায়, বরং শূন্যতা ও অতৃপ্তির দুঃখ বেদনাই যে তাহা জাগাইয়া দেয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আগুনে সমস্ত আবর্জ্জনা ও আগাছা ভস্মীভূত হইলেই যে সত্যের বীজ সহজে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে, এই স্বাভাবিক নিয়মটার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। মিথ্যার অনুসরণ সত্ত্বেও কেহ কখনও অন্য উপায়ে সত্যে উপনীত হইতে পারিলেও কিন্তু কদাপি উহার ফলে তাহা পারে না।

আমাদের জাতীয় অধঃপতনের ইতিহাস তাঁহাদের মহাভ্রমের বিষময় ফল প্রমাণ করিতেছে। জীবনের মূলে সত্যনিষ্ঠা না থাকাতে ক্রমে আচার ব্যবহার হইতেও উহা বিলুপ্ত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার শক্তি ও কল্যাণের প্রস্রবণের সঙ্গে যোগ না থাকাতে, সকল বিষয়েই দুর্ব্বলতা পাপ মলিনতা ও অধঃপতন আসিয়া জীবনকে অধিকার করিয়াছে, মহামৃত্যুর করাল গ্রাসে পাতিত করিয়াছে। মূল শুষ্ক হইলে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা সমস্তই পরিশুষ্ক হইয়া যায়। এই জন্যই জাতীয় জীবনের সকল বিভাগ মহামৃত্যুর কবলে কবলিত হইয়াছে, কোনও বিভাগেই দীর্ঘকাল জীবনের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আর সময় সময় যে সকল মহাপুরুষ এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহাকে সত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারাও সফলকাম হইতে পারেন নাই—তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকও সে গভীর মোহান্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ হয় নাই। জগতের নিকট জাতীয় গৌরব-প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঋষিদিগের গভীর তপস্যালব্ধ উচ্চ তত্ত্বসকল যত তারস্বরেই ঘোষণা করুন না কেন, কার্য্যগত জীবনে কিন্তু সে মহা সম্পদকে তুচ্ছ করিয়া, সে-সত্যসকল অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহাদেরই দোহাই দিয়া, মণি ভ্রমে অসার কাচ-খণ্ড লইয়াই তৃপ্ত বোধ করিতেছেন, আত্মপ্রতারিত হইতেছেন। অজ্ঞানতার যুগে বরং ভ্রমকুসংস্কারের মধ্যেও, লোকের একটা সরল বিশ্বাস ও আন্তরিকতা ছিল বলিয়া, ধর্ম্ম ভাব কিছু পরিমাণে পরিপুষ্ট হইত, মিথ্যা ও অধর্ম্ম আচরণ হইতে মানুষ কতকটা রক্ষা পাইত; বর্ত্তমানে কিন্তু তাহারও একান্ত অভাবই দৃষ্ট হইতেছে। অজ্ঞতার যুগের অন্ধ বিশ্বাস টিকিতে পারিতেছে না দেখিয়া, ইহারা আপনার কল্যাণের জন্য সত্যের অনুসন্ধানে ও অনুসরণে নিযুক্ত না হইয়া, নিজের অনিষ্ট সাধন করিয়াও, অসার যুক্তিবলে মিথ্যার সমর্থনদ্বারা লোকের নিকট হইতে স্বীয় দৈন্য লুক্কায়িত রাখিতেই অধিকতর প্রয়াসী, ধর্ম্ম অপেক্ষা ধর্ম্মের সম্মান ও গৌরবময় পরিচ্ছদের জন্যই অধিকতর চেষ্টিত। দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি ও শিক্ষিতগণের ব্যবহার ও জাতীয় ভাবের কাল্পনিক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইহাই প্রমাণ করিতেছে। এই মিথ্যা কপটাচারের তুল্য অনিষ্টকারী অপর কিছু নাই। ইহা অপেক্ষা জ্ঞানের অধিকতর অপব্যবহারও কিছু হইতে পারে না। ইহার বিষময় ফল জাতীয় জীবনের সকল বিভাগকেই কলঙ্কিত করিতেছে, উন্নতির সকল দ্বার কণ্টকাকীর্ণ করিতেছে। কোথাও যে সত্য ভিন্ন কল্যাণ নাই, মিথ্যা যে চির দিনই সকল বিষয়ে একমাত্র অমঙ্গলেরই হেতু, এই পরিত্রাণপ্রদ চিরন্তন সত্যটা দেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তাই যুগপ্রবর্ত্তক রাজর্ষি রাম-মোহন বিশেষ ভাবে এই মহা বাণী ঘোষণা করিলেন—"সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ," "সত্যসূচনা বিনা সকলি বৃথায়"। কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরকেই যে সত্যে ও ভাবে পূজা করিতে হইবে, ইহা, শুধু মুখের কথায় নয়, জীবনের সকল আচার ব্যবহার দ্বারাই, প্রচার করিলেন—কোনও কার্য্যেই মিথ্যাকে বিন্দু পরিমাণেও প্রশ্রয় দিলেন না, অসত্যের সঙ্গে কোনও প্রকার সন্ধিই করিলেন না, একমেবাদ্বিতীয়মের সিংহাসনের পার্শ্বে অপর কাহারও স্থান দিলেন না। এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখিতে হইবে, রাজর্ষি যে-একমেবাদ্বিতীয়মের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিলেন তিনি ব্যক্তিত্বহীন সত্তা মাত্রে অবস্থিত যাবতীয় পদার্থের সহিত একীভূত বৈদান্তিক একমেবাদ্বিতীয়ম্ নহেন, তিনি জীবন্ত ক্রিয়াশীল এক অদ্বিতীয় পুরুষ, সকলের কর্ত্তা ও প্রভু বন্ধুগৃহে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ লইয়া উপস্থিত হইলে যে-ভাবে রাজর্ষি বালক দেবেন্দ্রনাথকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তাহা সে-জীবনকে চিরদিনের জন্য প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। সত্য জীবনের এমনই শক্তি। এরূপ সর্ব্বতোভাবে মিথ্যার পূজাপরিহার, সত্যের পূজাপ্রতিষ্ঠা এদেশে নূতন। এই হেতু এখনও দেশ ইহার একান্ত আবশ্যকতা ও অপরিহার্য্যতা সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে সমর্থ হইতেছে না। জড়াতীত অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বৈদান্তিক শিক্ষা সত্ত্বেও চিরন্তন সংস্কার বশতঃ কিছুতেই জড়কে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। দুইয়ের সামঞ্জস্য অসম্ভব হইলেও অদ্ভুত ভাবে একটা কৃত্রিম সম্মিলন সংগঠন করিতে ব্যস্ত আছে বটে, কিন্তু ফলতঃ কার্য্যগত জীবনে ও অন্তরের অন্তরে জড়ীয় ভাবধারাই সমস্ত সমাচ্ছন্ন, বেদান্তের ভাব উপরে উপরে বাহিরের কথাবার্ত্তায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। ধর্ম্মটাও হৃদয়ের গভীর প্রদেশে প্রবেশ না করিয়া, অন্তরের ব্যাপার না হইয়া, শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠানে, সাময়িক-ভাবের পরিতৃপ্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সমস্ত জীবন ও চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করিয়া কল্যাণ ও মহত্ত্বের পথে, সর্ব্ব-বিধ উন্নতি ও বিকাশের দিকে লইয়া যাইতেছে না, বরং মিথ্যা ও কৃত্রিমতার দ্বারা সমস্ত জীবনকে কলুষিত করিয়া অধিকতর অবনতি ও অধঃপতনের দিকেই লইয়া যাইতেছে। দেশের এই মহা দুর্গতির কথা অল্প লোকেই চিন্তা ও অনুভব করিয়া থাকে। অপর লোকের সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কিছু বলিতে চাই না—তাহাদের নিকট হইতে আমরা অন্য প্রকার আশাও করিতে পারি না—নিজেদের কথাই ভাবি ও বলি। আমরা যাহারা সত্য পূজার নিশান হাতে লইয়াছি, সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা ও কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছি,—একমেবা-দ্বিতীয়মের সত্য আধ্যাত্মিক উপাসনা, একচ্ছত্র রাজত্ব, সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি—আমরা দেশের এ দুর্গতি দূর করা বিষয়ে কি করিতেছি? আমরা কি আমাদের গুরুতর দায়িত্ব সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতেছি? আমাদের হৃদয় কি যথার্থ-রূপে ব্যথিত ও ব্যাকুলিত হইতেছে? আমরা কি আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে যথাশক্তি নিযুক্ত রহিয়াছি? আমরা কি আমাদের অবলম্বিত নূতন মহা তত্ত্ব সাধনে ও প্রচারে জীবন মন প্রাণ সমস্ত অর্পণ করিয়াছি? আমরাই যদি তাহা না করিয়া থাকি, তবে অপরে করিবে কি প্রকারে? যাহারা ইহা শুধু প্রয়োজনীয় নয়, সম্ভবপরও বলিয়া, মনে করে না, তাহারা সম্পূর্ণ নূতন পথে পণ্ডশ্রম করিতে যাইবে কেন? যাহারা কল্পনার রথে চড়িয়া বেশ আরামেই জীবন কাটাইতেছে, তাহারা দুঃখ-জনক সংগ্রামের পথে চলিতে ইচ্ছুক হইবে কেন? বিশেষতঃ

অতীন্দ্রিয় বস্তুতে যে শুধু জ্ঞানের তৃপ্তি নহে হৃদয়েরও পরিতৃপ্তি হইতে পারে, গভীর উচ্ছ্বাসময়ী ভক্তি জন্মিতে পারে, অপর দিকে কার্য্যগত জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন, সকল কার্য্যে উচ্চ নীতির অবলম্বন, জীবনদেবতার ইচ্ছানুসরণ ব্যতীত যে ভক্তি মূল্যহীন, সকলপ্রকার উন্নতিই অসম্ভব—সে-ধারণার যাহাদের একান্তই অভাব, তাহারা এদিকে আকৃষ্ট হইবে কেন? আমরা যদি বিশুদ্ধ সরস ভক্তি ও আত্মসমর্পণ, জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কার্য্যে পরমপ্রভুর ইচ্ছাপালন, পবিত্রতম নীতির অনুসরণ, আপনাদের জীবনে মূর্ত্ত করিয়া লোকের সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে ধরিতে পারি, তবেই লোকের ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে, প্রাণে আশা ও বিশ্বাস জাগিবে, চেষ্টা ও যত্নের উদয় হইবে। একমাত্র তাহা হইলেই আমাদের জীবনের প্রভাব চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইবে, সকলের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হইবে, এবং দেশ নব বলে বলীয়ান্ হইয়া, সকল প্রকার মিথ্যার পূজা পরিত্যাগ করিতে ও নব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সত্যের পূজা ও সত্যের প্রতিষ্ঠাদ্বারা সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও উন্নতির পথে চলিতে সমর্থ হইবে। আমরা যদি দৃঢ় হস্তে সত্যের নিশান না ধরি, একমেবাদ্বিতীয়মের পতাকার নিকট বিশ্বস্ত না থাকি, তবে আমরাই অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইব, লাঞ্ছিত পদদলিত ও পরিত্যক্ত হইব। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দোষে সত্যস্বরূপের সত্যধর্ম্ম কখনও লুপ্ত হইবে না বটে, কালে নিশ্চয়ই তাহার জয় হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে-পথে নিঃসন্দিগ্ধরূপে গুরুতর বাধা উপস্থিত হইবে, সে-জন্য বহুবৎসর পিছাইয়া যাইবে। আমরা এ সময়ে, অপরের উপর দোষারোপ না করিয়া, আমাদের গুরুতর দায়িত্বের কথাই বিশেষভাবে অনুভব করি, এবং দেশের ও নিজেদের দুর্গতি স্মরণে কাতর হৃদয়ে সত্যস্বরূপ অদ্বিতীয় প্রভুর শরণাপন্ন হই, তিনি আমাদিগকে সত্য নিষ্ঠা ভক্তি ও বল দিন। তাঁহার সত্য পূজা আমাদের জীবনে, সমাজে, দেশে ও জগতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। সর্ব্বপ্রকার মিথ্যার পূজা তিরোহিত হউক। তাঁহার পবিত্র ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

নানক বাণী

৫০

স্রিসটে ভেউ ন জানৈ কোই।
স্রিসটা করৈ সু নিহচউ হোই।
সংপৈ কউ ঈসর ধিআঈঐ।
সংপৈ পুরব লিখেকী পাঈঐ।
সংপৈ কারণ চাকর চোর।
সংপৈ সাথ ন চালৈ হোর।
বিন সাচে নহী দরগহ মান।
হরি রস পীবৈ ছুটৈ নিদান।

নোট—(১) পুরব লিখেকী = পূর্ব্বে যাহা অদৃষ্টে লেখা হইয়াছে সেই অনুসারে। নিজের কর্ম্মের অনুসারে।

(২) চাকর চোর = চাকুরী করে এবং প্রভুর ধন নিজের বলিয়া লুকাইয়া রাখে।

(৩) নিদান = রোগের হেতু, অজ্ঞানী, অন্ত। সকল অর্থই খাটিতে পারে।

ভাবানুবাদ

স্রষ্টার তাৎপর্য্য কেহ জানে না।
যাহা স্রষ্টা করেন তাহা নিশ্চয়ই হয়।
সম্পত্তির জন্য যদি ঈশ্বরের ধ্যান করি,
সম্পত্তি ত পূর্ব্ব লিখনানুসারে পাই।
সম্পত্তির হেতু ভৃত্য চোর হয়।
অন্য কোন সম্পত্তি সঙ্গে যায় না।
সত্য বিনা ভগবানের দরবারে সম্মান পাওয়া যায় না।
হরিপ্রেমরস পান করিলে অন্তেতে মুক্তি পায়।

৫১

হেরত হেরত হে সখী হোই রহী হৈরাণ।
হউ হউ করতী মৈ মূঈ সবদ রবৈ মন গিআন।
হার ডোর কংকন ঘণে কর থাকী সীগার।
মিল প্রীতম সুখ পাইআ সগল গুণা গলহার।
নানক গুরমুখ পাঈঐ হরি সিউ প্রীত পিআর।
হরি বিন কিন সুখ পাইআ দেখহু মন বীচার।
হরি পড়্‌ণা হরি বুঝণা হরি সিউ রখহু পিআর।
হরি জপীঐ হরি ধিআঈঐ হরি কা নাম অধার।

ভাবানুবাদ

হে সখি! ভগবন্তের সৃষ্টি দেখিতে দেখিতে আমি বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছি।

"আমি" "আমি" করিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইল, ব্রহ্ম নাম জপ করিলে মনেতে জ্ঞান হয়।

হার, মালা, বলয় অনেক প্রকার বাহিরের বেশ ভূষা করিয়া শ্রান্ত হইলাম।

প্রিয়তমকে পাইয়া সুখ পাইলাম, সকল গুণ আপনাপনি গলার হার হইয়া গেল।

নানক বলেন, ভগবন্মুখীন সাধুগণ হরির নিকট প্রেম ও প্রীতি প্রাপ্ত হন।

হরি বিনা কে সুখ পাইয়াছে? মনেতে ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ।

হরিই পাঠ, হরিই জ্ঞান, হরির সহিত প্রীতি রক্ষা কর।

হরির জপ কর, হরির ধ্যান কর, হরির নাম আধার কর।

৫২

লেখ ন মিটঈ হে সখী জো লিখিআ করতার।
আপে কারণ জিন কীআ কর কিরপা পগ ধার।
করতে হথ বডিআঈআ বূঝহু গুর বীচার।
লিখিআ ফের ন সকীঐ জিউ ভাবী তিউ সার।
নদর তেরী সুখ পাইআ নানক সবদ বীচার।
মনমুখ ভূলে পচ মূএ উবরে গুর বীচার।
জি পুরখ নদর ন আবঈ তিস কা কিআ কর কহিআ জাই।
বলহারী গুর আপণৈ জিন হিরদে দিতা দিখাই।

নোট—(১) রবৈ = উচ্চারণ করিলে।

(২) সীগার = প্রসাধন, বাহিরের বেশ ভূষা।

(৩) গুরমুখ পাঈঐ &c.—ট্রাক্ট সোসাইটি অর্থ করেন গুরুদ্বারে পাওয়া যায়, হরির সহিত প্রীতি ও প্রেম করিলে।

NOTICE

Re: Revision of Rules of the Sadharan Brahmo Samaj.

Under Rule 40 (b), (৪০ খ) it is hereby notified for the information of the members of the Samaj that the Rules of the Samaj have been revised as given below by two consecutive meetings of the General Committee of the Samaj. Any member of the Sadharan Brahmo Samaj intending to bring forward any ammendment to any of these proposed rules is requested to send his ammendment to the Secretary before the second week of November, 1925.

Sadharan Brahmo Samaj
Caloutta.
23. 9. 25

ANNADACHARAN SEN,
Secretary Sadharan Brahmo Samaj.

বিজ্ঞাপন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাদি পরিবর্ত্তন

Revision of Rules as recommended by the Ex. Com. of the S. B. Samaj and confirmed or amended by the General Committee.

N. B.—*Recommendation of the Ge- ral Committee is on the right side.*

বর্ত্তমান ২য় নিয়ম :—যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং আত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতিতে এবং উপাসনার আবশ্যকতাতে বিশ্বাস করেন এবং অপরদিকে কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বরজ্ঞান কিম্বা ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যবর্ত্তী (mediator) জ্ঞান অথবা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

বর্ত্তমান চতুর্থ নিয়ম :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সভ্য হইবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে এবং অপর একজন সভ্য কর্ত্তৃক ঐ প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা যথাযথ অনুসন্ধানানন্তর তাঁহাকে সভ্য মনোনয়ন করিবেন। মনোনীত ব্যক্তি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পত্রে (form) স্বাক্ষর করিলে এবং তাঁহার প্রতিশ্রুত মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা প্রথমবার প্রদান করিবার পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন। সুবিধা হইলে তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনাগৃহে বা অন্য কোন স্থানীয় উপাসনালয়ে নিয়মিত বা বিশেষ উপাসনার দিনে সর্ব্বসমক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে।

বর্ত্তমান ৫ম নিয়ম :—যাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস ও সাধারণব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি আছে, যিনি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত অর্থদান এবং অন্যপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত

প্রথম নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন নাই।

২।—যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং আত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতিতে এবং উপাসনার আবশ্যকতাতে বিশ্বাস করেন এবং অপরদিকে কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বর জ্ঞান কিম্বা ঈশ্বরলাভের জন্য ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যবর্ত্তী (mediator) জ্ঞান অথবা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৪র্থ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সভ্য হইবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে এবং অপর একজন সভ্যকর্ত্তৃক ঐ প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অনুসন্ধানান্তর তাঁহাকে সভ্য মনোনয়ন করিবেন। মনোনীত ব্যক্তি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পত্রে (Form) স্বাক্ষর এবং তাঁহার প্রতিশ্রুত মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিবার পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন। কিন্তু মনোনয়নের ৬ মাসের মধ্যে প্রতিশ্রুত চাঁদা প্রথমবার না দিলে তাঁহাকে পুনরায় মনোনীত হইতে হইবে।

সহযোগী মনোনয়নের নিয়ম অনেক বৎসর হইতে উঠিয়া গিয়াছে সুতরাং সহযোগী সম্বন্ধে ৫ম নিয়মটী পরিত্যক্ত হইবে।

আছেন, যাঁহার বয়স অন্যূন অষ্টাদশ বৎসর তাঁহাকে চরিত্রাংশে উপযুক্ত মনে করিলে কার্য্যনির্ব্বাহক বা অধ্যক্ষ সভা সহযোগী (Associate) রূপে মনোনীত করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ৬ষ্ঠ নিয়ম :—চতুর্থ নিয়ম অনুসরণ না করিয়াও জ্ঞান, ধর্ম্ম ও চরিত্র বিষয়ে উন্নত ও খ্যাত্যাপন্ন কোন ব্রাহ্মকে সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করা যাইতে পারিবে। সম্মানিত সভ্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রস্তাবানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে মনোনীত হইবেন।

বর্ত্তমান অষ্টম নিয়ম :—যদি কোন সভ্যের ৩য় নিয়মোক্ত কোন যোগ্যতার অভাব হয় কিম্বা যদি অন্যকোন গুরুতর কারণ বশতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে উক্ত সভা, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন ও উক্ত সভ্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথোপযুক্ত সময় ও সুযোগ প্রদান করিবেন। যদি উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর তাঁহাতে সভ্যের যোগ্যতার অভাব কিম্বা তাঁহার ত্রুটি প্রমাণিত হয়, কিম্বা তাঁহার প্রতিশ্রুত সম্পূর্ণ দাতব্য বা তাহার কোন অংশ যদি দুই বৎসরের অধিককাল অনাদায় থাকে, তাহা হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের অন্যূন দুইতৃতীয়াংশের মতানুসারে যেরূপ উচিত বিবেচিত হইবে, উক্ত সভা সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। (অর্থাৎ এরূপ স্থলে অবস্থাবিশেষে তাঁহাকে সতর্ক করিতে, অনুযোগ করিতে বা সভ্যের অধিকার হইতে সাময়িকরূপে স্থগিত রাখিতে কিম্বা তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ বিধান করিতে পারিবেন অথবা তাঁহাকে একেবারে সভ্যপদ হইতে রহিত করিতে পারিবেন।) কিন্তু এরূপ স্থলে উক্ত সভ্যের অধ্যক্ষ সভার নিকট কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিচারের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিবার অধিকার থাকিবে এবং পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিতে হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিচারমন্তব্য বা নির্দ্ধারণ তাঁহার নিকট জ্ঞাপিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে তাঁহাকে সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় জানাইতে হইবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কোন অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যের ⅔ অংশের মত দ্বারা উপযুক্ত কারণে কোন সহযোগীকে সাময়িকরূপে বা একেবারে তাঁহার পদ হইতে চ্যুত করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সুবিধা দেওয়া হইবে।

এই নিয়মোক্ত কার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কি অধ্যক্ষসভা স্বয়ং কিম্বা কোন কমিটি দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ৯ম নিয়ম :—যাঁহার নাম কোন কারণবশতঃ সভ্যশ্রেণী হইতে একবার বর্জ্জিত হইবে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উচিত মনে করিলে ও তাঁহাদের নিদ্ধারিত নিয়মাধীন হইয়া চলিতে সম্মত হইলে, তিনি পুনরায় ৩য় নিয়মানুসারে সভ্য পদে মনোনীত হইতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ১০ম নিয়ম :—সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণকে মনোনীত কার্য্য হইতে স্থগিত বা অপসৃত করিতে পারিবেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় কোন বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহক ও অধ্যক্ষ সভার কিম্বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া সমুদয় আলোচ্য বিষয়ে মত (vote) দিতে পারিবেন।

সম্মানিত (Honorary) সভ্য মনোনয়নের বিধান—৬ষ্ঠ নিয়ম পরিত্যক্ত হইবে।

৭ম নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

৮ম নিয়ম নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে।—

(ক) যদি কোন সভ্যের ৩য় নিয়মের কোন যোগ্যতার অভাব হয় কিম্বা যদি অন্য কোন গুরুতর কারণবশতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে উক্ত সভা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন ও উক্ত সভ্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথোপযুক্ত সময় ও সুযোগ প্রদান করিবেন। যদি উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর তাঁহাতে সভ্যের যোগ্যতার অভাব কিংবা তাঁহার ত্রুটি প্রমাণিত হয় তাহা হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের অন্যূন ⅔ অংশের মতানুসারে তাঁহাকে সতর্ক করিতে, অনুযোগ করিতে, বা সভ্যের অধিকার হইতে সাময়িকরূপে স্থগিত রাখিতে অথবা তাঁহাকে একেবারে সভ্যপদ হইতে রহিত করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ স্থলে উক্ত সভ্যের অধ্যক্ষসভার নিকট কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিচারের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিবার অধিকার থাকিবে; এবং পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিতে হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণ তাঁহার নিকট জ্ঞাপিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে তাঁহাকে সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় জানাইতে হইবে।

(খ) যদি কোন সভ্যের প্রতিশ্রুত চাঁদা দুই বৎসরের অধিককাল অনাদায়ী থাকে তাহা হইলে সম্পাদক তাঁহাকে এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন দিবেন। উক্ত প্রকার বিজ্ঞাপন দিবার তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ বাকী চাঁদা আদায় না হইলে তিনি সভ্যের অধিকার হইতে সাময়িক ভাবে বঞ্চিত হইবেন। কিন্তু আদায়ের কাল পর্য্যন্ত সমুদয় চাঁদা প্রদান করিলে তিনি পুনরায় সভ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। এরূপ স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ইচ্ছা করিলে, বাকি চাঁদা আংশিকরূপে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

৯ম।—যাহার নাম "৮ম ক" এর নিয়মানুসারে সভ্যশ্রেণী হইতে একবার বর্জ্জিত হইবে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উচিত মনে করিলে ও তাঁহাদের নির্দ্ধারিত নিয়মাধীন হইয়া চলিতে সম্মত হইলে, তিনি পুনরায় ৩য় নিয়মানুসারে সভ্যপদে মনোনীত হইতে পারিবেন।

১০ম।—সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণকে নির্ব্বাচিত, কার্য্য হইতে স্থগিত বা অপসৃত করিতে পারিবেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতকর কোন বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহক ও অধ্যক্ষ সভার কিম্বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া সমুদয় আলোচ্য বিষয়ে মত (vote) দিতে পারিবেন।

সহযোগিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোন বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, অধ্যক্ষ সভা বা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন; কিন্তু বিবেচ্য বিষয়ে তাঁহাদের মত (vote) গৃহীত হইবে না।

সহযোগী সম্বন্ধে ১০ম নিয়মের দ্বিতীয় প্যারাটী পরিত্যক্ত হইবে।

বর্ত্তমান ১১শ নিয়ম :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন মাঘোৎসব উপলক্ষে বর্ষে একবার হইবে। এই অধিবেশনে বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হইবে এবং প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া গৃহীত হইবে, কর্ম্মচারিগণ এবং ২২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট অধ্যক্ষ সভার ৬৫ জন সভ্য নিযুক্ত হইবেন এবং সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপনে লিখিত অপরাপর কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবে। এতদ্ভিন্ন কোন অবিসম্বাদী অর্থাৎ যে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই এরূপ formal বিষয় বিচারার্থ উত্থাপিত হইতে পারিবে।

১১শ।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন মাঘোৎসব উপলক্ষে বর্ষে একবার হইবে। এই অধিবেশনে বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হইবে এবং প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া গৃহীত হইবে, কর্ম্মচারিগণ এবং ২২ ধারার নির্দ্দিষ্ট অধ্যক্ষসভার ৬৫ জন সভ্য নিযুক্ত হইবেন এবং সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপনে লিখিত অপরাপর কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবে। এতদ্ভিন্ন কোন অবিসম্বাদী অর্থাৎ যে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই এরূপ formal বিষয় বিচারার্থ উত্থাপিত হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান ১২শ নিয়মের দ্বিতীয় প্যারা :—এতদ্ভিন্ন অন্যূন বিংশতি জন সভ্য স্বাক্ষর করিয়া অনুরোধ করিলে, তাঁহাদের প্রস্তাব বিচারার্থ সম্পাদককে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। যদি সম্পাদক সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে প্রার্থনাকারিগণ কিংবা তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন ৫ সভ্য সভাপতিকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং সভাপতি এরূপ স্থলে নিজ নামে সভা আহ্বান করিবেন। যদি সভাপতি অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যূন ৩০ জন সভ্য প্রস্তাবিত বিষয় বিচারার্থ স্বীয় নামে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। কিন্তু সম্পাদক বা সভাপতি যে কারণে সভা আহ্বান করিতে বিরত হইলেন, তদ্বিষয়ে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া আহ্বানকারিদিগকে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহার একখণ্ড প্রেরণ করিবেন এবং সেই মন্তব্য অধ্যক্ষ সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে বিচারাধীন হইয়া তৎসম্বন্ধে অনুকূল বা প্রতিকূল মত প্রকাশ হইতে পারিবেন।

১২শ নিয়মের প্রথম প্যারায় কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

দ্বিতীয় প্যারাটী নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে—

এতদ্ভিন্ন অন্যূন ত্রিংশতি জন সভ্য স্বাক্ষর করিয়া অনুরোধ করিলে তাঁহাদের প্রস্তাব বিচারার্থ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবেন। যদি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন অথবা এরূপ অনুরোধপ্রাপ্তির তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে উক্ত বিশেষ অধিবেশন হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যূন ৪০ জন সভ্য প্রস্তাবিত বিষয় বিচারার্থে স্বীয় নামে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ১৩শ নিয়ম :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কিম্বা কোন বিশেষ অধিবেশন কোন দিবস হইবে, তাহা সম্পাদক কিম্বা ১২ ধারার নিয়মানুসারে সভাপতি কি সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালিত কিম্বা তদভাবে অপর কোন স্থানীয় প্রকাশ্য পত্রে অন্যূন তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইবেন। বিজ্ঞাপনে অধিবেশনের সম্পাদ্য কার্য্যের উল্লেখ থাকিবে। অন্যূন ৩০ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে অধিবেশনের কার্য্য হইতে পারিবে না।

১৩শ নিয়ম নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সাধারণ কিম্বা কোন বিশেষ অধিবেশন কোন দিবস হইবে, তাহা সম্পাদক কিম্বা ১২ ধারা অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কিম্বা উক্ত সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালিত পত্রে অথবা সেরূপ পত্র না থাকিলে স্থানীয় অপর কোন প্রকাশ্য পত্রে অন্যূন তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইবেন। বিজ্ঞাপনে অধিবেশনের সম্পাদ্য কার্য্যের উল্লেখ থাকিবে। অন্যূন ৩০ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে অধিবেশনের কার্য্য হইতে পারিবে না। কিন্তু ১২ ধারা অনুসারে আহূত সভার বিশেষ অধিবেশনে ৫০জন সভ্য উপস্থিত না হইলে কার্য্য হইতে পারিবে না। ১২ ধারায় উল্লিখিত সভ্যদের প্রদত্ত বিজ্ঞাপন সমাজের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার জন্য সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। এবং উক্ত বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির পর হইতে এক পক্ষের মধ্যে সম্পাদক সমাজের পরিচালিত পত্রে এ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিবেন। যদি না করেন তাহা হইলে সভ্যগণ নিজ নামে স্থানীয় অপর কোন প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার এক সপ্তাহের মধ্যে একখণ্ড সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান ১৪শ নিয়ম :—কোন সভ্য পীড়া কিম্বা মফঃস্বলে অবস্থিতির জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা অধ্যক্ষ সভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত হইতে অক্ষম হইলে, সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা অধিবেশনের বিবেচ্য বিষয় সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। সভার মত নির্দ্ধারণকালে এই সমস্ত মতও গণনীয় হইবে।

বর্ত্তমান ১৫শ নিয়ম :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক এবং একজন ধনাধ্যক্ষ থাকিবেন। আবশ্যক হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারিগণের বয়স অন্যূন ২৫ বৎসর হওয়া, ন্যূনকল্পে ৫ বৎসর কাল তাঁহাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য থাকা আবশ্যক এবং তৃতীয় নিয়মোল্লিখিত সভ্যের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

কর্ম্মচারিগণ এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন; বর্ষান্তে তাঁহারা পুনরায় মনোনীত হইতে পারিবেন কিন্তু কোন কর্ম্মচারী একাদিক্রমে ৫ বৎসরের অধিক কাল এক পদে থাকিতে পারিবেন না। তবে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের ¾ অংশ সভ্য আবশ্যক বোধ করিলে এবং তাঁহাদের প্রস্তাব পরবর্ত্তী অধ্যক্ষসভার কোনও অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের ¾ অংশ দ্বারা অনুমোদিত হইলে সহকারী সম্পাদক সম্বন্ধে উপরোক্ত ৫ বৎসরের নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান ২২শ নিয়মের প্রথম প্যারা :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণ, বার্ষিক অধিবেশনে নিয়োজিত কলিকাতাস্থ ৩৫ জন ও মফঃস্বলস্থ ৩০ জন এবং ২৩ ধারা অনুসারে মনোনীত প্রতিনিধিগণ লইয়া অধ্যক্ষ সভা সংগঠিত হইবে। উপরোক্ত সভ্যগণ আবশ্যক বোধ করিলে এবং উপস্থিত সভ্যগণের ¾ অনুমোদন করিলে আরও অনধিক ৫ জনকে অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত করিয়া লইতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ২২শ নিয়মের ৩য় প্যারা :—প্রতিনিধিগণের নিয়োগকারী সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই উভয় সমাজের অন্যূন তিন বৎসর কাল সভ্য থাকা আবশ্যক। এবং তৃতীয় নিয়মানুযায়ী সভ্যের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

বর্ত্তমান ২৯শ নিয়ম :—অধ্যক্ষ সভার সাধারণ কিংবা বিশেষ অধিবেশন কোন দিবস হইবে এবং তাহাতে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরি-

১৪শ নিয়মের পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু নিম্নলিখিত প্যারাটি ইহাতে সংযুক্ত হইবে।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কিম্বা অধ্যক্ষসভার অধিবেশনের বিচারার্থ কোন বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১২ দিনের মধ্যে যে কোনও সভ্য তাহার সংশোধিত প্রস্তাব সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে পারিবেন। সমাজের পত্রিকার পরিবর্ত্তী সংখ্যাতে এই সংশোধিত প্রস্তাব মূল প্রস্তাবের সহিত মুদ্রিত হইবে। এতদ্ব্যতীত অপর কোন সংশোধিত প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইবে না। কিন্তু যদি উপস্থিত সভ্যদের ¾ অংশের মতে কোনও অতিরিক্ত সংশোধিত প্রস্তাব উৎকৃষ্টতর বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সভা স্থগিত (meeting adjourn) করিয়া কাগজে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ বিজ্ঞাপন দিয়া উহার বিচারার্থে পুনরায় অধিবেশন করিতে হইবে। উপরোক্ত অধিবেশনে ঐ সম্বন্ধে আর কোনও নূতন প্রস্তাব আসিতে পারিবে না।

১৫শ :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক এবং একজন ধনাধ্যক্ষ থাকিবে। আবশ্যক হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অনধিক তিনজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারিগণের বয়স অন্যূন ২৫ বৎসর হওয়া, ন্যূনকল্পে ৫ বৎসর কাল তাঁহাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য থাকা এবং তৃতীয় নিয়মোল্লিখিত সভ্যের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

কর্ম্মচারিগণ এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন; বর্ষান্তে তাঁহারা পুনরায় মনোনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু কোন কর্ম্মচারী একাদিক্রমে ৫ বৎসরের অধিককাল এক পদে থাকিতে পারিবেন না। এতদ্ব্যতীত কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা আবশ্যক বোধ করিলে কর্ম্মচারী হইবার উপরোক্ত যোগ্যতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে স্থায়ী বা সাময়িক ভাবে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিতে ও তাহার অর্থানুকুল্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এবং তাঁহারও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সহকারী সম্পাদকের ন্যায় সমান অধিকার থাকিবে।

১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ, ২০শ, ২১শ নিয়মে কোন পরিবর্ত্তন নাই।

২২শ :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণ, বার্ষিক অধিবেশনে নিয়োজিত কলিকাতাস্থ ৩৫ জন ও মফঃস্বলস্থ ৪০ জন এবং ২৩ ধারা অনুসারে মনোনীত প্রতিনিধিগণ লইয়া অধ্যক্ষ সভা সংগঠিত হইবে। উপরোক্ত সভ্যগণ আবশ্যক বোধ করিলে এবং উপস্থিত সভ্যগণের ¾ অনুমোদন করিলে আরও অনধিক ৫ জনকে অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত করিয়া লইতে পারিবেন।

উক্ত নিয়মের ২য় প্যারায় কোন পরিবর্ত্তন নাই।

৩য় প্যারা।—প্রতিনিধিদিগের নিয়োগকারী সমাজের সভ্য ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যূন তিন বৎসরকাল সভ্য থাকা আবশ্যক এবং তৃতীয় নিয়মানুযায়ী সভ্যের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

২৩শ হইতে ২৮শ নিয়মে কোন পরিবর্ত্তন নাই।

২৯শ—অধ্যক্ষ সভার সাধারণ কিংবা বিশেষ অধিবেশন কোন দিবস হইবে এবং তাহাতে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালিত কোন

চালিত কোন পত্রিকাতে বা তদভাবে অপর কোন স্থানীয় সংবাদপত্রে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার বিজ্ঞাপন দিতে হইবে।

অধ্যক্ষসভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার ১০ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্য চলিতে পারিবে।

বর্ত্তমানে ৩১শ নিয়ম :—সমাজের কার্য্য সৌকার্য্যার্থে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর কোন নিয়মের অথবা তাহার তাৎপর্য্যের ব্যতিক্রম না করিয়া অধ্যক্ষ সভা অবান্তর নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারিবেন। এই অবান্তর নিয়ম প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সাধারণ সভা ইচ্ছা করিলে সেই সমুদয় নিয়ম পরিবর্ত্তন, সংশোধন বা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ৩২শ নিয়মের দ্বিতীয় প্যারা :—কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের মধ্যে কেহ বিশেষ কারণ প্রদর্শন ব্যতীত ক্রমান্বয়ে ১২টি অধিবেশনে উপস্থিত না হইলে, সভ্যপদ হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং যে কোন কারণে একাদিক্রমে ২৪টি অধিবেশনে উপস্থিত না হইলে সভ্যপদচ্যুত হইবেন। এতদ্ব্যতীত প্রচারকগণ আপনাদিগের অথবা অধ্যক্ষসভার সভ্যদিগের মধ্য হইতে অপর এক ব্যক্তিকে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ৩৪ নিয়ম :—কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বৈষয়িক সকলপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ও তাহার উন্নতি সাধনে যত্নবান থাকিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রকারের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা দান অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ন্যস্ত সম্পত্তি (gift and gift on trust) গ্রহণ করিতে পারিবেন। কোম্পানির কাগজ বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারিবেন ও সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেন। কিন্তু ৫০০ শত টাকার অধিক মূল্যের হইলে অধ্যক্ষ সভার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল সমাজের অন্তর্ভূত ইন্‌ষ্টিটিউসন গুলিকে ঋণ দান করিতে পারিবেন। ৫০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে অধ্যক্ষ সভার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। প্রচারক নিয়োগ ও প্রচার কার্য্যের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির সম্বন্ধীয় (উপাসনায় আচার্য্যনিয়োগ প্রভৃতি) সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মাসে অন্ততঃ একবার সমবেত হইবেন এবং সম্পাদিত কার্য্যের বিবরণ অধ্যক্ষ সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশনে অর্পণ করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ প্রস্তুত করিয়া অধ্যক্ষ সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশনে অথবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধি-

পত্রিকাতে বা সেইরূপ পত্র না থাকিলে অপর কোন স্থানীয় সংবাদ পত্রে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার বিজ্ঞাপন দিতে হইবে।

অধ্যক্ষ সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার ১০ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্য চলিতে পারিবে।

৩০শ নিয়মে কোন পরিবর্ত্তন নাই।

৩১শ নিয়ম নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে :— সমাজের কার্য্য সৌকার্য্যার্থে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর কোন নিয়মের অথবা তাহার তাৎপর্য্যের ব্যতিক্রম না করিয়া অধ্যক্ষ সভা অবান্তর নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারিবেন। এই অবান্তর নিয়ম প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্য ইচ্ছা করিলে সেই সমুদয় নিয়ম উক্ত প্রকারে প্রকাশিত হইবার অন্যূন একমাস পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে প্রথম অধিবেশন হইবে নিয়মিতরূপে বিজ্ঞাপন দিয়া সেই অধিবেশনে সেই সমুদয় নিয়মের পরিবর্ত্তন সংশোধন বা পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৩২শ নিয়মের প্রথম প্যারাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই।

৩২শ নিয়মের দ্বিতীয় প্যারা নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে :— এতদ্ব্যতীত প্রচারকগণ আপনাদিগের অথবা অধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগের মধ্য হইতে অপর একব্যক্তিকে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক একজন ex-officio (অতিরিক্ত) সভ্য হইবেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের মধ্যে কেহ বিশেষ কারণ প্রদর্শনব্যতীত ক্রমান্বয়ে ১২টি অধিবেশনে উপস্থিত না হইলে সভ্যপদ হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং যে কোন কারণে একাদিক্রমে ২৫টি অধিবেশনে উপস্থিত না হইলে সভ্যপদচ্যুত হইবেন।

৩৩শ নিয়মের কোনও পরিবর্ত্তন নাই।

৩৪।—কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বৈষয়িক সকলপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ও তাহার উন্নতি সাধনে যত্নবান থাকিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রকারের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দান অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ন্যস্ত সম্পত্তি (gift and gift on trust) গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত ন্যস্ত সম্পত্তি (gift on trust) অথবা তাহার মূলধন কোনও প্রকারে ব্যয় করিতে পারিবেন না। কোম্পানীর কাগজ বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারিবেন ও সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন। সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় করিতে পারিবেন। কিন্তু ৫০০ শত টাকার অধিক মূল্যের হইলে অধ্যক্ষ সভার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল সমাজের অন্তর্ভূত ইনষ্টিটিউসনগুলিকে ঋণ দান করিতে পারিবেন। উক্ত প্রকার কোনও institution প্রদত্ত ঋণ সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে অধ্যক্ষ সভার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। প্রচারক নিয়োগ ও প্রচারকার্য্যের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির সম্বন্ধীয় (উপাসনায় আচার্য্য নিয়োগ প্রভৃতি) সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মাসে অন্ততঃ একবার সমবেত হইবেন এবং সম্পাদিত কার্য্যের বিবরণ অধ্যক্ষ সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশনে

বেশনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বিশেষ অধিবেশনে সমবেত সভ্যগণের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং অধ্যক্ষ সভার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে অর্পণ করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সকল বিষয়ে অধ্যক্ষ সভার অধীন থাকিবেন। এবং নববর্ষের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিয়োগের সময় অধ্যক্ষ সভা নূতন বৎসরের করণীয় যে যে কার্য্য নির্দ্দেশ করিবেন তাহা সমুচিতরূপে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার অন্যূন পাঁচ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলে কার্য্য চলিতে পারিবে। ইহার মধ্যে কর্ম্মচারী ব্যতীত তিন জন সভ্য উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন।

আবশ্যক হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাদিগের কার্য্য সৌকার্য্যার্থে সবকমিটী নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ৪০শ নিয়মের (খ):—কোন প্রস্তাব বা তাহার সংশোধিত প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভায় উপস্থিত মতপ্রদানকারী সভ্যদিগের অন্যূন ২/৩ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের অন্যূন ২/৩ সভ্যদ্বারা গৃহীত হইলে, এবং পুনরায় অধ্যক্ষসভায় পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপরোক্ত রূপে অনুমোদিত হইলে উক্তরূপে গৃহীত প্রস্তাব অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা পরিচালিত কোন সংবাদপত্রে কিম্বা তদভাবে অন্য কোন স্থানীয় পত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ঐরূপ প্রস্তাবিত নিয়মের কোন নিয়ম সম্বন্ধে কোন সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা তাঁহারা নবেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল সংশোধিত প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভার এক বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত মতপ্রদানকারী সভ্যদিগের অন্যূন ২/৩ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রনানকারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের অন্যূন ২/৩ অংশ দ্বারা গৃহীত হইলে এইরূপে সংশোধিত প্রস্তাবসমূহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইবে। যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে এই সমুদয় প্রস্তাব সম্বন্ধে সভায় উপস্থিত মতপ্রদানকারী সভ্যদিগের অন্যূন ২/৩ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের অন্যূন ২/৩ সভ্যদ্বারা গৃহীত হয় তবে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বর্ত্তমান ৪০শ নিয়মের (ঘ):—ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সম্বন্ধীয় সংশোধন প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপর্য্যুপরি দুই বার্ষিক অধিবেশনে অপরিবর্ত্তিত রূপে উপস্থিত মতপ্রদানকারী অন্যূন ৪/৫ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারি উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের

অর্পণ করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রস্তুত করিয়া অধ্যক্ষ সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশনে অথবা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বিশেষ অধিবেশনে সমবেত সভ্যগণের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং অধ্যক্ষ সভার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে অর্পণ করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সকল বিষয়ে অধ্যক্ষ সভার অধীন থাকিবেন। এবং নববর্ষের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিয়োগের সময় অধ্যক্ষ সভা নূতন বৎসরের করণীয় যে যে কার্য্য নির্দ্দেশ করিবেন তাহা সমুচিতরূপে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিবেন।

কার্য্য নির্ব্বাহিক সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার অন্যূন পাঁচজন সভ্য উপস্থিত থাকিলে কার্য্য চলিতে পারিবে। ইহার মধ্যে কর্ম্মচারী ব্যতীত তিন জন সভ্য উপস্থিত হওয়া আবশ্যক।

আবশ্যক হইলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহাদিগের কার্য্য সৌকার্য্যার্থে সবকমিটি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৩৫শ, ৩৬শ, ৩৭শ, ৩৮শ, ও ৩৯শ নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন নাই।

৪০শ, নিয়মের (ক) নিয়মের কোনও পরিবর্ত্তন নাই।

৪০শ, নিয়মের (খ):—কোন প্রস্তাব বা তাহার সংশোধিত প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভায় উপস্থিত মত প্রদানকারী সভ্যদিগের অন্যূন ২/৩ এবং তৎসম্বন্ধে মত প্রদান কারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের অন্যূন ২/৩ সভ্যদ্বারা গৃহীত হইলে, এবং পুনরায় অধ্যক্ষ সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপরোক্তরূপে অনুমোদিত হইলে উক্তরূপে গৃহীত প্রস্তাব অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা পরিচালিত কোন সংবাদ পত্রে কিম্বা সেরূপ পত্র না থাকিলে অন্য কোন স্থানীয় পত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ঐরূপ প্রস্তাবিত নিয়মের কোন নিয়ম সম্বন্ধে কোন সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা তাঁহারা নবেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল সংশোধিত প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভার এক বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত মত প্রদান কারী সভ্যদিগের অন্যূন ২/৩ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের অন্যূন ২/৩ অংশ দ্বারা গৃহীত হইলে এই রূপে সংশোধিত প্রস্তাবসমূহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইবে। যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে এই সমুদয় প্রস্তাব সম্বন্ধে সভায় উপস্থিত মত প্রদানকারী সভ্যদিগের অন্যূন ২/৩ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভবিধ সভ্যদিগের অন্যূন ২/৩ সভ্যদ্বারা গৃহীত হয় তবে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৪০ (গ) নিয়মে কোন পরিবর্ত্তন নাই।

(ঘ) নিয়ম নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে:—

(ঘ) কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সম্বন্ধীয় সংশোধন প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপর্য্যুপরি দুই বার্ষিক অধিবেশনে মত প্রদানকারী উপস্থিত সভ্যদের অন্যূন ৪/৫ অংশ এবং

অনূন্য ৩/৪ অংশ দ্বারা গৃহীত হইলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মত প্রদানকারী উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যের অন্যূন ২/৩ অংশ দ্বারা অপরিবর্ত্তিত রূপে গৃহীত না হইলে সেই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইবে।

৪১শ নিয়মে কোনও পরিবর্ত্তন নাই।

Rules for conducting meetings of the Sadharan Brahmo Samaj.

1. The meeting should respect the authority of the chairman. His rulings on all points of order are final:

Rules for conducting meetings of the Sadharan Brahmo Samaj.

1. The meeting should respect the authority of the chairman. His rulings on all points of order are final.

Add the following after Rule 1.

"He will have a casting vote in addition to his vote as a "member."

ভাবানুবাদ

হে সখি! যাহা বিধাতার লিখন তাহা মিটিবার নয়।

কারণের কারণ পরমেশ্বর নিজে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে কৃপা করিয়া ধরিয়া তোলেন।

কর্ত্তার হাতে সমস্ত মহত্ব, ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ।

বিধাতার লিখন কেহ মিটাইতে পারে না। হে প্রভু! তুমি যেমন করিয়া ইচ্ছা আমায় রক্ষা কর।

তোমার কৃপাতে সুখ পাইলাম। নানক বলেন, তোমার বাণীর অনুধ্যান করি।

মনুষ্যেরা ভুলিয়া গিয়া পচিয়া মরিল, যাহারা গুরু বলিয়া ধরিল তাহাদের উদ্ধার হইল।

যে পরম পুরুষ দৃষ্টিগোচর নহেন, তাঁহার বিষয় কি করিয়া বলা যায়?

আপনার গুরু পরমেশ্বরের চরণে বলি যাই, যিনি হৃদয়ে আসিয়া দেখা দিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রী অবিনাশচন্দ্র মজুমদার

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ। (১৪)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়টি অতি ক্ষুদ্র। ইহাতে চারিটি মাত্র বচন আছে। তাহার মধ্যে তিনটি (১১শ, ১২শ ও ১৩শ সংখ্যক) বচন পূর্ব্বেই পঠিত ও আলোচিত হইয়া গিয়াছে। দশম বচনটিরও আংশিক আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

১০। **ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ** এই অংশ বৃহ ১।২।১ হইতে; **সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্** এই অংশ ছান্দো ৬।২।১ হইতে; এবং **স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজরো অমরো অমৃতো অভয়ঃ** এই অংশ বৃহ ৪।৪।২৫ হইতে গৃহীত। ইহার দ্বিতীয়াংশ (তত্ত্বকৌমুদী ১৮৪৫ শকের ১লা পৌষ সংখ্যা, ১৯৬-১৯৮ পৃষ্ঠা) পূর্ব্বে একবার আলোচিত হইয়াছে।

১১। **স তপো অতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্ব মসৃজত, যদিদং কিঞ্চ** তৈত্তি ২.৬ হইতে গৃহীত। (তত্ত্বকৌমুদীর বিগত ১লা ও ১৬ই ভাদ্রের সংখ্যা, ১০২, ১১৫, ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

নোট—(১) পগ শব্দের অর্থ পদ এবং পাগড়ী। পগধারী রক্ষা করেন, পড়িতে দেন না।

(২) ভগবানের হস্তে মহিমা, তিনি যাহাকে মহত্ব বা সম্মান দেন সেই পায়।

(৩) জিউ ভাবী তিউ সার—কেহ কেহ অর্থ করেন, হে প্রভু! তোমার যে প্রকার ইচ্ছা তাহা সম্পাদন কর। আর এক অর্থ, তুমি যাহা ভাল মনে কর, আমার পক্ষে উহাই ভাল।

(৪) গুরু বাণীর শেষ পংক্তির অর্থ করেন—সেই গুরুর চরণে নমস্কার, যিনি হৃদয়ে পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দিলেন।

১২। **এতস্মাজ্জায়তে** ইত্যাদি, ও ১৩। **ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি** ইত্যাদি দুইটি শ্লোক "ব্রহ্মোপাসনা" শীর্ষক অধ্যায়ে পাঠ করা হইয়াছে। (তত্ত্বকৌমুদী ১৮৪৬ শকের ১লা আষাঢ় সংখ্যা, ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

এই ক্ষুদ্র অধ্যায়টির বিষয়, ক্রিয়াবান্ ব্রহ্ম। ইহাতে ব্রহ্মকে (১) স্রষ্টা ও (২) শাসনকর্ত্তা রূপে দর্শন করা হইয়াছে। 'ব্রহ্মোপাসনার' অন্তর্গত সমাধানের আলোচনার সময়ে আমরা দেখিয়াছিলাম, সমাধানের 'সত্যং জ্ঞানম্' প্রভৃতি তিন মন্ত্রাত্মক প্রথম অংশে, তিনভাবে **ব্রহ্ম যে আছেন** ইহা উপলব্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এবং 'সপর্য্যগাৎ', 'এতস্মাজ্জায়তে' ও 'ভয়াদস্য', এই তিন মন্ত্রাত্মক দ্বিতীয় অংশে, তিন ভাবে, **ব্রহ্ম যে ক্রিয়াবান্** ইহা উপলব্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের উপনিষৎ-খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরস্পরের সম্বন্ধ কিয়ৎ পরিমাণে সমাধানের ঐ দুই অংশের পরস্পরের সম্বন্ধের অনুরূপ। প্রথম অধ্যায়ের বিষয় ছিল, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেখানে সাধক অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা আপনার অন্তরতম কোণে পহুঁছিয়া, **ব্রহ্ম, যিনি আছেন,** তাঁহার অন্তরতম স্বরূপ (অর্থাৎ আনন্দস্বরূপটি) উপলব্ধি করিবেন; এবং তৎপরে সেই আনন্দসম্পৃক্ত অন্তর্দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে ফেলিয়া, সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই প্রাণিগণের প্রাণ ও আনন্দ রূপে, মানবের ইহলোকের পরম সুখসম্পৎ ও পরলোকের পরমগতিরূপে, এবং ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের পরম ধাম রূপে দর্শন করিবেন। আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধক, **ব্রহ্ম ক্রিয়াবান্,** ইহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে জগতের স্রষ্টা ও শাসনকর্ত্তারূপে দর্শন করিবেন।

সৃষ্টি বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের ও উপনিষদের মত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়া গিয়াছে যে, সৃষ্টি সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ নিজ চিন্তার দ্বারা এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, —(১) এই জগৎ আপনা হইতে হয় নাই। (২) এই জন্য বলিতে পারা যায় যে, এই জগৎ **পূর্ব্বে** ছিল না; তখন কেবল ব্রহ্ম ছিলেন। (৩) ব্রহ্ম নিজের **ইচ্ছার দ্বারা** জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই সিদ্ধান্তগুলিকে উপনিষদ্‌বচনের সাহায্যে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের এই ক্ষুদ্র দ্বিতীয় অধ্যায়টি সঙ্কলন করেন।

কিন্তু উপনিষদের যে-বচনগুলি এখানে সঙ্কলিত হইয়াছে, উপনিষদে স্থিত অবস্থায় সেই বচনগুলি উপনিষৎকার ঋষিদের চিন্তার ঝোঁকটিই (emphasis) প্রকাশ করিতেছিল। সে ঝোঁকটি এই দিকে যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বটে; কিন্তু জগৎ যে ব্রহ্মের অতিরিক্ত **দ্বিতীয়** সত্তা নহে, এটাই বড় কথা; ইহাতে যেন ভুল না হয়। দেবেন্দ্রনাথের ঝোঁকটি অন্য দিকে; তাহা এই যে, ব্রহ্ম হইতে জগৎ উদ্ভূত বটে; কিন্তু 'ব্রহ্মই জগৎ হইয়া গেলেন,' এইরূপ কথা যেন কোনও ক্রমে বলা না হয়; 'ব্রহ্মের ইচ্ছাতে জগৎ হইল' ইহাই বলিতে হইবে।

একই উক্তিকে দুই রকম ঝোঁক দিয়া ব্যবহার করাতে অর্থেও কিছু কিছু পার্থক্য ঘটিয়া গিয়াছে।

জগৎ সৃষ্টি করা ও আপনি জগৎ হওয়া।

কোনও শিক্ষক যখন শিষ্যকে কোনও বিষয়ের প্রথম শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন, তখন শিষ্যের নিকটে তিনি শিক্ষণীয় বিষয়টির অবতারণা কি ভাবে করিবেন, তাহা তাঁহাকে ভাবিয়া লইতে হয়। শিষ্যের পূর্ব্বতন অভিজ্ঞতা কিরূপ, পূর্ব্বে অর্জ্জিত জ্ঞান কিরূপ, এবং কোন্ সিদ্ধান্তে গিয়া পহুঁছিতে হইবে, এ সকল বুঝিয়া লইয়া বিষয়টির অবতারণার পদ্ধতি নির্ণয় করিতে হয়। নূতন শিক্ষার্থীর নিকটে ঈশ্বরতত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিবার পদ্ধতিটিও এই কারণে নানা রূপ হইয়া থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে।

(ক) আজকাল আমরা সাধারণতঃ আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে এইরূপ আলাপের দ্বারা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ উত্থাপন করি।—তুমি সেদিন বলিয়াছিলে যে তোমার মা পিঠা তৈয়ারী করিয়াছেন। মাকে তুমি চাউল ভিজাইতে, চাউল বাটিতে, দুধ জ্বাল দিতে, গুড় ও অন্যান্য উপকরণ মিশাইতে, পিঠা গড়িতে ও উনুনে চড়াইয়া তাহা পাক করিতে দেখিয়াছ। কিন্তু ভাব' দেখি, কেহ কিছু করিল না, অথচ চাউল আপনি ভিজিল, শিলে পেষা হইল, দুধ গুড় প্রভৃতির সঙ্গে নিজেই আন্দাজ মত গিয়া মিশিল, নিজেই খুব ডলা ও মাথা হইল, নিজেই কড়ায় উঠিয়া উনুনে চড়িল, ও পিঠা তৈয়ারী হইল, এ রকম হইতে পারে কি না?—উত্তর হইবে, এ রকম হওয়া অসম্ভব।...তোমার বাবা তোমাকে সেদিন কাঠের গাড়ীর চাকা তৈয়ারী করিয়া দিলেন; তুমি কাছে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলে। আচ্ছা, ভাব' দেখি, কেহ কিছু করিল না, অথচ একখানি মোটা মজবুত তক্তা আপনি কাছে আসিল, তার উপর আপনি গোল গোল দুইটি দাগ পড়িল, তার উপর আপনা হইতে বাটালি চড়িল, আপনা হইতে বাটালিতে হাতুড়ির ঘা পড়িল, ও আপনা-আপনি বাটালি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেশ গোল দুইটি চাকা তৈয়ারী হইয়া গেল, এমন হইতে পারে কি না?—উত্তর হইবে, এ রকম হওয়া অসম্ভব।......এইরূপে রাজ-মিস্ত্রীর কাজ, কামারের কাজ, স্বর্ণকারের কাজ, কুম্ভকারের কাজ, প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া শিক্ষার্থীর মনকে আরও প্রস্তুত করিয়া লইয়া, তৎপরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, "কেহ কিছু করিল না, অথচ মাটীর তলায় রাখা একটা বীজ ও মাটীর রস ও বাতাস ও বৃষ্টির জল, ইহারা ঠিক ঠিক সময়ে ও ঠিক আন্দাজ-মতন আপনা-আপনি মিশিল, সূর্য্যের তাপটা ঠিক আন্দাজমতন আপনি লাগিল, আমগাছটি আপনি হইল, বাড়িল, ও ঠিক সময়ে তাহাতে পিঠার চেয়েও সুমিষ্ট পাকা আম আপনি ফলিল, ইহা কি সম্ভব?...কেহ কিছু করিল না, অথচ আপনা-আপনি মাটী পাথর ধাতু জল একত্র হইল, আপনিই তার আকারটি ঠিক গোল হইল, আপনিই পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি গোল হইয়া গড়িয়া উঠিল, কোনটি একটুও বাঁকা হইল না, ইহা কি সম্ভব?...এইরূপে নানা প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনে একজন **স্রষ্টার** ভাব জাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এই চিন্তার পথে গিয়া সৃষ্টির যে ধারণা হয়, তাহা বস্তুতঃ রচনা বা নির্ম্মাণ মাত্র, অর্থাৎ উপকরণ সকলের নূতন সমা-বেশ মাত্র। ইহা দ্বারা ইচ্ছা (volition) ও অভিপ্রায়ের (design) ভাবটি স্পষ্ট হয় বটে। কিন্তু (১) উপকরণ কোথা হইতে আসিল? এবং (২) কি তবে স্রষ্টার-সম্মুখে, স্রষ্টা-হইতে-বাহিরে, স্রষ্টা-হইতে-ভিন্ন **দ্বিতীয়** একটি বস্তু হইল? এই দুই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না।

(খ) ব্রহ্মপ্রসঙ্গ অবতারণার একটি ঔপনিষদ পদ্ধতি আমরা তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্লীতে দেখিয়াছি (তত্ত্বকৌমুদী ১৮৪৬ শকের ১৬ই ভাদ্রের সংখ্যা, ১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) শিষ্যকে আগে ইহা অভ্যাস করানো হইয়াছে যে, জড় ও চেতন, স্থাবর ও জঙ্গম, যাহা কিছু ছিল বা আছে বা হইবে, সকলের সকল বিচিত্রতা ও বিভিন্নতার কথা না ভাবিয়া, সকলকে এক করিয়া ভাব'। এই সমুদয় এক-হইতেই জাত, অর্থাৎ এই সকল এইরূপ বিভিন্ন ও বহু হইবার পূর্ব্বে একই ছিল। এ সকল একেতেই স্থিত, অর্থাৎ বর্ত্তমানে এসকল বহু ও বিচিত্র বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, বস্তুতঃ এ সকল একেরই প্রকাশ। এ সকল একেতেই প্রতি-গমন করে, অর্থাৎ কোনও কারণে যখন প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নিজের স্বতন্ত্র আকার ও অস্তিত্ব হারায়, (সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বিনষ্ট হয়), তখন তাহা সেই একেতেই ফিরিয়া যায়। এই যে **এক**, ইহারই নাম ব্রহ্ম। এখন, হে শিষ্য, ভাব' দেখি যে এই **এক** (যাহা হইতে সমুদয় উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহাতে স্থিতি করে, ও বিনষ্ট হইলে যাহাতে ফিরিয়া যায়) বস্তুটি কি?

শিষ্য ভাবিয়া এক একটি করিয়া উত্তর লইয়া গুরুর নিকটে আইসে; গুরু তাহাকে আরও ভাবিতে বলেন। গুরু তাহার আনীত কোনও উত্তর অগ্রাহ্য করেন না। কিন্তু তাহাকে আরও ভিতরে প্রবেশ করিতে বলেন। এইরূপে শিষ্য সেই **এক** বস্তুকে, পরে পরে, অন্ন প্রাণ মনস্ ও বিজ্ঞান বলিয়া বুঝিল। (আজকালকার ভাষায় বলিতে গেলে, শিষ্য যেন ক্রমে ক্রমে সেই **এক** বস্তুকে Matter, Cohesion, Responsiveness to Stimuli *or* Life, এবং Self-con-sciousness বলিয়া ভাবিল।) ইহার কোনটি অসত্য নয়। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ বটেন; কিন্তু ব্রহ্ম জগতের উপকরণ, জগতের বন্ধনসূত্র, জগতের মনস্, এবং জগতের জ্ঞাতা চালক ও নিয়ামক আত্মা-ও তো বটেন। তাই গুরু শিষ্যদত্ত নিকৃষ্ট উত্তরগুলিকে বর্জ্জন করিলেন না, কিন্তু চরম উত্তরটির দিকে শিষ্যকে চালিত করিলেন।

এই চরম (ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ) উত্তরটির বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে। আজ আবার সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। ব্রহ্ম আপনা-হইতে জগৎ উদ্ভূত করিয়াছেন; আপনি প্রতি মুহূর্ত্তে নিজ অভিপ্রায় ও ইচ্ছার অনুরূপ করিয়া জগৎকে প্রকাশিত করিতেছেন। কিন্তু আমরা যখন জগৎকে দেখি ও ভাবি, তখন তাহাকে আমাদের-বাহিরে স্থিত, আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত দ্বিতীয় একটি বস্তুরূপে দেখিতে ও ভাবিতে বাধ্য হই। ব্রহ্মের পক্ষে জগৎ সেই প্রকার নহে, অর্থাৎ

তাঁহার-বহির্ভূত, তাঁহা-হইতে স্বতন্ত্র দ্বিতীয় বস্তু নহে। জগৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মের যত-কিছু জানা, বা দেখা, বা করা, সবই আপনার ভিতরে।

এই কথা মনে রাখিলে 'সৃষ্টি' কথাটি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। 'সৃষ্টি' কথার ধাত্বর্থ, আপনা হইতে নিঃসৃত করা; রচনা করা মাত্র নহে। এ হিসাবে 'সৃষ্টি' কথাটি creation অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে। কিন্তু তথাপি, 'সৃষ্টি' বলিলেও এই ভ্রম হইতে পারে যে, ব্রহ্ম আপনা হইতে জগৎকে উৎপন্ন করিয়া, তাহাকে আপনার বাহিরে রাখিয়াছেন। তাই, তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঋষি, যেখানে (২.৭) বলিয়াছেন 'স তপো হতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ,' সেখানে ঠিক তাহার পরেই বলিয়াছেন, 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ',—যেন ঐরূপ ভ্রম পাঠকের মনে না আসিতে পারে। এ আলোচনাও আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি।

আবার দেখিতে পাই, 'স তপো হতপ্যত' ইত্যাদি বাক্যের ঠিক পূর্ব্বেই আছে 'সো হকাময়ত, বহুস্যাং, প্রজায়েয়, ইতি', অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হই, আমি (জগৎ রূপে) জাত হই। উপনিষদের মতে, ব্রহ্ম হইতে জগতের উদ্ভবের কথা বলিবার পক্ষে এই ভাষা সৃষ্টি অপেক্ষা একটু অধিক পরিষ্কার ও কম আপত্তি-জনক। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পরিণামবাদের প্রতি বিরাগ বশতঃ এরূপ ভাষা পছন্দ করিতেন না, তাহাও আমরা পূর্ব্বে (তত্ত্ব-কৌমুদী ১৮৪৫ শকের ১লা পৌষের সংখ্যা, ১৯৮ পৃষ্ঠা) দেখিয়াছি।

(গ) ছান্দোগ্যোপনিষদের যে স্থান হইতে এই অধ্যায়ের প্রথম (অর্থাৎ ১০ সংখ্যক) বচনটির দ্বিতীয়াংশ 'সদেব সোমেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' গৃহীত হইয়াছে, সেখানে ব্রহ্মবিষয়ক প্রসঙ্গের অবতারণা করিবার আর একটি পদ্ধতি আমরা দেখিতে পাই। জ্ঞানগর্ব্বিত পুত্রের মনে ধাক্কা দিয়া তাহাকে নম্র করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে যেন একটু হেঁয়ালির আকারে কথাটার অবতারণা করা হইয়াছে। সে স্থানটির (ছান্দো ৬।২।১,২) অনুবাদ এইরূপ :—

শ্বেতকেতু ছিল আরুণির (অর্থাৎ অরুণ-পুত্র উদ্দালকের) পুত্র। তাহার পিতা তাহাকে বলিলেন, শ্বেতকেতো, ব্রহ্মচর্য্যে (অর্থাৎ শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে) বাস করিতে যাও। বৎস, আমাদের কুলে কেহ বেদাধ্যয়নরহিত হইয়া ব্রহ্মবন্ধু (অর্থাৎ নামে মাত্র ব্রাহ্মণ) হইয়া থাকে না।

শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বয়সে (গুরুগৃহে) গমন করিল, এবং বেদসকল (অর্থাৎ তৎকালীন তাবৎ বিদ্যা) অধ্যয়ন করিয়া মনে মনে স্ফীত, আমি বেদজ্ঞ এই অভিমানে পূর্ণ, ও স্পর্দ্ধাযুক্ত হইয়া চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়সে ফিরিয়া আসিল।

তাহাকে তাহার পিতা বলিলেন, বাছা শ্বেতকেতো, তুমি যে এমন মনে মনে স্ফীত, আমি বেদজ্ঞ এই অভিমানে পূর্ণ, ও স্পর্দ্ধা-যুক্ত হইয়াছ, আচ্ছা, তুমি কি সেই আদেশ (অর্থাৎ গুরুর নিকট হইতে সেই শিক্ষা বা course of study) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে (অর্থাৎ চাহিয়াছিলে), যাহার দ্বারা, যাহা শ্রুত হয় নাই তাহাও শ্রুত হইয়া যায়, যাহা মনন-করা হয় নাই তাহাও মনন-করা হইয়া যায়, যাহা জ্ঞাত হয় নাই তাহাও জ্ঞাত হইয়া যায়?

শ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্, সে আবার কি-প্রকার আদেশ (অর্থাৎ শিক্ষা)?

পিতা বলিলেন, সে আদেশটি সেই প্রকার যেমন—

(১) হে সোম্য, একটি মৃৎপিণ্ডের দ্বারা যাহা কিছু মৃণ্ময়, সকলই জানা হইয়া যায়; [মৃত্তিকার] বিকার (অর্থাৎ ঘটাদি রূপ) ও নাম কেবল ভাষার ব্যবহার মাত্র, [বস্তুতঃ সে সকল যে] মৃত্তিকা, ইহাই [প্রকৃত] তত্ত্ব;

(২) হে সোম্য, একটি স্বর্ণপিণ্ডের দ্বারা যাহা কিছু স্বর্ণময় সকলই জানা হইয়া যায়; [স্বর্ণের] বিকার (অর্থাৎ অলঙ্কারাদি রূপ) ও নাম কেবল ভাষার ব্যবহার মাত্র, [বস্তুতঃ সে সকল যে] স্বর্ণ, ইহাই [প্রকৃত] তত্ত্ব;

(৩) হে সোম্য, একটি নরুণের দ্বারা যাহা কিছু লৌহময় সকলই জানা হইয়া যায়; [লৌহের] বিকার (অর্থাৎ নরুন, দা, কড়া ইত্যাদি রূপ) ও নাম কেবল ভাষার ব্যবহার মাত্র, [বস্তুতঃ সে সকল যে] লৌহ, ইহাই [প্রকৃত] তত্ত্ব।

শ্বেতকেতু বলিলেন, নিশ্চয় আমার সেই শিক্ষক মহাশয়গণ ইহা জানিতেন না। যদি ইহা জানিতেন, তবে আমাকে বলিবেন না কেন? অতএব, মহাশয়ই ইহা বলুন।

পিতা বলিলেন, আচ্ছা সোম্য, বলিতেছি। পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় 'সৎ'-ই ইহা (অর্থাৎ এই সমুদয় জগৎ) ছিল। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় 'অসৎ'-ই ইহা (অর্থাৎ এই সমুদয় জগৎ) ছিল; সেই 'অসৎ' হইতে 'সৎ' জাত হইল। কিন্তু, সোম্য, কিরূপে ইহা হইতে পারে? 'অসৎ' হইতে কিরূপে 'সৎ' হইতে পারে? [আমি বলি,] পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় 'সৎ'-ই ইহা (অর্থাৎ এই সমুদয় জগৎ) ছিলেন। সেই 'সৎ' ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হই, আমি (জগৎরূপে) জাত হই।—

ইহার পরে উদ্দালক, তৈত্তিরীয়োপনিষদের ঋষির মত 'যাহা কিছু আছে সবই তিনি সৃষ্টি করিলেন' এইরূপ এক কথায় সৃষ্টির প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলেন না। সেই এক 'সৎ' হইতে কিসের পর কি সৃষ্ট হইল, তাহার একটি পরম্পরা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিলেন।

[পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, 'সদ্ এব, সোম্য, ইদম্ অগ্রে আসীদ্ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্.' এই বাক্যের যে-অর্থ দেবেন্দ্রনাথ করিয়াছেন, ("এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য, কেবল একই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন,") তাহাতে 'ইদম্' শব্দটিকে ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে, ও উপনিষদে ঐ বাক্যের যে-অর্থ আমরা এই মাত্র শ্রবণ করিলাম তাহা হইতে বহু দূরে চলিয়া যাওয়া হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে একবার (তত্ত্বকৌমুদী ১৮৪৫ শকের ১লা পৌষ সংখ্যা ১৯৭ পৃষ্ঠা) প্রদর্শিত হইয়াছে।]

যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাই, (১) তৈত্তিরীয়োপনিষদের ন্যায়, ছান্দোগ্যের এই আলোচ্য অংশেও, সত্তা যে এক টি মাত্র, একাধিক নহে, তাহা বলা হইয়াছে। (২) সেই এক পরম সত্তাকে জানিলে সবই জানা হইল, অজ্ঞাতকেও জানা হইল। একজন একটি স্বর্ণখণ্ডকে দেখিতেছে; জগতের অন্য সমুদয় স্বর্ণখণ্ড তাহার অজ্ঞাত। কিন্তু স্বর্ণের প্রকৃত তত্ত্ব যে বুঝিয়াছে, সে তাহার জ্ঞানের অগোচর অন্যান্য স্বর্ণখণ্ডগুলিকেও

বুঝিয়া লইয়াছে। এই আদেশই (course of instruction) হইল অজানাকে জানিবার আদেশ। (৩) সেই পরমসত্তার (আদিম অবস্থার) নাম 'সৎ', কারণ প্রকৃত পক্ষে তিনিই আছেন; আর যাহা কিছু আছে, সে সকলের সত্তা তাঁহার সত্তার উপরে নির্ভর করে।

ছান্দোগ্যের এই স্থলে, সেই এক 'সৎ' এবং তিনি যে 'বহু' হইলেন, এই দুইয়ের সম্বন্ধকে, ধাতু ও তাহাতে নির্ম্মিত বহু দ্রব্যের তুলনা দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই বিকারের তুলনাটিও দেবেন্দ্রনাথ আপত্তিযোগ্য বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন।

'সৎ' ও 'অসৎ'

তৈত্তিরীয়োপনিষদে (২।৭) আছে, "এই সমুদয় অগ্রে 'অসৎ' ছিল; তাহা হইতে 'সৎ' উৎপন্ন হইল। 'সৎ' আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিলেন, তাই তাঁহার নাম 'সুকৃত' অর্থাৎ স্ব-কৃত বা স্বয়ং-কৃত।" ছান্দোগ্যের পূর্ব্বোক্ত স্থলে এইরূপ উক্তির প্রতিবাদ করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে, 'অসৎ' হইতে 'সৎ' জন্মিতে পারে না; অর্থাৎ 'শূন্য' হইতে 'কিছু' জন্মিতে পারে না। জগতের আদি ভাবিতে গিয়া ক্রমে এক এক ধাপ করিয়া অধিক অধিক মূলীভূত কারণ (বা উপকরণ) অন্বেষণ করা স্বাভাবিক বটে। কিন্তু, "একমাত্র আদিম 'সৎ' হইতে সব হইয়াছে," এই সিদ্ধান্তে পহুঁছিয়া সেই অন্বেষণ শেষ হয়। সেই আদিম 'সৎ'-এর আর আদি নাই। তাহারও একটি আদি কল্পনা করা, এবং এই নূতন কল্পিত আদি-কে 'অসৎ' নাম দেওয়া—ইহা স্ব-বিরোধী ও যুক্তিহীন চিন্তা; কারণ, যাহা আদি-তম তাহাকেই 'সৎ' বলা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, "সর্ব্বাগ্রে কে ছিল, বা কি ছিল, কোনও দেবতা ছিলেন, কি ছিলেন না, 'সৎ' ছিল, কি 'অসৎ' ছিল," এই সকল প্রশ্ন যে বৈদিক যুগের কত প্রাচীন কাল হইতে ঋষিদিগের চিত্তকে আলোড়িত করিয়েছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ তম ('নাসদীয়') সূক্তটিতে 'সৃষ্টির আদিতে কি ছিল', এই জিজ্ঞাসা, ও তাহা হইতে উত্থিত চিত্তের আন্দোলন অতি সুন্দর ও গম্ভীর ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার কয়েকটি ঋক্ এখানে পাঠ করা যাক্।

> ১। নাসদাসীন্ নো সদাসীৎ তদানীং,
> নাসীদ্ রজো, নো ব্যোমা পরো যৎ।
> কিম্ আবরীবঃ? কুহ? কস্য শর্ম্মন্?
> অম্ভঃ কিম্ আসীদ্ গহনং গভীরম্?

তখন অসৎ ছিল না, সৎ-ও ছিল না; রজঃ (বায়ুমণ্ডল) ছিল না, তাহার উপরে যে আকাশ, তাহাও ছিল না। [এই শূন্য তখন] কি-বস্তু আবরণ করিয়া (আপনার মধ্যে লুকাইয়া) রাখিয়াছিল? তাহা কোথায় ছিল? কাহার আশ্রয়ে ছিল? গহন ও গভীর জল কি (তখন) ছিল?

> ২। ন মৃত্যুর্ আসীদ্ অমৃতং ন তর্হি,
> ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ,
> আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একং,
> তস্মাদ্ধা ন্যৎ ন পরঃ কিঞ্চনাস।

তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না। রাত্রির কিংবা দিনের চিনিবার কোনও উপায় ছিল না। সেই এক, অবাত (=অপ্রাণ) হইয়াও নিজ শক্তিতে প্রাণিত ছিল। তাহা হইতে অন্য, তাহার পর (=বাহিরে অথবা উপরে) কিছুই ছিল না।

এই মন্ত্রটি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি ব্রহ্মকে প্রাণস্বরূপ অথচ 'অবাতপ্রাণিত' বলিয়া ভাবিতে ভালবাসিতেন।

> ৪। কাম স্তদ্ অগ্রে সমবর্ত্ততাধি,
> মনসো রেতঃ প্রথমং যদ্ আসীৎ।
> সতো বন্ধুম্ অসতি নির্-অবিন্দন্
> হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।

সেই [একতে] অগ্রে ইচ্ছা আসিয়া অধিকার করিল, যে-[ইচ্ছা] মনের প্রথম বীজ। কবিগণ (=জ্ঞানিগণ) নিঃসংশয় জ্ঞানের দ্বারা [নিজ] হৃদয়ে অন্বেষণ করিয়া, 'অসৎ'-এর ভিতরে 'সৎ'-এর বন্ধন (='অসৎ' হইতে 'সৎ'-এর উদয়ের মূল-স্বরূপ 'ইচ্ছা'-কে) আবিষ্কার করিলেন।

> ৬। কো অদ্ধা বেদ, ক ইহ প্রবোচৎ,
> কুত আজাতা, কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ?
> অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেন,
> অথা কো বেদ যত আবভূব?

কে ঠিক জানে, এখানে কে বলিতে পারে যে, কোথা হইতে জন্মিল, কোথা হইতে এই সৃষ্টি আসিল? এই [জগতের] সৃষ্টি দ্বারা দেবতারা তো এদিককার (অর্থাৎ সৃষ্টির পরবর্ত্তী) হইতেছেন; তবে কে জানে যে কোথা হইতে [জগৎ] হইয়াছে।

> ৭। ইয়ং বিসৃষ্টি র্যত আবভূব,
> যদি বা দধে, যদি বা ন,
> য অস্য অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্,
> সো অঙ্গ বেদ, যদি বা ন বেদ।

এই সৃষ্টি যাহা হইতে হইল, [এবং কেহ] ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কি করেন নাই,—[এ সকল তত্ত্ব,] যিনি ঊর্দ্ধতম আকাশেই যার অধ্যক্ষ (পরিদর্শক), তিনি হয় তো জানেন, অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজরো অমরো অমৃতো অভয়ঃ, এই বচনটি বৃহদারণ্যকোপনিষদে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের একটি প্রসঙ্গের (৪।৩,৪, যাহার প্রথমাংশ গত বারে পাঠ করা গিয়াছে) শেষ বাক্য হইতে গৃহীত। সেখানে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "হে সম্রাট্, এই হইল ব্রহ্মলোক; তোমাকে এখানে আমি পহুঁছাইয়া দিলাম।" জনক প্রীত হইয়া বলিতেছেন, "আমি মহাশয়কে সমগ্র বিদেহ-রাজ্য, এবং তৎ সহিত মহাশয়ের দাস হইবার জন্য আপনাকে, দান করিলাম।" ইহার কিছু পরেই যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিলেন,—"এই মহান্ অজ আত্মা, যিনি অজর অমর অমৃত ও অভয়, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অভয়। এই তত্ত্ব যে জানে সে অভয় ব্রহ্মই হইয়া যায়।"

'সদ্ এব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ' এই বাক্যে 'সৎ' যে উদ্দেশ্য-পদ, বিধেয়-পদ নহে, এ বিষয়ে আচার্য্য ম্যাক্স্ মূলরের মন্তব্য (S. B. E, xv. P xviii) প্রণিধানযোগ্য।

বৈদিক সাহিত্যে সর্ব্বত্র 'সোম্য' এই পদ পাওয়া যায়, 'সৌম্য নহে। 'সোমরসপ্রিয়' এই অর্থেই এ শব্দটি প্রাচীনতম মন্ত্রাদিতে দেবতা ও পিতৃগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সোমরসের ন্যায় (প্রিয়গুণবিশিষ্ট), এই অর্থে পরে শিষ্য পুত্র প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রয়োগ আরব্ধ হইয়াছে। 'সৌম্য' শব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

এই অধ্যায়ে তপ-ধাতুর দুই প্রকার অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) তাপ দেওয়া (ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি), (২) গভীর চিন্তা করা, (স তপোঽ তপ্যত)। এই একাগ্র চিন্তার সহিত শরীর সংযমনের ভাবটিও যুক্ত ছিল; এবং ক্রমশঃ পরবর্ত্তী যুগে শরীর সংযমন ও কৃচ্ছ্রসাধনই এ শব্দের প্রধান অর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'ইদং সর্ব্বমসৃজত, যদ্ ইদং কিং চ',—এই বাক্যে একবার সমগ্র বিশ্ব (সর্ব্বং) ও তাহার পর প্রত্যেকটি বিশিষ্ট বস্তু (যৎ কিং), পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যাসূচী। (১০,১১)—ব্যাখ্যান ১প্র ১৩। (১৩) —Sadhana, 127.

ক্রমশঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

যুগপ্রবর্ত্তক রাজর্ষি রামমোহন *

'ঋষি' শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্রের মুখ্য অর্থ বেদ বা জ্ঞান। জ্ঞান জন্য বস্তু নহে। ইহা নিত্য। এদেশের দার্শনিক ভাষায় ইহা অপৌরুষেয়। ইহা কোন পুরুষের কৃত নহে। ইহা পরম পুরুষেরও কৃত নহে। ইহা তাঁহার নিত্য অঙ্গকান্তি, কারণ তিনি জ্ঞানময়। নিত্য জ্ঞান যাঁহার নিকট প্রতিভাত হয় তিনিই ঋষি বা মন্ত্রদ্রষ্টা। রাজা রামমোহন রায় এই মুখ্য অর্থেই ঋষি ছিলেন। কিন্তু ঋষিমাত্রই যে যুগপ্রবর্ত্তক হন তাহা নহে। যুগ-প্রবর্ত্তক হইতে গেলে আপেক্ষিক ভাবে ত্রিকালজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। অতীত ইতিহাসের উজ্জ্বল জ্ঞান, বর্ত্তমানের জ্ঞান এবং অতীত ও বর্ত্তমানের আলোকে ভবিষ্যতের জ্ঞান, যুগপ্রবর্ত্তকের পক্ষে এই তিন প্রকার জ্ঞানই থাকা আবশ্যক। যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অতীতের ইতিহাস জানেন না, বর্ত্তমানকেও ভালরূপ জানেন না, তিনি ভবিষ্যতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনে অসমর্থ। তিনি অন্যের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে গতানুগতিক ভাবে প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তন তাহার পক্ষে অসম্ভব। বড় জোর তিনি একটি ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে পারেন,—দেশ, কাল ও জাতির সীমাতীত সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম আবিষ্কার করা তাঁহার কর্ম্ম নহে। রাজা যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন তাহা সার্ব্বভৌমিক অথচ প্রত্যেক দেশ ও জাতির বিশেষ বিশেষ আচার ব্যবহার ও সাধন-প্রণালীর সহিত সুসঙ্গত হইবার উপযুক্ত। রাজা যে এদেশে জন্মিয়াছিলেন তাহা আকস্মিক নহে। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের পক্ষে এদেশই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। এদেশের ব্রহ্মবাদ এক অর্থে ইহার বিশেষ সম্পত্তি। এই ব্রহ্মবাদ এখন সকল সভ্য দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু ইহা ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হয় এবং ভারতীয় ধর্ম্মে ইহা যেরূপ গভীর ও বিস্তৃত ভাবে সাধিত হইয়াছে অন্য কোন ধর্ম্মে এখনও সেরূপ হয় নাই। বহুদেববাদ, একদেববাদ, একেশ্বরবাদ এবং ব্রহ্মবাদ—ভারতীয় ধর্ম্মের এই চারি স্তর। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নিয়ন্তৃত্ব কল্পনার নাম বহুদেববাদ। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি কোন একজন দেবতাকে সকল দেবতার পরম দেবতা বলিয়া কল্পনা করার নাম একদেববাদ। সমুদায় জীবে ও সমগ্র জগতের একজন স্রষ্টা পাতাতে বিশ্বাস করা অথচ জীব ও জগৎকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র কল্পনা করার নাম একেশ্বরবাদ। স্রষ্টা ও সৃষ্টের, অসীম ও সসীমের ভেদের মূলে অভেদ দর্শন করার নাম ব্রহ্মবাদ। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগুলি একেশ্বরবাদের উপরে উঠিতে পারে না। অনেক স্থলে তাহাদের একেশ্বরবাদও একদেববাদের নামান্তর মাত্র। যে ধর্ম্ম ব্রহ্মবাদের স্তরে উঠে এবং দেশ, কাল ও জাতির সীমা অতিক্রম করে, তাহা যে-কোন নামে অভিহিত হউক, তাহা বস্তুতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম। রাজা দেখিলেন এদেশ ইহার প্রাচীন ব্রহ্মবাদ ভুলিয়া গিয়াছে এবং মুসলমান ও খৃষ্টান, যাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্ম অপেক্ষা বিশুদ্ধতর ধর্ম্মের সমাচার লইয়া এদেশে আসিয়াছেন, তাঁহারাও প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মবাদী নহেন। এই দেখিয়া তিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের পুনর্জ্জীবন-দানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্রহ্মোপাসনার উদার ভিত্তিতে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানকে মিলিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। হিন্দু এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যাহা করিলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে পার্সি ভাষায় যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহা পাওয়া যায় না। তাঁহার পার্সি ভাষায় লেখা 'তুফাতুল্ মুওয়াহেদিন্' নামক পুস্তিকাও বিশেষ ভাবে মুসলমানদের নিকটেই নিবেদিত হইয়াছিল। এই পুস্তিকার ইংরেজী ও বাঙ্গলা অনুবাদ হইয়াছে। ইহাতে রাজা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের স্বাভাবিক ভিত্তি দেখাইয়াছেন। কোন মনুষ্য বা মনুষ্যরচিত গ্রন্থ যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভ্রান্ত পরিচালক নহে, ব্রহ্মবাদ যে স্বাভাবিক চিন্তা ও অনুভূতি দ্বারা আবিষ্কৃত হইতে পারে, তাহা এই পুস্তিকায় অতি স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই স্বাভাবিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান আপন আপন ধর্ম্মসাহিত্য ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের সাহায্যে ধর্ম্মসাধন পথে অগ্রসর হইবে এবং যথাসম্ভব অন্য শাস্ত্র এবং অন্য ধর্ম্মাচার্য্যদিগের উপদেশও গ্রহণ করিবে,—সকল সম্প্রদায়ের প্রতি রাজার এই উপদেশ। ভারতীয় ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে রাজা দেখিলেন ইহা নানা বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল বন্ধন ছেদন না করিলে ইহার পুনর্জ্জীবন ও বিকাশ অসম্ভব। ইহা উপনিষদের সময় হইতে রাজার সময় পর্য্যন্ত দেববাদ ও দেবপূজার সহিত সন্ধি করিয়া চলিয়াছিল। ব্রহ্মবাদী ঋষিরা দেবপূজাকে নিম্ন স্থান দিয়াও, এবং ইহা যে মুক্তি দিতে পারে না তাহা স্বীকার করিয়াও, ইহার সহিত যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা দেবতায় বিশ্বাস করিতেন।

* গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সায়ং-কালীন উপাসনায় পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক বিবৃত।

বৈজ্ঞানিক যুগে এই বিশ্বাস এক প্রকার অনিবার্য্য। দার্শনিক জ্ঞান বা যোগদৃষ্টিতে সর্ব্বাধার সর্ব্বাশ্রয় এক পরমাত্মা দৃষ্ট হইলেও প্রকৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করারূপ ভ্রম অবৈজ্ঞানিক দার্শনিকের পক্ষে পরিহার করা কঠিন। সক্রেটিস্ প্লেটো প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকও এই ভ্রম হইতে মুক্ত ছিলেন না। কেবল বৈজ্ঞানিক চিন্তাই এই ভ্রম দূর করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা জড় প্রাণী ও মনোজগতে অচ্ছেদ্য যোগসূত্র ও অলঙ্ঘনীয় নিয়মের রাজ্য দেখাইয়া দিয়া বহুদেববাদ অসম্ভব করিয়া দেয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তা সাহিত্যালোচনায় প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মসাহিত্যে উল্লিখিত নানা দেবদেবীর আখ্যায়িকাসমূহকে কবিকল্পনাতে পরিণত করে। রাজা ভারতে বৈজ্ঞানিক যুগের প্রবর্ত্তক। অবৈজ্ঞানিক যুগে ব্রহ্মবাদ ও দেবপূজার মধ্যে যে সন্ধি চলিতেছিল, তাহা তিনি নির্ম্মম হইয়া ছিন্ন করিলেন। যাঁহারা তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন না, হয় তাঁহাদের শিক্ষা ও চিন্তাপ্রণালী অবৈজ্ঞানিক, না হয় তাঁহারা ভীরু। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালী বিশেষ ভাবে প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেও রাজা দেখিয়াছিলেন উপাসনাসম্বন্ধে সেমিটিক জাতি হিন্দুজাতি হইতে অতিশয় ভিন্ন। হিন্দুজাতি উচ্চ ব্রহ্মবাদ লাভ করিয়াও দেবপূজার প্রশ্রয় দিতেছে, কিন্তু প্রাচীন ইহুদি জাতি তাহাদের একেশ্বরবাদী ঋষিদিগের পরিচালনায় পূর্ব্বাপর দেবপূজার বিপক্ষে সংগ্রাম করিয়াছে এবং সেমিটিক আরব জাতি হজরৎ মহম্মদের উদ্দীপনায় তেজস্বী একেশ্বরবাদের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাহারা একেশ্বরের উপাসনা ছাড়া আর কোনও প্রকার পূজা আদৌ সহ্য করিতে পারে না। Hibbert Lecturer হ্যাচ্ সাহেব সেমিটিক প্রকৃতির এই লক্ষণকে monotheistic fervour বলিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দুজাতির মধ্যে এই তেজের বিশেষ অভাব ছিল। শুভক্ষণে ইশা পল প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ ইউরোপীয় জাতিদের ভিতরে এবং রাজা রামমোহন রায় হিন্দুজাতির ভিতরে এই তেজ সঞ্চারিত করিলেন। ঐতিহাসিক ভাবে দেখিতে গেলে রাজা এই তেজের জন্য মুসলমান ধর্ম্মের নিকট ঋণী। তাঁহার বাল্য জীবনে পাটনা নগরে আরবি পার্সী শিক্ষার ভিতর দিয়া তিনি এই তেজ লাভ করেন। কাশী নগরে তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা তাঁহার একেশ্বরবাদকে গাঢ়তর করিয়া ব্রহ্মবাদে পরিণত করে, এবং তাঁহার মধ্য বয়সে ইংরেজি শিক্ষা তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ও সংস্কারচেষ্টাকে বৈজ্ঞানিক প্রসার ও বিশুদ্ধতা প্রদান করে। এরূপ উদার শিক্ষা ও সাধনের বলেই তিনি নব যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে সক্ষম হন। যাঁহাদের শিক্ষা ও সাধনা দেশ, কাল, জাতি ও সম্প্রদায়ের সীমায় আবদ্ধ তাঁহাদের ধর্ম্ম এই যুগে প্রচারিত হইলেও তাহা যুগধর্ম্ম হইতে পারে না। তাহা মানব সাধারণের ধর্ম্ম হওয়া দূরে থাক্, এদেশের উপযুক্ত ধর্ম্মও হইতে পারে না, কারণ এদেশও উদার শিক্ষা ও বহুজাতির সংমিশ্রণের প্রভাবে ঐ সকল গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। যাহা হউক্, রাজা দেবপূজা ও পৌত্তলিকতার বিপক্ষে ঘোর সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। এই সংগ্রামের প্রণালী ও কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলিবার অবকাশ নাই। কিন্তু সংগ্রাম করিয়াই তিনি নিরস্ত হইলেন না। ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক উপাসনা কিরূপে করিতে হয় তাহা তিনি পুস্তকপ্রচারদ্বারা এবং বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনদ্বারা প্রদর্শন করিলেন। ব্রহ্মোপাসনাকে পারিবারিক জীবনের ভিত্তি করিয়া পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলি কিরূপে সম্পাদন করিতে হয় তাহা দেখাইবার অবকাশ তিনি পাইলেন না। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের অব্যবহিত পরেই তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই অসমাপ্ত কার্য্যের ইঙ্গিত তিনি বালক দেবেন্দ্রনাথকে দিয়া গেলেন। বালক দেবেন্দ্রনাথ এক সময় পিতার আদেশে রাজাকে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণবাক্য শেষ হইতে না হইতেই রাজা তেজঃপূর্ণ বিস্ময়ের ভাষায় বলিলেন 'আমাকে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ!' মহর্ষি শেষ জীবনে কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধুকে এই গল্প বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন, এই তেজঃপূর্ণ 'আমাকে' কথাটা তখন হইতে সর্ব্বদা তাঁহার কাণে বাজিত। পূর্ব্ব যুগের কোনও ব্রহ্মবাদী ঋষি তো এমন তেজের সহিত এই কথা বলেন নাই। ব্রহ্মবাদীর পক্ষে দেবপূজা যে অন্যায় ইহা ভারতে এই নূতন আবিষ্কার। এই কথার প্রভাবেই মহর্ষি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করেন এবং প্রথম ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেন। প্রাচীন ব্রহ্মবাদ কেবল দেববাদের সঙ্গে নহে, জাতিভেদের সঙ্গেও সন্ধি করিয়াছিল। রাজা এই বন্ধনও ছিন্ন করিলেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য প্রণীত 'বজ্রসূচী' নামক প্রবল যুক্তিপূর্ণ জাতিভেদ-বিরোধী প্রাচীন গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিলেন এবং তীব্র ভাষায় জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা কীর্ত্তন করিলেন। তিনি বেদান্ত ও শঙ্করাচার্য্যের প্রতি তো বিশেষরূপেই ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি বেদান্ত অধ্যাপনার জন্য "বেদান্ত কলেজ" স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু মায়াবাদী বেদান্তদর্শন মানুষকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উপর বীতরাগ করিয়া এবং লয়বাদ প্রচার করিয়া দেশের যে মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছে সে-বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। ভারতবর্ষে উদার বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচলনের স্বপক্ষে তিনি লর্ড আমহার্ষ্টকে যে প্রসিদ্ধ পত্র লেখেন তাহাতে এরূপ বেদান্ত শিক্ষার বিপক্ষে তিনি তীব্র ভাষায় নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আজকাল যেরূপ অনুদার ও অবৈজ্ঞানিক ভাবে কোন কোন ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছেন, রাজা জীবিত থাকিলে যে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন সে-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজা ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে ভক্তি সাধনেরও নানা লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গীয় গোস্বামীদের হস্তে বৈষ্ণবধর্ম্মের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহার কঠোর সমালোচনা তাঁহার গ্রন্থাবলীর নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল কতকগুলি লোক বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবতারবাদ এবং অবতীর্ণ বিষ্ণুর নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যাবলীর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া এই সমুদায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যা বৈষ্ণব শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার ফল। প্রাচীন বা আধুনিক বৈষ্ণব শাস্ত্রে কোথাও এরূপ ব্যাখ্যা নাই। প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রের বিষ্ণু চিন্ময়, অরূপ; বিষ্ণুমূর্ত্তি রূপকমাত্র। কৃষ্ণ মহাবিষ্ণুর কেশপরিমাণ ক্ষুদ্র অবতারমাত্র। আধুনিক বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে কৃষ্ণই পরব্রহ্ম এবং তিনি অনবতীর্ণ ও অবতীর্ণ উভয় অবস্থাই শরীরধারী, মানবাকার, এবং বিলাসী

মানবের স্থায় ভোগাসক্ত। এরূপ উপাস্য দেবতার লীলাসমূহের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অসম্ভব। এরূপ ব্যাখ্যাত্মক ধর্ম্ম যাঁহারা প্রচার করিতেছেন তাঁহাদের হিন্দুশাস্ত্র ও জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। নবযুগ-প্রবর্ত্তক ঋষি রামমোহনের পদাঙ্কানুসরণ না করিয়া কেবল অন্ধ বিশ্বাস ও ভাবুকতার বশীভূত হওয়াতেই ইঁহারা মোহান্ধকারে পড়িয়াছেন এবং দেশকে অন্ধকারে লইয়া যাইতেছেন। আমরা যে পরিমাণে রাজার অনুসরণ করিব সেই পরিমাণে ঈদৃশ ভ্রম হইতে রক্ষা পাইব। আমরা রাজার অতি অনুপযুক্ত শিষ্য। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা, ঐকান্তিক শ্রমশীলতা এবং কঠোর আত্মত্যাগ, এই সমুদায়ের কিছুই আমাদের নাই। কাজেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত যুগধর্ম্মের সাধন, প্রচার ও প্রসার আমাদের দ্বারা অতি নির্জ্জীব ভাবে চলিতেছে। তিনি ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, ভাষাসংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার এই সমস্ত বিষয়েই যুগপ্রবর্ত্তক ঋষি। এরূপ নানা বিষয়িণী শক্তি আমাদের মধ্যে কোথায়? যাহা হউক, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এই সকল বিষয়ে যতটুকু তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছি, তাহার ফলে সংস্কারাগ্নি এখন দেশময়ই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উদার ভাবে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনা সম্বন্ধে তিনি যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেই পথে তাঁহার অনুবর্ত্তী ব্রাহ্মগণ যেটুকু অগ্রসর হইয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য। রাজার 'তোফাতুল' পুস্তিকায় ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান তিন শাখাই, বিশেষ ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে, নানা গ্রন্থাকারে বিকশিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ যাহা করিয়াছেন তাহা দেশের অন্য কোন সম্প্রদায় কিঞ্চিৎ পরিমাণেও করিতেছেন বলিয়া বোধ হয় না। ভারতীয় ব্রহ্মবাদের প্রস্থানত্রয়;—উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা-সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ হইতে অনেক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। এবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজই অগ্রণী। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু সমাজও বহুল পরিমাণে এবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের অনুসরণ করিয়াছেন। ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের আলোচনা সম্বন্ধেও ব্রাহ্মসমাজই অগ্রণী। ব্রাহ্মসমাজই প্রথমে কোরাণ ও হদিসের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন এবং বাঙ্গলা ভাষায় মহম্মদের জীবন চরিত লেখেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ এবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের অনুসরণ করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ ঈশার জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেও কতিপয় গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। এবিষয়ে আরোও গভীরতর অধ্যয়ন এবং বিস্তৃতর আলোচনা বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ব্রাহ্মসমাজ কতিপয় গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এই দুই বিষয়েই প্রাচীন সমাজ আমাদিগকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ গভীরতর অধ্যয়ন ও বিস্তৃততর আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইলে এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অনুসন্ধান প্রণালী প্রদর্শন না করিলে পুরাতন অন্ধকার আবার দেশমধ্যে বিস্তৃত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক বিকীরণে বাধা দিবে, এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ ভাবে আমাদের মহামান্য সমাজ-সংস্থাপকের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে। ফলতঃ দেশের সর্ব্বত্র বহুলভাবে শাস্ত্রালোচনা হইতেছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ রাজার অনুবর্ত্তী হইয়া যে স্বাধীন ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সাধারণের মধ্যে সেই প্রণালী প্রচারিত না হইলে প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার ফল অমিশ্র মঙ্গলজনক হইবে না; ইহাতে যেমন ইষ্ট তেমনি অনিষ্টও হইবে। সুতরাং যেমন ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব যুগে তেমনি এখনও ব্রাহ্মসমাজকে শাস্ত্রালোচনা-ক্ষেত্রের পুরোভাগেই থাকিতে হইবে। এবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ কতক পরিমাণে নিজের পূর্ব্বস্থান হারাইয়া নিজের এবং দেশের অনেক ক্ষতি করিয়াছেন।

রাজার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলিবার আর অবকাশ নাই। রাজা সাধারণতঃ বৈদান্তিক সাধন অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সেই প্রণালীই তাঁহার গ্রন্থাবলীতে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রণালী কয়েকটী কথায় বর্ণনা করা যায়,—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহলোকে ও পরলোকে কর্ম্মফলভোগসম্বন্ধে বৈরাগ্য, শম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধান, এই ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব। এই সকল সাধনের নাম সাধন-চতুষ্টয়। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও তৎফল ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মদর্শনের তিনটী সোপান—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখায়ই সাধন বিষয়ে অনেক গুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। বাহিরের লোক এই সকলের খবর রাখেন না। বহির্মুখী সমাজসংস্কার-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মেরাও এসকলের খবর অল্পই লন। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজের বিশুদ্ধ সাধনপ্রণালী না জানাতে অনেক শিক্ষিত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিও প্রাচীন তন্ত্রের গুরুদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গভীরান্ধকারে প্রবেশ করিতেছেন! রাজার প্রচারিত বৈদান্তিক সাধন অতি উচ্চ-দরের, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনের আলোকে তাহা ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করিলে তাহাতে ও ইষ্টানিষ্ট উভয়ই হইবে। বিশুদ্ধ ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে যেমন রাজাই বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক, তেমনি তাঁহার অনুবর্ত্তী ব্রাহ্মদিগকে এবিষয়েও দেশের নেতৃস্থান রক্ষা করিতে হইবে।

এখন শেষ করি। আজ ভারতের প্রধান প্রধান সকল স্থানেই রাজার স্মৃতিসভা হইতেছে। কেবল ব্রাহ্মসমাজ নহে, সমগ্র দেশই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। এই ভক্তি প্রকাশের ভিতর দিয়া রাজার জীবন ও সাধনের প্রভাব আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত হইয়া আমাদিগকে নববলে বলীয়ান্ করুক!

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে,

বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর গিরিডি নগরীতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা নিভা (শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ বীরের পত্নী) পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১লা অক্টোবর বরিশাল নগরীতে তথাকার প্রথম প্রচারক প্রবীণ ভক্ত সাধক কালীমোহন দাস ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন এবং সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনগণের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবিধান করুন।

দ্বিনবতিতম রাজর্ষি রামমোহন স্মৃতি—রাজর্ষি রামমোহনের পরলোকগমনের দ্বিনবতিতম সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে ২৭শে সেপ্টেম্বর এবং কোন কোন স্থলে অন্য তারিখে সর্ব্বত্র ব্রহ্মোপাসনা ও স্মৃতিসভাদি হইয়াছে। অনেক বিবরণই এখন পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উক্তদিবস প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায় ও পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ২৬শে সেপ্টেম্বর রাঁচি নগরীতে পরলোকগত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিধামের ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতে কীর্ত্তন, পরে রাঁচিব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও রাজার জীবনী সম্বন্ধে উপদেশ। মধ্যাহ্নে "শান্তিধামে" আলোচনা, রাজার গুণকীর্ত্তন, তৎপরে সংকীর্ত্তন, উপাসনা ও প্রার্থনা হয়। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির আহ্বানে রাঁচি ব্রহ্মমন্দিরে

জনসাধারণের এক সভা আহূত হয়। রায় বাহাদুর চুনিলাল বসু সভাপতির কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ, ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ, আবদুল করিম সাহেব, মিঃ বেবেল এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

ষষ্ঠ পণ্ডিত শিবনাথ স্মৃতি—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর নানা ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনাদি হইয়াছে। তাহারও সকল বিবরণ এখন পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। উক্ত দিবস প্রাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়; উহাতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। সাধনাশ্রমে অপরাহ্নে আলোচনা ও সন্ধ্যায় উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ—চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজে নিম্নলিখিত প্রণালীতে ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—

৬ই ভাদ্র সায়াহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। ৭ই ভাদ্র সকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত; সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। ৮ই ভাদ্র সায়াহ্নে বক্তৃতা. বক্তা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, বিষয় "অনন্তের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি।"

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ভাদ্রোৎসবে উপাসনা বক্তৃতাদি ব্যতীত ২৩শে আগষ্ট শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কিশোর বিশ্বাসের বাড়ীতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত রায় হরকিশোর বিশ্বাস বাহাদুরের আদ্য শ্রাদ্ধে উপাসনা করিয়াছেন। ২৪শে আগষ্ট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে তাঁহার দৌহিত্রীর জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। একদিন স্থানীয় ব্রাহ্ম মহিলাগণের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন, একদিন নীতিবিদ্যালয়ের বালক বালিকাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন ও গল্প করিয়াছেন। একদিন সঙ্গত সভায় ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন। ২৬শে আগষ্ট স্থানীয় যাত্রামোহন হলে "রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভক্তির ধারা" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। তৎপর ২৮শে আগষ্ট পাহাড়তলি ষ্টেশনে এক ব্রাহ্মপরিবারে ধর্ম্মালোচনা ও ব্রহ্মোপাসনা করিয়া চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন।

বিগত ৫ই জুলাই শ্রীযুক্তা মণিকা রায়ের বাড়ীতে তাঁহার মাতামহীর (পরলোকগত বাবু কালীনারায়ণ রায়ের পত্নীর) আদ্য-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডারে ৫৲, ভবানীপুর সম্মিলন সমাজে ৫৲ টাকা ও চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। বিগত ১৩ই জুলাই শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ৪ঠা আগষ্ট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুকুমার দত্ত ইলেকট্রিক ইন্‌জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। এবং পরলোকগত বাবু যাত্রামোহন সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রণেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ২১শে আগষ্ট ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে অতুল বাবুর গৃহে এবং মিষ্টার জে, এম সেন গুপ্তের গৃহে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। দুই বাড়ীতেই শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। পরমেশ্বর ইহাদিগকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করুন এবং সফলমনোরথ করুন।

পটুয়াখালী ব্রাহ্মসমাজ—ভগবানের অপার করুণায় নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে পটুয়াখালী ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত সেন তথায় গমন করেন। ২১শে ভাদ্র প্রাতে, কীর্ত্তন উপাসনা, মধ্যাহ্নে প্রসঙ্গ আলোচনা ও প্রার্থনা, সায়াহ্নে উপাসনা ও বক্তৃতা; শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুই আচার্য্য ও বক্তা। ২২শে ভাদ্র প্রাতে উপাসনা কীর্ত্তন, অপরাহ্নে প্রসঙ্গ আলোচনা প্রার্থনা; ২ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত সেন স্থানীয় লতিফ স্কুলের ছাত্রদের উদ্যোগে ঐ স্কুলে যাইয়া ছাত্রদের কর্ত্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। রাত্রি ৭ টায় স্থানীয় মোক্তার লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "বঙ্গের বর্ত্তমান চিত্র" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই দিন প্রাতে মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন, অপরাহ্নে প্রসঙ্গ ও আলোচনা অন্তে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, এই উপলক্ষে ঢাকায় গমন করিয়া, উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন। ৫ই ভাদ্র সন্ধ্যাকালে মিঃ সরকার "নবযুগের সমস্যা" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন এবং ৬ই ও ৭ই ভাদ্র সায়ংকালীন উপাসনায় তিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং এ সকল সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। ৭ই ভাদ্র অপরাহ্নে সাধন সম্বন্ধে প্রসঙ্গ ও আলোচনা হয়। ৬ই এবং ৭ই ভাদ্র প্রাতঃকালীন উপাসনায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার এবং শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদ্ব্যতীত মিঃ সরকার সপ্তাহকাল ঢাকায় থাকিয়া অনেকগুলি ব্রাহ্মপরিবার পরিদর্শন, নারায়ণগঞ্জ ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, আনন্দমোহন বসু স্মৃতিসভায় বক্তৃতা, সঙ্গত সভায় ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহার উন্নতির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা এবং কয়েকটি পরিবারে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

কুমিল্লা উৎসব—গত ২৮শে শ্রাবণ হইতে ২রা ভাদ্র পর্য্যন্ত কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় এবং ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন। সহরের অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা আগ্রহের সহিত উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। ২৮শে শ্রাবণ প্রাতে শ্রীযুক্ত কালীকিশোর চৌধুরীর বাসায় তাঁহার কন্যার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। হেম বাবু উপাসনা করেন। সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মমন্দিরে "ঈশ্বরকে কেন চাই ও কিরূপে পাই" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। ২৯শে শ্রাবণ প্রাতে রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বাসায়, তাঁহার পরলোকবাসিনী পত্নীর সমাধির নিকটে একটি পারিবারিক উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা হয়। তদুপলক্ষে হেম বাবু উপাসনা করেন। সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মমন্দিরে "নবযুগের সমস্যা" বিষয়ে বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার। ৩০শে শ্রাবণ উৎসবের প্রধান দিন। উক্ত দিবস প্রাতে হেম বাবু ও সায়ংকালে অমৃত বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল। ৩১শে শ্রাবণ ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা এবং অপরাহ্নে বালকবালিকা-সম্মিলন হয়। অমৃত বাবু ও বরদা বাবু উপাসনা, এবং বালকবালিকা সম্মিলনে শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দত্ত প্রার্থনা ও অমৃত বাবু উপদেশ প্রদান করেন। ১লা ভাদ্র সোমবার সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মমন্দিরে কথকতা; বরদা বাবু "বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভ" বিষয়ে কথকতা করেন। ২রা ভাদ্র সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ "তন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩১শে অক্টোবর শনিবার অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ-সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফিস, কলিকাতা। } শ্রীঅন্নদাচরণ সেন, সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

১। কার্য্যতালিকা—কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণী ও হিসাব।

২। বিবিধ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২৯শে আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত

৪৮শ ভাগ। ১৩শ সংখ্যা। ১লা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৩২, ১৮৪৭, শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৬
18th October, 1925.
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴৹
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

ডাক সবে পুনঃ তবে।

যে পথ দেখা'য়ে সেই এনেছিলে ডেকে,
ছাড়ি নাই সেই পথ ঝঞ্ঝা বৃষ্টি দেখে।
চলিয়াছি দীর্ঘ দিন নিয়ে তব নাম,
যে নামে দিয়েছ হাতে তোমারি নিশান।
মরণ ভুলিয়া যাই নাম গেয়ে তব,
বসি নাই পথে, পেয়ে শক্তি নব নব।
এ ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে যাদুকর সম,
কত খেলা খেলাইলে—কি যে অনুপম!
এ পথের বড় দান দিলে যে আমায়,
"তুমি প্রভু, আমি দাস"—লিখে পতাকায়।
কিন্তু প্রভু, এ পথের বেলা অবসানে,
ডাকিতেছ একে একে অমৃত-ভবনে।
ধীরে ধীরে কণ্ঠ যত হ'তেছে নীরব,
নিস্তব্ধ আনন্দধ্বনি—নিস্তেজ উৎসব।
আসিছে না পিছে কেহ ধরিতে নিশান,
বহিতে নাম-বারতা হ'য়ে আগুয়ান্।
দুর্গম দুস্তর পথ ব'লে কি সকলে?
আসিবে না, নমিবে না, এ নিশান তলে?
না না প্রভু, এত সুখ কোন পথে নাই,
নাম গেয়ে দুঃখ মাঝে যেই সুধা পাই।
ডাক সবে পুনঃ তবে, কর শক্তি দান,
উঠুক আবার ব্রহ্ম-নামের তুফান।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে দুর্ব্বলের বল, সর্ব্বশক্তিমান পিতা, তুমি জান তোমার শক্তি ও সহায়তা ভিন্ন আমরা কত দুর্ব্বল। আমাদের অসারতা ও শক্তিহীনতা আমরা নিজে ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারি না বলিয়াই, নিজের উপর নির্ভর করিতে যাইয়া, পদে পদে বিফল হই। তোমার মঙ্গল ব্যবস্থায় কত মহৎ আকাঙ্ক্ষা প্রাণে উদয় হয়, কত কার্য্যে অগ্রসর হই! কিন্তু তাহাতে সিদ্ধিলাভের জন্য যেরূপ আয়োজন আবশ্যক, যে ভাবে আপনাকে প্রস্তুত করিতে হয়, যেরূপ কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়, আপনার অক্ষমতা অনুভব করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে হয়, আমাদের মধ্যে তাহার একান্তই অভাব। আমরা শুধু কল্পনা ও ভাবের স্রোতে আরামেই পথ চলিতে চাই, বিনা আয়াসে কার্য্যসিদ্ধি করিতে ব্যস্ত হই। তোমার ভক্ত সন্তানগণ যে কত কঠোর সংগ্রাম, গভীর সাধনার দ্বারা তোমার কার্য্যসাধনের উপযুক্ত হইয়াছেন, তাহা দেখিয়াও দেখি না। আলস্য উদাসীনতায়ই জীবন কাটাইয়া দেই। হে শুভবুদ্ধিদাতা, তুমি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, ঠিক পথ ধরিয়া চলিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি দেও—আমরা তোমার অনুগত সন্তান হইয়া, সকল বিষয়ে তোমারই নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া, তোমার বলে বলীয়ান্ হই, তোমার কার্য্য করিবার উপযুক্ত হই। তুমিই আমাদের একমাত্র চালক ও প্রভু হও। তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

কেবল জানলে হয় না—অম্লজান ও জলজান একত্র করলে জল হয়, ইহা জানলেই আমার পিপাসা দূর হয় না। কি প্রকারে চাষ করতে হয়, বীজ বপন করতে হয়, তা জানলেই আমার ঘরে শস্য আসে না, আমার ক্ষুধা নিবারণ হয় না। পুস্তকে

দার্জ্জিলিং এর বিবরণ পড়্‌লেই আমার দার্জ্জিলিং যাওয়ার কাজ হয় না। আমি যদি নানা শাস্ত্র পাঠ করি, দর্শন বিজ্ঞান অধ্যয়ন করি, ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর্‌তে পারি, তা হ'লেই আমার ভক্তি হয় না, ব্রহ্মানুভূতি হয় না। জল অন্বেষণ ক'রে পান করা চাই, বীজ বপন ক'রে শস্য উৎপাদন করা চাই, রান্না ক'রে আহার করা চাই; দার্জ্জিলিংএ যেয়ে বাস করা চাই। সাধন ক'রে, ঈশ্বরের ধ্যান ক'রে, সংযম ও বৈরাগ্য ব্রত পালন ক'রে, ঈশ্বরে প্রীতি দান ও আত্মসমর্পণ ক'রে, তাঁর স্পর্শ অনুভব করা চাই। কেবল তত্ত্ব জান্‌লেই হয় না; তত্ত্ব আয়ত্ত কর্‌তে হবে—অনুভূতি চাই। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অনেক বাক্য রচনা কর্‌তে পারি, বক্তৃতা কর্‌তে পারি, লোকের বিস্ময় উৎপন্ন কর্‌তে পারি; কিন্তু তাতে প্রাণের পরিবর্ত্তন হয় না, হৃদয় সরস হয় না, প্রলোভনে বল আসে না, অন্তরদেবতার দর্শন হয় না। সাধন চাই, ধ্যান চাই, প্রীতি অর্পণ চাই, আত্মসমর্পণ চাই, তাঁর জন্য আশার সহিত প্রতীক্ষা করা চাই।

অর্জ্জন ও রক্ষণ—ধন অর্জ্জন করা তত কঠিন নয়, কিন্তু রক্ষণ করা তার চেয়ে শক্ত ব্যাপার। অনেকে নানা ভাবে ধনী হয়েছেন—ছিলেন দীন, হয়েছেন লক্ষপতি। কিন্তু এই ধন রক্ষা করা বড় কঠিন। আমাদের মনে কত সময় কত শুভ কামনা, কল্যাণচিন্তা আসে, উচ্চ ভাব, মহৎ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। কিন্তু তাহা রক্ষা কর্‌তে পারি কৈ? এক এক সময় মনে হয় দেশের জন্য, দশের জন্য, প্রিয়জনের জন্য, ঈশ্বরের জন্য না কর্‌তে পারি এমন কাজ নাই, না সইতে পারি এমন দুঃখ নাই, ত্যাগ না কর্‌তে পারি এমন বস্তু নাই। তখন বাস্তবিকই জীবন ঐশ্বরিক ভাবে পূর্ণ হয়; কিন্তু পরমুহূর্ত্তে দেখি, কোথায় সে ভাব চ'লে গেল! আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে আছি, —নরকের কীট, ক্ষুদ্র ভাব, ক্ষুদ্র চিন্তাতে, জড়িত আছি। তিনি শুভক্ষণে উচ্চ ভাব প্রাণে জাগিয়ে দেন; অতি যত্ন ক'রে তা রক্ষা কর্‌তে হয়, পোষণ কর্‌তে হয়, বর্দ্ধন কর্‌তে হয়। সহজ, রক্ষণ ও বর্দ্ধন কঠিন—জীবনব্যাপী তপস্যার প্রয়োজন।

সম্পাদকীয়

আগে উপযুক্ত হও—প্রেমময় পিতা যখন মানুষকে নানা মহত্ব দিয়াই গড়িয়াছেন, তখন স্বভাবতঃই সর্ব্বদা তাহার প্রাণে বিবিধ প্রকার মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎকার্য্যসাধনের ইচ্ছা ও সংকল্প, জাগে। বিশেষতঃ চারিদিকের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিলে, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যত্ববর্জ্জিত নিতান্ত ক্ষুদ্রস্বার্থে নিমজ্জিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর সকলের হৃদয়ই আপনা হইতে কাঁদিয়া উঠে ও তাহা যথাশক্তি দূর করিবার জন্য নিজেকে নিযুক্ত করিতে ব্যাকুল হয়। তাহার মধ্যে যাহারা বিশেষ ভাবে একটু হৃদয়বান্ অথবা বিন্দুপরিমাণেও ধর্ম্মভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহাদের জীবনে যে ইহা আরও অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রেমিক ভক্তগণের কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই—তাঁহাদের পক্ষে তদ্বিপরীত পথে চলাই অসম্ভব, উদাসীন নিশ্চেষ্ট থাকা কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নয়। সকল সাধু ভক্ত প্রেমিক মহাজনগণের জীবনেই আমরা তাহার পরিচয় পাই—তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনই ইহার এক একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বনিম্ন পর্য্যন্ত সকল মানুষের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—একের অন্যের মধ্যে কেবল পরিমাণেরই তারতম্য। আমরা উপরে যাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যত্ববর্জ্জিত নিতান্ত ক্ষুদ্র স্বার্থে নিমজ্জিত বলিয়া গণনার বাহিরে রাখিয়াছি,তাহাদের মধ্যেও যে সময়ে সময়ে অবস্থা-বিশেষে এই ভাব পরিলক্ষিত না হইয়া থাকে, তাহারা যে সম্পূর্ণ রূপেই ইহা হইতে বঞ্চিত, এরূপ বলা যায় না; কেননা, মানুষ যতই অধঃপতিত হউক না কেন, সে কোনও প্রকারেই আপনার ঈশ্বরদত্ত প্রকৃতিকে একেবারে বিনষ্ট করিতে পারে না। যা'ক্, এ সম্বন্ধে অধিক কিছু আর বলিবার প্রয়োজন নাই—ইহা আমাদের অদ্যকার বক্তব্য নহে। প্রধান কথা এই, এই ভাবটা যত স্বাভাবিকই হউক না কেন, যত সহজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক না কেন, উহাকে ভাবরাজ্য হইতে কার্য্যজগতে নিয়া যাওয়া,কার্য্যক্ষেত্রে সফলতা প্রদান করা,তত সহজ নয়—বরং নিতান্তই কঠিন, কঠোর সাধনসাপেক্ষই। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক স্থলেই উহা শুধু কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষাতে অথবা সাময়িক হুজুগের দুই একটা বৃথা চেষ্টা আয়োজনেই, উত্তেজনাপূর্ণ ছুটাছুটিতেই, পর্য্যবসিত হয়। আর যেখানে কতকটা কার্য্যও দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেও অতি ক্ষণিক বা সামান্য পরিমাণ সফলতা লাভই পরিলক্ষিত হয়। কেননা, শুধু আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ দ্বারা কখনও কোন মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না—তাহার জন্য আরও অনেক আয়োজন, প্রচুর ত্যাগ ও পরিশ্রম, অশেষ ধৈর্য্য ও বল, গভীর নিষ্ঠা ও আত্মসমর্পণ, এক কথায় সুদীর্ঘ তপস্যা ও সাধন, একান্ত আবশ্যক। অতি সামান্য কার্য্য সাধন করিতে হইলেও তাহার জন্য আপনাকে কত প্রকারে উপযুক্ত করিয়া লইতে হয়! আর মহৎ কার্য্য সাধনেই কি, তাহার দরকার তদপেক্ষাও কম হইল? যাঁহারা জগতে কোনও প্রকার মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে আমরা কি দেখিতে পাই? তাঁহাদের সকলের জীবনেই কি আমরা দীর্ঘ তপস্যা ও কঠোর সাধন দেখিতে পাই না? শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, জননায়ক, দেশশাসক, ধর্ম্মপ্রচারক, যুগপ্রবর্ত্তক সকলের জীবনেই কি তাহার নিদর্শন দৃষ্ট হয় না? ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তই রহিয়াছে। তাহার উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। আমরা চাই ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশে ও জগতে জয়যুক্ত, সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে, সকল নরনারীকে তাহার পবিত্র আশ্রয়ে আনিয়া উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করিতে, বিশেষভাবে আমাদের এই পতিত দেশকে উদ্ধার করিতে। এ বিষয়ে ধর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্তই অধিকতর উপযোগী হইবে। তাহার মধ্যে ঈশা মহম্মদ বুদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কোনও দেশ বা কালের কোনও মহাপুরুষই আকাশ হইতে পতিত হন নাই; সকলকেই কঠোর সাধনের মধ্য দিয়াই গড়িয়া উঠিতে হইয়াছে। মহাপুরুষদের অনুবর্ত্তিগণের সম্বন্ধে সে কথা আরও সত্য, তাহা

Supplement to the Tattwakaumudi 1-7-32 B. S.

NOTICE

Re: Revision of Rules of the Sadharan Brahmo Samaj.

Under Rule 40 (b), (৪০ খ) it is hereby notified for the information of the members of the Samaj that the Rules of the Samaj have been revised as given below by two consecutive meetings of the General Committee of the Samaj. Any member of the Sadharan Brahmo Samaj intending to bring forward any ammendment to any of these proposed rules is requested to send his ammendment to the Secretary before the second week of November, 1925.

Sadharan Brahmo Samaj
Calcutta.
23. 9. 25

ANNADACHARAN SEN,
Secretary Sadharan Brahmo Samaj.

বিজ্ঞাপন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাদি পরিবর্ত্তন

Revision of Rules as recommended by the Ex. Com. of the S. B. Samaj and confirmed or amended by the General Committee.

N. B.—*Recommendation of the General Committee on the right side.*

বর্ত্তমান ২য় নিয়ম :—যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং আত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতিতে এবং উপাসনার আবশ্যকতাতে বিশ্বাস করেন এবং অপরদিকে কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বরজ্ঞান কিম্বা ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যবর্ত্তী (mediator) জ্ঞান অথবা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

বর্ত্তমান চতুর্থ নিয়ম :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সভ্য হইবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে এবং অপর একজন সভ্য কর্ত্তৃক ঐ প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা যথাযথ অনুসন্ধানানন্তর তাঁহাকে সভ্য মনোনয়ন করিবেন। মনোনীত ব্যক্তি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পত্রে (form) স্বাক্ষর করিলে এবং তাঁহার প্রতিশ্রুত মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা প্রথমবার প্রদান করিবার পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন। সুবিধা হইলে তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনাগৃহে বা অন্য কোন স্থানীয় উপাসনালয়ে নিয়মিত বা বিশেষ উপাসনার দিনে সর্ব্বসমক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে।

বর্ত্তমান ৫ম নিয়ম :—যাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস ও সাধারণব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি আছে, যিনি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত অর্থদান এবং অন্যপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত

প্রথম নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন নাই।

২।—যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং আত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতিতে এবং উপাসনার আবশ্যকতাতে বিশ্বাস করেন এবং অপরদিকে কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বর জ্ঞান কিম্বা ঈশ্বরলাভের জন্য ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যবর্ত্তী (mediator) জ্ঞান অথবা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৪র্থ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সভ্য হইবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে এবং অপর একজন সভ্যকর্ত্তৃক ঐ প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অনুসন্ধানান্তর তাঁহাকে সভ্য মনোনয়ন করিবেন। মনোনীত ব্যক্তি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পত্রে (Form) স্বাক্ষর এবং তাঁহার প্রতিশ্রুত মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিবার পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন। কিন্তু মনোনয়নের ৬ মাসের মধ্যে প্রতিশ্রুত চাঁদা প্রথমবার না দিলে তাঁহাকে পুনরায় মনোনীত হইতে হইবে।

সহযোগী মনোনয়নের নিয়ম অনেক বৎসর হইতে উঠিয়া গিয়াছে সুতরাং সহযোগী সম্বন্ধে ৫ম নিয়মটী পরিত্যক্ত হইবে।

আছেন, যাঁহার বয়স অন্যূন অষ্টাদশ বৎসর তাঁহাকে চরিত্রাংশে উপযুক্ত মনে করিলে কার্য্যনির্ব্বাহক বা অধ্যক্ষ সভা সহযোগী (Associate) রূপে মনোনীত করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ৬ষ্ঠ নিয়ম :—চতুর্থ নিয়ম অনুসরণ না করিয়াও জ্ঞান, ধর্ম্ম ও চরিত্র বিষয়ে উন্নত ও খ্যাত্যাপন্ন কোন ব্রাহ্মকে সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করা যাইতে পারিবে। সম্মানিত সভ্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রস্তাবানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে মনোনীত হইবেন।

বর্ত্তমান অষ্টম নিয়ম :—যদি কোন সভ্যের ৩য় নিয়মোক্ত কোন যোগ্যতার অভাব হয় কিম্বা যদি অন্যকোন গুরুতর কারণ বশতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে উক্ত সভা, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন ও উক্ত সভ্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথোপযুক্ত সময় ও সুযোগ প্রদান করিবেন। যদি উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর তাঁহাতে সভ্যের যোগ্যতার অভাব কিম্বা তাঁহার ত্রুটি প্রমাণিত হয়, কিম্বা তাঁহার প্রতিশ্রুত সম্পূর্ণ দাতব্য বা তাহার কোন অংশ যদি দুই বৎসরের অধিককাল অনাদায় থাকে, তাহা হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের অন্যূন দুইতৃতীয়াংশের মতানুসারে যেরূপ উচিত বিবেচিত হইবে, উক্ত সভা সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। (অর্থাৎ এরূপ স্থলে অবস্থাবিশেষে তাঁহাকে সতর্ক করিতে, অনুযোগ করিতে বা সভ্যের অধিকার হইতে সাময়িকরূপে স্থগিত রাখিতে কিম্বা তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ বিধান করিতে পারিবেন অথবা তাঁহাকে একেবারে সভ্যপদ হইতে রহিত করিতে পারিবেন।) কিন্তু এরূপ স্থলে উক্ত সভ্যের অধ্যক্ষ সভার নিকট কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিচারের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিবার অধিকার থাকিবে এবং পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিতে হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিচারমন্তব্য বা নির্দ্ধারণ তাঁহার নিকট জ্ঞাপিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে তাঁহাকে সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় জানাইতে হইবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কোন অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যের $\frac{2}{3}$ অংশের মত দ্বারা উপযুক্ত কারণে কোন সহযোগীকে সাময়িকরূপে বা একেবারে তাঁহার পদ হইতে চ্যুত করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সুবিধা দেওয়া হইবে।

এই নিয়মোক্ত কার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কি অধ্যক্ষসভা স্বয়ং কিম্বা কোন কমিটি দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ৯ম নিয়ম :—যাঁহার নাম কোন কারণবশতঃ সভ্যশ্রেণী হইতে একবার বর্জ্জিত হইবে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উচিত মনে করিলে ও তাঁহাদের নির্দ্ধারিত নিয়মাধীন হইয়া চলিতে সম্মত হইলে, তিনি পুনরায় ৩য় নিয়মানুসারে সভ্য পদে মনোনীত হইতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ১০ম নিয়ম :—সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণকে মনোনীত কার্য্য হইতে স্থগিত বা অপসৃত করিতে পারিবেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় কোন বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহক ও অধ্যক্ষ সভার কিম্বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া সমুদয় আলোচ্য বিষয়ে মত (vote) দিতে পারিবেন।

সম্মানিত (Honorary) সভ্য মনোনয়নের বিধান—৬ষ্ঠ নিয়ম পরিত্যক্ত হইবে।

৭ম নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

৮ম নিয়ম নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে।—

(ক) যদি কোন সভ্যের ৩য় নিয়মের কোন যোগ্যতার অভাব হয় কিম্বা যদি অন্য কোন গুরুতর কারণবশতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে উক্ত সভা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন ও উক্ত সভ্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথোপযুক্ত সময় ও সুযোগ প্রদান করিবেন। যদি উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর তাঁহাতে সভ্যের যোগ্যতার অভাব কিম্বা তাঁহার ত্রুটি প্রমাণিত হয় তাহা হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের অন্যূন $\frac{2}{3}$ অংশের মতানুসারে তাঁহাকে সতর্ক করিতে, অনুযোগ করিতে, বা সভ্যের অধিকার হইতে সাময়িকরূপে স্থগিত রাখিতে অথবা তাঁহাকে একেবারে সভ্যপদ হইতে রহিত করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ স্থলে উক্ত সভ্যের অধ্যক্ষসভার নিকট কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিচারের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিবার অধিকার থাকিবে; এবং পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিতে হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণ তাঁহার নিকট জ্ঞাপিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে তাঁহাকে সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় জানাইতে হইবে।

(খ) যদি কোন সভ্যের প্রতিশ্রুত চাঁদা দুই বৎসরের অধিককাল অনাদায়ী থাকে তাহা হইলে সম্পাদক তাঁহাকে এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন দিবেন। উক্ত প্রকার বিজ্ঞাপন দিবার তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ বাকী চাঁদা আদায় না হইলে তিনি সভ্যের অধিকার হইতে সাময়িক ভাবে বঞ্চিত হইবেন। কিন্তু আদায়ের কাল পর্য্যন্ত সমুদয় চাঁদা প্রদান করিলে তিনি পুনরায় সভ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। এরূপ স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ইচ্ছা করিলে, বাকি চাঁদা আংশিকরূপে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

৯ম।—যাহার নাম "৮ম ক" এর নিয়মানুসারে সভ্যশ্রেণী হইতে একবার বর্জ্জিত হইবে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উচিত মনে করিলে ও তাঁহাদের নির্দ্ধারিত নিয়মাধীন হইয়া চলিতে সম্মত হইলে, তিনি পুনরায় ৩য় নিয়মানুসারে সভ্যপদে মনোনীত হইতে পারিবেন।

১০ম।—সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণকে নির্ব্বাচিত, কার্য্য হইতে স্থগিত বা অপসৃত করিতে পারিবেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতকর কোন বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহক ও অধ্যক্ষ সভার কিম্বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া সমুদয় আলোচ্য বিষয়ে মত (vote) দিতে পারিবেন।

সহযোগিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোন বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, অধ্যক্ষ সভা বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন; কিন্তু বিবেচ্য বিষয়ে তাঁহাদের মত (vote) গৃহীত হইবে না।

সহযোগী সম্বন্ধে ১০ম নিয়মের দ্বিতীয় প্যারাটী পরিত্যক্ত হইবে।

বর্ত্তমান ১১শ নিয়ম :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন মাঘোৎসব উপলক্ষে বর্ষে একবার হইবে। এই অধিবেশনে বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হইবে এবং প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া গৃহীত হইবে, কর্ম্মচারিগণ এবং ২২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট অধ্যক্ষ সভার ৬৫ জন সভ্য নিযুক্ত হইবেন এবং সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপনে লিখিত অপরাপর কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবে। এতদ্ভিন্ন কোন অবিসম্বাদী অর্থাৎ যে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই এরূপ formal বিষয় বিচারার্থ উত্থাপিত হইতে পারিবে।

১১শ।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন মাঘোৎসব উপলক্ষে বর্ষে একবার হইবে। এই অধিবেশনে বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হইবে এবং প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া গৃহীত হইবে, কর্ম্মচারিগণ এবং ২২ ধারার নির্দ্দিষ্ট অধ্যক্ষসভার ৬৫ জন সভ্য নিযুক্ত হইবেন এবং সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপনে লিখিত অপরাপর কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবে। এতদ্ভিন্ন কোন অবিসম্বাদী অর্থাৎ যে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই এরূপ formal বিষয় বিচারার্থ উত্থাপিত হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান ১২শ নিয়মের দ্বিতীয় প্যারা :—এতদ্ভিন্ন অন্যূন বিংশতি জন সভ্য স্বাক্ষর করিয়া অনুরোধ করিলে, তাঁহাদের প্রস্তাব বিচারার্থ সম্পাদককে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। যদি সম্পাদক সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে প্রার্থনাকারিগণ কিংবা তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন ৫ সভ্য সভাপতিকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং সভাপতি এরূপ স্থলে নিজ নামে সভা আহ্বান করিবেন। যদি সভাপতি অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যূন ৩০ জন সভ্য প্রস্তাবিত বিষয় বিচারার্থ স্বীয় নামে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। কিন্তু সম্পাদক বা সভাপতি যে কারণে সভা আহ্বান করিতে বিরত হইলেন, তদ্বিষয়ে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া আহ্বানকারিদিগকে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহার একখণ্ড প্রেরণ করিবেন এবং সেই মন্তব্য অধ্যক্ষ সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে বিচারাধীন হইয়া তৎসম্বন্ধে অনুকূল বা প্রতিকূল মত প্রকাশ হইতে পারিবেন।

১২শ নিয়মের প্রথম প্যারায় কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

দ্বিতীয় প্যারাটী নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে—

এতদ্ভিন্ন অন্যূন ত্রিংশতি জন সভ্য স্বাক্ষর করিয়া অনুরোধ করিলে তাঁহাদের প্রস্তাব বিচারার্থ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবেন। যদি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন অথবা এরূপ অনুরোধপ্রাপ্তির তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে উক্ত বিশেষ অধিবেশন হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যূন ৪০ জন সভ্য প্রস্তাবিত বিষয় বিচারার্থে স্বীয় নামে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ১৩শ নিয়ম :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কিম্বা কোন বিশেষ অধিবেশন কোন দিবস হইবে, তাহা সম্পাদক কিম্বা ১২ ধারার নিয়মানুসারে সভাপতি কি সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালিত কিম্বা তদভাবে অপর কোন স্থানীয় প্রকাশ্য পত্রে অন্যূন তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইবেন। বিজ্ঞাপনে অধিবেশনের সম্পাদ্য কার্য্যের উল্লেখ থাকিবে। অন্যূন ৩০ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে অধিবেশনের কার্য্য হইতে পারিবে না।

১৩শ নিয়ম নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সাধারণ কিম্বা কোন বিশেষ অধিবেশন কোন দিবস হইবে, তাহা সম্পাদক কিম্বা ১২ ধারা অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কিম্বা উক্ত সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালিত পত্রে অথবা সেরূপ পত্র না থাকিলে স্থানীয় অপর কোন প্রকাশ্য পত্রে অন্যূন তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইবেন। বিজ্ঞাপনে অধিবেশনের সম্পাদ্য কার্য্যের উল্লেখ থাকিবে। অন্যূন ৩০ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে অধিবেশনের কার্য্য হইতে পারিবে না। কিন্তু ১২ ধারা অনুসারে আহূত সভার বিশেষ অধিবেশনে ৫০জন সভ্য উপস্থিত না হইলে কার্য্য হইতে পারিবে না। ১২ ধারায় উল্লিখিত সভ্যদের প্রদত্ত বিজ্ঞাপন সমাজের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার জন্য সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। এবং উক্ত বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির পর হইতে এক পক্ষের মধ্যে সম্পাদক সমাজের পরিচালিত পত্রে এ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিবেন। যদি না করেন তাহা হইলে সভ্যগণ নিজ নামে স্থানীয় অপর কোন প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার এক সপ্তাহের মধ্যে একখণ্ড সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান ১৪শ নিয়ম :—কোন সভ্য পীড়া কিম্বা মফঃস্বলে অবস্থিতির জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা অধ্যক্ষ সভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত হইতে অক্ষম হইলে, সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা অধিবেশনের বিবেচ্য বিষয় সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। সভার মত নির্দ্ধারণকালে এই সমস্ত মতও গণনীয় হইবে।

১৪শ নিয়মের পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু নিম্নলিখিত প্যারাটি ইহাতে সংযুক্ত হইবে।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কিম্বা অধ্যক্ষসভার অধিবেশনের বিচারার্থ কোন বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১২ দিনের মধ্যে যে কোনও সভ্য তাহার সংশোধিত প্রস্তাব সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে পারিবেন। সমাজের পত্রিকার পরিবর্ত্তী সংখ্যাতে এই সংশোধিত প্রস্তাব মূল প্রস্তাবের সহিত মুদ্রিত হইবে। এতদ্ব্যতীত অপর কোন সংশোধিত প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইবে না। কিন্তু যদি উপস্থিত সভ্যদের ⅔ অংশের মতে কোনও অতিরিক্ত সংশোধিত প্রস্তাব উৎকৃষ্টতর বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সভা স্থগিত (meeting adjourn) করিয়া কাগজে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ বিজ্ঞাপন দিয়া উহার বিচারার্থে পুনরায় অধিবেশন করিতে হইবে উপরোক্ত অধিবেশনে ঐ সম্বন্ধে আর কোনও নূতন প্রস্তাব আসিতে পারিবে না।

বর্ত্তমান ১৫শ নিয়ম :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক এবং একজন ধনাধ্যক্ষ থাকিবেন। আবশ্যক হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারিগণের বয়স অন্যূন ২৫ বৎসর হওয়া, ন্যূনকল্পে ৫ বৎসর কাল তাঁহাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য থাকা আবশ্যক এবং তৃতীয় নিয়মোল্লিখিত সভ্যের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

কর্ম্মচারিগণ এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন; বর্ষান্তে তাঁহারা পুনরায় মনোনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু কোন কর্ম্মচারী একাদিক্রমে ৫ বৎসরের অধিক কাল এক পদে থাকিতে পারিবেন না। তবে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের ⅔ অংশ সভ্য আবশ্যক বোধ করিলে এবং তাঁহাদের প্রস্তাব পরবর্ত্তী অধ্যক্ষসভার কোনও অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের ⅔ অংশ দ্বারা অনুমোদিত হইলে সহকারী সম্পাদক সম্বন্ধে উপরোক্ত ৫ বৎসরের নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

১৫শ :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক এবং একজন ধনাধ্যক্ষ থাকিবে। আবশ্যক হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অনধিক তিনজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারিগণের বয়স অন্যূন ২৫ বৎসর হওয়া, ন্যূনকল্পে ৫ বৎসর কাল তাঁহাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য থাকা এবং তৃতীয় নিয়মোল্লিখিত সভ্যের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

কর্ম্মচারিগণ এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন; বর্ষান্তে তাঁহারা পুনরায় মনোনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু কোন কর্ম্মচারী একাদিক্রমে ৫ বৎসরের অধিককাল এক পদে থাকিতে পারিবেন না। এতদ্ব্যতীত কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা আবশ্যক বোধ করিলে কর্ম্মচারী হইবার উপরোক্ত যোগ্যতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে স্থায়ী বা সাময়িক ভাবে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিতে ও তাহার অর্থানুকূল্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এবং তাঁহারও সাধারণ ব্রহ্মসমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সহকারী সম্পাদকের ন্যায় সমান অধিকার থাকিবে।

১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ, ২০শ, ২১শ নিয়মে কোন পরিবর্ত্তন নাই।

বর্ত্তমান ২২শ নিয়মের প্রথম প্যারা :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণ, বার্ষিক অধিবেশনে নিয়োজিত কলিকাতাস্থ ৩৫ জন ও মফঃস্বলস্থ ৩০ জন এবং ২৩ ধারা অনুসারে মনোনীত প্রতিনিধিগণ লইয়া অধ্যক্ষ সভা সংগঠিত হইবে। উপরোক্ত সভ্যগণ আবশ্যক বোধ করিলে এবং উপস্থিত সভ্যগণের ⅔ অনুমোদন করিলে আরও অনধিক ৫ জনকে অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত করিয়া লইতে পারিবেন।

২২শ :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণ, বার্ষিক অধিবেশনে নিয়োজিত কলিকাতাস্থ ৩৫ জন ও মফঃস্বলস্থ ৪০ জন এবং ২৩ ধারা অনুসারে মনোনীত প্রতিনিধিগণ লইয়া অধ্যক্ষ সভা সংগঠিত হইবে। উপরোক্ত সভ্যগণ আবশ্যক বোধ করিলে এবং উপস্থিত সভ্যগণের ⅔ অনুমোদন করিলে আরও অনধিক ৫ জনকে অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত করিয়া লইতে পারিবেন।

উক্ত নিয়মের ২য় প্যারায় কোন পরিবর্ত্তন নাই।

বর্ত্তমান ২২শ নিয়মের ৩য় প্যারা :—প্রতিনিধিগণের নিয়োগকারী সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই উভয় সমাজের অন্যূন তিন বৎসর কাল সভ্য থাকা আবশ্যক। এবং তৃতীয় নিয়মানুযায়ী সভ্যের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

৩য় প্যারা।—প্রতিনিধিদিগের নিয়োগকারী সমাজের সভ্য ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যূন তিন বৎসরকাল সভ্য থাকা আবশ্যক এবং তৃতীয় নিয়মানুযায়ী সভ্যের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

২৩শ হইতে ২৮শ নিয়মে কোন পরিবর্ত্তন নাই।

বর্ত্তমান ২৯শ নিয়ম :—অধ্যক্ষ সভার সাধারণ কিংবা বিশেষ অধিবেশন কোন দিবস হইবে এবং তাহাতে কি কি কর্য্যের অনুষ্ঠান হইবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরি-

২৯শ—অধ্যক্ষ সভার সাধারণ কিংবা বিশেষ অধি-বেশন কোন দিবস হইবে এবং তাহাতে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালিত কোন-

কিআ ভবীঐ সচ সুচা হোই।
সাচ সবদ বিন মুকত ন কোই।

ভাবানুবাদ

সাধুরা জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পবিত্র হইয়া আসিয়াছ?

গুরু নানক উত্তর দিলেন—

ভ্রমণ করিবার কি ফল? সত্যের দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়।
সত্য বাণী (উপদেশ) বিনা কেহ মুক্ত হইতে পারে না।

ক্রমশঃ

শ্রী অবিনাশচন্দ্র মজুমদার

দেবমন্দিরের পাথর খসানো।*

স্থানে স্থানে পুরাতন পরিত্যক্ত দেবমন্দির অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এক সময় সে মন্দির পরিষ্কৃত, সুসজ্জিত, পূজার শব্দে নিনাদিত, পূজার গন্ধে আমোদিত ছিল; এখন পূজার সংস্পর্শ-রহিত হইয়া তাহা মলিন, আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন, দুর্গন্ধে পূর্ণ, ও নানা বন্যজন্তুর আবাসস্থল হইয়া রহিয়াছে। কোনও মন্দির এই প্রকার অবস্থায় অধিক দিন পড়িয়া থাকিলে, ক্রমে লোকে তাহার ইট পাথর খসাইয়া লইয়া যাইতে থাকে। এইরূপে অনেক পুরাতন কীর্ত্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

একবার পড়িয়াছিলাম, এইরূপ একটি জীর্ণ মন্দিরকে রক্ষা করিবার জন্য, রোমের পোপ একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি মন্দিরের পাথরগুলিতে ক্রশচিহ্ন অঙ্কিত করাইয়া দিলেন; তারপর আর কেহ পাথর খুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিত না।

ক্রসের ছাপ, অর্থাৎ ধর্ম্মের ছাপ দেওয়ার অভিপ্রায় কি? অভিপ্রায় এই যে, লোকে স্বার্থের জন্য, সুবিধার জন্য, আর যাহা কিছু ভাঙ্গিয়া লইয়া যাক্ না কেন, যাহাতে ক্রসের ছাপ আছে, তাহা ভাঙ্গিবে না। সংসারে এমন কোন কোন বস্তু আছে যাহাতে আঘাত দিবার জন্য মানুষ সহজে হাত তোলে না, মলিন হস্তে যাহাকে সহসা স্পর্শ করে না। পূজার সঙ্গে যাহার যোগ, এমনবস্তুকে মানুষ কঠোর অথবা অশুচি হস্তে স্পর্শ করিতে চাহে না।

মানবসংসারে যে এমন সকল বস্তু বর্ত্তমান আছে যাহাকে মানুষ পবিত্র জ্ঞানে সযত্নে রক্ষা করে, যাহাকে ভাঙ্গিতে কিংবা মলিন করিতে দেয় না, ইহাতেই মানব সংসারের কল্যাণ রক্ষা পাইতেছে। নিজ জননীর নাম মানুষ লঘু ভাবে গ্রহণ করে না, অন্যকে লঘুভাবে উচ্চারণ করিতে দেয় না। নিজ জননীর সম্মান বজায় রাখিবার জন্য মানুষ প্রাণ দিতে উদ্যত হয়। কেন হয়? ইহার কারণ এই যে, জননীর সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বস্তু মানুষের কাছে পবিত্র।

নোট—ভবীঐ—ভ্রমণ করিলে।
সুচা—পবিত্র, শুদ্ধ।

* [শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রবিবার ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫ সায়ংকালীন উপাসনায় নিবেদিত।]

মানবের হৃদয়, মানবের জীবন, মানবের সমাজ,—এ সকলকে ভগবান দেবমন্দির করিয়া, দেবমন্দির হইবার যোগ্যতা দিয়া, সৃষ্টি করিয়াছেন। এক এক বার যখন মানবসমাজে যুদ্ধ, কি রাষ্ট্র-বিপ্লব, কি চিন্তার বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন অনেক মানুষের চিন্তা ও ভাব দ্রুত গতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, তখন দেখা যায় যে, কতকগুলি লোক ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে উদাসীন অথবা সন্দিহান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের হৃদয়, তাহাদের জীবন, পরিত্যক্ত দেবমন্দিরের মত হইয়া যায়। তাহারা জগতে ও মানবসমাজে, এমন কি পরিবারের ও সমাজের পবিত্র বন্ধন ও দায়িত্বসকলের মধ্যেও, এমন কিছু দেখিতে পায় না, যাহা কোনও ক্রমেই ভাঙ্গা যাইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার মানবজীবনকে ও মানবীয় সম্বন্ধসকলকে ধর্ম্মহীন (secular) চক্ষে আপনারা দেখিয়াই সন্তুষ্ট হয় না; দৃষ্টান্তের দ্বারা, ইঙ্গিতের দ্বারা, কথার দ্বারা, লেখার দ্বারা, তাহারা অন্যের মন হইতেও এ সকলের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবটি, এ সকলের পবিত্রতার অনুভবটি, ভাঙ্গিয়া দিতে উৎসুক হয়। তখন ঐ সকল মানুষের কাজকে দেবমন্দিরের পাথর খসানোর কাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যাহাকে ভগবান্ দেবমন্দির করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা যেন এক এক করিয়া তাহার পাথর খসাইতে চেষ্টা করে।

বিগত মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপে ও এদেশে এইরূপ অনেক লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে। নানা ভাবে, বিশেষতঃ সাহিত্যের আশ্রয় লইয়া, তাঁহারা মানব মন হইতে, যাহা কিছু পবিত্র, তাহার পবিত্রতার অনুভবটিকে খসাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

এইরূপ সময়ে বিশেষ সজাগ থাকা প্রয়োজন। এইরূপ সময়ে যে-দেশের বা যে-জাতির বা যে-মণ্ডলীর মানুষগুলি, আপনাদের জীবনকে দেবমন্দির রূপে ব্যবহার করিতে ভুলিয়া যায়, যাহার জীবনের দেবমন্দিরত্ব রক্ষা করিতে শিথিলতা করে, তাহারা অল্প দিনের অবহেলার পরেই হঠাৎ চমকিত হইয়া দেখে যে, তাহাদের ভিত্তিপ্রস্তরে মানুষের মলিন ও নির্ম্মম হাতের স্পর্শ লাগিয়াছে; তাহার পাথর আলগা হইতেছে, খসিতেছে। কাহার হাত লাগে? কে খসায়? চারিদিকের হাওয়া, লঘু সাহিত্য, আমোদস্পৃহা, সংসারের সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসতর্ক আনাগোনা ও ব্যবহার,—এ সকলই পাথর খসাইবার জন্য উদ্যত এক একখানি হাতের কাজ করে।

প্রত্যেক গৃহীর গৃহকে ভগবান্ তাঁহার দেবমন্দির করিয়া গড়িয়াছেন। তাহাকে ছয় মাস বিনা পূজায় ফেলিয়া রাখ, দেখিবে গৃহধর্ম্মের ভিত্তির প্রস্তর খসিতেছে; একেবারে ভিত্তির পাথর যাহা, তাহাই আল্‌গা হইতেছে। পতি পত্নীর পরস্পরের প্রতি গাঢ় নির্ভর ও পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগের ভাব শিথিল হইয়া আসিতেছে; বাড়ীখানির পবিত্রতা ও পবিত্র আনন্দ ঘুচিয়া যাইতেছে; বয়স্ক ছেলেমেয়েগুলির মন বাড়ীতে আর বসিতেছে না।

আমাদের বাড়ী, আমাদের জীবন, পূজার মন্দির হয় কিসে? হয়, ঈশ্বরের সরল উপাসনায়। হয়, সত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ ও বিশ্বস্ততায় হয়, কর্ত্তব্যে দৃঢ়তায়। হয়, পবিত্রতায়, ও পবিত্রতার জন্য নিরন্তর সতর্কতায়। হয়, বিমল প্রেমে স্নেহে ভক্তিতে। হয়, মানবচরিত্রে যাহা কিছু মহৎ, তাহার প্রতি শ্রদ্ধার আবেগে। এ সকলই দেবমন্দিরের পাথর। ঈশ্বরের পূজা ইহার মধ্যস্থলের

পাথরখানি (corner stone)। কিন্তু অন্য পাথরগুলিও দেব-মন্দিরেরই পাথর; তাহাতেও দেবতার নামের ছাপ দিয়া তাহা রক্ষা না করিলে মন্দির রক্ষা পায় না।

এ সময়ে দেশের, জাতির, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের, ভাবিবার কথা এই যে, যাহাতে দেবমন্দিরের এ পাথর সকল খসিয়া না যায়, যাহাতে এ পাথরে কেহ হাত দিতে না পারে, সে জন্য কি আমরা সাবধান ও সজাগ আছি? এ বিষয়ে ক্রমে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

সত্যপালন, এই দেবমন্দিরের একখানি বড় পাথর। এ দেশে প্রাচীন যুগে, সত্যপালনের একটি দিক খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা সত্যপালনের ত্যাগের দিকটি। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী স্মরণ করুন; রাজা দশরথের কথা স্মরণ করুন। পিতৃকৃত অঙ্গীকার পালনের জন্য রামচন্দ্রের স্বেচ্ছায় বনগমন স্মরণ করুন। এ সকল দৃষ্টান্ত কল্পিত হউক, কি ঐতিহাসিক হউক, এ সকলের পশ্চাতে যে সত্যপালনের আদর্শটি আছে, তাহা আমাদের জাতীয় চরিত্রের ও জাতীয় ধর্ম্মজীবনের একখানি বড় পাথর।

আমরা কেহ কেহ আপন বাল্যস্মৃতি হইতে এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে, উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই আদর্শের হাওয়াটি দেশে বিদ্যমান ছিল; তখনও বাঙ্গালী এ পাথর খানিকে খসিতে দেয় নাই। রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণ পান্তী শিক্ষিত লোক ছিলেন না। তিনিই ব্যবসায়ের দ্বারা দরিদ্র অবস্থা হইতে লক্ষপতি হইয়া বংশের নাম উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সে সময়ে রেল ষ্টীমার ছিল না, সকল স্থানে জিনিসের দরের সমতা ছিল না, জিনিসের দর হঠাৎ উঠিত নামিত। তখন এত দলিলও ছিল না, মুখে মুখে কারবার চলিত। এই সকল অনিশ্চয়তার সুযোগে তখন লোকে হঠাৎ ধনী হইয়া উঠিত। একবার এক চাউল-রপ্তানীকারক সাহেব কৃষ্ণ পান্তীর নিকট হইতে অনেক চাউল খরিদ করিবার জন্য দর স্থির করেন। কিন্তু তিনি তখনই ক্রয় করিতে পারিলেন না। যখন তিনি কয়েক মাস পরে কিনিতে আসিলেন, তখন দর প্রায় তিন গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সাহেব বর্দ্ধিত হারেই দাম দিতে চাহিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ পান্তী লইলেন না; বলিলেন, "একবার আমি এক রূপ কথা দিয়াছি, তাহা বদলাইয়া সত্যভ্রষ্ট হইতে পারিব না." সাহেব অবশেষে অল্প পরিমাণ চাউল লইয়া আর লইলেন না। বলিলেন, "এমন সাধু লোকের সাধুতার সুবিধা লইয়া আমি যদি আমার জাহাজে চাউল বোঝাই করি, তবে সে অধর্ম্মের ভারে আমার জাহাজ ডুবিয়া যাইবে।" আমরা বাল্যকালে এই সকল দৃষ্টান্ত শুনিতাম ও পড়িতাম। আমাদের মনের চারি দিকে এই হাওয়া ঘিরিয়া থাকিত। তাই বলিতেছিলাম, উনবিংশ শতাব্দীতেও এই পাথর খসে নাই।

আরও আধুনিক কালের দৃষ্টান্তও আমি বলিতে পারি। ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত মতিলাল হালদার মহাশয়কে একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী তাঁহার একটি চা বাগান বিক্রয় করিয়া দিবার ভার দেন। তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, "আমি চল্লিশ হাজার টাকা পাইলেই বিক্রয়পত্র লিখিয়া দিব।" মতিলাল বাবু বলিলেন, "আমি যথা সম্ভব ভাল দামে বিক্রয় করিয়া দিব।" সেই বাগান নব্বই হাজার টাকাতে বিক্রয় হইল। অনায়াসে মতিলাল বাবু বাকী টাকাটা, অন্ততঃ তাহার কিঞ্চিদংশও, নিজে রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহার এক পয়সাও লইলেন না। মতিলাল বাবু মাত্র দুই বৎসর হইল স্বর্গগত হইয়াছেন। তিনি আধুনিক কালে জীবিত থাকিলেও, এদেশের চিরকালের অস্থিমজ্জাগত সংস্কার যে সত্যরক্ষা ও সত্য ব্যবহার, তাহা তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের (তখনও তিনি মহর্ষি হন নাই) পিতৃঋণ শোধ ও পিতার অঙ্গীকৃত দানের ঋণ শোধের কথা স্মরণ করুন। মানুষের সঙ্গে সব আদান প্রদানে সত্যরক্ষা ও সাধুতা,—এদেশের জাতীয় চরিত্রের একখানি বড় পাথর ছিল।

কিন্তু এখন কি দেখিতে পাই? আমাদের যুবকেরা দলে দলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু তাহাদের কাণে মন্ত্র দেয় আধুনিক কুশিক্ষা, যার বুলি এই যে, "ব্যবসায়ে লাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য; লাভের প্রশস্ত উপায়ই একমাত্র পথ; সত্য-মিথ্যার ও সাধুতা-অসাধুতার অত সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইলে এ পথে আসিলে কেন?" চিন্তা করুন সকলে! জাতীয় চরিত্র হইতে সত্যের পাথর খানিকে কি এরূপে খসিতে দেওয়া হইবে?

সত্যপালনের জন্য ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার, এ দেশের প্রাচীন আদর্শের অন্তর্গত ছিল। ইহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ যোগ করিতেছেন, সত্যপালনে সাহস। যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি, তাহা দশের কাছে স্বীকার করিব, প্রয়োজন হইলে প্রতিবাদীর অথবা বিদ্রূপকারীর মুখের উপরেও তাহা ঘোষণা করিব। এ সাহস না থাকিলে মানুষ "মানুষ" নয়। যখন-যেমন তখন-তেমন, যে দলের যেমন ধারা সে দলের কাছে গিয়া তেমনি বুলি বলিতে আরম্ভ করা,—ইহার সমান কদর্য্য ভীরুতা আর কিছু নাই। এই ত্যাগমূলক ও সাহসমূলক, দ্বিবিধলক্ষণযুক্ত সত্যপালন,—ব্রাহ্মসমাজের দেব-মন্দিরের একখানি বড় পাথর। এ পাথর কি আমরা খসাইতে দিব?

তার পর, কর্ত্তব্যপালনের বিষয়ে চিন্তা করা যাক্। ইংরাজীতে duty (কর্ত্তব্য) কথাটি উচ্চারণ করিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে নেল্‌সন্‌কে মনে পড়ে। কর্ত্তব্য কথাটি নেল্‌সনের কাছে মন্ত্রপূত কথা ছিল; তাঁর যুগে ইংলণ্ডের জনসমাজের কাছেও মন্ত্রপূত কথা ছিল। তাই তিনি ঐ শব্দটি সম্মুখে ধরিয়া, ট্রাফাল্গারের যুদ্ধে, অশিক্ষিত নাবিক ও নৌসেনাদিগকে মাতাইতে পারিয়াছিলেন। অনেকের ধারণা যে, 'কর্ত্তব্য' কথাটি এদেশে কখনও সেভাবে পূজিত হয় নাই। তাহা ভুল। বৌদ্ধ যুগে এই "কর্ত্তব্য" শব্দটিই সম্মানের সহিত ব্যবহৃত হইত। পঞ্চতন্ত্রে আছে, "কর্ত্তব্যমেব কর্ত্তব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি, অকর্ত্তব্যং ন কর্ত্তব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।" পরবর্ত্তী যুগে 'ধর্ম্ম' কথাটি কর্ত্তব্যসমষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া, প্রচলিত ভাষায় 'কর্ত্তব্য' শব্দটির স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইংলণ্ডে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ভাবটি অধিক ফুটিয়াছে সরকারী চাকরীর (public serviceএর) মধ্যে; ভারতে তাহা ফুটিয়াছে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে। ইংলণ্ডে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাকে মানবচরিত্রে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে কর্ম্মক্ষেত্রের

শাসনশৃঙ্খলা (discipline); ভারতে ঐ কাজ করিয়াছে ধর্ম্মশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সদাচারের শাসন। এই কারণে এক কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাই দুই দেশে দুই প্রকার নামে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুটি একই। ইহা স্বভাবতঃ স্বার্থপর ও আরামপ্রিয় মানুষকে, নিজ কর্ত্তব্যের খাতিরে সুখ স্বার্থ প্রাণ সবই তুচ্ছ করিতে শিখায়। এদেশে বুনো রামনাথের মত, বিদ্যাসাগরের মত, নিজ কর্ত্তব্যেই নিরন্তর নিমগ্ন, এবং অল্পে তুষ্ট ও নির্ভীক মানুষ সৃষ্টি করিল কোন্ শক্তিতে? পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বনে যাওয়ার আদর্শটি এদেশে উদয় হইল কিরূপে? যে বয়সে মানুষ মনে করে, জীবনের এত বৎসর তো সুখের ও আরামের উপায় করিতেই গেল, এখন সেই উপার্জ্জিত সুখ বসিয়া বসিয়া ভোগ করিব,—সেই বয়সে মানুষ সুখের সংসার ছাড়িয়া বনে যাইবে, এ আদর্শ এ দেশে দাঁড়াইল কিরূপে? দাঁড়াইল, এদেশে মানুষকে দৈনিক জীবনে কর্ত্তব্যের খাতিরে ব্যক্তিগত সুখ ছাড়িতে শিখান হইত বলিয়া; মানুষের ভোগসুখাসক্ত প্রকৃতির নমনীয় মেরুদণ্ডকে দৈনিক জীবনের কর্ত্তব্যের দ্বারা অল্পে অল্পে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইত বলিয়া।

শুধু নেল্‌সনের কথা কেন ভাবি? হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে ঝালারার রাজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করুন। প্রতাপ একাকী শত্রুব্যূহের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন; তাঁর প্রাণ যায় যায়। ঝালা-পতি নিজ সেনাদল সহ নিকটে ছিলেন। তিনি কি রাণার রক্ষার্থ নিজ সৈনিকদিগকে অগ্রসর করিয়া দিলেন? তাহা নহে। ভারতীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে চালিত হইয়া তিনি নিজ সৈন্য-দলের অগ্রে নিজেই একাকী ছুটিয়া গেলেন, বিপুল শত্রুসেনা কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইলেন, শত্রুর বর্ষায় বিদ্ধ হইলেন। মরিবার সময়ে প্রতাপের দিকে চাহিয়া শুধু বলিলেন, "দেখ, রাণা, ঝালা-ও স্বামী-ধর্ম্ম জানে," অর্থাৎ হে রাজন্, তুমি দেশের জন্য নিজের সুখ শান্তি বলি দিয়াছ; আমিও জানি, প্রভুর ধর্ম্ম (duty of a master) কি। আশ্রিতদের প্রাণ নয়, নিজের প্রাণটাই আগে দেওয়া যে প্রভুর ধর্ম্ম, তাহা আমি ভুলি নাই।

শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের কথা কেন? মানবের সাধারণ কর্ত্তব্য-ক্ষেত্রের কথা ভাবি। কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অর্থ কি? কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রকৃতি বলে, আমার কাজ দেখিবার কি পরীক্ষা করিবার জন্য, বাহবা দিবার কি খুঁত ধরিবার জন্য, আমার উপরে কেহ থাকুক কি না-ই থাকুক,—আমি নিজে ভাবিয়া, নিজে নিরন্তর লাগিয়া থাকিয়া, আমার কাজটিকে যতদূর সম্পূর্ণতা দিতে পারি, তাহা দিব; তাহার অণুমাত্রও কম করিয়া আমি ছাড়িব না। শিথিল প্রকৃতি বলে, যত টুকু না করিলে উপর হইতে অসন্তোষ আসিবে, ঠিক সেইটুকু কোনও রকমে সমাপন করিয়া আমি ছুটি লইব। আপনাকে সহজে ছুটি না দেওয়া, ও আপনাকে সহজে ছুটি দেওয়া,—এই দুই প্রকার মনের ভাব হইতেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন দুই প্রকার প্রকৃতির সৃষ্টি হয়। এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ভাবটি ব্যক্তিগত চরিত্রের ও জাতীয় চরিত্রের একখানি কত বড় পাথর!

এখন, বিগত যুদ্ধের পর হইতে দেখিতেছি, এই পাথরখানি খসাইবার চেষ্টা চলিতেছে। আচরণের দ্বারা, কথার দ্বারা, লেখার দ্বারা, club প্রভৃতির সকল আলাপের ও পরামর্শের দ্বারা, এই ভাবটি মানুষের মনে প্রবেশ করানো হইতেছে যে, কর্ম্মদাতা ও কর্ম্মচারীর মধ্যে বেতন ও শ্রমের বিনিময়টাই যেন সব কথা। যেন কর্ত্তব্যও একরূপ বেচাকেনারই ব্যাপার। "এই বিনিময়ের চক্ষে আমরা কার্য্যক্ষেত্রকে দেখিব; যেখানে কম খাটিয়া অধিক টাকা পাওয়া যায়, সেখানেই আমরা চলিয়া যাইব; কর্ম্মক্ষেত্র কি কর্ম্মদাতার সঙ্গে অন্য কোনও প্রকার সম্বন্ধে বাঁধা পড়িব না,"—এইরূপ একটি ভাব যেন হাওয়াতে ভাসিতেছে। এইরূপ হাওয়াতে পবিত্র কর্ত্তব্যবোধের স্বভাবটি গড়িতে পায় না; বরং তাহা থাকিলেও শিথিল হইয়া যায়। কিন্তু সত্যপালন ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, এই দুইটি ভাব তুলিয়া লইলে, এই দুইখানি পাথর খসাইয়া লইলে, সংসারে থাকে কি? থাকে, কেবল অর্থোপার্জ্জন ও সুখভোগ, যাহাতে জীবন আর দেবমন্দির হয় না; বাজারের দোকান কিংবা বিলাসমন্দিরই হয়।

তারপরে, সামাজিক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধের কথা ভাবা যাক্। পতিপত্নীর যে পরস্পরের প্রতি একান্ত বিশ্বস্ততা, তাহাকে পুরুষের দিক ও নারীর দিক উভয় দিক হইতে দেখা সম্ভব। ইহার মধ্যে নারীর দিকটি ভারতে ধর্ম্মশাস্ত্রে, সাহিত্যে, এবং মানুষের সত্যকার জীবনে, অতি সুন্দর ভাবে বিকশিত হইয়াছিল। পাতিব্রত্য ও সতীত্ব নামে তাহা এদেশে অতিশয় গৌরব লাভ করিয়াছে। পুরাণে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর দৃষ্টান্ত, বাংলার পল্লী সাহিত্যে বেহুলার দৃষ্টান্ত, যুগে যুগে দেশের লোকের মনকে মুগ্ধ ও উন্নত করিয়াছে, আমাদিগকেও মুগ্ধ ও উন্নত করিতেছে।

আবার, এই বিশ্বস্ততার পুরুষের দিকটি chivalryর আকারে পশ্চিমে ফুটিয়াছিল। যে-নারীকে ভালবাসিয়াছি, প্রণয়ীরূপেই হউক, কি পতিরূপেই হউক, আমি আজীবন তাহার প্রতি পূজা ও সম্ভ্রমের ভাব পোষণ করিব, আজীবন আমার দেহ মনের সকল শক্তি তাহার সেবায় নিয়োগ করিয়া ধন্য হইব, পুরুষের এই ভাবটিও আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করে, উন্নত করে। শুধু যৌবনের উন্মাদনার দিনে নহে, কিন্তু চিত্ত যখন শান্ত, এমন কি শরীর যখন দুর্ব্বল কি জরাগ্রস্ত, তখনও, প্রকৃত পুরুষত্ব যে পুরুষে আছে, সে তাহার প্রণয়িনীর বিশ্বস্ত সেবক হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করে। বহু দাস দাসী থাকা সত্ত্বেও Dickensএর অঙ্কিত (যে Dickens সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষদের দোষ ছাড়া আর কিছু দেখিতেন না) বৃদ্ধ ও খঞ্জ Sir Leicester Dedlock পত্নীর সামান্য সেবার জন্য নিজে ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া যাইতেছেন, পত্নীর নিন্দা নিজ বুক দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন, মৃত পত্নীর সমাধিস্থানকে পূজা করিতেছেন,—ইহাতে পাঠকের মন Sir Leicesterএর সব দোষ ভুলিয়া গিয়া তাহাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ ভাবটি যে কেবল পশ্চিমেই ফুটিয়াছে, তাহা নয়। এদেশেও এমন অনেক দৃষ্টান্ত আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অশীতিপর বৃদ্ধ স্বামী, তাঁহার সপ্ততিবর্ষ-

বয়স্কা পত্নীকে সসম্মানে সেবা করিতেছেন, শুশ্রূষা করিতেছেন, দেশভ্রমণের উদ্যোগের সময়ে অন্য কেহ সহায় না থাকিলে, "আমি এখনও তোমার রক্ষক হইয়া তোমাকে লইয়া যাইবার সামর্থ্য রাখি," সগর্ব্বে এই কথা বলিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশের বর্ত্তমান যুগে পর্য্যন্ত অনেক দেখা গিয়াছে। এ দেশের সাহিত্যে এরূপ বর্ণনা নাই; তাহাতে কি আসে যায়? মানবহৃদয়ে এই প্রকার চরিত্রের বিকাশ উপন্যাস পড়িয়া হয় না; নিজ প্রকৃতিকে অনেক উন্নত করিলে, তবে হয়। মহাভারতে আছে, "শাশ্বতোঽয়ং ধর্ম্মপথঃ সদ্ভিরাচরিতঃ সদা, যদ্ভার্য্যাং পরিরক্ষন্তি ভর্ত্তারোঽল্পবলা অপি"; স্বামী দুর্ব্বলই হউন আর যা-ই হউন, তিনি নিজেই পত্নীকে রক্ষা করিবেন, ইহাই শাশ্বত ধর্ম্ম পথ, (অর্থাৎ duty,) এবং সৎ লোকেরা এরূপই আচরণ করিয়া আসিয়াছেন। এদেশে এ আদর্শটি নাই, ইহা মনে করা ভুল। শাস্ত্রে কিংবা সাহিত্যে ইহা দুর্লভ বটে; কিন্তু মানবপ্রকৃতি যেখানে উন্নত, সেখানে দাম্পত্য সম্বন্ধের বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার আদর্শটি, পুরুষ ও নারী উভয়ের দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিবেই।

এখন যুদ্ধের পর দেখিতেছি, সাহিত্যে পুরুষ ও নারী উভয়ের দিক হইতেই এই ভাবটিকে তুচ্ছ করা হইতেছে। কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও ইঙ্গিতে, বলা হইতেছে, নারীর পাতিব্রত্য ও পুরুষের chivalry, এক জনের দ্বারা আজীবন মুগ্ধ থাকা ও এক জনের আজীবন বিশ্বস্ত সেবক হওয়া,—ইহা সেকেলে, অতি পুরাতন, ও আধুনিক যুগের অনুপযোগী আদর্শ। জীবনমন্দিরের এই বড় পাথরখানি খসাইবার জন্য অনেকগুলি লেখকের মসীলিপ্ত হাত দেশে বিদেশে উদ্যত হইয়াছে।

তার পর, সামাজিক পবিত্রতা ও শুচিতার কথা চিন্তা করা যাক্। ভগবান্ পুরুষের ও নারীর দেহে মনে প্রকৃতিতে কিছু কিছু পার্থক্য দিয়া দিয়াছেন। সেই পার্থক্য হইতে একটি নিগূঢ় আকর্ষণ উৎপন্ন হইয়া, পরিবারে ও সমাজে নানা বিমল আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং কাব্যে ও সাহিত্যে আস্বাদন করিবার ও বর্ণনা করিবার একটি প্রধান বিষয় যোগাইয়াছে। কিন্তু, আবার সেই ভগবানেরই নিয়ম অনুসারে, পুরুষ ও নারীর দেহ মনের পার্থক্যের ফলে, পরস্পরের সান্নিধ্যে পুরুষ ও নারী, নিজের পুরুষত্ব অথবা নারীত্বকে, এবং অপরের নারীত্ব অথবা পুরুষত্বকে, সম্ভ্রম ও সম্মান দিয়া চলে। ঐ আকর্ষণটি যেমন আমাদের রক্তমাংসের সহিত জড়িত, এই সম্ভ্রম ও সম্মানবোধটিও তেমনই আমাদের রক্তমাংসের সহিত জড়িত। এইজন্য এই সম্ভ্রমের ঈষৎ হানিতেও, মানুষের সমগ্র দেহমন যেন অপমানে দগ্ধ হইতে থাকে। এই জন্য, সুস্থ মানবসমাজে এই সম্ভ্রমহানির সমান অসহ্য আর কিছুই নাই। এই জন্য, মানবসমাজে সামাজিক অপবিত্রতা এত ঘৃণিত।

এই সম্পর্কে এই প্রশ্নটি প্রায়ই আলোচিত হইয়া থাকে যে, উন্নত মানবচরিত্রে কি মানবের প্রতি ঘৃণার স্থান আছে? ধর্ম্মজীবনে কি কোনও শ্রেণীর মানুষের প্রতি ঘৃণার স্থান আছে? এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে, "ঘৃণা" কথাটির অর্থের উপরে। অন্যকে অবজ্ঞা করিও না; আপনাকে তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্ব্ব করিও না; 'আমি শ্রেষ্ঠ' এই Pharisaical attitudeটি হৃদয়ে স্থান দিও না। এই সকল ভাব অবশ্য বর্জ্জনীয়। কিন্তু সুস্থ মানবচিত্তে, পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধের অপবিত্রতার প্রতি যে একটি একান্ত বিরুদ্ধ ভাব, আপনাকে তাহা হইতে দূরে রাখিবার ও পারিলে তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিবার যে একটি অতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা, স্বভাবতঃ ও সতেজে উৎসারিত হয়, কোনও শিক্ষার বা কোনও ধর্ম্মসাধনের সাধ্য নাই যে তাহাকে নষ্ট করে। পুরুষদেহের ও নারীদেহের প্রত্যেক পবিত্র রক্তমাংস-কণা যাঁহার পবিত্র হাতের সৃষ্টি, তিনিই এই বিরুদ্ধ ভাবটি, এই একান্ত repulsion-এর ভাবটি, মানবপ্রকৃতিতে রোপণ করিয়াছেন। এই সুস্থ সংকোচের, এই একান্ত ঘৃণার, প্রকৃত মর্ম্ম যে বোঝে না, সে মানবপ্রকৃতির কিছুই বোঝে না। ইহার সঙ্গে অপরের বিচারের কোনও সম্পর্ক নাই। মানবমনে অপবিত্রতার প্রতি এই বিষম ঘৃণা কি বলে? কি চায়? সে বলে, "আমি সংস্পর্শে আসিব না, দূরে থাকিব, শক্তি থাকিলে দূর করিয়া দিব ও একেবারে ধ্বংস করিব, যেন এ বস্তু জগতে আর না থাকে, যেন কাহারও চক্ষুকে আর কলঙ্কিত না করে"। এই ভাবটি, এই aversion ও hatred,—ইহা কেবল যে অপরের প্রতি ধাবিত হয় তাহা নহে; ইহা নিজের প্রতি আরও সতেজে উৎসারিত হয়। একবার যদি কোনও দিন, অপরের সম্বন্ধে একটু কলুষিত চিন্তা কি কলুষিত কল্পনা অন্তরে ক্ষণকালের জন্যও উদিত হইয়া থাকে, তবে সুস্থহৃদয় ব্যক্তির ইচ্ছা হয় যে, মর্ম্ম হইতে সেই স্মৃতি কাটিয়া ফেলি, ছিঁড়িয়া ফেলি, উৎপাটিত করিয়া ফেলি, দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলি; জীবনের ইতিহাসের সেই অংশকে গলৎকুষ্ঠবৎ অশুচি বলিয়া বোধ হয়; সেদিকে তাকাইতে ইচ্ছা হয় না।

কলুষের উদয় যখন অপরের দিক হইতে হয়, তখনও সুস্থ হৃদয়ে এই ভাবেরই ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। মন তখন বলে,—"তোমার গুণ ও মূল্য আমি অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু, পুরুষ হইয়া, আমি যে নারী, আমার হৃদয়ে যদি তুমি কলুষের উদয় করিতে প্রয়াসী হও, অথবা, নারী হইয়া, আমি যে পুরুষ, আমার চিত্তে যদি তুমি কলুষের উদয় করিতে প্রয়াসী হও, তবে তুমি যে-ই হও, এবং যা-ই হও,—তুমি লেখক, বক্তা, নেতা, অভিনেতা, যে কেহ হও, এবং জ্ঞানে, সমাজসেবায়, ও চরিত্রের অন্যান্য সদ্গুণে তুমি যদি দেবতুল্য লোকপূজ্য মানুষও হও,—তথাপি আমার ব্যক্তিগত জীবন হইতে তুমি একটি মাত্র বস্তু পাইবে; তাহা আমার সতেজ, সবল, একান্ত অসংকুচ ঘৃণা, আমার intense personal aversion! তোমার সব গুণ আমি স্বীকার করিব, তোমার সব গৌরব আমি মানিব; কিন্তু তোমার নিকটতা, তোমার সংস্পর্শ, আমার পক্ষে অসহ্য; আমি তোমার সংস্রব হইতে দূরে থাকিব, আমি তোমার দিকে তাকাইব না, এবং তোমার সকল অপবিত্র প্রয়াস চূর্ণ করিতে আমি আমার প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিব।" এই intense personal loathing, এই hatred, যাহার দেহমনের আপাদমস্তক পূর্ণ করিয়া জাগে না, বুঝিতে হইবে যে সে-পুরুষ কি সে-নারী, বই পড়িয়াই হউক, কি অভিনয়ই দেখিয়াই হউক, কি যে-রূপেই হউক,—আপনারই চক্ষু দিয়া, আপনারই কর্ণ দিয়া, আপনারই চিন্তা কল্পনার পথ দিয়া, অপবিত্রতার বিষ আপনার মর্ম্মে মর্ম্মে সঞ্চারিত করিয়া

লইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, সেই বিষে সে তাহার মনুষ্যত্বের তেজ একেবারে নষ্ট করিয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, সে-পুরুষের মধ্যে আর পবিত্র পুরুষত্ব নাই, সে-নারীর মধ্যে আর পবিত্র নারীত্ব নাই।

আবার বলি, এই ঘৃণা পাপীর প্রতি অবজ্ঞা নহে। ইহাতে অবজ্ঞা দূরে থাকুক, অপরকে পাপী বলিয়া এবং আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করিবার লেশমাত্র ভাবটিও নাই। ইহা সুস্থ মানবীয় রক্তমাংসপ্রসূত পবিত্র পুরুষত্বের ও পবিত্র নারীত্বের প্রকাশ মাত্র। ভাবিয়া দেখ পুরুষ, ভাবিয়া দেখ নারী, তোমার রক্ত মাংসে এই পবিত্র তেজটি ঠিক আছে, না, দিনে দিনে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে।

সুস্থ রক্তমাংসের এই পুণ্যতেজটি মানুষ যখন খোয়ায়, তখন কেহ বা আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া,পাপীকে করুণা করিবার ভাণ করিয়া পাপকেই সহিয়া যায়; কেহ বা আরও নীচে নামিয়া, অপবিত্র সুখ আস্বাদনের পথটি মুক্ত রাখিবার পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। যাহার শরীরে রক্তের তেজ নাই, বুকে সাহস নাই, সেই ভীরুপ্রকৃতি মানুষ অন্যায়কারীকে বাধা দিতে বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ দুর্ব্বলতাকে ক্ষমার নাম দিয়া ঢাকিতে চায়; ইহাও সেই শ্রেণীর অপদার্থ কপটতা মাত্র।

এই সামাজিক পবিত্রতা ও শুচিতার ভাবটিকে, জীবনমন্দিরের এই বড় পাথরখানিকে, খসাইবার জন্য আজকাল অনেক চেষ্টা চলিয়াছে। সাহিত্যের নামে, শিল্পের নামে, আমোদের নামে, সামাজিক স্বাধীনতার নামে, নানা ভাবে এই পাথরখানি খসাইবার চেষ্টা হইতেছে, দেবমন্দির ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইতেছে। আমরা কি যথেষ্ট সজাগ আছি? আপনাদিগকে, আপনাদের পুত্রকন্যাদিগকে কি আমরা এই রূপ সাহিত্য, এইরূপ ছবি, এইরূপ অভিনয়, এইরূপ স্থান হইতে বাঁচাইয়া রাখিতেছি?

তার পরে, সন্তানের জন্য পিতামাতার স্নেহের কথা একবার চিন্তা করা যাক্। জগতে যদি কোনও সম্বন্ধ মানুষের দেহ মনের উপরে গুরুতর দায়িত্ব স্থাপন করে, তবে তাহা এই পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব। অপত্যস্নেহের প্রধান কথাই কষ্টস্বীকার। "বাঘের মুখ হইতেও সন্তানকে মাতা লইয়া আসিতে পারে," লোকে যে এ কথাটি বলিয়া থাকে, তাহা মিথ্যা বলে না। মাতৃস্নেহ অসাধ্য সাধন করে। কত মাতা, সন্তানকে কতরূপে মৃত্যুর হাত হইতে কাড়িয়া আনিয়াছেন। শিশুপাঠ্য পুস্তকে হান্না মুর (Hannah Moore) নাম্নী স্ত্রীলোকের কথা অনেকে পড়িয়াছেন। ঈগলপাখী তার শিশু সন্তানকে একটি খাড়া পাহাড়ের মাথার উপরে নিজের কুলায়ে লইয়া গিয়াছিল। মাতা ব্যাকুলতায় সংজ্ঞাহীন হইয়া, আবিষ্টের মত, সেই পাহাড়ের গা বহিয়া উঠিয়া গেল। সে পাহাড় এত খাড়া যে বন্য বিড়ালও তাহা বহিয়া উঠিতে পারে না। এইরূপে সে মাতা ঈগলপাখীর কুলায় হইতে নিজ সন্তানকে তুলিয়া লইয়া আবার নামিয়া আসিল। সে যে কি করিয়া গেল, কি করিয়া আসিল, কোন্ শক্তিতে তাহাকে লইয়া গেল, তাহা সে নিজেই বলিতে পারে না। মাতৃস্নেহের এই কাজ। বাধা জয় করা, কষ্ট বহন করা, আপনার প্রাণ দিয়া সন্তানকে বাঁচান,—ইহাই মাতৃস্নেহের প্রকৃত মূর্ত্তি। মাতৃস্নেহ পাপের গভীর গর্ত্ত হইতেও সন্তানকে ফিরাইয়া লইয়া আসে, অগষ্টীনের মাতা মণিকা যেমন করিয়াছিলেন।

কোনও মানবসমাজে এই পিতৃমাতৃস্নেহ এবং তৎপ্রসূত কষ্ট বহিবার প্রবৃত্তি যদি নিস্তেজ হইয়া যায়, তবে সে সমাজের দশা কি হইবে, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেখি, প্রত্যেক কারখানার সংসৃষ্ট শ্রমজীবী পল্লীতে, সহস্র সহস্র নারী নিজ সন্তানকে অবহেলা করার শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। ভাড়াটে স্ত্রীলোকের হাতে হাজার হাজার শিশুকে ফেলিয়া রাখিয়া মায়েরা কারখানায় খাটিতে চলিয়া যায়। এ দেশেও আজকাল এই ব্যাপার চলিয়াছে। এক-পুরুষে তো এইরূপে সহস্র সহস্র ভারতীয় স্ত্রীলোক নিজ মাতৃস্নেহ শুষ্ক করিয়া, মাতৃত্ববিষয়ে অমানুষ হইয়া, গঠিত হইল; দ্বিতীয় পুরুষে তাহাদের লক্ষ লক্ষ সন্তান, মাতৃজাতির প্রতি একটি জন্মগত অশ্রদ্ধা লইয়া বাড়িয়া উঠিবে। ইহার ফল জনসমাজের উপর কিরূপ হইবে, আমাদের তাহা ভাবিবার বিষয়। ভদ্র সমাজে এ পাপ প্রবেশ করে নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। বায়ুমণ্ডলের প্রবাহের মত পাপ পুণ্যের হাওয়াটিও সকল স্থানেই সঞ্চারিত হইয়া আসে। আমাদেরও এ বিষয়ে সজাগ থাকা প্রয়োজন।

তার পর, সাধুতার প্রতি ভক্তির কথা চিন্তা করা যাক্। আমি 'সাধুভক্তি' নামটি ইচ্ছাপূর্ব্বকই ব্যবহার করিতেছি না। কারণ, এ দেশে 'সাধুভক্তি' অর্থ অনেক স্থলেই কেবল দু'একজন বিশেষ চিহ্নিত মানুষের প্রতি অন্ধ ভক্তি বা ভাবুকতাপূর্ণ অন্ধ অনুরাগ। পরিবারে, জনসমাজে, কর্ম্মক্ষেত্রে, যাহাদের সঙ্গে চলি-ফিরি, তাহাদের মধ্যে যে মানুষে যেটুকু বিবেকানুবর্ত্তিতা, সত্যপরায়ণতা, অসাধুতায় ও অসাধু উপার্জ্জনে ঘৃণা, পরোপকার প্রবৃত্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি দেখা যায়, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা দান করা মানবের স্বভাবসিদ্ধ। এই শ্রদ্ধাই মানবসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের পক্ষকে বলশালী করে। কিন্তু আজকাল ক্রমশঃ যেন সর্ব্বত্র (এবং এ দেশেও,) সভ্যনামধারী সমাজে, ধনের ও সাংসারিক কৃতকার্য্যতার পূজাই বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং ধার্ম্মিক সাধুচরিত্র লোকেরা, বিশেষতঃ সকল প্রকার পবিত্রতা ও শুচিতার পক্ষপাতী মানুষেরা, অবজ্ঞাত হইতেছেন। আমেরিকার লোকে পরিহাসচ্ছলে বলে যে, কোনও নূতন স্থানে সিনেমা অভিনেতা চার্লি চ্যাপ্‌লিন্ (Charlie Chaplin) উপস্থিত হইলে যত লোক তাঁহাকে দেখিতে জড় হয়, যীশু খ্রীষ্ট আসিলে তাহার শত ভাগের এক ভাগ লোকও আসিত না। আমার যেন মনে হয় যে, এদেশেও ঐরূপ কথা বলিবার দিন আসিতেছে। কেন এমন হইতেছে? বর্ত্তমান যুগের অতিরিক্ত সাংসারিকতা ও ধনপূজাই তাহার কারণ। সাধুতার প্রতি ও মহত্ত্বের প্রতি ভক্তি, ধর্ম্মের প্রতি ও ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের প্রতি ভক্তি, জীবনমন্দিরের একখানি বড় পাথর। এ পাথরখানি এমন ভিত্তিগত পাথর যে, এখানিকে খসাইলে আরও অনেক পাথর স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়।

ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্রে এ সকল ভাবকে বাঁচ রাখিতেই হইবে; জীবনমন্দিরের এ সকল পাথর রক্ষা করিতেই হইবে। রক্ষা করিবার একটি মাত্র উপায় আছে,—মানবজীবনকে ও মানবসমাজকে পরিত্যক্ত দেবমন্দিরের মত হইতে দিও না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই কথা বলিতেছেন, জীবনকে ও সংসারকে দেবমন্দির

কর; প্রত্যেকখানি পাথরে দেবতার নামের ছাপ লাগাও। দেবতার নামের ছাপ ভিন্ন কিছু রক্ষা পায় না। সত্যপালন, কর্ত্তব্যপালন, সামাজিক পবিত্রতা, ও বিমল প্রেম স্নেহ ভক্তি,—ইহার সকল পাথরে দেবতার স্পর্শ দাও; ইহার প্রত্যেকটি ভাবকে ধর্ম্মের চক্ষে দেখ। মানুষ কেন সত্যপরায়ণ হইবে? কেন কর্ত্তব্য-পূজক হইবে? কেন ব্যবহারে ও অন্তরে শুচি হইবে? ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশকে ডাকিয়া বলিতেছেন, সত্যপরায়ণতার পুরাতন পাথরখানি অক্ষুণ্ণ রাখিতে যদি চাও, তবে সত্যপরায়ণতাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া জান। বিশ্বাস কর, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, তিনি সত্যে প্রীত হন, সত্যনিষ্ঠায় প্রীত হন। **উাঁর খাতিরে** মানুষে মানুষে সকল কথায়, সকল আদান-প্রদানে খাঁটি হও। তেমনি বিশ্বাস কর' যে, কর্ত্তব্যপরায়ণতায় **তিনি** প্রীত হন; যখন কেহ না দেখে, তখনও কর্ত্তব্য ঠিক ভাবে সম্পন্ন করিয়া সেই চিরদ্রষ্টার চক্ষুর কাছে খাঁটি থাক। দাম্পত্য সম্বন্ধে, সন্তান বাৎসল্যে, সেই পবিত্র প্রেমময়ের মূর্ত্তি দেখ, সে মূর্ত্তিকে ম্লান করিও না। নিজ দেহের প্রত্যেক বিন্দু রক্তমাংসে সেই পবিত্রস্বরূপের হাত দেখিয়া দেহকে তাঁহার পূজার ঘর বলিয়া বিশ্বাস কর'। অভদ্র দর্শন অভদ্র শ্রবণ হইতে বিরত হও; অভদ্র স্মৃতি, অভদ্র কল্পনা, যদি মর্ম্মে কিছু লাগিয়া গিয়া থাকে, মর্ম্মকে ছিন্ন করিয়া দগ্ধ করিয়াও তাহা হইতে মুক্ত হও। মানুষে মহত্ত্ব দেখিয়া যেখানে মস্তক নত হইয়া আসে, সেখানে সেই পরমদেবের হাত দেখ, সেখানে মস্তক নত করিতে বিরত হইও না; সে ভক্তি সেই পরম ভক্তিভাজনের বড় প্রিয়।

জীবনমন্দিরের এই বড় পাথরগুলিকে ঈশ্বরের নামের ছাপ দিয়া রক্ষা করা,—ধর্ম্মের যে ইহা একটি কত বড় সুমহান্ কাজ, আমরা কি তাহা অনুভব করি? পৃথিবীতে ধর্ম্মের কাজ কি? ব্রাহ্মধর্ম্মেরই বা কাজ কি? **এই ধর্ম্মের কাজ কি কেবল সংস্কার ও প্রচার? তাহা নহে। সংরক্ষণও ইহারই কাজ।** 'ধারণাদ্ ধর্ম্ম ইত্যাহুঃ,' ইহা বড় সত্য কথা। ধর্ম্ম ধরিয়া রাখে; ধর্ম্ম খসিয়া পড়িতে দেয় না; ধর্ম্ম আগলায়। চৌবাচ্চার চারি প্রাচীর যেমন তরল জলরাশিকে বাঁধ দিয়া আগলায়, ধর্ম্ম তেমনি মানবমনের চঞ্চল প্রবৃত্তিরাশিকে বাঁধ দিয়া ধরিয়া, ব্যক্তিকে আগলায় ও সমাজকে আগলায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশের মানবচরিত্রকে ও মানবসমাজকে সকল দিক দিয়া ধারণ করিবেন ও রক্ষা করিবেন, এবং এইরূপে নিজের 'ধর্ম্ম' নাম সার্থক করিবেন, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ। এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজ বলেন, যিনি লোকভঙ্গ নিবারণের সেতু, যিনি মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ, তাঁহার শরণাপন্ন হও। জীবন তাঁহার অনুগত কর, পরিবার তাঁহার অনুগত কর, সমাজ তাঁহার অনুগত কর। তাঁহার নাম মুদ্রিত থাকিলে, সংসারের মলিন কামনা ও মলিন সুখদুঃখ হইতে উত্থিত কোনও আঘাত, জীবনমন্দিরের কোনও ক্ষতি করিতে পারিবে না।

প্রার্থনা।

হে লোকভঙ্গ নিবারণের সেতু, হে মহতো মহীয়ান্, হে পুণ্য অগ্নি, তুমি এ দেশকে, তুমি তোমার ব্রাহ্মসমাজকে, শক্তি দাও, যেন নরনারীর হৃদয়ে তোমার জ্বলন্ত নাম, তোমার অগ্নিময় স্পর্শ, মুদ্রিত করিয়া দিতে পারে। আমরা যেন পাপের আহ্বানকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিতে পারি, যেন পাপের আঘাতকে সবলে প্রতিহত করিতে পারি। তোমার অভয় নামের আশ্রয়ে যে থাকে, কে তাহাকে ভগ্ন করিতে পারে? তোমাকে হারাইয়াই মানুষ দুর্ব্বল হয়, তোমাকে হারাইয়াই সমাজ জীর্ণ মন্দিরের মত স্খলিত হইতে থাকে। তুমি তোমার স্পর্শ দাও। আমাদিগকে সত্যে দৃঢ়, কর্ত্তব্যে দৃঢ়, পবিত্রতায় দৃঢ় কর। আমাদের জীবন, পরিবার, সমাজ, যেন তোমার দেবালয় হয়, যেন তোমার দেবালয় রূপে চিরদিন অক্ষত থাকিয়া তোমার মহিমা প্রচার করে, এই প্রার্থনা করি।

পরলোকগত কালীমোহন দাস।

(১)

অনুমান ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৈলাগ্রামে প্রসিদ্ধ দাস পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হয়েছিল। গত ১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার পূর্ণিমার রাত্রে বরিশালস্থ নিজ ভবনে তিনি দেহ রক্ষা করেন। মরণকালে তিনি বৃহৎ পরিবার রেখে গিয়েছেন। সারাজীবন তিনি বরিশালেই অতিবাহিত করেছেন। যৌবনের প্রারম্ভে গ্রাম্য বাঙ্গালা স্কুলে পড়িয়া পরে ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়ন শেষ করেন। কয়েক বৎসর মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত গোপালপুর মৌলবি বাড়ী মাইনর স্কুলে পণ্ডিতি করিয়া অবশেষে স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভারত-আশ্রমে কিছুকাল থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করেন। তৎপর স্বগ্রামে ফিরে এসে হিন্দু মতে বিবাহ করেন এবং বিবাহের ২।৩ বৎসর পরেই সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া বরিশালবাসী হয়েন। এই বৃহৎ পরিবার নিয়া তিনি স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ বাবুর ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সর্ব্বানন্দ বাবু তখন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। তিনি অতি আনন্দের সহিত উক্ত পরিবার সহ তাঁহাকে নিজ ভবনে আশ্রয় প্রদান করেন। পরে পৃথক থাকার বন্দোবস্ত করিয়া নিজ বাসায় সপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন। তদবধি বরিশালে থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। প্রথমতঃ প্রচারব্রত অবলম্বন করেন। তৎপর স্থায়ী রূপে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে বরিত হয়েন। ব্রাহ্মসমাজে যখন যোগ দান করেন তখন তাঁহার বয়স অনুমান ৩৫ বৎসর ছিল। তিনি গত ৪০।৪৫ বৎসর যাবৎ, ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া শেষ জীবনে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি এই সুদীর্ঘ কাল সমাজের আচার্য্যের কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেছেন, এইটী স্মরণ ক'রে সমাজ তাঁহাকে অবসর কালের জন্য পেন্সন দিবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মৃত্যুর ৩।৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত শরীর ভগ্ন হওয়ায় তিনি শয্যাশায়ী হয়েন। নড়া চড়া করিতে সক্ষম ছিলেন না। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে অন্যে খাইয়ে না দিলে নিজে খেতে পারতেন না।

তিনি লেখা পড়ায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিতে না পারিলেও, এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় সমাজে বক্তৃতা ও উপদেশ দিতে পারিতেন যে, উপাসকমণ্ডলী তচ্ছ্রবণে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইত এবং অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না! তিনি জীবন দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেছেন—ভাষা দিয়া নয়। তিনি নিজে যেমন ভাবপ্রবণ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন অন্যকেও তদ্রূপ দেখিতে ভালবাসিতেন। তিনি পরদুঃখে এত দূর কাতর হ'য়ে পড়িতেন যে, কারও কষ্টের কথা শুনিলে অনেক সময় কাঁদিয়া ফেলিতেন। দুঃস্থ পরিবারের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন।

বরিশালের স্বনামধন্য স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁহার একজন বিশেষ ভক্ত বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিতেন 'কালীমোহন দাসের পদধূলি মাথায় নিয়ে আমি নিজকে ধন্য মনে করি।' তিনি রসিকতা করিয়া তাঁহাকে 'নস্যু দাদা' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁর বাসায় তিনি প্রায়ই বেড়াইতে যাইতেন। গেলেই অমনি জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তোমার কি খাইতে ইচ্ছা করে?' তিনি বলিতেন 'আমি সন্দেশ খাইতে খুব ভালবাসি—আমাকে সন্দেশ খেতে দাও।' তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন বাসায় সন্দেশ পাঠিয়ে দিতেন। এমন কি তিনি রুগ্নাবস্থায় যখন বিদেশে অবস্থান করিতেন, তখনও তাঁহার বরিশালস্থ বাসায় লোকদের প্রতি আদেশ ছিল যেন কালীমোহন দাসকে নিয়মিত রূপে সন্দেশ পাঠানো হয়।

তিনি বরিশালে আপামর সাধারণ সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র

ছিলেন। যে কোন সম্প্রদায়ের লোক হউক না কেন, তাঁহাকে একান্ত ভক্তি করিত। নিজে ব্রাহ্ম হইলেও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি তিনি কখনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন না। উদার ভাবে সকলের গলা জড়িয়ে ধরিতেন এবং প্রেমালিঙ্গন দিতে কিছু ইতস্ততঃ করিতেন না। ভ্রাতৃস্নেহ তাঁর এত দূর ছিল যে, মৃত্যুর কয়েক দিন আগেও তিনি স্বপ্নাবস্থায় ঘুমঘোরে 'চন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ' ব'লে চীৎকার করিয়া উঠিতেন। ঝণুর (শৈলেন্দ্র—প্রিয়নাথের বড় ছেলে—now a detenu) নাম করিলেই অমনি অশ্রুপাত হইত।

একবার স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাথায় একটা খেয়াল চাপিল যে, কালীমোহন বাবুকে কলিকাতা এনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে তুলে উপাসনার কাজ করাতেই হবে। তখন রেল ষ্টিমার ছিল না—বরিশাল হইতে কলিকাতা আসতে হ'লে নৌকা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। কেহ কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, এত ব্যয়ভার বহন করিয়া তাঁহাকে কলিকাতা আনার দরকার কি? কালীমোহন বাবুর ভাষা তত মার্জ্জিত নহে—বাঙ্গাল ব'লে সকলেই তাঁকে হেসে উড়িয়ে দিবে। তদুত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"তাঁর সুললিত বিশুদ্ধ ভাষা শুনাইবার জন্য তাঁহাকে আনিতেছি না। তাঁহাকে একবার বেদীর উপর বসালেই দেখিবে তিনি কি জিনিষ। ধর্ম্মের যেন একটী জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বেদীর 'পরে বিরাজ করিতেছেন! তাঁর কাছে ভাষা কোন ছার!"

তিনি সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী ব্রাহ্মসমাজের কাজে দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া তার সেবা করিয়া নিজে ধন্য হয়েছেন এবং আমাদিগকেও ধন্য করেছেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে আমাদের শোক করিবার কিছু নাই। শেষ জীবনে শয্যাশায়ী থেকে যে কষ্ট পেয়েছেন তার চেয়ে মুক্তিলাভ শতগুণে বাঞ্ছনীয়। ভগবান সেই উপরত আত্মার চির সুখ শান্তি ও মঙ্গল বিধান করুন, তাঁর চরণে একান্ত বিনীত প্রার্থনা। ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

শোকসন্তপ্ত অনুজ চন্দ্রনাথ।

---

(২)

আচার্য্য ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস মহাশয় ৮৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককালব্যাপী অশেষ সংগ্রাম-নিরত এই দীর্ঘ জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। ৪।৫ বৎসর কাল তিনি সকল কার্য্য হইতে বিরত হইয়া চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় শয্যার আশ্রয়েই বাস করিতেছিলেন। তিনি বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের সকলের কাছে সুপরিচিত নহেন। কেননা, তিনি বাগ্মী, গায়ক, লেখক অথবা কোন প্রতিষ্ঠান কি অনুষ্ঠানের সঙ্গে তেমন যুক্ত ছিলেন না, এজন্য বরিশাল ছাড়িয়া নানা স্থানে তাঁহাকে ভ্রমণ করিতেও হয় নাই। তবে বরিশালে থাকিলেও প্রাচীন ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে বিশেষ ভাবে জানিতেন। জানিবার প্রধান কারণই ছিল,—ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভগবানের বিধান মনে করিয়া যত লোক ব্রাহ্মসমাজে দুঃখ ক্লেশ ও দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছেন কালীমোহন বাবু তাঁহার ভিতরে একজন। সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে ইহাই বলা যায়—শিশুর ন্যায় সরলতা, মাতার ন্যায় স্নেহ, বীরের ন্যায় তেজ, যুবকের উৎসাহ উদ্যম, তাঁহার প্রকৃতির উপকরণ ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে, ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মে, ব্রাহ্মসাধনপ্রসঙ্গে এমন অনুরাগ অতি কম লোকের ভিতরেই দেখা গিয়াছে। দারিদ্র্য বরণ করিতে গিয়া এক সময়ে একখানি বই কাপড় ছিল না, ভাতের সঙ্গে তেঁতুল ভিন্ন উপকরণ যোটে নাই। ৩৮ বৎসর বয়স হইতে বিপত্নীক-জীবনযাপন, দশমাস-বয়স্ক শিশুপুত্র এবং মাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র ও কন্যাগণের মা হইয়া প্রতিপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা ইহাকেই করিতে হইয়াছে। সংসারে এক পুত্র এবং পৌত্র পৌত্রী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতৃকন্যা প্রভৃতি বহু আত্মীয় স্বজন রহিয়াছে। স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস, আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার, ভক্ত কর্ম্মী সর্ব্বানন্দ দাস, ডাক্তার জগৎচন্দ্র দাস, শিক্ষক আনন্দমোহন দত্ত প্রভৃতি বরিশালের বিশিষ্ট ব্রাহ্মগণ ইঁহাকে কনিষ্ঠের মত ভালবাসিতেন। তখন সেই সময়ে ইঁহাকে সকলে 'বড় কর্ত্তা' এবং ইঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস মহাশয়কে 'ছোট কর্ত্তা' বলিয়া ডাকিতেন। যৌবনের তেজঃদীপ্ত প্রচার-উৎসাহ ও অসত্যের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ করিতে দেখিয়া বরিশালবাসী বহু লোক ইঁহাকে "মহম্মদ" আখ্যা দিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে এই সংগ্রামের প্রকৃতি হ্রাস হইয়া শান্ত সাধক জীবন আরম্ভ হয়। বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই ইঁহার সঙ্গ ভালবাসিত। প্রকৃতির ভিতরে মিশিবার একটা সুকোমল ভাব ছিল। স্বর্গীয় ভক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ইঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন।

আজ বরিশালে সেবাধর্ম্মের বিশেষ আয়োজন। আচার্য্য গিরিশচন্দ্র এই সেবাধর্ম্মের গুরু ও প্রতিষ্ঠাতা। কালীমোহন বাবু, অশ্বিনী বাবু তাঁহার অনুগামী হইয়া সেবাধর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

অকপট ভেঁজালশূন্য সাদা সিধা সরল ধার্ম্মিক জীবন যদি ধর্ম্মজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভের অধিকারী হয়, তবে কালীমোহন বাবু তাই ছিলেন। আজ তিনি পরলোকে সকল দুঃখ দৈন্যের অতীত হইয়াছেন। এক এক করিয়া বরিশালের অনেকেইত পরলোকে চলিয়া যাইতেছেন। সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ইঁহার অভাব সকলেই গুরুতর ভাবে অনুভব করিতেছেন। মঙ্গল বিধাতা তাঁর বিশ্বাসী সন্তানকে চির আনন্দে ও কল্যাণে উন্নত করুন।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র ২৯ বৎসর বয়সে, ১৯ বৎসর বয়স্কা বিধবা পত্নী ও এক বৎসর বয়স্ক এক শিশুপুত্র রাখিয়া, কলিকাতা নগরীতে সান্নিপাত রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ৭ই অক্টোবর চট্টগ্রামস্থিত বাসভবনে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস প্রার্থনা ও রমেশবাবু পুত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত করিয়া প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে চট্টগ্রাম ও বরমা ব্রাহ্মসমাজ ও দরিদ্র ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

বিগত ৪ঠা অক্টোবর কৃষ্ণনগর নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকারের পিতা ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮ই অক্টোবর তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য এবং পুত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ১১ই অক্টোবর বাণীবন গ্রামে প্রবীণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মপ্রাণ বাবু রাধানাথ মল্লিক ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ১৪ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে কন্যাগণ তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী সুমতি মল্লিক নবদ্বীপ-স্মৃতিভাণ্ডারে ১০৲ মন্দির মেরামত ফণ্ডে ৫৲ দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ফণ্ডে ৫৲ ও বাণীবন ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ এবং শ্রীমতী সুবালা মল্লিক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲, দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ফণ্ডে ৩৲, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে ৩৲ ও বাণীবন ব্রাহ্মসমাজে ২৲ দান করিয়াছেন। ১৮ই অক্টোবর বাণীবন গ্রামে পুত্র যতীন্দ্রনাথ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

তাহাতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য, পুত্রবধূ সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ ও পুত্র প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনগণের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবিধান করুন।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—গত ২০সে আগষ্ট স্বর্গগত আনন্দমোহন বসুর মৃত্যুদিন উপলক্ষে তাঁহার স্মরণার্থ মন্দিরে একটী স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। মিঃ ডি. এন. মুখার্জ্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে মন্দিরে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা হয়। ডাঃ বি: রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর সোমবার অপরাহ্ণে মন্দিরে রাজার স্মরণার্থ একটী স্মৃতি সভা আহূত হয়। মিঃ ডি. এন, মুখার্জ্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সঙ্গীত প্রার্থনান্তে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, রেভাঃ বি সি, সরকার ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে বিশেষ ভাবে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পাণ্ডুয়া ব্রাহ্মসমাজ—গত ৮,৯,১০,১১ই আশ্বিন প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় পাণ্ডুয়া ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত শীশচন্দ্র মল্লিক আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রথমদিবস "মাতৃপূজা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

নামকরণ—বিগত ২৩শে আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ভবতারণ ভড়ের নবজাত কন্যার জাতকর্ম্ম ও নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং শিশুকে 'নীহারকণা' নাম প্রদান করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার বিভাগে এক টাকা প্রদত্ত হয়। মঙ্গলবিধাতা শিশুকে কল্যাণের জীবনে বর্দ্ধিত করুন।

জাত কর্ম্ম—স্বর্গীয় বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অজিতকুমারের নবজাত প্রথমা কন্যার (জন্ম ৯ই ভাদ্র ১৩৩০) জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান শিশুর মাতামহ শ্রীযুক্ত ইন্দুনারায়ণ দাসের ময়মনসিংহস্থ প্রবাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুর মাতামহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲, ঐ দাতব্য বিভাগে ৲ সাধনাশ্রমে ১৲, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ ময়মনসিংহ নব বিধান সমাজে ১৲, কাঁথি ব্রাহ্মসমাজে ১৲, কাঁথি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে ১৲, ঢাকা অনাথাশ্রমে ১৲, ও ঢাকা অনাথ ধনভাণ্ডারে ২৲ মোট ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মঙ্গলবিধাতা শিশুকে সতত রক্ষা করুন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ময়মনসিংহ গমন করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে ও কয়েকটি পরিবারে উপাসনা, "অনন্তের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি" বিষয়ে বক্তৃতা, এবং ধর্ম্ম বন্ধুদিগকে মিলিত করিয়া "ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধির উপায়" বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন স্থানীয় যুবক সমিতির উদ্যোগে ব্রহ্মমন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সেবা" বিষয়ে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাহা ছাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে একটি আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেজগাঁ গ্রামে রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাস গুপ্তের বাড়ীতে শারদীয় ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে গমন করেন। তথায় নানা স্থানের বিস্তর ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা আসিয়া উৎসব-ক্ষেত্রকে পূর্ণ করিয়া তোলেন। অমৃত বাবু ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন।

মহিলাদিগের নবদ্বীপ স্মৃতিভাণ্ডার—মহিলাদিগের নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য প্রাপ্ত নিম্নলিখিত দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইতেছে :—(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীমতী সীতা রায় চৌধুরী ৫৲ শ্রীমতী শৈলবালা রায় ৫৲ শ্রীমতী কুন্দমালা সেন ১২৲ শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ ৫৲ শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য ৫৲ শ্রীমতী বীণা দত্ত ১০৲, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী গুপ্ত ১৫৲ শ্রীমতী শশিপ্রভা গুপ্ত ৫৲ শ্রীমতী সরলা গাঙ্গুলী ২৲ শ্রীমতী অমিয়া সরকার ২৲ শ্রীমতী সুরবালা দত্ত ১৲ শ্রীমতী বেণু সরকার ২৩৲ মোট ৯ ৲ পূর্ব্ব স্বীকৃত ৩৬৭৫৵০ সর্ব্বশুদ্ধ মোট—৩৭৬৫৵০।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৩১শে অক্টোবর শনিবার অপরাহ্ণ ৬৷০ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ-সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

কার্য্যতালিকা—১। কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণী ও হিসাব। ২। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৯২৫ সনের বার্ষিক রিপোর্টের সঙ্গে অঙ্গীভূত করিবার জন্য, অন্যান্য সমাজের উক্ত সনের বার্ষিক রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজ সকলের সম্পাদকদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন ১৯২৬ সনের ৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে, তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজের রিপোর্ট এই আফিসে প্রেরণ করেন।

তাঁহাদিগকে আরও অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় সমাজের মধ্য হইতে ১৯২৬ সনের ৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার নিয়মাবলী—

(১৩) যে সকল সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাসী অন্যূন ৫জন সভ্য আছেন ও সপ্তাহে অন্ততঃ একবার নিয়মিতরূপে উপাসনা হয়, এবং যে সকল সমাজের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি আছে, সেই সকল সমাজ অধ্যক্ষসভায় এক এক জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্ততঃ তিন বৎসরের সভ্য হইবেন; এবং তাঁহারা তৃতীয় নিয়মোক্ত আনুষ্ঠানিক সভ্য হইবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় অবান্তর নিয়মাবলী অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্য ১৯২৬ সনের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ক. তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিবরণ ১৯২৫ সনের ১৫ই নবেম্বরের পূর্ব্বে এই অফিসে প্রেরণ করিবেন। প্রার্থিগণ আনুষ্ঠানিক এবং তিন বৎসর স্থায়ী সভ্য হইবেন এবং তাঁহাদের বয়স ২৫ বৎসরের কম হইবে না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফিস
২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১০ই অক্টোবর, ১৯২৫।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন
সম্পাদক।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৮ই কার্ত্তিক, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

চালিত কোন পত্রিকাতে বা তদভাবে অপর কোন স্থানীয় সংবাদপত্রে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার বিজ্ঞাপন দিতে হইবে।

অধ্যক্ষসভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার ১০ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্য চলিতে পারিবে।

বর্ত্তমানে ৩১শ নিয়ম :—সমাজের কার্য্য সৌকার্য্যার্থে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর কোন নিয়মের অথবা তাহার তাৎপর্য্যের ব্যতিক্রম না করিয়া অধ্যক্ষ সভা অবান্তর নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারিবেন। এই অবান্তর নিয়ম প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সাধারণ সভা ইচ্ছা করিলে সেই সমুদয় নিয়ম পরিবর্ত্তন, সংশোধন বা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ৩২শ নিয়মের দ্বিতীয় প্যারা :—কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের মধ্যে কেহ বিশেষ কারণ প্রদর্শন ব্যতীত ক্রমান্বয়ে ১২টি অধিবেশনে উপস্থিত না হইলে, সভ্যপদ হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং যে কোন কারণে একাদিক্রমে ২৪টি অধিবেশনে উপস্থিত না হইলে সভ্যপদচ্যুত হইবেন। এতদ্ব্যতীত প্রচারকগণ আপনাদিগের অথবা অধ্যক্ষসভার সভ্যদিগের মধ্য হইতে অপর এক ব্যক্তিকে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ৩৪ নিয়ম :—কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বৈষয়িক সকলপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ও তাহার উন্নতি সাধনে যত্নবান থাকিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রকারের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা দান অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ন্যস্ত সম্পত্তি (gift and gift on trust) গ্রহণ করিতে পারিবেন। কোম্পানির কাগজ বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারিবেন ও সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেন। কিন্তু ৫০০ শত টাকার অধিক মূল্যের হইলে অধ্যক্ষ সভার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল সমাজের অন্তর্ভূত ইন্‌ষ্টিটিউসন গুলিকে ঋণ দান করিতে পারিবেন। ৫০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে অধ্যক্ষ সভার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। প্রচারক নিয়োগ ও প্রচার কার্য্যের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির সম্বন্ধীয় (উপাসনায় আচার্য্যনিয়োগ প্রভৃতি) সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মাসে অন্ততঃ একবার সমবেত হইবেন এবং সম্পাদিত কার্য্যের বিবরণ অধ্যক্ষ সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশনে অর্পণ করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ প্রস্তুত করিয়া অধ্যক্ষ সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশনে অথবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধি-

পত্রিকাতে বা সেইরূপ পত্র না থাকিলে অপর কোন স্থানীয় সংবাদ পত্রে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার বিজ্ঞাপন দিতে হইবে।

অধ্যক্ষ সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার ১০ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্য চলিতে পারিবে।

৩০শ নিয়মে কোন পরিবর্ত্তন নাই।

৩১শ নিয়ম নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে :—সমাজের কার্য্য সৌকার্য্যার্থে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মা-বলীর কোন নিয়মের অথবা তাহার তাৎপর্য্যের ব্যতিক্রম না করিয়া অধ্যক্ষ সভা অবান্তর নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারিবেন। এই অবান্তর নিয়ম প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্য ইচ্ছা করিলে সেই সমুদয় নিয়ম উক্ত প্রকারে প্রকাশিত হইবার অন্যূন একমাস পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে প্রথম অধিবেশন হইবে নিয়মিতরূপে বিজ্ঞাপন দিয়া সেই অধিবেশনে সেই সমুদয় নিয়মের পরিবর্ত্তন সংশোধন বা পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৩২শ নিয়মের প্রথম প্যারাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই।

৩২শ নিয়মের দ্বিতীয় প্যারা নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে :—এতদ্ব্যতীত প্রচারকগণ আপনাদিগের অথবা অধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগের মধ্য হইতে অপর একব্যক্তিকে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক একজন ex-officio (অতিরিক্ত) সভ্য হইবেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের মধ্যে কেহ বিশেষ কারণ প্রদর্শনব্যতীত ক্রমান্বয়ে ১২টি অধিবেশনে উপস্থিত না হইলে সভ্যপদ হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং যে কোন কারণে একাদিক্রমে ২০টি অধিবেশনে উপস্থিত না হইলে সভ্যপদচ্যুত হইবেন।

৩৩শ নিয়মের কোনও পরিবর্ত্তন নাই।

৩৪।—কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বৈষয়িক সকলপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ও তাহার উন্নতি সাধনে যত্নবান থাকিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রকারের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দান অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ন্যস্ত সম্পত্তি (gift and gift on trust) গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত ন্যস্ত সম্পত্তি (gift on trust) অথবা তাহার মূলধন কোনও প্রকারে ব্যয় করিতে পারিবেন না। কোম্পানীর কাগজ বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারিবেন ও সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন। সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় করিতে পারিবেন। কিন্তু ৫০০ শত টাকার অধিক মূল্যের হইলে অধ্যক্ষ সভার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল সমাজের অন্তর্ভূত ইনষ্টিটিউসনগুলিকে ঋণ দান করিতে পারিবেন। উক্ত প্রকার কোনও institution প্রদত্ত ঋণ সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে অধ্যক্ষ সভার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। প্রচারক নিয়োগ ও প্রচারকার্য্যের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির সম্বন্ধীয় (উপাসনায় আচার্য্য নিয়োগ প্রভৃতি) সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মাসে অন্ততঃ একবার সমবেত হইবেন এবং সম্পাদিত কার্য্যের বিবরণ অধ্যক্ষ সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশনে

বেশনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বিশেষ অধিবেশনে সমবেত সভ্যগণের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং অধ্যক্ষ সভার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে অর্পণ করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সকল বিষয়ে অধ্যক্ষ সভার অধীন থাকিবেন। এবং নববর্ষের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিয়োগের সময় অধ্যক্ষ সভা নূতন বৎসরের করণীয় যে যে কার্য্য নির্দ্দেশ করিবেন তাহা সমুচিতরূপে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার অন্যূন পাঁচ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলে কার্য্য চলিতে পারিবে। ইহার মধ্যে কর্ম্মচারী ব্যতীত তিন জন সভ্য উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন।

আবশ্যক হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাদিগের কার্য্য সৌকার্য্যার্থে সবকমিটী নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ৪০শ নিয়মের (খ) :—কোন প্রস্তাব বা তাহার সংশোধিত প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভায় উপস্থিত মতপ্রদানকারী সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ সভ্যদ্বারা গৃহীত হইলে, এবং পুনরায় অধ্যক্ষসভায় পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপরোক্ত রূপে অনুমোদিত হইলে উক্তরূপে গৃহীত প্রস্তাব অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা পরিচালিত কোন সংবাদপত্রে কিম্বা তদভাবে অন্য কোন স্থানীয় পত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ঐরূপ প্রস্তাবিত নিয়মের কোন নিয়ম সম্বন্ধে কোন সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা তাঁহারা নবেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল সংশোধিত প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভার এক বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত মতপ্রদানকারী সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ অংশ দ্বারা গৃহীত হইলে এইরূপে সংশোধিত প্রস্তাবসমূহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইবে। যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে এই সমুদয় প্রস্তাব সম্বন্ধে সভায় উপস্থিত মতপ্রদানকারী সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ সভ্যদ্বারা গৃহীত হয় তবে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বর্ত্তমান ৪০শ নিয়মের (ঘ) :—ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সম্বন্ধীয় সংশোধন প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপর্য্যুপরি দুই বার্ষিক অধিবেশনে অপরিবর্ত্তিত রূপে উপস্থিত মতপ্রদানকারী অন্যূন ¾ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারি উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের

অর্পণ করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রস্তুত করিয়া অধ্যক্ষ সভায় ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশনে অথবা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বিশেষ অধিবেশনে সমবেত সভ্যগণের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং অধ্যক্ষ সভার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে অর্পণ করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সকল বিষয়ে অধ্যক্ষ সভার অধীন থাকিবেন। এবং নববর্ষের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিয়োগের সময় অধ্যক্ষ সভা নূতন বৎসরের করণীয় যে যে কার্য্য নির্দ্দেশ করিবেন তাহা সমুচিতরূপে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিবেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার অন্যূন পাঁচজন সভ্য উপস্থিত থাকিলে কার্য্য চলিতে পারিবে। ইহার মধ্যে কর্ম্মচারী ব্যতীত তিন জন সভ্য উপস্থিত হওয়া আবশ্যক।

আবশ্যক হইলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহাদিগের কার্য্য সৌকার্য্যার্থে সবকমিটি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৩৫শ, ৩৬শ, ৩৭শ, ৩৮শ, ও ৩৯শ নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন নাই।

৪০শ, নিয়মের (ক)নিয়মের কোনও পরিবর্ত্তন নাই।

৪০শ, নিয়মের (খ) :—কোন প্রস্তাব বা তাহার সংশোধিত প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভায় উপস্থিত মত প্রদানকারী সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ এবং তৎসম্বন্ধে মত প্রদান কারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ সভ্যদ্বারা গৃহীত হইলে, এবং পুনরায় অধ্যক্ষ সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপরোক্তরূপে অনুমোদিত হইলে উক্তরূপে গৃহীত প্রস্তাব অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা পরিচালিত কোন সংবাদ পত্রে কিম্বা সেরূপ পত্র না থাকিলে অন্য কোন স্থানীয় পত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ঐরূপ প্রস্তাবিত নিয়মের কোন নিয়ম সম্বন্ধে কোন সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা তাঁহারা নবেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল সংশোধিত প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভার এক বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত মত প্রদান কারী সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ অংশ দ্বারা গৃহীত হইলে এই রূপে সংশোধিত প্রস্তাবসমূহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইবে। যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে এই সমুদয় প্রস্তাব সম্বন্ধে সভায় উপস্থিত মত প্রদানকারী সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভবিধ সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ সভ্যদ্বারা গৃহীত হয় তবে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৪০ (গ) নিয়মে কোন পরিবর্ত্তন নাই।

(ঘ) নিয়ম নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে :—

(ঘ) কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সম্বন্ধীয় সংশোধন প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপর্য্যুপরি দুই বার্ষিক অধিবেশনে মত প্রদানকারী উপস্থিত সভ্যদের অন্যূন ¾ অংশ এবং

অনূন্য ⅔ অংশ দ্বারা গৃহীত হইলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মত প্রদানকারী উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যের অন্যূন ⅔ অংশ দ্বারা অপরিবর্ত্তিত রূপে গৃহীত না হইলে সেই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইবে।

৪১শ নিয়মে কোনও পরিবর্ত্তন নাই।

Rules for conducting meetings of the Sadharan Brahmo Samaj.

1. The meeting should respect the authority of the chairman. His rulings on all points of order are final.

Rules for conducting meetings of the Sadharan Brahmo Samaj.

1. The meeting should respect the authority of the chairman. His rulings on all points of order are final.

Add the following after Rule 1.

"He will have a casting vote in addition to his vote as a "member."

বলা বাহুল্য মাত্র। পুরাতন ধর্ম্মসকলের দীর্ঘকালের ইতিহাস দূরে থাকুক, আমাদের অল্পদিনের ইতিহাসও সেই সাক্ষ্যই প্রদান করিতেছে। রাজর্ষি রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কি প্রকারে আপনাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, অসাধারণ প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা অনেক সময়ই আলোচিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কথাও বোধ হয় কোন অংশে কম আলোচিত হয় না,—মোটের উপর বেশী হয় বলিয়াই অনুমিত হয়। সে-সকল সর্ব্বজনবিদিত কথার পুনরালোচনা আবশ্যক মনে হইতেছে না। আমরা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতে দেখিয়াছি, তাঁহাদ্বারা অনেকেই প্রভাবান্বিতও হইয়াছি। আজ তাই বিশেষভাবে তাঁহার দৃষ্টান্তই উপস্থিত করিতেছি। রোগে অক্ষম হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে অবিরাম নানা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেই দেখিয়াছি। তাঁহার এই কর্ম্মবাহুল্য দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে যেরূপ কর্ম্মী বলিয়া জানিয়াছেন, অনেকে সেরূপ সাধক মনে করিতে পারেন নাই। যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠরূপে জানিতেন, কেবল তাঁহারাই তাঁহার কঠোর সাধনার কিছু খবর রাখিতেন। তাঁহার মুখে "মনের কাণমলার" কথাটা অনেক সময়ই শুনিতে পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে যে গূঢ় অর্থ সূচিত হইতেছে, পশ্চাতে যে কঠোর সাধনা সংগ্রাম ও সংযম নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা অনেকেই সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তিনি যে আপনাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য, শাসনাধীনে রাখিবার জন্য, কত আকুল প্রার্থনা, ব্রত ও সংকল্প গ্রহণ, প্রিয় বস্তু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রকৃতির সহিত মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার সংবাদ অনেকেই রাখে না—মাংসাহার অতি প্রিয় ছিল বলিয়াই, অপরাধজনক অনুভব করিয়া নহে, একদিনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কত প্রতিকূলতার মধ্যে নির্ভীক ভাবে কর্ত্তব্যপালনে আপনাকে অভ্যস্ত করিয়াছেন—সকল বিষয়ে প্রভুর আদেশ শুনিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে আপনাকে অর্পণ করিবার কি আপ্রাণ যত্ন করিয়াছেন! "প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর" কথাটা শুধু আকাঙ্ক্ষার নয়, চির সাধনীয় বিষয়ই ছিল—প্রকৃত পক্ষে উক্ত ভাবেই সর্ব্বদা জীবনকে পরিচালিত করিয়াছেন। গভীর রাত্রিতে নির্জ্জন সাধন ভজনে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, ভোর হইবার পূর্ব্বেই প্রাতভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পারিবারিক উপাসনা-সম্পাদনান্তে দিবসের কাজে আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন। কত গভীর চিন্তা ও পাঠের দ্বারা আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছেন! এখানেই তাঁহার কর্ম্মশক্তির উৎস, অমিত বলের মূল প্রস্রবণ, খুঁজিতে হইবে। শূণ্যগর্ভ বাক্চাতুর্য্য, সুমধুর ভাষার লালিত্য বা অসাধারণ বাগ্মিতা তাঁহার প্রভাবের কারণ নহে—তাঁহার স্বাভাবিক বাগ্মিতার মূলও সেই স্থানেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে যে হৃদয়ে তাড়িৎপ্রবাহ ছুটিত, তাহারও কারণ অনুসন্ধান করিলে উক্ত প্রকারে আপনা মধ্যে তাড়িৎসংগ্রহের ভিতরে, সর্ব্ব শক্তির মূলাধারের সঙ্গে জীবন্ত যোগস্থাপনের, তাঁহাতে পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভিতরে, দেখিতে পাওয়া যাইবে। এরূপ করিয়া বুঝি কেহ আপনাকে প্রভুর হাতে আত্মসমর্পণ করিতে চেষ্টা করে নাই। তাঁহার ত্যাগ শুধু অর্থে বিত্তে নহে; সম্পূর্ণ আত্মবিলোপে—মহাজনদের শেষ দুর্ব্বলতা যশোলিপ্সা, প্রাণের অতি প্রিয় কবিযশঃস্পৃহাও, তিনি বলি প্রদান করিয়াছিলেন। সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। তাঁহার জীবনেতিহাসের পশ্চাতে বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত চিরদিন কঠোর সাধনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তবুও তিনি সর্ব্বদা ক্ষোভ করিয়াছেন, আপনাকে উপযুক্ত রূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই, আকাঙ্ক্ষানুরূপে জীবনদেবতার হইতে পারেন নাই, আপনার কার্য্য ভাল করিয়া করিতে সমর্থ হন নাই, আপনার ত্রুটিতেই আশানুরূপ ভাবে দেশে ও সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অন্তর্দৃষ্টিশীল লোকের ইহাই প্রকৃতি—তাঁহারা সর্ব্বদা আপনার অযোগ্যতার কথাই স্মরণে রাখেন, আপনাকে অধিকতর উপযুক্ত করিবার জন্যই ব্যস্ত হন। তাই সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন "মন, তুমি কৃষি জান না, এমন মানব-জমি পতিত রইল, আবাদ করলে ফল্‌ত সোণা।" যাহারা চিন্তাবিহীন অলসপ্রকৃতিবিশিষ্ট মূর্খ, তাহারাই কিছু না করিয়াই, কোনও প্রকার উপযুক্ততা অর্জ্জন না করিয়াই, অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া মনে করে যথেষ্ট করা হইয়াছে, তাহারা যে আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইতেছে না, সে দোষ তাহাদের নহে, সম্পূর্ণ রূপে অপরেরই। এই জন্যই ইংরাজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে, "আগে উপযুক্ত হও, পরে আকাঙ্ক্ষা করিও।" উপযুক্ত না হইয়া আকাঙ্ক্ষা করিতে গেলে আকাশ-কুসুমই রচিত হইবে, বাস্তব ভিত্তিভূমি প্রস্তুত না করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রয়াস পাইলে শূন্যে দুর্গনির্ম্মিত হইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চ অট্টালিকা ত দূরের কথা, সামান্য একটি দেয়ালও উঠিবে না। জীবন-জমিতে সোণা ফলাইতে হইলে গভীর রূপেই কর্ষণ করিতে হইবে—পরিশ্রম করিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হইবে, কণ্টক সকল দূর করিতে হইবে। পরিতাপের বিষয় আমরা এই অতি সহজ সত্যটা ভুলিয়া, বাস্তব জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল কল্পনার রাজ্যেই ঘুরিয়া বেড়াই -কত কল্পনা জল্পনা করিয়া কত পরিকল্পনা ও কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করি, অর্থ থাকুক আর না থাকুক কত মনোমুগ্ধকর বাক্যজালে লোককে আকৃষ্ট করিবার বৃথা প্রয়াসে আত্মপ্রবঞ্চিত হই, সাফল্যলাভের স্বাভাবিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, সোজা রাস্তা আবিষ্কারের প্রলোভনে সাধুজনপরিত্যক্ত কণ্টকাকীর্ণ পথে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ব্যর্থমনোরথ হই। জানি না কবে আমাদের চৈতন্যোদয় হইবে, কবে আমরা বুঝিতে পারিব যে, শুধু সাধু আকাঙ্ক্ষা ও বৃহৎ কার্য্যপ্রণালীর পরিকল্পনাদ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহার জন্য সর্ব্বাগ্রে আপনাদিগকে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে, গভীর সাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে। তাহা না করিলে আমরা যেরূপ ফললাভ করিতেছি, তাহাই চিরদিন ঘটিবে, কোনও দিনই সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর হইবে না। শুভবুদ্ধিদাতা পিতা আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন, আমরা সকলে আপনাদিগকে উপযুক্ত রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য গভীর সাধনে নিযুক্ত হই, তাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই—আলস্য ও আরামের সেবায় জীবনকে ব্যর্থ না করি। তাঁহার হাতেই

আপনাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে অর্পণ করি। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে পূর্ণ হউক।

নানক বাণী

৫৩

পাধা পড়িহআ আখীঐ বিদিআ বিচরৈ সহজ সুভাই
বিদিআ সোধৈ তত লহৈ রাম নাম লিব লাই।
মন মুখ বিদিআ বিক্রদা বিখ খটে বিখ খাই।
মূরখ সবদ ন চীনঈ সুঝ বুঝ নহ কাই।

ভাবানুবাদ

সেই উপাধ্যায়কে পণ্ডিত বলি যিনি শান্তি পূর্ব্বক বিদ্যার তত্ত্বানুশীলন করে।

বিদ্যাকে অনুসন্ধান ক'রে যথার্থ তত্ত্ব লাভ করে, রাম নামের ধ্যানে মগ্ন হয়।

'মন মুখ' বিদ্যাকে বিক্রয় করে, বিষয় উপার্জ্জন করে, বিষয় ভোগ করে।

মূর্খের ব্রহ্মবাণীর সহিত পরিচয় হয় নাই, তাহার বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই হয় নাই।

৫৪

পাধা গুরমুখ আখীঐ চাটড়িআ মত দেই।
নাম সমালহ নাম সংগরহ লাহা জগ মহ লেই।
সচী পট্টী সচ মন পড়ীঐ সবদ সুসার।
নানক সো পড়িআ সো পণ্ডিত বীনা জিস রাম নাম গলহার।

নোট—(১) "পাধা" বোধ হয় উপাধ্যায়ের অপভ্রংশ। গুরু নানক "মনমুখ" ও "গুরমুখ" পাধা এই দুই শ্রেণীতে তাহাকে বিভক্ত করিলেন, মনমুখের পরিচয় দিয়া পরবর্ত্তী শবদে গুরু মুখের পরিচয় দিলেন।

(২) সহজ সুভাই—সহজ স্বভাব; সহজের অর্থ শান্তি কেহ কেহ করিয়াছেন। গ্রন্থকোষ সহজ শব্দের কয়েক অর্থ দিয়াছেন যথা—জ্ঞান, সুখ, শান্তি, স্বভাব, ধৈর্য্য, সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

(৩) বিখ এর অর্থ "বিষ" বা "বিষয়" উভয় হইতে পারে।

(৪) বিদিআ সোধৈ=পরিশুদ্ধ করিয়া, বারম্বার অনুশীলন করিয়া।

নোট—(১) বাঙ্গালা দেশে যেমন "গুরু মহাশয়" তেমনি পঞ্জাবে "পাধা" যাহার নিকট বালকের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। ইনি ব্রাহ্মণ, গ্রামের মধ্যে "পাধা" বলিয়াই প্রসিদ্ধ; ছেলে পড়ান ইহার কার্য্য। যিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেন গুরু নানক তাঁহাকে "গুরমুখ পাধা" এই বিশেষ উপাধি প্রদান করিলেন।

(২) পট্টী শব্দের অর্থ কাষ্ঠফলক, যাহাতে বালকেরা লেখে। ইহার দ্বিতীয় অর্থ বালকদিগের পড়িবার উপদেশসংযুক্ত বাণী। গ্রন্থকোষ উপরোক্ত পট্টীর অর্থ করিয়াছেন ভাবের মধ্যে শ্রদ্ধা। 'সচী পট্টী সচ মন'—ইহার অর্থ করিয়াছেন শ্রদ্ধারূপী পট্টীই সত্য এবং সত্যের মননকারী মনই সত্য।

(৩) গুরু নানক শিক্ষকদিগের তিন শ্রেণী করিলেন—প্রথম পঠিত, যে অনেক পড়িয়াছে; দ্বিতীয় যে বিচারবান তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছে সে পণ্ডিত; তৃতীয় জ্ঞানী, ইহার নাম দিলেন "বীনা" অর্থাৎ দ্রষ্টা—ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ।

ভাবানুবাদ

সেই শিক্ষককে "গুরমুখ" বলি যে শিষ্যদিগকে এই সুবুদ্ধি দেয়—

নামকে যত্নে রক্ষা কর, নাম সংগ্রহ কর, জগতের মধ্যে এই লাভ লও।

সত্য পাঠ সত্য মনে শবদ (বাণী)কে শ্রেষ্ঠ ও সার মনে করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

নানক বলেন, সেই পঠিত, সেই পণ্ডিত, সেই জ্ঞানী, যে রাম নামকে গলার হার করিয়াছে।

সিধ গোসট।

সিদ্ধ সাধুদিগের সহিত গুরু নানকের ধর্ম্মালাপ।

কেহ কেহ বলেন যে এই আলাপ হিমাচল শিখরে হইয়াছিল; আবার কাহারও মতে পাঞ্জাবে বটালা নামক স্থানে হইয়াছিল।

১ ওঁ সতগুর প্রসাদ।

এক ওঁকার সত গুরু পরমেশ্বরের কৃপায়। প্রত্যেক পাঠের পূর্ব্বে এই কথাটি বলা হয়। সিদ্ধগোষ্ঠে সর্ব্বসমেত ৭৩টি বাণী সন্নিবেশিত আছে।

রামকলী মহলা ১।

১

সিধ সভা কর আসন বৈঠে সন্ত সভা জৈকারো।
তিস আগৈ রহরাস হমারী সাচা অপর অপারো।
মসতক কাট ধরী তিস আগৈ তন মন আগৈ দেউ।
নানক সন্ত মিলৈ সচ পাঈঐ সহজ ভাই জস লেউ।

ভাবানুবাদ

রাগিণী রামকেলী প্রথম গুরুর বাণী।

সিদ্ধগণ সভা করিয়া নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট, সাধুমণ্ডলীর জয় জয়কার হউক।

(গুরু নানক এই সম্বোধন করিলেন।)

তাঁহার প্রতি আমার নমস্কার যিনি সত্য, অপরম্পার।

তাঁহার সম্মুখে মস্তক কাটিয়া রাখিয়া দিই, শরীর মন তাঁহার চরণে বলি দিই।

নানক বলেন, সাধুর দেখা পাইলে, সত্যস্বরূপকে পাই, শান্তি প্রেম ও যশকীর্ত্তি পাই।

নোট—রহরাস—নমস্কার; গ্রন্থকোষ এই বচনের উদাহরণ দিয়া লিখিয়াছেন, যখন গুরু নানক সিদ্ধদিগকে নমস্কার করিয়া বলিলেন "জয় হউক" তখন তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন, সকলকে কেন একত্রে নমস্কার করিলে? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন ১ শ্বাসের ভরসা নাই; ২ আমার ত সকলের পক্ষে সমদৃষ্টি; ৩ আমার নমস্কার ত তাঁহার চরণে যিনি সত্য অপরম্পার একমাত্র নিরাকার।

সহজ—জ্ঞান, স্বতঃসিদ্ধ, যোগমার্গ, ব্রহ্ম, শান্তি।

ভাই—প্রেম।

জস—যশ, কীর্ত্তি।

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ। ১৬ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৩২, ১৮৪৭, শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

১৪শ সংখ্যা। 2nd November, 1925. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

ডেকে নিলে ঘরে।

আনিলে অনেক দূর—কোথা ছিনু প'ড়ে,—
ডেকে নিলে ঘরে মোরে, কত স্নেহ-ভরে !
স্থিরজ্যোতিঃ রত্নদীপ জ্বলিতেছে শত,
কি বিচিত্র শোভা ঘরে—অলৌকিক কত !
ইঙ্গিতে বলিলে, "দেখ—মেলিয়া নয়ন,—
সম্মুখে অক্ষয় ধন—অনন্ত জীবন।
বাহিরে ঘুরিয়া আর কত ক্লান্ত হ'বে ?
ভ্রমিয়া বিপথে ভ্রান্ত কতদিন র'বে ?
কাচেতে কাঞ্চন জ্ঞান কবে যাবে ঘুচে ?
অকারণ অশ্রুজল কবে যাবে মুছে ?
ধরার ধূলির 'পরে, রস গন্ধমাঝে,
ক্ষান্ত হও যেতে আর ক্ষুদ্র তুচ্ছ কাজে।
থাক ঘরে, চিনে লও স্বজন স্বধন,
এ ঘরে মিলিবে তব রত্ন-সিংহাসন।
আমি তব পিতামাতা, সখা বন্ধু গুরু,
আমি নিত্য রস-উৎস, প্রেম-কল্পতরু।
আমিই নিত্য নিবাস, সর্ব্ব সুখ-খনি,
আমাতেই ঋদ্ধি সিদ্ধি, প্রেম-পরশমণি।"

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে জীবনবিধাতা, তুমি আমাদিগকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম ও সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অবিরাম শ্রমের মধ্য দিয়াই জীবনপথে চলিবার, উন্নতি কল্যাণ ও আনন্দের দিকে অগ্রসর হইবার, ব্যবস্থা করিয়াছ এবং সেরূপ প্রকৃতি দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছ। আমরা যখন সুস্থ প্রকৃতিস্থ থাকি, তখন আমরা কিছুতেই উন্নতি ও বিকাশের জন্য, উচ্চ হইতে উচ্চতর, নূতন হইতে নূতনতর, অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য, অবিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা যত্ন না করিয়া, আলস্য উদাসীনতাতে অবশ হইয়া, নিষ্ক্রিয় জড়ের ন্যায় মৃতবৎ আরামে শান্তিতে ডুবিয়া থাকিতে পারি না। তুমি আমাদের জন্য যে অনন্ত জীবন ও উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছ, তাহাতে তুমি এক মুহূর্ত্তেরও বিরাম বিশ্রামের সুযোগ রাখ নাই—কেবলই শ্রম, কেবলই সংগ্রাম, কেবলই গতি রাখিয়াছ। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তদুপযুক্ত শক্তি এবং প্রকৃতিও দিয়াছ। কিন্তু হে সর্ব্বদর্শী পিতা, তুমি দেখিতেছ আমরা কত দুর্ব্বল, আরাম ও বিশ্রামের জন্য কত কাতর—কিরূপ মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতেই ভালবাসি, তোমার সুস্থ সতেজ জীবন হইতে কত অধঃপতিত হইয়াছি! তুমি ভিন্ন আর কে আমাদিগকে এই দুর্গতি, এই মহা মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিবে ? হে করুণাময় জীবনদেবতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে নূতন আকাঙ্ক্ষা ও শক্তিতে সঞ্জীবিত কর, আমরা সকল মৃত ভাব দূর করিয়া, জীবন্ত উৎসাহের সহিত নূতন ভাবে আবার জীবনপথে চলি, অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হই—একমাত্র তোমার উপর নির্ভর করিয়াই পথ চলি। তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে সমাজে ও জগতে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন

কি দিয়ে পূজিব ? -আমি কোন্ ফুলে, কোন্ উপচারে, তাঁর পূজা করব! আমার যে কিছুই নাই। কবি কত

কবিতা রচনা করেন, কত সঙ্গীতে ধরা মুগ্ধ করেন! কত প্রেমিক হৃদয়ের প্রেম তাঁর চরণে ঢেলে দেন; সাধক দিন রাত তাঁর নাম জপ করেন; জ্ঞানী তাঁর কত তত্ত্বের সন্ধান করেন, কত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, কত নূতন ভাবে জগৎ দেখেন! সেবক নর-নারায়ণের সেবা ক'রে তাঁর অর্চনা করেন ও আত্মবলিদান ক'রে তাঁর চরণে আহুতি প্রদান করেন। আমি যে দীন হীন কাঙ্গাল; আমি যে অজ্ঞান, আমার জীবন যে কলঙ্কিত! আমার ভাষা নাই, ভাব নাই, ভক্তি নাই। আমার যে হৃদয় মলিন, আমার যে সেরূপ কর্‌বার শক্তি নাই! আমি যে দুটো কথা তৈয়েরী ক'রে তাঁর চরণে নিবেদন কর্‌তেও জানি না! আমার যে দৃষ্টিই খোলে নাই। আমি কেবল ব'সে ব'সে কাঁদ্‌ব, আর পথপানে চেয়ে থাক্‌ব; আমি শূন্য হৃদয় ল'য়েই ব'সে থাক্‌ব—দেখি তাঁর দয়া হয় কি না। বাল্যকাল চ'লে গেছে, যৌবনও গেছে; প্রৌঢ়ত্বও গেছে; তবুও পথপানে চেয়ে আছি। কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছি; তবুও তাঁরই আশায় ব'সে আছি। ইহাই আমার পূজার উপচার।

বেদনায় আনন্দ—লোকে সুখ চায়, মিলন চায়, কৃতকার্য্যতা চায়—তাতে তাঁরা আনন্দ পায়। আমি সুখ, মিলন, কৃতকার্য্যতার পশ্চাতে ছুটেছি—কত দৌড়াদৌড়ি, কত ভাবনা, কত চিন্তা! আজ আমার চোখ ফুটেছে—আজ দেখ্‌ছি, বেদনার মধ্যেই আনন্দ আছে, চিন্তার ভিতরেই সুখ আছে, উপেক্ষার ভিতরে, অপমানের ভিতরেই তৃপ্তি আছে। প্রিয়জনের সঙ্গ কে না চায়? কাজ ক'রে কৃতকার্য্যতা কে না আকাঙ্ক্ষা করে? স্নেহ প্রেম ভালবাসার সায় পেতে, সাড়া পেতে কার প্রাণ না আকুল হয়? আমিও ত এতদিন ঐ আশায়ই ছিলাম! ব্যর্থতা এসেছে, কষ্ট পেয়েছি; প্রিয়জনের নিদয় উপেক্ষা পেয়ে ব্যথিত হয়েছি। আজ কে যেন আমার প্রাণ ছুঁয়ে দিয়েছে, কোন্ যাদুতে যেন আমার দৃষ্টি নবীন হয়েছে!—আজ দেখ্‌ছি ব্যর্থতাতেই শান্তি আছে, পরাজয়েই সুখ আছে, উপেক্ষার বেদনার ভিতরেই আনন্দ আছে, নীরব অশ্রুপাতের ভিতরেই তৃপ্তি ফুটে উঠে। হে মোর দেবতা, আজ তোমার পরিচয় পেয়েছি, আজ তোমার একটু স্পর্শ পেয়েছি; তাই এই ব্যর্থতা, এই পরাজয়, এই প্রিয়জনের উপেক্ষার ভিতরে অনন্ত শান্তি ও তৃপ্তি পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি।

ভেঙ্গে পড়ি কখন—যখন ঘোর অর্থকষ্টে পড়ি, কাল কি খা'ব, কোথায় থাক্‌ব স্থির থাকে না, তখন ত আমি ভেঙ্গে পড়ি না! যখন যে কাজে হাত দিয়েছি তা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, কৃতকার্য্যতার দ্বারে এসে পৌঁছেছি, আর হঠাৎ কাজটা নষ্ট হ'য়ে গেল, ব্যর্থতা এসে বরণ কর্‌ল, তখন আমার মনেত নিরাশ্য আসে নাই! যখন দশের কাজে, দেশের কাজে, আপনাকে বিলিয়ে দিলাম, অথচ লোকে আমাকে বাধা দিতে লাগ্‌ল, কেহ মনের ভাব বুঝ্‌ল না, কেহ একটু মিষ্টি হাসি হাস্‌ল না, একটা সহানুভূতির কথা বল্‌ল না—একাকী নীরবে নির্য্যাতন স'য়ে, অপমান ব'য়ে এগুতে হলো, তখনও ত আমার প্রাণ দ'মে যায় নাই! যখন আপনার জন পর হ'য়ে গেল, যাকে প্রাণ ভ'রে ভালবাসি, সেও উপেক্ষা কর্‌ল, যার একটি উৎসাহবাক্য পেলে প্রাণে বল পাই সেও হাসিমুখে একটা কথা কইল না,—কত আশা ক'রে সহানুভূতির জন্য গেলাম, শুষ্ক মুখে ফিরিয়ে দিল,—তখনও ত প্রাণ ভেঙ্গে পড়ে নাই! কিন্তু যখন প্রাণের ভিতরে চেয়ে দেখি, সেখানে শুষ্কতা, সেখানে প্রীতির ধারা বহে না, সেখানে কলঙ্ক কালিমা, সেখানে অবিশ্বাস সংশয়, তখনই দেখি আমি আর বেঁচে নাই, আমার আশা শুকিয়েছে, আমার আনন্দ গেছে, তখন আমি ভেঙ্গে পড়ি, আর উঠে দাঁড়াতে পারি না।

সম্পাদকীয়

শান্তি ও সংগ্রাম—মানুষ সাধারণতঃ শান্তি আরাম ও বিশ্রামের জন্যই লালায়িত, তাহার মন ও প্রবৃত্তি অধিকাংশ স্থলেই একমাত্র তাহাই চায়, তাহাতেই আনন্দ পায়,—শ্রম ও সংগ্রাম নিতান্ত কষ্টকর বলিয়াই বোধ করে। অথচ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে মোটেই ইহার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, তাহার অন্তরনিহিত প্রকৃতি সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাকে শ্রম ও সংগ্রামের পথেই লইয়া যায়, তাহাতেই প্রকৃত আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করায়, কিছুতেই নিশ্চেষ্ট হইয়া শান্তিতে থাকিতে দেয় না। মানুষ জড় ও জীব দ্বিবিধ উপাদানে গঠিত বলিয়াই সম্ভবতঃ তাহার মধ্যে এই দুই প্রকার ভাবের খেলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। জড়ের প্রকৃতি জড়ত্ব (Inertia) কর্ম্মবিমুখতা, জীব বা প্রাণের প্রকৃতি কর্ম্মপ্রবণতা উন্নতি বা বিকাশশীলতা, অবিরাম গতি। কিন্তু স্থূল জড়টা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলিয়া, তাহার কর্ম্মের গতিটাও প্রধানতঃ সেদিকেই ধাবিত হয়, বাহিরের প্রভাব ও কার্য্যটাই অধিকতর লক্ষিত হয়, ক্রমে অন্তর্দৃষ্টি ক্ষীণ হইতে হইতে লুপ্তপ্রায় হয় এবং বাহিরের কার্য্যের দ্বারা উন্নতির বিচার করিতে যাইয়া বিশেষ একটা অবস্থাকে উন্নতির সীমা বলিয়া ভ্রম করে—তাহাকেই চরম উদ্দেশ্য মনে করিয়া, তৎপ্রাপ্তিতেই তৃপ্ত হয়, অপর কিছু করিবার প্রয়োজন দেখিতে পায় না। শ্রম ও সংগ্রাম উন্নতির জন্য যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন, তাহার পরিবর্ত্তে তখন বিশ্রাম ও শান্তিই যে অধিকতর বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে, সে-কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অপরদিকে তাহা যে উন্নতি ও কল্যাণের পক্ষে গুরুতর অন্তরায়, সে-কথা বুঝিতে পারাও কিছুমাত্র কঠিন নহে। তথাপি মানুষ উক্ত প্রকার ভ্রমে পতিত হয়। ইহা ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ সত্য, সমাজ সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। আমরা আজ বিশেষ ভাবে সমাজের দিক দিয়াই বিষয়টা আলোচনা করিব। উক্তপ্রকার ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিতে পাই, জগত এমনি ভাবে গঠিত যে, ব্যক্তি কি সমাজ কাহারও পক্ষেই নিকটস্থ অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ একাকী উন্নত হওয়া সম্ভবপর নহে,—আপনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও কিছু না কিছু উন্নত করিতেই হয়। শুধু প্রাণ-জগতে নয়, জড়-জগতেও ইহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়—যখন ভূগর্ভস্থ তাপের প্রভাবে কোনও স্থানের ভূমি পর্ব্বতরূপে উন্নত হইয়া উঠে, তখন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিসকলও তৎসঙ্গে কতকটা উর্দ্ধে উত্থিত না হইয়া পারে না। ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া মানব

জীবনে ও সমাজে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার বোধ হয় কোনও প্রয়োজন নাই—উহা সর্ব্বজনবিদিত। এই নিয়মানুসারে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া এই দেশ ও পারিপার্শ্বিক সমাজও যে অন্ততঃ কিছুটা উন্নত হইয়াছে, তাহা কাহাকেও অস্বীকার করিতে দেখা যায় না। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ বাহির দিয়াই ভিতর, ফলদ্বারাই কার্য্যের সার্থকতা বিচার করে বলিয়া, এই অপর সমাজের উন্নতিসাধনটাকেই ব্রাহ্মসমাজের একমাত্র বা সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও কাজ মনে করিয়া বাহিরের অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কাজ ফুরাইয়াছে, উহার পৃথক অস্তিত্বের আর কোনও প্রয়োজন নাই। তাহাদের মতে অপর সমাজ আর ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এখন বিশেষ পার্থক্য নাই, প্রায় সমতা সাধিত হইয়াছে, শীঘ্রই পূর্ণ সমতা ঘটিবে, সকল পার্থক্য ঘুচিবে, এবং তাহাই পরম বাঞ্ছনীয় অবস্থা হইবে। অবশ্য একথা নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ। প্রথম কথা, অপরের উন্নতি অর্থাৎ প্রচার উহার, একমাত্র দূরের কথা, প্রধান উদ্দেশ্যও নয়,—উহা আনুষঙ্গিক কার্য্য বা ফল মাত্র। ব্রাহ্মসমাজ যে-অবস্থায় উঠিয়াছে, সমস্ত দেশ সে-অবস্থায় উপনীত হইলেও উহার কার্য্য শেষ হইবে না—জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—পৃথক অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা বিদূরিত হইবে না। দ্বিতীয় কথা, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও চরিত্র বিষয়ে দেশ পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইলেও যথেষ্ট উন্নত হয় নাই, আরও অনেক উঠিবার বাকি আছে। আর, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে পূর্ব্ব পার্থক্য হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া অনেকটা সমতায় যদি পহুঁছিয়া থাকে, তবে তাহা যে সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে গৌরবজনকই, এরূপ কথা বলা যায় না। পর্ব্বতের ঊর্দ্ধগতি যখন রুদ্ধ হয়, তখন কালপ্রবাহে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিকে উচ্চতর করিয়া থাকে বটে, উহাদের পূর্ব্ব পার্থক্য হ্রাস পায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা নগরাজের উন্নত মস্তক কিছু অবনতই হয়, পূর্ব্ব গৌরব খর্ব্বই হয়। তেমনি বাহিরের অনেক আচার ব্যবহার সংস্কার প্রভৃতি অপরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি বিষয়ে সমতার পথ কিছুপরিমাণে অগ্রসর করিয়াছে সন্দেহ নাই এবং ধর্ম্ম ও চরিত্রাদি বিষয়েও যে পূর্ব্ব পার্থক্য অনেক স্থানেই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে বটে; কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে তাহা কোনও রূপেই গৌরবজনক বা কল্যাণকর নহে। ব্যক্তিবিশেষের কথা ছাড়িয়া সাধারণ ভাবে সমগ্র সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে গভীর ক্ষোভের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের মধ্যে অনেক স্থানেই পূর্ব্বের গভীর ধর্ম্মভাব, কঠোর সত্যনিষ্ঠা, সকল প্রকার মিথ্যা পাপ মলিনতার সঙ্গে বিন্দু পরিমাণ সন্ধি করিয়া চলিবার ভাব বিবর্জ্জিত অনমনীয় অত্যুচ্চ নীতিপরায়ণতা প্রভৃতি চরিত্রের গুণ আর তেমন ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না,—এ বিষয়ে ব্রাহ্ম মাত্রেরই যে একটা বিশেষত্ব ছিল, অপর সকলের সঙ্গে যে পার্থক্য ছিল, তাহার অভাব ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য এরূপ সমতা কাহারও পক্ষেই কল্যাণকর নহে। আর একটু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যদি কোনও ব্রাহ্ম-জীবনের কোন প্রকার অবনতি না-ও ঘটে, ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্ব অবস্থায়ই স্থির থাকে, অপর সকলেও উক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, তাহা হইলেও এরূপ সমতা, সর্ব্বপ্রকার পার্থক্যবিলোপ কাহারও পক্ষেই কল্যাণকর হইবে না। বিচারহীনতা বশতঃই অনেকে ইহাকে বাঞ্ছনীয় মনে করে, এবং প্রচারকে লক্ষ্য স্থানে রাখিয়া ইহাকে প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ও উপায় মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। এই ভ্রান্তি বশতঃই ইহারা মনে করেন যে, শিশুকে শিক্ষা দিতে হইলে যেমন কতকটা তাহার সমতলে নামিয়া তাহার মত করিয়া শিক্ষা দিতে হয়, ভূপতিতকে উঠাইতে হইলে যেমন কতকটা অবনত হইয়া তাহাকে তুলিতে হয়, তেমনি কাহাকেও নীতি ধর্ম্মাদি বিষয়ে উন্নত করিতে হইলেও কতকটা নামিয়া সমতা সাধন করিতে হয়, তাহার অনুরূপ হইতে হয়, তাহা না হইলে প্রীতি ও অনুরাগ আকর্ষণ, আনুগত্য ও অনুসরণ, লাভ করা যায় না। একটু বিচার ও অনুসন্ধান করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়, ইহা কি প্রকার ভ্রমপূর্ণ। সমভাবাপন্ন (বা সম গুণবিশিষ্ট) বস্তু পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের পরিবর্ত্তে বিপ্রকর্ষণই উৎপন্ন করে এবং বিরুদ্ধ প্রকৃতিই পরস্পরকে আকৃষ্ট করে (Like repels and unlike attracts), ইহা যে কেবল জড়জগতের তাড়িৎপ্রবাহেরই নিয়ম তাহা নহে, মানবহৃদয়ের ভাবের খেলার মধ্যেও সেই একই প্রাকৃতিক বিধি কার্য্য করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার যাহা আছে তাহা সে তত না চায়, যাহা নাই তাহাই তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে খোঁজে, ইহা যে শুধু সাংসারিক দ্রব্যাদি সম্বন্ধীয় বাণিজ্যব্যাপারেরই বিধি তাহা নয়, মনোজগত ও হৃদয়রাজ্যেরও উহাই নিয়ম, সেখানেও উহা তেমনি সত্য, তেমনি কার্য্যকারী। দুই অপূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির মিলন দ্বারা পূর্ণতাসাধনই প্রেমের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য। তাই ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে যে গভীর ভালবাসা জন্মিতে দেখা যায়, সমপ্রকৃতির মধ্যে তাহা কদাপি দৃষ্ট হয় না। পার্থক্য অমিল কোনও বস্তুর জ্ঞান যেরূপ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে মিল বা সমতা তাহা করিতে কদাপি সমর্থ হয় না। নূতন ও ভিন্ন ভাবাপন্ন বলিয়া যাহাদিগকে লোকে এক সময়ে নিন্দা তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করিয়াছে, যাহাদের ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ, এমন কি প্রাণসংহার পর্য্যন্ত করিয়াছে, তাহাদিগকেই পরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়াছে, তাহাদেরই বাধ্যতম অনুগত শিষ্য ও সেবক হইয়াছে। সর্ব্ব-দেশের ও সর্ব্বকালের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—দৃষ্টান্তের উল্লেখ অনাবশ্যক। যাহারা লোকের অনুরূপ হইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের দ্বারা জগতে কোনও স্থায়ী মহৎ কার্য্য সাধিত হয় নাই—তাহারা সাময়িক প্রশংসালাভে ক্ষণিক তৃপ্তি উপভোগ করিলেও কখনও স্থায়ী শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। বাস্তবিক মানবপ্রকৃতি এমনি ভাবে গঠিত যে, মোহান্ধতা বশতঃ সাময়িক ভাবে যতই বিকৃত ও ভ্রান্ত হউক না কেন, যাহা কিছু উচ্চ ও মহৎ, নিত্য ও সত্য, তাহাই চিরদিন স্থায়ী ভাবে তাহার শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহাকে প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং প্রচারই যদি লক্ষ্য হয়, তাহা হইলেও উক্ত উপায়ে তাহা কখনও সুসিদ্ধ হইতে পারে না। বরং পার্থক্য-বোধ যত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হইবে, নিজ অবনত অবস্থার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব ও দূরত্বজ্ঞান যত প্রবল হইবে, ততই যে প্রাণে উন্নতির

উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর ভাবে জাগিবে, সংগ্রামে বল পাওয়া যাইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অপর দিকে যে নিজে যত উন্নত ও শক্তিশালী হইবে সে অপরকে তত উন্নতির পথে নিতে, অপরের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ হইবে—নিজে যে পরিমাণে উঠিবে সেই পরিমাণেই অপরকে উঠাইতে পারিবে। শুধু মনোরম বা সুযুক্তিপূর্ণ উচ্চতত্ত্ব ব্যাখ্যার দ্বারা কাহারও মধ্যে শক্তি সঞ্চার করা সম্ভবপর নহে। অথচ প্রচারের পক্ষে মহৎ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা এবং উৎসাহের সহিত আদর্শের অনুসরণ করিবার শক্তি প্রদান করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়—তাহা ব্যতীত অপর সকল আয়োজন ব্যর্থ। এই হেতু আমরা যত অধিক শক্তিশালী হইব, অপর হইতে যত অধিক উন্নত ও পৃথক হইব, ততই অপরের উন্নতিতেও অধিকতর সহায়তা করিতে পারিব। তাই বলিতেছিলাম, প্রচারই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও উহা সমীচীন পন্থা নহে। অথচ প্রচারকে প্রধান লক্ষ্য স্থানে রাখিতে গেলে উক্ত প্রকার ভ্রান্ত 'সহজ পথ' অবলম্বন করার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। এই জন্যই প্রচারকে প্রধান লক্ষ্যস্থানে রাখা কোনও প্রকারেই বিধেয় নহে। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ তাহা রাখেনও নাই। ব্রাহ্মসমাজ প্রচার কার্য্যে যতই নিযুক্ত থাকুন না কেন, প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া তাহা উৎপন্ন হয় নাই, উহা কোনও মতেই প্রচারোদ্দেশ্যে গঠিত একটা সমিতি বা প্রতিষ্ঠান নহে—আপনাদের উন্নতি ও কল্যাণসাধনের জন্যই তাহার উৎপত্তি, সেই উদ্দেশ্যেই সকলে সম্মিলিত ও সমাজবদ্ধ হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রচার উহার কার্য্যের, লক্ষ্যসাধনপ্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। অবশ্য প্রচার কার্য্যের গুরুত্ব ও একান্ত আবশ্যকতা, তৎসম্বন্ধে আমাদের অলঙ্ঘনীয় দায়িত্বকে বিন্দু পরিমাণেও খর্ব্ব করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বরং উহাকে অধিকতর ফলপ্রদ দেখিতে, সমগ্র দেশ ও জগৎকে এই পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয়ে উন্নত ও মহত্ত্বে মণ্ডিত দেখিতেই আমরা চাই। এবং তাহা স্মরণে রাখিয়াই আমরা এ কথা বলিতেছি। প্রকৃতপক্ষে দেখিতেও পাওয়া গিয়াছে, যখন প্রচারকে লক্ষ্য স্থানে না রাখিয়া কার্য্য করা হইয়াছে, তখনই প্রচারের উদ্দেশ্য অধিকতর সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রধান কথা, সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, প্রচার হউক আর না হউক, দেশ ও অপর সকলে উঠুক আর না উঠুক, সে-সকল চিন্তায় ব্যস্ত না হইয়া, ধীর শান্ত ভাবে ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মকে তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা যত্ন করিতেই হইবে, সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে পথে অগ্রসর হইবার জন্য মহাসংগ্রামে নিযুক্ত হইতেই হইবে। আর সে-পথের যখন শেষ নাই, সে-উদ্দেশ্যে যখন পূর্ণ সিদ্ধি নাই, তখন সংগ্রামেরও যে শেষ নাই, গতিরও যে বিরাম নাই, সুতরাং কোনও প্রকারেই বিশ্রাম ও শান্তি যে নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের উন্নতি কোনও সীমাবদ্ধ বস্তু নহে, আমাদের উন্নতির আদর্শও অনন্ত উন্নতিশীল,—আমরা যতই উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় উপনীত হইব, আমাদের আদর্শও ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইয়া যাইবে; কেননা, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মই আমাদের আদর্শ,—পূর্ণরূপে তাঁহাকে জানা ও ভালবাসা, পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগত হওয়া, আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভবপর হইবে না। ইহা শুধু যুক্তি বিচারের কথা নহে, অভিজ্ঞতারও কথা। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, আমাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শও কত উন্নত হইয়া যায়,—পূর্ব্বে যাহা কিছু মাত্র দোষাবহ, বিন্দুপরিমাণে জীবনদেবতার অনভিপ্রেত, উন্নতিপথের অন্তরায় বলিয়া একটুকুও অনুমিত হয় নাই, তদপেক্ষা অল্প উন্নত অবস্থায় তাহাই আবার কিরূপ মলিন, পাপজনক, পবিত্রস্বরূপ পরমপিতার ইচ্ছাবিরুদ্ধ, উন্নতি ও কল্যাণের পরম পরিপন্থী বলিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়! সুতরাং একমাত্র অবিরাম সংগ্রামের মধ্যেই উন্নতি ও কল্যাণ এবং তৃপ্তি ও আনন্দও, নিহিত রহিয়াছে। শুধু অস্থিরতা ও ব্যস্ততার অভাব অর্থেই শান্তি বাঞ্ছনীয়। কেননা এই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে যখন আপনার ক্ষুদ্র শক্তির উপর নির্ভর করিলে, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, চলিবে না—তাহাতে সফলতা লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই—তখন সকল শক্তির আকর মঙ্গলময় বিধাতার উপর পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিয়াই, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াই, তাঁহার সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া শান্তভাবে সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। তাহা হইলে আর নিরাশা অহঙ্কার অস্থিরতা ব্যস্ততা বিন্দুপরিমাণেও আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের, উন্নতি কল্যাণ ও প্রকৃত আনন্দ লাভের, আর অন্য কোনও পথ নাই। শুভবুদ্ধিদাতা পিতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন, আমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে বা হইতে পারে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ আমরা যেন কখনও আরাম বিশ্রাম ও শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া মৃত্যু ও অবনতির পথে ধাবিত না হই, এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদাই উন্নতি ও কল্যাণের জন্য অবিরাম শ্রম ও সংগ্রামে নিযুক্ত থাকি। তাঁহার পবিত্র ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও ব্রাহ্মসমাজে জয়যুক্ত হউক।

নানক বাণী

২

বরণ তুমে কিআ নাউ তুমারা কউন মারগ কউন সুআউ।
সাচ কহউ অরদাস হমারী হউ সন্ত জনা বল জাউ।
কহ বৈসহ কহ রহীঐ বালে কহ আবহ কহ জাহো।
নানক বোলৈ সুন বৈরাগী কিআ তুমারা রাহো।

ভাবানুবাদ

সিদ্ধিদিগের প্রশ্ন—কে তুমি, কি নাম তোমার, কোন্ মার্গাবলম্বী, তোমার জীবনের কি উদ্দেশ্য?

নোট—সুআউ = স্বভাব, স্বার্থ, প্রয়োজন।

অরদাস = বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা—গ্রন্থকোষ।

ট্রাক্টসোসাইটি অর্থ করিয়াছেন "আমি প্রার্থনাকারী"। ইহাই আমার নাম, এই বিনতি করাই আমার মার্গ, সাধুদিগের চরণে বলি যাওয়াই আমার প্রয়োজন।

নানকের উত্তর—সত্যকথা বলা, প্রার্থনাকারী আমি, সাধুদিগের চরণে বলি যাই।

সিদ্ধদিগের প্রশ্ন—কোথায় বলো, বাল্য যোগী! কোথায় থাক, কোথা হইতে আসিলে, কোথায় যাও?

নানক বলিলেন—সিদ্ধ যোগীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে বৈরাগী, শোন এবং উত্তর দেও কোন্ পথের যাত্রী তুমি।

৩

ঘট ঘট বৈসি নিরন্তর রহীঐ চালহ সত গুর ভাই।
সহজে আএ হুকম সিধাএ নানক সদা রজাএ।
আসণ বৈসণ থির নারাইন ঐসী গুরমত পাএ।
গুরমুখ বূঝৈ আপ পছাণৈ সচে সচ সমাএ।

ভাবানুবাদ

যিনি সর্ব্বঘটে বাস করেন, নিরন্তর অবস্থিতি করেন, ভগবানের ইচ্ছানুসারে চলি।

ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলা, ইহাতেই নানক সদা সন্তুষ্ট।

উঠা, বসা, অবস্থিতি সেই স্থির নারায়ণে, এই গুরুমন্ত্র পাইয়াছি।

ভগবন্মুখীন যে সে বুঝিতে পারে, নিজেকে চিনিতে পারে, সত্যের মধ্যে সত্য সমাসীন।

৪

দুনীআ সাগর দুতর কহীঐ কিউ কর পাঈঐ পারো।
চরপট বোলৈ অউধূ নানক দেহ সচা বীচারো।
আপে আখে আপে সমঝৈ তিস কিআ উতর দীজৈ।
সাচ কহহু তুম পারগরামী তুঝ কিআ বৈসণ দীজৈ।

ভাবানুবাদ

ভবসাগর দুস্তর বলা যায়, কেমন করিয়া উহা পার হওয়া যায়?

চরপট সাধু বলিলেন, ওহে অবধূত নানক, ইহার সত্য তত্ত্ব নির্ণয় করো।

যে নিজেই প্রশ্ন করে, নিজেই বুঝিতে পারে, তাহাকে কি উত্তর দিব?

সত্যই বলিতেছ, তুমি মুক্ত পুরুষ, তোমাকে কি উত্তর দিব?

৫

জৈসে জল মহ কমল নিরালম মুরগাঈ নৈসাণে।
সুরত সবদ ভবসাগর তরীঐ নানক নাম বখাণে।
রহহ ইকান্ত একো মন বসিআ আসা মাহ নিরাসো।
অগম অগোচর দেখ দিখাএ নানক তাকা দাসো।

ভাবানুবাদ

যেমন জল মধ্যে কমল অসঙ্গ, অথবা নদীতে মুরগাবীর (জলচর পক্ষী) মত নির্লিপ্ত।

ভগবৎবাণীর ধ্যান জপে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবে, নানক বলেন, নাম জপ কর।

একান্ত থাকিবে, এক ভগবানকে মনে বসাইবে, লাভ রহিত হইয়া ভগবানে আশা পূর্ণ থাকিবে।

অগম্য অগোচর ব্রহ্মকে নিজে দেখে ও অপরকে দেখায়, নানক তাঁহারই দাস।

৬

সুণ সুআমী অরদাস হমারী পূছউ সাচ বীচারো।
রোস ন কীজৈ উত্তর দীজৈ কিউ পাঈঐ গুর দুআরো।
ইহ মন চলতউ সচ ঘর বৈসে নানক নাম অধারো।
আপে মেল মিলাএ করতা লাগৈ সাচ পিআরো।

ভাবানুবাদ

ওহে স্বামী! আমার বিনীত প্রার্থনা শোন, সত্য জ্ঞানতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি, রাগ করিও না, উত্তর দেও, কেমন করিয়া ভগবানের দর্শন পাইতে পারি।

নানক বলেন নামকে আধার করিলে এই চঞ্চল মন সত্যস্বরূপের নিকটে অবস্থিতি করে।

প্রভু পরমেশ্বর স্বয়ং মিলন করেন, সত্যের সহিত প্রেম হয়।

ক্রমশঃ

শ্রী অবিনাশচন্দ্র মজুমদার

নোট—সদা রজাএ=ভগবানের অভিপ্রায়ে সদা বিরাজিত।

নারাইন=ভগবান।

নোট—চরপট=গোরখনাথের সম্প্রদায়ভুক্ত একজন সিদ্ধ—গ্রন্থকোষ।

অউধূ=অবধূত=অভিমানরহিত মহাত্মা—গ্রন্থকোষ। যে কম্পিত না হয়—ট্রাক্ট সো।

পারগরামী=যে সংসার হইতে পার হইয়াছে, সংসারে লিপ্ত নয়—গ্রন্থকোষ।

বৈসণ=উত্তর, প্রকৃত অর্থ তর্ক বিতর্ক করিতে বসিতে বলা—গ্রন্থকোষ।

নোট—নিরালম=নিরালম্ব, আশ্রয়রহিত সমাধি, আপনাতে আপনি দৃঢ়, অপরের সহায়তা ব্যতীত যে দৃঢ়—গ্রন্থকোষ।

মুরগাঈ—জলচর পক্ষী waterfowl.

নৈসাণৈ=সমান, নৈ=নদীতে হংসের তুল্য মহাত্মা শব্দাদি বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া আচরণ করেন—গ্রন্থকোষ।

নিরাসো=লাভরহিত—গ্রন্থকোষ।

নোট—প্রথম দুই পংক্তি সিদ্ধদিগের প্রশ্ন, শেষ দুই পংক্তি গুরু নানকের উত্তর।

কিউ পাঈঐ গুর দুআরো—ট্রাক্ট সোসাইটি ইহার অর্থ করিয়াছেন কেমন করিয়া গুরু দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

সচ ঘর বৈসে নাম অধারো—কেহ কেহ অর্থ করেন সৎসঙ্গ করিলে এই চঞ্চল মন নামকে আশ্রয় করে।

আপে মেল মিলাএ করতা; গুরুবাদীরা অর্থ করেন প্রভু স্বয়ং মানবকে গুরুর সহিত মিলাইয়া দেন।

মায়ের জন্য ব্যাকুলতা। *

একজন ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ একদিন আমাদের একটি সঙ্গত সভাতে বলিতেছিলেন, "কয়েকদিন হইল সন্ধ্যার সময়

* [শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে রবিবার ১১ই অক্টোবর ১৯২৫, সায়ংকালীন উপাসনায় নিবেদিত।]

পথ দিয়া যাইতে যাইতে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। একটি গলিতে একখানি ছোট বাড়ীর বারান্দায় গিয়া আশ্রয় লইলাম। শুনিতে পাইলাম, ভিতরে একটি শিশু ভয় পাইয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতেছে। ক্ষণকাল পরে শুনিতে পাইলাম, তাহার মাতা তাহাকে বলিতেছেন, 'এই যে আমি, বাবা! আমি এখানে রয়েছি।' তখন শিশুর কান্না থামিল।—আমার বয়স ৬০ পার হইয়াছে। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার মা এখনও জীবিত আছেন। সেদিন সেই শিশুর কান্না ও তাহার মায়ের আশ্বাসবাণী শুনিয়া মনে বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, শৈশবের মতন আবেগপূর্ণ ভালবাসায় আমিও আমার মাকে আবার ভালবাসি।"

সেই ষাট বৎসরের বৃদ্ধের হৃদয়ে মায়ের জন্য এই রূপ তাজা ক্ষুধা এখনও জাগে, ইহা শুনিয়া আমার বড়ই ভাল লাগিল। তিনি বড়ই শ্রদ্ধাবান্ ও সরলপ্রকৃতির মানুষ। তাঁহাতে একটি সুন্দর স্নিগ্ধ প্রকৃতি আছে, তাই তাঁহার জীবন-প্রভাতের সেই শিশিরবিন্দু, মায়ের জন্য হৃদয়ের সেই ক্ষুধা, জীবন-সন্ধ্যার সময়েও তাঁহার চরিত্রে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের অনেকের চরিত্র, যৌবনের সুখপ্রিয়তার দ্বারা ও পরিণত বয়সের কর্ত্তৃত্বপরিচালনের দ্বারা এমন তপ্ত হইয়া উঠে যে, সে শিশিরবিন্দু শুকাইয়া যায়।

সংসারের অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের মনের অবস্থা ঐ ষষ্টিপর বৃদ্ধের মনের অবস্থার বিপরীত। তাহারা ভাবে যে বাড়ীতে উপরে একজন কেহ না থাকিলেই ভাল হয়; উপরে কেহ থাকিলেই সুখভোগে বা কর্ত্তৃত্বপরিচালনে ব্যাঘাত ঘটে। বুড়' বাবা মা ঘরে থাকিলেই, ইচ্ছামত আমোদ আহ্লাদের স্রোতে গা-ভাসাইয়া দিতে বাধ'-বাধ' ঠেকে।—বাড়ীর সম্বন্ধে তাহাদের মনে তো এই ভাব; আবার জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধেও এই ভাব। জগৎ-সংসারে পরম পিতা হইয়া পরম মাতা হইয়া যে একজন রহিয়াছেন, তাঁহার জন্য তাহাদের চিত্তে কোন ক্ষুধা পিপাসা নাই; তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি, তাঁহার স্নেহ-স্পর্শ, অনুভব করিবার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। সংসারে কত পিতা-মাতার সঙ্গে কত সন্তানের স্নেহের আদান প্রদানের লীলা প্রতিদিন তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে ঘটিতেছে, কিন্তু সে-সকল দেখিয়া, তাহাদের চিত্ত ঐ বৃদ্ধের মত পৃথিবীর জননী, কি জগজ্জননী, কাহারও জন্য উদ্বেলিত হইয়া উঠে না।

এক শ্রেণীর মানুষের মনের অবস্থা তো এইরূপ। আবার অপর এক শ্রেণীর মানুষের মন, একজন পিতা মাতাও আশ্রয়কে দেখিতে ও পাইতে চায়। কিন্তু তাহারা দেখিতে ও পাইতে শিখে নাই; তাহাদের হৃদয়-মনের সে বিকাশ হয় নাই। হয়তো জ্ঞানে তাহারা বুঝিয়াছে যে ঈশ্বর আছেন ও তিনি জগতের পিতা মাতা; কিন্তু তাহাতে তাহারা জীবনে সান্ত্বনা কিংবা অভয় লাভ করিতে পারিতেছে না।

পৃথিবীর এই দুই শ্রেণীর মানুষ-সম্বন্ধে ধর্ম্মের বিশেষ দায়িত্ব আছে। যাহারা পিতা-মাতাকে চায় অথচ পায় না, আর যাহারা পিতা-মাতাকে চায় না,—এই দুই শ্রেণীর মানুষের জন্য ধর্ম্মসমাজকে বিশেষ করিয়া ভাবিতে ও উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ধর্ম্মের দুইটি প্রধান কাজ এই, (১) পরমেশ্বরকে পিতা-মাতা বলিয়া চিনাইয়া দিয়া মানুষকে সেই পিতা-মাতার ক্রোড়ে স্থাপন করা, এবং (২) মানুষের মনে সেই পিতা মাতার জন্য একটি ব্যাকুলতা জাগাইয়া দেওয়া ও আমরণ সেই ব্যাকুলতাকে নিস্তেজ হইতে না দেওয়া।

"তোমার জন্য তোমার পিতা-মাতা হইয়া এক জন আছেন", এই কথাটি মানুষকে বলিতে আর কেহ পারে না, ধর্ম্মই পারেন। বিজ্ঞান পারে না, দর্শনও পারে না।

বিজ্ঞান মানুষকে বলে, দেখ, তোমার চারিদিকে কেবল নিয়মেরই রাজত্ব। অচেতন বস্তুপিণ্ডসকলের গতি ও স্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত কর; নানা আকারে কেবল parallelogram of forcesএর নিয়মের খেলা দেখিতে পাইবে। ঐ একটি নিয়মের দ্বারা, অণু পরমাণু হইতে নক্ষত্র পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জড়পিণ্ডের স্থিতি ও গতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সেইরূপ, রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগে নিয়মের রাজত্ব; উদ্ভিদ্‌জগতে, নিয়মের রাজত্ব; জীবের জীবন-মরণে, নিয়মের রাজত্ব। মানুষের জগতেও তাই। বিজ্ঞানের মতে, মানুষও একটি organism; কেবল প্রভেদ এই যে, মানুষ behaving organism; অর্থাৎ মানুষ কিয়ৎপরিমাণে নিজ ইচ্ছায় চলিতে সমর্থ, এবং সে, জগতের সমক্ষে নিজ আচরণের দ্বারা স্বীয় যোগ্যতার অথবা অযোগ্যতার যেরূপ পরিচয়টি দেয়, জগৎ হইতে সে তাহারই অনুরূপ ব্যবহারটি পায়। বিজ্ঞান বলেন, "হে মানব, তুমি যার যোগ্য, তুমি তাই পাইতেছ। জগৎ, তোমার দেহ মনের সকল শক্তি ও সকল দুর্ব্বলতা যাচাই করিবে, পরীক্ষা করিয়া লইবে; তার পর, তুমি যাহার যোগ্য, সেইটুকু সফলতা তোমাকে নিশ্চয়ই দান করিবে।"

বিজ্ঞানের কথা তো এই পর্য্যন্ত। কিন্তু, ইহাতে কি মানবাত্মার তৃপ্তি হয়? আমাদের মন বলে, "হে জগৎ, আমি তোমার কাছে নিজ যোগ্যতার অতিরিক্ত কিছু দাবী করিব না। আমি যাহা কিছু পাইবার যোগ্য, তাহা সুখই হউক কি দুঃখই হউক, মানুষের মতন দাঁড়াইয়া অম্লানচিত্তে তাহা গ্রহণ করিব। আমাকে ওজন করিয়া, আমি যার উপযুক্ত ততটুকুই আমায় দিও। আমি পক্ষপাত চাই না। কিন্তু আমি অনুভব করিতে চাই যে, এখানে এমন কেহ আছেন, যিনি আমাকে চিনেন, যিনি আমার জন্য ভাবেন, যিনি আমার বিশেষ প্রয়োজনটুকু বোঝেন।" মায়ের ঘরে কি দেখা যায়? পৃথিবীতে দরিদ্রের দরিদ্র যে জননী, যাঁর ঘরে শাকান্ন ভিন্ন আর কিছু রান্না হয় না, তিনিও, একই সামগ্রী দিয়া কোনও সন্তানের জন্য একটু শুক্ত, কোনও সন্তানের জন্য একটু ঝাল রান্না করেন। তিনি কোনও এক জনের জন্য অধিক পয়সা খরচ, কি অধিক যত্ন, কি অপর কোনও রূপ পক্ষপাত প্রকাশ না করিয়াও, যাহার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা ভাবেন, ও সেইরূপ ব্যবস্থাটি করেন। সংসারে যেমন এই মায়ের হাতখানি না হইলে মানুষের চলে না, জগতেও তেমনি এই মা-কে দেখিতে না পাইলে মানুষের চলে না। বিজ্ঞান যে নিয়মের জগৎকে দেখাইয়া দেয়, তাহাতে মানুষের মন তৃপ্ত হয় না। এমন কি, বিজ্ঞান যদি নিয়মের পশ্চাতে একজন নিয়ন্তাকে দেখাইয়া দেয়, তাহাতেও মানব-মন তৃপ্ত হয় না।

মানুষের চাই সেই মায়ের দৃষ্টি, সেই মায়ের হাতখানি। কারখানার কিংবা বাগানের কুলীদের মজুরী দিবার সময় সেই কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কাহারও মুখের দিকে তাকায় না, কাহারও সুখ দুঃখের খোঁজ লয় না; কেবল নির্ভুল ভাবে হিসাব করিয়া, সে, যাহার যত পয়সা প্রাপ্য তাহার দিকে তাহা ফেলিয়া দেয়। এ জগতে যে হাতখানি আমার প্রাপ্য আমাকে দিতেছে, তাহা কি এইরূপ হিসাবে-নির্ভুল কিন্তু করুণাবিহীন হাত? না, তাহা মায়ের হাত? আমাকে চিনিয়া, আমার কি প্রয়োজন তাহা স্নেহের দৃষ্টিতে বুঝিয়া লইয়া, ও আমার প্রাপ্যটিকে সেইরূপ আকার দান করিয়া, স্নেহভরে কি তাহা আমার হাতে কেহ তুলিয়া দিতেছে? মানুষের প্রাণ এই জননীস্বরূপ ঈশ্বরকে চায়, নিয়ন্তৃস্বরূপ ঈশ্বরে তাহার কুলায় না।

আমরা নিয়মের রাজত্ব মানি। বর্ত্তমান যুগে আমরা আর পূর্ব্বের মত, ভক্তের প্রতি পক্ষপাত-পূর্ণ, ভক্তের জন্য নিয়ম ভাঙ্গিতে প্রস্তুত, ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। কিন্তু, তথাপি, "ঈশ্বর শুধু নিয়ন্তা, ও আমি তাঁহার নিয়মের অধীন," ঈশ্বরের সহিত এতটুকু ও এত দূর-দূর সম্বন্ধ লইয়া মানব-মন তৃপ্ত হয় না।

পাপের দণ্ডে যে নিয়মের রাজত্ব, তাহার বিষয়েও এই কথা। পাপের দণ্ড আমার প্রাপ্য। আমার কৃত অপরাধের ফল, অমোঘ কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলায়, আমার শরীরে মনে প্রকৃতিতে ফলিবে, তাহা আমি জানি; সে সুদীর্ঘ দণ্ড আমি সহিব। কিন্তু আমি এখন অনুতপ্ত; এখন আমাকে কি কেহ এই কথা বলিয়া দিবে না যে, "তুই আর অতীতের স্মৃতি লইয়া থাকিস্ না; তোর ভাল মন্দ কাজ আর তার পুরস্কার ও সাজা, এসকলের চেয়েও বেশী সত্য কথা এই যে, তুই আমার কাছে আছিস্; তুই নূতন ক'রে জীবন আরম্ভ কর্, আমি তোর সঙ্গে আছি, আমি তোর জন্য জগতের আলো আবার উজ্জ্বল ক'রে দিলাম, তুই আমার হাত ধ'রে আবার চল্।" মানুষ এই মায়ের বাণী শুনিতে চায়। নিয়মের কাজ বন্ধন করা; আমার হাত পা, আমার চিন্তা স্মৃতি কল্পনা, প্রকৃতি সকলই, আমার অতীত পাপের দ্বারা অতীত ভ্রান্তির দ্বারা বাঁধা পড়িয়াছে, পড়ুক। সে বাঁধ ছাড়াইতে যতদিন লাগে, আমি প্রাণপণে তাহাতে লাগিয়া থাকিব। কিন্তু মায়ের ঐ প্রসন্নতা ফিরিয়া পাইবামাত্র আমার হৃদয় অনুভব করে, আমি মুক্ত; আমার বুকের বোঝা নামিয়া গিয়াছে; আমি এইবার আবার জীবন-পথে নূতন সঙ্কল্প লইয়া আশাপূর্ণ অন্তরে মায়ের মুখ দেখিতে দেখিতে চলিতে পারিব। মা ভিন্ন এই মুক্তি দেয় কে? মানুষের এই মা ভিন্ন চলে না।

এখন, দর্শন বা ধর্ম্মবিজ্ঞানের কথা ভাবা যাক। তাহা কি মানুষকে মায়ের কোলে স্থাপন করিতে পারে? দর্শনের কাজ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া। দর্শন হইতে যখন এই তত্ত্বটি শিখি যে ঈশ্বর জগতের পিতা-মাতা, তিনি পরম দয়াময় ও প্রেমময়, তখনই দর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বটি লাভ করা হয়। কিন্তু, ইহাতেই কি মানবাত্মার পূর্ণ তৃপ্তি হয়? তাহা হয় না। মানুষের প্রাণ ঈশ্বরকে দয়াল বলিয়া, জগতের পিতা-মাতা বলিয়া বুঝিয়াও তৃপ্ত হয় না; তাহার আরও কিছু চাই। সে বলে, "তুমি কি আমার পিতা, আমার মা, আমার দয়াময়ী জননী?" যিনি ছিলেন শুধু জগতের জননী, যিনি ছিলেন শুধু নিজ স্বরূপের দ্বারা পরিচিত দয়াল, তাঁহাকে, আমার-জননী আমার-দয়াল করিয়া তোলে যে, তাহারই নাম ধর্ম্ম।

একজন পরম গুণবান্ অথচ অপরিচিত মানুষের জীবনচরিত ও কীর্ত্তিকাহিনী দূর হইতে পাঠ করা সম্ভব; আবার তাঁহার নিকটে গিয়া, তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুমণ্ডলের একজন হওয়া সম্ভব। এই দুইয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! দ্বিতীয় অবস্থাতে দেখি, তাঁহার জ্ঞানে-প্রীতিতে মধুময় বচনামৃত, তিনি আমারও দিকে চাহিয়া বলিতেছেন; তাঁহার সহানুভূতি, সুখে-দুঃখে তাঁহার সম-সুখিতা সম-দুঃখিতা, তাঁহার আদর শ্রদ্ধা, তাঁহার উৎসাহবাণী, আমারও প্রতি প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এই দুইয়ে যেমন পার্থক্য, তেমনি পার্থক্য ধর্ম্মবিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে। মানুষের চাই আমার সত্য-আশ্রয়, আমার-দয়াল, আমার মা; ধর্ম্মই তাহা দিতে পারে। ধর্ম্মের তো ইহাই কাজ। আমরা উপাসনা করি কি-জন্য? ব্রহ্মের শাশ্বত স্বরূপসকল তো উপাসনা-বিনাও বোঝা যায়, উপলব্ধি করা যায়। তিনি সত্য, তিনি জ্ঞানময়, তিনি অনন্ত, তিনি দয়াময়, এসকল তো একাগ্র চিন্তা, পাঠ, আলোচনার দ্বারাও ধরা যায়। তবে উপাসনা করি কেন? উপাসনাতে কি-নূতন হয়, যা চিন্তায় পাঠে হয় না? উপাসনাদ্বারা স্বরূপচিন্তায়-পাওয়া সেই সত্যস্বরূপকে আমার সত্যস্বরূপ করিয়া লই; সেই দয়ালকে আমার দয়াল করিয়া লই; সেই মা-কে আমার মা করিয়া লই। জগতের ও আমার, সেই ও এই, (অথবা উপনিষদের ভাষায়) তৎ ও এতৎ, এই উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, ধর্ম্মবিজ্ঞানের ঈশ্বরে ও ধর্ম্মের ঈশ্বরে সেই পার্থক্য।

পরমেশ্বরকে আপনার পিতা-মাতা বলিয়া চিনাইয়া দিতে, ও মানুষকে সেই পিতামাতার ক্রোড়ে স্থাপন করিতে, ধর্ম্মই পারে; বিজ্ঞান বা দর্শন পারে না। ধর্ম্মের প্রথম কাজ এই।

ধর্ম্মের দ্বিতীয় কাজ, মানুষের মনে সেই পিতা-মাতার জন্য একটি ব্যাকুলতা জাগাইয়া দেওয়া ও সেই ব্যাকুলতাকে আজীবন জাগাইয়া রাখা; বিশেষতঃ সুখ-অন্বেষণের ও কর্ত্তৃত্ব পরিচালনের উন্মাকে দূর করিয়া দিয়া হৃদয়ের এই ভাবটিকে বাঁচাইয়া রাখা।

অসহায় শৈশবে পিতা মাতা ভিন্ন মানুষের অভাব পূরণ হয় না। এজন্য সে-অবস্থায় পিতার জন্য, মাতার জন্য, মন নিত্য ক্ষুধিত পিপাসিত থাকে। ক্রমে শরীরের অভাবপূরণের প্রয়োজন আর তত প্রবল থাকে না; কিন্তু তথাপি শৈশবের ও কৈশোরের নির্ম্মল দিনগুলিতে, হৃদয় মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার জন্য আকর্ষণটি কেমন সতেজ হইয়া উঠে। একদিকে হৃদয়ে তাঁহাদের স্নেহের অনুভূতি, অপর দিকে তাঁহাদের চক্ষে ভাল হইবার জন্য হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা,— এই দুইয়ে মিলিয়া সে দিনগুলি কি-পবিত্র কি-মধুর হয়। এই আকর্ষণ, এই মধুময় সম্বন্ধ, মানবচরিত্রে ধর্ম্মজীবনের ভিত্তিস্বরূপ। ইহা মানবপ্রকৃতির একটি স্থায়ী বৃত্তি। পৃথিবীর মা যখন থাকেন না, তখনও, মায়ের মত যাঁহাকে ভালবাসিতে পারি, যাঁহাকে ভালবাসিয়া শৈশবের সেই কোমলতা, সেই বিনয় ও আনু-

গভীর ভাবটি ভাল রাখিতে পারি, এমন কাহাকেও পাইতে মন চায়। ইহাই নির্ম্মল হৃদয়ের লক্ষণ। এবং মায়ের জন্ত এই সতেজ ক্ষুধা-পিপাসার বৃত্তিটিই মানুষকে তাহার পরমজননীর নিকটে লইয়া যায়।

বয়স্ক হইয়া যদি আমাদের অন্তরের এই বৃত্তিটি শুকাইয়া যায়, তবে তাহা আমাদের পক্ষে পরম দুর্ভাগ্য! কিসে ইহা শুকাইয়া যায়? যায়, কর্ত্তৃত্বের উত্তাপে। হায় হায়, বড় হইয়া কেন আমরা কর্ত্তা কর্ত্রী হইতে যাই? সংসারে কেহ কি আমাদিগকে কর্ত্তৃত্বের পদে বসায়? চাকরীতে যখন মানুষের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকে, তখন হয়তো এক দিন তাহাকে তাহার উপরওয়ালা বলিয়া দেন, "আজ হইতে তোমাকে তোমার departmentএর head করিয়া দিলাম; তুমিই এখন হইতে তাহার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলে; আজ হইতে আমিও আর হস্তক্ষেপ করিব না।" আচ্ছা ভাই বোন্, বল' দেখি, জীবনের যিনি উপরওয়ালা, তিনি কি কোনও দিন জীবনের কোনও departmentএ আমাদের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দিয়ে দিয়েছেন? কতটুকু আমার হাতে? ছোট ছেলেটির কি মেয়েটির গুরুতর অসুখ ক'র্লে, বাছার কোথায় 'যে কি কষ্ট হচ্ছে, তা তো বুঝ্তেই পারি না; তখন মনে হয়, আমার মা, যিনি আমার-শৈশবে আমার-অসুখে সেবা ক'রেছিলেন, তিনি আজ কাছে থাক্লে বাঁচ্তাম। আমার স্নেহের ধনের সেবার ভার তাঁর হাতে ফেলে দিয়ে বাঁচ্তাম। আর তখন ডাকি, "দয়ার ঠাকুর, যে-তুমি আমার হৃদয়ে অপত্যস্নেহের এই ব্যাকুলতা দিয়েছ, সেই তুমিই আমায় বুঝিয়ে দাও, কি ক'রে বাছার কষ্ট দূর ক'র্ব।" এই তো আমাদের জ্ঞান ও শক্তি, এই তো আমাদের অবস্থা! আমাদের কর্ত্তৃত্ব কতটুকু? নিজের ভারী অসুখ হ'লে, যখন আর সংসার চালা'তে পারি না, ভাব্তে পারি না,আপনাকে আপনি সাম্লাতে পারি না, তখন মা মা ব'লে ডাকি। আপনার মা না থাক্লে বা অক্ষম হ'লে, মেয়েকে, বৌ-কে মা-ব'লে সম্বোধন ক'রে শিশুর মতন, তার হাতে নিজকে সঁপে দি। তখন কোথায় থাকে আমাদের কর্ত্তৃত্ব? কতটুকু আমাদের কর্ত্তৃত্ব? জীবনের উপরওয়ালা তো আমাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা ক'রে দিয়ে নিজে অবসর নেন নি! তবে কেন বৃথা কর্ত্তৃত্বের উত্তাপে উত্তপ্ত হ'য়ে প্রাণ থেকে স্বর্গের শিশিরবিন্দুটিকে শুকিয়ে ফেলি, মায়ের জন্ত সতেজ আকর্ষণটিকে নষ্ট ক'রে ফেলি?

যেমন কর্ত্তৃত্বের উত্তাপে, তেমনি সুখাসক্তির উত্তাপেও মায়ের জন্ত মনের টানটি চলিয়া যায়। আজ কাল এই দুইটি অর্দ্ধ সত্যের বিকৃত ব্যবহারে শিক্ষিত সমাজ কি দুস্তর পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন! সে অর্দ্ধসত্য দুইটি, (অথবা বোধ হয় বলা উচিত, সে অসত্য দুইটি,) এই,—(১) যৌবন সুখ আস্বাদনেরই সময়, সুখ-আস্বাদনেই যৌবনের সার্থকতা; এবং (২) যৌবনই মানবজীবনে একমাত্র মূল্যবান্ কাল; বাল্য ও বার্দ্ধক্য ইহার প্রস্তুতি ও ইহার পরিশিষ্ট মাত্র। গ্রন্থের ভূমিকা ও পরিশিষ্ট যেমন মূল গ্রন্থের তুলনায় কিছুই মূল্যবান্ নয়, বাল্য ও জরা তেমনি যৌবনের তুলনায় কিছুই মূল্যবান্ নয়। এই দুই বিকৃত চিন্তার ফলে মানব সংসারে পিতা মাতার সঙ্গে সন্তানের, গুরুর সহিত শিষ্যের পবিত্র সম্বন্ধসকল সঙ্কুচিত, নিস্তেজ, ও নিষ্ফল-প্রায় হইয়া যাইতেছে। এক দিকে দেখিতে পাই, শিশু-সাহিত্য হইতে বাধ্যতা, শ্রদ্ধা ভক্তি, পবিত্র আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিষয় বাদ দেওয়া হইতেছে; শিশুসাহিত্যকে শুধু আমোদ, খেলা, adventure ও হুড়াহুড়ির সাহিত্য করিয়া গড়িয়া তোলা হইতেছে; শিশুদিগকে যথাসম্ভব শীঘ্র যুবজনোচিত পরিহাসের ও আমোদের অধিকার দিবার চেষ্টা করা হইতেছে। অপর দিকে দেখিতে পাই, যৌবন যাহাতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত বিলম্বিত হয়, তাহার জন্য চিকিৎসা-জগতে কতই প্রয়াস চলিতেছে। Geometryতে যেমন একটি limited straight lineকে produced both ways করা হয়, তেমনি, নানা প্রণালীতে যেন যৌবনকে produced both ways করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। দেখিয়া ঘৃণায় মন ভরিয়া উঠে। ভগবানের বিধি এই যে, যৌবন উৎসাহ, উদ্যম, আশাশীলতা এবং হৃদয়ের সতেজ ও কোমল ভাব লাভ করিবার কাল; তাহাই যৌবনের মূল্য। কিন্তু তেমনি ইহাও ভগবানের বিধি যে, বার্দ্ধক্য স্থির বুদ্ধি, সংযম, অচঞ্চল ও অনুত্তেজিত ভাব লাভ করিবার কাল; তাহাই পরিণত বয়সের মূল্য। পরিণত বয়সের এই সকল গুণ যদি মানব সংসার হইতে চলিয়া যাইত, যদি সত্য সত্যই কৃত্রিম উপায়ে যৌবনকে স্থায়ী ও বার্দ্ধক্যকে অপসারিত করা যাইত, তবে মানবের চিন্তা ভাব প্রয়াস, মানবে-মানবে সকল সম্বন্ধ, সবই তরল ও চঞ্চল হইয়া যাইত; জীবনের কোনও বিভাগে গাঢ়তা ও দৃঢ়তা জন্মিতে পারিত না।

কিন্তু যৌবনের গুণ ও বার্দ্ধক্যের গুণ যাহাই হউক, সে-সকলের দ্বারা একটি কাজ হয় না; সে-সকলের দ্বারা মানবচরিত্রে প্রকৃত ধর্মজীবনের ভিত্তি স্থাপন হয় না। সে সকলের দ্বারা জীবন কবিত্বশক্তিতে ও সৌন্দর্য্যবোধে উজ্জ্বল, বন্ধুতায় ও প্রীতিতে মধুময়, এবং কর্ম্মশক্তিতে ও সফলতায়, কীর্ত্তিতে ও যশে উন্নত, হইতে পারে বটে; কিন্তু মানবচরিত্রে ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি অন্যত্র। তাহা, শৈশবের সরলতায়; তাহা, আত্ম-ইচ্ছা অপেক্ষা পিতামাতার ইচ্ছার অধিক অনুবর্ত্তিতায়; তাহা, আপনার বুদ্ধি ব্যবস্থা অপেক্ষা পিতামাতার বুদ্ধি ব্যবস্থার প্রতি অধিক নির্ভরে; তাহা, পিতামাতার দৃষ্টির জন্য, পিতামাতার সঙ্গের জন্য, পিতামাতার স্পর্শের জন্য, জীবনের চারিদিকে পিতামাতার বেষ্টনটি নিয়ত অনুভব করিবার জন্য, শৈশবের সেই প্রগাঢ় ও একান্ত ব্যাকুলতায়। এই যে প্রকৃতি,—ইহাই মানবচরিত্রে ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি। ইহা না থাকিলে ধর্ম্মজীবন দাঁড়ায় না,—আর যাহা কিছু দাঁড়াক্। বিধাতা শৈশবেই ইহা মানবচরিত্রে স্থাপন করেন; এবং যে-মানুষ ধর্ম্মজীবনে জীবিত থাকে, তাহার যৌবন ও বার্দ্ধক্য উভয়ের ভিতরে শৈশবে প্রাপ্ত এই প্রকৃতিটি স্থায়ী হইয়া থাকিয়া যায়। এই প্রকৃতিকে যে নষ্ট করে, সে ধর্ম্মজীবনের মূল নষ্ট করিয়া দেয়। শিশু-জীবনকে কচ্লাইয়া চট্কাইয়া যাহারা যৌবনে টানিয়া আনিতে চায়, তাহারা ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি উৎখাত করিতে উদ্যত।

ধর্ম্মের কাজ এই প্রকৃতিটিকে বাঁচাইয়া রাখা; পিতামাতার জন্য এই ক্ষুধাকে জাগাইয়া দেওয়া ও জাগাইয়া রাখা। আমরা

কেমন যুবক হব? কেমন বৃদ্ধ হব? গানে শুনতে পাই, "হরিনাম মহামন্ত্রে বৃদ্ধকে করে নবীন"। হরিনাম মহামন্ত্রে বৃদ্ধকে শুধু যে নবীন যুবকের উদ্যম ও শক্তি দেয়, তা-ই নয়; কিন্তু বালক বয়সের সেই সরলতা, সেই পিতৃমাতৃ-ক্ষুধা, পলিত-কেশ বৃদ্ধের মনে পর্য্যন্ত জাগাইয়া রাখিতে পারে, এমনি তাহার শক্তি! সেই ষষ্টিপর বৃদ্ধের মত আমরাও যেন বার্দ্ধক্যে বলিতে পারি, "এখনও মাকে শৈশবের মতন ক'রে পেতে, তেমনি ক'রে ভালবাসতে ইচ্ছা করে"; আর যেন বলিতে পারি, "এখনও পরমজননীকে, শৈশবের মতন সতেজ মাতৃপিপাসা দিয়ে পেতে, ভালবাসতে ইচ্ছা করে",—পরমজননী আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন!

ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান ও উপাসনা।

(১)

পরমেশ্বর বিশ্বের বিধাতা কেবল নহেন, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, প্রলয়কর্ত্তা। অপরদিকে তিনিই ভয়ের ভয় হইয়াও অভয়দাতা। একাধারে তিনিই রস, তিনিই আনন্দ, তিনিই অমৃত, আবার তিনিই রুদ্র,—তিনিই বজ্র কঠিন, তিনিই মৃত্যুর করাল কবল। শোভা, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতা, সকলি তাঁহার এক এক রূপের আংশিক প্রকাশ। সঙ্গীতে, শিল্পে, সাহিত্যে তাঁহার বিচিত্র রূপেরই বৈচিত্র্য। তিনি জয়ে তিনি পরাজয়ে, তিনি উত্থানে তিনি পতনে, তিনি লাভে তিনি ক্ষতিতে, তিনি জীবনে তিনি মরণে। সুতরাং তাঁহাকে ধরিবার, বুঝিবার, পাইবার সোপান অসংখ্য। এমন মহিমান্বিত খণ্ড মানবজীবনে এবং সমষ্টিগত পরিবার-ক্ষেত্রে ভগবানের প্রকাশ অথবা মূর্ত্তি নব নব এই অন্তরের মূর্ত্ত প্রকাশেই সকল নূতন নূতন অনুষ্ঠানের সৃষ্টি। এই ধর্ম্মানুষ্ঠান-গুলি তাঁহাকে ধরিবার সোপান, অথবা, অন্তর প্রত্যয়ের বাহ্যিক বিজ্ঞপ্তি কিম্বা জনসমাজে তাঁহাকে স্বীকারের অঙ্গীকার।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন হইতে তাঁহাকে পাইলাম সৃজন-মহিমায়। জাতকর্ম্ম হইল সে অনুষ্ঠানের নাম। সেদিন উদ্বোধনের সঙ্গীতটী তাঁহার সৃজন-কৌশল প্রকাশ করিবে। উদ্বোধনের ভাব ও ভাষা সঙ্গীতের অনুসরণ করিবে। আচার্য্যের বাক্য সকলের প্রাণে ভগবানের সৃষ্টির লীলা প্রকটিত করিলে, আরাধনায় তাঁহার সৃজনমহিমাব্যঞ্জক গানটীই হইবে। আচার্য্যের আরাধনা ও সঙ্গীত একটী সুন্দর সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশ করিবে। তিনি সত্য আশ্রয় হইয়া ইচ্ছাময় জ্ঞানময় বিধাতা রূপে এমন অপূর্ব্ব মানব-জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যান্য আরাধনার স্বরূপের সঙ্গে একটী যোগসূত্র রক্ষা করিয়া আচার্য্য আরাধনা করিলেই যেন তাহা সমীচীন হইল বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রার্থনার ভিতরেও বড় প্রার্থনাও যেন ইহাই মনে হয়—"প্রভু! তোমার সৃজন-লীলা বুঝিতে দেও! এই শিশু নব দূত এবং অতিথিরূপে উপনীত হইয়াছে, ইহাকে বুঝিতে ও সেবা করিতে দেও। শিশুর ভিতর দিয়া তোমার বিধাতৃত্বে বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল কর। শিশুজীবন তোমার হাতে রাখিয়াই যেন সেবা করিতে পারি। শিশু যেমন নিশ্চিন্ত, নির্ভরশীল ও পবিত্র, আমরাও যেন তেমনি হইতে পারি।" প্রার্থনার গানটীও এই প্রার্থনাকে অধিকতর স্পষ্ট ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবে।

জাতকর্ম্মের পরে অন্নারম্ভ ও নামকরণ অনুষ্ঠান। এই দুইটী প্রায় একত্রেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অন্ন হইতেই এই জড় দেহ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়া কত রূপান্তরিত ভাবে শৈশব লীলায় উপনীত হইয়াছে। দন্তোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে শস্যভাণ্ডারের দরজা খুলিয়া দিলেন, ভগবান্ এই ভাবে তাঁহার সৃষ্টির ভিতরে বিধি ব্যবস্থা সামঞ্জস্য এবং দয়ার লীলা দর্শনেই অন্নারম্ভ অনুষ্ঠানের সঙ্গীত এবং আরাধনা প্রার্থনা হইবে।

নামকরণ প্রকৃত ভাবে জীবনের তৃতীয় অনুষ্ঠান। যার নাম ছিল না তাকে নামে আরোপিত করিয়া জনসমাজে পরিচিত করিতে হইবে। নামের সাধন জীবনে চলিবে—নামের অনুরূপ জীবন হইবে, ইহাই নামকরণের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। বিপুল হিন্দু সমাজে দেবতাদিগের নামে নাম রাখিবার নিয়ম আছে। নদী, পর্ব্বত, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ফুল প্রভৃতির নামেও নাম রাখিবার গভীর সার্থকতাও তাঁরা লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে, বীরত্ব, কবিত্ব, লালিত্য ও সৌন্দর্য্য ব্যঞ্জক নূতন নূতন নামের বহুল প্রচার হইয়াছে। পিতামাতা নাম বাছিতে বাছিতে হয়রাণ হইয়া যান। কেবলি নূতনত্ব খোঁজেন। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজ উভয় সমাজেই ইহা বেশ দেখা যাইতেছে। এ অনুষ্ঠানটীর সফলতাকল্পে উদ্বোধন আরাধনা প্রার্থনা এবং সঙ্গীতের ভিতরে একটী যোগরক্ষা করিয়া আচার্য্য ভগবানের অখণ্ড অনন্তত্বের ভিতরে ব্যক্তির স্থান, এবং মানবে তাঁর বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব আরোপ করিয়া উপাসনা শেষ করিবেন। নামের অনুরূপ জীবনগঠনের শিক্ষার জন্য পিতা মাতাকে কিছু নিবেদন ও তদনুরূপ প্রার্থনা করিবেন।

বিদ্যারম্ভ পরিবারে বালক বালিকাদিগের চতুর্থ অনুষ্ঠান হওয়া কর্ত্তব্য। এই অনুষ্ঠানটীর তেমন যেন প্রচলন হয় নাই। এই অনুষ্ঠানে, জগৎগুরু, জ্ঞানগুরু, পরমেশ্বরের জ্ঞানের মহিমা অবলম্বনে সঙ্গীত উদ্বোধন, আরাধনা এবং প্রার্থনা হইবে। আরাধনাতে অন্যান্য স্বরূপগুলির সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানের যে একটী অচ্ছেদ্য যোগ আছে, তাহাই অভিব্যক্ত হইবে। শ্রদ্ধা না হইলে জ্ঞান লাভ হয় না। এজন্য, পরিবারে শ্রদ্ধা বিষয়ে আচার্য্য কিছু নিবেদন করিলে উপকার হইবে। যিনি শিক্ষক—তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটাকে এই অনুষ্ঠানে প্রকটিত করা সঙ্গত হইবে।

জন্মদিনের বহুল প্রচলন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানটী বালক বালিকাদিগের পক্ষে উৎসাহ ও আনন্দজনন। যুবকদিগের পক্ষে কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্য উদ্বোধক। প্রবীণ এবং বৃদ্ধগণের পক্ষে আত্মদৃষ্টি লাভ, ও গভীর সাধনার সহায়ক। এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন, আরাধনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত প্রভৃতির মধ্যে ভগবানের পালনীশক্তি, রক্ষণী শক্তি, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার মঙ্গল স্বরূপেরই অভিব্যক্তি হইবে।

ধর্ম্মদীক্ষার প্রচলন পুত্র কন্যাগণের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। এই অনুষ্ঠানটীর স্থান বর্ত্তমান সময়ে সকলের অগ্রে হওয়া কর্ত্তব্য। এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য উপলক্ষ্য ও শিক্ষক কিম্বা উপদেষ্টা মাত্র। প্রকৃত ধর্ম্মগুরু ভগবানের কাছেই প্রতিজ্ঞা ও প্রার্থনা করিয়া এই

অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়া উচিত। এই অনুষ্ঠানের উপাসনাদিতে ভগবান্‌কে লাভ করাই মানবজীবনের পরম চরিতার্থতা। তিনি যে জীবনের পরিচালক, নিয়ামক এবং মুক্তিদাতা, পাপভয়ত্রাতা, জীবনের পরম লভনীয় আনন্দ-ঘন দেবতা, জীবনের নিশ্বাস প্রশ্বাস হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় কাজের ভিতরেও তাঁর শক্তি দর্শন, ও তাঁকে স্বীকার করা এবং তাঁরই হাতে চলা, এই ভাবের সাধন-সঙ্কল্প গ্রহণই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই মর্ম্মেই আরাধনা প্রার্থনা সঙ্গীতাদি হইবে।

গৃহপ্রতিষ্ঠাকে সপ্তম অনুষ্ঠানের অন্তর্গত করিলে অন্যায় হইবে না। জড় জগতের উপাদানে মানবের বুদ্ধিকৌশলে সুরম্য গৃহ ভবন প্রস্তুত হইয়াছে। এ অনুষ্ঠানে নশ্বর দেহের নশ্বর আশ্রয় এই গৃহ—কিন্তু এই গৃহই দেহরক্ষার সহায় হইয়া দেহকে নিত্য আত্মার সাধন ও পরিপোষণকল্পে, স্থূলের ভিতরে সূক্ষ্মকে দর্শনের সুযোগ আনয়ন করিয়া দিতেছে। এই অনুষ্ঠানে মানবে ভগবানের নির্ম্মাণকুশল জ্ঞান, শিল্প, সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্যের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া উদ্বোধন ও আরাধনা প্রভৃতি সম্পন্ন হইলে সমীচীন হয়। প্রার্থনার ভিতর সুখের গৃহবাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রদান এবং জড় গৃহে বাস করিয়া অজর অমর আত্মার আনন্দ ও প্রেম পুণ্য শান্তি অর্জ্জনই সূচিত হইবে এবং তদনুরূপ সঙ্গীত হইয়া অনুষ্ঠান শেষ হইলেই ভাল হয়। (দ্বিতীয়বারে সমাপ্য)

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

কি চাই ?

আমাদের সকলের প্রকৃতি একরকম নয়। আমাদের ধর্ম্ম-জীবনের অভিজ্ঞতা কত বিচিত্র! কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকলেরই কিছু না কিছু জান্‌বার ও বল্‌বার আছে, কর্‌বার যথেষ্ট আছে।

Churchএর, উপাসনামন্দিরের, প্রতি জনসাধারণের উদাসীনতার কারণ, মন্দিরে ঈশ্বরবিষয়ক বক্তৃতা আছে, পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু যাতে প্রাণে শান্তি আসে সেই বস্তু পাই, জাগ্রত ভগবৎবোধ নাই। জগতময় নিরাশা—আশার কথা বলা প্রায়ই হয় না। যাঁরা আশাশীল, তাঁরা বাধা বিঘ্নের মধ্যেও আশার কারণ দেখ্‌তে পান; আর যাঁরা তার বিপরীত, তাঁরা সুযোগ দেখ্‌লেও সন্দেহ করেন। যদি আশাশীল হ'তে চাই, তা হ'লে ইট পাথর ছেড়ে কিছু দিন বনে গিয়ে প্রকৃতির মধ্যে বাস কর্‌তে হবে; প্রকৃতির সরস সজীব আবেষ্টনের মধ্যে ব'সে, নিজের জীবনটাকে ভাল ক'রে দেখ্‌তে হবে। জগৎ চায় সৎ লোক,—সাধুতা। বাগ্মিতা বা পাণ্ডিত্য নয়, সাধুতা। প্রচারককে আচার্য্যকে সকলে সহজেই বল্‌বে, ইনি একজন সাধু পুরুষ। সাধুতাই প্রচারকের শক্তি। কোন ধর্ম্মসমাজ (Church) যখন কতকগুলি Institutionএর সমষ্টি মাত্র হয়ে দাঁড়ায়, তখনই তার মৃত্যু। তোমাদের মত কি—সেটা বড় প্রশ্ন নয়। তুমি ধর্ম্মভীরু সাধু পুরুষ কি না, ভগবানই তোমার লক্ষ্য কি না—সেটাই প্রধান কথা।

রবিবার পদস্থ লোকেরা উপাসনায় আসেন না, সমাজে আসাকে বন্ধন মনে করেন। তাঁরা নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদে সময় কাটান! কিন্তু যদি সমাজকে বাঁচাতে হয়,—জোর দিয়ে একথাই বল্‌তে হবে—ভগবৎ প্রসঙ্গ অর্চ্চনা বন্দনা ছেড়ে জীবনে সুখ শান্তি কল্যাণ নাই।

কত ছেলেমেয়ে বলেন, যে তারা তো তাদের মা বাবাকে প্রার্থনা করিতে দেখেন নাই! বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য, আলোচনা ধুমধাম যথেষ্ট আছে—কিন্তু ব্যাকুল প্রার্থনা কই? মা বাবা গুরুজন যদি ধর্ম্মের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রেই যথেষ্ট হ'ল মনে করেন, তা হ'লে ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মে মতি গতি হবে কি ক'রে?

পরিবারে ধর্ম্মজীবন, ধর্ম্মভাব, ব্যাকুল প্রার্থনা চাই। এজন্যে চাই ধর্ম্মপ্রাণ মা বাবা। খাওয়া পরা আমোদ আহ্লাদের কথা ক'মে গিয়ে—, গতি কি হবে, সন্তানের আত্মার গতি কি হবে, এই চিন্তা প্রধান হওয়া চাই। এটা মা বাবার হাতে। ধর্ম্মের জন্যে, পরিত্রাণের জন্যে, কিছু দিতে হবে, কিছু হ'তে হবে, কর্‌তে হবে।

সমাজের ধর্ম্মভাব যদি ম্লান হ'য়ে থাকে সে তো আমরা করেছি ব'লে হয়েছে। ব্যবসাদার তার পণ্য চালাবার জন্যে যেমন করে, আমরাও ধর্ম্মভাব গৃহে গৃহে জীবনে জীবনে চালাবার জন্যে তেমনি উঠে পড়ে লাগ্‌ব। জগৎ সরল গভীর প্রমত্ত ধর্ম্মভাব চায়—[illegible] চায়, প্রেম চায়, ধর্ম্মজীবন চায়, বড় বড় কথা নয়

সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় ঢাকা সহরে, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সম্মিলনীর পঞ্চত্রিংশৎ অধিবেশন ও উৎসব অত্যন্ত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা, পাটনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও পাবনা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় ১২৫ জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সম্মিলনীর কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহপূর্ণ মুখ শ্রী দর্শন করিয়া সম্মিলনীর উদ্যোগী বন্ধুগণ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ, অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু, এবং স্থানীয় ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর এবং যুবক, বালক ও মিসেস্ নেপালচন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেক মহিলা সম্মিলনীর কার্য্য এবং বিদেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছেন। স্থানীয় যুবক এবং বালকেরা ইহার জন্য অম্লানবদনে যেরূপ ক্লেশস্বীকার করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এই সম্মিলনীর দ্বারা যদি অন্য কোন কার্য্য না-ও হয়, তবুও এইরূপ একটি স্থানে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ মিলিত হইয়া ঈশ্বরের অর্চ্চনা ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ ও উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিলে যে আপন আপন জীবনের ও সমাজের অত্যন্ত উপকার হয়, তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন। বলিতে কি, অনেকেই এই সম্মিলনীর উৎসবে যোগদান করিয়া ঈশ্বরের করুণা ও

সুমধুর প্রেম উপভোগ করিয়াছেন। সম্মিলনীর সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে—

বলিতে গেলে ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতেই সম্মিলনীর উৎসব আরম্ভ হয়। সেই দিন প্রাতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে উপাসনা হয়; অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী উপাসনা করেন। অপরাহ্নে রাজার স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুত ললিতমোহন দাস সভাপতি হন, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, বোম্বাই হইতে সমাগত মিষ্টার ত্রিবেদী এবং ধীরেন বাবু বক্তৃতা করেন। রাত্রে মনোমোহন বাবুর দ্বারা উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রাতে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করেন; তৎপরে সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশন হয়। উক্ত সমিতির মনোনীত সভাপতি রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত উৎসাহের সহিত সম্মিলনীর কার্য্যের সূচনা করিয়াও পীড়ার জন্য ঢাকায় উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ হন; তজ্জন্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাস, প্রসন্ন বাবুর পরিবর্ত্তে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হইয়া সংক্ষেপে স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করেন। তৎপরে বরিশালের শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সম্মিলনীর সভাপতি পদে বৃত হইয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময় সম্পাদক সম্মিলনীর বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে আলোচনা হয়। গুরুদাস বাবু, ধীরেন বাবু, ললিত বাবু, শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী, মিষ্টার ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু প্রভৃতি এবং স্বয়ং সভাপতি প্রচার বিষয়ে আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করেন। শিলং প্রবাসী রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। রাত্রে "ব্রাহ্মসমাজের বাণী" বিষয়ে বক্তৃতা হয়; শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত সভাপতির কার্য্য এবং গুরুদাস বাবু, মনোমোহন বাবু, ধীরেন বাবু, মিষ্টার ত্রিবেদী উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ললিত বাবু উপাসনা করেন, তৎপরে "ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন" বিষয়ে আলোচনা হয়; গুরুদাস বাবু, ধীরেন বাবু, ললিত বাবু, কুশারী মহাশয়, অমৃত বাবু, কাজী আব্দুল গফুর প্রভৃতি বহু বক্তা ও স্বয়ং সভাপতি উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অপরাহ্নে "ব্রাহ্মসমাজের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য কর্ম্মীদল গঠন" "নীতিবিদ্যালয়" ও "স্কুলে নীতিশিক্ষা" বিষয়ে আলোচনা হয়। শশিবাবু, মথুর বাবু, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃত বাবু, ললিত বাবু ও শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন প্রভৃতি ও স্বয়ং সভাপতি মহাশয় উক্ত বিষয়ে আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করেন। রাত্রে গুরুদাস বাবু কর্ত্তৃক উপাসনা সম্পন্ন হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে স্বয়ং সভাপতি মহাশয় উপাসনা করেন। তৎপরে "সেবক পত্রিকা" ও "অনাথ-ধন-ভাণ্ডার" বিষয়ে আলোচনা হয়। সম্প্রতি "সেবক" পত্রিকা বাহির হইবে না, ইহাই স্থির হয়। অনাথধনভাণ্ডার সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা বিশেষ ভাবে সভ্যগণের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ, অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কুমারী নবনীতকোমলা সিংহ, মিসেস্ হেমনলিনী চৌধুরী, মিসেস বিনোদিনী চৌধুরী, মিসেস্ প্যারীমোহন গুপ্ত, মিষ্টার আর, কে, দাস, শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন দাস, মিষ্টার আর, দাস, ডাক্তার প্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ননীভূষণ দাসগুপ্ত প্রভৃতি অনেক পুরুষ ও মহিলা তখনই ধন-ভাণ্ডারে অনেক টাকা নগদ প্রদান করেন এবং অনেকে দিতে প্রতিশ্রুত হন। অর্থের পরিমাণ প্রায় চারিশত টাকা। অপরাহ্নে প্রথমে যুবক সমিতির অধিবেশন হয়। ব্যারিষ্টার মিঃ রমণীকান্ত দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যুবকেরা জীবনের উন্নতি এবং অন্যান্য ভাল কাজে ব্রতী হইবার জন্য স্থায়ীভাবে একটি যুবক সমিতি সংগঠন করেন। মফঃস্বলের ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মভাবাপন্ন যুবকদিগকেও এই সমিতির সভ্য করিয়া লওয়া হইবে। ব্যারিষ্টার রমণীকান্ত দাস এই সভার সভাপতি, অধ্যাপক প্রদোষচন্দ্র রায়-চৌধুরী এম্, এস, সি, ও প্রমোদকুমার সমদ্দার এম, এ, এই সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। যুবক সমিতির পরে সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সর্ব্বশেষে, সম্মিলনীর কয়েকদিনের সম্মিলন, উপাসনা ও আলোচনার দ্বারা সকলে যে অতিশয় উপকৃত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে মিষ্টার দাস ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতিদ্বয় অতি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে উৎসাহ ও প্রীতির সঞ্চার করেন। এই দিবস অপরাহ্নে যাত্রীনিবাসে মহিলাদিগের একটি সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা প্রভাবতী চক্রবর্ত্তীর সভানেত্রীর আসন গ্রহণের পরে, কিশোরগঞ্জের শ্রীমতী অবলা বিশ্বাস, ময়মনসিংহের মহিলা ডাক্তার মিসেস বরা এবং শ্রীমতী মধুস্রবা ভট্টাচার্য্য সংক্ষেপে আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে জমাট নগর সংকীর্ত্তন হয়। সম্মিলনীর অধিবেশনের কয়েকদিনই ভোরবেলায় উষাকীর্ত্তন হইয়াছিল এবং বরিশালের ভাবপ্রবণ-হৃদয় শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষের প্রমত্ত কীর্ত্তনে অনেকেই অতিশয় উপকৃত হইয়াছিলেন।

এই ৩০শে সেপ্টেম্বর স্বর্গীয় আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দিন। তদুপলক্ষে রাত্রে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। সহরের বিস্তর পুরুষ ও নারী আসিয়া মন্দির পূর্ণ করেন। গুরুদাস বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পরে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, অধ্যাপক নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাজী আব্দুল গফুর এবং সভাপতি মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের মহত্ত্ব বর্ণনা করেন।

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৮ই অক্টোবর কাঁথি নগরীতে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ মাইতির পুত্র বরেন্দ্রনাথ ৩৮ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ পিতা মাতা ও শিশু সন্তানদিগকে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২১শে অক্টোবর গিরিডি নগরীতে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সেনের ভবনে পরলোকগত আচার্য্য কালীমোহন দাসের পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বি, রায় আচার্য্যের কাজ করেন এবং বাবু নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলেন। উক্ত তারিখে পাটনানগরীতে ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। জামাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান স্বীকৃত হইয়াছে—নবদ্বীপ স্মৃতিভাণ্ডার ১০৲, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, কলিকাতা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, ঢাকা অনাথাশ্রম ৫৲।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন এবং আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

ছাত্রীদের কৃতিত্ব—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লতিকা রায় ও লীলা রায় দ্বিতীয় বিভাগে এবং অরুবালা সেন গুপ্ত তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালীক্রমে উক্ত ব্রাহ্মসমাজের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে শারদীয় উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে :—১১ই অক্টোবর প্রাতে উৎসবের উদ্বোধন, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস। সন্ধ্যায় উপাসনা ; শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১২ই অক্টোবর প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য ডাঃ বি, রায়। সন্ধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা ; শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় এবং মিঃ ডি, এন, মুখার্জি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৩ই অক্টোবর প্রাতে উপাসনা ; আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়। অপরাহ্নে আলোচনা ; সন্ধ্যায় উপাসনা, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যায় বক্তৃতা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন "মিলনের সন্ধানে" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের স্বর্গারোহণ দিনে উপাসনা, সঙ্গীত এবং প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস উপাসনা করেন। শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র সেন বি, এ, এবং শ্রীমান্ সুশীলকুমার বসু বি, এ, প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২৭ই সেপ্টেম্বর ব্রহ্মমন্দিরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভার ব্যবস্থা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রায় বাহাদুর গণেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, শরৎচন্দ্র গুহ, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার সেন, মন্মথ মোহন দাস, এবং মৌলবী মফিজুদ্দিন আহাম্মদ বক্তৃতা করেন।

বিগত ২৬শে ভাদ্র সায়ংকালে বাবু ললিতকুমার বসুর গৃহে, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে বাবু কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মব্রত "লৌকিকতা" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনান্তে প্রীতিজলযোগে সভার কার্য্য শেষ হয়।

বিগত ২৭শে আশ্বিন প্রাতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাসের গৃহে তাঁহার বালিকা কন্যার রোগমুক্তি উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতি জলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বিগত ১৫ই কার্ত্তিক শারদীয় পূর্ণিমা নিশিতে অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ ঘোষের গৃহে, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় উপাসনা সঙ্গীতাদি হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতিজলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক প্রাতে আচার্য্য কালীমোহন দাস মহাশয়ের আত্ম শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাঁহার নিজ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস পারলৌকিক তত্ত্ব পাঠ, ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাস জীবন-কথা পাঠ, পুত্র বাবু ললিতমোহন দাস এবং কনিষ্ঠ বাবু চন্দ্রনাথ দাস প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা এবং কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হয়। সায়ংকালে কীর্ত্তনান্তে মনোমোহন বাবু প্রার্থনা করেন। তৎপরে প্রায় ৩০০ লোক প্রীতিভোজন করেন।

৫ই কার্ত্তিক সায়ংকালে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে এই উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা এবং সভা হয়। কীর্ত্তনান্তে মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপরে উপরন্ত আচার্য্যের জীবন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস, শ্রীমান সুশীলকুমার বসু, শ্রীমান অশোকানন্দ দাস এবং কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাবু শ্রীচরণ সেন, বাবু প্রসন্নকুমার দাস এবং সভাপতিরূপে মনোমোহন বাবু স্বীয় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিলে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

৩০শে আশ্বিন প্রাতে বাবু বসরঞ্জন সেনের গৃহে এই উপলক্ষে উপাসনা হয়। সত্যানন্দ বাবু আচার্য্যের কার্য্য, মনোমোহন বাবু পারলৌকিক তত্ত্ব পাঠ এবং শ্রীমান্ জীবনানন্দ দাস জীবন-কথা পাঠ করেন। কীর্ত্তনান্তে প্রীতি জলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

৭ই কার্ত্তিক সায়ংকালে বাবু প্রসন্নকুমার দাসের গৃহে এই উপলক্ষে উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু উপাসনা এবং প্রসন্ন বাবু জীবন-কথা পাঠ ও প্রার্থনা করেন। প্রীতিজলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

ছান্দোগ্যোপনিষদ্—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাকরণ ও তাৎপর্য্য ঘটিত বহুল মন্তব্যসহ ব্যাখ্যাত ; পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক খণ্ডশীর্ষ, বিষয়ানুক্রমণিকা ও উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তিবিষয়ক ভূমিকা সহ সম্পাদিত। প্রথমার্দ্ধ—প্রথম চারি অধ্যায়। মূল্য দেড় টাকা। ভূমিকাতে নিম্নলিখিত দার্শনিক তত্ত্ব সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—(১) শ্রদ্ধা ও বিচার (২) চিন্তার তিন স্তর (৩) তিন প্রকার ন্যায় (৪) আত্মজ্ঞান সকল জ্ঞানের আশ্রয় (৫) সাংখ্য ও বৈজ্ঞানিক দ্বৈতবাদ খণ্ডন (৬) ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও অজ্ঞেয়তা-বাদ খণ্ডন (৭) জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ (৮) সৃষ্টিতত্ত্ব (৯) ব্রহ্মবাদের দুই ধারা। অনুবাদ ও টিকা এরূপ প্রাঞ্জল হইয়াছে যে সংস্কৃতে যাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান নাই, তাঁহারাও অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কোনও অবান্তর বিষয়েরই অবতারণা করা হয় নাই। মন্তব্যে যেমন মহেশবাবুর গভীর পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি তাহা হইতে পাঠকগণ বিশেষ সাহায্যও প্রাপ্ত হইবেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অপর একটি সংস্করণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আশা করি আপনার গুণেই ইহা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে।

বিজ্ঞাপন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় অবান্তর নিয়মাবলী অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্য ১৯২৬ সনের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিবরণ ১৯২৫ সনের ১৫ই নবেম্বরের পূর্ব্বে এই অফিসে প্রেরণ করিবেন। প্রার্থিগণ আনুষ্ঠানিক এবং তিন বৎসর স্থায়ী সভ্য হইবেন এবং তাঁহাদের বয়স ২৫ বৎসরের কম হইবে না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিস
২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩ই অক্টোবর, ১৯২৫।

শ্রীবরদাচরণ সেন
সম্পাদক।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২২শে কার্ত্তিক, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ।	১লা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৩২, ১৮৪৭ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৬	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
১৫শ সংখ্যা।	17th November, 1925.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে সকল সত্যের এক অদ্বিতীয় প্রবর্ত্তক, সত্যস্বরূপ জীবন-বিধাতা, তুমি আমাদিগকে প্রতিনিয়ত সত্যের পথে অগ্রসর করিবার, সমস্ত জগৎকে তোমার সত্যে সম্মিলিত করিবারই ব্যবস্থা করিয়াছ—তাহারই জন্য আমাদের হৃদয়ে সত্যানুরাগ, সত্যানুসন্ধানস্পৃহা ও সত্যপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রদান করিয়াছ। আমাদিগকে তুমি কিছুতেই চিরদিন মিথ্যা ও ভ্রান্তিতে ডুবিয়া থাকিতে দেও না। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমরা সকল সময় তোমার সকল সত্য পূর্ণ রূপে বুঝিতে সমর্থ না হইয়া, ভুল ভ্রান্তিতে পতিত হইলেও, তুমি আমাদিগকে তাহাতে তৃপ্ত হইয়া থাকিতে দেও না। নানা রূপে আমাদের অপূর্ণতা দূর করিয়া, আমাদিগকে তোমার পূর্ণতার পথে লইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছ—পরস্পরের সহায়তার দ্বারা পরস্পরের অভাব দূর করিবার আয়োজন করিয়াছ। আমরা যখন শুধু তোমারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলি, তখন দেখিতে পাই তোমার জগতে কোথাও বিরোধের স্থান নাই, সকলেই আমাদের বন্ধু ও সহায়। যখন আমাদের অপূর্ণতা ও অজ্ঞানতার কথা ভুলিয়া একমাত্র আপনারই উপর নির্ভর করিয়া চলিতে চাই, আপনার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া চলি, আপনাকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হই, তখনই মোহান্ধতা বশতঃ বিভ্রান্ত হই ও নানা বিরোধের সৃষ্টি করি। বাস্তবিক তোমার সত্যানুরাগ দ্বারাই যখন চালিত হই, একমাত্র তোমার সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই যখন আমাদের লক্ষ্য থাকে, তখন কোনও ভিন্নতাই বিরোধ উৎপন্ন করিতে পারে না। দৃষ্টিহীনতা বশতঃই আমরা মনে করি যে, তোমার সত্যের জন্যই উক্ত প্রকার বিরোধ ও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি, এবং অনর্থক নিজের ও অপরের অকল্যাণ সাধন করি। হে জ্ঞানস্বরূপ, তুমি আমাদিগকে সে মোহ হইতে সতত রক্ষা কর। আমরা যেন একমাত্র তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া চলি, এক মাত্র সত্যেরই অনুসরণ করি, অন্য কোনও ক্ষুদ্র ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া আমাদের জীবনকে কলুষিত না করি,—বৃথা কলহ বিবাদের সৃষ্টি না করি। আমাদের জীবনে ও সমাজে তোমার সত্যেরই জয় হউক।

নিবেদন।

দূরকে করিলে নিকট—যখন তোমার স্পর্শ পাই, যখন তোমাকে এ জীবনের ভার অর্পণ করিতে পারি, যখন তোমার প্রেমের স্রোতে গা ঢেলে দিতে পারি, তখন আমাতে আর আমি থাকি না,—তখন সবই যেন আপনার হ'য়ে যায়, তখন সকলই সুন্দর, সকলই মধুর; তখন ব্যর্থতার ভিতরে আনন্দ, তখন অশ্রুজলের ভিতরে মাধুর্য্য, তখন উপেক্ষার ভিতরে প্রীতির উৎস। তখন কেহ পর থাকে না; কেহ শত্রু থাকে না; যে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাকেও নিকটে পাই; যে উপেক্ষা ক'রে দূরে চ'লে গিয়েছে, তাকেও প্রাণের ভিতরে দেখ্‌তে পাই; যে কলঙ্ক কালিমা মাখাতে চেয়েছে, তাকেও প্রিয় ব'লে আলিঙ্গন করি; যে আঘাত ক'রেছে তাকেও প্রেমের বেষ্টনের ভিতরে দেখি। তোমার দিকে চেয়ে, তোমার মুখ দেখে, সকল বেদনা, সকল উপেক্ষা, সকল নির্য্যাতন, আনন্দের সহিত সহ্য করতে পারি। তখন দুঃখও আনন্দে পরিণত হয়; বেদনাও তৃপ্তির আকার ধারণ করে। দূরও নিকট হয়। সে সুখের তুলনা নাই।

অজানা পথে—আমি দিন রাত ভেসেই চলেছি; একটানা স্রোতে গা ঢেলেই দিয়েছি—কোন্ দিকে যাই, কোথায় পৌঁছাব, কিছুই জানি না; পথে বন্দর আছে কি না, দাঁড়াবার স্থান, বিশ্রামের যায়গা আছে কি না, জানি না। কেহ একটা আশার কথা বল্‌বে কি না, তরঙ্গে যখন হাবুডুবু খাব, তখন একটু হাত বাড়িয়ে কেহ ধর্‌বে কি না, জানি না; কাল কি খাব, কোথায় থাক্‌ব, কি ভাবে থাক্‌ব, কিছুই বল্‌তে পারি না।

লোকে কত চিন্তা ক'রে চলে, কত ভেবে চিন্তে কাজ করে, ভবিষ্যতের জন্য কত সঙ্কল্প করে, আগু থেকে পথে আশ্রয়ের কত ব্যবস্থা করে! আমার ত তা কিছুই হ'লো না! তোমরা বল আমার দূরদৃষ্টি নাই, আমার সাবধানতা নাই। যা বল তা ঠিক,—ভবিষ্যৎ ভেবে চল্‌তে শিখি নাই। যে দিকে টান এসেছে, সেই দিকেই ভেসে চলেছি; প্রবল তরঙ্গ দেখে ভয় পাই নাই। ভাস্‌তে ভাস্‌তে এই খানে এসে পৌঁছেছি; আরও কত পথ বাকী আছে, কে জানে? আরও কত ধাক্কা খেতে হবে, কে জানে? আরও কত তরঙ্গের আঘাতে উঠ্‌তে হবে, পড়্‌তে হবে, কে জানে? তোমরা তীরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ। আমি ত আমার এ অবস্থার জন্য অনুতাপ করি না। অজানা পথে কে যেন স্রোতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাই বিনা আপত্তিতেই চল্‌ছি।

একটু সায় দেও নি—তোমাদের কাছে ত আর কিছুই চাই নি,—তোমাদের নিকটে ধনের আকাঙ্ক্ষা করি নাই; তোমরা সংগ্রামের সময় সহায় হবে, তা-ও চাই নি। চেয়েছিলাম, একটু সায়। তোমরা ত আমার বন্ধু, আমার প্রিয় জন; তোমাদের ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তোমাদের গায়ে একটু আঘাত লাগলে আমার প্রাণে ব্যথা লাগে। তাই তোমাদের কাছে যাই। আমি অজানা পথে চলেছি; স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছি; উত্তাল তরঙ্গ—কতবার উঠি, কতবার পড়ি! তোমাদের নিকট আর ত কিছু সাহায্য চাই না—তোমরা নৌকা ল'য়ে এই ভীষণ তরঙ্গের ভিতরে আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌বে, তাও চাই না; আমার বিপদে তোমরা ব্যতিব্যস্ত হবে, তাও ত চাই না। চাই একটু সায়, চাই একটু সহানুভূতির দৃষ্টি। তরঙ্গের আঘাতে উঠ্‌তে পড়্‌তে যখন তোমাদের মুখ পানে দৃষ্টি পড়্‌বে, তখন চাই, একটু মিষ্টি হাসি, একটু স্নেহের দৃষ্টি। তাও তোমরা দিতে পার না? তবুও আমি ভয় পাব না, আমি চ'লেই যাব; ভেসেই যাব। তিনি আমায় সায় দিবেন। তোমাদের কাছে যাহা পাই নি, তাহা তিনি দিবেন।

সম্পাদকীয়

সত্যানুরাগ কোথাও বিরোধের কারণ নহে—জগতের ধর্মসমূহের সঙ্গে যতই মিথ্যা কুসংস্কারাদি জড়িত থাকুক না কেন, সত্যানুরাগই—সত্যের প্রতিষ্ঠা ও সত্যানুসন্ধানই—ধর্মের প্রাণ। সত্যানুরাগ ব্যতীত কোনও ধর্মই দাঁড়াইতে পারে না, বিকশিত ও প্রচারিত হইতে পারে না। স্বাভাবিক অবস্থায় সত্যানুরাগের মধ্যে সত্যানুসন্ধান ও সত্য-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দুই-ই সমানভাবে থাকে। বিকৃত অবস্থায় সত্যানুসন্ধান চলিয়া যায় এবং সত্যপ্রতিষ্ঠার স্থান আত্মমত-প্রতিষ্ঠা অধিকার করে; অথচ মানুষ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকেই সত্যানুরাগ বলিয়া ভ্রম করে। তাই মানুষ মিথ্যাকেও যখন সত্য বলিয়া মনে করে, তখনও সেই মিথ্যারই প্রতিষ্ঠার জন্য ধন মন প্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে, সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া খাটিতে এবং জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে, কুণ্ঠিত হয় না। শুধু তাহাই নহে, উহার বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার জন্য অপরের উপরেও নানা প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে, এমন কি, অপরের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিতে, কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। অথচ অজ্ঞাতসারে কোনও নীচ স্বার্থের অথবা আত্মগৌরব-প্রতিষ্ঠার ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া যে এরূপ করে তাহা বলা যায় না—যতই ভ্রান্ত ও বিকৃত হউক না কেন, প্রধানতঃ কল্যাণাকাঙ্ক্ষাই, অপরের মঙ্গল-সাধনেচ্ছাই যে উহার চালক, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। নানা অন্যায় যুদ্ধ বিগ্রহ ও নরশোণিতপাতের বিবরণে সাধারণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা যেরূপ কলঙ্কিত, ধর্ম্মসমূহের ইতিহাস অনেক স্থলে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর কালিমায় লিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উভয়ের কারণ যে এক নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারেরই, তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও সাংসারিক যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে প্রবৃত্ত হইবার সময় মানুষ অনেক স্থলে নিজের একটা মহৎ উদ্দেশ্যের কথা বাহিরে ঘোষণা করিয়াছে, তথাপি অন্তরে সে কোন্ ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও বিশেষ ভুল হয় না। ধর্ম্মসংগ্রামের ইতিহাসে সাধারণতঃ সেরূপ বাহির ও ভিতরের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে আপন আপন জ্ঞান বিশ্বাস অনুসারে সকলে সত্যের জন্যই সংগ্রাম করিয়াছে, সাধু ভাবের—তাহা যতই ভ্রান্ত ও বিকৃত হউক না কেন—দ্বারা চালিত হইয়াই যাহা কিছু অত্যাচার উৎপীড়ন, নরহত্যাদি পাপ পর্য্যন্ত, করিয়াছে। এই হেতুই অনেকে কোনও প্রকার চিন্তা ও বিচার না করিয়া সাধারণ ভাবে সত্যানুরাগকেই যত বিরোধের মূল কারণ বলিয়া ভ্রম করে এবং নিজেরা যখন এরূপ কোনও বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মমত-প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যার ও নীচ ঘৃণিত উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, তখনও মনে করে, সত্যানুরাগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই যাহা কিছু সমস্ত করিতেছে। সত্যানুরাগকে বিরোধের কারণ বলিয়া ভ্রম করিবার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিপদ এখানে। এই জন্যই একটু বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক, প্রকৃত সত্যানুরাগ এসকল বিরোধ ও অন্যায় আচরণের মূল অথবা আংশিক কারণ কি না—উহাকে বিন্দু পরিমাণেও ইহার জন্য দায়ী করা যায় কি না। প্রথমতঃ সত্যানুরাগের মূল প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সত্যানুসন্ধানই উহার প্রাণ—যে সত্যকে ভালবাসে সে অগ্রে সর্ব্বপ্রযত্নে সত্যনির্দ্ধারণের জন্যই ব্যস্ত হইবে, যাহাতে নিজের অজ্ঞানতা বা পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ সত্যনির্ণয়ে কোনও রূপে অসমর্থ হইয়া ভ্রমে ও মিথ্যায় পতিত না হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক থাকিবে, লব্ধ তত্ত্বকে নানা ভাবে ও বিবিধ উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, বিরুদ্ধ পক্ষের কথাও অতি ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবে, সে দিক্ হইতে কোনও প্রকার আলোকরশ্মি প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, তাহা হইতে কোনও নূতন তত্ত্ব লাভ করা, এবং নিজ যুক্তি বিচারে বিন্দুপরিমাণেও ভুল ভ্রান্তি প্রমাণিত হওয়া, সম্ভবপর কি না, তাহা সূক্ষ্ম ভাবে নির্ণয় করিতে একান্ত যত্নশীল হইবে, কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করিবে না। তাহার হৃদয়-দ্বার সকল স্থান হইতেই সত্যের আলোক পাইবার জন্য সতত উন্মুক্ত, কোনও বিষয় সম্বন্ধে কোনও দিকে ক্ষণকালের

জন্যও রুদ্ধ নহে। কোনও প্রকার বিরুদ্ধ আলোকপাত বা বিরোধিতাতে সে বিন্দুমাত্রও ভীত নহে—নির্ভীক ভাবেই সকল বিরুদ্ধ যুক্তি তর্কের সম্মুখীন হইতে সতত উৎসুক। কেননা, সে জানে উক্ত উপায়ে যেরূপ নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য নির্ণীত হইতে পারে, অন্য কোনও প্রকারে তাহা সম্ভবপর নহে; আর যদি আপনার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও কোনও ভয় বা দুঃখের কারণ নাই; যেহেতু, উক্ত প্রকার ভ্রান্তিপরিহারেই কল্যাণ, তাহারও তাহাই একমাত্র লক্ষ্য ও অবলম্বনীয়। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মসিদ্ধান্তে যত দৃঢ় বিশ্বাসই থাকুক না কেন, অল্পমাত্রও অহংকার বা ঔদ্ধত্য যে থাকিতে পারে না, বরং আত্মশক্তির, আপনার জ্ঞান বুদ্ধির, সসীমতা ও ভ্রমপ্রমাদশীলতাবোধ হইতে প্রসূত প্রচুর বিনয় নম্রতাই যে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়, বিনীত হৃদয়ে শিখিবার ভাবটাই যে অধিকতর দৃষ্ট হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য যে, ইহার মধ্যে কলহ বিবাদের, অত্যাচার উৎপীড়নের বা বিরুদ্ধ পক্ষকে,-ন্যায়-সঙ্গত উপায়েই হউক আর অন্যায়রূপেই হউক—জব্দ করিবার ভাব থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সত্যানুরাগের মধ্যে সত্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ভাব ও চেষ্টা যত প্রবলই থাকুক না কেন, বিন্দুপরিমাণেও আত্মগৌরবপ্রচার ও আত্ম-প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়াস থাকিতে পারে না। কেননা, সত্যের প্রতি যাহার যথার্থ ভালবাসা আছে, সে যে একমাত্র সত্যকেই গৌরবান্বিত ও জয়যুক্ত দেখিতে চায়, শুধু তাহার প্রতিষ্ঠার জন্যই হৃদয় মনের শক্তি নিয়োগ করিতে, ধন জন প্রাণ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়, তাহা যেমন সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তেমনি ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে যে, সত্য ব্যতীত অপর কোনও বিষয় সম্বন্ধেই তাহার উক্ত প্রকার ভাব জন্মিতে বা থাকিতে পারে না, সত্যের আসনে অপর কাহাকেও——মিথ্যাকে ত নয়ই, আপনকেও নয়—বসান তাহার পক্ষে কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নহে। কেননা, সত্য অপেক্ষা অপর কিছুকেই সে অধিকতর ভালবাসিতে পারে না,—তাহা করিলে সত্যানুরাগের অভাব বা অল্পতাই সূচিত হয়, স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। এই হেতু ভ্রম বুঝিবামাত্র আপনাকে খর্ব্ব করিয়াও তাহা স্বীকার করিতে, আত্মগৌরব লাঘব করিয়াও সত্যকে মহীয়ান্ করিতে, সর্ব্বোপরি তাহার গৌরবকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে, সে একটুও লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না। তাহার মধ্যে যত প্রবল উৎসাহই থাকুক না কেন, অন্যায় জেদ কিছুতেই থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া ইহাও সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সত্য ও ন্যায় অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ—ন্যায়কে ছাড়িয়া সত্য থাকিতে পারে না। সুতরাং সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহার পক্ষে কোনও অন্যায় উপায় অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে—এক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সে কখনও অপর সত্যকে পদদলিত করিতে পারে না। মিথ্যার সাহায্যে সত্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাহার পক্ষে যেমন অসম্ভব, অন্যায়ের সাহায্যে তাহা করাও তেমনি অসম্ভব—সে কোন প্রকারেই সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদাকে বিন্দু পরিমাণে লঙ্ঘন করিতে পারে না। যেখানেই সেরূপ কিছু করিতে কেহ অগ্রসর হয়, সেখানেই বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি অপর কোনও ক্ষুদ্রতর লক্ষ্য দ্বারাই চালিত হইয়া কার্য্য করিতেছে, অন্তরের অন্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠাই—সত্যপ্রতিষ্ঠা নহে—চাহিতেছে। আর অপরকে সত্যের পথে আনিতে, অপরের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলেও, তাহা যে বলপ্রয়োগ বা অত্যাচার উৎপীড়ন-দ্বারা অথবা মিথ্যা চাতুরীর সাহায্যে সম্ভবপর নহে, শান্ত স্থির যুক্তি বিচার আলোচনার মধ্য দিয়াই, নিরপেক্ষ ভাবে সত্যনির্ণয়ের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার ভিতর দিয়াই হইতে পারে, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। না জানিয়া না বুঝিয়া সত্যগ্রহণের কোনও অর্থই নাই—সেরূপ সত্যের স্বীকারে মিথ্যারই প্রতিষ্ঠা হয়। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলিতে হয় যে, মানুষ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ভ্রম করিলেও, যে পর্য্যন্ত নিজের ভ্রম না বুঝিতে পারিবে, প্রকৃত সত্য না জানিতে পারিবে, সে পর্য্যন্ত ঐ ভ্রমকেই স্বীকার করিবে, তাহাই অনুসরণ করিবে—তাহা না করাই অন্যায় হইবে। সত্যগ্রহণের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত না থাকা যেরূপ অন্যায় ইহাও তেমনি অন্যায়—সত্যানুরাগের বিরোধী। ইহার অর্থ অবশ্য এরূপ নহে যে, সে চিরকাল ভ্রমের মধ্যেই ডুবিয়া থাকিবে, ভ্রম হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কিছুই চেষ্টা করিবে না। সত্যেই থাকুক আর ভ্রমেই থাকুক, চিরকাল সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকাই, নূতন ও পূর্ণতর সত্যলাভের জন্য নিয়ত আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত থাকাই যে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও শাশ্বত অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং যে দিক দিয়াই বিচার করি না কেন, কোনও রূপেই দেখিতে পাই না যে, সত্যানুরাগ বিরোধ উৎপন্ন করিবার কারণ। ধর্ম্ম জগতেই হউক, আর বৈজ্ঞানিক জগতেই হউক, সত্য লইয়া যত সংগ্রাম ও বিরোধ, অত্যাচার ও উৎপীড়ন প্রভৃতি হইয়াছে, তাহার ইতিহাস আলোচনা করিলেও ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও দৃষ্ট হয় না, প্রকৃত সত্যানু-রাগই তাহার কারণ, বরং সত্যানুরাগের অভাব, সত্যানুসন্ধানে উদাসীনতা, নিজের মত সমর্থনে অন্যায় জেদ, আত্মপ্রতিষ্ঠাই সকলের মূল বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে। বিশেষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, প্রত্যেকটি ঘটনার মূলে একটু প্রবেশ করিলেই, ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। সুতরাং উভয় প্রকার প্রমাণ হইতেই আমরা দেখিতে পাইব, প্রকৃত সত্যানুরাগ বিরোধের কারণ নহে, তাহার অভাবই যত কলহ বিবাদ অত্যাচার উৎপীড়নের মূল। চিন্তা ও বিচারের অভাব বশতঃই মানুষ আপনার অন্যায় জেদকে, আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাবকে, সত্যানুরাগ বলিয়া ভ্রম করে এবং উক্ত ভ্রান্তি বশতঃ শুধু যে নানা অশান্তি উৎপন্ন করে তাহা নহে, নিজের এবং অপরের মহা অকল্যাণও সাধন করে—সত্যের প্রতিষ্ঠায়ই নিযুক্ত আছে মনে করিয়া ক্রমে অধিকতর অসত্যের অন্ধকারে ও নানা প্রকার অন্যায়াচরণে নিমজ্জিত হয়। তাই আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে, আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া সত্যপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ ও উৎসাহের নামে সত্য ও ন্যায় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অকল্যাণের পথে ধাবিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই হেতু সর্ব্বদা আপনাকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, আমরা যথার্থ

সত্যানুরাগের দ্বারা চালিত হইয়াই সকল কার্য্য করিতেছি, একমাত্র সত্যকেই সর্ব্বদা চাহিতেছি, সর্ব্বাবস্থায় সত্যানুসন্ধানেই রত আছি, সত্যের জন্য হৃদয়-দ্বার চির উন্মুক্ত রাখিয়াছি, শুধু সত্যেরই প্রতিষ্ঠা ও গৌরববর্দ্ধনে সতত নিযুক্ত আছি, না, আপনি যেটুকু জানিয়াছি বুঝিয়াছি তাহা পাইয়াই বেশ তৃপ্ত আছি, তাহাতেই আবদ্ধ আছি, উহার মধ্যে কোনও অসত্য বা অপূর্ণতা আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রস্তুত না হইয়া, অপরের মধ্যে গ্রহণীয় কিছু আছে কি না তাহা না দেখিয়া, নূতন বা পূর্ণতর সত্যের পথ রুদ্ধ করিতেছি, অপর দিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, আপনার জেদ বজায় রাখিবার জন্যই চেষ্টিত আছি—তাহাতে সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছি না। আমরা যাহারা বিশেষ ভাবে এই দেশে সত্যপ্রতিষ্ঠার গুরুতর দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা এরূপ সূক্ষ্ম আত্মপরীক্ষায় কখনও ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। এ বিষয়ে কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করিলে শুধু যে আমাদের উক্ত কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থ হইব তাহা নহে, নিজেদেরও মহা অকল্যাণই সাধন করিব, মৃত্যুময় অসত্য ও অন্যায়ের পথেই আপনাদিগকে পরিচালিত করিব। আমাদিগকে এবিষয়ে সর্ব্বদা বিশেষ ভাবে সজাগ থাকিতে হইবে। যেখানেই সত্যের জন্য কোনও বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেখানেই গভীর ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, উহার মধ্যে প্রকৃত সত্যানুরাগ ব্যতীত আর কোনও ক্ষুদ্র ভাব আমাদের অন্তরে লুক্কায়িত ভাবে কার্য্য করিতেছে কি না, আমরা বিশুদ্ধ সরল সত্যের পথ অনুসরণ করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতেছি কি না, বিরুদ্ধ পক্ষ হইতেও সত্য গ্রহণ করিতে চেষ্টিত আছি কি না, সত্যানুসন্ধানে বিরত হইয়া আলোক-প্রবেশপথ রুদ্ধ করিতেছি কি না, আপনাকে খর্ব্ব করিয়াও সর্ব্বোপরি সত্যকে গৌরবান্বিত করিতে প্রস্তুত আছি কি না। সত্যস্বরূপ জীবনদেবতা আমাদিগকে প্রকৃত সত্যানুরাগ প্রদান ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। আমরা যেন কখনও সত্যের অনুসরণ হইতে এক চুলও বিচলিত হইয়া কোনও অন্যায় বিরোধে প্রবৃত্ত না হই। তাঁহার পবিত্র ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের জীবনে জয়যুক্ত হউক।

নানকবাণী

৭

হাটী বাটী রহহ নিরালে রূখ বিরখ উদিআনে।
কন্দ মূল অহারো খাঈঐ অউধূ বোলৈ গিআনে।
তীরথ নাঈঐ সুখ ফল পাঈঐ মৈল ন লাগৈ কাঈ।
গোরখ পুত লোহারীপা বোলৈ জোগ জুগত বিধি সাঈ।

নোট—হাটী=দোকান পাট; বাটী=পথ ঘাট; উদিআনে=জঙ্গলে; রূখ=বৃক্ষ; হাটী বাটী=গ্রাম হইতে, পথ হইতে, সাংসারিক ব্যবহার হইতে।

কাঈ=কোন, শৈবাল

সাঈ=ইহাই

ট্রাক্ট সোসাইটি অর্থ করেন সাঈ=সমস্ত সমস্ত, যোগ বিধি করিবে।

ভাবানুবাদ

লোকালয় হইতে নির্জ্জনে থাক, বৃক্ষতলায় কোন জঙ্গলে বাস কর।

ফলমূল আহার করিবে, অবধূত সন্ন্যাসী এই জ্ঞান শিক্ষা দেন।

তীর্থে স্নান করিলে সুখ ফল পাইবে, কোন প্রকারের মলিনতা স্পর্শ করিবে না।

গোরখনাথের শিষ্য লোহারীপা বলেন, ইহাই যোগের যথার্থ বিধি।

৮

হাটী বাটী নীদ ন আবৈ পর ঘর চিত ন ডুলাঈ।
বিন নাবৈ মন টেক ন টিকঈ নানক ভূখ ন জাঈ।
হাট পটণ ঘর গুরু দিখাইআ সহজে সচ বাপারো।
খণ্ডত নিদ্রা অল্প অহারং নানক তত বীচারো।

ভাবানুবাদ

লোকালয়ে নিশ্চয় থাকো, কিন্তু অলসতা বা জড়তা না আসে; সংসার ত নিজ গৃহ নহে, পরের গৃহে চিত্তকে চঞ্চল হইতে দিও না।

নাম বিনা মন কোন স্থানে স্থির হয় না, নানক বলেন ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটিবে না।

লোকালয়ে ভগবান দর্শন দেন, আনন্দের সহিত সর্ব্বকার্য্যে সত্য অনুষ্ঠান করো।

নানক বলেন, নিদ্রা পরিহার করিয়া অল্পাহার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করো।

৯

দরসন ভেখ করহু জোগিন্দ্রা মুন্দ্রা ঝোলী খিন্থা।
বাহর অন্তর এক সরেবহু খট দরসন ইক পন্থা।
ইনবিধ মন সমঝাঈঐ পুরখা বাহুড়ি চোট ন খাঈঐ।
নানক বোলৈ গুরমুখ বূঝৈ জোগ জুগত ইব পাঈঐ।

ভাবানুবাদ

আমাদের সাম্প্রদায়িক মতের ভেখ তুমি গ্রহণ কর, তুমি যোগীন্দ্র উপাধি পাইবে, কর্ণাভরণ পরিধান কর, কন্থা ও ঝুলি বেশরূপে গ্রহণ কর।

বাহিরে ও অন্তরে আমাদের যোগের এক শ্রেষ্ঠ পন্থা অবলম্বন কর, ছয় দর্শনের মধ্যে এই এক পন্থাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

নোট—পর ঘর—কেহ কেহ অর্থ করেন পরস্ত্রী দেখিয়া বা পরধন দেখিয়া—ট্রাক্ট সোসাইটি। হাট পটণ ঘর=শরীরে, ইন্দ্রিয়-মধ্যে বাস করিয়াও গুরু স্বরূপ দেখাইয়া দিয়াছেন—ট্রাক্ট সোসাইটি।

খণ্ডত নিদ্রা—যুক্তাহার বিহারস্য গীতার উপদেশই গুরু নানক দিয়াছেন।

নোট—ট্রাক্ট সোসাইটির অনুবাদানুযায়ী এই অনুবাদ করিলাম। অনুবাদকারীরা অনুভব করেন যে, কোন এক জন গুরু নানককে স্বীয় ধর্ম্মমত দিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি এই প্রকারে গুরু নানককে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। দরসন=মত, ধর্ম্মপন্থা।

ওহে ভদ্র পুরুষ! এই প্রকারে মনকে বুঝাও, ইহার ফলে তোমাকে বারবার মৃত্যুর আঘাত সহ্য করিতে হইবে না।

গুরুর শিষ্য বলিতেছে নানক বুঝিবেন, যোগের বিধি এই প্রকারে লাভ হয়।

১০

অন্তর সবদ নিরন্তর মুদ্রা হউ মৈ মমতা দূর করী।
কাম ক্রোধ অহংকার নিবারৈ গুরকে সবদ সু সমঝপরী।
খিন্থা ঝোলী ভরপুর রহিআ নানক তারৈ এক হরী।
সাচা সাহিব সাচী নাঈ পরখৈ গুরকী বাত খরী।

ভাবানুবাদ।

ব্রহ্ম যিনি সকলের অভ্যন্তরে আছেন তাঁহাকে জানিয়া যোগীন্দ্র হইয়াছি।

আত্মাভিমান এবং মমতা দূর করিয়াছি, এই মুদ্রা (সংযম) ধারণ করি।

কাম ক্রোধ অহঙ্কার নিবারণ করিয়া ব্রহ্মবাণী বুঝিতে পারিয়াছি। (ইহাই আমার পন্থা)

কন্থা আমার এই যে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র পূর্ণ করিয়া আছেন, ঝুলি এই যে আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, নানক এই জানিয়াছে যে এক হরি ভিন্ন আর কেহ দাতা পরিত্রাতা নাই।

আমার প্রভু সত্য, তাঁহার নাম সত্য, ব্রহ্মবাণী খাঁটি, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

১১

উধউ খপর পঞ্চভূ টোপী।
কাঁইআ কড়াসণ মন কাগোটী।
সত সন্তোখ সংজম হৈ নাল।
নানক গুরমুখ নাম সমাল।

ভাবানুবাদ

উল্ট হৃদয়-কমলকে সোজা করা আমার খপ্পর, পঞ্চতত্ত্বের গুণধারণ আমার টুপি।

শরীরকে বশ করা আমার উষ্ণীশ, মনঃসংযমন আমার কৌপীন।

সত্য, সন্তোষ এবং সংযম আমার সঙ্গী।

নানক বলেন, ভগবন্মুখী হইয়া নামকে যত্নের সহিত রক্ষা কর।

১২

কবন সু গুপ্তা কবন সু মুকতা।
কবন সু অন্তর বাহর জুগতা।
কবন সু আবৈ কবন সু জাই।
কবন সু ত্রিভবণ রহিআ সমাই।

ভাবানুবাদ

সে কে যে গুপ্তভাবে আছে, মুক্তই বা কে?
অন্তরে বাহিরে কে জুড়িয়া আছে?
সে কে যে আসে ও যে যায়?
সে কে যে ত্রিভুবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছে?

১৩

ঘট ঘট গুপ্তা গুরমুখ মুকতা।
অন্তর বাহর সবদ সু জুগতা।
মনমুখ বিন সৈ আবৈ জাই।
নানক গুরমুখ সাচ সমাই।

ভাবানুবাদ

পরমেশ্বর ঘটে ঘটে গুপ্তভাবে বর্ত্তমান, সেই শ্রেষ্ঠ গুরুই মুক্ত পুরুষ।

ব্রহ্মই অন্তরে বাহিরে সব জুড়িয়া আছেন।

মনের বশবর্ত্তী হইলেই বিনাশ হয় ও আনাগোণা আরম্ভ হয়।

নানক বলেন, শ্রেষ্ঠ গুরু পরমেশ্বর সত্যেতে প্রবিষ্ট আছেন।

ক্রমশঃ

শ্রী অবিনাশচন্দ্র মজুমদার

নোট।—মুদ্রা যোগীদিগের কর্ণাভরণ; ইহার দ্বিতীয় অর্থ সংযম, যাহা দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিকে দমন করা যায়।

নবম বাণীতে যোগীদিগের অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে— নানক, তুমি যোগীন্দ্র হও, আমাদিগের পন্থানুসারে মুদ্রা, কন্থা ও ঝুলি ধারণ কর, মনকে বুঝাও এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ পন্থা যোগের অবলম্বন কর। দশম বাণীতে গুরু নানক ইহার প্রত্যেকের উত্তর দিয়াছেন। ট্রাক্ট সোসাইটির অনুবাদানুসারে অনুবাদিত হইল।

সবদ = ব্রহ্ম, গুরু = ভগবান

নোট।—যোগীদিগের কতকগুলি বহিঃ চিহ্ন আছে; সেই গুলিকে গুরু নানক আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করিতে বলিলেন। (১) খপ্পর, (২) টুপি, (৩) উষ্ণীশ, (৪) কৌপীন (৫) শিষ্য, যাহারা সঙ্গে থাকে (৬) যোগ যুক্তি।

উধউ = উল্টকে সোজা করা; পঞ্চভূ = আত্মা বা মন; কড়াসণ = উষ্ণীষ, মাথা বাঁধিবার বস্ত্র; কাগোটী = পরিধান বস্ত্র বা কৌপীন; নাল = সঙ্গের শিষ্যবর্গ; নাম = যোগবিধি।

নোট।—ইহা সিদ্ধদিগের প্রশ্ন।

নোট। গুরমুখ মুকতা—ট্রাক্ট সোসাইটি অনুবাদ করিয়াছেন যে মানুষ গুরমুখ অর্থাৎ গুরাদিষ্ট সাধু সেই মুক্ত।

সবদ = ব্রহ্ম।

ট্রাক্ট সোসাইটি শেষ পংক্তির অর্থ করিয়াছেন—নানক অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুঃখের ভিতরে নাই সেই পূজ্য, সেই শ্রেষ্ঠ, সেই সত্য ও ত্রিভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া আছে।

নানকের এই প্রকার অর্থ করিয়া তাঁহাকে দেবতা করিয়া তোলা হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ (১৫)।

তৃতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ উপনিষদের এমন কতকগুলি বচন সংগৃহীত হইয়াছে, যাহাতে ব্রহ্মকে 'অক্ষর' (১৬ সংখ্যক বচনে 'অব্যয়') বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের

প্রথম তিনটি বচন মুণ্ডকোপনিষদের, তার পরে আটটি বচন বৃহদারণ্যকোপনিষদের। শেষ দুইটি বচন তৈত্তিরীয় ও কঠ উপনিষদ্ হইতে গৃহীত; সে দুটির বিষয়, ব্রহ্মকে ভয় করা।

১৪। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ

এই অংশ মুণ্ড ১।২।১২ শ্লোকের তৃতীয় চরণ। 'তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্', এই অংশ মুণ্ড ১।২।১৩ শ্লোকের প্রথম চরণ; 'প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়' দ্বিতীয় চরণ; 'যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং' তৃতীয় চরণ; এবং 'প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্' চতুর্থ চরণ।

প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডটিতে এই সকল বিষয় বলা হইয়াছে,—(১) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাগাদি কর্ম্ম করার সুফল (১-৭); (২) সুফল থাকিলেও ইহা অশ্রেষ্ঠ; ইহাকে যাহারা শ্রেষ্ঠ মনে করে তাহারা অন্ধ, ও অপরকে উপদেশ দিবার সর্ব্বথা অযোগ্য (৭-১০); (৩) অরণ্যবাসী শান্ত ব্রহ্মবিদ্‌গণই গুরু হইবার যোগ্য।

'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ', ইহার সহিত উপনিষদে আছে, 'সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্'। সে কালের রীতি ছিল যে, শিষ্যত্বপ্রার্থী ব্যক্তি হস্তে সমিধ্ অর্থাৎ হোমাগ্নির জন্য কাষ্ঠ লইয়া গুরুর নিকটে উপস্থিত হইত। গুরু তাহাকে কিছু প্রশ্ন করিয়া বুঝিয়া লইতেন যে, সে শিষ্যত্বের উপযুক্ত কি না।

'সম্যক্' কথাটি মূলে 'উপসন্নায়' কথার বিশেষণ ছিল বলিয়া বোধ হয়। সম্যক্ উপসন্ন, অর্থাৎ (শিষ্যত্বপ্রার্থী হইয়া) যথাবিধি গুরুর সমীপে আগত। শ্রদ্ধা ও বিনয়ে পূর্ণ হইয়া এবং সমিধ্ হাতে লইয়া না আসিলে সম্যক্ উপসন্ন হওয়া হইত না। আজকাল কেহ কলেজে ভর্ত্তি হইতে চাহিলে তাহাকে form fill up করিতে হয়; তখন ঐ ভাবে উপস্থিত হওয়াটাই ছিল proper form of applying for admission.

শিষ্যত্বপ্রার্থীকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে তাহাকে একটু গড়িয়া লওয়া হইত, (অর্থাৎ, preliminary training and discipline এর মধ্যে রাখা হইত)। তাহা এই শ্লোকে দুইটি কথার দ্বারা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইয়াছে,—প্রশান্তচিত্তায়, শমান্বিতায়। দুইটি শব্দেই শম্ ধাতুর প্রয়োগ আছে; প্রথমটিতে বাসনা, দ্বিতীয়টিতে ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করিবার প্রয়োজন সূচিত হইতেছে। বাসনাসকল সংযত না হইলে ইন্দ্রিয়সকল ও মন স্থির হয় না; 'শমান্বিত' হওয়া যায় না। ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার পূর্ব্বে কিরূপ হওয়া চাই?—Controlled in desires, controlled in thoughts. বৃহদারণ্যকোপনিষদে ইহা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে; তাহা আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম বচন (শান্তো দান্তঃ ইত্যাদি) পড়িবার সময় আলোচনা করিব।

'অক্ষর' ও 'অব্যয়' এই দুইটি শব্দ, অক্ষয় ও অপরিবর্ত্তনীয় অর্থে উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহার দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা (গুরু এইরূপ উপযুক্ত শিষ্যকে,) যথাবৎ বলিয়া থাকেন।

'প্রোবাচ' এই শব্দে লিট্ বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে। বৈদিক ভাষায় লিট্ বিভক্তির অর্থ সাধারণতঃ এই দুই প্রকার:—(১) কর্ত্তা কার্য্যটি করিয়াছেন, (২) কর্ত্তা কার্য্যটি পূর্ব্বে করিয়াছেন এবং এখনও করেন। এখানে এই দ্বিতীয় অর্থে 'প্রোবাচ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে এই দ্বিতীয় অর্থটি অতিশয় প্রসিদ্ধ, এবং অনেক স্থলে ইহাকে স্পষ্ট করিবার জন্য 'পুরা নূনং চ' (অর্থাৎ পূর্ব্বে এবং এখনও) এইরূপ ক্রিয়া-বিশেষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকে। (Macdonell's Vedic Grammar for Students, p. 341.)

দেবেন্দ্রনাথ এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে লিখিতেছেন, "সেই গুরুর কর্ত্তব্য যে, যে-জাতীয় যে-কোন শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন, তিনি তাঁহাকে যথাবৎ উপদেশ প্রদান করেন; তাহাতে অবহেলা না করেন।" ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার যে শুধু ব্রাহ্মণের নহে, এখানে দেবেন্দ্রনাথ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন।

এই শ্লোকটি এই অধ্যায়ের প্রথমে স্থাপন করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মরাজ্যে গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার মতামত কিরূপ ছিল, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন, গুরু জ্ঞানপথে সহায়। তত্ত্বজ্ঞান পরিষ্কার করিয়া দিতে, শাস্ত্রের ও অন্যান্য গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দিতে গুরুর সহায়তা আবশ্যক; এবং গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সমন্বিত হওয়াও শিক্ষার্থীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

কিন্তু (ধর্ম্মজীবনে) **কর্ত্তব্যের আদেশ করা গুরুর কাজ নহে।** মানুষের অন্তরে তাহার যে পরম গুরু পরমেশ্বর রহিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ তাহাকে কর্ত্তব্যের বা সাধনের পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

তদ্ভিন্ন, দেবেন্দ্রনাথ কোনও গুরুকে একমাত্র অথবা অভ্রান্ত গুরু বলিয়া মানিয়া লইবার বিরোধী ছিলেন; গুরুর বাহ্য পূজাকে অসার ও নিষ্ফল কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন এবং গুরুকর্ত্তৃক কৃত্রিম শক্তিসঞ্চার প্রভৃতিকে অশ্রদ্ধেয় কুসংস্কার বলিয়া অনুভব করিতেন। স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে লিখিত তাঁহার দুইখানি পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে:—

"যদি জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি অপরা বিদ্যা শিক্ষার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক হয়, তবে কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক হইবে না? এমন কখনই হইতে পারে না। নিপুণরূপে ব্রহ্মজ্ঞান শিখিতে হইলে বিদ্বান্ গুরুর নিতান্ত আবশ্যক। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে এই উপদেশ আছে,—'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ'। সদ্‌গুরুর নিকটে শিক্ষা ব্যতীত, তাঁহার পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ, প্রভৃতি কার্য্যের কিছুই মাহাত্ম্য নাই। ইহা কখন ধর্ম্মসাধনের উপায় নহে। সদ্‌গুরুর নিকটে শিক্ষালাভ করাই একমাত্র উপায়।

পৌত্তলিককে নিরাকার ব্রহ্মোপাসক করাই ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৌত্তলিককে তাহার ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ কর। কিন্তু এ কথা বলিও না যে, 'যাঁহার যাহা বিশ্বাস তিনি তাহাই সরল ভাবে সাধন করুন, কালে সত্য লাভ করিবেন।' এ কথা বলিলে কালেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়, আচার্য্যকর্ত্তৃক উপদেশের আবশ্যক থাকে না।"

"আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ তাহা স্বাভাবিক যোগ; এবং ঋষিদিগের আত্মা অবধি আমাদিগের প্রত্যেকের আত্মায়, স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়। এই আত্ম-প্রত্যয়ের স্থানে কি এখন 'সাধুর পদে পড়িয়া না থাকিলে, সাধুর পদধূলি অঙ্গে না মাখিলে, এবং অন্য কর্তৃক শক্তি সঞ্চারিত না হইলে মনুষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না', এই প্রত্যয়কে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে? এই প্রত্যয়কে যদি হৃদয়ে স্থান দিতে হয়, তবে গায়ত্রী মন্ত্রের মূল্য থাকে না; 'হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ' অর্থাৎ হৃদ্‌গত সংশয়-রহিত বুদ্ধির যোগে মনন করিলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, এই ঋষি-বাক্য মিথ্যা হয়; এবং, আধ্যাত্মিক যোগের শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বিশ্বাস বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।"—(স্থূলাক্ষর ব্যবহার আমার কৃত।)

৬১। অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সাম-বেদো হথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরং অধিগম্যতে,—এই বচনটি মুণ্ড ১।১।৫ হইতে গৃহীত। এটি ১৮৪১ সালের বৈশাখ মাস হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মটো-রূপে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন।

মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে যে, শৌনক নামক কোনও মহাশাল (অর্থাৎ বড় গৃহস্থ) ঋষি অঙ্গিরসের নিকটে 'বিধিবৎ উপসন্ন' হইলেন (অর্থাৎ যথাশাস্ত্র সমিৎপাণি ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলেন); এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্, সে কি-বস্তু, যাহা জ্ঞাত হইলে এই-সমুদয় জানা হইয়া যায়?"

[ঠিক এতদনুরূপ একটি প্রশ্নের আলোচনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি।]

অঙ্গিরস বলিলেন, "ব্রহ্মবিদেরা বলেন, জানিবার যোগ্য দুই প্রকার বিদ্যা আছে, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ, এ সকল অপরা বিদ্যা; কিন্তু যাহাদ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা।"

ঋগ্বেদ প্রভৃতি চারিটির নাম বেদ; শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টির নাম বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গসকলে বেদ-মন্ত্রের অর্থ, ব্যুৎপত্তি, ও যজ্ঞে ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। শিক্ষা (অথবা 'শীক্ষা') অর্থ Vedic phonetics অর্থাৎ বৈদিক উচ্চারণ-শাস্ত্র। কল্প অর্থ যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানসম্বন্ধীয় শাস্ত্র; বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই শাস্ত্র ক্রমশঃ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যাকরণ শাস্ত্র এদেশে বৈদিক যুগ হইতে (পাণিনির বহু পূর্ব্ব হইতেই) আলোচিত হইতেছে; পাণিনি অনেক পূর্ব্বাচার্য্যগণের নাম করিয়াছেন। নিরুক্ত, বৈদিক কোষ-বিশেষ। ইহাতে বৈদিক দুরূহ স্থানসকলের কিছু কিছু ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। ছন্দঃ শাস্ত্রে বেদমন্ত্রসকলের ছন্দ এবং জ্যোতিষে যজ্ঞাদির কাল-নির্ণয়ের উপায় আলোচিত হইত। এ সকল বেদ ও বেদাঙ্গ অপরা অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। উপনিষদ্ এ সকল হইতে ভিন্ন। তাহার আলোচ্য বিষয়, বেদের মন্ত্র বা যজ্ঞ নহে, কিন্তু পরম তত্ত্ব। তাই তাহার নাম বেদান্ত, অর্থাৎ বেদের অন্ত-মূলক (তত্ত্বালোচনা-লক্ষ সিদ্ধান্ত-মূলক) অংশ। কেহ কেহ বলেন, বেদান্ত-শব্দের অর্থ বেদের অন্তিম অংশ; তাহা ঠিক মনে হয় না। উপনিষৎ-সকল যে সমুদয় বেদ ও বেদাঙ্গের পরে রচিত হইয়াছে তাহা নহে; এবং 'অন্ত' কথাটি 'আলোচ্য তত্ত্ব' অর্থে উপনিষদে বহুল ভাবে ব্যবহৃত। পরম তত্ত্ব, অর্থাৎ ব্রহ্ম বা 'অক্ষর'-বিষয়ক তত্ত্ব যাহাদ্বারা জানা যায়, সেই উপনিষদ্‌ই পরা বিদ্যা।

ক্রমশঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আত্মদৃষ্টি ও ধর্ম্মলাভ।

জীবনে আত্মদৃষ্টি লাভ করার মত কঠিন সমস্যা আর নাই। ঈশা ধনীদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, "একটী উষ্ট্রের পক্ষে সূচের ছিদ্র দিয়া যাওয়াও সহজ হইতে পারে, কিন্তু ধনী লোকের স্বর্গে গমন করা তাহা অপেক্ষাও কঠিন।" কথার মধ্যে গভীর সত্য আছে—যাহার হৃদয় ধনলালসাতে পূর্ণ, ঈশ্বর-প্রেম সে হৃদয়ে স্থান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

আপনাকে জানা, আপনার দোষ দুর্ব্বলতা বুঝা, মানুষের পক্ষে বড়ই কঠিন। নিজে সকল বিষয় ভাল বুঝে, এই ধারণাটা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান লোকদের আছে। কিন্তু যাহারা প্রতিভাশালী তাহারা আত্মদৃষ্টি ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অন্ধ। ঈশার বাক্য কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলা যায়—It is easier for an elephant to pass through the eye of a needle than a for talented man to have self-knowledge.

একটী হাতীর পক্ষে ছুচের ছিদ্র দিয়া যাওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে আত্মজ্ঞানলাভ, আত্মদোষদর্শন সম্ভবপর নহে। একজন মহা তত্ত্বদর্শী লোক বলেন—

It is indeed the temptation of all talents to subordinate things,—to conquer for the sake of conquest and to put selflove in the place of conscience. Talent and love of truth are not then identical; their tendencies and paths are different. In order to make talent obey, when its instinct is rather to command, a vigilant moral sense and a great energy of character are needed. Our systems perhaps are nothing more than an unconscious apology for our faults—a gigantic scaffolding, whose object is to hide from us our favourite sin. The highest and most profitable lesson is the true knowledge and lowly estimate of ourselves. Whosoever knoweth himself is lowly in his eyes and delighteth not in the praise of men. সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের একটা বিশেষ প্রলোভন এই—প্রতিভাকে সত্য বস্তুর অধীন করেন না, বরং সত্যকে প্রতিভার

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সায়ংকালীন উপাসনায় বিবৃত

অধীন করেন। প্রতিভা জয়ের জন্য জয় করে, ও আত্মপ্রীতিকে বিবেকের স্থানে বসাইয়া দেয়। তাই বলি, প্রতিভা ও সত্যে প্রীতি এক নহে; তাহাদের গতি ও পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিভার প্রকৃতি সর্ব্বদা কর্তৃত্ব করা; তাই প্রতিভাকে যখন শাসনাধীন করিতে হয়, তখন সজাগ নৈতিক-বুদ্ধি ও চরিত্র-বলের প্রভাবের কত প্রয়োজন। আমাদের প্রণালীগুলি অজ্ঞাতসারে নিজ দোষসমর্থনের প্রয়াস মাত্র—ইহা একটা প্রকাণ্ড মঞ্চ, যাহার উদ্দেশ্য নিজের প্রিয় পাপগুলিকে ঢাকিয়া রাখা। সকলের অপেক্ষা উচ্চ ও লাভজনক শিক্ষা—নিজের বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান ও নিজের সম্বন্ধে বিনয় পোষণ করা। এই সাধু উক্তি কত সত্য যে, যে নিজেকে জানে সে নিজের দৃষ্টিতে অতি বিনীত, ও মানুষের সুখ্যাতি শুনিয়া কখনও আনন্দিত হয় না।

তাই ঈশার উক্তির সত্যতা অনুভব করি—শিশুদিগকে আসিতে দাও, কারণ, সকল শিশুভাবাপন্ন ব্যক্তিরাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। তাই বলি, আপনাকে জানাই ধর্ম্মের সার কথা। আপনাকে জানিলেই ভক্তিলাভ হয়—ধর্ম্মের গৃহে প্রবেশ করা যায়। ধন, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ধর্ম্মের গৃহে প্রবেশের অন্তরায় জানিয়া, সকলে দীনহীন শিশু হইয়া ঈশ্বরের দ্বারে প্রবেশ করি।

ধর্ম্মের কার্য্য কি? এক কথায় বলা যায় উন্নত চরিত্র গঠন। অনেক সময় দেখা যায় ধর্ম্ম যেন মানুষকে নারীপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও ক্ষীন করে। ধর্ম্মের কার্য্য তাহা নহে। ধর্ম্মের প্রথম কার্য্য মানুষকে সৎসাহস দেওয়া। এই সৎসাহস পাইলে মানুষ দুঃখ বিপদ, অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য ক'রে সত্যের নিশান ধরিয়া চলিতে পারে। এই সৎসাহসের মূল ঈশ্বরকে গুরু করণ। এই হৃদয়ের ইষ্টদেবতার বাণী শুনিলে মানুষ অসাধারণ বল পায়। দুর্ব্বলা নারীও অসাধারণ বীরত্ব দেখায়। এই নৈতিক সৎসাহস (moral courage) আর কিছু নয়, নিজ জীবনে একটা সায় পাওয়া—যাহাকে 'দেব-বাণী' বিবেক 'বাণী' প্রভৃতি নামে অনেকে অভিহিত করে। যে আপনার অন্তরের সায় পায় না, কেবল লোকের কথায় ও শাস্ত্রপাঠে চলিতে চায়, তাহার জীবনে সেই তেজ, বীরত্ব কখনও দেখা যায় না। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ এই গুরুকরণে।

মেঘের সঙ্গে যেমন বিদ্যুতের একটা সম্বন্ধ আছে—একের উদয় হইলেই আমরা অন্যকেও দেখিতে পাই, তেমনি এই ধর্ম্মজীবনের প্রথম লক্ষণ লাভ হইলেই অর্থাৎ নিজের ভিতরে গুরু-করণ হইলেই, তার সঙ্গে অন্য কয়েকটী লক্ষণ আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে—দুর্ব্বল এবং পতিতের প্রতি সহানুভূতি আপনা হইতেই আসিবে। কেবল রুগ্ন এবং দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করাতে সহানুভূতি শেষ হয় না; নিজের ভিতরের দুর্ব্বলতা দেখিতে পারিলেই পরের দুর্ব্বলতা চক্ষে ধরা পড়িবে এবং তাহাদের জন্য দয়া হইবে। ইহার সঙ্গে ধর্ম্মজীবন লাভের তৃতীয় লক্ষণ দেখা যায়—যাহাকে বলি আত্মশাসন। গুরুকরণ হইলেই সব বিষয়েই আত্মশাসন হইবে। এই আত্মশাসনই নিজের দোষ দুর্ব্বলতাকে সর্ব্বদা নত করিয়া রাখিবে। আত্মদৃষ্টি এবং আত্মশাসনের সঙ্গে আরও কিছু প্রাপ্য আছে কি? থাকাটাই খুব স্বাভাবিক; কারণ, আলো জিনিষটা বাদ দিয়া আমরা সূর্য্যকে ধারণা করিতে পারি না, সূর্য্যের আবির্ভাবের চিহ্নই আলোর স্রোত। এই আত্মশাসনের সঙ্গে সঙ্গেই লাভ হয়, জীবনে একটা দৃঢ়তা "sense of duty". বিপদে অধীর হওয়াটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। দুঃখ, দারিদ্র্য-নিজের পাঁজরার হাড়গুলাও যেন মোচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিতে চায়; কিন্তু এই দৃঢ়তা লাভের ফলে সব বিপদ ও দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা আপনা হইতেই পাওয়া যায়। যে এই দৃঢ়তা লাভ করিতে পারে, তাহার জীবনে এমনই একটা শুদ্ধতা আসে, যাহাতে সে কোনও সামান্য অশুদ্ধতার ছায়াও সহ্য করিতে পারে না। সাধু বলেন "Holiness is the beauty of God." পবিত্র না হইলে কেহ সুন্দর হয় না। মানুষের মুখখানা প্রকৃত পক্ষে হৃদয়েরই দর্পণ। দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় এই দর্পণে হৃদয়েরই প্রতিবিম্ব দেখা যায়। যাহার মুখখানা দেখিলে মনে হয় কি সুন্দর, তাহার ভিতরটাও খুবই সুন্দর। কোনও ভেজাল বুদ্ধি সেখানে নাই। এই সৌন্দর্য্য ত বাহিরের নয়—এ যে ভিতরের জিনিষ। সমাজে এই প্রকার লোক বাড়িলে প্রকৃতই সমাজের উন্নতি হইবে। অশ্রুজলে অভিষিক্ত হ'য়ে বলি, 'প্রাণটী শুদ্ধ ক'রে এই শ্রেণীর লোক হও, ভাই।' বাহ্যিক সব অনুষ্ঠান একদিনেই পরিত্যাগ করা যায়। পৈতা ছেঁড়া দু মিনিটের কাজও নয়; কিন্তু অন্তর পরিষ্কার করা, যাহাতে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় তাহা করা, বড় কঠিন কাজ।

আর একটি জিনিষ ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে খুব ভাল করিয়াই যেন জড়িত। যার ভগবানে ভক্তি হইয়াছে তিনি লুকিয়ে উপাসনা করিতে বড় ভালবাসেন। সর্ব্বদাই তিনি যেন এই লুকানোর সময়ের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকেন। গোপনে ঈশ্বরসঙ্গ ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ভক্ত নগেন্দ্রনাথের জীবনের দুই একটা কথা বলি। একবার তিনি হাজারীবাগে উৎসবে গেলেন। একদিন সকালে ৮।৯ টার সময় আর একজন লোকের সঙ্গে বাগানে বড়াইতে গেলেন। সেখানে গিয়া নির্জ্জন বাগানে বসিয়া তার সেই ঈশ্বরের কাছে বসিবার ভাব মনে হইল, এবং সেখানেই উপাসনায় বসিলেন। বেলা বাড়িয়া চলিল, কিন্তু তিনি উপাসনায় ডুবিয়া রহিলেন। অসহ্য ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সঙ্গী লোকটী বাজারে ফল ইত্যাদি কিনিয়া খাইলেন, কিন্তু নগেন বাবু তখনও ঈশ্বরে নিমগ্ন। এই নির্জ্জনতায় ঈশ্বরে ডুবিয়া থাকিবার শক্তি তাঁহারই হইয়াছে, যিনি প্রকৃতই ভক্তির জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি ভগবানের সঙ্গ বড় ভালবাসেন। এই তাঁর সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা, এই ভগবানে ভক্তি, ইহাও ধর্ম্মজীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। যিনি ভগবানের সঙ্গ পাইয়াছেন, তিনি দুঃখ শোক বিপদে একটা বড় আশ্রয়ই পাইয়াছেন। একবার একজন লোককে দেখিয়াছিলাম, সে তাহার পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় মদ খাইয়া মাতাল হইয়া রহিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত—"কি করি? অসহ্য শোক পাইয়াছি, তাই বেহুঁস হইয়া যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণই সহ্য করিতে পারি।" কিন্তু ধার্ম্মিক লোকেরা এমন নেশায় বিভোর হন, যে-নেশার কাছে বেদনার অভ্রভেদী হিমালয়ও এতটুকু একটা মাটির ঢিপিতে পরিণত হয়। তাঁহারা ঈশ্বরে বিভোর হন। মৃত্যু—যাকে মানুষ সব চেয়ে বড় দুঃখ মনে করে—তার চেয়ে বড় বিপদ-

যে সর্ব্বদাই মানুষ পড়িতেছে। বিপথে গমন মৃত্যু অপেক্ষাও শতগুণে বড় বিপদ। কিন্তু বিপদ যত বড়ই হউক না, সকলের মধ্যেই তিনি শান্তি পান, যাঁহার ঈশ্বরের চরণে ভক্তি থাকে। He finds a shelter in sorrows and sufferings. এই আশ্রয় যেখানে পার্থিব সুখ দুঃখ পৌঁছাইতে পারে না; যেখানে চির আনন্দ সেখানে সকলেই যাইতে পারেন, যদি প্রাণপণ প্রচেষ্টা থাকে। এই প্রচেষ্টার সিদ্ধি ঈশ্বরে মনঃস্থাপন, ঈশ্বরে ভক্তি এবং বিশ্বাস। মনের কোথাও কোন দাগ না রেখে তাঁহাকে মন সমর্পণই এই সাধনার সিদ্ধি এবং এই আশ্রয় লাভের প্রশস্ত পথ।

পার্থিব সব জিনিষই উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কেনা যায়; তার উপর বেশী দিলে ত কথাই নাই। সমস্ত জাগতিক বিষয়ের সঙ্গেই একটা আদান প্রদানের ভাব যেন হাড়ে হাড়ে মিশে আছে। কিন্তু এই কয়টী লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া জীবনকে একবার বিচার করিয়া দেখিবেন, ধর্ম্ম নিজের ভিতরে গুরু দিয়ে আপনাকে প্রকৃতই স্বাধীনতার মন্ত্র শিখাইয়া দিয়াছে কি না। নদীর জলে বন্যা যখন আসে, তখন আমরা দেখি যে লোকের অনিষ্টই হইয়াছে, কিন্তু জল নামিয়া গিয়া জমির উপর এমন কোন জিনিষ রাখিয়া যায়, যাহাতে জমির উর্ব্বরতা যথেষ্ট বাড়ে। যুদ্ধের যে ফলটা আমরা সামনে দেখি তাহাতে লোকক্ষয়টা খুবই বড় দেখায়, কিন্তু কতকগুলা লোকের জীবনের দামের পরিবর্ত্তে দেশের সমস্ত জাতিটাকে এমনই একটা নাড়া চাড়া দিয়া যায়, যাহাতে বিলাস ব্যসনে অনুরক্ত জাতিও নরকের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসে। আর এই ধর্ম্মজীবনের সংগ্রাম ত আগা গোড়াই সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত! তার ফল ত ভাল হইবেই।

কোন বাহ্যিক অনুষ্ঠান, যেমন চাঁদা দেওয়া ইত্যাদি দিয়া, কখনও ধর্ম্মের সত্তা স্থির করা যায় না, কারণ, ধর্ম্মটা নিজস্ব জিনিষ। যেমন সোণা রূপার ওজন হয় রত্তি, মাসা দিয়া এবং ডাল চালের ওজন হয় মণ সের দিয়া, তেমনি ধর্ম্মজীবনের ওজন হয় নিজের জীবনের পবিত্রতা দিয়া। বাহিরের পোষাকী ধর্ম্ম, মানুষের কথাটাই সবচেয়ে বড় নয়? নিজের জীবনের পবিত্রতা পরীক্ষা কর, সব পাপ গিয়েছে কি না? তাই দেখে ধর্ম্মের সত্তা এবং গভীরতা অনুভব কর। আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হও এবং ঈশ্বরের চরণে পতিত হও। তিনিই আমাদের রক্ষা করিবেন।

ম্যাডাম গেঁয়োর একখানা পত্র।

[মহীয়সী ফরাসী রমণী ম্যাডাম গেঁয়োর ধর্ম্মজীবন ও জ্বলন্ত জীবনকাহিনী অল্পবিস্তর সকলেই জ্ঞাত আছেন। কোন সময় প্রচারব্রত-গ্রহণেচ্ছু কোন ফরাসী যুবক ম্যাডাম গেঁয়োর নিকটে প্রচারব্রতগ্রহণ ও পালন সম্বন্ধে মতামত চাহিয়া পাঠাইলে, তিনি নিম্নলিখিত ভাবে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।]

মহাশয়,

আপনি যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি প্রচার-ব্রতগ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, আপনি আমাকে বিশ্বাস করিয়া একটা সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। তাই আমি দু একটা মতামত প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইতেছি।

প্রথমতঃ—যে ব্যক্তি প্রচারকের দায়িত্বপূর্ণ ও পবিত্র কার্য্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তিনি যেন সর্ব্বতোভাবে আত্মপ্রচার হইতে বিমুখ থাকেন; অন্য কথায় বলিতে গেলে, আপনি কখনও আপনার বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, বাগ্মিতা প্রদর্শনের জন্য প্রচার করিবেন না। ঈশ্বরের বাণী ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা ব্যতীত কিছু যেন প্রচারের বিষয় না হয়। সর্ব্বদা ইহাই প্রচার করিতে চেষ্টা করিবেন,—ঈশ্বরের রাজ্য দূরে নহে, নিকটে। ঈশ্বরকে লাভ করা ও ঈশ্বরানুভূতি লাভ করা এখনই হইতে পারে। সর্ব্বদা অন্তর্মুখীন হইয়া প্রচার করিবেন। বাহ্যিক ধর্ম্মের আড়ম্বর ও ভাসা ভাসা বাঁধা নিয়মের পরিবর্ত্তে মানুষ যদি বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া এবং স্বাভাবিক ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত আপনার ভিতরে ঈশ্বরকে খুঁজিতে প্রয়াসী হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরদর্শনে কখনও অকৃতকার্য্য হইবে না।

সর্ব্বদা মনে রাখিবেন মানবের আত্মা জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দিরের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। বাহিরের মনুষ্যনির্ম্মিত মন্দির অপেক্ষা অনন্তকালস্থায়ী মানবাত্মা-রাজমন্দিরে ভগবান বিরাজমান থাকিতে অধিক ভালবাসেন। তিনিই ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। যখন আমরা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে প্রবেশাধিকার প্রদান করি, সেখানে তিনি অনন্তকালের জন্য প্রভু হইয়া বাস করেন। ঈশ্বর সর্ব্বদাই মানবমনে থাকিতে চাহেন; মানুষ যদি ইচ্ছা করে, তবে তিনি মানবহৃদয়ে আপন আসন পাতিয়া বসেন। আপনি যাহাদের নিকট প্রচার করিবেন, তাহারা সাংসারিকতা হইতে হৃদয়কে প্রত্যাহৃত করে, ঈশ্বরকে স্মরণ করে এবং সর্ব্বদা প্রার্থনা পরায়ণ হয়, এরূপ শিক্ষা প্রদান করিবেন। সরলতা ও সততার সহিত "সর্ব্বদা ঈশ্বরের প্রসন্নমুখ দেখিতে চা ·, এরূপ ভাবে তাহারা ঈশ্বরান্বেষণ করিবে।

প্রচারকে সত্যি সত্যি ফলদায়ী ও স্থায়ী করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রেম, ঈশ্বরের বাধ্যতা, অন্তর্জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সর্ব্বোপরি পবিত্র ও বিশ্বস্ত হৃদয় আবশ্যক। যদি আপনার ভিতরে এ-সকল গুণ থাকে, তাহা হইলে, আমি মনে করি, আপনার উপদেশ শুধু কুতর্কে পর্য্যবসিত হইবে না এবং আপনিও তর্কপ্রয়াসী হইবেন না। যাহারা তার্কিক তাহারা দলের প্রভাবে পতিত হইয়া মিথ্যা কথা উচ্চারণ করে, কিন্তু মনে করে সত্য বলিতেছি। ইহা ছাড়া আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, তর্ক যেমন মানব মনকে হীন ও শুষ্ক করে এমন অন্য কোন জিনিষ করে না। আমি কি আরও কিছু অভিমত প্রকাশ করিব? ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় যে, আচার্য্যের কার্য্যে আহূত হইবার পূর্ব্বে নির্জ্জনে কতকটা সময় ঈশ্বরসহবাসে কাটাইয়া দিবেন। আপনার প্রাণ যেন ঈশ্বরদ্বারা পূর্ণ হয়। এরূপ প্রস্তুত হইয়া গেলেই আপনি অন্য হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে আনিতে পারিবেন। যে মানুষের অন্তরে যাহা নাই, সে কখনও তাহা অন্যকে দিতে পারে না। যদি বা কিছু তাঁহার নিজস্ব থাকে, তাহা এত অল্প যে নিজেকে প্রতিপালন করিতেই শেষ হইয়া যায়। অতএব

সেই যে অফুরন্ত উৎস, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, অফুরন্ত সাহায্য পাইয়া, কার্য্য করিবেন।

প্রচারক যখন কেবল মাত্র ঈশ্বরের মহিমাই খুঁজিয়া বেড়ান, তখনকার দৃশ্য কি মনোরম, কি মহিমাময়! আপনাকে যেন ঈশ্বরের যন্ত্র বলিয়া মনে করেন। আপনি এই ভাবে প্রচার করুন। এরূপ প্রচারক অন্য হৃদয়কে উন্নত করিতে অকৃতকার্য্য হইবে না। অপনার উপদেশ আপনাকে ও দশ জনকে উন্নত করিবে। আপনি পরিশ্রান্ত না হইয়া আপনাকে ও দশজনকে উন্নত করিবেন। আপনি ঈশ্বরসত্তায় ভরপুর হইয়া উঠিবেন। আমরা যখন আমাদিগের আমিত্বকে ভুলিয়া তাঁহার দানকে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করি, তখন তিনি আপনা হইতেই প্রচুর পরিমাণে প্রদান করেন।

অন্য মত ও অন্য উদ্দেশ্য লইয়া মানব যখন প্রচার করে, তখন তাহার ফল কি বিষময় হয়! তাঁহারা শুধু মুখে মুখেই ঈশ্বরকে সম্মান দেখায়, হৃদয় ঈশ্বর হইতে বহু দূরে বিচরণ করে। তাহারা নিজেদের সর্ব্বনাশ যেমন ভাবে করে, অন্যের সর্ব্বনাশ ততটা হয় না। আমি আশীর্ব্বাদ করি, যেন ঈশ্বর শুধু এই সকল বিষয়েই আপনাকে শিক্ষিত না করিয়া, বরং ইহা অপেক্ষা মহত্তর অবস্থায় আনয়ন করিয়া, আপনাকে মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অনুবাদক—সুশীলকুমার বসু।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মের আত্মচিন্তা।

যাত্রাকালে—কালাকালের কথা আজ এই বার্দ্ধক্যে স্মৃতিতে বেশ সুস্পষ্ট জাগিয়া উঠিতেছে। উষাকালে যাত্রা করিতে হইবে। পিতা বলিয়াছেন, পাখী ডাকে নীড়ে, বসিয়াই কলরব করে, নীড় ত্যাগ তখনও করে না, সেই হইল প্রকৃত উষাকাল। মাতার চক্ষে আজ নিদ্রা নাই, পুত্রেরা তাঁহার কোল ছাড়িয়া যাইবে প্রবাসে পাঠের জন্যে, নিষেধ করিতে বা বিলাপ করিতে পারেন না, বিদায় দিতেই হবে, তাঁর প্রাণ অস্থির। সেই অস্থিরতার মধ্যে সদা কল্যাণাকাঙ্ক্ষী জননী সজল নয়নে শুভ মুহূর্ত্তে বাম হস্তের কণিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ দধি সংযোগ করিয়া পুত্রদের ললাটে ফোঁটা দিলেন, মুখে মন্ত্র—"মা, কাণ্ডারী হইও, বনে জঙ্গলে, পথে ঘাটে, বিদেশে বিভূমে, প্রবাসে তোমার সন্তানদের রক্ষা করো।" পিতা বলিলেন "দুর্গা দুর্গা দুর্গা।" পিতা মাতার চরণে নত হইয়া পদধূলি লইয়া বেদনাব্যথায় কাতর হৃদয় বহিয়া প্রবাসযাত্রা করিলাম এমন কি এক দিন? কত দিন! পথে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। নিরাপদে প্রবাসে পৌঁছিয়াছি।

আজ এই জীবনের সন্ধ্যাকালে আমার চিত্ত সেই উষযাত্রার শুভাশুভ চিন্তা করিয়া কেন যেন অবশ হইয়া পড়িতেছে। পিতা মাতা এক দিন শুভ মুহূর্ত্তে কাণ্ডারীর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক নির্ভয় নিশ্চিন্ত করিয়া প্রবাসে পাঠাইয়াছিলেন। আজ সেই কথাই বার বার স্মরণে আসিতেছে। এ কথা কি সত্য যে, আমার যাত্রাকালে আমার পরমজননী পরমপিতা কোল বাড়াইয়া আমাকে লইবার জন্য আগুয়ান হইতেছেন? কই, আমি ত তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি না! পাখী ডাকিতেছে, পাখীর রবে প্রাণ মুগ্ধ হইতেছে, পুষ্পের রূপে ও গন্ধে, মেঘের কমনীয়তায় ও চাঞ্চল্যে চিত্ত সরস হইতেছে; কিন্তু আমার প্রাণ-পাখীর ডাক ত শুনিতে পাই না! ঐ ক্ষুদ্র পাখীটির কণ্ঠে তাঁরই ডাক বটে, পুষ্পের সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে তাঁরই প্রকাশ বটে, বারিদের কমনীয়তাতে তাঁরই প্রেম বটে, কিন্তু আমার অন্তরে তাঁর সাড়া পাই না যে! মহর্ষির পদ্মাবক্ষে নৌকাবিচরণের বিঘ্নে, সেই তুফানের ভিতর, কে এক জন ডাকিয়া উচ্চ রবে সাহস দিয়া উচ্চরবে বলিলেন, "ভয় নাই চ'লে যাও!" আজ আমাকে তেমনি করিয়া কে বলিবে? কে তেমনি করিয়া আমাকে সাহস দিবে? আমি বড়ই কাতর, বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছি! পরলোক-বাসী আত্মীয় গুরুজনেরা, আচার্য্যেরা, সুহৃদেরা আমায় আজ অভয় দাও তবে! 'আয়, চ'লে আয়" বলিয়া তাঁদের অভয় বাণী আজ আমাকে নির্ভয় করুক তবে! সর্ব্বোপরি, ঠাকুর, তোমাকে ডাকি—তুমি আমাকে তোমার প্রসন্নমুখ দেখাও। কবির গান আজ সত্য হউক, সত্য হউক। তোমার হাতে আমার হাত নিত্য ধরা আছে, আমার সেই জ্ঞান স্পষ্ট করিয়া দাও। আমাকে যাত্রাকালে আর ভীত করিও না, ঠাকুর; তোমার অভয় বাণী আসিয়া আমার চিত্তের কাণে লাগুক; তোমার শ্রীমুখ আমার হৃদয়-পটে উদ্ভাসিত হউক; ঠাকুর, এইটি কর। তোমাকে প্রণাম করি।

শান্তিহারা—কন্যা প্রবাস হইতে বড় বেদনায় সংসারের কঠিন পরীক্ষায় কাতর হইয়া, বড়ই শান্তিহারা হইয়া, ব্যাকুল অন্তরে লিখিলেন, "মা বাপের কোলের মত আর জুড়াবার ঠাঁই সংসারে নাই।" শান্তিহারা সন্তানের মুখে এই অক্ষয়, এই অমৃত, সত্যটী বড়ই মিষ্ট, বড়ই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকের মত, বোধ হইল। প্রাণ সাড়া দিল, সত্য, অতি সত্য। হারে অভাগা সন্তান, সংসারে দিশা-হারা শক্তিহারা হইয়া সত্যটা আজ বুঝিয়াছ—তোমার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন। কিন্তু আমরা তোমার জনক জননী, আজ এই জরাজীর্ণ দেহে, জীবনের সন্ধ্যাকালে, সেই জননীর জননী সেই জনকের জনককে তেমনি করিয়া ধরিতে পারিতেছি না যে! সেই পরম মাতার পরম পিতার কোল যে চিরশান্তির নিলয়, চির আরামের স্থান, তাহা যে স্বীকার করিবার জন্যে চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে না! সংসারের নানা পরীক্ষার, নানা পরিবর্ত্তনের, নানা অশান্তির জ্বালায় অস্থির হইয়া সেই চিরশান্তিময় কোল পাবার জন্যে চিত্ত অস্থির হয় না! এই মহারোগের ঔষধ কোথায় পাইব? প্রভু গো! আর সহ্য হয় না—আর পারি না। সত্য যাহা তাহাই দেখাও, নিত্য যাহা তাহাই বুঝাও। আর কল্পনা লইয়া চলে না। ইহ পরলোকের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আর কল্পনায় শান্তি পাই না। ভয়ে প্রাণ আকুল হইতেছে! দয়া কর, ঠাকুর, দয়া কর। আমার ঘুমান মন জাগিয়া উঠুক তোমার স্পর্শে। তোমার সত্যকারের স্পর্শ ব্যতিরেকে এই ঘুমান মন জাগিবে না। জাগাও, আমাকে জাগাও। শুনি—পাঠ করি—তুমি আহার দাও, তুমি সুখ দাও—তুমিই তৃষ্ণা, তুমিই তৃষ্ণাহারী, সুখে দুঃখে তুমি চিরসঙ্গী; জীবনে মরণে, রোগে ব্যথা-বেদনায় তুমি। আচার্য্যেরা তাহাই বলেন; সে-সব কথা যে সত্য, অতীব সত্য—তাহা আজ আমার চিত্তে স্পষ্ট করিয়া দাও। আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সময়। আজ কোনো কথায় আমার ভয় কাটিতেছে না,

কোনো কথায় আমার প্রাণ শান্ত হইতেছে না। ঠাকুর, আমাকে শান্ত কর, শান্ত কর। আমি বড়ই শান্তিহারা হইয়াছি—অন্ধকার দূর কর, তোমার প্রেমের আলোকে আমার জ্ঞান জাগিয়া উঠুক, ঠাকুর। তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক।

ছুঁয়ে থাক—দেখিয়াছি, যে-সকল রোগীর জীবনের সম্ভাবনা থাকে না আত্মীয়েরা কেহ না কেহ সর্ব্বদা তাহাদের শয্যায় উপবিষ্ট থাকিবেই থাকিবে, একটী মুহূর্ত্তের জন্যে রোগীকে ত্যাগ করিবে না—রোগীর মৃত্যু ঘটিলে ত কথাই নাই। সংস্কার এই, দুষ্ট প্রেত দানবের অধিকার হইতে মৃতব্যক্তির বা রোগীর আত্মাকে সর্ব্বদা সাবধানে রক্ষা করা। সুস্থ আত্মীয় রোগীর বা মৃতের শয্যায় উপবিষ্ট থাকিলে, কোন দুষ্ট প্রেত দানব তাহার ত্রিসীমায় আসিতে পারে না। আমার এই প্রার্থনা, ঠাকুর, তুমি যদি আমাকে তেমনি ক'রে ছুঁয়ে থাক, তবে আমি যে নিরাপদ হই। ঐ দেখ অবিশ্বাস ও অপ্রেম, মোহ ও নানা পাপ প্রেত দানবে আমাকে নিরন্তর ভীত করিতেছে। উহাদের ভীষণ দর্শন, বিকট দর্শন, উদ্যত নখর, আমাকে সদাই শঙ্কিত কুণ্ঠিত করিয়া রাখে। আমার চিত্তে না আছে আনন্দ, না আছে শান্তি। হে আনন্দময়, তোমার সন্তানের এ হেন দুর্দ্দশায় প্রাণ আকুল হইতেছে। হে ঠাকুর, তুমি রোগীর আত্মীয়দের মত আমাকে সর্ব্বদা ছুঁয়ে থাক, একটীবারও যেন তোমা ছাড়া না হই—তোমার স্পর্শে মোহ অবিশ্বাস সকল পাপ দূরে পলায়ন করিবে, আমি নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইয়া, তোমার সন্তান হইয়া, প্রফুল্ল চিত্তে সংসারে আপন কর্ত্তব্য করিয়া চলিব। তুমি দয়া কর, তুমি এই দুর্ব্বল, অবিশ্বাসী, অপ্রেমিক, অভক্ত, অজ্ঞান, পাপী সন্তানকে কৃপা করিয়া সর্ব্বদা ছুঁইয়া থাক। তোমার অভয় মূর্ত্তি আমার সকল ভয়, সকল সংশয় দূর করুক, আমি আর জীবনমৃত হইয়া থাকিতে পারি না—তোমার স্পর্শে আমার সকল আতঙ্ক দূরে যা'ক, ঠাকুর। তোমার কৃপার জয় হউক।

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৪ঠা নবেম্বর ঢাকা নগরীতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের ৮ মাস বয়স্ক এক দৌহিত্র (শ্রীযুক্ত ললিত কুমার রায়ের দ্বিতীয় পুত্র) পরলোক গমন করিয়াছে। বিগত ১৫ই নবেম্বর ঢাকা ও কলিকাতা নগরীতে তাহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ৬ই নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে বাবু বেচারাম মল্লিক দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একজন বিশ্বাসী হৃদয়বান ব্রাহ্ম ছিলেন।

বিগত ১৫ই নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে উপাসকমণ্ডলীর অন্যতম সভ্য বাবু তারিণীচরণ গুপ্ত ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১০ই নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র দেবরঞ্জন ২১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছে। বিগত ১৬ই নবেম্বর তাহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষ্যে দাতব্য বিভাগে ২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবিধান করুন।

নামকরণ—বিগত ২৮শে অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সাহার প্রথম কন্যার নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুকে মঞ্জরী নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে নবদ্বীপস্মৃতি-ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে। মঙ্গলবিধাতা শিশুকে সতত রক্ষা করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ২৯শে অক্টোবর হাওড়া নগরীতে মিঃ এস্ সি মুখার্জ্জির কন্যা কল্যাণীয়া রেণুকা ও রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৮শে অক্টোবর গিরিধিতে ডাঃ বি, রায়ের পালিতা কন্যা কল্যাণীয়া কিশোরীবালা আচার্য্যের সহিত শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মজুমদারের পালিত পুত্র শ্রীমান্ লালজী দাসের শুভবিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বি, রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দীক্ষা—পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে লাহোর নগরীতে বিগত ১লা নবেম্বর শ্রীযুক্ত গোবিন্দরাম ও শ্রীযুক্ত হংসরাজ নামক দুইটী যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সীতারাম আচার্য্যের কার্য্য করেন। করুণাময় পিতা তাহাদিগকে পবিত্র ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন।

পাণ্ডুয়া ব্রাহ্মসমাজ—সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক প্রতি সপ্তাহে নিয়মমত উপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিতেছেন। ১২।১৪ জন সভ্য নিয়মমত প্রতি সপ্তাহে উপাসনায় যোগদান করিতেছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের প্রান্তে জমীদার বাবুর কুঠীর নির্জ্জন উদ্যানে প্রার্থনা হইতেছে। ৫।৬ জন সভ্য এই নির্জ্জন সাধনে নিয়মমত যোগদান করিতেছেন।

পাণ্ডুয়া ব্রাহ্মসমাজের জনৈক সভ্য শ্রীযুক্ত দধিচন্দ্র দাস, ৫ কাঠা জমি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ জন্য দান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সভ্যগণ চাঁদা স্বাক্ষর করাইতেছেন। প্রায় দুই শত টাকা চাঁদা স্বাক্ষর হইয়া গিয়াছে। জমিদার মহাশয়গণ মন্দিরনির্ম্মাণ কল্পে বিশেষ চাঁদা দিবার সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। সাধু কার্য্যে ভগবান সহায় হউন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় গত ৫ই নবেম্বর কাকীনা পৌঁছিয়া কাকীনা ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে সায়ংকালে কথকতা করেন।

৬ই নবেম্বর প্রাতে ও সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন ৭ই নবেম্বর প্রাতে পুনরায় ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ দাস গুপ্তের বাসায় প্রার্থনা ও ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ করেন। ৮ই নবেম্বর প্রাতে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর কুচবিহার গমন করেন। ৮ই অপরাহ্ণ কালে কুচবিহার পৌঁছিয়া ৯ই প্রাতে তথাকার একটী ব্রাহ্ম বন্ধুর গৃহে পারিবারিক উপাসনা করেন। অপরাহ্ণকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে অগ্রে উপাসনা করিয়া তৎপর কথকতা করেন। ১০ই কুচবিহার হইতে ধুবড়ী গমন করেন।

চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালীতে চট্টগ্রাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অষ্টত্রিংশত্তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—

২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়—উদ্বোধন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত। ২১শে সেপ্টেম্বর প্রাতে—উপাসনা। সন্ধ্যায় বক্তৃতা—বক্তা শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত। ২২শে সেপ্টেম্বর প্রাতে—উপাসনা; পূর্ব্বাহ্ণ ৯॥ ঘটিকার মহিলা-উৎসব, আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত। ২৩শে সেপ্টেম্বর সমস্তদিন ব্যাপী উৎসব—উষাকীর্ত্তন ও পরে উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা; শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস প্রভৃতি যোগ দিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাতে—উপাসনা, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বালক বালিকা সম্মিলন। বালক বালিকাগণ আবৃত্তি করে ও ডাক্তার এন, কে, দত্ত উপদেশপূর্ণ গল্প বলেন; তৎপর জলযোগ। সন্ধ্যায় উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস। উৎসবের ৮ দিন পূর্ব্ব হইতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় বাড়ী বাড়ী উপাসনা হইয়াছিল। মহিলা-উৎসবের দিন প্রীতিভোজনের বন্দোবস্ত ছিল।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিনে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। দুবেলাই শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পরলোকগমন দিন স্মরণ করিয়া বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়। ডাক্তার এন, কে, দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাস ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

বরমা ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালীতে বরমা ব্রাহ্মসমাজের সপ্তদশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—১৯শে আশ্বিন প্রাতে ও বিকালে দুইটী পরিবারে উপাসনা। ৩০শে আশ্বিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন বিশ্বাস। ৩১শে আশ্বিন সমস্তদিন ব্যাপী-উৎসব—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন; মধ্যাহ্নে পাঠ ও আলোচনা; সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১লা কার্ত্তিক প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন বিশ্বাস। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন।

বেজগ্রাম পারিবারিক উৎসব—রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত তাঁহার বেজগ্রা গ্রামে সমারোহের সহিত ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা, ঢাকা, কুমিল্লা, পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা যাইয়া তাঁহার বৃহৎ ভবন পূর্ণ করিয়াছিলেন। গ্রামের অনেক লোকও উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে ও ২৪শে প্রাতে উপাসনা এবং রাত্রে "ঈশ্বরকে কেন চাই?" বিষয়ে বক্তৃতা হয়; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। ২৫শে প্রাতে ও রাত্রিকালে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও অমৃত বাবু উপাসনা করেন। ২৬শে প্রাতে গুরুদাস বাবু ও অমৃত বাবু কর্ত্তৃক উপাসনা সম্পন্ন হয়; এবং রাত্রে শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনচরিত বর্ণনা করেন।

বিজ্ঞাপন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী বি, এ, মহাশয়কে প্রচারকের পদে বরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রচারকনিয়োগ সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মানুসারে সকলকে বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, যদি কাহারও এই নিয়োগ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তিনি অদ্য হইতে চারি মাসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিতে পারেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৯২৫ সনের বার্ষিক রিপোর্টের সঙ্গে অঙ্গীভূত করিবার জন্য, অন্যান্য সমাজের উক্ত সনের বার্ষিক রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজ সকলের সম্পাদকদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন ১৯২৬ সনের ৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে, তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজের রিপোর্ট এই আফিসে প্রেরণ করেন।

তাঁহাদিগকে আরও অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় সমাজের মধ্য হইতে ১৯২৬ সনের ৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার নিয়মাবলী—

(২৩) যে সকল সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাসী অন্যূন ৫ জন সভ্য আছেন ও সপ্তাহে অন্ততঃ একবার নিয়মিতরূপে উপাসনা হয়, এবং যে সকল সমাজের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি আছে, সেই সকল সমাজ অধ্যক্ষসভায় এক এক জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজেরও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অন্ততঃ তিন বৎসরের সভ্য হইবেন; এবং তাঁহারা তৃতীয় নিয়োমক্ত আনুষ্ঠানিক সভ্য হইবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ আফিস
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা। ৭ই আগষ্ট, ১৯২৫।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন
সম্পাদক,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১লা অগ্রহায়ণ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ। ১৬শ সংখ্যা। | ১৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৩২, ১৮৪৭ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৬ | 2nd December, 1925. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴১০ | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

কবে ঘুচিবে দুর্দ্দিন ?

বুঝিয়াছি অপরাধ করিয়াছি পাপ,
কত নিশি জাগরণে কাটিয়াছে তায়!
সহিয়া দারুণ ব্যথা, ফেলি অশ্রুজল,
ছাড়ি নাই আশা তবু—হইব শীতল।
কাঁদিয়া কতই সুখ চরণে তোমার,
তুমি জান, আমি জানি,—কে জানিবে আর ?
ছেড়ে নও, দূরে নও—আমারে লইয়া
চলেছে তোমার লীলা জীবন ভরিয়া।
দরশ-পরশ-দানে কত কত বার,
বাঁচাইয়া রাখিয়াছ, ভুলিব কি আর ?
নিজ অপরাধে হায়! হে পরম ধন,
অবিচ্ছেদে মিলে না যে তব দরশন!
কবে হ'ব তব কাছে অপরাধহীন,
দরশন-ভিখারীর ঘুচিবে দুর্দ্দিন ?

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে প্রেমময় পিতা, তোমার অসীম প্রেমেই আমাদিগকে গড়িয়াছ, এবং সকলকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছ। আমরা কখনও প্রেমবিবর্জ্জিত হইয়া, সম্পূর্ণ বিযুক্ত ভাবে, সংসারে কাজ করিতে পারি না—বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। প্রেমই যখন আমাদের জীবনের মূল, তখন প্রেমের অভাবে আমাদের প্রকৃত জীবন আর কিছু থাকে না। এই জন্যই সকল হৃদয়ে তুমি প্রেম ও সহানুভূতি পাইবার ও দিবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা প্রদান করিয়াছ। সংসারের নানা দুঃখ বেদনা শোক তাপের মধ্যে, ইহা আমরা সর্ব্বদাই বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়া থাকি। আমরা কেবল যে পাইবার জন্যই আকুল হই, তাহা নহে, দিবার জন্যও তোমার প্রেরণা কম অনুভব করি না—অপরের দুঃখ ক্লেশে উদাসীন থাকিয়া আমরা কিছুতেই সুখী হইতে পারি না, আপনাদের ক্ষুদ্রতা ও শুষ্কতা দেখিলে লজ্জা ও দুঃখে ম্রিয়মাণ না হইয়া পারি না। হে মঙ্গলময় বিধাতা, তোমার এই ব্যবস্থা আমাদের পরম মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে। অপরের জন্য ভাবিতে ও করিতে যাইয়া আমরা নিজেই অধিক উপকৃত হই, অপরের কল্যাণ করিতে যাইয়া আপনারই অধিকতর মঙ্গলসাধন করি।—নিজেই গড়িয়া উঠি। কিন্তু হে হৃদয়দেবতা, তুমি জান নানা ক্ষুদ্র স্বার্থে মুগ্ধ হইয়া আমরা সকল সময়ে ইহা বুঝিতে পারি না, এবং অনেক সময় আপনাকে লইয়া বিব্রত থাকিয়া তোমার পূর্ণ জীবন হইতে বঞ্চিত হই। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া তোমার প্রেমে আমাদের সকলকে সঞ্জীবিত কর; আমরা পরস্পরের দুঃখ বেদনায় পরস্পরের সেবা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই—শুধু আপনাতে নিমজ্জিত থাকিয়া যেন মৃত্যু আনয়ন না করি। তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

ক্ষতি কিসে?—কেহ যদি তোমার অর্থ লু'টে নেয়, তুমি মনে কর তোমার সে ক্ষতি কর্‌লো। যদি কেহ তোমাকে আঘাত করে, তাকে তুমি শত্রু মনে কর; যদি কেহ তোমাকে উপেক্ষা করে, তুমি তাকে আপনার ব'লে মনে কর্‌তে পার না। এই যে অর্থহরণ, এই যে আঘাত, এই যে উপেক্ষাপ্রদর্শন, ইহা তোমাকে অসুবিধায় ফেলে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু এ সবে তোমার প্রকৃত অনিষ্ট কর্‌তে পারে না। প্রকৃত অনিষ্ট সেখানে, যেখানে তোমার মন বিক্ষিপ্ত হয়, চিত্তে হিংসার ভাব উদয় হয়, হৃদয় ধৈর্য্য হারায়, মনে অপ্রেমের সঞ্চার হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তোমাকে

ভাবৃতে হবে, তোমার কিসে অনিষ্ট। পার্থিব সুবিধা-অসুবিধা দ্বারা লাভ ক্ষতি গণনা করবে না; সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাণ, সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হৃদয় রাখবে, চিত্ত প্রশান্ত রাখবে, মন স্থির রাখবে, হৃদয় প্রেমে পূর্ণ করবে। যে তোমার বিত্ত হরণ করবে, যে তোমার অপমান করবে, যে তোমার প্রেমের বিনিময়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করবে, তাকে প্রেম দিবে, আলিঙ্গন দিবে। তা যদি না পার, চিত্তের স্থৈর্য্য যদি হারাও, অপ্রেমকে যদি হৃদয়ে স্থান দাও, তবেই তোমার বিষম ক্ষতি হলো—প্রাণ হারা'লে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলে।

বড় কে?—যার অতুল ঐশ্বর্য্য, যার প্রভূত মান প্রতিপত্তি, যার অসীম ক্ষমতা, যার দেশব্যাপী যশঃ মান, সে-ই যে বড় তা বলতে পারি না—সে হয়ত সৎ কাজে অজস্র অর্থ দান করে, সে হয়ত দশ জনের সঙ্গে মিশে দেশের ও দশের কাজ করে, তবুও সে যে বড়, এ কথা সব সময় বলা যায় না। তার প্রাণটা কত বড়, তাহাই দেখতে হবে। সে যে কাজ করে, সে যে দান করে, সে যে দেশের ও দশের কল্যাণ করে, তার পশ্চাতে প্রাণ কতটুকু আছে, তাহাই দেখতে হবে। যার প্রাণটা বড়, সে-ই বড়। যে যত বেশী লোককে আপনার ক'রে নিতে পারে, যে অনিষ্ট করে তাকেও যে প্রেম দিতে পারে, যে অনিষ্ট করে তাকেও যে আলিঙ্গন দিতে পারে, যে পাপে ডুবে আছে তাকেও যে স্নেহভরে তুলে ধরতে পারে, যে আপনার অন্নমুষ্টির ভাগও ক্ষুধার্ত্ত জনকে দিতে পারে, যে স্নেহের দৃষ্টিতে সকলকে দেখতে পারে, যার হৃদয় উচ্চ ও পবিত্র, যে সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরম-সুন্দরকে দেখতে পায়, সত্যে যার নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যে যার দৃঢ়তা, সেবাতে যার আনন্দ—সে-ই বড়।

তোমরা কোথায় গেলে?—আমার প্রিয়জনসকল, তোমাদের জন্য কি সুন্দর জিনিষ এনেছি! যাদের ভালবাসি তাদের এই মধুর রসের আস্বাদ দিতে যে কত ইচ্ছা হয়, এই অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখাতে যে কত আকাঙ্ক্ষা হয়! তাই তাদের ডাকৃছি—"তোমরা এস, ত্বরা ক'রে এস," ব'লে ডাকৃছি। এমন মধুর ব্রহ্মনাম পেয়েছি—প্রাণ যে শীতল হয়, সকল পাপ ও তাপের জ্বালা জুড়ায়, এমন মিষ্টি, এমন মধুর! তোমরা যদি এ রসের আস্বাদ না লও, আমার যে তৃপ্তি হয় না। তাই আমার স্নেহের জনসকল, আমার প্রিয়জনসকল, তোমরা এস। তোমরা আজ কোথায় চ'লে গেলে? তোমরা যার সন্ধানে ছুটেছ, তাতে সুখ পাবে না—ঐ বৃথা মরীচিকার আশায় ছুটো না—উহা তোমাকে আশা দিয়ে নিরাশ করবে; তোমাদিগকে মৃত্যুর কবলে ফেলে দিবে। ওখানে শান্তি নাই—যেও না, যেও না, ওপথে যেও না; শ্রেয়ের পথ ছেড়ে প্রেয়ের পথে যেও না। ঐ পথে যেতে চারিদিক হ'তে ডাক আসৃছে, কত সাহিত্যের ভিতর দিয়ে, কবিত্বের ভিতর দিয়ে, কলার ভিতর দিয়ে, ডাক আসৃছে! মরণের ডাক বুঝি এমনি মিষ্ট, এমনি সুখপ্রদ, এমনি মনভোলান! ও ডাক শু'নে কোথায় তোমরা গেলে? ফিরে এস, আমার প্রিয় সকল, আমার স্নেহের ধনসকল, ফিরে এস। আমি অমৃত ল'য়ে এসেছি—এস লও, তোমরা বণ্টন ক'রে এই রস পান কর।

সম্পাদকীয়।

দুঃখ শোকে সহানুভূতি—যদিও সাধারণভাবে জগতের কোনও বস্তুই সম্পূর্ণরূপে অন্যনিরপেক্ষ ভাবে অবস্থিত নহে, তথাপি বিশ্ববিধাতার সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে এই একটি অতি আশ্চর্য্য ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির নিম্নতম সোপান হইতে যতই উচ্চতর সোপানে আরোহণ করা যায়, ততই অপরের সহায়তার একান্ত আবশ্যকতা ও অপরিহার্য্যতা বর্দ্ধিত হয়। ক্ষুদ্রতম জীব অনেকটা অন্যনিরপেক্ষ হইয়াই, অপরের সাহায্য ব্যতীতই, জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়—আপনার ক্ষুদ্র জীবনের যাহা কিছু কাজ নিজেই করিয়া যায়। আর উন্নততম জীব মানুষকে, কত অধিক পরিমাণে, প্রায় সকল বিষয়েই, অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়! প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায়, মানবশিশুর ন্যায় আর কেহই এরূপ দীর্ঘকাল অসহায় অবস্থায় থাকিয়া বর্দ্ধিত হয় না। তাহার পরও চির জীবনই সংসারের যাবতীয় বিষয়েই তাহাকে অপরের উপর যতটা নির্ভর করিতে হয়, আর কাহাকেই তাহা করিতে হয় না। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহা হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া বর্দ্ধিতই হইতেছে। কিন্তু শুধু যে সংসারের বিষয়েই এরূপ সহায়তা আবশ্যক, তাহা নহে। শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়েই অপরের সাহায্য অনিবার্য্যরূপেই প্রয়োজনীয়। কোনও বিষয়েই সম্পূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ হইয়া, শুধু আপনার উপর নির্ভর করিয়া চলা, মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতি প্রতিভাশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিগণকেও অপরের নিকট হইতে কিছু না কিছু সাহায্য গ্রহণ করিতেই হয়। চারিদিকে ইহার এত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহার আবার অন্য একটা দিকও আছে। এই সাহচর্য্য যে শুধু পাওয়ার দিক্ হইতেই আবশ্যক, তাহা নহে; দেওয়ার দিক্ হইতেও উহার প্রয়োজন কিছু মাত্র কম নয়—বরং পাওয়া অপেক্ষা দেওয়ার উপরই উন্নতি ও বিকাশ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। বাস্তবিক সংসারের বিষয়েই হউক, আর জ্ঞান বা ধর্ম্মাদি সম্বন্ধেই হউক, সর্ব্বত্রই মানুষ অপরকে সাহায্য করিয়া যেরূপ যথার্থ উপকার প্রাপ্ত হয়, নিজের উন্নতি ও বিকাশ বিষয়ে যেরূপ লাভবান হয়, অন্য প্রকারে তাহা কখনও হয় না। চিন্তা ও বিচার করিয়া দেখে না বলিয়াই, সাধারণ মানুষ মনে করে দেওয়া অপেক্ষা পাওয়াতেই অধিকতর লাভ—ক্ষুদ্র স্বার্থপরতাতে যে কত গুরুতর স্বার্থহানি ঘটে তাহা বুঝিতে অসমর্থ হয়। এই সহজ তত্ত্বটা প্রমাণ করিবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহারও বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বিস্তারিত ভাবে এই তত্ত্বের আলোচনা করা আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্যের অন্তর্গত নহে। মানুষের শুধু হৃদয়ের দিক্‌টাই, তাহার প্রেমের অভাব ও প্রয়োজনটাই আমাদের অদ্যকার আলোচনার বিষয়। প্রেমময় পিতা মানুষকে তাঁহার প্রেমের অংশ দিয়াই গড়িয়াছেন এবং পরস্পরকে প্রেমের সূত্রে বাঁধিয়াই এই সংসার-ক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন

—প্রকৃত পক্ষে এই প্রেমের বন্ধন যে শুধু এই ইহ সংসারেই আবদ্ধ, তাহাও নহে, উহা পরলোকেও বিস্তৃত, উহা চির জীবনের তরেই, অনন্তকালের জন্যই, দেহী বিদেহী সকলকে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ করিয়াছে। এই হেতু দেহের বিলোপেও প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয় না, পরলোকস্থ ভালবাসার জনদের জন্যও আমাদের হৃদয়ের প্রেম অটুটই থাকে,—কিছুতেই হৃদয় তাহাদের সঙ্গে চির বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এজগতে বাহির লইয়াই আমরা অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকি বলিয়া, বহির্জগত আমাদের নিকট যেরূপ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অন্তর্জগত সেরূপ হয় না—বরং তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায়ই অনুভূত হয়। এই হেতু বাহিরের যোগসূত্র যখন ছিন্ন হয়, প্রিয়জনদের সঙ্গে বাহিরের যোগস্থাপনের যখন কোনও উপায় দেখি না, তখন সমস্ত শূন্য দেখি, মিলন ও যোগের আশা চিরতরে নির্ম্মূল হইল বলিয়া মনে করি। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই প্রাণ যে হাহাকার করিয়া উঠিবে, হৃদয় যে শোকে অভিভূত হইয়া পড়িবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাহিরের সান্ত্বনা, বন্ধু বান্ধবদের সহানুভূতি ও ভালবাসা এরূপ ক্ষেত্রে যে খুব বেশী কার্য্যকারী হয়, তাহা বলা যায় না। অবশ্য ভালবাসার জনদের সঙ্গ সকল সময়েই আনন্দদায়ক, এবং দুঃখ শোকের মধ্যে তাহা আরও অধিক আকাঙ্ক্ষণীয়ই বোধ হয়,—তাহাদের আলাপাদিতে কিছু কালের জন্য নিজের ব্যথা বেদনা বিস্মৃত হইয়া থাকাও অসম্ভব নয়। ভালবাসার জনদের সঙ্গে একত্র আনন্দ উপভোগ করিলে যেমন সে-আনন্দ বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, তেমনি বান্ধুবান্ধবগণ আসিয়া শোকের অংশ গ্রহণ করিলে শোক অনেকটা লাঘব হয়, সন্দেহ নাই। ইহা প্রেমেরই ধর্ম্ম। তথাপি ইহা হইতে স্থায়ী ফল-প্রাপ্তির আশা বৃথা—ইহা কোনও রূপেই হৃদয়ের সে গভীর শূন্যতা দূর করিতে পারে না। অপর পক্ষে আমাদের সহানুভূতি যে সময় সময় বিপরীত ফলও প্রসব না করে, এরূপ বলা যায় না। এরূপও দেখা যায় যে, অজ্ঞাতসারে, ও সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে, উহা অনেক সময় শোকবৃদ্ধিরই কারণ হয়,—সময় সময় বিরক্তিজনকও হয়। শোকের অবস্থায় অনেক কথা ভাল লাগে না, যুক্তি তর্ক হৃদয়কে স্পর্শ করে না, নিতান্ত শুষ্ক নীরস বলিয়া বিরাগই উৎপন্ন করে; আবার ভাবাতিশয্যও হৃদয়কে দুর্ব্বল করিয়া শোককে বর্দ্ধিত করে, অধিকতর কাতর ও অভিভূত করিয়া ফেলে। এক দিকে সত্য সহানুভূতি, হৃদয়ের গভীর সমবেদনা, না থাকিলে, শুধু বাহিরের উপদেশাদির দ্বারা যেমন উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই সাধিত হয়, তেমনি অপর দিকে সম পরিমাণে শোকে কাতর ও অভিভূত হইলে, শোকভার লাঘবের পরিবর্ত্তে পরিবর্দ্ধনেই সহায়তা করা হয়। এই জন্যই ঋষি ইমার্সন বলিয়াছেন, "অনেক সময় আমাদের সহানুভূতি অতি ঘৃণিত আকারই ধারণ করে—যাহারা মূর্খের ন্যায় বিলাপ করে, তাহাদিগকে তাড়িৎস্পর্শদ্বারা পুনরায় সত্যে ও স্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, আত্মজ্ঞানের সঙ্গে তাহাদের যোগ পুনঃস্থাপিত না করিয়া, আমরা নিকটে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে বিলাপ করিতে থাকি।" বাস্তবিক নাস্তিকতার হৃদয়দুর্ব্বলকারী বিলাপ হইতে মুক্ত করিয়া, সবল বিশ্বাস ও নির্ভরপূর্ণ আস্তিকতায় তাহাদিগকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করাই যে প্রকৃত বন্ধুর কাজ, তাহাতেই যে সত্য সহানুভূতির সার্থকতা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা সহজ নয়, বড়ই কঠিন। অথচ ইহাতে যদি আমরা সমর্থ না হইলাম, তবে সমস্তই বৃথা হইল। যেখানে সাহায্যের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেখানেই যদি আমরা কোনও সহায়তা করিতে না পারিলাম, তবে আমাদের বন্ধুতার সার্থকতা কোথায়? প্রেমের মূল্য কি? এখানেই প্রকৃত অভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হয়, এ সময়েই হৃদয় বন্ধু বান্ধবদের প্রেম পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। শোকে অত্যধিক অভিভূত হইয়া চারিদিক শূন্য দেখিবার মূল কারণ যাহাতে বিদূরিত হয়, সে প্রকার সাহায্যের জন্যই প্রাণ আকুল হয়। এ বিষয়ে আপনার অক্ষমতা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিয়াই, মানবহৃদয় বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য ও সহানুভূতির উপর নির্ভর না করিয়া পারে না। এই প্রকার অসহায় অবস্থায় সহায়তা করাই প্রকৃত বন্ধুতার কাজ। যদি আমরা প্রেমের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, প্রেম যেমন পাইতে চায় তেমনি দিতেও চায়, বরং পাওয়া অপেক্ষা দেওয়াতেই প্রেমের অধিকতর সার্থকতা। প্রকৃত প্রেম এরূপ ক্ষেত্রে অপরের জন্য আপনাকে নিয়োগ না করিয়া, অপরের বেদনা তীব্র ভাবে অনুভব করিয়া কাতর হৃদয়ে তাহার লাঘবের জন্য অগ্রসর না হইয়া, ক্ষান্ত হইতে পারে না,—তাহা না করিলে প্রেমের বিনাশই সাধন করা হয়। বাস্তবিক, ইহাতে যেরূপ প্রেমের বিকাশ ও পরিপোষণ হয়, আর কিছুতেই সেরূপ হইতে পারে না। সুতরাং অপরের কল্যাণ অপেক্ষা নিজের কল্যাণের জন্যই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক। আর প্রকৃতপক্ষে অপরের উপকার সাধনের ভাব প্রেমের মধ্যে বড় একটা থাকে না। প্রেম আপনার টানেই অপরের দুঃখে দুঃখানুভব করে, অপরের দুঃখমোচনে অগ্রসর হয়, তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া কৃতার্থ বোধ করে—ইহাতে অন্যের কোনও উপকার সাধন করা হইল, সেরূপ চিন্তাই তাহাতে উদয় হয় না। ইহাই প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং আমাদের হৃদয়ে যদি প্রকৃত প্রেম থাকে তবে সত্য সহানুভূতি নিশ্চয় জাগিবে। আর হৃদয় যেখানে পূর্ণ, সেখানে যে অনেক কথা, বাহিরের আয়োজন আড়ম্বর, থাকে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এরূপ বেদনাকাতর হৃদয় লইয়া নীরবে কাছে বসিলেই যে গভীর প্রেম ও সহানুভূতি, বাক্যাদি অপেক্ষা প্রবলতর ভাবেই, হৃদয়কে স্পর্শ করিবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু শুধু ইহাই যথেষ্ট নয়, শুধু এই উপায়ে আমরা কাহাকে "তাড়িৎপ্রবাহ-সঞ্চারদ্বারা স্বপ্রতিষ্ঠ" করিতে, সত্যের সঙ্গে যোগ-স্থাপনে সমর্থ করিতে, কাহারও হৃদয়ের গভীর শূন্যতা দূর করিতে, পারিব না। তাহার জন্য যে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে নিজে তাড়িৎসম্পন্ন, সত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত, প্রেমময় জীবন-দেবতার সঙ্গে যোগযুক্ত, হইতে হইবে, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলিবে। যে নিজে সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন, যোগভ্রষ্ট, শূন্যতায় মজ্জিত, হইয়া মৃতপ্রায়, দুর্ব্বল, সে আর অপরের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিবে কি প্রকারে? অপরকে সুস্থ সবল ও জীবন্ত করিয়া তুলিবে কোন্ উপায়ে? সুতরাং আমরা যদি

সুস্থ সবল হইয়া, সত্যে ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, সত্য প্রেম ও সহানুভূতিতে উদ্দীপিত হইয়া, শোকগ্রস্তের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, তবেই আমরা নিশ্চয় সুফল লাভ করিতে পারিব, প্রকৃত বন্ধুর কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইব,—তাহাতেই যেমন অপরের, তেমনি নিজেরও, কল্যাণ সাধিত হইবে। এবিষয়ে যে আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে অনুভব করিয়া থাকি বলিয়া মনে হয় না। সামাজিক জীবনের ইহা একটি মহা কর্ত্তব্য ও অধিকার। চারিদিকে যেরূপ শোকের লীলা চলিতেছে, তাহাতে যদি আমরা পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে ও সুস্থ সবল করিতে সমর্থ না হই, তবে যে শুধু আমাদের একটি গুরুতর কর্ত্তব্যেরই লঙ্ঘন হইবে, অপরেরই দুঃখ বেদনা বর্দ্ধিত হইবে, তাহা নহে; উহাতে আমরা নিজেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তই হইব, আমরাও প্রেম ও জীবন হইতে বঞ্চিত হইয়া, শুষ্ক সংকীর্ণ জীবন বহন করিয়া, মহা মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হইব। অন্য প্রকার দুঃখ বেদনাও অবশ্য অনেক আছে। তাহার সম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। সর্ব্বত্রই সত্য সহানুভূতি ও প্রকৃত সহায়তার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে— শুধু অপরের জন্য নয়, আমাদের নিজের জন্যও। এবং সকল ক্ষেত্রেই তাহার জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে। এ বিষয়ে উদাসীনতা ও অবহেলা যে সকলের পক্ষেই মহা অনিষ্টকারী তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। আমরা যেন আর এরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ে উদাসীন না থাকি, অথবা লঘুচিত্ততার সহিত কার্য্য করিয়া না যাই—একটু ব্যর্থ সহানুভূতি প্রকাশেই কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে না করি। প্রেমময় পিতা আমাদিগকে তাঁহার প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত করুন, তাহার প্রেমের পথে অগ্রসর করুন,—আমরা তাঁহার প্রেমে পূর্ণ হইয়া, সেবা ও সহানুভূতির দ্বারা, এ সংসারকে সুন্দর ও আমাদের জীবনকে সার্থক করি। তাঁহার শুভ ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক।

পরস্পরের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা—বিশেষভাবে দুঃখ শোকে সহানুভূতির কথা উপরে আলোচিত হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতি রক্ষা করা যে সকল অবস্থায়ই, মানুষের—বিশেষতঃ একটি ধর্ম্মমণ্ডলীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির—অবশ্যপালনীয় কল্যাণকর কর্ত্তব্য, তাহা ব্যতীত যে কোনও মণ্ডলী বা সমাজ প্রেমপরিবাররূপে, প্রকৃত ধর্ম্মমণ্ডলীরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না, সে কথা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। পরস্পরের ও সমগ্র সমাজের এবং জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা, এই উদ্দেশ্যসাধনের একটি প্রধান উপায়রূপে, ব্রাহ্ম সমাজে চিরদিন স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। প্রার্থনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা। মাঘোৎসবের সময় এই উদ্দেশ্যে বিশেষ দিন নির্দ্দিষ্ট থাকে। তাহা অবশ্য কখনও যথেষ্ট বলিয়া অনুমিত হয় নাই। কেহ কেহ নিয়মিত কর্ত্তব্যরূপেই ইহাকে অবলম্বনও করিয়াছেন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম এই কর্ত্তব্যটি যাহাতে আরও অধিক পরিমাণে —শুধু বৎসরের একদিন নয়, পারিলে প্রতিদিনই, না হয় অন্ততঃ যত অধিক দিন সম্ভবপর—সকলে পালন করেন, তজ্জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ব্রাহ্মসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং শীঘ্রই এ সম্বন্ধে সকলকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিবেন। বাহিরের অপর যে সকল উপায়ই অবলম্বিত হউক না কেন, ইহা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া বহুলরূপে অবলম্বিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সমগ্র সমাজের ও আমাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মজীবনের স্বাস্থ্য উন্নতি ও সজীবতা বর্দ্ধন ও পরিপোষণের জন্য ইহার কত আবশ্যকতা রহিয়াছে, তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে— তাহার কোনও প্রয়োজনও নাই। আমরা অদ্য এ বিষয়ে শুধু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি, সকলে নিষ্ঠা সহিত এই ব্রতটি গ্রহণ ও পালন করিতে বিশেষ যত্নশীল হইবেন। প্রেমময় পিতা আমাদের সকলকে তাঁহার পবিত্র প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এই কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ করুন। আমাদের জীবনে তাঁহার প্রেমের জয় হউক।

নানকবাণী

১৪

কিউ কর বাধা সরপন খাধা।
কিউ কর খোইআ কিউ কর লাধা।
কিউ কর নিরমল কিউ কর অঁধিআরা।
ইহ তত্ত বীচারৈ সু গুরূ হমারা।

ভাবানুবাদ

কেমন করিয়া বদ্ধ হইল জীবরূপে, মায়াতে গ্রাস করিল।

কেমন করিয়া জীবন নষ্ট করিল, কেমন করিয়া আবার জীবন লাভ করিল।

কেমন করিয়া নির্ম্মল হইল, কেমন করিয়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

এই জ্ঞানের তত্ত্ব যিনি নির্ণয় করেন তিনিই আমার পূজ্য।

১৫

দুরমত বাধা সরপন খাধা।
মনমুখ খোইআ গুরমুখ লাধা।
সত গুর মিলৈ অঁধেরা জাই।
নানক হউমৈ মেট সমাই।

ভাবানুবাদ

দুর্ম্মতি আত্মাকে বদ্ধ করে, তাহার পর মায়া ইহাকে গ্রাস করে।

নোট—এইটি আবার যোগীদিগের প্রশ্ন।

বাধা = বদ্ধ হইল, জীব উৎপন্ন হইল।

সরপন = সর্প, ভাবার্থ মায়া।

লাধা = প্রাপ্ত হইল।

গুরূ = পূজ্য।

মনের অধীন হইলে জন্ম ব্যর্থ হয়, ভগবন্মুখীন হইলে জীবন লাভ হয়।

ভগবানের দর্শন পাইলে অন্ধকার ঘোচে।

নানক বলেন, অহং ভাব মুছিয়া ফেলিয়া ভগবানে সমাধিস্থ হও

১৬

সুন্ন নিরন্তর দীজৈ বন্ধ
উডৈ ন হংসা পড়ে ন কন্ধ।
সহজ গুফা ঘর জাণৈ সাচা।
নানক সাচে ভাবৈ সাচা।

ভাবানুবাদ

নির্ব্বিকল্প পরমাত্মাতে আত্মাকে বাঁধিয়া রাখ।

আত্মা চঞ্চল হইবে না, পুনরায় শরীর ধারণ করিতে হইবে না।

শান্তি-আলয়ে নিজ গৃহে গিয়া সত্যস্বরূপকে জানিতে পারিবে।

নানক বলেন, সত্যযুক্ত হইয়া সত্যস্বরূপের ধ্যান করিবে।

১৭

কিস কারণ গ্রিহ তজিও উদাসী।
কিস কারণ ইহ ভেখ নিবাসী।
কিস বখর কে তুম বণ জারে।
কিউ কর সাথ লঁঘারহ পারে।

ভাবানুবাদ

কোন্ কারণে গৃহ ত্যাগ করিয়া উদাসী হইলে?

কোন্ কারণে এই সাধুদিগের বেশ (ভেখ) ধারণ করিলে?

কোন্ বস্তুর ব্যাপারী তুমি?

কেমন করিয়া সঙ্গীদিগকে পারে উত্তীর্ণ করিবে?

ক্রমশঃ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

নোট—সিদ্ধদিগের প্রশ্নের উত্তর গুরু নানক দিলেন।

মনমুখ ও গুরমুখ এই দুই কথাই গুরু নানক সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়াছেন। মনমুখের অর্থ যে নিজের মনের প্রাধান্য করে, অহমিকায় পূর্ণ, স্বেচ্ছাচারী। গুরমুখ অর্থ ভগবানাদিষ্ট সাধু পুরুষ। গুরুবাদীরা মানব গুরুকে নির্দ্দেশ করেন।

সত গুর—পরমেশ্বর, ভগবান, উপদেষ্টা; গুরুবাদীদের অর্থে সাধু বা মন্ত্রদাতা মানব গুরু।

নোট—সুন্ন—নির্ব্বিকল্প, পরমাত্মা।

হংসা—জীবাত্মা; যাঁহাদের মন নিরুদ্ধ হয় না তাঁহাদের জীবাত্মা বাসনা-পক্ষদ্বারা উড়িয়া বেড়ায় ও জন্ম জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়—ট্রাক্ট সোসাইটি

সহজ—শান্ত; গ্রন্থকোষ বলেন, এই শব্দ জ্ঞানবোধক ও শান্তি-বোধক, কোথায়ও বিচার, তত্ত্বানুসন্ধান, কোথায়ও সুখ, ধৈর্য্য এই সকল অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

নোট—ইহা আবার সিদ্ধদিগের প্রশ্ন।

বখর—বিক্রয়ার্থ বাণিজ্য বস্তু।

সাথ—আপনার সহিত জিজ্ঞাসুদিগকে পারে লইয়া যাইবে—ট্রাক্ট সোসাইটি।

সত্যের দাবী।

জ্ঞানরাজ্যে সত্যকে "জানিবার বস্তু" বলিয়া মনে করা হয়। মানব-মন এবং সত্য, এই দুইয়ের মধ্যে, জ্ঞানরাজ্যে, সত্য নিশ্চেষ্ট ও মানব-মন সচেষ্ট; সত্য স্থির থাকে, মানব-মন তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হয়; সত্য বিজিত বস্তু, মানব-মন তাহার বিজেতা।

ধর্ম্মরাজ্যে অন্যরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মরাজ্যে সত্য নিশ্চেষ্ট নির্জীব পদার্থ নহে। তাহা মানব-মনের নিকটে আপনি আসে, ও তাহার প্রভুর মত আসে; তাহা মানব-মনকে আহ্বান করে, তাগাদা করে, আদেশ করে। ইহার কারণ এই যে, ধর্ম্মরাজ্যে সত্যের পশ্চাতে সত্যস্বরূপ ঈশ্বর আসিয়া দণ্ডায়মান হন। সত্যের যত দাবী, যত আহ্বান, যত আদেশ, তাহা সেই সত্যস্বরূপেরই দাবী আহ্বান ও আদেশ।

আমরা যখন ঈশ্বরের সত্য-স্বরূপটিকে জীবনে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি, তখন সে উপলব্ধির প্রধান একটি অঙ্গ এই হয় যে, তিনি সকল সত্যের উৎস, এবং মানব-মনের উপরে সত্যের যত দাবী, তাহা তাঁহারই দাবী।

চিন্তা বাক্য ও কার্য্য, এই তিন দিক দিয়া মানুষের মনে সত্যের দাবী উপস্থিত হয়। মানবের চিন্তারাজ্যে সত্যের দাবী এই যে, সকল সত্যকেই সমাদরে গ্রহণ কর, এবং সত্যকে স্পষ্ট ও নিঃসংশয়িতরূপে জানিবার অভ্যাস কর। বাক্যের প্রতি সত্যের দাবী এই যে, সত্য কথা বল, ও সত্যকে নির্ভয়ে অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার কর। কার্য্যের প্রতি সত্যের দাবী এই যে, সত্যকে শুধু চিন্তায় ও বাক্যে রাখিও না, তাহাকে জীবনেও অনুসরণ কর।

সকল সত্যকেই সমাদরে গ্রহণ কর, সত্যের এই দাবীটি ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত। 'সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্', সত্যই ব্রাহ্মের অবিনশ্বর শাস্ত্র, এই কথাটি ব্রাহ্মসমাজে প্রসিদ্ধ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্ত যখন একযোগে কার্য্য করিতেন, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত বলিতেন, "প্রকৃতিই আমাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ, বিশ্ববেদান্তই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র।" তিনি সমুদয় পদার্থবিজ্ঞানকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন হিমালয়ে সাধনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি কেবল যে অধ্যাত্মতত্ত্বের চর্চ্চা করিতেন, তাহা নহে; তাহার সহিত পদার্থবিজ্ঞানেরও চর্চ্চা করিতেন। বিশেষতঃ জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্ব, Astronomy ও Geology, এই দুই বিজ্ঞানের সাহায্যে, অনন্ত দেশে ও কালে সেই অনন্তস্বরূপের লীলা অনুভব করিয়া, তাহাতে গভীর ভাবে নিমগ্ন হইতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সত্য-স্বরূপের সাধনার ভিতরে ইহা একটি বৃহৎ অংশ ছিল।

অক্ষয়কুমার কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাহ্যবিজ্ঞানের অতিরিক্ত পক্ষপাতী ও অধ্যাত্মতত্ত্বের ও উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ৮ই নভেম্বর ১৯২৫ রবিবার, সায়ংকালীন উপাসনায় নিবেদিত।

আস্থাহীন ছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয় জগতেই বিচরণ করিতেন; উভয় জগতে সত্যের আলোকে অবগাহন করা তাঁহার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল। শেষ বয়সে তাঁহাকে geologyর চর্চ্চা করিতে দেখিয়া তাঁহার ভক্তগণ বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, "জাহাজ ছাড়িবার সময় হইল, এ সময়ে যতটা পারি বোঝাই করিয়া লই।"

সেই পরম সত্যস্বরূপকে ভাল করিয়া চিনিবার জন্য তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত বিচিত্র পথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। লাটিন ভাষায় একটি বিখ্যাত উক্তি আছে; তাহার মর্ম্ম এই যে, "আমি মানুষ, অতএব মানবসংসৃষ্ট কোনও বিষয়কে আমি পর ভাবিতে পারি না," অর্থাৎ, তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া, তাহাকে জানিবার অযোগ্য মনে করিয়া, ঠেলিয়া রাখিতে পারি না। এক সময়ে পাশ্চাত্য জগতের দার্শনিকমণ্ডলীর মধ্যে এই উক্তিটি একটি মটো'র মতন সম্মানিত হইত। তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তির মটো ইহা হওয়া উচিত যে, "আমি সত্য-স্বরূপের উপাসক, এজন্য সমগ্র সত্যের জগৎ আমার আপনার। আমি কোনও সত্য সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারি না।"

সমগ্র বিশ্বজগৎ আমার আপনার। আকাশের নক্ষত্র, গাছের পাতা ফুল, নদীর ও সাগরের জল, এবং আর যাহা কিছু দিয়া আমাদের পিতা আমাদের এই ভুবন আমাদের এই ভবনখানিকে সজ্জিত করিয়াছেন,—এ সবই আমার আপনার বস্তু। এ সকলকে জানিতে ব্যাকুল হইব না? এ সকল আমাদের মনকে কি মধুর আহ্বানে আহ্বান করে! শৈশবে বিশ্বজগতের এই আহ্বান কি মিষ্ট লাগিত; কেমন বিস্ময়পূর্ণ নয়নে তখন জগতের দিকে তাকাইতাম! সে বিস্ময় আমরা কেন ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলি? বয়স হইলে, "মহান্ জগতে থাকি' বিস্ময়বিহীন-আঁখি" কেন হইয়া যাই? এ আহ্বান তো পিতার আহ্বান। তিনিই তো তাঁর এ রচনা দেখিতে জানিতে বুঝিতে আমাকে নিরন্তর আদর করিয়া ডাকিতেছেন। তাঁর এই ডাক সত্য ও নিত্য। এ জীবনে সে ডাক সর্ব্বদা শুনিতেছি; মরণ-অন্তেও শুনিব। আমি বিশ্বাস করি, পরলোকে গিয়াও আমি এই জগৎকে জানিতে থাকিব। তিনি এক পরম সত্য হইয়া পরম সত্য হইয়া সব ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহারই মধ্যে থাকিয়া এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ সত্য হইয়াছে; তাঁহারই মধ্যে থাকিয়া আমিও সত্য হইয়াছি। এ কি সম্ভব যে তিনি সত্য হইতে সত্যকে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ হইতে আমাকে, নিত্যকালের জন্য বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন রাখিবেন? তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। জানিবার জন্য তাঁহার আহ্বান আমি এ লোকে নদী পর্ব্বত সাগর হইতে, আকাশের গ্রহ চন্দ্র হইতে, শুনি; পরলোকেও শুনিব। পরলোকে গিয়াও তাঁহার রচিত এই সুন্দর জগৎকে দেখিব; এবং এ জীবনে যাহা দেখা হইল না, অনন্ত জীবনে তাহা দেখিয়া, আমার দেখিবার সাধ, ও তাঁহার আমাকে-দেখাইবার সাধ, মিটাইতে থাকিব।

অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-প্রীতির দ্বারা চালিত হইয়া, ধর্ম্মচর্চ্চার ভাবে ভক্তির ভাবে পূর্ণ হইয়া, পদার্থবিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছিলেন। আমরা জানি, তাঁহারা ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (specialist) ছিলেন না। বিশেষজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের ঐ বিষয়ের জ্ঞান হয়তো অতি প্রাথমিক (elementary) অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু জ্ঞানের পরিমাণ কিংবা গভীরতা অধিক না-ই বা হইল। সেই সত্যস্বরূপের জ্ঞানস্বরূপের লীলা, তাঁহার কার্য্যপ্রণালী, বুঝিবার জন্য যে-ব্যাকুলতা তাঁহাদের চিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছিল, এবং নানা জ্ঞানের পথে ধাবিত করিয়াছিল, সেই ব্যাকুলতাটি থাকা আবশ্যক। সেই ব্যাকুলতা না থাকিলে, আমার মতে, ব্রাহ্মোচিত জীবন যাপন করা যায় না। আজ কাল সাধারণের বোধগম্য ও সহজ কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। সে সকল শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করে না; মানুষ ধর্ম্মপ্রাণ হইলে, তাহার আত্মাও সে সকলের দ্বারা লাভবান্ হয়। এই লাভ হয় যে, জগতের দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ে কৃতজ্ঞতায় মন তাজা হইয়া থাকিতে পায়, 'বিস্ময়-বিহীন-আঁখি' হইয়া আর থাকিতে হয় না; ঈশ্বরের আরাধনার স্বাদ, ঈশ্বরের সঙ্গের স্বাদ, অপূর্ব্বরূপে বৃদ্ধি পায়; বাড়ীতে শিশু পুত্রকন্যার মনগুলিকে ঈশ্বরমুখীন করিয়া দিবার চমৎকার উপায়সকল দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের সহিত সম্বন্ধ পবিত্রতর ও মধুরতর হইয়া যায়।

ব্রহ্মের উপাসক হইয়া যে-মানুষ নিজের অবসর সময়ের কিয়দংশও এইরূপ জ্ঞান-চর্চ্চায় ক্ষেপণ না করিয়া, তাহা কেবল সাময়িক সংবাদপত্র বা অসার গল্প পড়িয়া নিঃশেষে ব্যয় করে; ব্রহ্মের উপাসক হইয়া, জানিবার সুযোগ এবং বুঝিবার শিক্ষা-প্রসূত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে-মানুষ বৎসরের পর বৎসর পরিচয়-হীন বোধ-হীন অর্থ-হীন শূন্য দৃষ্টিতে ব্রহ্মের সৃষ্টির দিকে, গাছ পালার দিকে, চন্দ্র তারার দিকে, নিজ দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে তাকায়,—সে-মানুষ সত্যের একটি আহ্বানকে (অর্থাৎ সত্যস্বরূপের একটি আহ্বানকে) অগ্রাহ্য করিতেছে; সে-মানুষ অন্ততঃ এই একটি বিষয়ে ব্রাহ্মোচিত জীবন যাপন করিতেছে না। এই বিষয়ে অবহেলার দ্বারা ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক জীবন, উভয়ই যে ব্রাহ্মোচিত আদর্শ হইতে কত নীচে নামিয়া যায়, আমরা অনেক সময়ে তাহা অনুভব করি না।

চিন্তা-জগতে সত্যের দ্বিতীয় দাবী এই যে, সত্যকে স্পষ্টরূপে ও নিঃসংশয়িতরূপে জানিবার অভ্যাস কর। আমাদের অন্তরের জীবনে এমন অনেক প্রশ্নের উদয় হয়, যাহার মীমাংসায় আসিতে আমাদিগকে বিশেষ চিন্তায় নিযুক্ত হইতে হয়। বিশেষতঃ, ধর্ম্মবিশ্বাস-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের, এবং কোন কোন বিশেষ বিশেষ কার্য্য করা উচিত কি অনুচিত এইরূপ বিবেক-সম্পর্কিত প্রশ্নের, মীমাংসা, অনেক চিন্তা ও আত্মপরীক্ষা-সাপেক্ষ। এক প্রকার আধ্যাত্মিক আলস্য আছে, যাহার জন্য মানুষ ধর্ম্মবিশ্বাস-সম্বন্ধীয় প্রশ্নে চিন্তার পরিশ্রম হইতে পরাঙ্মুখ হয়, ও অন্ধ বিশ্বাসের শরণ লইতে চাহে। তেমনি আবার এক প্রকার আধ্যাত্মিক ভীরুতা আছে, যাহার জন্য মানুষ বিবেক-সম্পর্কিত প্রশ্ন চিন্তা করিতে বিমুখ হয়, পাছে বিবেক তাহাকে অত্যন্ত সুখটি ছাড়িতে বলে, অথবা যাহাকে সে ভয়

করে এমন কোনও অপ্রিয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে বলে। ব্রাহ্মের পক্ষে এই উভয়বিধ চিন্তা-বিমুখতা বর্জ্জনীয়। বিশেষতঃ, বিবেক-সম্পর্কিত প্রশ্নে ভীরু ও চিন্তা-বিমুখ হওয়ার ফলে, ব্রাহ্ম-সমাজের যে কত মানুষের ধর্ম্মজীবন কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াই থামিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই সুখটি, এই আমোদটি, এই উপার্জ্জনের পথটি, এই সঙ্গটি, হৃদয়ে উদিত এই নূতন অভিপ্রায়টি, আমার পক্ষে বিবেকের অনুমোদিত, না নিষিদ্ধ,—এইরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া যে-মানুষ ভীত হইয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহার সেই শিথিল ইচ্ছা, প্রবৃত্তির স্রোতের টানে কতদূর যে ভাসিয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই। পাপের একটি কাজ মানুষকে তত নষ্ট করে না, বিবেক-সম্পর্কিত প্রশ্নে এই চিন্তা-বিমুখতার অভ্যাস মানুষকে যত নষ্ট করে; একটি সংশয় মানুষকে তত নষ্ট করে না, ধর্ম্মবিশ্বাস-সম্বন্ধীয় প্রশ্নে এই চিন্তা-বিমুখতার অভ্যাস মানুষকে যত নষ্ট করে। অন্তরে সেই সত্য-স্বরূপের দৃষ্টি আমাদিগকে চিরদিন আহ্বান করিতেছে, "সত্যকে জান, সত্যকে ভাল করিয়া জানিবার জন্য শ্রমশীল হও, সত্যকেই বিশ্বাস কর; এবং আপনার বাসনা-কামনাসকলকে স্পষ্টরূপে দেখিয়া বুঝিয়া পরীক্ষা করিয়া, বিবেকের আলোকে কর্ত্তব্যের পথ নির্ণয় কর।" জীবনের এই সকল গুরুতর বিষয়ে চিন্তাকে অস্পষ্ট ও জ্ঞানকে কুহেলিকাচ্ছন্ন রাখা ব্রাহ্মের পক্ষে নিষিদ্ধ।

সত্যকে স্পষ্ট ও নিঃসংশয়িত রূপে জানার ভিতরে আরও একটি দাবী আছে। তাহা সূক্ষ্ম সতর্কতার দাবী। জ্ঞানরাজ্যে এই সূক্ষ্ম সতর্কতার (accuracyর) আদর্শটি রক্ষা করিবার ভার বিশেষ ভাবে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের উপরে পতিত হয়। এই আদর্শে চালিত হইয়া বিজ্ঞান বস্তুজগৎ সম্বন্ধে, ও ইতিহাস মানবজগৎ সম্বন্ধে, সুনির্দ্ধারিত তথ্য (facts) ও কল্পিত সিদ্ধান্ত (theory), এই উভয়কে সযত্নে পৃথক্ করেন। আমরা যখন মানুষের সম্বন্ধে কিছু ভাবি, বলি, বা লিখি, আমরা যখন অপরের কোনও উক্তি উদ্ধৃত করি, তখন আমাদিগকেও এই সূক্ষ্ম সতর্কতার দাবী মানিয়া চলিতে হইবে। আমাদের জাতীয় প্রকৃতি যে এ বিষয়ে এখনও কিরূপ শিথিল, তাহার পরিচয়স্বরূপ ইহা বলাই যথেষ্ট যে, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও পরমহংস রামকৃষ্ণের জীবনকাহিনীতে, আমাদের চক্ষের উপরে, এই বিংশ শতাব্দীতে, সত্যের সহিত অজস্র কল্পনা মিশ্রিত করা হইতেছে। ব্রাহ্মেরা সতর্ক না হইলে রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধেও তাহা হওয়া অসম্ভব নহে। জ্ঞানরাজ্যে বর্ত্তমান যুগটি যেন বিশেষ ভাবে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম সতর্কতারই যুগ। তাহার ফলে প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন মহাপুরুষগণের জীবনচরিত, নূতন করিয়া রচিত হইতেছে। অনেক সময়ে আমরা দেখিব যে আমাদের পূর্ব্বসংস্কার ভগ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের অন্য পথ নাই; সত্যের পথই আমাদের পথ। য়ুরোপে এই মহাবাক্য প্রচলিত আছে যে, "আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ুক, কিন্তু ন্যায় জয়যুক্ত হউক"; ব্রাহ্মের পক্ষে তেমনি ইহা মহাবাক্য যে "ভক্তি-কল্পিত স্বর্গ যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ুক, কিন্তু সত্য জয়যুক্ত হউক।"

বাক্যের সহিত সত্যের সম্পর্ক বহুবিধ; তাহা অতিশয় জটিল এবং বহু বিস্তৃত। তাহা Logic, Psychology, Ethics, Metaphysics, Law, প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে আলোচিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে একটিমাত্র বিষয় আমার অদ্যকার আলোচ্য। ধর্ম্মরাজ্যে বাক্য সম্বন্ধে সত্যের যে একটি বিশেষ দাবী আছে, তাহাই আমার আলোচ্য। তাহা এই যে, সত্য স্বীকারোক্তি চায়।

মানুষের অনেক বিশ্বাস অনেক মতামত এমন যে, তাহাকে মনের ভিতরেই আবদ্ধ রাখা চলিতে পারে। আলোক কি-বস্তু? আলোক কি ঈথর-সাগরের তরঙ্গ, না, তীব্রবেগে ধাবিত জড়-কণা? সহর ভাল না গ্রাম ভাল? ভারতের পরাধীনতার কারণ প্রধানতঃ কোথায়? ইহার মানুষগুলির স্বভাবে, না, জল-বায়ুর অবস্থায়, না, ভৌগোলিক অবস্থিতিতে,—ইত্যাদি কত প্রশ্নে আমাদের চিত্ত আলোড়িত হয়। সে সকল বিষয়ে আমরা কোনও মতে বা বিশ্বাসে উপনীত হইলেও, তাহাকে মনে-মনেই রাখি। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে মত ও বিশ্বাস মনে-মনেই লুকাইয়া রাখা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়? ধর্ম্মরাজ্যে এমন কি বিশেষত্ব আছে, যাহাতে মত ও বিশ্বাস স্বীকার করা অনিবার্য্য হয়? সে বিশেষত্ব এই যে, ধর্ম্ম-জগৎটা সম্বন্ধের জগৎ। এখানে তোমার বিশ্বাসের দ্বারা তুমি ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হও; তিনি তোমার পিতা হন। তোমার বিশ্বাসের দ্বারা তুমি মানুষের সঙ্গেও সম্বন্ধে আবদ্ধ হও; তোমার সমবিশ্বাসিগণ তোমার ভ্রাতা ভগিনী হন। যতক্ষণ না জীবনে এইরূপ সম্বন্ধসকল অনুভব করা যায়,—(অথবা অনুভব যথেষ্ট নয়; যতক্ষণ না জীবন এইরূপ সম্বন্ধসকলে বাঁধা পড়ে), —ততক্ষণ ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশই হয় নাই। ধর্ম্মজগৎ নির্লিপ্ত মত ও বিশ্বাসের জগৎ নহে, সম্বন্ধেরই জগৎ। এবং যেখানে সম্বন্ধ, সেইখানেই উন্নত মনের আদেশ এই যে, "সম্বন্ধকে স্বীকার কর; সম্বন্ধ স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইও না।"

ধর্ম্মজগতে সত্যের এই বিশেষ দাবীটি ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার। আমাদের বড় মনটা আমাদের বলে, "সত্যকে স্বীকার কর। সত্যের দ্বারা তুমি ঈশ্বরকে পিতা-মাতারূপে পাইয়াছ; সত্যের দ্বারা তুমি ভাই ভগিনী লাভ করিয়াছ; তাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ মানুষের কাছে স্বীকার করিতে সাহস নাই? ছি ছি!" ছোট মনটা বলে, "মানুষকে জানাইয়া কি হইবে? মনে-মনে আমি ভগবানকে ডাকিব। মানুষকে জানিতে দিয়া সংসারে একটা গোলমাল উপস্থিত করিয়া কি হইবে?" এই বড় মন ও ছোট-মনের দ্বন্দ্ব সত্যের উপাসকের জীবনে সর্ব্বদাই উপস্থিত হয়। সত্যকে চাও? সত্যকে বরণ করিবে? তবে আগে মন বড় কর। ঋষিরা বলিয়াছেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"; তেমনি বলা যায়, মন যার বড় নয়, সে সত্যের অনুচর হইতে পারে না।

কোনও পুরুষ যদি কোনও নারীকে বলে, "আমি তোমাকে ভাল বাসিয়াছি, কিন্তু তোমাকে গোপনে বিবাহ করিতে চাই, জানাজানি হইলে আমার গুরুতর আর্থিক ক্ষতি হইবে, আমি বিষয়সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইব," তবে সে নারী বুদ্ধিমতী ও

মনুষ্যত্বশালিনী হইলে এমন বিবাহের প্রস্তাব, এমন পুরুষের প্রণয়, ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করে। যেখানে সম্বন্ধ, সেই-খানেই সম্বন্ধ স্বীকার করিবার সাহসটি চাই। সম্বন্ধ স্বীকার করিতে যে প্রস্তুত নয়, তাহার প্রেমের যেমন মূল্য নাই, তাহার ধর্ম্মেরও তেমনি মূল্য নাই।

আজকাল কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্ম বলিয়া, ব্রহ্মোপাসক বলিয়া পৃথক্ নামে চিহ্নিত হইবার প্রয়োজন কি? প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? প্রকাশ্যে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন কি? তাঁহারা ইহা অনুভব করেন না যে, ধর্ম্মরাজ্যের আসল ব্যাপার ইহার **সম্বন্ধ সকল**। ব্রাহ্ম নাম প্রকাশ্যে স্বীকার, প্রকাশ্যে দীক্ষা, এ সকলের উদ্দেশ্য কখনও ইহা নয় যে আমরা কে **নই**, আমরা কাহাদের **নই**, তাহাই জগতের সম্মুখে বলিব; অপর সকল হইতে আমাদিগকে পৃথক করিয়া চিহ্নিত করিব। কিন্তু আমরা কে, আমরা কাহাদের, কে কে আমাদের আপনার, তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে জগতের সম্মুখে বলা,—ঈশ্বরের সঙ্গে ও সমবিশ্বাসীদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করা,—ইহারই জন্য বিশেষ নাম, ইহারই জন্য প্রকাশ্যে স্বীকার ও প্রকাশ্যে দীক্ষা।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা যখন কলিকাতায় আসিয়া স্বীয় বিখ্যাত পুত্রের বাটীতে বাস করিতেন, তখনও তিনি নিজ গ্রাম্যজনোচিত পরিচ্ছদেই থাকিতেন। এক দিন এক জন বড় লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়া, বাহিরের ঘরে তাঁহার পিতাকে দেখিয়া, বাড়ীর চাকর মনে করিয়া তাঁহাকে কি আদেশ করিতেছিলেন; এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিতর বাড়ী হইতে আসিয়া পড়িলেন, এবং সসম্ভ্রমে, "ইনি আমার পিতা" বলিয়া সেই ভদ্র লোকের কাছে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন; তাঁহার ভুল ভাঙ্গাইয়া দিলেন।

কিন্তু ইহার বিপরীত ঘটনাও সংসারে অহরহ ঘটিয়া থাকে। ধনী লোকের পিতা বাহিরের ঘরে গ্রাম্য পরিচ্ছদ পরিয়াই বসিয়া আছেন; এমন সময়ে সহরবাসী সভ্য বন্ধুগণ হঠাৎ সেই ধনীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া পড়িলেন; গৃহস্বামী তাড়া-তাড়ি ভিতর বাড়ীতে লুকাইয়া পড়িলেন, অন্যকে দিয়া পিতাকে ভিতরে ডাকাইয়া আনিয়া, তারপর বাহিরে গিয়া বন্ধুদের কাছে বসিলেন,—পাছে অপর লোকের সম্মুখে পিতাকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিতে হয়! এমন ব্যাপারও অনেক সময়ে ঘটিয়াছে।

ব্রহ্মোপাসক ভাই বোন্, ব্রাহ্ম ভাই বোন্, সকলে ভাব', পৃথিবীতে কি এমন কোনও বন্ধু বা এমন কোনও সঙ্গ আছে, যেখানে তোমার ধর্ম্মকে স্বীকার করিতে, পিতাকে স্বীকার করিতে লজ্জা করে? যদি থাকে, তবে ভাবিয়া দেখ, হৃদয়ের মহত্ব কতখানি হারাইলে, ভীরুতার ধাপে-ধাপে মন কতখানি নামিয়া গেলে, ক্ষুদ্র সুখ মান লাভ-ক্ষতি-গণনায় মনটা কতদূর নীচু হইলে, জীবনের এই দুরবস্থা হয়!

ধর্ম্মকে মানুষ কি চক্ষে দেখিবে? ধর্ম্মটা কি ইতিহাসের তত্ত্ব, কিংবা বিজ্ঞান-দর্শনের তত্ত্ব? এ কি হিন্দু নামের বা আর্য্য সভ্যতার ইতিহাস, এ কি মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব, এ কি অদ্বৈতবাদ কি দ্বৈতবাদের মীমাংসা, যে, তাহা মনে-মনে রাখিলেও চলিবে? বাহিরে স্বীকার না করিলেও চলিবে? এ যে পিতার সঙ্গে, ভাইবোনের সঙ্গে **সম্বন্ধ**; এ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইলে আর ধর্ম্ম থাকে না; মনুষ্যত্বও থাকে না।

আমি বলিতেছি না যে, ব্রহ্মোপাসক বা ব্রাহ্ম নিজ ধর্ম্মটা লোককে দেখাইয়া বেড়াইবেন; তাহা লইয়া parade করিবেন; ফোঁটা-তিলকের মতন বা অপর কোনও সম্প্রদায়-চিহ্নের মতন তাহা ধারণ করিবেন, এবং প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছি বলিয়াই ধর্ম্মাভিমানে বা কৃত্রিম পুণ্যের কল্পনায় অহঙ্কৃত হইবেন। সে আস্ফালন বা গর্ব্ব অসারতার পরিচয়। কিন্তু যদি দেখি, কোনও mess এর বা hostel এর একমাত্র ব্রাহ্ম অধিবাসী সকালে উঠিয়া নিজের বিছানায় প্রার্থনার জন্য বসিতে ভয় পান, কোনও কলেজ-ক্লাসের একমাত্র ব্রাহ্ম ছাত্র অথবা কোনও অফিসের একমাত্র ব্রাহ্ম কর্ম্মচারী আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে ভয় পান, কোনও ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী গৃহস্থ, নিজের বৈঠকখানার দেওয়ালটি ব্যবসায়ীদিগের বিজ্ঞাপনের ছবি (যাহা সব সময় সুরুচিসঙ্গত হয় না) তাহার দ্বারা ঢাকিতে পারেন, কিন্তু তাহার স্থানে রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের ছবি রাখিতে ভয় পান,—তখন মনে হয় যে, ইঁহারা বুঝিতেছেন না, পিতাকে স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হওয়ায় যতখানি হীনতা, যতখানি কলঙ্ক, সেই কলঙ্ক ইঁহারা এইরূপ আচরণের দ্বারা নিজ চরিত্রে লেপন করিতেছেন।

বাক্যের সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক বহুবিধ; তাহা অনেক জটিল ও অনেক বিস্তৃত। তন্মধ্যে একটি কথা মাত্র আপনাদের নিকটে উপস্থিত করিলাম। ধর্ম্মের রাজ্যে সত্যের দাবী এই যে, সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, ধর্ম্মের রাজ্যে সত্যের দ্বারা সম্বন্ধ-সকল সৃষ্ট হয়।

সত্যের তৃতীয় ও সর্ব্বপ্রধান দাবী, সর্ব্বপ্রধান আহ্বান, সর্ব্ব-প্রধান আদেশ এই যে, সত্যকে অনুসরণ কর, জীবনে ও আচরণে সত্যের অনুবর্ত্তী হও। ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের অন্তরে সত্যসকল কখনও একাকী উদ্ভাসিত হয় না; সর্ব্বদাই সত্যের সহিত এক জন Person, এক জন মহান্ সত্যপুরুষ পরমপুরুষ প্রকাশিত হন। মানব-মন শুধু এমন একটি **ভাণ্ডার ঘর** নহে, যেখানে নির্জ্জীব সত্য-সকল সঞ্চিত হইয়া পড়িয়া থাকিবে। মানব-মন একটি **সাক্ষাৎকারের মন্দির**, একটি Audience chamber, যেখানে সকল সত্যের উৎস পরম সত্যপুরুষের সঙ্গে মানবের সাক্ষাৎকার হয়, ও যেখানে তাঁহারই মুখজ্যোতিতে সকল সত্যের সহিত মানুষের পরিচয় হয়। সেই অন্তর-মন্দিরে জ্ঞান-সম্বন্ধীয় সত্যকে তিনি প্রকাশিত করিয়া বলেন, "দেখ, এ জ্ঞান কেমন আনন্দময়; ইহা জান, ও জানিয়া আনন্দিত হও"। আবার আচরণ সম্বন্ধীয় সত্যকেও সেই অন্তর-মন্দিরে তিনিই প্রকাশিত করিয়া বলেন, "এই সত্য তোমার অনুসরণের জন্য; ইহা শুধু চিন্তায় বুঝিবার ও জ্ঞানে ধরিবার জন্য তোমার সম্মুখে রাখি নাই, জীবনে পালন করিবার জন্য রাখিয়াছি; ইহা অনুসরণ করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর।"

সত্য জানিলেই যে সত্যের সম্বন্ধে সকল কর্ত্তব্য শেষ হয় না, সত্যের অনুসরণই যে সত্যের প্রধান দাবী ও সত্য-সম্বন্ধে প্রধান কর্ত্তব্য, এই তত্ত্বটি ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব। যাহা লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশে নূতন, যাহা আছে বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাচীন ভারতের শিরোভূষণ যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাকেও অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা এই তত্ত্ব যে, মানবের হৃদয়মন্দিরে সত্যের কিরণ-রেখা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্যপুরুষের উজ্জ্বল মুখ জাগে; সে মুখ বলে, "সত্যকে তো জানিলে; এখন সে সত্যকে অনুসরণ কর।" সত্যের পশ্চাতে সত্যপুরুষ দণ্ডায়মান, তাই ব্রাহ্মধর্ম্মে, সত্য, আদেশ লইয়া আসে; সত্য, মানুষকে মাতায়; সত্য, মানুষকে বীরত্বে দীক্ষিত করে; সত্য, সহস্রের সম্মুখে এক-কে দণ্ডায়মান করায়; সত্য, সমগ্র জীবনকে শাসন করে। সত্য, আর শুধু পণ্ডিত সৃষ্টি করে না, কিন্তু সৈনিকও সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মধর্ম্মে, অন্তরবাসী সেই সত্যপুরুষ মানবজীবনের নেতা ও প্রভু হইয়াছেন; ইহাতেই সত্যের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যাহা পূর্ব্বে ছিল শুধু বুঝিবার ও বুঝাইবার বস্তু, তাহা হইয়া গিয়াছে, তাঁহার আদেশে সারা জীবনে সাধন করিবার মন্ত্র। যে কাতরতার সঙ্গে পূর্ব্বে মানুষ বলিত, "হে সত্য, তোমায় কবে আমি সম্পূর্ণরূপে জানিব," তদপেক্ষা সহস্র গুণে তীব্র কাতরতার সহিত মানব-মন হইতে এই ধ্বনি উঠিতেছে, "হে সত্য, কবে তোমার বিশ্বস্ত ও সরল অনুসরণকারী হইয়া সেই সত্যপুরুষের প্রসন্নতা লাভ করিব!"

ব্রাহ্মধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়া, এখন, অসত্য বলিলে, অসত্য আচরণ করিলে, কি হয়? সেই অন্তরবাসী দেবতার মুখ ম্লান হইয়া অন্তরাকাশ ও জীবনাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, জগতের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইতে লজ্জা হয়। মানুষের তুষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রাপ্য পূজা পরিমিত বস্তুকে দিলে কি হয়? সে কপটতা ও ভীরুতার প্রতি দেবতার ধিক্কার শুনিতে হয়। 'আজীবন সত্যেরই সেবক হইব, সত্যধর্ম্মাশ্রিত মানুষের দলেই থাকিব,' এই সংকল্প গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিলে, বিলম্ব করিলে, কি হয়? হৃদয়াকাশ সেই অন্তরবাসী দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠে, ও তাহার মধ্য হইতে তাঁহার বজ্র-গম্ভীর বাণী শুনিতে পাই, "তুই কি তবে আমার পুত্র আমার কন্যা ন'স্? আমার ভৃত্য ন'স্? তুই তবে কা'র সেবক হবি? কোন্ দলে যাবি, কা'র চরণে মাথা দিবি, যাতে তুই মলিন হবি না?"—ব্রাহ্মধর্ম্মে সত্যের এই নূতন মূর্ত্তি আমরা সকলে দর্শন করি; সত্যের এই আহ্বান শ্রবণ করি; সত্যের আদেশ পালন করিয়া যেন ধন্য হইতে পারি, সত্যস্বরূপ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

ক্রমশঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান ও উপাসনা। (২)

সমাজ-ধর্ম্মে বিবাহকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে। বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তি। দুইটী অজ্ঞাত অপরিচিত নরনারী পরস্পরে আত্মসমর্পণ করিয়া একটী নূতন বংশ-ধারাসৃজনের পথে মিলিত হইয়াছে, ইহা সৃষ্টির ভিতরে এক অভিনব ব্যাপার। প্রেমই এই আত্মসমর্পণের সূত্র। এই প্রেম অপার্থিব এবং পবিত্র, ইহার উৎস স্বয়ং প্রেমময় প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বর। তিনি কেবল প্রেম নহেন, তিনি সচেতন প্রেম—প্রেমবিধাতা—প্রেমগুরু, এবং প্রেমের মিলনসম্ভবয়িতা। তাঁহার এই প্রেমরূপের অভিব্যক্তিতে বিবাহোৎসব পূর্ণ। প্রেমের সঙ্গে তাঁহার একটী অচ্ছেদ্য যোগে আনন্দ-রূপের প্রকাশ হইবে। সুতরাং বিবাহোৎসবকে আনন্দোৎসব বলা যাইতে পারে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন, আরাধনা এবং প্রার্থনা প্রভৃতিতে যে-সকল ব্রহ্মসঙ্গীত রচিত হইয়াছে তাহা অতি উচ্চ আদর্শজ্ঞাপক। বাঙ্গালীর পারিবারিক অনুষ্ঠানে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যভাণ্ডারে তাহা অপূর্ব্ব ও অতুলনীয়। ব্রাহ্মসমাজের বিবাহানুষ্ঠান সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে এক দর্শনীয়, শিক্ষণীয়, এবং প্রচার বিষয়ে এক আদর্শ অনুষ্ঠান। ইহার গভীরতা, উচ্চতা, পবিত্রতা এবং মধুরতা, এই চারিটী গুণই আচার্য্য উদ্বোধন, আরাধনা, এবং উপদেশ ও প্রার্থনাতে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিবেন না। সাধারণতঃ এই অনুষ্ঠানে চারিটী সঙ্গীত হইয়া থাকে। এই চারিটী সঙ্গীতের নির্ব্বাচন বিষয়ে অনুষ্ঠানের একটী আদ্যন্তের সামঞ্জস্য থাকিবে। সুতরাং এই নির্ব্বাচনে বরকন্যার স্বাধীনতা থাকিলেও আচার্য্য এবং নিপুণ ও কুশলী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। উদ্বোধনের গানটীতে প্রেমের উৎসব ঘোষণা করিবে, মিলনের আহ্বান ও মহিমা প্রকাশ করিবে, অথবা প্রেমস্বরূপের প্রেমের লীলাতত্ত্ব প্রচার করিবে। আরাধনায়, সমস্ত স্বরূপের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগে তাঁহার প্রেমস্বরূপেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইবে। প্রেমে আশা আনন্দ, উৎসাহ, বল, নবীনতা, মধুরতা, ত্যাগ, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি তত্ত্ব ফুটিবে। আচার্য্যের আরাধনার ভিতরে এই সকল ভাবের অভিব্যক্তিই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং আরাধনার পূর্ব্বের সঙ্গীতটীও তদনুরূপ অর্থাৎ তাঁহার প্রেমলীলার অভিব্যক্তিমূলক হইলেই সমীচীন হইবে। আরাধনার সঙ্গীত, তৃতীয় পুরুষে গীত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সমস্বরে প্রার্থনার পরের কিম্বা মাল্য বিনিময়ের পরের দুইটী গানের ভিতরেও, সাক্ষাৎ ভাবের প্রার্থনা না থাকিলেও কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, প্রেমের জয়গান, প্রেমের লীলা-দর্শনে আনন্দ প্রকাশ, মিলনের সার্থকতায় ধন্যবাদ অর্পণ প্রভৃতি ভাব সূচিত হইবে। আচার্য্যের উপদেশে, গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ-কল্পে, দাম্পত্য ধর্ম্মেরই নানা দিক দেখান হইবে এবং শেষ সঙ্গীতটী ঠিক মিলনধর্ম্মের অনুরূপে প্রার্থনাসঙ্গীত হইলেই শোভন হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে রোগমুক্তি-অনুষ্ঠানটিও ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতেছে। হিন্দু সমাজে এই অনুষ্ঠান বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য নিজ নিজ আদর্শে ভোগ, বলিদান প্রভৃতি কতই না করে মানুষ! ব্রাহ্মসমাজের ভগবান্ নিরপেক্ষ, নিষ্কাম, অচঞ্চল, শান্ত। তাঁহার বিধি নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, অথবা অজ্ঞতা ও অনবধানতার জন্য আমরা রোগে কাতর ক্লিষ্ট হই; তবে তাঁহারই প্রদত্ত বিচার-বুদ্ধি চিকিৎসাতত্ত্ব আলোচনা, এবং তাঁহারই সৃষ্ট পথ্যাদি পাইয়া

পুনরায় সংযম ও সাবধানতা গুণে আরোগ্য লাভ করি। এই অনুষ্ঠানের ভিতরে নিজেদের অক্ষমতা, অসাবধানতা, অসংযম আর তাঁহার দয়া, নিরপেক্ষ, শান্ত, মঙ্গল ভাব, রোগের ভিতরে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা প্রভৃতির মূলে তাঁহারই শিক্ষা, তাঁহারই জ্ঞান, এবং পুনরায় স্বাস্থ্য লাভের ভিতরে জীবনে তাঁহার কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, এজন্য তাঁহার আশ্রিত ভাব প্রভৃতিই অনুষ্ঠানের আদি অন্ত পূর্ণ করিবে। সঙ্গীতগুলিও তাঁহার দয়া, প্রেম অমোঘ ইচ্ছা শক্তিকেই প্রকাশ করিবে।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব, সফলতা, অথবা কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চপদ লাভ, বিপুল ধনাগম, কিম্বা যশঃ খ্যাতি উপাধি লাভের দিনেও আনন্দ করা, বন্ধু সম্মিলনের ব্যবস্থা এবং প্রার্থনা কিম্বা উপাসনাদির আয়োজন ব্রাহ্মসমাজে হইয়া থাকে। অবশ্য তাহা সর্ব্বত্র নয়। এই অনুষ্ঠানে তাঁর শক্তি, জ্ঞান, করুণা, ও বৈচিত্র্যদর্শন-যোগে তাঁহাকে ইচ্ছাময় ফলদাতা জ্ঞানে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশমূলক উপাসনাদি হইতে পারে। অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে, অভাব দুঃখ দৈন্যের দিনেও তো ভগবান বিশ্বাসী সাধক ব্রাহ্মকে কত শিক্ষা দেন, আত্মিক ভাবে লাভবান্ করিয়া থাকেন? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক এবং সত্য! তবে, দুর্ব্বল আমরা দুঃখটাকে সহজে চাহি না, রোগ শোক প্রার্থনা করি না; কিন্তু অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহা যখনই ঘটে, তখন তাঁহাকে মঙ্গলময়রূপে যিনি পারেন তিনি অবশ্যই কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করিবেন এবং অনুষ্ঠান করিবেন। ব্রাহ্মের পক্ষে ইহা সমীচীন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মৃত্যুশয্যায়, দেহ অন্তে কিম্বা দেহের শেষ পরিণতিভূমি শ্মশানে উপাসনাদি হইয়া থাকে। এই বিদায়ের দিনে শরীরের নশ্বরতা, জড়ের চঞ্চলতা, সর্ব্বোপরি ভগবানের ইচ্ছার অমোঘতা, এবং মৃত্যু যে মানবের পক্ষে পরম মঙ্গলকর, চিরকাল রোগক্লিষ্ট দেহভারবহনের অসীম দুঃখের নিরসন হয় এই দৈহিক মৃত্যু-সংঘটনে,—যতদিন দেহ ছিল, তাতে কর্ম্ম ছিল, সেবা ছিল, কত আনন্দ ছিল, এই জীবন দিয়া তিনি পরিবারে সমাজে কত সুখ শান্তি, প্রেমপুণ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এজন্য তাঁরই চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ, এবং দেহের অধ্রুবত্ব ও আত্মার নিত্যত্ব, এই দুইটী জ্ঞান লাভের জন্য এবং শোকপ্রশমনের জন্য উপাসনা প্রার্থনা হইবে। সঙ্গীতও অনিত্যতা ও মঙ্গলভাবের প্রকাশক হইবে

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান মানবজীবনের শেষ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের অধিকারী সাধারণতঃ পিতৃমাতৃবিয়োগে পুত্রকন্যা, ভ্রাতা প্রভৃতি, পুত্র না থাকিলে পত্নীর জন্য পতি এবং পতির জন্য পত্নী, পিতৃমাতৃহীন, অবিবাহিত যিনি,তাঁর জন্য ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি। এই ভাবে সম্পর্ক হিসাবে শ্রদ্ধা প্রীতি যাঁহার প্রতি যাঁহার আছে, তিনিই ব্রাহ্ম সমাজে শ্রাদ্ধের অধিকারী এবং অধিকারিণী। এই অনুষ্ঠানটীর গাম্ভীর্য্য, পবিত্রতা আত্মিকতা, এবং শান্ত ভাব অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে, অনন্ত জীবনের ভাবই ঘোষিত হইবে, দেহ ধারণ করিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রে পর জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের উপযুক্ত হওয়া, পরকাল সত্য, নিত্য অনন্তকালব্যাপী, অনন্ত জীবনের তুলনায় ৫০।৬০ বৎসরের দৈহিক জীবন অতি ক্ষুদ্র। এই ভাব গুলিই সূচিত হইবে। আরাধনার ভিতরে ভগবানের সত্য প্রেম মঙ্গল ভাব স্ফূরিত হইবে। তাঁহার অমৃতস্বরূপের প্রকাশ, জড়ে অজড়ে, জীবনে, মরণে ইহকালের কর্ম্মে, পরকালের ধর্ম্মে প্রকটিত। এই ভাবেরই অভিব্যক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। তাঁহার বিধাতৃত্ব, আত্মার অমরত্ব, ইহকাল পরকাল প্রকৃত পক্ষে এক —অজ্ঞানতা অবিশ্বাসই ইহার অন্তরায়—এই ভাব গুলিই সূচিত হইবে। প্রার্থনার ভিতরে শোকমোচন জন্য উপরত আত্মার জন্য প্রেম, আনন্দ পবিত্রতা ভিক্ষা, মোহনিরসন, বন্ধনমোচন, তাঁর নিকট জীবিতকালে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা অর্পণ—সর্ব্বোপরি ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, এই প্রার্থনা কঠিন ও অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইলেও, এই ভাবটী লাভের জন্য প্রার্থনা হইবে। অনুষ্ঠানের আরাধনান্তে উপরত আত্মার জীবন-প্রসঙ্গ লিখিত অথবা বাচনিক ভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। উদ্বোধনে আচার্য্যেরও কুশলতার সঙ্গে সংক্ষেপে উপরত আত্মার পরিচয়প্রদান কর্ত্তব্য। সঙ্গীত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অনেক আছে। উদ্বোধন আরাধনা প্রার্থনার পর্য্যায় অথবা ক্রম রাখিয়া সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৯শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র সুবোধকুমার ৩২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ২২শে নবেম্বর ভাগিনেয় কর্ত্তৃক ও ২৯শে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক তাহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। উভয় দিবসই শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ভ্রাতা সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। প্রচার বিভাগে ৪৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ১৬ই কার্ত্তিক নারায়ণগঞ্জ নগরীতে শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষের পত্নী সুনীতিবালা, ৩৪ বৎসর বয়সে ৮টী শিশুসন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৯শে নবেম্বর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ও সুহৃদ্‌কুমার গুপ্ত পিতা বাবু তারিণীচরণ গুপ্তের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত শাস্ত্র ও জীবনস্মৃতি পাঠ করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবিধান করুন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় গত ১০ই নভেম্বর ধুবড়ী পৌঁছিয়া, ১১ই ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সায়ংকালে সঙ্গত উপাসনা ধর্ম্মালোচনা প্রার্থনা সঙ্গীতাদি, ১২ই সন্ধ্যার সময় শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দাসের বাড়ী উপাসনা ও সঙ্গীতাদি, ১৩ই মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী উপাসনা ও সঙ্গীতাদি, সায়ংকালে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র নাগের বাড়ী উপাসনা, ১৪ই প্রাতে শ্রীযুক্ত কামিনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর বাড়ী উপাসনা ও সংকীর্ত্তনাদি, সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কথকতা, ১৫ই প্রাতে রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাসের বাড়ীতে উপাসনা এবং সায়ংকালে মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন প্রত্যূষে শরৎ বাবুর বাড়ীতে উপাসনা করিয়াছেন।

তৎপর গৌহাটী গমন করিয়া ১৭ই নভেম্বর একটী পরিবারে পরিবারে পারিবারিক উপাসনা সাংকালে মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য, ১৮ই সায়ংকালে মন্দির প্রাঙ্গণে বুদ্ধের সাধন ও নির্ব্বাণলাভ বিষয়ে কথকতা, ১৯শে প্রাতে পারিবারিক উপাসনা, ২০শে মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য এবং ২১শে মধ্যাহ্নে একটী পরিবারে ব্রাহ্মোপাসনা করেন। এই দিন অপরাহ্নে তেজপুর যাত্রা করেন।

দান—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীমান্ সলিলচন্দ্র ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রচার বিভাগে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এ দান সার্থক হউক। আশা করি অপর ব্রাহ্মছাত্র ও ছাত্রীগণ এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

জাতকর্ম্ম—বিগত ২২শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শ্রীপতিনাথ দত্তের দ্বিতীয় পুত্রের (জন্ম ২২শে অক্টোবর,) জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমতী সুশীলা বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন,। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগ ২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। মঙ্গলবিধাতা নবজাত শিশুকে সতত রক্ষা করুন।

নামকরণ—বিগত ১৬ই নবেম্বর বোম্বাই নগরীতে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গাণ্টির শিশুপুত্রের (ডাক্তার পি, দেবের দৌহিত্র) জাতকর্ম্ম ও নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বি. বি, কোরগাওকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুকে দীলিপকুমার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মঙ্গলময় বিধাতা শিশুকে মঙ্গলের পথে বর্দ্ধিত করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ২৮শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে স্যার নীলরতন সরকারের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কমলা ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ অশোকের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

উষাকীর্ত্তন—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আগামী ১লা পৌষ (১৬ই ডিসেম্বর) বুধবার হইতে উষাকীর্ত্তন আরম্ভ হইবে। প্রথম দিন সিটিকলেজ স্কুল হইতে আরম্ভ করিয়া সাধনাশ্রমে যাইয়া শেষ করা হয়। সকলে যোগদান করিয়া বাধিত করিবেন।

NOTICE

A Special Meeting of the General Committee of the Sadharan Brahmo Samaj will be held on Monday, the 14th December, 1925 at 6 P. M. in the Prayer Hall of the Samaj. Members are requested to be present.

AGENDA :—To consider certain additions and alterations to the rules of the Samaj, proposed by two members of the Samaj under rule 40 (c)—

Amendment proposed by the General Committee.

২য় নিয়ম—যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং আত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতিতে এবং উপাসনার আবশ্যকতাতে বিশ্বাস করেন এবং অপর দিকে কোন সৃষ্টবস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বর জ্ঞান কিম্বা ঈশ্বর লাভের জন্য ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যবর্ত্তী (Mediator), জ্ঞান অথবা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

Proposal of Babu Surendra Sasi Gupta—

২য় নিয়ম—

(১) **ঈশ্বর** সত্য স্বরূপ, জ্ঞানময় ও অনন্ত, আনন্দ-স্বরূপ, প্রেমময়, শান্তস্বরূপ, মঙ্গলময়, অদ্বিতীয়, পবিত্রস্বরূপ ও ন্যায়বান। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান, নিরবয়ব ও পূর্ণ।

(২) **মানব-আত্মা** অবিনশ্বর ও অনন্ত উন্নতিশীল এবং স্বীয় কার্য্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

(৩) **স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা** মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে।

(৪) **উপাসনা**—ঈশ্বরে ভক্তি, তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ সাধন, এবং তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে জীবনের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন। উপাসনা দ্বারা মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ হয়।

(৫) **নরনারী** সাধারণের **সমান অধিকার**, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি **নাহি জাত বিচার**।

(৬) ঈশ্বর **পুণ্যের** পুরস্কার এবং **পাপের** শাস্তি বিধাতা। সরল অনুতাপের সহিত পাপবর্জ্জনই **প্রায়শ্চিত্ত**; এবং ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছা যোগে যুক্ত হওয়াই **মুক্তি**।

(৭) এই **জগৎ-সংসার** ব্রহ্মমন্দির, আত্মার বাসগৃহ এবং বিকাশের সহায়।

(৮) সকল দেশের **সাধু** এবং **শাস্ত্র** হইতে শ্রদ্ধার সহিত বিচারপূর্ব্বক সত্য গ্রহণীয়। কিন্তু কোন **সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে** ঈশ্বর রূপে, অথবা ঈশ্বর লাভের জন্য ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যবর্ত্তীরূপে অথবা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত বা মুক্তির একমাত্র উপায়রূপে গ্রহণ করা উচিত নয়।

Amendments proposed by the General Committee.

১২শ নিয়ম:—এতদ্ভিন্ন অন্যূন ত্রিংশতি জন সভ্য স্বাক্ষর করিয়া অনুরোধ করিলে তাঁহাদের প্রস্তাব বিচারার্থ কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবেন। যদি কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন অথবা এরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে উক্ত বিশেষ অধিবেশন হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যূন ৪০ জন সভ্য প্রস্তাবিত বিষয় বিচারার্থে স্বীয় নামে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

১৫শ নিয়ম:—কর্ম্মচারীগণ এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন।

বর্ষান্তে তাঁহারা পুনর্ব্বার মনোনীত হইতে পারিবেন কিন্তু কোন কর্ম্মচারী একাদিক্রমে পাঁচবৎসরের অধিক কাল এক পদে থাকিতে পারিবেন না এতদ্ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আবশ্যক বোধ করিলে কর্ম্মচারী হইবার উপরোক্ত যোগ্যতা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে স্থায়ী বা সাময়িকভাবে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিতে ও তাঁহার অর্থানুকূল্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এবং তাঁহারও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সহকারী সম্পাদকের ন্যায় সমান অধিকার থাকিবে।

৪০শ নিয়মের (খ):—কোন প্রস্তাব বা তাহার সংশোধিত প্রস্তাব অধ্যক্ষসভায় উপস্থিত মতপ্রদানকারী সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ সভ্য দ্বারা গৃহীত হইলে, এবং পুনরায় অধ্যক্ষ সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপরোক্তরূপে অনুমোদিত হইলে উক্ত রূপে গৃহীত প্রস্তাব অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা পরিচালিত কোনও সংবাদ পত্রে কিম্বা সেরূপ পত্র না থাকিলে অন্য কোন স্থানীয় পত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ঐরূপ প্রস্তাবিত নিয়মের কোন নিয়ম সম্বন্ধে কোন সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা তাহারা নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল সংশোধিত প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভার এক বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত মতপ্রদানকারী সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারী—উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ অংশ দ্বারা গৃহীত হইলে এইরূপে সংশোধিত প্রস্তাব সমূহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইবে। যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে এই সমুদয় প্রস্তাব সম্বন্ধে সভায় উপস্থিত মতপ্রদানকারী সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রদানকারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদের অন্যূন ⅔ সভ্যদ্বারা গৃহীত হয়, তবে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

Amendments proposed by Babu Manmatha Mohan Das.

এতদ্ভিন্ন অন্যূন ত্রিংশতি..................বিচারার্থ সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবেন যদি সম্পাদক সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন..................স্বীয় নামে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

১৫শ নিয়ম—

৩য় প্যারার অষ্টম লাইনের পারিবেন শব্দের পর এরূপ হইবে,

"কিন্তু তাঁহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সহকারী সম্পাদকের ন্যায় সমান অধিকার থাকিবে না।"

৪০শ নিয়মের (খ)—প্যারার শেষভাগে এই কথা যোগ করিতে হইবে—"উপস্থিত ও অনুপস্থিত সভ্যদের মধ্যে যাঁহারা কোন মতামত প্রকাশ করিবেন না অর্থাৎ reserve or neutral থাকিবেন তাঁহারা মত নির্দ্ধারণ কালে গণনীয় হইবেন না।"

ANNADA CHARAN SEN, Secretary, Sadharan Brahmo Samaj.

বিজ্ঞাপন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৯২৫ সনের বার্ষিক রিপোর্টের সঙ্গে অঙ্গীভূত করিবার জন্য, অন্যান্য সমাজের উক্ত সনের বার্ষিক রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজসকলের সম্পাদকদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন ১৯২৬ সনের ৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে, তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজের রিপোর্ট এই আফিসে প্রেরণ করেন।

তাঁহাদিগকে আরও অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় সমাজের মধ্য হইতে ১৯২৬ সনের ৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার নিয়মাবলী—

(২৩) যে সকল সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাসী অন্যূন ৫ জন সভ্য আছেন ও সপ্তাহে অন্ততঃ একবার নিয়মিতরূপে উপাসনা হয়, এবং যে সকল সমাজের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি আছে, সেই সকল সমাজ অধ্যক্ষসভায় এক এক জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্ততঃ তিন বৎসরের সভ্য হইবেন; এবং তাঁহারা তৃতীয় নিয়মোক্ত আনুষ্ঠানিক সভ্য হইবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী বি, এ, মহাশয়কে প্রচারকের পদে বরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রচারকনিয়োগ সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মানুসারে সকলকে বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, যদি কাহারও এই নিয়োগ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তিনি অদ্য হইতে চারি মাসের মধ্যে নিয়মাক্তকারীর নিকট স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিতে পারেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ আফিস, ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা। ৫ই আগষ্ট, ১৯২৫।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন
সম্পাদক,
সাঃ ব্রাঃ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৬ই অগ্রহায়ণ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত

৪৮শ ভাগ।	১লা পৌষ, বুধবার, ১৩৩২, ১৮৪৭ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৬	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
১৭শ সংখ্যা।	16th December, 1925.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

প্রণমি ও-পদে, নাথ, দেও শুভ মতি,
অকৃতী সন্তান আমি, অকিঞ্চন অতি।
ফিরাও বিপথগামী অধম সন্তানে,
হাতে ধরি' নিয়ে চল নিরাপদ স্থানে।
দুর্গম জীবন-পথ, বড়ই বন্ধুর,
পিছু পিছু ফিরিতেছে দুষ্ট পাপাসুর।
নিরাশা-আঁধার-ঘোরে ঘেরিয়াছে প্রাণ,
মোহের ছলনে মন সদা ম্রিয়মাণ!
আশার প্রদীপ জ্বেলে' কর চক্ষুষ্মান্,
নিরাপদে গম্য পথে হই আগুয়ান।
রথের সারথী তুমি, কি ভাবনা ভয়?
ডঙ্কা মেরে' চলে যাব, বলি' 'ব্রহ্ম জয়'।
বড় সাধ মনে, আজ পূজিব চরণ,
করপুটে পুষ্পাঞ্জলি করিব অর্পণ।
পূরাও সে-মনোসাধ, ও-পদে মিনতি,
অধম পাতকী আমি, নাহিক ভকতি!
ফুটাও প্রীতির ফুল হৃদয়-কাননে,
একান্ত প্রার্থনা মম আজি ও-চরণে?

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস।

হে প্রেমময় পিতঃ, যদিও তোমার করুণার ধারা অবিশ্রান্ত বহিয়া যাইতেছে, এবং প্রেমের আহ্বান নিয়তই আমাদিগকে ডাকিতেছে, তথাপি সংসারের নানা শোকে তাপে সংগ্রামে ক্লিষ্ট হইয়া যখন আমরা নিতান্ত অবসন্ন হই, তখন সে করুণা, সে প্রেম, যেন আরও প্রবলতর হইয়া মধুর আহ্বানে আমাদিকে অধিকতর নিকটে ডাকে। তাই তোমার প্রাণপ্রদ উৎসবের আহ্বান আবার আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমরা অনেকেই যেরূপ সংসারের নানা কোলাহল ও উদাসীনতার মধ্যে নিমগ্ন থাকি, তাহাতে এখনও আমরা সে-আহ্বান সেরূপ স্পষ্ট ভাবে শুনিতে পাইতেছি না, যাহাতে আমরা অপর সকল পরিত্যাগ করিয়া তাহার পশ্চাতে আকুল প্রাণে ছুটিয়া যাই। আমাদের মোহনিদ্রাভিভূত প্রাণ সহজে জাগে না। হৃদয়দর্শী দেবতা তুমি, তুমি আমাদের সকল অবস্থা জানিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা কর বলিয়াই যাহা কিছু আশা। আমরা ত বধির হইয়াই থাকি। তথাপি তুমি বার বার ডাকিতে ক্লান্ত হও না। হে করুণাসিন্ধু পিতঃ, তোমার করুণা ভিন্ন যে আমাদের আর অন্য কোনও সম্বল নাই। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের মৃতপ্রায় প্রাণকে জাগাও, আমাদিগকে তোমার উন্মুখীন কর—আমরা তোমার মধুর আহ্বান শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হই, তোমার উৎসব যেন আমাদের জীবনের উপর দিয়া বৃথা বহিয়া না যায়। আমরা ত তোমার কত আহ্বানই অগ্রাহ্য করিয়াছি! আর যেন তাহা করিয়া তোমার অপার প্রেম ও করুণার উৎসব-সম্ভোগে বঞ্চিত না হই। তুমি আমাদের সকল উদাসীনতা অবহেলা দূর কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

মন্ত্রশক্তি কোথায়?—কত গান গাহিলাম, কত ডাক ডাকিলাম! কেহ শুনিল না, কেহ ফিরিল না। কত মধুর রসের আস্বাদ দিবার জন্য আহ্বান করিলাম! আপনার লোক যারা তারাও সে আহ্বানে কাণ দিল না—তারা কোথায় ছুটে গেল, আমার গান শুনিল না, আমার ডাকে আসিল না। আমার গানে, আমার ডাকে, জোর কোথায়? আমার মন্ত্রশক্তি কোথায়? ঈশা ডেকেছিলেন, "তোমরা মাছ ধর, এস তোমরা মানুষ ধরবে।" জাল ফেলে' অজ্ঞ ধীবরেরা ছুটে এল। ঈশার ডাকে শক্তি ছিল,

তাঁর পিতৃদত্ত চাপরাস ছিল। চৈতন্য ডাকিলেন, নিত্যানন্দ ডাকিলেন—"আপনি পড়িয়া বলে সামালিও ভাই।" "লোকের পায়ে ধরি, ভজাইব হরি"—এই ব'লে ডাকিলেন। সে ডাকের মন্ত্রশক্তি ছিল; লোকে সে ডাক শুনিল!

সে বাণীর পরশ পেয়ে, নরনারী আসে ধেয়ে,
সঁপিবারে জীবন যৌবন।

আমি গান গেয়ে গেয়ে ক্লান্ত হয়েছি, ডেকে ডেকে গলা ভেঙ্গেছি; তবুও ত কেহ এল না। আমার ভাই বোনেরাও এল না, আমার প্রিয় যারা তারাও এল না। আমার যে মন্ত্রশক্তি নাই! আমার যে চাপরাস নাই! আমার ডাকের পশ্চাতে যে কোন প্রেরণা নাই! তাই গান গেয়ে যাই, আহ্বান ক'রে যাই,

"কেহ শোনে না গান, জাগে না প্রাণ—
বিফলে গীত অবসান।"

আয় অশ্রু আয়—এত দিন নিজের দুঃখের কথাই বলেছি—যাকে পেয়েছি নিজের ব্যথার কাহিনী ব'লেই তাকে বিরক্ত করেছি, নিজের কান্না কেঁদেই চক্ষু অন্ধ করেছি! আজ আর নিজের দুঃখের কাহিনী বল্‌তে ইচ্ছা হয় না; আজ আর নিজের বেদনার কথা বল্‌ব না। আজ আমার প্রিয়জনদের যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না! যাদের ভালবাসি, তারা আজ কোথায় গেল? কোন্ পথে চল্‌ল, কোন সুখের পশ্চাতে ছুট্‌ল? তাই আমার প্রাণে ব্যথা লাগে, নয়নে জল ঝরে। তাদের কত ডাক্‌লাম, কত আদরের সুরে আহ্বান কর্‌লাম, অমৃতের ভাণ্ড ল'য়ে তাদের চাইলাম। কৈ, তারা ত শুন্‌ল না, তারা ত ফির্‌ল না, তারা ত আমার ডাকে এল না। আমার প্রাণ তাই আজ কাতর। আমি যে তাদের চাই, আমি যে তাদের জন্য কত জিনিষ নিয়ে এসেছি, কত মধুর রস ল'য়ে প্রতীক্ষা কচ্ছি! তারা এ রস আস্বাদ কর্‌তে এল না! আমি যা পেয়ে সুখী হয়েছি, শান্তি পেয়েছি, আনন্দ লাভ করেছি, তারা তা কি নিবে না? তাদের না দিয়ে যে আমার তৃপ্তি নাই! কৈ, তারা ত ফিরেও চাইল না! কোথায় তারা চ'লে গেল? কোন্ মরীচিকার পশ্চাতে ছুটল? কোন্ সুখের সন্ধানে গেল? তারা শ্রেয় ছেড়ে প্রেয়ের পশ্চাতে গেল! আমি যে আর সইতে পারি না; তাই আমার প্রাণ ভেঙ্গে পড়েছে, তাই আমি যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছি, তাই আজ বিষণ্ণ মনে ব'সে আছি। কি আর কর্‌ব? ব'সে ব'সে কাঁদ্‌ব, ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা জানাব। তবে আয় অশ্রু, আয়—অশ্রুই আমার সম্বল, অশ্রুতেই আমার শান্তি, অশ্রুতেই আমার আরাম। আয় অশ্রু, আয়।

থাম অশ্রু, থাম—অনেক কান্না কেঁদেছি, অনেক অশ্রুপাত করেছি, অনেক বেদনার বোঝা ব'য়েছি। আমার প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ সইতে না পেরে, তারা কোথায় চ'লে গেল তা ভেবে অস্থির হ'য়ে, অনেক চোখের জল ফেলেছি—ঈশ্বর-চরণে অনেক প্রার্থনা জানিয়েছি। আর কাঁদ্‌ব না, আর চোখের জল ফেল্‌ব না। তিনি আমার কান্না শুনেছেন। তিনি আমার ব্যথায় ব্যথিত হয়েছেন; তিনি আমার অশ্রু মোছাতে এসেছেন, তিনি আমার প্রাণে আশার সঞ্চার করেছেন। তিনি বলেছেন—"তুমি কাঁদ কেন? তোমার প্রিয় যারা, তারা কি আমার প্রিয় নয়? তুমি কি জান না, আমি তাদের কত ভালবাসি, তাদের জন্য আমার কত ভাবনা? তুমি কাঁদ কেন? আমি যে তাদের সঙ্গে আছি। তারা যেখানে থাক্‌, আমি যে সঙ্গে আছি—একটু দূরে গেছে, যাক্ না; কত দূরে যাবে? প্রেমের রজ্জুতে যে বাঁধা আছে; আঘাত পেয়ে যে ফিরে আস্‌বে। একটু যেতে দাও, ভয় নাই, আমি সঙ্গে আছি। অনন্ত জীবন, দুই দিনের বিচ্ছেদের জন্য এত কান্না কেন?" তাঁর এই আশার বাণী শুনেছি—তিনি আমার ব্যথা বুঝে আশা দিয়েছেন। তবে আমি আর কাঁদ্‌ব না, তাদের জন্য কাঁদ্‌ব না, তারা ফিরে আস্‌বে। ইহ-জীবনে না হয় পর-জীবনে ফিরে আস্‌বে। এই আশা ল'য়ে প্রতীক্ষা করি। তবে অশ্রু থাম, থাম অশ্রু, থাম। আজ আশা পেয়েছি, আজ আমার আনন্দ, আজ আমার উৎসব, আজ আমার পুনর্মিলনের আশার আনন্দ। এই সম্ভোগের আশার দিনে থাম অশ্রু, থাম।

সম্পাদকীয়।

উৎসবের আহ্বান—পৌষের আগমনে প্রেমময় উৎসব-দেবতার প্রাণপ্রদ উৎসবের আহ্বান, যত ক্ষীণ ভাবেই হউক না কেন, আমাদের হৃদয়-দ্বারে আবার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সংসারের নানা দুঃখ ক্লেশে ক্লিষ্ট, শোক তাপে জর্জ্জরিত, সংগ্রামে অবসন্ন, প্রাণ সকল এ সময় স্বভাবতঃই আশা ও উৎসাহে নাচিয়া উঠিতেছে। তাহারা যে নিজেদের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা বেশ করিয়াই বুঝিয়াছে, তাঁহার করুণার প্লাবন ব্যতীত যে আর অন্য উপায় নাই, সে-কথা মর্ম্মে মর্ম্মে জানিয়াছে! তাঁহারা আর উদাসীনতা অবহেলাতে নিমজ্জিত হইয়া, এই মধুর আহ্বানকে অগ্রাহ্য করিয়া, অপর কোনও দিকে ধাবিত হইতে পারে না—তাহারা অনন্যোপায় হইয়া একমাত্র প্রেমময় জীবন-দেবতার উপরই নির্ভর করিতে, আশান্বিত হৃদয়ে তাঁহারই করুণা-প্রবাহের প্রতীক্ষা করিতে, উদ্বুদ্ধ না হইয়া পারে না। কিন্তু এরূপ লোকও আছে, যাহারা আশা ও বিশ্বাস হারাইয়া চারিদিকে মহা অন্ধকারই দেখিতেছে, কোনও পথ না পাইয়া একেবারে গভীর অবসন্নতার মধ্যে ডুবিয়াছে,—আপনার অতিরিক্ত কোনও অবলম্বন, কোনও নির্ভরের স্থল আছে বলিয়া অনুভব করিতে পারিতেছে না। তাহারা মতে নাস্তিক না হইলেও, বিচার বিতর্কে ঈশ্বর আছেন স্বীকার করিলেও, কার্য্যতঃ হৃদয়ে তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখিতে পারে না। ইহাদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। ইহাদের জন্য উৎসবের প্রয়োজনীয়তা যে খুবই বেশী, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অল্পেতে ইহাদের চেতনা জাগিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া প্রেমময় বিধাতা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে উদাসীন নহেন, বরং তাহাদের জন্য তাঁহার অধিকতর ব্যস্ত

হইবারই কথা। তাহারা শুনিতে পাউক আর না পাউক, তাহাদের জন্যও যে উৎসবের আহ্বান আসিয়াছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তিনিই অন্তরে বাহিরে কার্য্য করেন, তিনিই জানেন কি ভাবে তাহাদিগের হৃদয়কে স্পর্শ করা সম্ভবপর। এ বিষয়ে তিনি যে পরস্পরের সহায়তার ব্যবস্থা করিয়াছেন, বন্ধু বান্ধব ও মণ্ডলীর উপর গুরুতর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলিবে, —সে-কথা আমরা সকলেই অবগত আছি। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা কল্পিত আরামে আনন্দেই দিন কাটাইতেছে, সম্পূর্ণ উদাসীনতার মধ্যেই জীবন যাপন করিতেছে,—তাহারা কোনও অভাবই অনুভব করিতেছে না। তাহারাও উৎসবের কিম্বা করুণাময় বিধাতার কোনও প্রয়োজনীয়তাই দেখিতে পাইতেছে না। ইহারা নিজে বুঝিতে সমর্থ হউক আর না হউক, ইহাদের জন্যও যে উৎসবের যথেষ্টই আবশ্যকতা রহিয়াছে, প্রেমময় বিধাতা যে ইহাদিগের সম্বন্ধেও উদাসীন নহেন, ইহাদিগকেও উৎসবে আহ্বান করিতেছেন, তাহা বোধ হয় অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই—সে-কথাও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে যতই উদাসীন হউক না কেন, নিজেদের অবস্থা যতই সন্তোষজনক মনে করুক না কেন, প্রেমময় সর্ব্বদর্শী মঙ্গলবিধাতা জানেন তাহাদের প্রকৃত অবস্থা কি, যথার্থ মঙ্গল কোথায়, ও সে-মঙ্গল কি প্রকারে সাধিত করিতে হইবে; এবং তিনি নিয়তই তৎসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন—অন্তরে বাহিরে তাঁহার কার্য্য অবিরাম ভাবেই চলিয়া থাকে। এ বিষয়েও তিনি আমাদের উপর পরস্পরকে সাহায্য করিবার দায়িত্বভার ন্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং দেখিতে পাই, জগতে এমন কেহই নাই, যাহার জন্য তাঁহার প্রেমের আহ্বান নিয়ত আসিতেছে না। তাঁহার উৎসবের বিশেষ আহ্বানও সকল শ্রেণীর সকল লোকের জন্যই আসিয়া থাকে। তিনি যে কাহাকে কাহাকে ডাকেন, আর সকলকে ডাকেন না, এরূপ কখনও হইতে পারে না। তবে যে আমরা সকলে তাঁহার আহ্বান শুনিতে পাই না, তাহা অবশ্য আমাদেরই ত্রুটিবশতঃ ঘটিয়া থাকে—আমরা নানা অসার কোলাহলে মত্ত থাকি বলিয়াই সে-দিকে কাণ দেই না। তাই তাঁহার আহ্বান আমাদের কাণে প্রবেশ করিতে পারে না, আর প্রবেশ করিলেও সে ধ্বনি অতি ক্ষীণভাবেই শ্রুত হইয়া থাকে। অন্যান্য বিষয়ে যে প্রাকৃতিক নিয়ম কার্য্য করিয়া থাকে, এক্ষেত্রেও তাহার কোনও রূপ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্রই একই নিয়মের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বহির্জ্জগতে যেরূপ দেখা যায়, অপর বিষয়ে নিমগ্ন থাকিলে নিকটস্থ অতি প্রবল ধ্বনিও কর্ণে প্রবেশ করে না, সেরূপ হৃদয় মন অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলে অন্তরস্থিত অনেক গভীর প্রেরণাও অনুভূত হয় না। চক্ষু না খুলিলে, অথবা দৃষ্টি অন্য বস্তুতে নিবদ্ধ রাখিলে, নিকটস্থ বস্তুও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং যদি তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য আমরা কিছু মাত্র সচেষ্ট না হই, একটুও মন না দেই, অপর পক্ষে অসার কোলাহলে, ক্ষুদ্র বিষয়ের সেবাতেই নিমগ্ন থাকি, আমাদের সকল চেষ্টা যত্নও যদি সে-সকল বিষয়ের পশ্চাতেই ধাবিত হয়, তবে আমরা তাঁহার আহ্বান শুনিব কি প্রকারে? সে-আহ্বান যতই মধুর, যতই প্রাণমুগ্ধকারী হউক না কেন, তাহা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে কি প্রকারে? সুতরাং যদিও তাঁহার প্রেম নানারূপেই অবিরাম আমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছে "ল'য়ে যাব ভবসিন্ধু-পারে রে" এবং এই উৎসবের আগমনে বিশেষভাবে কত আশা ও উৎসাহের বার্ত্তা বহন করিয়া আমাদের সকলকে ও প্রত্যেককে মধুর ভাবে আহ্বান করিতেছে, তথাপি আমরা যদি আপনার খেয়ালে, আপনার ভাবে, অন্য বিষয়েই ডুবিয়া থাকি, একেবারে নিশ্চেষ্ট উদাসীন ভাবে জীবন কাটাই, তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহা আমাদিগের জীবনে কার্য্য করিবে? অবশ্য তিনি আলোক প্রভৃতি জড় পদার্থের ন্যায় শক্তিহীন নহেন যে, আমাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না, সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছাকে সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত করিতে পারেন না। নিশ্চয়ই তাঁহার সে ক্ষমতা আছে। কিন্তু তিনি চাহেন, আমরা স্ব-ইচ্ছায় স্বাধীন ভাবেই তাঁহাকে চাই, তাঁহার শরণাপন্ন হই—সে-জন্য তিনি দীর্ঘকাল প্রতীক্ষাও করেন। অবশেষে তিনি তাঁহার সে ক্ষমতা যে প্রয়োগ না করেন, এমন নহে। কিন্তু অপর সকল উপায় ব্যর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাহা কখনও অবলম্বন করেন না। সুতরাং আমরা যদি আপনা হইতে চেষ্টা-পরায়ণ না হই, আপনাদের কার্য্য আপনারা না করি, তবে আমাদিগকে অনেক দুঃখ ক্লেশ পাইয়াই ফিরিতে হইবে, দীর্ঘ উদাসীনতা ও অবহেলার বিষময় ফল ভোগ করিতেই হইবে,—তাহা হইতে নিস্তার পাইবার কোন উপায়ই নাই। তাঁহার ডাক নানা ভাবে নানা আকারেই আসে—তিনি একবার ডাকিয়া, বা একটি উপায় অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হন না। আমরা যতই বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করি, ততই তিনি আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন, আমাদের পথ রুদ্ধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়ান—আমরা শত সহস্রবার তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিলেও তিনি নিরস্ত হন না। কেননা, তিনি যে বাধ্য করিয়া, বলপূর্ব্বক আমাদিগকে ফিরাইতে ইচ্ছা করেন না, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছারই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে চাহেন। এই উদ্দেশ্যেই যে অন্তরে বাহিরে নানা উপায় অবলম্বন করেন, এবং এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ও আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা যখন অন্তরের মধ্যে তাঁহার বাণী স্পষ্ট শুনিতে বা বুঝিতে সমর্থ না হই, তখনও অনেক সময় বহির্জ্জগতে অথবা বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় আমাদের প্রাণ তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। ইহাতেই ধর্ম্মমণ্ডলীর ও ধর্ম্ম-বন্ধুদের প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং যাঁহারা প্রেমময়ের উৎসবের আহ্বান শুনিয়াছেন, তাঁহারা যদি সে-কথা পরস্পরকে বলেন, তবে যাহারা তাঁহার আহ্বান শুনিতে পাইতেছে না তাহারাও হয়ত শুনিতে পারিবে। "বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্"—ইহাই ধর্ম্মমণ্ডলীর একটি প্রধান কার্য্য। তাই ভক্ত কণ্ঠ হইতেও আহ্বান আসিতেছে—"শুন শুন বাণী (আজ শ্রবণ পেতে) (আজ বধির আর থেক না রে।) দাঁড়ায়ে হৃদয়-দ্বারে, ডাকিছেন বারে বারে (বলে আয় পাপী ত্বরা করে')।

যদি ত্রাণ পেতে চাও প্রাণ তাঁরে দেও, সে-পদে লুটায়ে পড় অমানি।"

বাস্তবিক পরস্পরকে যদি আমরা উদ্বুদ্ধ করিতে সচেষ্ট না হই, তবে আমাদের সামাজিক কর্ত্তব্যের লঙ্ঘনই হইবে, এবং নিজেদের ধর্ম্মজীবনেরও উত্তরোত্তর ক্ষতি হইবে। কেননা, এই বাণীর কথা আমরা যতই পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করিব, ততই আমরা উহা আরও স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইব, এবং যত ইহার আলোচনা পরিত্যাগ করিব ততই ইহা অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। আর যাঁহারা অন্যকে সাহায্য করিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহারাও আবার প্রতিদানে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইবেন। আমাদের উৎসব ব্যক্তিগত নহে—সামাজিক; এই জন্যই শুধু আপনাদের লইয়া বিব্রত থাকিলে, আমরা কখনই ইহা সম্যক্ রূপে উপভোগ করিতে সমর্থ হইব না। সুতরাং এই উৎসবের আহ্বান আমাদিগকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় প্রকারেই উদ্বুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। আমরা উৎকর্ণ হইয়া সে বাণী শুনিতে ও তাহার অনুসরণ করিতে সকলে সচেষ্ট হই। উৎসবের সফলতা আমাদের প্রত্যেকের উপরই নির্ভর করে। এ বিষয়ে উদাসীনতা বা অবহেলা প্রদর্শন করিলে যেমন আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি, তেমনি সমাজেরও অনিষ্ট। আমরা যেন আর উদাসীনতা ও অবহেলায় এই সুযোগ না হারাই—এখন হইতেই উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হই। প্রেমময় উৎসব-দেবতা আমাদিগকে তাঁহার উৎসব সম্ভোগের জন্য ব্যাকুল করুন ও প্রস্তুত করিয়া লউন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই এই উৎসবের মধ্যে আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক। আমাদের ত্রুটিতে যেন উৎসব কোনও রূপে ব্যর্থ না হয়। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নানকবাণী

১৮

গুরমুখ খোজত ভএ উদাসী।
দরসনকে তাঈ ভেখ নিবাসী।
সাচ বখর কে হম বণজারে।
নানক গুরমুখ উতরস পারে।

ভাবানুবাদ

পূজ্য ও শ্রেষ্ঠ ভগবানকে অন্বেষণ করিবার জন্য উদাসী হইয়াছি।

দর্শন পাইবার নিমিত্ত সাধু ভেকধারীদিগের মধ্যে বাস করি।

আমি সত্যবস্তুর ব্যাপারী, উহাই আমার বাণিজ্যের সামগ্রী।

নানক বলেন, ভগবন্মুখীনেরা পরপারে উত্তীর্ণ হয়েন।

নোট।—এইটি গুরু নানকের উত্তর।

গুরুমুখের প্রথম পংক্তিতে অর্থ পরমাত্মা, পরমেশ্বর; শেষ পংক্তিতে উহার অর্থ ভগবান্মুখীন ব্যক্তি, সাধু, মহাত্মা।

দরসন কে তাঈ—ট্রাক্ট সোসাইটি অর্থ করিয়াছেন, সাধু দর্শনের জন্য; কারণ, সাধুরা গৃহস্থকে বাজে কথা বলিয়া বিদায় করেন। তাঁহারাই শেষ চরণের অর্থে বলেন, জিজ্ঞাসুদিগের সহিত গুরমুখ হইয়া পারে যাইবে, ইহাই গুরু নানকের উপদেশ।

১৯

কিতবিধ পুরখা জনম বটাইআ।
কাহে কঁউ তুঝ ইহ মন লাইআ।
কিত বিধ আসা মনসা খাঈ।
কিত বিধ জোত নিরন্তর পাঈ।
বিন দন্তা কিউ খাঈঐ সার।
নানক সাচা করহ বীচার।

ভাবানুবাদ

ওহে ভদ্র পুরুষ! কি প্রকারে জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটাইলে
কেন তুমি এই দিকে মনকে লাগাইলে?
কি প্রকারে বাসনা ও ভবিষ্যতের আশা নষ্ট করিলে?
কি প্রকারে ভগবানের নিরন্তর আলোক পাইলে?
দন্ত বিনা কি প্রকারে কঠিন বস্তু আহার করিবে?
ওহে নানক! এই সকল প্রশ্নের সত্য নির্ণয় কর।

২০

সতগুরকৈ জনমে গবন মিটাইআ।
অনহত রাতে ইহ মন লাইআ।
মনসা আসা সবদ জলাঈ!
গুরমুখ জোত নিরন্তর পাঈ।
ত্রৈগুণ মেটে খাঈঐ সার।
নানক তারে তারণ হার।

ভাবানুবাদ

ভগবানের হইয়া জন্ম মরণ হইতে অব্যাহতি হইয়াছে।

ব্রহ্ম-অনুরাগে মনকে নিবিষ্ট করিয়াছি।

মনের বৃত্তি এবং বাসনাকে ভগবন্-নামের অভ্যাসে ভস্ম করিয়াছি।

ভগবন্-সন্নিধানে নিরন্তর জ্যোতি পাইয়াছি।

ত্রৈগুণ ভাবকে নষ্ট করিলে সার বস্তু খাওয়া যায়।

নানক বলেন, পরিত্রাতা পরমেশ্বর ত্রাণ করেন।

নোট।—সিদ্ধদিগের প্রশ্ন।

সার=কঠিন বস্তু, লৌহসদৃশ।

বীচার=জ্ঞান, আলোচনা।

নোট।—উপরি উক্ত প্রশ্ন কয়টির উত্তর।

সত গুরকৈ=ভগবানের হইলে, ট্রাক্ট সোসাইটি অর্থ করিয়াছেন সৎগুরুর উপদেশে।

অনহত=ব্রহ্ম—ট্রাক্ট সোসাইটি।

সবদ=ব্রহ্মবাণী; বিশ্ব চরাচরব্যাপী যে একটি অস্ফুট সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে সাধকেরা তাহাকেই "শব্দ" বলেন। সঙ্গীত মাত্রকেই "শব্দ" বলে—ক্ষিতিমোহন সেন।

ত্রৈগুণ মেটে=গুরু নানকের উপদেশ গীতার অনুবর্ত্তী—

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।

বেদে ক্রিয়া কর্ম্মের বিধান ব্যবস্থা যত কিছু আছে, সবই ত্রৈগুণ্য বিষয়ক, তুমি অর্জ্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য হও—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার অপূর্ব্ব গীতাপাঠ দ্রষ্টব্য।

২১

আদি কউ কবন বীচার কথিঅলে সুন্ন কহা ঘর বাসো।
গিআন কী মুদ্রা কবন কথিঅলে ঘট ঘট কবন নিবাসো।
কাল কাঠী গা কিউ জলাঈঅলে কিউ নিরভউ ঘর জাঈঐ।
সহজ সন্তোখ কা আসণ জাণৈ কিউ ছেদে বৈরাঈঐ।
গুর কৈ সবদ হউমৈ বিখ মারৈ তা নিজঘর হোবৈ বাসো।
জিন রচ রচিআ তিস সবদ পছাণৈ নানক তাকা দাসো।

ভাবানুবাদ

জগতের সৃষ্টির আদি প্রকরণের তত্ত্ব কি বলো? যখন কিছুই ছিল না, তখন শূণ্য কোথায় ছিল?

জ্ঞানমার্গের সংযম নিয়মের সাধন কি কি বলো? ঘটে ঘটে কাহার নিবাস?

কালের দণ্ড কি প্রকারে ভস্মীভূত করা যায়? কি প্রকারে নির্ভয়-পদ পাওয়া যায়?

শান্তি ও সন্তোষের স্থিতি কেমন করিয়া বোঝা যায়? কেমন করিয়াই বা কাম ক্রোধ রিপুগণকে ছেদন করা যায়?

ভগবানের বাণীর দ্বারা অহং এর বিষ নষ্ট করিলে, নিজ গৃহ অন্তঃকরণে বাস হয়।

যিনি এই সমস্ত সৃষ্টি রচিয়াছেন তাঁহার বাণী জানো ও পরিচয় করো, নানক তাঁহার দাস।

২২

কহা তে আবৈ কহা ইহ জাবৈ কহা ইহ রহৈ সমাঈ।
এস সবদ কউ জো অরথাবৈ তিস গুর তিল ন তমাঈ।
কিউ ততৈ অবিগতৈ পাবৈ গুরমুখ লগৈ পিআরো।
আপে সুরতা আপে করতা কহু নানক বীচারো।
হুকমে আবৈ হুকমে জাবৈ হুকমৈ রহৈ সমাঈ।
পূরে গুরতে সাচ কমাবৈ গতি মিতি সবদে পাঈ।

ভাবানুবাদ

এই জীব কোথা হইতে আসে, কোথায় যায় কোথায় বা ইহা প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

আমার এই বাক্যের যে অর্থ করিতে পারে, সেই গুরু হইবার যোগ্য; তাহার তিলেক মাত্র লোভ নাই।

নোট। প্রথম চারি পংক্তি সিদ্ধদিগের প্রশ্ন; শেষ দুই পংক্তি গুরু নানকের উত্তর। ট্রাক্টসোসাটির অনুবাদে লেখা হইয়াছে যে, সংক্ষেপে সমস্ত প্রশ্নের সার উত্তর এই দুই পংক্তিতে দেওয়া হইয়াছে; প্রত্যেক প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর ত্রয়োবিংশতি উক্তিতে দেওয়া হইয়াছে। গুরু নানকের উত্তরের ভাবার্থ এই যে, জিজ্ঞাসু নানা প্রকার কূট তর্কে পড়িয়া কি প্রকারে সৃষ্টি হইল, তাহার কি দশা হইল, ইত্যাদি প্রশ্নজালে পড়িয়া দিশেহারা না হয়, তাঁহার কাজ সৃষ্টিকর্তার রচনা দেখিয়া, তাঁহার আজ্ঞাবাণী শুনিয়া, তাহার অধীন হইয়া, অহং ভাবকে নষ্ট করিলে সমুদয় তত্ত্ব জানিতে পারিবে।

মুদ্রা—যোগীদিগের কর্ণাভরণ, ছাপ, চিহ্ন, যম নিয়মাদি সাধন—গ্রন্থকোষ। সুন্ন=শূণ্য।

কি প্রকারে সেই তৎস্বরূপ অব্যক্ত ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, ভগবন্মুখীন সাধুদিগকে প্রীতি করা যায়?

আপনি স্বয়ং জ্ঞান: চিৎস্বরূপ এবং ক্রিয়াশীল কর্ত্তা; ওহে নানক এই তত্ত্বের কি সত্য বলো।

আদেশের অনুসারে আসে, আদেশ অনুসারে যায়, আদেশের মধ্যেই সমাহিত থাকে।

পূর্ণ গুরু ভগবান হইতে সত্য অর্জ্জন করে, ব্রহ্মতেই গতি মুক্তি পাওয়া যায়।

২৩

আদি কউ বিসমাদ বীচার কথীঅলে সুন্ন নিরন্তর বাস লীআ।
অকলপত গুর গিআন বীচারী অলে ঘট ঘট সাচা সরবজীআ।
গুর বচনী অবিগত সমাঈঐ তত নিরঞ্জন সহজ লহৈ।
নানক দুজী কার ন করণী সেবৈ সিখ সুখোজ লহৈ।
হুকম বিসমাদ হুকমি পছাণৈ জীঅ জুগত সচ জাণৈ সোঈ।
আপ মেট নিরালম হোবৈ অন্তর সাচ জোগী কহীঐ সোঈ।

ভাবানুবাদ

সৃষ্টির আদি তত্ত্ব অতিশয় বিস্ময়কর বলা হইয়াছে, শূণ্য অপ্রকাশিত ব্রহ্মই তখন কেবল থাকেন।

নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মজ্ঞান অনুধ্যান করিলে বুঝিবে যে, ঘটে ঘটে সর্ব্ব জীবে তিনি বিদ্যমান।

ভগবৎবাণীতে অব্যক্ত ব্রহ্ম সমাহিত, এই নিরঞ্জন জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মতত্ত্ব সহজেই বুঝা যায়।

নানক বলেন, দ্বিতীয় কার্য্য আর কিছু করিবে না, শিষ্য হইয়া সেবা করিবে, সেই সন্ধান পাইবে।

ভগবৎ আদেশ বিস্ময়কর, আদেশের মধ্যেই তাঁহার পরিচয়, সেই ব্রহ্মই সত্যস্বরূপ, জীবের কারণ বুঝিতে পারা যায়।

যে অহং স্বতন্ত্র ভাব মিটাইয়া নিরালম্ব ভাব গ্রহণ করে, সেই অন্তরে সত্য যোগী ব্রহ্মযুক্ত বলা যাইতে পারে।

নোট।—১ অবিগত=অব্যক্ত, অবিনাশী।

২ প্রথম চার পংক্তি সিদ্ধদিগের প্রশ্ন, শেষ দুই পংক্তি গুরু নানকের উত্তর।

৩ কিউ ততৈ &c—কোন কোন জ্ঞানী এই দুই পংক্তিকে ও নানক দেবের উত্তর অনুমান করিয়া অর্থ করেন=গুরুর নিকটে 'তৎ'এর অব্যক্তের তত্ত্ব পাইলে আর কোন প্রশ্নের প্রয়োজন থাকে না, তিনি আপনি কর্ত্তা আপনি ধ্যেয় ইহা স্পষ্ট হইয়া যায়। নানক এই তত্ত্ব বলিয়া দিলেন—ট্রাক্ট সোসাইটির নোট।

নোট। একবিংশতি বচনে যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, ইহা তাহার উত্তর।

নিরঞ্জন=নির্ব্বিকার ব্রহ্ম, যাঁহার মধ্যে অবিদ্যার মলিনতা নাই—গুরমত প্রভাকর।

তত নিরঞ্জন=নিরঞ্জনের তত্ত্ব, সেই নিরঞ্জন তৎস্বরূপ।
সহজ=শান্তিময়, সহজে।
জীঅ=জীব, প্রাণী, জীবনের।
জুগত=যুক্তি, ব্যবহার।
সচ=ব্রহ্ম, সত্যস্বরূপ।

ক্রমশঃ
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যগুলি পূর্ণ ভাবে সূত্রাকারে হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মের মূল সত্যের মধ্যে এই বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—ঈশ্বরের স্বরূপ, মানব-আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরকে জানিবার উপায়, উপাসনা কি, পাপ পুণ্য প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি কি, মানবের পরস্পর সম্বন্ধ কি, এই জগৎ কি, এবং সাধু ও শাস্ত্রের স্থান কোথায়। এই সকল বিষয়ে ভ্রান্তি ধর্ম্মের পতনের কারণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে এই কয়টি বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা সন্নিবিষ্ট থাকা উচিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য কি আকারে লিখিত হ'লে পূর্ণাঙ্গ হয়, এখানে তাহার আভাস দেওয়া গেল। ব্রাহ্মগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এবং যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিক উৎসবের পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য, আমরা ঐ সুন্দর ও পূর্ণ আকারে প্রকাশ করিতে পারি, সে-বিষয়ে তৎপর হইবেন, এই বিনীত অনুরোধ। এইরূপ সূত্রাকারে মূল সত্যগুলি মেসেঞ্জার এবং তত্ত্বকৌমুদীতে স্থান পেলে সার্থক মনে করি।

১। **ঈশ্বর**—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময় ও অনন্ত, আনন্দস্বরূপ ও প্রেমময়, শান্তস্বরূপ মঙ্গলময় ও অদ্বিতীয়, পবিত্রস্বরূপ ও ন্যায়বান্; তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, নিরবয়ব ও পূর্ণ।

২। **মানব-আত্মা**—অবিনশ্বর ও অনন্ত উন্নতিশীল, এবং স্বীয় কার্য্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

৩। **স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধিদ্বারা** মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে।

৪। **উপাসনা**—ঈশ্বরে ভক্তি, তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধন, এবং তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে জীবনের সমস্ত কার্য্য সম্পাদনই উপাসনা। উপাসনাদ্বারা মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ হয়।

৫। **নরনারী** সাধারণের **সমান অধিকার,** যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, **নাহি জাত বিচার।**

৬। ঈশ্বর **পুণ্যের** পুরস্কার ও **পাপের** শাস্তি-বিধাতা। সরল অনুতাপের সহিত পাপবর্জ্জনই **প্রায়শ্চিত্ত;** এবং ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছা-যোগে যুক্ত হওয়াই **মুক্তি।**

৭। এই **জগৎ সংসার** ব্রহ্মমন্দির, আত্মার বাসগৃহ এবং বিকাশের সহায়।

৮। সকল দেশের **সাধু** ও **শাস্ত্র** হইতে শ্রদ্ধার সহিত বিচারপূর্ব্বক সত্য গ্রহণীয়। কিন্তু কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে **ঈশ্বর-রূপে,** অথবা ঈশ্বরলাভের জন্য ঈশ্বর ও মানব-আত্মার **মধ্যবর্ত্তী-রূপে,** অথবা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে **অভ্রান্ত** এবং মুক্তির একমাত্র উপায় রূপে, স্বীকার করা উচিত নয়।

এই মূল সত্যগুলি বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত করিয়া, বিতরণ করিলে, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে সহায়তা হইবে। আমাদের সর্ব্বত্র মূল সত্য এই একই আকারে থাকা সঙ্গত।

বর্ত্তমান নিয়মপরিবর্ত্তনের সঙ্গে ২য় নিয়মকে এই আকার দান করিলে ঠিক হয়।

সুরেন্দ্রমণী গুপ্ত।

প্রাপ্ত

সে-কাল ও এ-কাল

বর্ত্তমান সময়ে অনেকের মুখে এই কথা শুনিতে পাই, ব্রাহ্মসমাজের আর সেই দিন নাই। সাধারণতঃ মানব-প্রাণে সুদিন ও দুর্দ্দিনের একটি চিরন্তন সংস্কার আছে—কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ, এই সাধারণ জ্ঞান নিতান্ত দুরাচারী মানবও বুঝিতে সক্ষম। কূট তার্কিক বন্ধুগণ আমার এই উক্তি পাঠ করিয়া অবশ্যই বলিবেন, চৌর্য্যবৃত্তি অবশ্য দূষণীয়, চোরেরও যদি ভাল মন্দ বিচারজ্ঞান থাকিত, তবে সে পুনঃ পুনঃ চুরি করে কেন? তদুত্তরে আমি বলিতেছি, চোর কখনও জন্মগত দোষে দূষী নহে, নানা কুলোকের কুসংসর্গে মিশিয়া তাহার জন্মগত বিমল নিষ্কলঙ্ক পবিত্র সংস্কারটি সে ক্রমে ক্রমে হারাইয়া ফেলে, পরে তাহাদের প্ররোচনায় মন্দকার্য্য চুরি, ডাকাতি করিতে আরম্ভ করে। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি চুরি ডাকাতি করিতে যায়, তাহার প্রাণে কত ভয়! এক পা অগ্রসর হইয়া দুই পা পিছাইয়া সরিয়া আসিতে হয়; প্রাণের ভিতরে কে যেন তাহার গর্হিত কার্য্যে বাধা দেয়। যেখানে নিরুপদ্রবেই চৌর্য্য এবং ডাকাতি করিয়া আপনার মন্দ অভিলাষ অনায়াসেই পূর্ণ করিতে পারে, সেখানেও এত ভয়, এত ভাবনা কেন? ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে, ভাল মন্দের বিচারবুদ্ধি নিতান্ত চোর ডাকাতের প্রাণেও রহিয়াছে; তজ্জন্যই চুরি ডাকাতি করিতে যাইয়া এত ভয় ও এত ভাবনা। আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, অতিশয় মন্দ লোকের প্রাণেও ভাল মন্দের জ্ঞান রহিয়াছে। সেই জ্ঞানের মাপকাটির দ্বারা বিশ্বের জন-মানব বর্ত্তমান ব্রাহ্মদিগকে মেপে, অথবা সংসারের দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করিয়া, দেখিতেছে। তাহারা নির্ভুলরূপে বুঝিতে পারিয়াছে, আমাদের আর সেই গুরুত্ব নাই; তাই সকলেই এক বাক্যে বলিতেছে, ব্রাহ্মসমাজের আর সেই দিন নাই! আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া আমরা অবশ্যই বলিব, 'ইহা তোমাদের অতিশয় ভ্রম, বর্ত্তমানে আগেকার হইতে কত উন্নতি লাভ করিয়াছি, সেই সমাচার তোমরা মোটেই রাখ না, তাই তোমরা আমাদের প্রতি অযথা অভিযোগ করিতেছ। ধন, জন, জ্ঞান মান, ইহা দ্বারাই যে-কোন সমাজের উন্নতি অবনতি বিচার করা যাইতে পারে। আগেকার ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা বর্ত্তমান ব্রাহ্মগণ অধিক ধনশালী, জনশালী, বিদ্যা-মন্দিরে অনেক ব্রাহ্ম-সন্তান কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, সর্ব্বোচ্চ রাজসম্মানেও অনেকে ভূষিত হইয়াছেন।' এসকল যে ব্রাহ্মসমাজে বর্ত্তমানে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবেই। মনে হয় এই সকলের মোহে বর্ত্তমান ব্রাহ্মগণ আসল বস্তুটি হারাইয়া কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে। সেই বস্তুটি কি? সেটি শাশ্বত ব্রহ্মবস্তু। যিনি পুত্র লাভ করিয়াছেন তিনিই পিতা নামে অভিহিত হন, যিনি পত্নী লাভ করিয়াছেন তিনিই পতি নামে বাচ্য হন। ব্রহ্মবিহীন ব্রাহ্ম অবাস্তব কাঁঠালের আমসত্ত, অথবা সোণার পাথরের বাটি বই আর কিছুই নহে। আমরা ব্রহ্মধনে বঞ্চিত হইয়া, ধন মান, পুঁথিগত জ্ঞানের ধ্বজা তুলিয়া, কিছুতেই মানব-প্রাণ আকৃষ্ট করিতে পারিব না। বর্ত্তমান সময়ে অন্যান্য সমাজেও ঐ সকল বহুল

পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব ধন জন মানের দ্বারা কেহই আমাদের বিশেষত্ব স্বীকার করিবে না। আমরা কে কতটুকু ব্রহ্মগত জীবন যাপন করিতেছি, তদ্দ্বারাই আমাদের জীবনের বিশেষত্ব প্রমাণিত হইবে। আমরাই ত, বার বার গাহিয়াছিলাম—"ধন মান ল'য়ে কি করিব, সে সব সঙ্গে ত যাবে না"। তৎপরেই গাহিলাম "তুমি হে আমার, আমি হে তোমার আমার চিরদিনের তুমি।" তবে কি আজ আমাদের কথাতেই লোকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, 'তবে আজ তোমরা ধন মানের আকাঙ্ক্ষায় এত দিবা নিশি ঘুরিয়া মর কেন? যিনি চির দিনের, তাঁহার সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছ কি না?' আমার ত মনে হয় আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি, তাই আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া লোকে কত বিদ্রূপ, কত তাচ্ছিল্যপ্রদর্শন করিতেছে, —বলিতেছে "তুমি যে তিমিরে সে তিমিরে।" নৌকাখানিকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে হইলে সেই নৌকাখানি যে খুঁটাতে বাঁধা রহিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহা খুলিয়া দিয়া, দাঁড় বা গুণ টানিয়া প্রতিকূল স্রোতকে অতিক্রম করিয়া, গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে হয়। আমার মনে হয় বর্ত্তমানে অনেক ব্রাহ্মই আপন আপন জীবন-তরণী ধন মানের আসক্তির খুঁটার সঙ্গে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া, অবাস্তব কথার দাঁড় টানিয়া, ব্রহ্মধামে জীবনতরণীখানি উপনীত করিতে চাহিতেছে। পরিশেষে জীবনের সন্ধ্যাকালে চাহিয়া দেখে ঘাটের নৌকা ঘাটেই রহিয়াছে, এক চুলও অগ্রসর হয় নাই।

আমি যাহা ইচ্ছা করিয়া করি না, সে কাজটি অন্যকে করিতে বলায় আমার কোনই অধিকার নাই। গুরু মহাশয় যদি তাঁহার পাঠশালার ছেলেদিগকে কেবলই বলেন, "সদা সত্য কথা বলিও, মিথ্যা কথা কহিও না," কিন্তু কার্য্যকালে গুরু মহাশয় যদি মিথ্যা বই সত্য কথা না বলেন, তবে ছেলেরা অবশ্যই মনে করিবে, গুরু মহাশয়ের ওসব কথার কথা বই আর কিছুই নহে; সুতরাং ছেলেরা মিথ্যা কথা বলিতে কখনই ক্ষান্ত হয় না। কথার দায়িত্ব স্মরণ রাখিয়া যাঁহারা কথা বলেন না, তাঁহারাই ধর্ম্মের বড় বড় কথা বলিয়া লোক ভুলাইতে চান। প্রথমতঃ এই সকল লোকের ছোট মুখে বড় কথা শুনিয়া লোকে আকৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু, পরিশেষে কথার অনুরূপ জীবন দেখিতে না পাইয়া, লোকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া সরিয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের যত উচ্চ তত্ত্বকথা বলা হইয়াছে, তাহার শতাংশের একাংশও যদি জীবনে প্রতিপালন করিতাম, তাহা হইলে ব্যক্তিগত জীবন ও সমষ্টিগত ব্রাহ্মজীবন কখনই এত মলিন হইয়া পড়িত না। বৈষ্ণবদের একটি কথা আছে "গোরা আপনি আচরি' ধর্ম্ম অন্যকে শিখায়।" তাই সাধুরা বলিয়াছেন ধর্ম্ম বলিবার অপেক্ষা রাখে না, করিবার অভাবেই নষ্ট হইয়া গেল। যে সমাজে বা সম্প্রদায়ে ধর্ম্ম লাভের চাইতে ধর্ম্ম দিবার আকাঙ্ক্ষা অধিক, সেই সমাজ বা সম্প্রদায় হইতে ত্বরায় ধর্ম্ম কর্পূরের ন্যায় উড়ে যায়, অবশেষে দেখা যায় কর্পূরভাণ্ড শূণ্য হইয়া 'যথাপূর্ব্বং তথা পরং' অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ দুর্দ্দিনে কে কাহাকে রক্ষা করিবে বলুন ত? শ্রদ্ধেয় প্রচারকগণ ও আমরা সকলে সমবেত ভাবে চিন্তা করিয়া দেখি, আমাদের উদ্দেশ্য কি ছিল। যাহারা সুখ সুবিধা সম্ভোগের জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছে, তাহাদিগকে আমার বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু যাঁহারা নানারূপ লাঞ্ছনা, ত্যাগ স্বীকার করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, একবার তাঁহারা চাহিয়া দেখুন, ঠিক পথে চলিয়াছেন কি না! সাধুদিগের মুখশ্রীতে ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হয়; তাহা বলিবার প্রতীক্ষা রাখে না "আমি সাধু" "আমি সাধু"। সেই শ্রীমুখের আলোক দর্শন করিয়া পতঙ্গের ন্যায় নরনারী তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত হয়, সকলে সেই পরম সাধুর মুখের একটি তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে। আমরা ত নিরন্তর ধর্ম্মের কথাই বলিতেছি। কৈ! কেহ ত তাহা শুনিয়াও শুনিতেছে না! ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, ধর্ম্মের সুগভীর তত্ত্বকথা আমাদের ওষ্ঠাগ্রে রহিয়াছে, অন্তর স্পর্শ করে নাই। এক শ্রেণীর লোক আমরণ-কাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম 'দেওয়ার' জন্য ব্যস্ত হইয়া রহিল, কিন্তু সেই সকল ব্যক্তির জীবনে ধর্ম্ম 'পাওয়ার' আকাঙ্ক্ষা কিছু মাত্র রহিল না—ধর্ম্ম দিতে হইলে যে পাইতে হয়, এই চিরন্তন ধ্রুব সত্য কথাটা ভুলিয়া কেবল দেওয়ার জন্যই নিরন্তর দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়ায়। দেওয়াটা যে পাওয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া যায়। এই শ্রেণীর লোক 'দিলাম না, দিলাম না' বলিয়া ব্যস্ত হয়, কিন্তু, 'পাইলাম না, পাইলাম না,' বলিয়া হাহাকার ধ্বনি তাহাদের মুখ হইতে একটি বারও বাহির হয় না। যীশু তপস্যার দ্বারা ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন। তাই তিনি জগতের নর নারীর ধর্ম্মবিমুখতা দেখিয়া নিরন্তর বেদনা অনুভব করিয়া চির বিষণ্ণ ছিলেন। ধর্ম্মের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে—যিনি ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন তিনিই ধর্ম্মের কথা বলিবার অধিকারী। আমাদের পিতৃতম পূজ্যপাদ ঋষিগণ ব্রহ্মকে করতলস্থ আমলকবৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, 'এই ফটিকস্তম্ভে আমার প্রাণের হরি বিদ্যমান রহিয়াছে'। যিশু বলিয়াছিলেন, 'পক্ষিকুল শস্য বপন করে না, তথাপি তাহারা স্বচ্ছন্দে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে। অতএব হে মানব! তুমি আহারের চিন্তায় ভেবে মর কেন? তাঁহাতে নির্ভরশীল হও।' বিশ্বাসী মহম্মদ বলিয়াছিলেন, 'সর্ষপকণিকা পরিমাণ বিশ্বাস থাকিলে হিমালয় পর্ব্বতকে সরিয়া যাইতে বলিলে সে সরিয়া যাইবে। সাধনের দ্বারা যাহারা পরমবস্তু ব্রহ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহারা ঘোরতর বিপদ্ কালেও অচল অটল হইয়া সংসারের' দুর্দ্দিনে তাঁহারই জয় ঘোষণা করেন। আমরা যে বিপদ্ কালে দিশাহারা হইয়া পড়ি, তাহার একমাত্র কারণ আমরা তাঁহার দর্শন ও স্পর্শ অনুভব করি নাই বলিয়াই। আমাদের কোন প্রচারক অথবা কোন গৃহী ব্রাহ্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য মফঃস্বল হইতে ডাকিলে, তাঁহারা বেদ বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ, ইমার্সন ও কার্লাইলের ভক্তির পুস্তকাবলী সঙ্গে করিয়া প্রচার করিতে যান, তদুক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রচার কার্য্য সমাধা করেন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঐ সকল পুস্তকের কোন্ কথা না পাঠ করিয়াছেন? সেই সকল পণ্ডিতগণ বলেন, "বইএর কথা না বলিয়া এতদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়া আত্মজীবনে যে নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করুন; সেই তত্ত্বকথা শুনিবার জন্যই আসিয়াছি।" তখন যদি তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারি, তাহা হইলে

আমাদের প্রচারের সার্থকতা হইল কি না, ইহাই ভাবিবার বিষয়। গভীর সাধন ভিন্ন ধর্ম্মের উচ্চ তত্ত্ব লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। সাধকের মুখে সেই তত্ত্ব কথা শুনে নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, অন্যথা একই কথা পুনঃ পুনঃ শুনে শুনে মানুষের শ্রবণস্পৃহা কমিয়া যায়। ইতি মধ্যেই আমাদের সমাজের লোকেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আরাধনা পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক। অভ্যস্ত আরাধনার পুনরুক্তি বারং বার শুনিয়া ব্রাহ্মগণের আর তাহা ভাল লাগিতেছে না। সুতরাং বর্ত্তমান আরাধনা পরিবর্ত্তন করিতে অনেকে বলিতেছেন। আমাদের বর্ত্তমান উত্তম আরাধনা-তত্ত্ব গভীর সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়; বর্ত্তমানে অনেক ব্রাহ্মই সাধন ভজনকে কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ সহজ, সরল আরাধনার অভিলাষী। যাহা হউক, পুনরুক্তি যে সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য, সে কথাতে আর সন্দেহ কি? যিনি তপস্যার দ্বারা স্পর্শমণির স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, সেই সুদুর্ল্লভ সাধু জনের মুখে নব নব তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া বিষয়াসক্ত নর নারী বলে 'আজ আমাদের বিষয়াসক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হইয়া প্রাণ জুড়াইয়া গেল!' যাহার যে বস্তুটির অভাব, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ রূপে যতক্ষণ না সেই বস্তুটি লাভ করা যায়, ততক্ষণ কিছুতেই অভাব বিমোচন হইতে পারে না। ধনের দ্বারাই দরিদ্রতা দূর হয়, ক্ষুন্নিবৃত্তি অন্নের দ্বারাই সাধিত হয়, সন্তানলাভের দ্বারাই অপত্যস্নেহ চরিতার্থ হয়। অবান্তর কল্পিত উপায়ে যেমন এ সকলের সার্থকতা কিছুতেই সাধিত হয় না, ঠিক তদ্রূপ সত্যস্বরূপের সুবিমল স্পর্শ ভিন্ন নিরাশ প্রাণে কখনও প্রেম পুণ্য সঞ্চারিত হইতে পারে না। এই প্রেমিকের সহবাসে অপ্রেমিক প্রেম লাভ করে। তাই প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। সাধুরা বলিয়াছেন, 'যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে'। সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, আত্মজীবনে তাঁহার চরণস্পর্শে কতটুকু প্রেম পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি। অন্যথা আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়ার অযোগ্য। আমরা সাধুদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া নানা স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট তাহা বারংবার বলিয়া ধর্ম্মাবহ পাপনুদ ঈশ্বরের চরণে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে চাই; কিন্তু এই উপায়ের দ্বারা আমাদের প্রচার-কার্য্যের সার্থকতা লাভ হইয়াছে বা হইতেছে কি না, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগের দ্বারাই ব্রহ্মপূজা সম্পন্ন করিতে হয়। এই ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত নর নারীর ইষ্ট দেবতার পূজার জন্য কিছুই অদেয় থাকিতে পারে না। আমরা কতবার বলিয়াছি "এই লও আমার প্রাণ মন, এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন"; কিন্তু এ দিবার বেলা একটি কাণাকড়ি ছাড়িতেও রাজি নহি। অনেকেই বলিবেন আমাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজের নানাবিধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতেছে—আমরা এত বড় শিবনাথ-স্মৃতিমন্দির স্থাপন করিতে পারিয়াছি। এই সব ক্ষুদ্র দান কাণা কড়ির অপেক্ষারও তুলনায় কত অল্প, তাহা অক্ষপাতের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারা যায়। আরও বলিতে পারি, শিবনাথ-স্মৃতিমন্দিরের যত টাকা ব্রাহ্মেরা দিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক টাকা কি আমরা অপরাপর সমাজের দানশীল মহাশয় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই নাই? চাঁদার খাতা দেখিলে তাহা নির্ভুলরূপে জানিতে পারা যাইবে। যাঁহার (যে ব্রাহ্মের) বহু অর্থ আছে, তিনি শিবনাথ-স্মৃতিমন্দিরের জন্য দুই দশ টাকা দিলেও আমি তাহা অশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া স্বীকার করিব। যদি কোন একটি ব্রাহ্মও শিবনাথের ন্যায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বরণ করিয়া লইতেন, তাঁহার সেই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ বা দানের দ্বারা যথার্থ শিবনাথ-স্মৃতি রক্ষিত হইত। তাহা পারিলাম কই? মমতাবোধে আমরা আমাদের কাণা ছেলেটিকে পদ্মলোচন বলিয়া ডাকিলেও জগতের চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ কাণাকে কাণা বলিয়াই ডাকিবে; তাহাতে বিরক্ত হইলে চলিবে কেন? এদেশের অজ্ঞ নারীরা কত সুমহৎ ত্যাগের দৃষ্টান্ত আমাদিগের নিকট প্রদর্শন করিতেছেন! অনেকেই জানেন, কত শত শত নারী উপাদেয় খাদ্যবস্তু তাঁহাদিগের ইষ্টদেবতা জগন্নাথ অথবা বিশ্বেশ্বরকে দান করিয়া, আমরণকাল পর্য্যন্ত সেই সুস্বাদ বস্তুর রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকেন। অনেকেই বলিবেন ত্যাগধর্ম্মের ইহা একটা বড় কথা নহে; আমিও তাহা স্বীকার করি। ইহা উপেক্ষাও ত্যাগের বড় কথা বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে; তবে তাহাও বলিতেছি। আজ পর্য্যন্ত কত পিতা মাতা গঙ্গাসাগরের জলে প্রিয়তম পুত্র কন্যাগণ জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। আরও বলি, সতীদাহ মহাপাপ বলিয়া রাজার আপ্রাণ চেষ্টাতে তাহা নিবারিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক সতী স্ব-ইচ্ছায় হৃষ্টমনে যে মৃত পতীর অনুগমন করিতেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহাও কি ত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত নহে? যদিও আমরা এই সকল অন্যায় ও কুসংস্কারপূর্ণ পাপকার্য্যের কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না, তথাপি এই ত্যাগের মহিমা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জড়োপাসকদিগের ইষ্ট দেবতা চক্ষের সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হইয়া রহিয়াছে। এই সকল প্রত্যক্ষদর্শী জড়োপাসকগণ সম্মুখস্থ ইষ্টদেবের তুষ্টি সাধনের জন্য অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন। গভীর সাধন ভজন ও তপস্যার দ্বারা আমাদের পূজ্যপাদ ঋষিগণ ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের জীবনে ত্যাগের সীমা পরিসীমা ছিল না; পরমধন ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করিয়া সংসারের ধনমানকে অতিশয় তাচ্ছিল্যের সহিত পরিহার করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু সাধন ভজন তপস্যার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হইয়া, ধর্ম্মের জন্য কোনই ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিতেছি না। মানব-প্রাণের গ্রহণেচ্ছা স্বতঃসিদ্ধ—ভালটি না পাইলে মন্দটি গ্রহণ করিবেই করিবে। সেই একমাত্র কারণেই সাধুদিগের পরিত্যাজ্য অসার ধন মান লাভের আকাঙ্ক্ষায় দিশাহারা হইয়া দিবা নিশি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মনক্ষোভে আর একটি কথা প্রচার সম্বন্ধে বলিতেছি; তাহা এই—যে-সকল প্রচারকগণ বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাঁহারা জীবনের সন্ধ্যাকালে অতীত অশেষ সাংসারিক দুঃখ কষ্ট স্মরণ করিয়া, ভবিষ্যৎ বংশকে আর যেন সেই সকল দুঃখ-

কষ্ট সহিতে না হয়, ভজ্জন্য ধনাগমের অভিলাষে, যিনি পারিলেন পুত্র কন্যাগণকে সুদূর বিলাত পাঠাইয়া দিলেন, যিনি তাহা পারিলেন না তিনি তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে এদেশে রাখিয়াই অর্থকরী বিদ্যালাভের দ্বারা তাহাদের ধনলাভের ব্যবস্থা করিলেন। পরিতাপের বিষয় এই, একটি প্রচারকের সন্তানও প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন না। গৃহে আগুন লাগিলে গৃহস্বামী প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে অসমর্থ হইলে, তখন সে অপরের সাহায্য প্রার্থনা করে; কিন্তু তাহার যে এম এ পাশ করা সুস্থ সবল ছেলেটি গৃহে রহিয়াছে তাহাকে আগুন নিবাইতে কিছুতেই দিতেছে না। তারস্বরে পুত্রটিকে দূরে সরিয়া যাইতে বলিতেছে, সন্তানটিও পিতৃ-আদেশে দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গৃহস্বামী বুঝিতে পারিয়াছেন অগ্নিদাহে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন, এখন যদি প্রবল আগুন নিবাইতে আসিয়া তাহার ভবিষ্যতের আশা এম, এ পাশ ছেলেটিও পুড়ে মরে, তাহা হইলে তাঁহার এ কূল ও-কূল দুই কূলই যাবে। তাহা ভাবিয়াই ছেলেটিকে আগুন নিবাইতে দিতেছে না। এই সংসারের বুদ্ধিমান আত্মরক্ষণশীল গৃহস্বামীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া যাহারা আগুন নিবাইতে আসিয়াছিল, তাহারা আসিয়া দেখিল, গৃহস্থের সুস্থ সবল যুবক ছেলেটি অদূরে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়াইয়া আছে, আগুন নিবাইবার কোনও সাহায্য করিতেছে না; অনুসন্ধানে জানিতে পারিল, অগ্নিস্পর্শে সন্তানের কোনরূপ অনিষ্ট হয়, সেই আশঙ্কাতে পিতা পুত্রকে আগুন নিবাইতে নিষেধ করিয়াছেন; এ হেন পিতার পুত্র তাই অগ্নিনির্ব্বাণে কোনই সাহায্য করিতেছে না। ইহা দেখিয়াও পিতার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, সকলেই একে একে চলিয়া গেল, এবং বলিয়া গেল যে-ব্যক্তি আপনার ছেলেকে সামালিয়া রাখিয়া অপরের দ্বারা ঘরের আগুন নিবাইতে চায়, তাহার ঘর পুড়ে যাওয়াই ভাল। আমার মনে হয়, আমাদের বর্ত্তমান প্রচারকগণ শুধু একমাত্র এই কারণেই একটীও অনন্যকর্ম্মা প্রচারক পাইতেছেন না। যদি প্রচার অভাবে তাঁহাদের প্রাণে ক্লেশ হইয়া থাকে, গৃহের সন্তানের দ্বারাই সেই অভাব পূরণ করিতে হইবে, পরমুখাপেক্ষী হওয়া বড় দুঃখ তাহা নিয়তই মনে রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে জগতের সম্মুখে রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বরাজ্যদল ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আনয়ন করিয়াছেন। যে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি আইন ব্যবসায়ের দ্বারা মাসে ৪০।৫০ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তিনি স্বরাজলাভের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন; যে ধনী ব্যক্তি এত বিলাসী ছিলেন যে জামা কাপড় সুদূর ইউরপের প্যারিশ নগরী হইতে ধোয়াইয়া আনিয়া পরিধান করিতেন, তিনি আজ স্বরাজ্যের নিমিত্ত সকল বিলাস বিসর্জ্জন দিয়া মোটা খদ্দরের জামা কাপড় স্বচ্ছন্দচিত্তে প্রসন্ন মনে পরিধান করিতেছেন; যে কৃতী যুবক আজ জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া লোকের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা হইতেন, তিনি আজ অপমানে কারাক্লেশ ভোগ করিতেছেন; আর যে মহাপুরুষের আদেশে দেশের লোক হৃষ্ট মনে একজন মহাত্যাগী স্বরাজীর স্মৃতিরক্ষা মানসে প্রায় দশ লক্ষ টাকা অকাতরে দান করিয়াছে,-তিনি—এই সকল ত্যাগী পুরুষ সকলেই-অশেষ কারাক্লেশ স্ব-ইচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি এই মহা ত্যাগ কখনও বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে না, ইহার সাফল্য অচিরেই সুসম্পন্ন হইবেই হইবে। ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে দেখিতে পাইব, আজ পর্য্যন্ত কত স্বরাজ্যের উত্থান পতন ঘটিয়াছে। যাহা দুই দিনে ফুরাইয়া যায়, তল্লাভের জন্য মানুষ যদি এত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, তাহা হইলে অনন্তকালস্থায়ী ব্রহ্মলাভের জন্য আমরা আজ পর্য্যন্ত কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, তাহা নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিবার আকাঙ্ক্ষা কাহারও প্রাণে জাগিতেছে না। এই চিত্ত-রোগের ঔষধি ভবধামে মিলিবে না। তাঁহার কৃপা-ঔষধি ভিন্ন এ রোগ দূর হইবার নহে। তবে আমরা একান্তে তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করি।

শ্রীহরকুমার গুহ।

পরলোকগত মণিলাল মল্লিক

এই সংসারে যিনি আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলেন, সেই পরমারাধ্য পূজ্যপাদ পিতৃদেব আজ ২৩ দিন পূর্ব্বে, গত ৩০শে মাঘ (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫) বেলা ১১ ঘটিকার সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়া, অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি আজ হৃদয় মনকে ব্যথিত করিয়া কেবল এই ধ্বনি উত্থিত করিতেছে—

"পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ, পিতা হি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে বিশ্বদেবতা।"

পিতৃ-স্নেহের অন্তরালে থাকিয়া যে বিশ্বদেবতার অতুল স্নেহ আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করিতেছে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে প্রণাম করি। ইহলোক ও পরলোকবাসী পূজনীয় পিতৃপুরুষগণকে প্রণাম করি। যে পিতা নিজ সুখ দুঃখ তুচ্ছ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাদিগের হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। পিতার বন্ধুবান্ধব নমস্য ও স্নেহাস্পদ, যাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া অধিকতর রূপে মনে পিতার স্মৃতি জাগরিত হইতেছে, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। এই পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পিতার জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করি।

যশোহর জিলার অন্তর্গত শার্শা থানার অধীনস্থ বাগআঁচড়া গ্রাম, আমার পিতামহ ভক্ত স্বর্গীয় প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয়ের জন্মভূমি। আমার পিতা পিতামহের কনিষ্ঠ পুত্র।

আমার পিতামহ ব্যবসায় উপলক্ষে নদীয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুরে জীবনের অধিকাংশ কাল যাপন করেন। সেখানেই ১৮৭৬ সনের ৩১শে আগষ্ট তারিখে পিতার জন্ম হয়, এবং ৫ম বৎসর বয়ক্রম কালে সেখানেই পিতার বিদ্যারম্ভ হয়। শান্তিপুরে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া বর্দ্ধমান রাজ কলেজ হইতে বাবা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। পরে কলিকাতা আর্য্যমিশন ইনস্টিটিউসন্ হইতে এফ্, এ, পরীক্ষা পাশ করিয়া

শ্রাদ্ধবাসরে পুত্র শ্রীমান্ দেবব্রত মল্লিক কর্ত্তৃক পঠিত।

সিটি কলেজে বি, এ পড়িতে থাকেন। পারিবারিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আর পড়াশুনার সুবিধা হইল না। এই বৎসরেই আমার মাতামহ স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বাবা জীবনের অধিকাংশ কালই শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যখন যেখানে কাজ করিয়াছেন প্রাণ দিয়াই খাটিয়াছেন। যখন যে বিদ্যালয়ে গিয়াছেন, তাহার আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন; এ নিমিত্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বাবার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

বাবার অনতিদীর্ঘ জীবনে উল্লেখ করিবার মত ঘটনা কিছুই ঘটে নাই। তবে কয়েকটী বিশেষ গুণ বাবার জীবনকে বড়ই সুন্দর করিয়াছিল। সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, দৃঢ়চিত্ততা ও অসাধারণ অধ্যবসায় বাবার জীবনকে এক অপূর্ব্ব শ্রী প্রদান করিয়াছিল।

শিশুর মত সরল স্বভাব ছিল বলিয়া বাবা যেমন সুখী ছিলেন, সময় সময় তাঁহাকে তেমনই কষ্টেও পড়িতে হইত। কথাকে ঘুরাইয়া বলা বা এক উদ্দেশ্য লইয়া অন্য কাজ করা, অথবা অন্য ভাব প্রকাশ করা অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন। সত্যকে বড় সুন্দর করিয়া ধরিয়া থাকিতেন। কোন আচরণে অসত্য-ভাব প্রকাশ পায়, ইহা তাঁহার বড়ই অসহ্য ছিল। মিথ্যার ছায়া সত্যের আলোককে নিষ্প্রভ করিতে দেখিলে তিনি বড়ই যাতনা অনুভব করিতেন। বাবার প্রাণ যেমন অতি কোমল ছিল, মনের বলও তেমনই অতি দৃঢ় ছিল। একবার যাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিতেন তাহার ছায়াও তিনি মাড়াইতেন না। আত্মসম্মানবোধও যথেষ্ট ছিল—নিজকে হীন হইতে হইবে এরূপ কোন অবস্থাকেই তিনি প্রশ্রয় দিতে চাহিতেন না। এজন্য অনেক সময়ে অনেক অভাবনীয় কষ্টও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার ভিতরে এমন একটা তেজ ছিল, যার বলে তিনি বহু সম্মানিতের কাছেও অসম্মানিত হন নাই।

তাঁহার আর একটি গুণ অধ্যবসায়। বহু অভাব অসুবিধার মধ্যেও তিনি নিয়মিতরূপে পড়াশুনা করিতেন। জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা বড়ই প্রবল ছিল। নানা বিষয়ের পুস্তক পড়িয়া পড়িয়া সাধারণ ভাবে বহু বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। নূতন বিষয় শিখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত থাকিতেন। ১৯০৯ সনে তিনি মান্দ্রাজ গিয়া ট্যানিং শিখিয়া আসেন। কয়েক বৎসর পরে ১৯২১ সনে তিনি ডিব্রুগড়ে একটী ছোট খাটো ট্যানারী করেন। এ দিকে পুস্তক পড়িয়া পড়িয়া তিনি বেশ সাবান তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছিলেন; কিছুকাল সাবানের ব্যবসায়ও করিয়াছিলেন।

বাবা অতিশয় সেবাপরায়ণ ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ শারীরিক পরিশ্রম বেশী করিতে পারিতেন না; কিন্তু বাড়ীতে কেহ অসুস্থ হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাইত। তখন দিনের পর দিন অনুক্ষণ বাবা আমাদের সেবা করিতেন। মায়ের ডবল নিউমোনিয়ার সময় শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় প্রচারার্থ ডিব্রুগড়ে গিয়াছিলেন। তিনি বাবার সেবার ভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি স্ত্রীকে যেরূপ সেবা করিতেছ তাহাতে মনে হইতেছে প্রচার তুমিই করিতেছ, আমি কিছুই করিতে পারিতেছি না।" দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার একটী বোন পুড়িয়া গিয়া মরণাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু বাবার একান্ত যত্ন চেষ্টা ও সেবা তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। রোগশয্যায় পড়িয়াও বাবা পিতার কর্ত্তব্যপালনে সর্ব্বদা যত্নবান ছিলেন। আমাদের অসুখ হইলে নিজের অসুখ ভুলিয়া গিয়া শুইয়া শুইয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন। সেবা যত্ন ঠিক হইতেছে কি না তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

বাবা অতিশয় স্নেহশীল ছিলেন। দূরে থাকিলে একদিন আমার পত্র পাইতে দেরী হইলে সহ্য করিতে পারিতেন না। আমাদের এতটুকু কষ্টও তাঁহার অসহ্য হইত। বহু সংগ্রাম করিয়া বাবা আমাকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যহীন আমি তার কিছুই প্রতিদান করিতে পারি নাই। যদি বাবা আরো কিছুদিন আমাদের কাছে থাকিতেন, কত সুখের হইত! তিনিও তো এত শীঘ্র যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আমাদের সঙ্গ যে তাঁর কত মিষ্ট ছিল! বড় অসময়ে মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে, একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায়, সজ্ঞানে বাবাকে চলিয়া যাইতে হইল, এ কথা ভাবিয়া প্রাণে কিছুতেই যে সান্ত্বনা পাইতেছি না। আমরা ত তাঁহার জন্য কিছুই করিতে পারিলাম না। এত সেবা যত্ন ও ভালবাসার কি প্রতিদান দিলাম? তবে প্রাণে এই আশ্বাস পাইতেছি যে, বাবা আমাদের ছাড়িয়া যে লোকে চলিয়া গিয়াছেন, সেখানে বিচ্ছেদযাতনা নাই। তিনি এখন আনন্দময়ের আনন্দলোকে অতুল বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছেন।

মহাযাত্রার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি দয়াময় নাম সার করিয়াছিলেন। গান, প্রার্থনা, উপাসনা ও সংকীর্ত্তন শুনিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইতেন। যিনি দেখিতে আসিতেন তাঁহাকেই গান প্রার্থনা ও উপাসনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। নাম গানে কি তৃপ্তি, কি আনন্দ পাইতেন! জীবনের শেষ নিশ্বাস যখন পড়িল, তখনও বিশ্বজননীর নাম লইতেছেন। তখনও কি তৃপ্তি, কি আরাম!!

নূতন সঙ্কীর্ত্তন।

সুর—"কবে সহজে মা ব'লে জুড়াব প্রাণ"

আর কত কাল রাখ্‌বে ভব-বন্ধনে! (দীনবন্ধু হে)
প্রাণের হাহাকার, তোমা বই আর, কে জানে?
আমি এলাম এই ধরাতলে,
তোমাকেই পাব ব'লে; (তা তো জান হে)
আমার সংসারই সার হ'লো, এই জীবনে।
লোকে বলে আমার ধন মানের কথা,
তারা জানে না গো, আমার প্রাণের ব্যথা;
বদ্ধ পিঞ্জরে পাখী যেমন,
আমার প্রাণ ব্যাকুল তেমন, (চেয়ে দেখ হে)
উড়ে যেতে চায় তোমার চিন্ময় গগনে॥

কবে ভক্তিসুধা পানে তৃষ্ণা যাবে,
সাধু-সঙ্গ গুণে, তাপিত প্রাণ জুড়াবে;
কবে যাব সেই প্রেমধামে,
ডুবিব তোমার প্রেমে! (তুমিই জান হে)
দয়া কর হে দীনবন্ধু এ দীনে॥

(২)

সুর—"আমি বুঝিনু এখন, পতিত পাবন,
তোমার প্রেমের রীতি।"
ইত্যাদি কীর্ত্তনের ন্যায়।)

যখন জগৎ উদ্ধারিবে, তারক ব্রহ্মনামে,
(তখন) আমাকেও মনে করিও;
যখন তাপিতে জুড়াবে, প্রেমের পরশে,
(তখন) আমারও হৃদয়ে আসিও।
(আমায় ভুলো না হে—আমি তোমায় ভুলি ব'লে - দীনহীন কাঙ্গাল ব'লে—সাধন ভজন জানি না ব'লে)—
ওহে জগবন্ধু, (আমায় ভুলো না হে)—
আমি কি তোমার জগৎ ছাড়া? (আমায় ভুলো না হে)
যখন পতিতে তারিবে, পতিত-পাবন নামে,
আমাকেও দয়া করিও;
যখন ব্যথিতের কথা, করিবে শ্রবণ,
আমার দুটী কথাও শুনিও।
(আমার আর কেহ নাই, তোমা বিনে দীনবন্ধু—কাঙ্গাল ব'লে দয়া করে—অধম জনেও ভালবাসে, এমন আর কেহ নাই)
চির দিনের সাথের সাথী—দীন দুঃখীর ব্যথার ব্যথী
(এমন আর কেহ নাই)
যখন ভবের কাণ্ডারী, এসে দাঁড়াইবে,
অকূল জলধিতীরে;
তখন চেয়ে দেখো নাথ, কাঙ্গাল তোমার
তরঙ্গে ডুবে না মরে।
(আমায় তুলে নিও;—ভবার্ণবের ভেলায়—নিজগুণে দয়া ক'রে—প্রেম-বাহু পসারিয়ে—আমার বোঝা বড় ভারি—আমি তরঙ্গে ডুবে না মরি—অপরাধ ক্ষমা ক'রে—আমায় তুলে নিও)।

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের দ্বিতীয়া কন্যা আশালতা দে (শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দের পত্নী) একটি শিশু পুত্র রাখিয়া ৩২ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন।

বিগত ৫ই ডিসেম্বর গিরিধি নগরীতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী (শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধু ও শ্রীযুক্ত ডি, এন মুখার্জ্জির জ্যেষ্ঠা কন্যা) নীহারিকা ৩টী সন্তান রাখিয়া ৩৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বাবু বেচারাম মল্লিকের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু শাস্ত্র-পাঠ, পুত্র শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ প্রার্থনা এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী নীহারিকা জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্ম বালকবালিকাদের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ "বেচারাম মল্লিক ফণ্ড" নামে একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য আপাততঃ ২০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ (ক্রমে উহাকে ১০০০৲ টাকায় পরিণত করা হইবে), প্রচার বিভাগে ১০৲, শিবনাথ-স্মৃতিভাণ্ডারে ১০৲, নবদ্বীপচন্দ্র-স্মৃতিভাণ্ডারে ১০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির মেরামতের জন্য ১০৲, দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজে ১০৲, শিলং সহরস্থ ব্রাহ্মসমাজদ্বয়ে ১০৲, রাঁচি ব্রাহ্মসমাজে ১০৲, বাণীবন ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ ও মহুবয়রা ইন্দু-প্রকাশ এম, ই স্কুলে ৫৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবিধান করুন।

বিহার ও উড়িষ্যা ব্রাহ্মসম্মিলনী—আগামী ২৮শে ডিসেম্বর সোমবার হইতে ৩০শে ডিসেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত তিন দিন গিরিধিতে বেহার ও উড়িষ্যা ব্রাহ্মসম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। আপাততঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণ ইচ্ছা করিলে ঐ সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে পারিবেন:—

(১) ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার মিলনের ভূমি কোথায় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত কি? (২) ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় জাগরণে ব্রাহ্মসমাজের স্থান কোথায়? (৩) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও সাধন। (৪) ব্রাহ্ম সন্তানদিগের ধর্ম্মশিক্ষা। (৫) ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপনের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার কাল নিকটবর্ত্তী। উহার জন্য প্রস্তুতির নিমিত্ত প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য কি? (৬) বিবিধ।

আমরা মূলতঃ যে একই ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া বিশেষরূপে ভাই ভগিনী ইহা উপলব্ধি করা, পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত করা, এবং যাহাদের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি তাহাদিগের প্রতি আমাদিগকে কর্ত্তব্যপালনে যত্নশীল করাই এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য। এই সকল উদ্দেশ্যের সহিত যাঁহাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে তাঁহারা, বেহার ও উড়িষ্যাবাসী না হইলেও, এই সম্মিলনের সভ্য হইবার অধিকারী। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সকলকে সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। যাঁহারা আসিবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বিছানা ও মশারী লইয়া আসিবেন। সম্মিলনের পক্ষ হইতে বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত করা হইবে।

বিনীত
শ্রী বি, রায়—সভাপতি।
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক।

ছাত্রীদের বৃত্তি—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষায় অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৲ টাকার এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় চারুপমা বসু ২০৲ টাকার, বাসনা দেব

১৫৲ টাকায় ও বাসন্তী দাস গুপ্ত ১০৲ টাকার বিশেষ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

দান—পরলোকগত বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে পুত্রদ্বয় প্রচার বিভাগে ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর রায় পত্নীর শ্রাদ্ধে প্রচার বিভাগে ১৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲ দান করিয়াছেন। শ্রীমান জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় পরলোকগত পিতা যতীন্দ্রনারায়ণ রায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। (আমরা অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম যে, বালক আপনার জলখাবার পয়সা বাঁচাইয়া এই টাকা সংগ্রহ করিয়াছে।) মিসেস এস কে লাহিড়ী পরলোকগতা কন্যা প্রিয়তমার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। এ সকল দান সার্থক হউক।

সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী সিরাজগঞ্জে গমন করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের কাজ করেন:—২২শে নবেম্বর রবিবার সন্ধ্যাবেলা ললিতবাবু নূতন ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে উপাসনা করেন। ২৩শে নবেম্বর সন্ধ্যাবেলা রায় সাহেব প্যারী মোহন দাসের গৃহে উপাসনা ও আলোচনা করেন। ২৪শে নবেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে বড়পুলের ধারে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী "ভারতীয় সভ্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত জলধর সরকারের গৃহে ললিত বাবু উপাসনা করেন। ২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন্ধ্যাবেলা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে "ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনা" বিষয়ে আলোচনা হয়। ২৬শে নবেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী সমাজ-গৃহে উপাসনা করেন। ২৭শে নবেম্বর দ্বিপ্রহরে রায় সাহেব প্যারীমোহন দাসের গৃহে তাঁহার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর বাৎসরিক মৃত্যুদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে মিসেস্ দাস ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ১৲ ও সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ দান করিয়াছেন।

উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ—প্রথম বাৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইবে—

২৪শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, প্রাতে ৬॥০টায় নগর-সংকীর্ত্তন; ৮টায় উপাসনা। অপরাহ্নে ৪টায় শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা, ৫টায় সংকীর্ত্তন, ৫॥০টায় পরলোকগত কানাইলাল সেন মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ ও স্মৃতিসভা। ২৫শে ডিসেম্বর শুক্রবার, সকালে ৮টায় উপাসনা; ৩টায় নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব ৫ টায় শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত মহাশয়ের কথকতা। ২৬শে ডিসেম্বর শনিবার সমাজ-সেবা সম্বন্ধে ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ যোগে বক্তৃতা। সকলকে সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ দে—সম্পাদক

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায় ভেরপুর হইতে নওগাঁও উপস্থিত হন। তথায় তিনি ও শ্রীযুক্তা সারদা মঞ্জরী দত্ত নিম্নলিখিত প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন:—২৭শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় একটী ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনা ও সঙ্গীত করেন। ২৮শে নভেম্বর সায়ংকালে বাঙ্গালী থিয়েটার হলে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় কথকতা করেন। ২৯শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় সায়ংকালে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৩০শে নভেম্বর সায়ংকালে ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১লা ডিসেম্বর সায়ংকালে ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে বরদাপ্রসন্ন রায় কথকতা করেন। ২রা ডিসেম্বর অপরাহ্নে ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত মহিলাদিগের সম্মিলন সভাতে প্রার্থনা ও উপদেশ প্রদান করেন। এই সভায় শ্রীমতী লীলা মজুমদার জাপানে মহিলাদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে কিছু বলেন। তৎপর পাক্ষিক অধিবেশন স্থির হইয়া মহিলা সমিতি গঠিত হয়। ৩রা ডিসেম্বর নওগাঁও জেলার অন্তর্গত হাসাগুরি গমন করিয়া শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ও শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত সব ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্তের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রের শুভ নামকরণ উৎসব সম্পন্ন করেন। সায়ংকালে তথাকার মহাপুরুষিয়া সমাজের নামঘরে বরদা বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। ৭ই ডিসেম্বর সায়ংকালে নওগাঁও ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বরদা বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর ৮ই ডিসেম্বর নওগাঁও হইতে কলিকাতা রওনা হন।

নামকরণ—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠ পুত্রের শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পুত্রের নাম শ্রীমান্ দেব কুমার রাখা হইয়াছে। বরদা বাবু আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্তা সারদা মঞ্জরী দত্ত প্রার্থনা করেন। পুত্রের পিতা এতদুপলক্ষে প্রার্থনা করেন এবং ২৲ টাকা নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজে দান করেন। মঙ্গলময় শিশুকে সতত রক্ষা করুন।

বিজ্ঞাপন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৯২৫ সনের বার্ষিক রিপোর্টের সঙ্গে অন্তর্ভূত করিবার জন্য, অন্যান্য সমাজের উক্ত সনের বার্ষিক রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজসকলের সম্পাদকদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন ১৯২৬ সনের ৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে, তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজের রিপোর্ট এই আফিসে প্রেরণ করেন।

তাঁহাদিগকে আরও অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় সমাজের মধ্য হইতে ১৯২৬ সনের ৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার নিয়মাবলী—

যে সকল সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাসী অন্যূন ৫ জন সভ্য আছেন ও সপ্তাহে অন্ততঃ একবার নিয়মিতরূপে উপাসনা হয়, এবং যে সকল সমাজের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি আছে, সেই সকল সমাজ অধ্যক্ষসভায় এক এক জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারেন।

প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্ততঃ তিন বৎসরের সভ্য হইবেন; এবং তাঁহারা তৃতীয় নিয়মোক্ত আনুষ্ঠানিক সভ্য হইবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ,
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। } শ্রীঅন্নদাচরণ সেন,
সম্পাদক।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১লা পৌষ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ। ১৮শ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩২, ১৮৪৭ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯: | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩

31St December, 1925.

প্রার্থনা

নিত্যগৃহ।

নিত্য তোমার নিরামরপুর এত মধুর লাগে,
এই নিরালা বিজন বিনা বুঝি নাই তো আগে!
নিজের গৃহ ব'লে এল নিশ্চিন্ত নির্ভর,
ভাঙ্গা গড়ার রাজ্য ছাড়ি' উর্দ্ধে নিরন্তর।
জড়ের দেহ ধরার ধূলায় রয়েছে আসীন,
ভুলে যাই যে সেই কথা, এ কি সুখের দিন!
এই ঘরে মোর আনাগোণা দীর্ঘ দিবস ধ'রে,
এমন ক'রে পাই নি তো আর, আজ্‌কে যেমন ক'রে!
এমন শোভন বিশ্ব তব আজ লাগে না ভালো,
নিভিয়াছে সকল প্রদীপ, সূর্য্য চন্দ্রের আলো—
তুমিই শুধু সারা ঘরে অনির্ব্বাণ জ্যোতিঃ,
মরণ-হারা জীবন হেথা—নাই কো দিবা-রাতি।
এ কি সত্য! এ কি নিত্য! এ কি অচঞ্চল!
এই ঘরে কি রাখ্‌বে মোরে করিয়া অটল?

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে করুণাময় উৎসব-দেবতা, তুমি ত তোমার, অতুল স্নেহে আমাদিগকে উৎসব সম্ভোগ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছ এবং তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছ। কিন্তু আমরা সে আহ্বান, সে বাণী, কতটা শুনিতেছি, কতটা আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা লইয়া তাহার আয়োজন করিতেছি, তুমিই জান। আমরা কত লঘুচিত্ততার সহিত, কত উদাসীন ভাবে, দিন কাটাইতেছি, কিছুই তোমার অবিদিত নাই। আমরা বাহির লইয়াই ব্যস্ত—যদি কোনও আয়োজন করি তাহাও বাহিরেরই হইয়া যায়। অন্তরের দিকে আমাদের অল্পই দৃষ্টি আছে; তাই সরল অন্তরের পথ আমরা দেখিতে পাই না, তাহার জন্য বিশেষ কোনও আয়োজনও করি না। এ ভাবে ত আমরা কখনও তোমার উৎসব প্রকৃতরূপে সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইব না। তথাপি আমাদের চৈতন্যোদয় হয় না। আমরা আপনার ভাবে, আপনার পথেই চলিয়া থাকি—তোমার অনুগত হইয়া, তোমার ব্যবস্থানুসারে তোমার করুণার দান উপভোগ করিবার জন্য, তোমাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থানে রাখিয়া চলিবার জন্য, চেষ্টিত হই না! হে করুণাময় পিতা, তোমার করুণা ভিন্ন আমাদের আর কি উপায় আছে? তুমি ভিন্ন আর কে আমাদিগকে এই মোহ দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিয়া, তোমার উৎসবের জন্য সত্য ভাবে প্রস্তুত করিবে? তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমারই শুভ প্রেরণার দ্বারা তোমার উৎসবের জন্য প্রস্তুত কর, হৃদয়ের সকল ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা দূর করিয়া সরল ও ব্যাকুল কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

এখানে ভগবান নাই?—একটি ছোট্ট মেয়ে এক আত্মীয় বাড়ী যেয়ে কিছুদিন ছিল; সে একদিন জিজ্ঞাসা করল, "এখানে ভগবান্ নাই"? সেখানে যে ভগবান্ আছেন তার কোন কিছু সে দেখতে পেল না—সকলে খায় দায় গল্প করে, বই পড়ে; কিন্তু পূজা অর্চনা, উপাসনা কাহাকেও করতে দেখে না। তাই তার মনে হইল, সেখানে বোধ হয় ভগবান্ নাই। তোমরা যে জীবন যাপন কচ্ছো, তোমরা যে গৃহ পরিবার রচনা কচ্ছো, তোমরা যে সমাজ গঠন কচ্ছো, তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, গৃহ পরিবারে, সমাজে, কি ভগবান্ আছেন? তোমাদের কাজ কর্ম্ম, আচার ব্যবহার, চাল চলন, তোমাদের গৃহ পরিবার, তোমাদের

সমাজব্যবস্থা দেখলে কি মনে হয়, তোমরা ভগবানকে স্বীকার কর? তাঁর চরণে মাথা রেখে কি সংসারের কাজ কর? তোমাদের জীবন পরিবার সমাজ দেখে কি সেই ছোট্ট মেয়েটির মত জিজ্ঞাসা করা যায় না, 'এখানে কি ভগবান নাই'? মানুষ হ'য়ে নিরীশ্বরের মত চলো না; তোমরা ব্রহ্মোপাসক, ব্রহ্মকে জীবনের সর্ব্বত্র স্থান দাও—তোমাদের জীবন দেখে ছোট্ট মেয়েটি যেন বলতে পারে', হাঁ, এখানে ভগবান্ আছেন।' তোমাদের পরিবার দেখে যেন মনে হয়, এখানে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন; তোমাদের সমাজের সংস্রবে এসে যেন মানুষ প্রেম ভক্তি, ত্যাগ ও সেবার হাওয়ার স্পর্শ পায়। ব্রাহ্ম জীবনের সার ভগবান্কে স্বীকার ক'রে তাঁর পথ নিয়ে সংসারপথে চলো।

পরা ও অপরা বিদ্যা—ঋষি বলেছেন, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এই সকল অপরা বিদ্যা; আর যাহাদ্বারা অক্ষয়পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। তবে সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কি? বেদ বেদান্তও যদি অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা হলো, তবে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কি? কোন্ গ্রন্থ পাঠ করিলে, কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়? শ্রেষ্ঠ বিদ্যা লাভ করতে হ'লে, অক্ষয় পুরুষকে জানতে হ'লে, নূতন দৃষ্টি চাই, নূতন প্রাণ চাই। এই বেদ বেদান্ত, দর্শন বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদিই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা দান করতে পারে, যদি তাহা প্রার্থনাসহকারে, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত, ব্রহ্মলাভের ইচ্ছাদ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে পাঠ করা যায়। প্রকৃতি-গ্রন্থও ত ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারে, যদি প্রেমের দৃষ্টিতে তাকান যায়। জীবনের ঘটনাসকল তোমাকে ব্রহ্মের নিকটে পৌঁছাইয়া দিতে পারে, যদি প্রার্থনাসহকারে তাহা অনুধ্যান করা যায়। ব্রহ্মকে আমি চাই, অক্ষয় পুরুষ না হইলে আমার চলে না, এই আকাঙ্ক্ষা ল'য়ে অধ্যয়ন আরম্ভ কর। কেবল কতকগুলি বিষয় জানিব, লোককে বুঝাতে পারব, তর্ক ক'রে পরাস্ত করতে পারব, এ ভাব ল'য়ে পড়তে ব'সো না। ব্রহ্মকে জানব, তাঁর সঙ্গে প্রীতির যোগ স্থাপন করব, তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকব—এই ভাব ল'য়ে অগ্রসর হও। দেখবে যে গ্রন্থ পাঠ করবে, যে দিকে তাকাবে, যাহা শুনবে, সবই তোমাকে ব্রহ্মের নিকটে নিয়ে যাবে, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা দান করবে

শ্রেয় ও প্রেয়—তোমার সম্মুখে দুটি পথ খোলা রয়েছে—শ্রেয়ের পথ ও প্রেয়ের পথ। তুমি কোন পথে যাবে? ঐ তোমাকে সংসারের সুখ স্বার্থ, যশ মান আহ্বান কচ্ছে—সহস্র সহস্র লোক সেই পথে চলছে; প্রশস্ত সেই পথ—সুখের প্রলোভন কত! কত আমোদ প্রমোদ, বিলাস বিভ্রম, কত আরামের ব্যবস্থা! আর ঐ শ্রেয়ের পথ? পথ অপ্রশস্ত; কিন্তু সোজা—কণ্টকাকীর্ণ পথে চলতে হয়—অল্প লোক সে পথে যায়। তুমি কোন্ পথে যাবে? মৃত্যুর পথে যাবে, না, জীবনের পথে যাবে। যদি স্থায়ী শান্তি চাও, নিত্য সুখ চাও, আনন্দময়ের আনন্দ সম্ভোগ করতে চাও, তবে ঐ আপাতসুখকর প্রেয়ের পথ ত্যাগ কর; প্রলোভনের মধুর আহ্বানে কর্ণ বধির কর। ঐ শোন, আর এক দিক দিয়া আহ্বান আসছে; সকল কোলাহল ভেদ ক'রে, প্রিয়তমের আহ্বানধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এ পথ আপাতক্লেশকর; কঠোর কর্ত্তব্য—এ পথে সংযম ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন। কিন্তু এই পথই শ্রেষ্ঠ পথ; এই পথই আনন্দধামের পথ; এই পথই মুক্তির পথ। এই পথেই চল। বৃথা আমোদে সময় কাটা'য়ো না, জীবন নষ্ট ক'রো না। ঐ শ্রেয়ের পথে চল; শ্রেয়ের ডাক শোন; প্রেয়ের পথ ছেড়ে শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হও

সম্পাদকীয়।

উৎসবের আয়োজন—যদিও প্রেমময় উৎসব-দেবতার মধুর আহ্বান সম ভাবে সকলের জন্যই আসিয়াছে, তথাপি আমরা প্রত্যেকেই যে তাহা তুল্যরূপে ও সম্যকৃভাবে উপভোগ করিতে সমর্থ হইব, এ প্রকার আশা করিতে পারি না। কেননা, আমরা হয়ত সকলে সমান ভাবে সে আহ্বান শুনিতে পাই নাই; অথবা কেহ কেহ হয়ত শুনিয়াও তত গ্রাহ্য করি নাই, তাহার জন্য ব্যাকুল না হইয়া উদাসীন ভাবে অসার ক্ষুদ্র বিষয়ের পশ্চাতেই ছুটিয়া বেড়াইতেছি; আবার কাহারও মধ্যে হয়ত ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা জাগিলেও তাহাকে পরিবর্দ্ধিত ও ফলযুক্ত করিবার কোনও আয়োজন বা চেষ্টা জন্মে নাই; অথবা সে চেষ্টা ও আয়োজন হয়ত ঠিক পথে পরিচালিত না হইয়া ব্যর্থতার দিকেই লইয়া যাইতেছে; না হয়, কেহ কেহ তাঁহার সকল দান গ্রহণ করিতে, সকল ব্যবস্থা কল্যাণকর বলিয়া মানিয়া লইতে, প্রস্তুত না হইয়া, আপনার ভ্রান্ত জ্ঞান ও পছন্দ অনুযায়ী দান খুঁজিতে যাইয়া, গ্রহণীয় কিছু দেখিতে পাইতেছে না, অথবা প্রকৃতপক্ষে যাহা মূল্যবান্ পরম কল্যাণকর তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বস্তু লইয়াই পরিতৃপ্ত হইতেছে, এবং যাহা সহজে প্রাপ্য ছিল তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এরূপ আরও বহু প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তাঁহার আহ্বান আসিলেই যথেষ্ট হইল না, সম্যক্ প্রকারে উৎসব সম্ভোগ করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবে কিছু কিছু আয়োজন করিতে, তাহার জন্য যথাযথ ভাবে প্রস্তুত হইতে, হইবে—তাহা ব্যতীত কিছুতেই আমাদের আশা পূর্ণ হইতে পারিবে না। যদিও উৎসব আমাদের কোনও চেষ্টা আয়োজনের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না—উহা সম্পূর্ণরূপে প্রেমময় পিতার, স্নেহময়ী জননীর, অপার প্রেম ও করুণারই অদ্বিতীয় লীলা—তাঁহার দান সকলের জন্যই রহিয়াছে, কোনও ব্যক্তি বিশেষে বা অবস্থা বিশেষে তাহা আবদ্ধ নহে, তথাপি তাহার গ্রহণ ও উপভোগ যে প্রধানতঃ আমাদের উপরই নির্ভর করিতেছে, আমাদের সহযোগিতা ভিন্ন যে তাহা আমাদের জীবনে প্রকৃষ্টরূপে কার্য্যকারী হইতে পারে না, সে কথা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই—অতি সহজেই প্রতীয়মান হইবে। প্রধানতঃ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের চেষ্টা আয়োজন সহযোগিতা ব্যতীত যে কখনও তাঁহার প্রেম ও করুণা আমাদের

জীবনে কোনও কার্য্য করিতেপারে না, এরূপ কথা বলা যায় না—উহা সত্য নয়—ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস অন্যরূপ সাক্ষ্যই প্রদান করে। আমাদের সম্পূর্ণ নিচেষ্টতা ও উদাসীনতা অথবা বিরুদ্ধ চেষ্টা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, সময় সময় তাঁহার করুণা আমাদিগের উপর কার্য্য করিয়া আমাদিগকে একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে, নবজীবনলাভে সমর্থ করে। কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, তিনি সহজে সেরূপ কিছু করেন না। সে জন্য আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয়, অনেক দুঃখ যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হইতে হয়। আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে চাই, ইহার জন্য তিনি দীর্ঘকালই প্রতীক্ষা করেন,—অন্য সকল উপায় ব্যর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং এক দিন না এক দিন তিনি আমাদিগকে তাঁহার পথে আনিবেনই, অনুগত করিবেনই, এই আশায় মানুষ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না—থাকা উচিত বা সুখকরও নয়। স্বভাবতঃই তাহাকে, শীঘ্র হউক আর গৌণে হউক, সে জন্য চেষ্টিত ও আকাঙ্ক্ষিত হইতেই হয়। কাজেই যে যত আগে তাহা করে সে তত বুদ্ধিমান, সে তত শীঘ্র দুঃখ বেদনা সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইতে সমর্থ হয়। এখন আমাদিগকে কি প্রকার চেষ্টা আয়োজন করিতে হইবে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্ব প্রথমেই ব্যাকুলতার একান্ত আবশ্যকতা অনুভূত হইবে। চিন্তাহীনতাই যে এই অভাবের, এরূপ উদাসীনতার, প্রধান কারণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আত্মচিন্তা, আত্মপরীক্ষা, নিয়ত চেষ্টা দ্বারা যে এ ক্ষেত্রে অনেকটা সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু শুধু আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে গেলে, অস্থিরতা ও নিরাশা আসিবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া তাহার সঙ্গে প্রার্থনা ও মঙ্গলময় পিতার উপর নির্ভর নিতান্তই আবশ্যক। বাস্তবিক দুর্ব্বলের বল যিনি তাঁহার সহায়তা ব্যতীত সকল বিষয়েই আমরা অতি দুর্ব্বল, কোনও বিষয়েই শুধু আপনার শক্তিতে সফলতা লাভ করিতে পারি না এবং তাঁহার শক্তি ও সহায়তা লাভের পক্ষে প্রার্থনার স্থান অপর একটি উপায়ও নাই। সকল মহিমা ও শক্তির আকর শান্তস্বরূপে নির্ভর ব্যতীত, অস্থিরতা ও নিরাশার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, চিত্তের স্থৈর্য্য ও অনির্ব্বাপিত আশা রক্ষা করা সম্ভব নহে। সুতরাং উৎসবকে সফল করিতে হইলে ইহাই আমাদের সর্ব্ব প্রধান চেষ্টা ও আয়োজন হইবে। দ্বিতীয় কথা, আমরা জ্ঞানেতে যাহা বুঝিতে পারি, অনেক সময়ই আমাদের হৃদয়, তাহার অনুসরণ না করিয়া, অপর কোনও বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হয়। সুতরাং চিন্তা ও আলোচনার দ্বারা একটা সাধারণ জ্ঞান লাভ করিলেই যে যথেষ্ট হইল তাহা নহে। স্বভাবতঃ ভাব বা হৃদয় জ্ঞানকেই অনুসরণ করিয়া থাকে, তবে কার্য্যগত জীবনে দুইয়ের মধ্যে যে বিরোধিতা দেখিতে পাই, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, সেখানে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব থাকে বলিয়াই ওরূপ ঘটে। জ্ঞান যদি সত্য ও গভীর হয়, তাহা হৃদয়কেও স্পর্শ করিবে, আমাদের সকল প্রকৃতি ও ভাবকেও প্রভাবান্বিত করিবে, অনুরাগকেও পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত করিবে। প্রবৃত্তি বা ভাবই সকল কার্য্যের জনক। তাহা বিশুদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, আমরা কোন প্রকারেই সুপথে পরিচালিত হইতে পারিব না—জানিয়া বুঝিয়াও ক্ষুদ্র ও অসারের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মলিন বিষয়ে ডুবিয়া থাকিব। কাজেই আমাদের হৃদয় যাহাতে উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হয়, আমাদের অনুরাগ ও প্রবৃত্তি যাহাতে প্রেমময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শুধু কল্যাণেরই অনুসরণ করে, ক্ষুদ্র পরিত্যাগ করিয়া মহৎকেই বরণ করে, তাহার জন্য আমাদিগকে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার প্রেম ও করুণা, জগতে ও জীবনে তাঁহার মঙ্গল বিধাতৃত্ব, নিত্য জীবন্ত লীলা, স্মরণ মননে যে এই বিষয়ে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার অসীম ভালবাসা আমরা যত গভীর ভাবে হৃদয়ে অনুভব করিব, ততই যে আমাদেরও ভালবাসা তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে, তাহা অধিক করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এখানে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার প্রেমের আলোচনা ও চিন্তনের দ্বারা যতই উপকার পাওয়া যাউক না কেন, উহা যথেষ্ট নয়,—তাহা অনেক সময় শুধু উপরি ভাগকেই স্পর্শ করে, গভীর স্থলে প্রবেশ করে না,—সাময়িক ভাবের একটু স্পন্দন জন্মাইলেও, হৃদয়ের মূল দেশে প্রবেশ করিয়া উহার গতিকে পরিবর্ত্তিত করে না। সাক্ষাৎ অনুভূতি, জীবন্ত স্পর্শ ব্যতীত উহা হয় না। আর পরম সুন্দর, পরম মধুর, সকল মহত্ত্বের আকরস্বরূপের সংস্পর্শে আসিলে, তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি প্রাণে অনুভব করিলে, যে, হৃদয় মহত্ত্বের পশ্চাতেই ধাবিত হইবে, তাঁহাতে অনুরক্ত হইয়া আর ক্ষুদ্র মলিন কিছু চাহিবে না, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই সকল হৃদয় মন দিয়া অনুসরণ করিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এতদর্থে আমাদের সকল চেষ্টা আয়োজন নিযুক্ত করা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা আর অধিক করিয়া না বলিলেও চলিবে। তবে এখানেও আমাদের সকল চেষ্টা আয়োজনের মধ্যে স্মরণে রাখিতে হইবে, শুধু আমাদের সাধন ভজন দ্বারা এক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভের আশা নাই, তাঁহার করুণা ব্যতীত আমরা কোনও উপায়েই স্বপ্রকাশকে সত্য ভাবে প্রকাশিত করিতে পারি না—তিনি নিজে যখন কৃপা করিয়া সাক্ষাৎ ভাবে প্রাণে প্রকাশিত হন, তখনই আমরা হৃদয়ে তাঁহার জীবন্ত স্পর্শ অনুভব করিতে সমর্থ হই। কাজেই এখানেও তাঁহার করুণায় নির্ভর করিয়া প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে স্থির ভাবে প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আবার দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের হৃদয় কিছু পরিমাণে তাঁহাতে অনুরক্ত হইলেও আমাদের ইচ্ছা অভিরুচি সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার অনুগত হয় না, আমরা তাঁহার উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া, সমগ্র ভাবে তাঁহার সকল ব্যবস্থা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হই না, আমরা অসার ক্ষুদ্র বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া একমাত্র সুন্দর ও মহতের আকাঙ্ক্ষা করিলেও, তাঁহার ইচ্ছা অপেক্ষা নিজেদের ইচ্ছাকেই অধিকতর প্রবল বলিয়া, তাঁহার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া প্রতীক্ষা করিতে পারি না। নিজে যাহা বাঞ্ছনীয় মনে করি তাহা পাইবার জন্য অস্থির হই এবং

না পাইলে বিদ্রোহী হইয়া উঠি। অবশ্য গভীর প্রেম ও অনুরাগ জন্মিলে এরূপ অবস্থা ঘটে না। গভীর প্রেমপূর্ণ আত্মসমর্পণ আত্মবিলোপই জন্মায়। আমাদের পক্ষে সে প্রেম ও অনুরাগ লাভ করা সহজ নয়। তথাপি কিছু পরিমাণে এই আত্মসমর্পণের ভাব না আসিলে, তাঁহার সকল ব্যবস্থা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রাণে না জাগিলে, আশা ও নির্ভর রক্ষা করাও সম্ভবপর নয়, তাঁহার করুণার দানও যথার্থ ভাবে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং সেরূপ প্রেমে নিমগ্ন হইবার পূর্ব্বেও অন্ততঃ কতক পরিমাণে এই আত্মসমর্পণ ও আপনার ইচ্ছা অভিরুচির বিলোপসাধনদ্বারা, বিনা আপত্তিতে তাঁহার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ভাব হৃদয়ে জাগ্রত করিতে হইবে এবং তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া প্রতীক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এ বিষয়ে আমরা অদ্য বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। ইহাও যে আমাদের আয়োজনের একটী অঙ্গ, শুধু তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র! আগামী বারে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আরও অনেক আয়োজনেরও আবশ্যকতা অবশ্য আছে। এখানে সকল বিষয়ের আলোচনা করা সম্ভবপর নহে তাহার প্রয়োজনও নাই। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আয়োজনও অনেক আছে। সে সকল প্রত্যেকে নিজে নিজে নির্ণয় করিবেন। উৎসবকে যথার্থ ভাবে ফলপ্রদ করিতে হইলে, প্রত্যেককেই যে তাহার জন্য বিশেষ আয়োজনে নিযুক্ত হইতে হইবে, এবং সে আয়োজন যে প্রধানতঃ অন্তরেরই হওয়া আবশ্যক, ইহাই প্রধান কথা। তাহার দিকেই সকলের দৃষ্টি ও চিন্তা আকৃষ্ট হউক এবং নিজে যিনি যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভব করেন, তিনি তাহাতেই নিযুক্ত হউন। আমাদের সকল উদাসীনতা ও নিশ্চেষ্টতা বিদূরিত হউক। করুণাময় পিতা আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়া তাঁহার উৎসব সম্ভোগের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লউন। তাঁহার ইচ্ছাই সকল বিষয়ে পূর্ণ হউক।

নানকবাণী

২৪

অবিগতো নিরমাইল উপজে নিরগুণ তে সরগুণ থীআ।
সত গুর পরচৈ পরম পদ পাঈঐ সাচৈ সবদি সমাই লীআ।
একে কউ সচ একা জাণৈ হউমৈ দূজা দূর কীআ।
সো জোগী গুরসবদ পছাণৈ অন্তর কমল প্রগাস থীআ।
জীবত মরৈ তা সভ কিছু সূঝৈ অন্তর জাণৈ সরব দইআ।
নানক তাকউ মিলৈ বডাঈ আপ পছাণৈ সরব জীআ।

নোট। পরচৈ=স্তুতি, পরিচয়, জ্ঞাত বস্তুর বিষয় বারম্বার জ্ঞান হওয়া—গ্রন্থকোষ; =উপদেশে—ট্রাক্টসোসাইটী। সচ=তৃতীয় পংক্তিতে সচ শব্দের অর্থ নিশ্চয়।

সূঝৈ অন্তর জাণৈ সরব দইআ—যে অন্তরে দেখে সে সকলের প্রতি দয়া করে; দ্বিতীয় অর্থ—হৃদয়ের মধ্যে পূর্ণ দয়াস্বরূপকে জানিতে পারে।—ট্রাক্ট সোসাইটি।

আপ পছাণৈ সরব জীআ—আপনাকে সকল জীবে ও সকল জীবকে আপনাতে দেখে—ট্রাক্ট সোসাইটি।

ভাবানুবাদ

অব্যক্ত নির্ম্মল ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ স্থাপিত হয়।

শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপের পরিচয় হইলে পরম পদ পাওয়া যায়; সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম তাহাকে নিজের মধ্যে সমাহিত করেন।

এক ব্রহ্মকে এক সত্যস্বরূপ বলিয়া জানিলে অহংএর স্বতন্ত্রতাকে দূর করিয়া ফেলে।

সেই ব্যক্তি ব্রহ্মযোগে যোগী হইয়া ব্রহ্মবাণী চিনিতে পারে, তাহার হৃদয়-কমল প্রকটিত করিয়া ব্রহ্মেতে স্থিতি পায়।

যে ব্যক্তি জীবন্ত হইয়া বাহিরের বস্তুতে মৃত হয়, সে সকলি স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়, হৃদয় তাহার সর্ব্ব জীবে দয়া করে।

নানক বলেন, সে-ই মহত্ত্ব পায়, আপনাকে সর্ব্ব জীবে দেখিতে পায়।

২৫

সাচো উপজৈ সাচ সমাবৈ সাচে সূচে এক মইআ।
ঝূটে আবহ ঠবর ন পাবহ দূজে আবাগউণ ভইআ।
আবাগউণ মিটৈ গুর সবদী আপে পরখৈ বখস লইআ।
একা বেদন দূজৈ বিআপী নামরসাইণ বীসরিআ।
সো বূঝৈ জিস আপ বুঝাএ গুরকৈ সবদ সু মুকত ভইআ।
নানক তারে তারণহারা হউমৈ দূজা পরহরিআ।

ভাবানুবাদ

সত্যেতে উৎপন্ন, সত্যেতে প্রবেশ করে, সত্যের দ্বারা শুদ্ধ হইলে একের সহিত এক হইয়া যায়।

মিথ্যার আশ্রয় লইলে স্থিতি পায় না; দ্বিত্বের ভাব লইয়াই জন্ম জন্মান্তর সৃষ্টি হইল।

ভগবানকে গুরুরূপে মানিলে তাঁহার বাণী দ্বারা জন্ম জন্মান্তর দূর হয়; তিনি আপনি বাছিয়া লন ও মার্জ্জনা করেন।

নামের রসায়ণ শক্তি বিস্মৃত হইলেই দ্বিত্বের এক মহা পীড়া-জনক ভাব ব্যাপ্ত হইয়া অধিকার করে।

সে-ই বুঝিতে পারে যাহাকে আপনি বুঝিয়ে দেন; ভগবানের বাণীতে সে মুক্ত হয়।

নানক বলেন ত্রাণকর্ত্তা পরমেশ্বর পরিত্রাণ করেন; আমি স্বতন্ত্র, এই দ্বিত্বের ভাব পরিত্যাগ করিতে হয়।

২৬

মন মুখ ভূলৈ জম কী কাণ।
পর ঘর জোহৈ হাণে হাণ।

নোট। সমাবৈ=প্রবেশ করে; গীতার ভাষায় বিশতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোকে আছে "বিশতে তদনন্তরম্"। ভিন্ন ভিন্ন লোকে ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝেন। পরমেশ্বরের সহিত মিশে যাওয়া, অভেদ হওয়া, এক হওয়া, এই সকল অর্থ শুনিতে পাওয়া যায়।

২। হর্ষ, শোক, রাগ, দ্বেষ এই বিরোধ ভাবকে দ্বন্দ্ব বলে। ইহাদের উৎপত্তি অহং ভাব হইতে—ট্রক্টসোসাইটি

৩। শেষ পংক্তিতে আছে "হউ মৈ দূজা"। ইহার অর্থ অহমিকার স্বতন্ত্র দ্বিত্বভাব। কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন গুরুনানক বলিতেছেন আমি দ্বিত্ব ভাব পরিত্যাগ করিয়াছি।

মন মুখ ভরম ভূলে বেবাণ।
বে মারগ মুসৈ মন্ত্র মসাণ।"
শবদ ন চীনৈ লবৈ কুবাণ।
নানক সাচ রতে সুখ জাণ।

ভাবানুবাদ

মন মুখ (বিষয়াসক্ত) ব্যক্তি ভুলিয়া আছে, তাহাকে যম-দণ্ড সহ্য করিতে হইবে।

পর গৃহের (পর দারা, পর সম্পত্তির) দিকে তাকাইলে কেবল হানিই হয়।

মনমুখেরা ভ্রমেতে পড়িয়া অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিতেছে।

বিপথগামী হইয়া চোর দস্যু কর্ত্তৃক লুষ্ঠিত হইয়া শ্মশানে মন্ত্র আওড়াইতেছে।

ভগবৎবাণী না চিনিয়া কু বাক্য অবলম্বন করিয়াছে।

নানক বলেন সত্যেতে অনুরক্ত হইলে সুখ পাইবে।

২৭

গুরমুখ সাচেকা ভউ পাবৈ।
গুরমুখ বাণী অঘড় ঘড়াবৈ।
গুর মুখ নিরমল হরি গুণ গাবৈ।
গুরমুখ পবিত্র পরম পদ পাবৈ।
গুরমুখ রোম রোম হরি ধিআবৈ।
নানক গুরমুখ সাচ সমাবৈ।

ভাবানুবাদ

ভগবৎমুখীন ব্যক্তি সত্যস্বরূপের ভীতিকে হৃদয়ে ধারণ করেন।

ভগবৎমুখীন অগঠিত মনকে ভগবানের বাণীদ্বারা গঠিত করেন।

ভগবৎমুখীনেরা নির্ম্মল হরি গুণ গান করেন।

ভগবৎমুখীনেরা পবিত্র পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

ভগবৎমুখীনেরা সর্ব্ব শরীরে ও মনে প্রতি নিমেষে হরি ধ্যান করেন।

নানক বলেন ভগবৎমুখীনেরা সত্যেতে প্রবেশ করেন।

২৮

গুরমুখ পরচৈ বেদ বীচারী।
গুরমুখ পরচৈ তরীঐ তারী।
গুরমুখ পরচৈ সু সবদ গিআনী।
গুরমুখ পরচৈ অন্তর বিধি জানী।
গুরমুখ পাঈঐ অলখ অপার।
নানক গুরমুখ মুকতি দুআর।

ভাবানুবাদ

ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি প্রসন্ন হন জ্ঞানানুশীলন করিয়া।

ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি প্রসন্ন হন আপনি ত্রাণ পাইয়া এবং অপরের পরিত্রাণের হেতু হইয়া।

তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী যিনি ভগবৎমুখীন হইয়া প্রসন্ন হন।

ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি হৃদয়ে ভগবৎবিধি জানিয়া প্রসন্ন হন।

ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি অলক্ষ্য অপার পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন।

নানক বলেন ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি মুক্তির দ্বারস্বরূপ।

২৯

গুরমুখ অকথ কথৈ বীচার।
গুরমুখ নিবহৈ সপরবার।
গুরমুখ জপীঐ অন্তর পিআর।
গুরমুখ পাঈএ সবদ অচার।
সবদ ভেদ জাণৈ জাণাঈ।
নানক হউমৈ জাল সমাঈ।

ভাবানুবাদ

ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি অবর্ণনীয় ভগবানের কথা বলেন।

ভগবৎ মুখীন সাধু ব্যক্তি পরিবারের সহিত কল্যাণ পান।

ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি হৃদয়ের প্রিয়তমকে জপ করেন।

ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি ব্রহ্মের সাধন-প্রণালী প্রাপ্ত হন।

তাঁহারা ব্রহ্মবাণীর মর্ম্ম জানেন এবং অপরদিকে জানিয়ে দেন।

নানক বলেন তাঁহারা অহং ভাবকে পোড়াইয়া ব্রহ্মে লীন হন।

৩০

গুরমুখ ধরতী সাচৈ সাজী।
তিস মহ উপত খপত সুবাজী।
গুর কৈ সবদ রপৈরংগ লাই।
সাচ রতউ পত সিউ ঘর জাই।
সাচ সবদ বিন পত নহা পাবৈ।
নানক বিন নাবৈ কিউ সাচ সমাবৈ।

নোট। ১। কাণ শব্দ অপ্রচলিত, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেন। ইহার অর্থ ভয়, ধমকানি, দণ্ড, তাড়না, ফাঁসি।

জোহৈ = তাকান, অনুসন্ধান।

কুবাণ = কুবাক্য; কাকের মত কাঁ কাঁ করে।

মন মুখ = যাহার মুখ নিজের মনের দিকে, self-willed worldly minded

দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ কেহ কেহ করিয়াছেন ভগাবানকে ছাড়িয়া অপর দেবতার কাছে চাহিলে কেবল হানি হয়।

নোট। ভউ পাবৈ = ভগবদ্ভীতিকে সযত্নে রক্ষা করেন। পরমপদ = মুক্তি। রোম রোম = ভক্তের প্রতি লোম-কূপ হরি ধ্যানে নিযুক্ত।

সমাবৈ = প্রবেশ করা, এক হইয়া যাওয়া।

নোট। পরচৈ = প্রসন্ন হয়, প্রেম করেন। বেদ = জ্ঞান, বেদ শাস্ত্র, ধর্ম্ম। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তির অর্থ ট্রাক্টসোসাইটি করিয়াছেন "গুরমুখের সহিত যে ব্যক্তি আনন্দিত হয় সে ব্রহ্মজ্ঞানী, সে অন্তর বিধি জানে ও সে অলখ অপারকে প্রাপ্ত হয়।

নোট। অকথ = পরমেশ্বর, যাঁহার কথা কিছু বলা যায় না। নিবহৈ = প্রাপ্ত হয়, নির্ব্বাহ হয়, মুক্তি বা কল্যাণ পায়।

গুরমুখ—ট্রাক্ট সোসাইটির অনুবাদকেরা "গুরমুখ দ্বারা" তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে যোগ করিয়া দিয়াছেন।

অচার = আচার; প্রাপ্তির উপায় বা সাধন।

নোট। উপত খপত = উৎপত্তি, বিনাশ; জন্ম মরণ।

সুবাজী = খেলা; ভগবৎলীলা।

ভাবানুবাদ

ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি এই পৃথিবীকে সত্যস্বরূপের রচনা সজ্জিত দেখেন।

তাঁহার মধ্যে উৎপত্তি এবং বিনাশ এই দুই খেলা চলিতেছে।

ভগবানের বাণীতে প্রেমযুক্ত হইয়া মত্ত হইয়া যান।

সত্যেতে অনুরক্ত হইলেই সম্মানের সহিত গৃহে যাইবেন।

সত্য বাণী বিনা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

নানক জিজ্ঞাসা করিতেছেন নাম বিনা কেমন করিয়া সত্যেতে প্রবেশ করিবে?

৩১

গুর মুখ অসট সিধী সভ বুধী।
গুর মুখ ভবজল তরীঐ সচ সুধী।
গুর মুখ সর অপসর বিধ জানৈ।
গুর মুখ পরবিরত নব বিরত পছানৈ।
গুরমুখ তারে পার উতারে।
নানক গুরমুখ সবদি নিসতারে।

ভাবানুবাদ

ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি অষ্ট সিদ্ধি এবং সর্ব্ব বুদ্ধি পান।

ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি সত্যের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হন।

ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি ভাল ও মন্দের বিধি ব্যবস্থা জানেন।

ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ চেনেন।

ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি পার করেন, পারে উত্তীর্ণ করেন।

নানক বলেন ভগবৎমুখীন সাধু ব্যক্তি ব্রহ্মবাণীর দ্বারা নিস্তার করেন।

ক্রমশঃ

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

মাঘোৎসবে নূতন প্রস্তাব।

দেখিতে দেখিতে আবার পবিত্র মহোৎব—মাঘোৎসব—আসিয়া উপনীত হইল! অতীতের তুলনায় সকল বিষয়েরই উন্নতি, অবনতি ঘটিতেছে। এই জন্য বর্ত্তমানকে লইয়া আমরা তেমন স্বচ্ছন্দচিত্তে দিন কাটাইতে পারি না। কখনও বা অতীতের সবই সুন্দর সবই উৎকৃষ্ট ছিল এমন কথা বলিতেও আমরা কুণ্ঠিত হই না। ইহার বড় কারণই মানুষের বর্ত্তমানে অতৃপ্তি। বাস্তবিক পক্ষে ইহার কোন কথাই সম্পূর্ণ সত্য নহে—বর্ত্তমানে নিশ্চয়ই অনেক বিষয়ে দেশ এবং সমাজ উন্নত হইয়াছে, আবার অনেক বিষয়ে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের ভিতরে ভাল মন্দ দুইই ছিল; মাঝে মাঝে তাহা বিচারের ভিতর দিয়া বর্ত্তমানের সঙ্গে তুলনা করাতে লাভ ব্যতীত অলাভ নাই।

২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের মাঘোৎসব আর বর্ত্তমানের মাঘোৎসব, এই দুইয়ের ভিতরে পার্থক্য অনেক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই উদ্যম, সেই উৎসাহের তরঙ্গ আর নাই। দেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলীও যেন আর তেমন উৎসাহ, আশা এবং ব্যাকুলতার সঙ্গে উৎসব-মন্দিরে ছুটিয়া আসিতেছে না! ইহা দেখিয়া নিরাশ ও ম্রিয়মাণ হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। চিরদিন কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ ও নগেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান থাকিবেন, ইহাও আর সম্ভবপর নহে। চিরদিন সেই নায়ক দল ও উদ্যমশীল কর্ম্মিদল আর ব্যাকুলাত্ম ভক্তসকল উৎসবের সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া শক্তি যোগাইবেন, ইহা আকাঙ্ক্ষা করিলেও তাহা অন্যায় আবদার বই আর কিছুই নহে। বর্ত্তমানে যাহা আছে, যাঁরা আছেন, তাঁদের ভিতরেই ভগবৎ শক্তি অবতীর্ণ হইবার জন্য, সত্য সরল এবং সার্ব্বজনীন পন্থার অনুসরণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজদেহে এই মহোৎসবের ভিতর দিয়া নবশক্তিলাভের আশায়, একটী পুরাতন প্রস্তাবকে নূতন করিয়া উপস্থিত করিতেছি। তিন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ এ বিষয়ে প্রণিধান করিলে এবং যদি সম্ভবপর হয়, তবে তাহার ব্যবস্থা করিলে বাধিত এবং আনন্দিত হইব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, এই তিনটীতেই তো ব্রাহ্মসমাজের বিরাটরূপ। তিন সমাজ তাহার খণ্ডরূপ। একেশ্বরের উপাসনার ঘরেই ইহার বৃহত্তম অভিব্যক্তি। নববিধানে সাধারণে বহু বিষয়ে আদান প্রদান চলিতেছে। আদি সমাজ আদিস্থানে থাকিয়া দুই সমাজেরই ভিতরে এখনো অলখ নিরঞ্জনের সত্তা ও শক্তির উদ্বোধন করিতেছে। এমন একদিন ছিল, যখন এই তিন সমাজের লোক একত্রিত হইয়া মহর্ষি-ভবনে কি সুন্দর এক উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছেন! মহর্ষি সভা-কেন্দ্রে আসীন থাকিতেন, আর দ্বিজেন্দ্রনাথ, শিবনাথ, প্রতাপচন্দ্র প্রমুখ শ্রেষ্ঠ পুরুষসকল সভাস্থলে দাঁড়াইয়া কেহ উপনিষদের মন্ত্র ব্যাখ্যা, কেহ প্রার্থনা, কেহ শান্তিবাচন করিতেন। এদিকে কোরাসে গান, এবং প্রাণমাতান ব্রহ্মনামের মধুর কীর্ত্তনে শত শত লোকের প্রাণ নাচিয়া উঠিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়া জীর্ণদেহে আরাম-কেদারায় উপবেশন করিতেন। তৎপরে সকলের হস্তে ফল ও মিষ্ট বিতরিত হইত। তিন সমাজের সেই উৎসবের মিলনতীর্থে যাহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারাই আনন্দিত, ও আশ্বস্ত হইয়া ঘরে গিয়াছেন। আজ আর সে দিন নাই। ব্রাহ্মসমাজের বক্ষ হইতে অল্প দিনের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঋষি রাজনারায়ণ, সাধু রামতনুর তিরোধান ঘটিয়াছে। তার পরে প্রধান প্রধান পুরুষদের কথা বলিয়া আর বেদনা সঞ্চারের প্রয়োজন দেখিতেছি না।

কথা এই, আজিও তিন বিচ্ছিন্ন সমাজে যাঁরা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা একত্রিত হইলে আবার মরা গাঙ্গে বানের সূচনা বিচিত্র নহে। মিলনেই শক্তি! মিলনেই সৌন্দর্য্য, মিলনের ভিতরেই মঙ্গলমহিমা! তাই প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করে আবার এই উৎসবের প্রারম্ভে কিম্বা অন্তভাগে তিন সমাজের

নোট। গুরু নানক মন্মুখ এবং তাহার বিপরীত গুরমুখ শব্দ সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। মানুষ নিজের মনের বশে মন্দ হয় ও ভগবানের বশীভূত হইলে উৎকৃষ্ট, ইহাই সর্ব্বদা দেখাইয়াছেন। এখানেও এক বাণীতে মন্মুখের দুর্দ্দশার কথা বলিয়া গুরমুখের প্রশংসা করিলেন। গুরু নানক ভগবানকে গুরু বলিয়াছেন; এখন মানব গুরুকে ধরিয়া সকলে গুরমুখ হন।

কোন একটী মিলিত উৎসব সম্পন্ন হউক না? কোন মন্দিরে এই উৎসবের স্থান সম্ভব হইবে না। এ জন্ত রামমোহন রায় লাইব্রেরী হল তাহার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র হইতে পারে।

এই উৎসব তিন দিনে সম্পন্ন হইলে সুন্দর হয়। জগতে একেশ্বরবাদেরস্থান প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা এবং আলোচনা উপনিষদের ব্যাখ্যা ও বিবৃতি, উপাসনা, একদিন কোরাসে উচ্চঅঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত, একদিন প্রভাত কীর্ত্তন ও নগর কীর্ত্তন হইবে। উৎসবের শেষ দিনে প্রীতি ভোজনে উৎসব শেষ হইতে পারিলে খুবই সুন্দর হইবে এই ভাবে একটী উৎসবের আয়োজন কলিকাতার পক্ষে খুব কঠিন নহে। তিন সমাজের প্রধান ২ ব্যক্তিগণ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন! জানি না এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি পড়িবে কি না। আমি প্রাণের ভাব ব্যক্ত করিয়াই অনেকটা মুক্ত হইলাম।

শ্রী মনোমোহন চক্রবর্ত্তী

পরলোকগত বেচারাম মল্লিক

আজ একমাস হ'ল বাবা আমাদের ছেড়ে পরম পিতার স্নেহময় কোলে চিরশান্তি, চিরবিশ্রাম লাভ করেছেন। আমাদের ছেড়ে বাবা একদিনও থাক্‌তে পার্‌তেন না। কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁর চোখের আড়াল হ'লে তিনি অস্থির হ'য়ে পড়্‌তেন; কিন্তু, আজ বাবা আমাদের ফেলে কোথায় গেলেন? তাঁকে ছেড়ে থাক্‌তে আমাদের যে কত কষ্ট হবে তা ত একবারও ভাব্‌লেন না। তিনি যে এত সহজে আমাদের মায়া কাটিয়ে চ'লে যাবেন তা ত একবারও ভাবি নি। একদিন তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে যা বলেছিলেন তা যে এত শীগ্‌গীর বাস্তবে পরিণত হবে তা ত কল্পনাও করি নি।

৫৬ বৎসর আগে একদিন এই গৃহ তাঁর আগমনে আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। তাঁর বাবা ও মা, যাঁদের যত্নে ও আদরে তিনি ফুলের মত ফুটে উঠেছিলেন, তাঁরা আজ কোথায়? তাঁরাও অনেক আগেই অজানা দেশে চলে গেছেন! আজ ৫৬ বৎসর পরে এ কি হ'ল? ৫ই নবেম্বরের শেষ রাত্রি এই গৃহের শান্তি একেবারে হরণ করিল। যিনি এই গৃহের আনন্দস্বরূপ ছিলেন, যিনি এই গৃহের আলোস্বরূপ ছিলেন, তাঁর তিরোধানে, আজ এই গৃহ চির নিরানন্দময়, চির অন্ধকারময়। কোন্ যাদুকরের কি মন্ত্রে তাঁর স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণ প্রাণকে এমন উদাস ক'রে দিল? আজ একমাস, দীর্ঘ এক মাস, আর বাবাকে আমাদের দেখ্‌তে পাই না। তাঁর সেই স্নেহপূর্ণ স্বর শুন্‌তে পাই না। কই, আজ ত আর, "মা" "বাবা" ব'লে কেউ আমাদের ডাক্‌ছে না। আমাদের চোখে এক ফোটা জল দেখলে যাঁর দুঃখের সীমা থাক্‌ত না, কই আজ আমাদের কেঁদে আকুল হ'তে দেখেও ত কেউ এসে আমাদের কোলে তুলে নিচ্ছে না! যে দিকে যাই, যে দিকে তাকাই বাবাকে দেখ্‌ব ব'লে, বাবার সেই স্নেহপূর্ণ স্বর শুন্‌ব ব'লে, তাঁকে পাই না, তাঁর সেই স্বর শুন্‌তে পাই না—চারিদিক শূন্য অন্ধকারময়। আমাদের অপূর্ণ ভালবাসায় তোমার প্রাণে শান্তি হ'ল না বুঝি? তাই কি তুমি সীমাহীন আনন্দের উচ্ছ্বাসের মধ্যে যেখানে তোমার অনেক দিনের হারাণো বাবা ও মা অপেক্ষা কর্‌ছিলেন, সেই অনন্তসাগরে এমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লে? তাই কি তুমি আমাদের স্বর্গীয় পিতার অসীম ভালবাসার মধ্যে নিজকে এমনি ক'রে ডুবিয়ে দিলে? শান্তির প্রয়াসী ছিলে তুমি, তাই বুঝি সারা জীবন কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে কাটিয়ে, এখানকার হিসাব নিকাশ শেষ ক'রে, যেখানে এ সংসারের কোলাহল পৌঁছায় না, যেখানে কর্ম্ম আছে, ক্লান্তি নাই, শক্তি আছে ক্ষয় নাই, সেই চিরশান্তিময় চির-আনন্দময় রাজ্যের কর্ম্মস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবে ব'লে এমন করিয়া অসময়ে চলিয়া গেলে? যদি তাই হয়, তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

বাবা আমাদের চলে গেছেন, রেখে গেছেন আমাদের তিনটী ভাইবোনকে, আর আমাদের শোকে ভেঙ্গে পড়া মাকে, তাঁর অভাব, তাঁর বিচ্ছেদ অনুভব কর্‌বার জন্য। সেই অভাব সহ্য কর্‌তে হবে সারাটি জীবন। এতদিন পর্ব্বতের আড়ালে ছিলুম, কোন অভাবে কোন কষ্ট বুঝি নাই, বুঝ্‌তেও দেন নাই; আর আজ সব অভাব সব কষ্টের মধ্যে ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখ্‌বার জন্যেই এই আঘাত দিয়ে আস্তে আস্তে তিনি সরে পড়্‌লেন। এখন তাঁর স্মৃতি মাত্র আমাদের সম্বল। বাবা গো, তুমি যে আমাদের বড় ভাল বাস্‌তে। এও কি সম্ভব যে তোমার দেহের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার শেষ হ'য়ে গেছে? যদি তা না হয়, তবে তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার স্মৃতি দিন দিন উজ্জ্বল হ'য়ে আমাদের প্রাণে ফুটে উঠে। ভগবান্, তুমি আমাদের সহায় হও।

যে দেহ আজ নষ্ট হ'য়ে গেছে, যে দেহ আজ শ্মশানের ভস্মমাত্র, সেই দেহই একদিন ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় সুন্দর ছিল। কালের নিষ্ঠুর আঘাতে সেই দেহ কোথায় বিলীন হয়ে গেছে! কিন্তু বাবার অমর আত্মা বন্ধনমুক্ত হ'য়ে অমৃতের সন্ধানে অনন্তের পথে যাত্রা সুরু করেছে। বাবার শরীর ত খুবই ভাল ছিল, কিন্তু তাঁর অমন সুন্দর সুস্থ বলিষ্ঠ দেহ এক টিউমারই অকালে নষ্ট করে দিল। ৬।৭ বৎসর আগেই এই রোগের সূচনা হয়। কিন্তু এই কাল রোগ বাবার বলিষ্ঠ দেহকে সহজে নিস্তেজ কর্‌তে পারে নি। কেবল এই গত একটী বৎসরই বাবা একটু একটু নিস্তেজ হ'য়ে পড়েছিলেন। এমন কি মৃত্যুর ৪।৫ মাস আগে তাঁর স্বাস্থ্য একরূপ ভালই ছিল। ডাক্তারগণ টিউমার ৪ বার অপারেশন করেও উহা একবারে নির্ম্মূল কর্‌তে পারেন নি—আবার উহা দেখা দেয়, শেষকালে কবিরাজের ঔষধে তাঁকে অনেকটা ভাল মনে হ'ত; কিন্তু ভীষণ ব্যাধি শরীরের সমস্ত যন্ত্র বিকল ক'রে ফেল্‌ল ও আস্তে আস্তে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র চিরদিনের মত শান্ত হ'য়ে গেল।

বাবা আমাদের নিরীহ প্রকৃতির সাধারণ লোক ছিলেন। কিন্তু এই সাধারণ জীবনের কর্ত্তব্যগুলি তিনি এম্‌নি অসাধারণ নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত ক'রে গেছেন, যে জন্য তিনি আমাদের

জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী নীহারিকা মল্লিক কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত।

নিকট আদর্শ ও চিরপূজ্য হ'য়ে থাক্‌বেন এবং যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবেন।

আশ্চর্য্য ছিল তাঁর পরিশ্রম কর্‌বার শক্তি। সকাল ৬টা হ'তে রাত ১-টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম ক'রেও তেমন ক্লান্তি বোধ ক'র্‌তেন না। তিনি সারাদিন কাজে এত ব্যস্ত থাক্‌তেন যে অনেক দিন তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখাও হ'ত না। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত আমাদের রাতে; কাজ ছাড়া থাক্‌তে পার্‌তেন না এক-মুহূর্ত্তও। সারাদিনের এত পরিশ্রমের মধ্যেও লেখাপড়ার অভ্যাস ছিল তাঁর অসাধারণ। পড়্‌বার শক্তিও ছিল খুব বেশী, আর পড়্‌তেও খুব ভালবাস্‌তেন। তাঁর সময় কাটাবার নিত্যসঙ্গী ছিল বই। তাঁর অবসর সময়টুকু তিনি বই নিয়েই কাটাতেন। অন্য কোন সঙ্গী কি বন্ধুবান্ধব আজ পর্য্যন্ত আমরা কোনও দিন দেখি নি। তিনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক না হ'লেও অযথা গল্প ক'রে সময় নষ্ট করতে ভালবাস্‌তেন না। বাবার হিতৈষী ছিলেন অনেক, কিন্তু কখনও তাঁদের সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে অথবা নিজের বাড়ীতেই তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে দেখি নি। তাঁর আর একটী সঙ্গী ছিল—খবরের কাগজ। বোধ হয় খুব কম খবরের কাগজ বা পত্রিকা ছিল, যা তিনি পড়্‌তেন না। বাবার যেদিন কাগজ পড়া না হ'ত, সেদিন কেবলই বল্‌তেন "আজ আমার সারাদিনটা বৃথা গেল,' কোন কাজ হ'ল না।" বাবা খুব ছোট বেলা থেকেই পড়্‌তে ভালবাস্‌তেন। শুনেছি আমাদের ঠাকুরদাদাও খুব পড়্‌তেন। বাবা ঠাকুরদাদার ঐ গুণ পেয়েছিলেন, আর ঠাকুরদাদাও বাবাকে সেই জন্য বেশী ভালবাস্‌তেন।

ঠাকুরদাদা বাবা ও কাকাকে খুব ছোট বেলাই St. Xavier এ ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছিলেন, আর ইংরাজী স্কুলের মত ক'রে গ'ড়ে তুলেছিলেন; কাজেই বাবা বাঙ্গালা শিখ্‌বার সুযোগ পান নি। সেই জন্য যে আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল না, তা নয়। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ও কালিদাস প্রভৃতি আচার্য্যগণের সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদ পড়েছিলেন। তিনি লাটিন, ফরাসী, জার্ম্মেনী, ইংরাজী, হিন্দী ও গণিতশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। বই ছিল তাঁর প্রাণ; আমাদের কোন আঘাত লাগ্‌লে তিনি যেমন কষ্ট পেতেন, তাঁর বই নষ্ট হ'লেও সেই রকমই কষ্ট অনুভব করতেন। তাঁর বই কেনা একরকম রোগ ছিল,—ভাল বই দেখ্‌লে না কিনে থাক্‌তে পার্‌তেন না। তাই তিনি অনেকেরই দুষ্প্রাপ্য বই অনেক বেশী দাম দিয়েও সংগ্রহ করেছিলেন।

তিনি তাঁর বাবার অসুখের জন্য পড়া ছেড়ে অসময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন; সে জন্য তাঁর মনে খুবই কষ্ট ছিল। তাই তিনি আমাদের তিন ভাইবোনের পড়ার যাতে অসুবিধা বা কোনও ব্যাঘাত না হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ইচ্ছা ছিল, আমাদের ভাইটীকে B. Sc পড়িয়ে Medical Collegeএ ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে যান। কিন্তু তাঁর সে আশা আর পূর্ণ হ'ল না। মৃত্যু তাঁকে সে সুখটুকু অনুভব করতে দিল না।

বাবা তাঁর কর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভে স্বদেশের কিছু কিছু কাজে হস্তক্ষেপ করেছিলেন; কিন্তু ঠাকুরদাদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের নানা কাজের মধ্যে বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তাঁর স্বদেশপ্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় চিরদিন সকলের চক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া গেছে। অদম্য উৎসাহ ছিল তাঁর লিখ্‌বার। লিখ্‌বার শক্তিও ছিল; সারাদিন আফিসের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও অনেক কাগজে লিখ্‌তেন।

বাবা যে নিজেই পড়তে ভালবাস্‌তেন, শুধু তা নয়, পড়াতেও ভালবাস্‌তেন। লোকে যেমন খেলা ক'রে আমোদ পায়, তিনি তেমনি পড়িয়ে আমোদ পেতেন। তাঁর শিক্ষাদানপ্রণালীও খুব সুন্দর ছিল। তিনি St. Xavier এর কয়েকটী ছাত্রকে পড়াতেন। তাঁর শিক্ষাদানপ্রণালীর উপর তাদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল;—এমন কি বাবা যখন রোগশয্যায় তখনও এসে তাঁকে পড়াবার জন্য বিরক্ত করত। ছাত্রদের সহিত তাঁর বেশ একটা প্রাণের যোগ ছিল, সকলেই তাঁকে খুব ভালবাস্‌ত। কি নিষ্ঠাই না ছিল তাঁর কর্ত্তব্যের প্রতি। কি আফিসের কাজে, কি ছাত্রদের পড়াতে অথবা সাধারণ কাজে—সব জায়গায়ই তাঁর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যেত। আফিসের সাহেবও যে বাবাকে এই একবৎসর ছুটী দিয়ে প্রতীক্ষা কর্‌ছিলেন বাবার জন্য। এত বিশ্বাসী, এত কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ও বিশ্বস্ততার পরিচয় পেয়েছিলেন ব'লেই সব কাজের ভার বাবার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তেন। তিনি খুব সহজেই পরের কষ্ট অনুভব করতে পার্‌তেন, আর পরের কষ্ট দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করতেন। আফিস থেকে প্রতিবৎসর একবার বাবাকে গঙ্গাসাগরের মেলাতে পাঠাত। সেই সময় ষ্টীমারে যাত্রীর সংখ্যা অসম্ভব বেশী হ'ত; লোকের কষ্টের সীমা থাক্‌ত না। তাদের কি করলে কষ্ট দূর হবে, তাদের কিসে সুবিধা হবে, তা বাবাই ভাল বুঝ্‌তেন। তাদের মধ্যে গোলমাল হ'ত ভয়ানক, তাও থামাতে সাহেব পাঠাতেন বাবাকেই। বাবা যাত্রীদের গোলমাল থামিয়ে বস্‌বার ব্যবস্থা করে দিতেন। তারাও সাহেবের থেকে বাবার কথাই বেশী শুন্‌ত। সাহেবের রুলের আঘাতে যা না হ'ত বাবার মিষ্ট কথায় তার অধিক ফল হ'ত। বাবা পরের জন্য করতেও পার্‌তেন খুব। সুশৃঙ্খলার সহিত সেবা কর্‌বার শক্তি ছিল না তাঁর; কিন্তু পরের জন্য যা করতেন তাও অনেকেই পারে না।

গঙ্গাসাগরের যাত্রীদের মধ্যে যখন কলেরা আরম্ভ হ'ত, একটী একটী যাত্রীকে কাল রোগে ধর্‌ত, চারিদিক মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে পূর্ণ হ'য়ে যেত, তখন তাদের মধ্যে সেবারত বাবাকে দেখ্‌লেই বোঝা যেত বাবার সেবা কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা কত বেশী। তিনি নিজেকে ভুলে যেতেন। পরের ক্রন্দন তাঁর মর্ম্মস্থলে এত আঘাত দিত, যে তিনি রোগের ভয়ে দূরে থাক্‌তে পার্‌তেন না। তাঁর চিকিৎসা সম্বন্ধে একটু জ্ঞান ছিল; সেই অনুযায়ী তাদের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করতেন। তিনি ধনী নির্ধন জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রাণ দিয়ে সেবা করতেন। সেবা যে কি মহৎ ধর্ম্ম তা তাঁর জীবনে সামান্য কাজের মধ্যেই দেখিয়ে গেছেন।

তিনি খুব সময়নিষ্ঠ ছিলেন, যে কাজ যখন করা উচিত তা আগে বা পরে কখনও করতেন না। ঘড়ি তাঁর সব সময়ই সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ত। ঘড়ি দেখে কাজ করা এমনিই তাঁর অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল, যে তিনি রোগশয্যাতেও বার বার সময় দেখ্‌তে বল্‌তেন।

তিনি নিজের উন্নতির জন্য কাহাকেও উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করতে প্রয়াস পান নি। লোকের কুপরামর্শকে অগ্রাহ্য ক'রে, সত্যকে অবলম্বন ক'রেই ইহলোক থেকে প্রস্থান করেছেন। তিনি সর্ব্বদাই বলতেন, "ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তি ও পিতৃদত্ত শিক্ষার বলেই সৎপথে থেকে আমি জীবন কাটাতে পারব।" তিনি যাহা সত্য বুঝতেন তাহা করতে কখনও পশ্চাৎপদ হন্ নি। তিনি কাহারও ভয়ে কখনও কোন অন্যায় কাজ করেন নি। এই রকম ছিল তাঁর কর্ম্মজীবন। এই জন্যই তিনি তাঁর কর্ত্তৃপক্ষের এত প্রিয় ছিলেন। বাবা যখন অবসর নেবার জন্য আবেদন করেছিলেন তখন সাহেব সেটা লুকিয়ে রেখে বাড়ী এসে ব'লে গিয়েছিলেন, "তোমায় আমরা ছাড়ছি না, তুমি ভাল হ'য়ে যাবে, যতদিন না ভাল হও ততদিন ছুটী দেব।" গত ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত বাবার ছুটী ছিল; কিন্তু বাবা তার আগেই সকলকে ছেড়ে চ'লে গেলেন, কেউ ত তাঁকে আর ধ'রে রাখতে পারল না। ভগবান্ যে তাঁর ছুটীর আবেদন মঞ্জুর করেছেন! আর কারও সাধ্য নাই, যে, তাঁকে ধ'রে রাখে। তাই তিনি এ জগৎ থেকে ছুটী নিয়ে চ'লে গেলেন। তিনি যে সকলেরই প্রিয় ছিলেন। কি সুন্দর, কি মিষ্টি তাঁর ব্যবহার ছিল—কি উদার হৃদয় ছিল তাঁর। মন ছিল তাঁর শিশুর মত সরল, পবিত্র, ফুলের মত কোমল, কপটতা তাঁর মনকে ম্লান করতে পারে নি। দয়া আর বিনয় এই ছিল তাঁর ভূষণ। এই ভূষণই তাঁকে দেবভাবমণ্ডিত করেছিল। বাবার নিকট সাহায্য প্রার্থনা ক'রে কখনও কেহ বিফলমনোরথ হয় নি। তিনি অনেক সময়েই তাঁর সাধ্যাতিরিক্ত দান করতেন। তিনি নিজের জন্য খরচ করতে চাইতেন না; কিন্তু অন্যকে দিতে কখনও কৃপণতা করতেন না। তাঁর জীবন দেখলে মনে হয় "তৃপ্তি গ্রহণে নয়, দানে"। তিনি সংসারের জটিলতাকে বড় ভয় করতেন, তাই বাবা চিরদিনই সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। সব কাজই মার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। তিনি সংসারে থেকে, পরিবারের মধ্যে বাস ক'রে, সর্ব্বদা সকল পরিজনের হিত কামনা ক'রে, নিস্পৃহ ও নির্লিপ্তভাবে জীবন কাটিয়ে গেছেন। এমনই জনকের মত তপস্বী আমাদের বাবা ছিলেন। সংসারের কোন ধুলাকাদা বা কোন প্রকারের মলিনতাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল যা সকলের মধ্যে দেখা যায় না—তিনি লোককে খাওয়াতে খুব অতিরিক্ত ভালবাসতেন। কেউ এসে অন্ততঃ একটু মিষ্টি মুখে না দিয়ে চ'লে গেছেন শুনলে আমাদের উপর ভয়ানক বিরক্ত হতেন। যখন তিনি রোগশয্যায়, তখনও কেউ দেখা করতে এলে, রোগের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তাঁর জল খাবার আনতে বলতে ভুল হ'ত না। পরকে খাইয়ে পরকে দিয়ে তিনি বড় তৃপ্তি পেতেন।

যদিও তিনি তাঁর মনপ্রাণ কর্ম্মে সমর্পণ করেছিলেন এবং তাতেই তাঁর জীবন সমাহিত ক'রে গেছেন, তবুও তাঁর মনে ধর্ম্মভাব জাগরূক ছিল। তিনি সব কাজই ভগবান্‌কে স্মরণ ক'রে আরম্ভ করতেন। আমাদেরও ছোটবেলা থেকে ভগবান্‌কে চেনাতে চেয়েছিলেন। মা যদি কোনও একদিন আমাদের কাউকে বাড়ীতে রেখে মন্দিরে যেতেন তা হ'লে তিনি বিরক্ত হ'তেন, আর বলতেন, "ছোট হ'লেও ওদের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া উচিত, এখন থেকে ওদের ভগবানকে জানতে দেওয়া উচিত।"

কি স্নেহময় পিতাই পেয়েছিলুম, কি ব্যথার ব্যথী ছিলেন তিনি! আমাদের দুঃখে, আমাদের রোগে, আমাদের যাতনায় আমাদের আগেই তিনি অস্থির হ'তেন বেশী। মা তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করতে পারতেন না। এক মিনিটও যদি আমরা তাঁর চোখের আড়াল হতুম তখনই তিনি অস্থির হ'য়ে পড়তেন; আমাদের সেই অভাবটুকুও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আমাদের মুখ একটু বিষণ্ণ দেখলেই তিনি কি অস্থির, কি ব্যাকুল হ'তেন! কিন্তু সেই তিনি আজ কি ক'রে আমাদের ছেড়ে আছেন!—তাই ভাবি।

বাবা কোনও দিন আমাদের নিজে পড়াতেন না,—সে ভার দিয়েছিলেন মার উপর। মার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল,—তিনি জানতেন মার শিক্ষাই আমাদের উন্নত ও শিক্ষিত ক'রে তুলবে। বাবাকে আমরা কোনও দিন শাসক ব'লে চিনি নাই, বাবাকে আমরা আমাদের সখা ব'লেই জেনেছিলুম। ছোট বেলাও বাবা আমাদের গায়ে কোনও দিন হাত তোলেন নি; আর কেউ যে আমাদের মারে বা বকে তাও সহ্য করতে পারতেন না। আমরা তিনটি ভাইবোন্ কোনদিনই বাহিরের বন্ধুবান্ধব পাই নি, বাবা ও মা ছিলেন আমাদের সব। তাঁদের কাছে এমন কথা ছিল না যা ব'লে আরাম না পেতাম্। আমাদের এই রকম বাবা মার কাছে সব কথা বলা দেখে আমাদের সহপাঠীরা আশ্চর্য্য বোধ করতে। ছেলেবেলা থেকেই কোন কথা মাকে, বাবাকে লুকিয়ে শান্তি পেতুম না। দুজনকে সব না বললে যেন আমাদের বলাই হ'ত না—এই রকমই ছিল আমাদের স্বভাব। তাতে যদি আমাদের অন্যায় ধরা পড়ত—তাতে যদি শাস্তি পেতে হ'ত, তবুও কোন দিন কিছু লুকোই নি। আজ কিন্তু বাবা নেই; আজ আমাদের সবকথা তাঁকে আর বলা হয় না, সবই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বাবা আমাদের আর নেই। আমরা আশার ছলনায় নিশ্চিন্ত ছিলুম। এ পারের বৈদ্য যে বড়ই আশা দিচ্ছিল! কিন্তু আশার তরণী আর পারে ভিড়িল না—মধ্য পথে এ পারের দেনা পাওনা সব শোধ ক'রে যাত্রী অজানা দেশের অনন্তপথে যাত্রা সুরু করলেন। ওগো! কাণ্ডারি, তুমি এ কি করলে? আমরা যে আবার নূতন ক'রে ভরা সাজাব ভাবছিলুম, সে যে তুমি সব খালি করে দিলে! এ কি শূন্যতা! একি হাহাকার! তিনি যে আমাদের অনেকটা জুড়ে ছিলেন! আজ সে সব খালি, সব শূন্য—এ শূন্য ভ'রে দিবে কে? ওপারে আমরাও যাব। আবার তাঁর সঙ্গে মিলিত হব। সে কি আনন্দের দিন হবে! কিন্তু প্রতীক্ষার বেদনায় প্রাণ যে ফেটে যাচ্ছে—এ বেদনা দূর করবে কে?

হে ইহলোক পরলোকের প্রভু, আজ তুমি তাঁর সকল যন্ত্রণা দূর ক'রে দিয়েছ। আমরা কত চেষ্টা, কত যত্ন ক'রেও তাঁর যন্ত্রণা কিছুমাত্র কমাতে পারি নি, তাই প্রভু তাঁকে তোমার

কোলে টেনে নিয়ে তাঁকে সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করেছ। তাঁকে তুমি সুখে রেখ, শান্তিতে রেখ—এই আমাদের প্রার্থনা।

তুমি তাঁকে এই সংসারে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তোমার প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত ক'রে ছিলে। তিনি আজ আমাদের এত বড় ক'রে রেখে তোমার আহ্বানে অমরধামে চ'লে গেছেন। কিন্তু তাঁকে ছেড়ে আজ আমরা কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। হে শোকনাশন! তুমি আমাদের সকল শোক দূর ক'রে দাও, একটু শান্তি দাও। হে শান্তিদাতা, হে সকল ব্যথার ব্যথী, আজ সকল বেদনা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি এস, তোমার নামে, তোমার গানে, আমাদের প্রাণ ভ'রে উঠুক।

অজ্ঞান অবোধ আমরা, তোমাকে বুঝ্‌বার শক্তি দাও। এই শোকের মধ্যে তোমার মঙ্গল হস্ত চিন্‌বার জ্ঞান দাও—আর, তুমি আমাদের পথপ্রদর্শক হ'য়ে সেই পথে নিয়ে যাও, যে পথে গেলে বাবা আমাদের আনন্দিত হবেন। এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। হে দয়াময়। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলম্।

প্রাপ্ত

আহ্বান।

উৎসব-আনন্দে পুনঃ মাতাইতে সবে
ঐ শোন আসিয়াছে স্বর্গের আহ্বান;
জাগ জগদ্বাসিগণ জয় ব্রহ্ম রবে—
এখনো কি মোহ ঘোরে র'বে ম্রিয়মাণ?
যত কিছু পুরাতন পাপ মলিনতা
মুছে ফেল সমুদায় নূতন বরষে,
ফুটিয়া উঠুক প্রাণে প্রেম পবিত্রতা,
মধুর মিলনে এস মনের হরষে?
গাও সবে ব্রহ্মনাম নগরে নগরে;
নামের নিশান ধরি' হও আগুয়ান,
উঠুক নামের ধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে
হ'ক আজ সঞ্জীবিত যত মৃত প্রাণ।
ভাবে গ'লে দলে দলে এস নর নারী
জুড়াক্ তাপিত প্রাণ নামসুধাপানে,
তৃষিত আত্মার ক্ষুধা-উৎসবে নিবারি'
ধন্য হ'ক এ জীবন ব্রহ্মনাম-গানে!
পেয়েছি অমূল্য নিধি বিধির কৃপায়,
ব্রহ্মনাম প্রাণারাম মুক্তির সোপান;
ব্রহ্মনামে কি যে মধু বলা নাহি যায়,
নামরসে মাতোয়ারা ভকতের প্রাণ।
বিষয়বাসনা ভোগ দিয়ে বিসর্জন
ফকির হইল লোক—পথের ভিখারী।
ব্রহ্মধনে ধনী যেই, ধন্য সেই জন
হৃদয়ে বিরাজে তার হৃদয়-বিহারী।

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস।

নূতন সঙ্গীত (১)

পিলুমিশ্র—পোস্তা।

তুমি যদি আমার থাক, তবে কি আর দুঃখ থাকে?
আমার প্রাণের আরাম কেমন তুমি, এ কথা আর বলি কা'কে?
চারিদিকে কেবলই সুখ, দেখ্‌লে তোমার প্রেমমুখ,
আমি, সকল অভাব ভুলে যাই হে, তোমাধনে প্রাণে রেখে।
তোমায় পেলে সকলই পাই, ভুল্‌লে তোমায় সব হারাই,
আমার সকল হৃদয় যু'ড়ে থাক, কভু ছেড় না আমাকে।
(তোমার মত আর কেহ নাই, আমি বাঁচি না ছেড়ে তোমাকে।

কীর্ত্তন। (২)

ব্রহ্মানন্দে মেতে থাক, ও আমার মন।
সদা, ব্রহ্মনাম-সুধারসে, হও নিমগন।
ব্রহ্মনামের মালা কণ্ঠে পর, সেই ব্রহ্মধনে হৃদে ধর,
ব্রহ্মপ্রেম-অমৃতধারা, কর আস্বাদন।
(সেই) ব্রহ্মধনে প্রাণে পেলে, (ওরে) এ জগতে কি না মিলে,
সর্ব্বরত্ন-খণি তিনি, প্রেম-প্রস্রবণ।
যার প্রাণে ব্রহ্মপ্রেম-ধারা, সে যে দিবানিশি আত্মহারা,
দেখে, প্রেমে ভাসে, প্রেমে হাসে, নিখিল ভুবন।

কালেংড়া—ঠুংরি। (৩)

যথায় যখন যে ভাবেই রাখ, (সদা) দয়াল ব'লে ডাক্‌বো।
আলোকে থাকি বা আঁধারে ডুবি, প্রেমমুখে চেয়ে থাক্‌বো।
আনন্দ আসে, বা বিষাদ গ্রাসে, (ঐ) দয়াল নাম না ভুল্‌বো;
দারিদ্র্য-ভারে বা নৈরাশ্য-আঁধারে, (তোমার) মঙ্গলরূপ ভাব্‌বো।
সুখ্যাতি বা মানে, জয়ের সম্মানে, তোমারই জয় গাইবো;
নিন্দা অপমানে, ঈর্ষা নির্যাতনে, (ঐ) চরণে বল চাইবো।
(আমি) তোমায় খেয়ে, তোমায় পেয়ে, (তোমার)
প্রেমের ছায়ে থাক্‌বো;
ডাক্‌বে যেদিন এ লোক হতে,
(শীতল) চরণে মাথা রাখ্‌বো।

কীর্ত্তন। (৪)

প্রেমের নদী ঐ ব'য়ে যায়, ডুব দিবি কে আয় ত্বরা।
ডুব্‌লে পাবি নূতন জীবন, কভু না যাবি মারা।
ডুব্ দিয়ে ঐ প্রেমের জলে, ন'দের গৌর দেশ মাতালে,
আপামরে প্রেম বিলালে, (বহে) দুনয়নে প্রেমধারা।
পান করি' ঐ প্রেমবারি, (হলো) রাজার ছেলে পথভিখারী,
(তার) পাছে ছুটে নরনারী, (পিতে) নির্ব্বাণ-অমৃতধারা।
ঝাঁপ দিয়ে ঐ প্রেমসলিলে, (হলো) রাজা সূত্রধরের ছেলে,
ক্রুসোপরি জীবন দিলে, (পিতার) প্রেমেতে আত্মহারা।
(মাথায় কাঁটার মুকুটপরা)
আপনারে যে চায় হারা'তে, ডুব দিক সে এই প্রেম-নদীতে।
পাবে ব্রহ্মধামে উপনীতে, পিবে চির আনন্দধারা।

ব্রাহ্মসমাজ

মাঘোৎসব—প্রেমময়ের অপার করুণায় আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব সমুপস্থিত। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী ষন্নবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তনও হইতে পারিবে। ব্যাকুলহৃদয় বিশ্বাসিগণের সম্মিলনের উপর উৎসবের সফলতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন—

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) শুক্রবার—ব্রাহ্ম পরিবার এবং ছাত্র ও ছাত্রীনিবাসমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা।

২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) শনিবার—প্রাতে ব্রাহ্ম পরিবার এবং ছাত্র ও ছাত্রীনিবাসসমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা। সন্ধ্যায়—উৎসবের উদ্বোধন।

৩রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে—উপাসনা। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বরাহনগরস্থ শ্রমজীবিগণের নগর সংকীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় তাঁহাদের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) সোমবার প্রাতে—ব্রাহ্মযুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় যুবকদিগের আলোচনা। সন্ধ্যায় বক্তৃতা।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার প্রাতে—উপাসনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় আলোচনা। সন্ধ্যায় সঙ্গত সভার উৎসব।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) বুধবার প্রাতে—উপাসনা। সন্ধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভা।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার প্রাতে—উপাসনা। সন্ধ্যায় তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) শুক্রবার প্রাতে—উপাসনা। [সন্ধ্যা]য়—বক্তৃতা।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) শনিবার প্রাতে—মন্দিরে ব্রাহ্মমহিলাদিগের উৎসব। পুরুষদিগের জন্য সিটিকলেজ গৃহে পৃথক উপাসনা। সন্ধ্যায়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের বার্ষিক সভা।

১০ই (২৪শে জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে—কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। অপরাহ্ণ ১ঘটিকায়—নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়—নগর সংকীর্ত্তন। সন্ধ্যায়—উপাসনা।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) সোমবার—**সমস্তদিনব্যাপী উৎসব**। প্রাতে—কীর্ত্তন ও উপাসনা; অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় উপাসনা; ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা। ৪ ঘটিকায় ইংরাজীতে উপাসনা; সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও উপাসনা।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার প্রাতে—সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা; অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায়—নিখিল ভারত ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার বিষয়ে আলোচনা। সন্ধ্যায় বক্তৃতা।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) বুধবার প্রাতে—উপাসনা; পরে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ীকে প্রচারক পদে বরণ করা হইবে। অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকায় মেরিকার্পেন্টার হলে রবিবাসরিক নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব। সন্ধ্যায় ইংরাজীতে উপাসনা।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার প্রাতে—উপাসনা। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বালক বালিকা সম্মিলন। সন্ধ্যায়—বক্তৃতা।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) শুক্রবার ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে প্রাতে উপাসনা, সন্ধ্যায় বক্তৃতা

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) শনিবার প্রাতে উপাসনা, সন্ধ্যায় ইংরাজীতে বক্তৃতা।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে উপাসনা মধ্যাহ্নে উদ্যান সম্মিলন। সন্ধ্যায়—উপাসনা।

প্রাতে ৭ ঘটিকায় ও সন্ধ্যায় ৬॥০ ঘটিকায় কার্য্য আরম্ভ হইবে।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে প্রবীণ ব্রাহ্ম বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু ৬৯ বৎসর বয়সে হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নানারূপে দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন এবং অতি নিষ্ঠার সহিত উষাকীর্ত্তন ও নিয়মিত উপাসনাদিতে যোগ দিতেন। পুত্রকন্যাগণ অল্প কয়েক মাস পূর্ব্বে মাতৃহীন হইয়াছেন, এখন আবার পিতৃহীন হইলেন। বিগত ২০শে ডিসেম্বর শ্রীমতী সুধাংশু বালা দত্ত, শ্রীমতী শরদিন্দুবালা চন্দ ও শ্রীমতী শিশিরিন্দুবালা ঘোষ কন্যাগণ পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহারা প্রচার বিভাগে ৬৲ সাধনাশ্রমে ২৲ দাতব্য বিভাগে ৪৲ ও ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে ৩৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ১৫ই ডিসেম্বর লাহোর নগরীতে পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভ্রাতা রায় সাহেব কাশীরাম ৭৪ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল পাঞ্জাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার পরলোক গমনে পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বিগত ২০শে ডিসেম্বর লাহোর নগরীতে ভক্তি ভাজন প্রচারক অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ৭১ বৎসর বয়সে অমরধামে গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল যেরূপ নানা ভাবে ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের সেবা করিয়াছেন, তাঁহার সুমধুর জীবন ও জনহিতকর কার্য্যাবলী যেরূপ সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার শূন্য স্থান পূর্ণ হইবার নহে। বিশেষ পরিতাপের বিষয় তাঁহার "নানক বাণীর" প্রকাশ শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিম্ন লিখিত মর্ম্মে শোকসূচক প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—"কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন সমবিশ্বাসী ও সহকর্ম্মী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পরলোকগমনসংবাদে যে অতি গভীর শোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন। যতদিন তাঁহার স্বাস্থ্য ও শক্তি ছিল, ততদিন তিনি আমাদের কার্য্যের

একজন শক্তিশালী সভায় রূপে অনতিক্রান্ত উৎসাহ ও তেজের সহিত আমাদের মত ও বিশ্বাস প্রচার করিবার জন্য খাটিয়াছেন, এবং যদিও বহুদিন যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল তথাপি শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব এবং সত্য ও ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অদম্য উসাহ ও নিষ্ঠা অক্ষুণ্ন ছিল। আমাদের মধ্য হইতে তাঁহার তিরোধানে আমাদের যে গুরুতর ক্ষতি হইল, তাহা সাম্যকরূপে প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা ইহা সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রভাবে অনুভব করিবেন। আশা করা যায় তাঁহার নানাবিষয়িণী কার্য্যাবলী বিশ্বস্ততার সহিত সেবার যে স্থায়ী দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে, তাহা, তিনি কি প্রকার অক্লান্ত উৎসাহের সহিত প্রচারক, জনহিতৈষী ও ন্যায়পক্ষীয় নির্ভীক যোদ্ধারূপে কার্য্য করিয়াছেন, সে কথা যাঁহারা জানিতেন তাঁহাদিগকে, অনুপ্রাণিত করিতে থাকিবে।" সহানুভূতিজ্ঞাপক প্রস্তাবও লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং আগামী ৩রা জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্ন ৮½ ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে, এরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহকাসভা আশা করেন, অপর অনেক ব্রাহ্মসমাজেও উক্ত সময়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। বিগত ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ইন্দুবালা বসু তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ সাধারণ বিভাগে ২৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রী৺বাবু ও রায়সাহেব কাশীরামের পরলোক গমন উপলক্ষেও শোক ও সহানুভূতি সূচক প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বিগত ২০ ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগতা আশালতা দের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য এবং পত্তি শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দে জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে মৃগেন্দ্র বাবুর পত্নী সাঃ ব্রাঃ সমাজে এককালীন ১০০৲ এক শত টাকা, বিপিন বাবু ব্রাহ্মসমাজে ৫০৲ টাকা ও বেলগাছিয়া হাসপাতালে ১০৲ টাকা এবং দুই ভগিনী প্রচার বিভাগে ২০৲ টাকা করিয়া ৪০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

ছাত্রীদের বৃত্তি—বিগত ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম :—কনকলতা চৌধুরী ২০৲ বগলাসুন্দরী রায় ১৫৲, ঊষাবতী রায় ও শোভনা খাস্তগির প্রত্যেকে ১০৲।

কৃতিত্ব—শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র দাসের দ্বিতীয় পুত্র অধ্যাপক সরোজ কুমার দাস প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

গৃহপ্রবেশ—রায় রাধাকান্ত আইচ বাহাদুরের কুমিল্লায় নবনির্ম্মিত বাসভবনে প্রবেশোপলক্ষে বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ প্রাতে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং গৃহস্বামী বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে প্রীতি জলযোগে সকলকে পরিতুষ্ট করা হয়।

শুভবিবাহ—বিগত ১৩ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে আসামনিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দত্তের কন্যা কল্যাণীয়া সরস্বতী ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দের পুত্র শ্রীমান প্রভঞ্জনের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৯ই মাঘ ২৩সে জানুয়ারী (১৯২৬) অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন হইবে। সভ্যমহোদয়গণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কার্য্য প্রণালী

১ বার্ষিক বিবরণ ও আয়ব্যয়ের হিসাব। ২ সভাপতির অভিভাষণ। ৩ কর্ম্মচারী নিয়োগ। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ। ৫ নিয়মাবলীর সংশোধন। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৯২৫ সনের বার্ষিক রিপোর্টের সঙ্গে অঙ্গীভূত করিবার জন্য, অন্যান্য সমাজের উক্ত সনের বার্ষিক রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজসকলের সম্পাদকদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন ১৯২৬ সনের ৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে, তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজের রিপোর্ট এই আফিসে প্রেরণ করেন।

তাঁহাদিগকে আরও অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় সমাজের মধ্য হইতে ১৯২৬ সনের ৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার নিয়মাবলী—

যে সকল সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাসী অন্যূন ৫ জন সভ্য আছেন ও সপ্তাহে অন্ততঃ একবার নিয়মিতরূপে উপাসনা হয়, এবং যে সকল সমাজের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি আছে, সেই সকল সমাজ অধ্যক্ষসভায় এক এক জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারেন।

প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্ততঃ তিন বৎসরের সভ্য হইবেন; এবং তাঁহারা তৃতীয় নিয়মোক্ত আনুষ্ঠানিক সভ্য হইবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ,
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। }
শ্রীঅন্নদাচরণ সেন,
সম্পাদক।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৬ই পৌষ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ। | ১লা মাঘ, শুক্রবার, ১৩৩২, ১৮৪৭ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৬ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

১৯শ সংখ্যা। | 15th January, 1926. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

মাঘোৎসবে প্রার্থনা।

(যারা) রোগে জীর্ণ, শোকে শীর্ণ, ভয়ে ম্রিয়মাণ,
তাহাদেরে আগে কর বরাভয় দান!
(যারা) পদে পদে এ জগতে পেতেছে লাঞ্ছনা,
সংসার যাদের শুধু করিছে বঞ্চনা,
নীরবে সহিছে যারা বেদনার ভার,
লভুক সান্ত্বনা তারা উৎসবে তোমার।
(যারা) হিংসা দ্বেষ অভিমানে জ্বালিয়া অনল,
আপনারে পোড়াইয়া পোড়ায় সকল,
তাদের অনল প্রভু হউক নির্ব্বাণ,
হউক হৃদয় শান্ত, লভুক বিশ্রাম।
সম্পদের কোলে থাকি' ভুলিয়া তোমায়,
যাহাদের চিত্ত আজও বিত্তপানে ধায়,
তাঁদের টানিয়া আনিও রাজচরণে,
শুনাও শাশ্বত বাণী, নিভৃতে গোপনে।
(যারা) বিদ্যামদে ভুলে' তোমা, হে পরম জ্ঞান,
রাখে নাই তব তরে জীবনেতে স্থান,
করুক্ স্বীকার তারা জীবনে তোমায়,
চক্ষুষ্মান্ হউক তারা বিশ্বের সভায়।
তৃষিত ব্যাকুল যারা আজ তোমা লাগি',
দিবসে নাহিক সুখ, রাত্রি কাটে জাগি,'
তাঁদেরে দর্শন দিয়ে, হে পরম ধন,
সফল জনম কর, সার্থক জীবন।
প্রেমের কাঙ্গাল আমি, অতি ভাগ্যহীন
আমারে কি দিবে দাও, কি বলিবে দীন?

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে করুণাময় উৎসব-দেবতা, তোমারই কৃপায় আমরা উৎসব-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমরা কিরূপ আয়োজন লইয়া আসিয়াছি, তোমার গৃহে প্রবেশের কোনও উপযুক্ততা আমাদের জন্মিয়াছে কি না, তুমিই জান। আমরা ত আমাদের নানাপ্রকার মলিনতা ও অযোগ্যতাই দেখিতেছি। আমাদের বিশ্বাস ভক্তির কত অভাব, তাহা আমরা সম্যক্ রূপে অনুভব করিতে পারিতেছি বলিয়া ত মনে হয় না। তাহা হইলে যেরূপ দীন হীন ব্যাকুল হইয়া তোমার শরণাপন্ন হওয়ার কথা, আমরা সেরূপ অনন্যগতি হইয়া তোমার হাতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে অর্পণ করিতে পারিতেছি না। তোমার আনন্দ শান্তি পাইবার আমাদের কোন্ অধিকার আছে? তোমার ভক্ত সন্তানদের ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশের আশা আমরা করিতে পারি না। তুমি কৃপা করিয়া যেখানে রাখিয়া দেও, যেরূপ ব্যবস্থা কর—দুঃখ বেদনাই দেও, আর যাহাই দেও—তাহাই যে আমাদের পক্ষে মঙ্গল, তাহাই যে আমাদিগকে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে, সে বিশ্বাস এবং নির্ভরই বা কতটুকু আছে জানি না। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সে নির্ভর ও আত্ম-সমর্পণ দেও। আমরা তোমার দ্বারেই প্রতীক্ষা করিব। তোমার অসীম প্রেমে আমাদিগকে যাহা দিবে আমরা তাহাই মস্তক পাতিয়া লইব। তোমার করুণা ভিন্ন আমাদের আর অন্য কোনও সম্বল নাই। আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে তুমি যে ব্যবস্থা করিবে, তাহাতেই আমাদের উৎসব সফল হইবে। তুমিই আমাদিগকে তোমার উৎসবসম্ভোগে সমর্থ কর, তোমার উৎসব-গৃহের এক কোণে স্থান দেও। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

তুমি কি মন্দিরের পাণ্ডা?—তুমি কি ধর্ম্ম-মন্দিরের পাণ্ডার ভার নিয়েছ? কে মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে পারবে, কে পারবে না, তা স্থির কর্‌বার ভার কি তোমার উপর? তোমার মাপকাটি দিয়ে কি লোকের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরিমাপ হবে? তুমি এখানে একটা পদ পেয়েছ; তাই কি তুমি মনে কর ভগবানের মন্দিরে প্রবেশের দারোয়ান তুমি? তোমার মনের মতন যারা নয়, তারা কি এ মন্দিরে প্রবেশ কর্‌বে না? হায়, ভ্রান্ত মানুষ! তুমি কি মানুষ চেন? তুমি ত বাহিরের ব্যবহার দে'খে, বাহিরের খুঁটি নাটি দে'খে লোকের বিচার কর। বিচারের মাপকাটী যে তিনি কারও হাতে দেন নাই—তুমি যাকে

হীন মনে কর, মন্দিরের সিঁড়িতেও পা দিতে দিচ্ছ না, জান, সে কোথায় আছে? ঐ দেখ, মন্দিরের দেবতা মন্দির হ'তে বাহির হ'য়ে তাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন কচ্ছেন; ঐ দেখ, তিনি তাঁর চোখের জল মোছাচ্ছেন; ঐ দেখ তিনি তাঁর কত অপরাধ ক্ষমা কচ্ছেন! তাঁর ত কিছু সম্বল ছিল না; ছিল তাঁর ঐকান্তিক ব্যাকুলতা, ছিল তাঁর অকপট অনুতাপের অশ্রু, ছিল তার অপরাধবোধ! তাই ছিন্ন বসন প'রে, মলিন বেশে, মন্দিরের দ্বারে এসেছিল। তুমি তাকে প্রবেশ করতে দাও নাই; তাড়িয়ে দিয়েছ। কিন্তু তার ঐ দীর্ঘশ্বাস, তার অশ্রুজল, দেবতার চরণে পৌঁছাল; তিনি বাহির হ'য়ে তাকে ধরলেন! তোমাকে ত তাঁর মন্দিরের পাণ্ডা করা হয় নাই। তুমি কারও প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ ক'রো না। তাঁর প্রেম ও করুণা তোমার বিচারবুদ্ধিকে পরাজিত করে। তাঁর হাতেই বিচারের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হও।

এত জ্ঞানে কি হ'লো?—কত জ্ঞান লাভ করলে, কত দর্শন বিজ্ঞান পড়লে, কত শাস্ত্র আলোচনা করলে, কত তর্কে সকলকে পরাস্ত করলে, কত বক্তৃতাতে লোককে মুগ্ধ করলে, কত সভ্যতার আলোকে উজ্জ্বল হ'লে, কত ভক্তিতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, সেবাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলে! লোকে তোমার জ্ঞান দে'খে, তোমার বিচারশক্তি দে'খে, তোমার শাস্ত্রচর্চা দে'খে, অবাক্ হ'লো। কিন্তু এত জ্ঞানে তোমার কি হ'লো? এখনও ত তোমার মনের ক্ষুদ্রতা দূর হ'লো না, অন্তরের মলিনতা ঘুচ্‌ল না, সামান্য স্বার্থত্যাগ করতে পারলে না। প্রাণটা উদার হ'লো না, সামান্য প্রলোভন জয় করতে পারলে না। এত সভ্যতা পেয়ে, এত লেখাপড়া শিখে, এত দর্শন বিজ্ঞান প'ড়ে, এত শাস্ত্র আলোচনা ক'রেও যদি অন্তর নির্ম্মল না হ'লো, কথা বার্ত্তা চাল চলন শুদ্ধ না হ'লো, মন উদার না হ'লো, স্বার্থচিন্তা দূর না হ'লো, মনের চঞ্চলতা ও বিকার না ঘুচ্‌ল, হৃদয়ে প্রেম না জাগ্‌ল, ঈশ্বরে প্রীতি না এলো, তবে এ জ্ঞান, এ সভ্যতার মূল্য কি? স্বধু কি কথার কাটাকাটি করবে? কেবল কি ঘুরিয়ে কথা বলতে শিখবে? মাত্র কি সভ্যতার মুখস্ প'রে লোককে প্রবঞ্চনা করবে? ঐ যে অশিক্ষিত চাষা তারও যেটুকু স্বার্থত্যাগ আছে, সংযম আছে, উদার প্রেম আছে, সত্যনিষ্ঠা আছে, তোমার কি সেটুকুও থাকবে না? তবে এ জ্ঞানে, এ সভ্যতাতে, কি লাভ হ'লো?

আমার শেষ সম্বল—আমার ত সবই গিয়েছে—একে একে সকল সম্বল হারিয়েছি; শেষ যেটুকু ছিল, যার উপর নির্ভর ক'রে ছিলাম, আজ আমার সে শেষ সম্বল টুকুও তুমি কেড়ে নিলে! আমাকে দীন ভিখারী করলে! তাতে আমার দুঃখ নাই, আমার ভয় নাই; আমি আজ মুক্ত, আমি আজ স্বাধীন। আজ আমি তোমাতেই আত্মসমর্পণ করি। শেষ সম্বল যখন গেল, তখন তোমাকেই সম্বল ক'রে চলি। ও গো, তোমরা আমাকে কিছু বলো না; কোনও সান্ত্বনাবাক্য বলতে এসো না; নূতন ক'রে আশ্রয় গ'ড়ে তুলতে বলো না। আমি স্রোতে গা ভাসা'য়ে দিলাম। সম্বলহীন হ'য়ে অনন্ত পথে যাত্রা করলাম। দেখি, তিনি আমাকে ধরেন কি না, তিনি আমার সঙ্গী হন কি না। তাঁর নাম নিয়ে এ জীবন ছেড়ে দিলাম; তুফান আসুক, ঝড় ঝঞ্ঝা উঠুক, ভয় কি? যদি ডুবে মরি, তাঁরই নামের সারি গেয়ে মরব। যদি ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ি, তবুও তাঁরই প্রেমের গান গাইব। আমার আজ কি আনন্দ! আমার শেষ সম্বল টুটে গেল; তাই আমি তাঁর হাতে আপনাকে দিলাম।

সম্পাদকীয়।

উৎসব-দ্বারে—আমরা যথাশক্তি ও যথাবুদ্ধি যেরূপ আয়োজনই করি না কেন, যত প্রস্তুতই হই না কেন, তাহাতেই যে আমরা প্রেমময়ের উৎসবগৃহে প্রবেশলাভের অধিকার প্রাপ্ত হইব, দ্বার হইতে আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভবপর নহে। কারণ, প্রেমময়ের অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার আমরা আমাদের কোনও উপযুক্ততা দ্বারা লাভ করিতে পারি না,—তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই করুণার উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ তিনি কোন্ সূক্ষ্ম মাপকাঠীর দ্বারা বিচার করেন, তাহা আমরা জানি না; আর আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জ্ঞানে আমরা অন্তরের প্রকৃত অবস্থা, প্রকৃত যোগ্যতা-অযোগ্যতা বুঝিতেও পারি না। ভক্ত গাহিয়াছেন, "যায়গার কমি নাই নায়েতে, জাতের বিচার নাই বসিতে, কিন্তু প্রেমিক নইলে নিবে না রে আসতে হয় ফিরে।" ইহাই যদি সে রাজ্যে প্রবেশের যোগ্যতা হয়, তবে যে অতি অল্প দুই এক জনই সেখানে যাইতে পারে, অপর সকলকেই ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, নিতান্ত অপ্রেমিককেও তিনি তাঁহার অসীম প্রেমের ভিতরে টানিয়া লন। আর তাহাতেই তাঁহার প্রেমের গভীরতা ও অসীমতা প্রমাণিত হয়। তিনি যদি মানুষের ন্যায় যাহারা তাঁহাকে ভালবাসে কেবল তাহাদিগকেই ভালবাসিতেন, তবে তাঁহার প্রেমে আর মানবীয় প্রেমে বিশেষ কোনও পার্থক্য থাকিত না। মানুষ যাহাকে ভালবাসিতে পারে না, আপনার নিকট হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, তাহাকেও যে তিনি অতি আদরে কাছে ডাকিয়া লন, প্রেমক্রোড়ে স্থান দেন, ইহাই তাঁহার প্রেমের বিশেষত্ব, ইহাতেই আমাদের আশা। কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি কোনও বিচার না করিয়াই সকলকে সমান ভাবে ভিতরে গ্রহণ করেন, এরূপ কথাও বলা যায় না। বিশেষতঃ একমাত্র ভিতরে গ্রহণেই প্রেমের পরিচয়, তাহাও বলা যায় না। অনুপযুক্ত অবস্থায় ভিতরে গ্রহণ অপেক্ষা বাহিরে ফেলিয়া রাখাতেও অধিকতর প্রেম প্রকাশ পাইতে পারে। স্থায়ী কল্যাণের জন্য যাহা আবশ্যক, প্রেম একমাত্র তাহাই করিবে। উক্ত উদ্দেশ্য-সাধনার্থ, ব্যাকুল ও প্রলুব্ধ করিবার জন্য, কখন কখন নিতান্ত অযোগ্যতার মধ্যেও তিনি দর্শন দেন সত্য, তথাপি আবার অনেক সময় প্রত্যাখান, বিরহবেদনাও, সে কাজ প্রকৃষ্টতররূপে সাধন করিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘকাল বিরহযাতনা ভোগ না করিলে, গভীর দুঃখ বেদনায় হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন না হইলে, যথার্থ স্থায়ী ব্যাকুলতা জন্মে না। তাঁহার মূল্য যে কত অধিক, তিনি যে কত লোভনীয় ও লভনীয়, তাহা সম্যক্‌প্রকারে হৃদয়ঙ্গম হয় না এবং আপনার অসারতা ও শক্তিহীনতা সম্বন্ধে স্পষ্ট অনুভূতি ও তাঁহাতে একান্ত নির্ভর, পূর্ণ আত্মসমর্পণ, জন্মে না। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, গভীর ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে অনেক স্থলেই তাঁহার প্রকাশ অপেক্ষা বিরহই অধিকতর সহায়তা করে। সুতরাং প্রত্যাখ্যানের মধ্যে তাঁহার প্রেমের বিন্দু পরিমাণ হ্রাসও দৃষ্ট হয় না। বরং যদি তাঁহার প্রেমে হ্রাসবৃদ্ধি কল্পনা করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে তাঁহার প্রেমের আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায় বলা যাইত। কিন্তু তাঁহার পূর্ণ প্রেমের হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে, তাহা চিরকাল সমান ভাবেই আছে। তাই আমরা ওরূপ কোনও কথা বলিতে পারি না। আমরা যদি সাময়িক আনন্দ সুখ জয় পরাজয়ের দ্বারাই তাঁহার প্রেমের বিচার করি, তাহা হইলে যে আমরা মহা ভ্রমে পতিত হইব, সে কথা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সংসারের পিতামাতা আত্মীয় স্বজনদের ভালবাসাও আমরা কখনও উক্ত ভাবে বিচার করি

-না—তাঁহারা আমাদের মঙ্গলের জন্য যখন আমাদের পক্ষে দুঃখ বেদনার ব্যবস্থা করেন, তখন তাঁহাদের প্রেম হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বরং যাহারা প্রয়োজন হইলেও আঘাত করিতে, বেদনা প্রদান করিতে, পশ্চাৎপদ হন, তাঁহারা যে আমাদের হিতকারী আত্মীয় বন্ধু নহেন, প্রকৃতপক্ষে আমাদিগকে ভালবাসেন না, আমাদের মঙ্গলের জন্য ভাবেন না, তাহাই আমরা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সিদ্ধান্ত করি; কেননা, আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, নিঃসম্পর্কীয় লোকই মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে উদাসীনতাবশতঃ প্রয়োজনীয় স্থলেও দুঃখ বেদনা দিতে ভয় পায়—হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কখনও সেরূপ ভয় পায় না। উৎসব-দেবতার প্রেমের যেমন কোনও অভাব নাই, সেরূপ তাঁহার জ্ঞানেরও সীমা নাই। কি প্রকারে আমাদের পক্ষে উৎসব যথার্থরূপে সফল হইবে, আমাদের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক, কোন্ দান সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের অপেক্ষা তিনিই অধিক জানেন। সুতরাং এ বিষয়ে যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই উপর সকল ভার অর্পণ করা, তাঁহাতেই নির্ভর ও আত্মসমর্পণ করা যুক্তিসঙ্গত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। "(আমি)
বাছিয়া ল'ব না তোমারি দান, তুমি যাহা দেও তাই ভালো;"
"(আমি) ল'ব না কি তব প্রসাদের ফুল, যদি তাহে কণ্টক রহে,
নিভাব কি পূণ্য হোমের অনল, যদি তাহে অন্তর দহে!"
"যদি কামনার সাধ না মিটে আমার, আশা যদি নাহি পূরে,
আমি তুলিব কি তবে বিদ্রোহ-গীত ক্ষুব্ধ হুতাশ সুরে!"
—ইহা শুধু ভক্ত-হৃদয়ের গীত নহে, জ্ঞানীরও কথা। বাছিয়া লইতে গেলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ঠকিতে হইবে—প্রকৃত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। এখানে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ব্যবস্থার উপর নির্ভর ভিন্ন কোনও প্রকারেই কল্যাণ নাই। তাহার পর, নিজের বুদ্ধি বিচারের উপর অধিকতর নির্ভর করিতে গেলে অবিশ্বাস ও অহঙ্কারই প্রকাশিত হয়। অহঙ্কারীর যে সে রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই, তাহা অধিক করিয়া না বলিলেও চলিবে। 'তৃণের ন্যায় সুনীচ' না হইলে, 'দীন হীন কাঙ্গালের বেশে' উপস্থিত না হইলে, যে দ্বারে প্রবেশ করা যায় না, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। "দীন হীন কাঙ্গালের বেসে ব'সে থাকব এক পাশে" এরূপ সঙ্কল্প লইয়াই তাঁর দ্বারে প্রতীক্ষা করিতে হইবে।
আর নিজের উপর যাহার অধিক বিশ্বাস, তাঁহার উপর যাহার বিশ্বাস নাই, সে যে দীন হীন ভাবে, অনন্যগতি হইয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারে না, তাহা ও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যদি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, একমাত্র তাঁহারই শরণাগত না হওয়া যায়, তবে খুব ব্যাকুল ভাবে দ্বারে আঘাত করিলেই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে, শুধু অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার দ্বারাই আমরা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইব, এরূপ মনে করিলে আমরা নিতান্তই ভ্রমে পতিত হইব। ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে মহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতির জীবনে কিরূপ তীব্র ব্যাকুলতা সত্ত্বেও দীর্ঘ কাল বিরহযাতনা সহ্য করিবার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়! শুধু ব্যাকুলতা—তাহা যতই তীব্র ও প্রবল হউক না কেন—কখনই যথেষ্ট নহে। ব্যাকুলতার প্রয়োজন অবশ্য খুব বেশীই, কিন্তু শুধু তাহার বলে আমরা তাঁহাকে পাইবার অধিকার লাভ করিতে পারি না। তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কৃপার উপরই নির্ভর করে এবং ঠিক কোন্ অবস্থায় তিনি কাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা আমরা সকল সময় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তাহা বুঝিবার মত সূক্ষ্ম জ্ঞান আমাদের নাই। আমরা বাহিরের ঘটনাবলী দেখিয়া কিছু অনুমান করিতে পারি সত্য, কিন্তু প্রত্যেকের ভিতরের অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। দীনতা ও আত্মসমর্পণ যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা আমরা সর্ব্বদাই স্পষ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু তাহারও প্রকৃত তত্ত্ব আমরা জানি না, প্রকৃত দীনতা ও আত্মসমর্পণ কতটা হইয়াছে, তাহা ঠিক ভাবে বুঝিতে পারি না। খৃষ্টজগতে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। একটী স্বর্গীয় দুত স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইলে, এই বলিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিল যে, পৃথিবী হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ যদি লইয়া আসিতে পারে, তবে স্বর্গের দ্বার তাহার জন্য পুনরায় উদ্ঘাটিত হইবে। সে পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরিয়া নানা মহৎ বস্তু লইয়া স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখে কিছুতেই স্বর্গদ্বা'র খুলিতেছে না। ধর্ম্মার্থে যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে তাহাদের রক্ত, ভক্ত প্রেমিকের প্রেমাশ্রু; পরসেবায় নিরত কর্ম্মীর স্বেদবিন্দু, প্রেম ও ভালবাসার জন্য আত্মদান-কারীর পবিত্র হোমাগ্নি প্রভৃতি কত কি লইয়া যে উপস্থিত হইল তাহার বর্ণনা হয় না। কিছুতেই আর দ্বার খোলে না। অবশেষে এক পাপীর পাষাণ হৃদয় ভেদ করিয়া উৎসারিত প্রবল অনুতাপাশ্রুর এক বিন্দু লইয়া যেই উপস্থিত হইল, অমনি আপনা হইতে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। এই আখ্যায়িকার মধ্যে যে একটী গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাস্তবিকই যে নিজের পাপ-মলিনতায় কাতর হইয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে, আপনাকে তাঁহার কৃপার সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া অনুভব করে, তাঁহার রাজ্যে প্রবেশের কোনও যোগ্যতা নাই জানিয়া দূরদেশে এক কোণে পড়িয়া তীব্র বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তাহাকে যে তিনি অসীম প্রেমে নিকটে ডাকিয়া লন, তাহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে তাহার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তাই ভক্ত কবি ও আচার্য্য আমাদিগকে আশার সঙ্গীত শুনাইতেছেন, "ও ভাই শুন সমাচার, পাপীদের ভার লয়েছেন আপনি দয়াময়", "অপার প্রেমের সিন্ধু তিনি, পাপীর কাতর ধ্বনি শুনি' লবেন নিজ কোলে টানি', ল'য়ে জুড়াবেন তারে আপনি।" এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, দীন ভাবে, কাতর অন্তরে, দ্বারে প্রতীক্ষা করিলে আমাদিগকে কখনও নিরাশ হইতে হইবে না, একথা দৃঢ়তার সহিতই বলা যায়। যেখানে কাতরতা ও অযোগ্যতাবোধ সেখানেই তাঁহারও ব্যস্ততা। দীনতা ও কাতরতা না থাকিলে, তাঁহার ব্যস্ততারও কোন কারণ থাকে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং আমরা যদি নিজেদের অবস্থায় বেশ তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকি, পাপ মলিনতার জন্য দুঃখে ও অনুতাপে কাতর না হই, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই উৎসব-গৃহে প্রবেশের আশা করিতে পারি না। আর একটি কথা স্মরণে রাখিতে হইবে। শুধু আপনার জন্য ব্যাকুল ও কাতর হইলে চলিবে না। সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা অন্যকে ফেলিয়া রাখিয়া আপনি সকলের পূর্ব্বে প্রবেশের জন্য ব্যাকুল হয়, তাহাদিগকেই পশ্চাতে ঠেলিয়া দেওয়া হয়, আর যে সকলের পশ্চাতে থাকিয়া অপরকে আগে প্রবেশ করিতে দেয়, তাহাদিগকেই ডাকিয়া লওয়া হয়। ধর্ম্মরাজ্যেও তাহাই সত্য। তাই ভক্ত গাহিয়াছেন—"সেই শান্তিধামে একা যায় না যাওয়া, একা ডাকিলে দেখা হবে না।" সকলের বেদনায় কাতর হইয়া, সকলের জন্য আকুল প্রার্থনা লইয়া, "আমি নগণ্য ভাবে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকি, তবু অপরে গৌরবান্বিত হউক, আনন্দ ও শান্তি প্রাপ্ত হউক," এই ভাব লইয়াই প্রেমময় পিতার দ্বারে অপেক্ষা করিতে হয়। সংকীর্ণ স্বার্থপর হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে না। আর সকলের দুঃখ বেদনা অনুভব করিতে না পারিলে, যথেষ্ট কাতরতাও জন্মে না। আমাদের উৎসব যখন সকলকে লইয়া, তখন কাহাকেও পরিত্যাগ করিলে যে তাহা আর পূর্ণ হইতে পারে না, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সকল হৃদয় যত পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইবে, সম্মিলিত হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা যত তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে, ততই তাঁহার করুণার ধারা বর্ষিত হইবে, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। যাহা বলা

হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, উৎসব-দ্বার হইতেও আমাদের ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে আর আমাদের আপনার কোনও আয়োজনের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না—আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে করুণাময়ের করুণার উপরই নির্ভর করিয়া, অনন্যগতি হইয়া, কাতর হৃদয়ে, দীন অন্তরে প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তিনি আপনি যাহা দেন তাহাই কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা সকলে এই ভাবে উৎসব-দ্বারে প্রতীক্ষা করি। উৎসবের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমাদের সকল ইচ্ছা অভিরুচি বিদূরিত হউক। সর্ব্বোপরি তাঁহার ইচ্ছারই জয় হউক, তাঁহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক।

পরলোকগত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার

বিগত সংখ্যায় আমরা আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রচারক, প্রেমিক ভ্রাতা, ভক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পরলোকগমনের সংবাদ প্রদান করিয়াছি। যাঁহাদের উন্নত জীবন ও চরিত্রের প্রভাব ব্রাহ্মসমাজকে এক দিন সর্ব্বত্র উচ্চ গৌরবের আসন প্রদান করিয়াছিল, তাঁহাদের সকলেই একে একে আমাদিগকে দরিদ্র করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের অভাব পূরণ করিবার উপযোগী নূতন সেরূপ "খাঁটি মানুষ" আর তেমন গড়িয়া উঠিতেছে না। এখনও যে দুই চারি জন আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহারা চলিয়া গেলে আমাদের কি দশা হইবে তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করিবার বিষয়ই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, জীবিতকালে সম্মুখে থাকিতে কাহারও মূল্য সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে না পারিলেও, পরলোকগমনের পর তাঁহাদের অভাববোধ সে-স্থানকে উজ্জ্বল করিয়া জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। এই জন্যই মহাপুরুষগণ চক্ষুর অগোচর হইয়াও, মর দেহ পরিত্যাগ করিয়াও, আরও অধিকতর সত্যভাবে জীবিত থাকেন—কখনও মরেন না। আমরা আশা করি, ব্রাহ্মসমাজের এই সেবক পরলোকে গমন করিয়াও আমাদের মধ্যে উজ্জ্বলতর রূপে জীবিত থাকিবেন। মৃত্যু চির দিনই অমৃতের সোপান, অমৃতলোকের শিক্ষা প্রদানই মৃত্যুর প্রধান কার্য্য। আমরা মোহ-বশতঃ সকল সময় ইহা বুঝিতে পারি না সত্য; কিন্তু নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, এই উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই মৃত্যু সার্থক হয়, আর ইহার দ্বারাই মৃতের প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা সপ্রমাণিত হয়। জীবিত অবস্থায় মজুমদার মহাশয় আমাদের জীবনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা যদি এখন বিশেষভাবে বর্দ্ধিত না হয়, তিনি আমাদিগকে যেরূপ দেখিতে চাহিতেন, আমরা যদি সেরূপ হইবার জন্য চেষ্টিত না হই, তবে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি ভালবাসার বিশেষ কোনও মূল্য নাই। তিনি ইহলোকে থাকিতে ব্যক্তিগত ভাবে অনেকের জন্য, এবং সাধারণভাবে সকলের জন্য, প্রার্থনা করিতেন—উৎসবের সময় পরিচিত সকলকে পত্র লিখিয়া শুভকামনা জানাইতেন। আমরা বিশ্বাস করি, সে লোকে থাকিয়াও তিনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন ও করিবেন।

বিগত কয়েক বৎসরই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া কর্ম্মময় জীবন হইতে এক প্রকার অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন—নির্জ্জনে পাঠ ও চিন্তা, ধ্যান ও প্রার্থনা এবং যথাসাধ্য গ্রন্থরচনা ও সমাগত রোগীদের চিকিৎসাই তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সেই প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ ভাবে উক্ত ব্রত গ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যদিও বিশেষ ভাবে পাঞ্জাব প্রদেশই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল, তথাপি ভারতের অপরাপর প্রদেশেও তিনি প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন—বোম্বাই প্রদেশে কিছু দীর্ঘকালই কার্য্য করিয়াছেন। তিনি যে-সকল স্থানে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন, তাহার বাহিরেও তাঁহার জীবনের প্রভাব কম কার্য্য করে নাই। তিনি বহু বৎসর নিখিল ভারতীয় একেশ্বরবাদী-সম্মিলনের সম্পাদক ছিলেন এবং লাহোর, এলাহাবাদ, বেনারস নগরে অধিবেশনের সমস্ত বন্দোবস্ত করেন। ১৯০৮ সালের মান্দ্রাজ অধিবেশনে তিনি সভাপতির কার্য্য করেন। ১৯০৭ ও ১৯১৩ সালে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে আয়োজন করেন তিনি তাহার প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। কাঙড়া উপত্যকার ভূমিকম্পে উৎপীড়িত লোকদের সাহায্য প্রদান বিষয়েও তিনিই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এ বিষয়েও ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার সহায়তায়ই যাহা কিছু কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল লাহোরে একটী অনাথাশ্রমের কার্য্য করেন। ধরমপুরে যক্ষ্মা রোগীদের জন্য যে আশ্রম নির্ম্মিত হয়, তাহাও প্রধানতঃ তাঁহারই অদম্য চেষ্টার ফল। উক্ত প্রদেশের ছোট লাটও এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি এরূপ বিনয়ী ছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উপাধি প্রদান করিতে প্রস্তাব করিলে, তিনি কিছুতেই তাহা গ্রহণে সম্মত হন নাই। দেশের নৈতিক উন্নতিসাধন উদ্দেশ্যে তিনি এক সমিতি গঠন করেন ও অনেকদিন পিউরিটি সার্ভেণ্ট (পবিত্রতার সেবক) নামক একখানা কাগজ চালান, এবং পাঞ্জাবের হোলী উৎসবের সময় যে সকল নীতিবিগর্হিত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহা নিবারণের জন্য "পবিত্র হোলী" নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল কার্য্য করেন। মদ্যপান নিবারণের জন্যও বিশেষ ভাবে কার্য্য করিয়াছেন। লাহোর সাধনাশ্রম স্থাপনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। দয়াল সিং কলেজের তিনি একজন ট্রাষ্টি ছিলেন এবং তাহার কাজেও তিনি যথেষ্ট খাটিয়াছেন। সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যের সঙ্গেই তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রেমিক হৃদয় সকল শ্রেণীর লোকের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট দূরীকরণেই তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছে। এমন প্রেমপূর্ণ হৃদয়, সেবাপরায়ণ জীবন, অল্পই দেখা যায়। তিনি উচ্চ নীচ, ধনী গরীব, সকল শ্রেণীর লোকেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং রাজকর্ম্মচারিগণও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। অথচ তিনি সমভাবেই সকলের সঙ্গে মিশিয়াছেন, বিশেষ ভাবে দীন দরিদ্রদেরই বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মধ্যে কিছুমাত্র অহঙ্কারের ভাব ছিল না, প্রশংসা আকর্ষণের চেষ্টাও ছিল না, কোন কার্য্যেই প্রদর্শনের ভাব ছিল না—সরল সহজ ভাবেই কাজ করিয়া গিয়াছেন, যাহা বুঝিয়াছেন, যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন। প্রচার করিতে যাইয়া পাণ্ডিত্য বা বাগ্মিতা প্রকাশের চেষ্টা করেন নাই। এজন্যই তাঁহার প্রচার অধিকতর ফলদায়ক হইয়াছে। বাক্য অপেক্ষা জীবনের দ্বারাই তিনি অধিক প্রচার করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাঁহারাই তাঁহার চরিত্র মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়াছে, তাঁহার সুন্দর জীবনদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। শিখ শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। গুরু নানকের অনেক বাণী অনুবাদ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় "জপজী" ব্যতীত অপর কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধার্থ ক্ষুদ্র একখানা ইংরাজী পুস্তিকাও প্রচার করেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোন ব্যস্ততা বা চঞ্চলতা ছিল না। তিনি বিশ্বাসী যোগী ছিলেন—স্থির শান্তভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেন। তাঁহার মধ্যে ভাবের উচ্ছ্বাস বেশী দেখা যাইত না,

অথচ গভীর প্রেম ও ভক্তির কোনও অভাব ছিল না এবং তাহাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল।

তিনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর কাণপুর নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বারাণসীতে কুইন্‌স্ কলেজে বি, এ, পর্য্যন্ত পাঠ করেন। ২২ বৎসর বয়সে রেলওয়ের চাকরী লইয়া লাহোড়ে গমন করেন। তদবধি পাঞ্জাবেই কার্য্য করিয়াছেন। সেখানেই রাউলপিণ্ডি অবস্থান কালে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কর্ম্মশালাতে তিনি বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী কর্ম্মচারীরূপে সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। নিম্ন কর্ম্মচারিগণও তাঁহাকে পিতার ন্যায়ই দেখিত—তাঁহার মৃত্যুর পর একটি বৃদ্ধ অন্ধচাপরাশী কাঁদিয়া আকুল। তিনি তাহাকে সাহায্য করিতেন। অনেক যুবককে তিনি জীবন-পথে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করিয়াছেন, তাহারা কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা স্বীকার করিতেছে। তাঁহার জীবনে যোগ ভক্তি কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমাবেশ ছিল। কয়েকটি প্রার্থনা লিখিয়া তিনি সর্ব্বদা শয্যাপার্শ্বে রাখিতেন। নিয়ত প্রার্থনা ও গভীরভাবে ধ্যান ও মনন তাঁহার প্রধান সাধন ছিল। মৃত্যুর জন্যও তিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের সহিত প্রস্তুত ছিলেন। জীবনে ও মরণে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ও নির্ভরেরই তিনি পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা এরূপ চরিত্রের অনুধ্যান দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইব, প্রকৃত ব্রাহ্ম জীবন গঠনে সাহায্য প্রাপ্ত হইব। করুণাময় পিতা আমাদিগকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে চলিতে সমর্থ করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সকল জীবনে জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্মসমাজ এবং অনুষ্ঠান ব্যয়।

দশের আকাঙ্ক্ষা আনন্দ, উৎসাহ উদ্যম, এবং সহানুভূতি ও সাহায্যের বিনিময়ে কার্য্য সম্পন্ন হয়; তাহাই সামাজিক অনুষ্ঠান। ধর্ম্মের আদর্শেই ইহা উচ্চ ও পবিত্র। দশের প্রাণযোগে এবং সাহায্যে ইহার সফলতা। এই সকল পারিবারিক অথবা সামাজিক অনুষ্ঠান দ্বারাই পরিবার ও সমাজবন্ধন দৃঢ় হয়। সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে, এবং অভাবে অভিযোগে, সমবেদনা প্রভৃতি বহু সুকোমল ভাবের বিনিময়ে আত্মীয়তা বান্ধবতার কেবল সৃষ্টি হয় তাহা নহে, তাহার পরীক্ষাও হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলি সমাজে কেবল আনন্দেরই নয়, রোগে শোকে বিপদে কত দুঃখের অনুষ্ঠানও সম্ভবিত হইয়া থাকে।

অশিক্ষিত, অসভ্যদিগের সমাজ হইতে সুশিক্ষিত সুসভ্য সমাজ পর্য্যন্ত—কি প্রাচীন কি আধুনিক, ইহার কোন সমাজই অনুষ্ঠানব্যয়বিরহিত হইয়া স্থিতি করিতেছে, ইতিহাস তাহা বলে না। হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ এবং খৃষ্টান সমাজ, এই তিনটী প্রাচীন এবং সভ্য সমাজই বর্ত্তমানে আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। ইহার সকল সমাজই অল্পাধিক পরিমাণে প্রাচীন শাস্ত্র মানিয়া বিবিধ প্রকারে ব্যয়ভারবহনে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিয়া বহু স্থানেই ব্যয়ভার বাহুল্যে গিয়া উপস্থিত হইতেছে। সম্পদশালী অর্থবলে বিলাস-বাসনার পরিচয় দিতেছে, কেহ বা যশের জন্য বাজে কাজে ধূলির মত অর্থ-বৃষ্টি করিতেছে। ঠিক ধর্ম্মের অনুমোদিত সাত্ত্বিক আনন্দ, সাত্ত্বিক আমোদপ্রমোদ, সাত্ত্বিক দান ও ভোজন কোন সমাজেই নাই। অপর পক্ষে দরিদ্র, নিঃস্ব ব্যক্তিও শাস্ত্রের অনুশাসন মানিতে গিয়া এবং সামাজিকতা রক্ষার জন্য ক্লিষ্ট ও ঋণভারে পীড়িত হইয়া, ধর্ম্ম কর্ম্মের বাহিরে অমানুষ হইয়া পড়িতেছে।

অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে অতি অল্প লোককেই দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিকতা তুচ্ছ করিবার বিষয় নহে, সামাজিক মানুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের বিষয়। স্বাধীন বিচার লইয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানটীর স্বরূপ উপলব্ধি করা একান্তই আবশ্যক। তা হইলে কোথায়ও গোলযোগ ঘটিতে পারে না। যে কোন সমাজের গৃহী ব্যক্তিকে, অবশ্যম্ভাবীরূপে কতকগুলি পারিবারিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেই হইবে। অনুষ্ঠান-বিহীন পরিবারে সামাজিক ধর্ম্ম স্থান পাইতে পারে না। ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারাই ধর্ম্মসমাজের উন্নতি অবনতি এবং আদর্শ ও অনাদর্শ সূচিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিতে গিয়া সম্মুখের বিপুল হিন্দু সমাজের কথা না বলিলে, আমাদের কথা সুস্পষ্ট হইবে না। সমস্ত ধর্ম্মসমাজের যা কিছু অনুষ্ঠান সমস্তই ধর্ম্মকে লইয়া করিবার কথা—অনুশাসনও তাই। তবে বহু অনুষ্ঠানের ভিতরেই এখন আন্তরিকতা ও বিশ্বাস নাই—কেবল সামাজিকতা এবং প্রাচীনতার অন্ধ অনুসরণ রহিয়াছে মাত্র। কিন্তু আদর্শ ছিল খুবই বড় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। দুর্গোৎসবে, বিবাহে, অন্নারম্ভে, শ্রাদ্ধে এবং অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানের ভিতরেই কত ভাবে ব্যয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি গুরু পুরোহিত, চতুষ্পাটীর পণ্ডিতগণকে দান, এবং ব্রাহ্মণেতর সমস্ত শ্রেণীস্থ লোককে ভোজন করাবার একটি ব্যাপার কত সুন্দর! তার পরে সমস্ত অনুষ্ঠানেই নানা কর্ম্মসূত্রে কুম্ভকার, কর্ম্মকার, ধোপা, নাপিত, ভূঁইমালী প্রভৃতির কিছু কিছু প্রাপ্য রহিয়াছে। ইহারা এই অর্থেই প্রতিপালিত হইয়া আসিত। বর্ত্তমানে এ সমাজেও নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে।

মুসলমান এবং খৃষ্টান সমাজেও পারিবারিক কিম্বা সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে অনুশাসনমতেই ধর্ম্মার্থে এবং ভোজন প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যয়ের কথা উল্লিখিত আছে। আনন্দজনক উৎসব প্রভৃতিতেই যে কেবল ধর্ম্মার্থে দান ও ভোজন কার্য্য সম্পন্ন করিবে তাহা নহে, শোকপূর্ণ অনুষ্ঠানেও দান এবং ভোজনপ্রথা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। এই তিনটী প্রাচীন সমাজের অনুষ্ঠানের ভোজন ও ধর্ম্মার্থে অবশ্যম্ভাবী দানের বিষয় লইয়া স্বাধীন বিচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিগণ বিচার না করিতে পারেন, এমন নহে। কিন্তু প্রথম যুগের সংগ্রাম ও সংস্কারসময়ের সীমা ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ এখন অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। তখন সমাজ গঠিত হয় নাই, এখনো হইয়াছে বলা চলে না; তবে এখন সমাজশৃঙ্খলা না আনিলে আর চলিতেছে না, এই হিসাবে এ বিষয়ে সম্যক্ বিবেচনার সময় আসিয়াছে। এখন আর আমরা প্রাচীন যা কিছু তাহাই তুষে তণ্ডুলে উড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। কেন না যাঁরা একাকী ছিলেন, তাঁরা পরিবারবদ্ধ হইয়াছেন। যাঁহারা পরিবারবদ্ধ তাঁরা সন্তানবান্ হইয়া সামাজিক হইয়াছেন, যাঁরা সামাজিক তাঁহারাই আত্মীয়তা, বান্ধবতা, এবং সমাজধর্ম্মের সূত্রগুলি মোটামোটি ধরিয়া রাখিতে বাধ্য হইতেছেন। সুতরাং এই দিনে সহজ সরল ভাবে ও সংক্ষেপে ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানের ব্যয় বিষয়ে কিছু আলোচনা অসঙ্গত ও অসাময়িক হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

ব্রাহ্মসমাজ স্বাধীন বিচারের সমাজ। ব্যক্তিগত স্বাধীন বিচারই অনুষ্ঠানগুলির নিয়ামক। শাস্ত্রের কিম্বা সংহিতার কোন স্থান নাই। তবে এ কথা বলিতেই হইবে যে, বহু ব্রাহ্মই প্রাচীন সুসভ্য হিন্দু সমাজ হইতেই আসিয়া ব্রাহ্মসমাজকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা কোন রূপেই প্রাচীন সমাজের অনুশাসনের প্রভাব ষোল আনা অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন, এমন কথা বলা চলে না। এই হেতু অনেক ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানই হিন্দু সমাজের অনুষ্ঠানের অনুরূপ হইয়াই অনেকাংশে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মসমাজে দুর্গোৎসবের মত প্রধান উৎসব মাঘোৎসব। এই ভাবে মাঘোৎসবকে মুসলমান সমাজের ইদ্, এবং খৃষ্টান সমাজের খৃষ্টমাস্‌ডের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। সময়ের হিসাবে ব্রাহ্মসমাজ কত আধুনিক এবং কত মুষ্টিমেয় লোকের ভিতরে আবদ্ধ। দেশের সহানুভূতিসম্পন্ন উদার জনমণ্ডলী দর্শক ও শ্রোতামাত্র। সুতরাং মাঘোৎসবের একটী সাক্ষ্য

দেশের মধ্যে তেমন করিয়া আজিও পড়িল না, ইহা খুব একটা আশার কথা নহে। এই তিনটী প্রাচীন সমাজে দুর্গোৎসবে, ইদে, এবং খৃষ্টমাসডে উৎসবে যেমন নানা ভাবে, দানে ভোজনে, আত্মীয় স্বজনের আপ্যায়নে, বহু ভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়, মাঘোৎসবে তেমন কিছু হয় বলিয়া মনে করিতে পারি না। প্রধানতঃ সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, উপাসনা, আলোচনা প্রভৃতি অঙ্গে এবং কোন কোন স্থানে দুই এক দিন মুষ্টিমেয় লোকের ভিতরে প্রীতি-ভোজনের ব্যবস্থাতেই উৎসব শেষ হইয়া যায়। অবশ্য কলিকাতা রাজধানীর উৎসবে আনন্দবাজারের আনন্দলীলা অনেক পরিমাণে দর্শনীয় বটে! তার পরে বালকবালিকাসম্মিলন উৎসবটী ব্রাহ্মসমাজে ব্যয় ও সৌন্দর্য্য সহকারে সম্পন্ন হইয়া উৎসবের অঙ্গে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতেছে। ইহা খুবই সুন্দর ও আশাজনক।

তবে এই তিন সমাজের মত ব্রাহ্মসমাজে এখনো "আমাদের উৎসব" এই দাবী লইয়া সমস্ত ব্রাহ্ম গৃহের নরনারী তেমন আনন্দ করিতেছেন না। মনে রাখিতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিকতাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াও নিম্ন অঙ্গে বালক বালিকা, যুবক যুবতী, দাস দাসী প্রভৃতিকে উদ্বুদ্ধ ও আনন্দিত করিবার জন্য, আহার বিহার আদান প্রদানের প্রয়োজন আছে। এই সকল অঙ্গে বন্ধুবান্ধবদিগকে আহ্বান করিয়া প্রীতিভোজনে আপ্যায়িত ও আনন্দিত করা, নানা ভাবে আত্মীয় স্বজনদিগকে উপহার প্রভৃতি প্রদান করা, বালক বালিকাদিগকে এবং দাস দাসীদিগকে বস্ত্র প্রদান করা প্রভৃতি কার্য্য মনে হয় যেন এই সামাজিক উৎসবকে পূর্ণতা দানের অঙ্গ। ইহাতে যদি কিছু ব্যয় হয়, তাহা সার্থক হইবে। তাহা বাহুল্য নয়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে অতি অল্প লোকের মধ্যেই এই ভাবের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। বালক বালিকারা উচ্চ আধ্যাত্মিক অঙ্গের উপাসনাদি ধরিতে পারে না। তাহারা পারে, মন্দির এবং গৃহ পত্র-পুষ্পে সাজাইতে, তাহারা পারে, সঙ্কীর্ত্তনের নিশান খোল করতাল বহন করিতে, তাহারা পারে বাড়ীতে নিমন্ত্রণের ছোট বড় মেলা মিলিলে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে লাগিতে। আরো বলি, যদি এই উৎসবে ব্রাহ্মগণ নিজ নিজ বাড়ীতে কাঙ্গালী-বিদায়ের এক একটী ব্যবস্থা করেন, তবে তাহা যেমন পবিত্র ও সুন্দর হইবে, অপরদিকে বালক বালিকারাও খুব উৎসাহ সহকারে পয়সা ও চাউল বিতরণ করিয়া আনন্দিত ও সাধু কার্য্যে উৎসাহিত হইয়া উঠিবে।

অন্য তিনটি সমাজে বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন মিলিয়া পরিবারে যেমন আনন্দে প্রীতিভোজনাদি করেন ব্রাহ্মসমাজে এই মাঘোৎসবে অতি অল্প লোকের ভিতরেই তাহা আছে মনে হয়। কথা হইতে পারে, এইরূপ বাহিরের দিকে যাইয়াই এই তিন সমাজের আধ্যাত্মিকতা হ্রাস হইয়া ধর্ম্ম বাহ্য অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কথার ভিতর কিছু সত্য থাকিলেও, মনে রাখিতে হইবে আধ্যাত্মিকতা মানুষ এবং সমাজ ছাড়িয়া কোথায় দাঁড়াইবে? স্বাধীন বিচারের সমাজ বাহুল্যে যাইবে না, ইহাই মাত্র দৃষ্টির বিষয়। এক শ্রেণীর উন্নত ও উচ্চ সাধক এবং পিতা মাতা এ বিষয়ে সজাগ থাকিবেন। নতুবা এ সম্বন্ধ শুকাইয়া যাইবে। ইহার পরের কথা এই, উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য সমাজের কর্তৃপক্ষগণ প্রধানতঃ দায়ী। আমার মনে হয়, এই মহোৎসবের ব্যয় যেমন হওয়া উচিত তেমন হয় না। তাহার প্রধান কারণ, অর্থের অসচ্ছলতা। এই সূত্রে বলা যাইতে পারে, ব্রাহ্মসমাজে ধনীর সংখ্যা অনুপাতানুসারে নিতান্ত কম নহে। কিন্তু তাঁহাদের দানের পরিমাণ তদনুরূপ নহে। ব্রাহ্ম সমাজে এই উৎসবে যিনি ১০০ টাকা দেন, তাঁর দানই বোধ হয় বড় দান। কিন্তু এক শত টাকা দিতে পারেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা কি কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে দুই শত হইবে না? আমরা ৫ টাকা হইতে ১০ টাকা পাইলেই খুব উল্লসিত হইয়া উঠি। কিন্তু অন্যান্য সমাজে আমরা বাদ করিলে বহু বন্ধু বান্ধবেরই এক পূজায় সময় চারি পাঁচ শত টাকা ন্যূন পক্ষে খরচ করিতে হইত—অন্যান্য অনুষ্ঠানব্যয় তো আছেই! গরীব, মধ্যবিত্ত এবং ধনবান্ ব্রাহ্ম সকলেই যে স্বেচ্ছায় এবং প্রীতির সহিত উৎসবে টাকা দিয়া থাকেন ইহাও বলা চলে না। টাকা আদায় করিতে অনেক বেগ পাইতে হয়। ইহা ধর্ম্মসমাজের পক্ষে সুচিহ্ন নহে।

বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ এই দুইটী সমাজধর্ম্মে বড় অনুষ্ঠান। প্রথমতঃ বিবাহ সম্পর্কেই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। ব্রাহ্ম-বিবাহ আমার মতে পৃথিবীতে আদর্শ বিবাহ। যাহা আদর্শ হইবে তাহা সর্ব্বাঙ্গীণ এবং সামঞ্জস্যের বিষয়ও হইবে। ইহার মত আনন্দানুষ্ঠান আর নাই। আনন্দ করিবার পন্থা বহুমুখীন। সে বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। গীত বাদ্য, পান ভোজন, দান প্রতিদান, নির্দ্দোষ আমোদ প্রভৃতি দ্বারা এই উৎসবটীকে একটী পূর্ণতার আকার দিতে হইবে। তবে একটা বড় কথা এই, উৎসবের সমস্ত অঙ্গে ধর্ম্মানুমোদিত সংযম এবং সাবধানতার শাসন থাকিবে, যাহা অনেক সমাজেই এখন নাই। এই বিবাহ অনুষ্ঠান তিন শ্রেণীস্থ লোকের গৃহেই সম্পন্ন হইতেছে—ধনী মধ্যবিত্ত এবং গরীব। ইঁহারা সকলেই সামাজিক জীবন যাপন করিতেছেন। সমাজে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই একটী স্থান আছে এবং থাকিবে। সুতরাং কয়েকটী খরচ আমার মতে প্রতি অনুষ্ঠানেই অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন সমাজস্থ ঘনিষ্ঠ বন্ধুদিগের প্রীতিভোজন, এবং ধর্ম্মার্থে দান। মফঃস্বলে ব্রাহ্মগণের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সেখানে অল্পসংখ্যক লোককে ভোজন করান অনেকের পক্ষেই সম্ভব। ধনী ব্রাহ্ম-গণের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা কলিকাতার মত স্থানেও বহু লোককে অনুষ্ঠানে আহ্বান করিয়া ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত করিতেছেন। এবং বহু অনুষ্ঠানে এমনও আড়ম্বর হইতেছে যাহাতে অযথা ঐশ্বর্য্যের অপচয়ই ঘটিয়া থাকে। মধ্যবিত্তেরা মাঝামাঝি ভাবে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া, সমাজের সকলকে না হউক, পরিচিত এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদিগকে আপ্যায়িত এবং আনন্দিত করিতেছেন। তবে গরীব অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারেও প্রীতিভোজন বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত না হইতেছে, এমন নহে। ইহার ফলে কোন কোন বিবাহে ভোজন একে বারে বর্জ্জন, কোথাও তাম্বুল বা সামান্য মিষ্ট বিতরণেই ভোজন পর্য্যবসিত হইয়া না থাকে, এমন নহে। যুক্তি এই, গরীব মানুষ খাওয়াইয়া কষ্টের অর্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিবে কেন? মধ্যবিত্তের সম্বন্ধে যুক্তি এই, প্রীতিভোজনের টাকাটা ধর্ম্মার্থে দান করিলেই ত সুন্দর ও মঙ্গলজনক হয়। সংক্ষেপে উত্তর এই, ভোজনের বাহুল্যেই অর্থ নষ্ট হয়, কিন্তু প্রীতিভোজন পরিমিত ব্যয়ে হইলে তাহা সার্থক ও সাত্ত্বিক হইয়া থাকে। তার পরে, ধর্ম্মার্থে অর্থ-দান করিলেই কি প্রীতিভোজনের সার্থকতা রক্ষিত হয়? এ বড় বিসদৃশ কথা। ভোজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রেম! প্রীতি এবং সৌহৃদ্যের ভিতরে। যাহাদের ভালবাসি তাদেরই ত খাওয়াইয়া কত আনন্দ! এ আনন্দের স্থান স্বতন্ত্র। একটীর কাজ আর একটীতে চরিতার্থ হয় না। দ্বিতীয় কথা, একটী নবদম্পতির সৃষ্টি হইল, একটী নূতন পরিবার রচিত হইল, সমাজে তাহাদের এমন হীন, ও সমাজের যেন তারা কেউ নয়, এমন করিয়া রাখা কি সঙ্গত হইবে? একটী নূতন বংশস্রোত বহিয়া চলিবে, কত অর্থব্যয়ে বাধ্য হইতে হইবে, সেই পরিবারটীকে সমাজে একা-কিত্বের ভিতরে, গৃহরচনার প্রথম দিবসেই, তাদের আনন্দটুকু কাড়িয়া লইয়া, কোণঠাসা করিবার কি প্রয়োজন আছে? গরীব হইলে তিনি তেমনি গরীবানা ভাবে তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের লইয়াই প্রীতিভোজনে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। তবু সামাজিক ভাবে সমাজস্থ বন্ধুদের একদিন তাঁর আপ্যায়নের

অধিকার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইল না। তার পরের কথা, যে সকল গরীব বন্ধুদের বিবাহে ভোজন বায়ু দেওয়া হয়, তাঁদের বিবাহের আনুসঙ্গিক সাড়ী জ্যাকেট্ ব্লাউস্ অলঙ্কার এবং শয্যা ও গৃহের আসবাবে সকলেরই যে খুব কম খরচ হয় তাহা নহে। সেদিকে খরচ কমাইলে কি ক্ষতি হইতে পারে? এক খানা কন্যার সাড়ী ৬০ টাকায় না হইয়া ১০ টাকায় হইলে দোষ কি? বরের পোষাক পরিচ্ছদে একশত টাকা ব্যয় না করিয়া ২০ টাকায়ই তো সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং এই ভাবে খরচ কমাইলে এক শত দেড় শত লোককে খাওয়াইতে ৭০।৮০ টাকার মধ্যেই সম্পন্ন হইতে পারে। আমার মতে বিবাহ হইলেই, বিশেষ গুরুতর কারণ না ঘটিলে, সাধ্যানুসারে প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। তা না হইলে সেটী আনন্দানুষ্ঠান নামের অধিকার হইতে বাদ পড়িয়া যাইবে। একটু সামঞ্জস্যের হিসাব, সামাজিক অনুষ্ঠানের আদর্শ এবং পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বিবেচনা করিলেই এ মীমাংসা কঠিন হইবে না।

তার পরে আর একটী অনাদর্শের ব্যাপারও কোন কোন ব্রাহ্ম বিবাহে ঘটিতেছে। তাহা এই—বিবাহে বহু লোক নিমন্ত্রিত হইলেন, যোগদানও করিলেন, কিন্তু প্রীতিভোজনের ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট লোকদের নিমন্ত্রণ। ইহা পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে বড়ই অশোভন। অবশ্য অন্তরঙ্গ ও দূরাগত আত্মীয় কুটুম্বের কথা স্বতন্ত্র।

তৃতীয়তঃ ধর্ম্মার্থে দানের কথা বলিতেছি—এমন অনেক বিবাহ হয়, যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কোন বিভাগে কোন দানই নাই। ইহা কি ধর্ম্মানুষ্ঠান? তার পরে যাহারা বিবাহে ৫।৬ হাজার টাকা খরচ করেন, তাহারা ব্রাহ্মসমাজে বড় জোর ২০।৫ টাকা দান করিয়া থাকেন। ৫০ টাকা কিম্বা ১০০ টাকা হইলে গৃহীতা কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞ এবং বিস্মিত হন। ব্রাহ্মসমাজে এমন বিবাহও কি হয় নাই, যাতে খুবই আড়ম্বর ধূমধাম খাওয়া দাওয়ার পারিপাট্য, বরকন্যাকে যৌতুকের উপর যৌতুক দান করিয়া ২০।২৫ হাজার টাকাও ব্যয় হইয়াছে? তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে কিম্বা দেশের কোন কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে কি দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন? সুতরাং বলিতে গভীর দুঃখ হয়, ব্রাহ্মসমাজের অর্থদৈন্য ঘুচিবে কি করিয়া? হিন্দুসমাজের যে বিবাহে ২০।২৫ হাজার টাকা খরচ হয়, সে বিবাহে তাদের ধর্ম্মার্থে দানের খরচ আমাদের নেওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য সে সমাজেও দুর্দ্দিন আসিয়াছে। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া চলিতেই আরম্ভ হইয়াছে। কথা এই, বিবাহানুষ্ঠানে সহজে এবং পার্য্যমানে প্রীতিভোজন এবং ধর্ম্মার্থে দান বাদ দেওয়া সঙ্গত হইবে না। অবস্থানুসারে ভোজন এবং ব্যয়ের অনুপাতানুসারে অন্ততঃ ২০ ভাগের একভাগ ব্রাহ্মসমাজে এবং দেশের কোন কোন সদনুষ্ঠানে দান করা একটী অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে শাস্ত্র ও সংহিতা নাই। সুতরাং আমাদিগকে মনে করিতে হইবে, আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিই এ জন্য দায়ী। সুতরাং কত সুবিবেচনার সঙ্গে অনুষ্ঠানকর্ত্তাকে বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। বলাই বাহুল্য ঋণ করিয়া কেহ ঘৃতান্ন খাওয়াইবেন না। তাহাতে ধর্ম্মতো হয়ই না, বরং অধর্ম্মকেই ধীরে ধীরে আশ্রয় করিতে হয়।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সামাজিক ভাবে দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও বলিবার বহু কথা আছে। কিন্তু প্রবন্ধ বড় হইয়া চলিল। এ জন্য সংক্ষেপেই বলিতে হইতেছে। এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও আমরা হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান সমাজের প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছি না। বহুলোকের ভিতরেই হিন্দু প্রভাব বিদ্যমান। এ জন্য এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বন্ধুবান্ধব, এবং কাঙ্গাল গরীবকে ভোজন করাইয়া নিজেরা তৃপ্তি লাভ করেন, এবং বিশ্বাস করেন ইহাতে উপরত আত্মাও তৃপ্ত হন। কেননা, তাঁহারা ইহজগতে থাকিতে খাওয়াইতে ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের আত্মা অনন্তউন্নতিশীল পরলোকে থাকিয়াও এই সকল দর্শন করেন। তাহা না হইলে শ্রাদ্ধই বা করি কাহার? শ্রাদ্ধাদিতে যাঁহারা ভোজন করান, তাঁহারা আরো মনে করেন, পিতা মাতা ভ্রাতা যাঁরা চলিয়া গেলেন, তাঁরা ইহলোকে থাকিলে তাঁদের জন্য কতই ত করিতে হইত, তাঁহারা যাহা আহার করিতে ভালবাসিতেন, তাহার কতই ত তাঁহাদের প্রদান করিতে হইত, সেই সকল, সাধু সজ্জন বিশ্বাসী ভক্তদিগকে এবং কাঙ্গালদিগকে ভোজন করাইয়া ইহলোকে ত কম সান্ত্বনা এবং কম তৃপ্তি নহে? ইহাদের এই যুক্তি তুচ্ছ করিবার নহে। অপর এক দল ইহার ভিতরে হৃদয়হীনতা, বাহ্যাড়ম্বর, শোককর ঘটনায় আমোদ প্রমোদ এবং পারলৌকিক অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় মনে করিয়া, অন্য ভাবে ইহার একান্তই বিরোধী। ইহাদের পক্ষেও ভাবিবার বিষয় না আছে তাহা নহে। তবে এ বিষয়টী সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠানকর্ত্তার প্রাণের ভাব, বুদ্ধি বিচার এবং তৃপ্তির উপরেই নির্ভর করিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মসমাজে এই দুইটী ভাবই চলিতেছে। এমন অনেক পিতা মাতা আছেন—যাঁরা বালক কিম্বা যুবা পুত্রের পরলোকগমনে তার বন্ধুবান্ধবদিগকে উপাসনান্তে ভোজন ও জলযোগ করাইয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠানকে কখনই হৃদয়হীনতা বলিতে পারি না। ইহাতে তাঁদের পরলোকে বিশ্বাস, সন্তান-প্রীতি এবং উপরত আত্মার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যজ্ঞানেরই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অনুকূলে বহু কথা আছে; সংক্ষেপে মীমাংসার কথা এই বলিতে পারি—আহারের আয়োজন করিলেই সেখানে রাজসিক ভাবের সৃষ্টি হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ ভোজনকার্য্য কখনও বিষণ্ণ মন প্রাণ নিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না, তৃতীয়তঃ পারলৌকিক গভীর ও পবিত্র উপাসনা অন্তে আহারের ব্যবস্থা থাকিলে, উপাসনার ও পরলোকের গভীর ভাব নষ্ট হইয়া যায়, এজন্যই একদল ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আহারের বিরোধী। তবে আমার মতে যাঁহারা ভোজন করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতে চান, তাঁরা অন্য দিনে করিলে, গাম্ভীর্য্য রক্ষা কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারে। কাঙ্গালীদিগকেও শ্রাদ্ধের অন্তে কোন দিন ভোজন কিম্বা দানে সুখী করা যাইতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে খুব বেশী বলিবার আছে মনে হয় না। ভোজন এবং কাঙ্গালীবিদায়েতেই ধর্ম্মার্থের দান শেষ হইল না। ব্রাহ্মসমাজে যে সকল অবস্থাপন্ন ধনী লোক পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তেমন দান ১০ হাজার ১৫ হাজারের কথা ত বেশী শুনি না? ব্রাহ্মসমাজের কত বিভাগ, দেশের কত প্রতিষ্ঠান, যাহা অর্থাভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সেখানে দানের অঙ্ক বড় জোর ১০০, ২০০শত হইবে। তবে অনেকে দুই শত ৫০০ পাঁচ শত বড় জোর হাজার দুই টাকার ফাণ্ড সৃষ্টি করিয়া পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের স্মৃতিরক্ষার, এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে সৎকার্য্যের, সহায়তা করিতেছেন, ইহা ভালই। তবে এত অল্প অর্থে তেমন কিছু গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। প্রতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আহার বাদ দিলেও ধর্ম্মসমাজে দান অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অবস্থানুরূপ হওয়া কর্ত্তব্য।

গৃহপ্রতিষ্ঠা একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান নহে। তবে ব্রাহ্মসমাজে যেন এ অনুষ্ঠান তেমন উচ্চ স্থান পাইতেছে না। অনেক ব্রাহ্মইত ২৫।৩০ হাজার হইতে লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া সুরম্য গৃহ ভবন প্রস্তুত করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। তাঁরা যদি প্রতিষ্ঠা-দিনে গৃহভবনের ব্যয়ের ৫০ ভাগের এক ভাগও ব্রাহ্ম-সমাজকে দান করিতেন এবং ভবিষ্যতে করিতে পারেন, তাহা হইলে কি ব্রাহ্মসমাজের এত অর্থসঙ্কট উপস্থিত হয়?

ব্রাহ্মসমাজে উচ্চপদস্থ চাকুরী-জীবীর সংখ্যা কি অন্য সমাজের তুলনায় কম? যদি পদপ্রাপ্তি-দিনে, এবং প্রমোসনের বছরে বন্ধুদিগকে লইয়া প্রীতি-ভোজনাদির সঙ্গে এক মাসের আয়ের দশ ভাগের এক ভাগও তাঁর মাথা রাখিবার স্থান ধর্ম্মসমাজকে দান করেন, তাহা হইলে কত অর্থাভাব দূর হইতে পারে। ব্যবসা

বাণিজ্যের লাভের দিনেও এই কথা স্মরণে রাখিলে ব্রাহ্মসমাজ সজীব হইতে পারে।

নামকরণ, অন্নারম্ভ, বিদ্যারম্ভ, এবং জন্মদিন প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলিকে অধিকতর সুশোভন ভাবে সম্পন্ন করিয়া, আহারাদি ও গীত বাদ্যের, আমোদ প্রমোদের সঙ্গে যদি প্রতি অনুষ্ঠানে প্রতি গৃহ হইতে ধর্ম্মার্থে দানের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ তাহার অর্থদৈন্য হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত হইয়া, নূতন নূতন সদনুষ্ঠানের সৃষ্টি ও সহায়তা করিতে পারেন। অনুষ্ঠান সমাজধর্ম্মে অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু অবস্থার অতিরিক্ত ভোজনাদির ব্যয়, আমোদ প্রমোদের ব্যয়, সর্ব্বদা নিন্দনীয়। তবে ধর্ম্মার্থে সুশোভন দান প্রতি অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রাপ্ত

উৎসব-সঙ্গীত।

(একতালা)

প্রেমানন্দে মাতাও এবার ও হে প্রেমময়,
বিশ্বপ্রেমে মেতে মোরা করবো বিশ্ব জয়।
শত্রু মিত্র ভেদ বিচার, কিছুতেই রাখ্‌বো না আর,
উৎসবেতে দিব এবার তার পরিচয়।
মান অভিমান ভুলি' সবে, মিল্‌বো মোরা মহোৎসবে,
নূতন দৃশ্য দেখাবো ভবে—প্রেমের অভিনয়!
শুষ্ক প্রেমে হবো পাগল, আস্‌বে প্রাণে উৎসাহ বল,
মানবজনম হবে সফল—জীবন মধুময়।
জয় জয় ব্রহ্ম বলি' সবে, মাতো এবার মহোৎসবে,
ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি উঠুক বিশ্বময়॥

ভৈরবী-একতালা।

তোমার মত এমন সুহৃদ্ কে বা আছে আর?
এস এস প্রাণসখা, হৃদয়ে আমার।
পাপী তাপী দুঃখী সবে মাতাও আবার মহোৎসবে,
আসুক্ মোদের শুষ্ক প্রাণে প্রেমের জোয়ার।
ধরার ধূলি পায়ে ঠেলে, প্রাণে আশার আলোক জেলে,
জীবনপথে তোমার সাথে চল্‌বো অনিবার।
পেয়ে ব্রহ্মনামের সাড়া, ঘুম-ঘোরে ছিল যারা
স্বপন ভেঙ্গে জেগে উঠ্‌লো ছাড়ি' হুহুকার!
গাও মধুর ব্রহ্মনাম, ধরা হ'ক স্বর্গধাম,
পূর্ণ হ'ক মনস্কাম, উৎসবে এবার।
না রহিবে হিংসা দ্বেষ, না রহিবে দুঃখ ক্লেশ,
না রহিবে মান অভিমান, দম্ভ অহঙ্কার।
মাতো আজ মহোৎসবে, জয় জয় ব্রহ্ম বলি' সবে,
ভজ সে পরমানন্দে ত্যজিয়ে অসার।
মৃতসঞ্জীবনী সুধা পিয়ে নিবারিব ক্ষুধা,
উথলিবে প্রেমসিন্ধু—আনন্দ অপার॥
[ধন্য হবে এ জীবন] [ব্রহ্মধনে ধনী হ'য়ে রে]

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস

স্বপ্ন সঙ্গীত

অতি দূরে দয়াল নাম কে গায়, শোন রে
যেন সেই ভক্তবৃন্দের কণ্ঠধ্বনি;
যেন সেই "ওঁ ব্রহ্ম" মহাধ্বনি।
গগন কাঁপায়ে ওঠে,
কত দুঃখী তাপী কেঁদে ছোটে;
শুনে সেই মহাধ্বনি—"ওঁ ব্রহ্ম" নামধ্বনি!
কে যেন গায় "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্,
পাপনাশহেতুরেব নতু বিচারবাগ্‌বলম্"।
অতি দূরে ব্রহ্ম নাম কে গায় শোন রে॥
ঐ শোন, কে ডাকে "মা মা" ব'লে, [অতি দূরে]
তার বক্ষ ভাসে প্রেমজলে!
সে যে লুটায় ভক্ত-পদতলে!
যেন সেই ব্রহ্মানন্দের কণ্ঠধ্বনি!
[আহা, কতকাল পরে আজ শুনি!]
অতি দূরে মায়ের নাম কে গায় শোন রে॥
ঐ শোন হরি নামের মহাধ্বনি,
ও যে পাপী তাপীর আশার বাণী!
[এস প্রাণ ভ'রে আবার শুনি।]
যেন সেই নিমাই চাঁদের কণ্ঠধ্বনি! [অতি দূরে]
সে যে "আচণ্ডালে দেয় কোল,
কোল দিয়া বলে হরি-বোল!"
অতি দূরে হরিনাম কে গায় শোন রে॥

ও কে "পিতা পিতা" ব'লে ডাকে! [অতি দূরে]
বুঝি পাপীর দুঃখে কাঁদায় তাকে!
তার দু' নয়নে প্রেম ঝরে!
তার শ্রীঅঙ্গে রুধির ক্ষরে!
সে যে পরের বোঝা বহে শিরে,
সদা ভাসে পিতার প্রেমনীরে!
অতি দূরে পিতার নাম কে গায় শোন রে॥

শ্রী শ্রীনাথ চন্দ

আধ্যাত্মজীবন—বিবিধ প্রসঙ্গ।

(৩৬)

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, আমি যেমন অন্ধ তেমনি থাকিয়া যাই। মাঘোৎসবের নিমন্ত্রণ লইয়া আবার তিনি আসিয়াছেন। প্রতিবারই ত নূতন আশা উৎসাহ দিবার জন্য তিনি এই দিনে আমার নিকট প্রকাশিত হন। এবারও আমি তাঁহার করুণার প্রতীক্ষা করিব। আমি জানি আমি কত দুর্ব্বল। আমি জানি কত সময়ে যাহা উচিত ছিল না তাহা করিয়াছি; যেমন ভাবে তাঁহাকে ধারণ করা দরকার তেমন ভাবে ধরিতে পারি নাই। প্রবৃত্তির অধীনে কতবার জীবনকে বিপথে চালাইয়াছি। এত অপরাধ ও এত মলিনতার ভিতরেও তাঁহার অজস্র আশীর্ব্বাদ আমার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে। কত সাধুভক্তের সহিত আধ্যাত্মিক মিলন করাইয়া, কত জ্ঞানী দার্শনিকের উচ্চ চিন্তার সহিত পরিচয় করাইয়া, কত ধর্ম্মবন্ধুর স্বর্গীয় উপদেশ ও দৃষ্টান্তদ্বারা আমাকে উন্নত জীবনের দিকে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার কৃপার কথা মুখে কত বলিব? তিনি কত সুন্দর স্থানে, সমুদ্রের পারে, পর্ব্বতের ধারে, কাননে প্রান্তরে, ফলে পুষ্পে তাঁহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করিলেন! আবার আমার বিপদে সহানুভূতি, প্রলোভনে পরিত্রাণ, সম্ভোগে ভক্তিরূপে মর্ত্ত্যদেহ ধারণ করিয়া আমার সঙ্গে বাস করিতেছেন, আমাকে বিশ্বাসের ধর্ম্মে, প্রেমের ধর্ম্মে, আনন্দের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন! আমি আধ্যাত্মিক জীবনের বড়ই কেন নিম্ন স্তরে যাই না, তিনি সেখানেও আমার উপযোগী রূপ গ্রহণ করিয়া, আমাকে উপরে তুলিবার জন্য আসিবেন, এই বিশ্বাসে বলীয়ান্ হইতেছি। তিনি আমার

স্বামীরূপে আমার নিকট আদর্শ পাতিব্রত্য ও সতীত্ব, প্রেম ও সেবা দাবী করিতেছেন; আমার প্রভুরূপে নিত্য সত্যব্রত ইন্দ্রিয়-দমন, বৈরাগ্য ও কর্ত্তব্যপালন আদেশ করিতেছেন—আমি তাঁহাকে সম্মুখে বর্ত্তমান জানিয়া ও অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখিয়া, এই কঠোর ব্রত সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। তিনি এই নূতন বৎসরে আমার ব্রতের সহায় হউন।

(৩৭)

আজ কি পবিত্র সুন্দর দিন—সূর্য্যের স্নিগ্ধ আলোতে পৃথিবী হাস্যময়ী হইয়াছে। আজ সকল নরনারী পারিবারিক জীবনের প্রেম শান্তি ও আনন্দ ভোগ করিতেছে, আফিস আদালত বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ, সকলেরই বিশ্রাম, সকলেরই আমোদ। শিশুরা নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া খেলা করিতেছে। যুবক যুবতীরা মনোহর সাজে সাজিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছে। সকল ঘরেই আজ মধ্যাহ্ন-ভোজনের বিস্তর আয়োজন ও পারিপাট্য। কিন্তু এই সকল আনন্দ উৎসবের মধ্যে যাহারা আজ পরমেশ্বরকে লইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার পূজা আরাধনা করিয়া ধন্য হইতেছেন, তাঁহাদের কত আনন্দ! কত ভক্তবৃন্দ বিভুগুণকীর্ত্তনে ধর্ম্মমন্দিরসকল প্রতিধ্বনিত করিতেছেন! কত সমাজের হাওয়া ভগবানের পুণ্য-প্রেমের সৌরভে আমোদিত হইতেছে! কত নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশে মানুষের হৃদয় নির্ম্মল হইতেছে! কত শোকার্ত্তের প্রাণে সান্ত্বনা বর্ষিত হইতেছে! কত রোগীর রোগযন্ত্রণার উপশম হইতেছে! কত পথভ্রষ্ট নরনারী আশা ও বিশ্বাসের আলোকে নূতন বল লাভ করিতেছে! কত সাধু যুবকের আত্মাতে ভগবানের সেবার জন্য নূতন আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প জাগিতেছে! তিনি আজ পুত্রকন্যা-গণকে লইয়া সপ্তাহান্তে বিশেষ উৎসবের বন্দোবস্ত করিয়াছেন—তাঁহার প্রেমমুখ দেখিয়া সকলে চরিতার্থ হইবেন। আমরাও আজ সকল ধর্ম্মবন্ধু সকল প্রিয়জনদের ডাকিয়া, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, সমস্বরে তাঁহার জয় গাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যগুলি আমাদের জীবনে সাধন করিতে হইবে। যেমন আমাদের পিতামহ প্রপিতামহগণ সাধন করিয়াছিলেন, যেমন রাজর্ষি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দেখাইয়াছিলেন, তেমন ভাবে "ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, মানবজাতি এক, সকলে পরস্পর ভাই ভাই হইয়া প্রেমপরিবার গঠন করাই জীবনের উদ্দেশ্য। মহাপুরুষ ও সাধুভক্তগণ আসেন ও যান, কিন্তু অন্নজল যিনি যোগান, যাঁর অনুপ্রাণনায় সকল সত্য জীবনে প্রকাশিত হয়, যাঁহার প্রেমে সমুদয় মানবজাতি এক পরিবার, তিনি ত অনন্ত অজর অমর অবিনাশী"—এই আদর্শ যেন বিশ্বাস ও নিঃশ্বাসের সহিত এক হইয়া যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

ব্রাহ্মসমাজ

ষণ্ণবতিতম মাঘোৎসব

প্রেমময়ের অপার করুণায় পুনরায় আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব সমুপস্থিত। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী, অনুসারে আগামী ষণ্ণবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তনও হইতে পারিবে। ব্যাকুল-হৃদয় বিশ্বাসিগণের সম্মিলনের উপর উৎসবের সফলতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। প্রাতে ৭ টা ও সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় কার্য্য আরম্ভ হইবে।

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী ১৯২৬) শুক্রবার—ব্রাহ্ম পরিবার এবং ছাত্র ও ছাত্রীনিবাসসমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা।

২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী ১৯২৬) শনিবার—প্রাতে ব্রাহ্ম পরিবার এবং ছাত্র ও ছাত্রীনিবাসসমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা। সন্ধ্যায়—উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

৩রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী ১৯২৬) রবিবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বেহুয়া হইতে বরাহনগরস্থ শ্রমজীবিগণের নগর সংকীর্ত্তন। সন্ধ্যায়—বরাহনগরস্থ শ্রমজীবিগণের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী ১৯২৬) সোমবার (ব্রাহ্মযুবকদিগের উৎসব) প্রাতে ৭টা হইতে কীর্ত্তন, ৮টার সময় উপাসনা, আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায়—আলোচনা। বিষয়—নিয়ম ও নিষ্ঠা, সভাপতি—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়। সন্ধ্যায়-বক্তৃতা। বিষয়—"বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভ ও বাণী," বক্তা—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী ১৯২৬) মঙ্গলবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায়—আলোচনা। বিষয়—সাধন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত আলোচনা উত্থাপন করিবেন। সন্ধ্যায়—সঙ্গত-সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা—বক্তা—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়। বিষয় 'নবযুগে ভক্তির আদর্শ।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী ১৯২৬) বুধবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু। সন্ধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস; বক্তা—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী ১৯২৬) বৃহস্পতিবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যায়—তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা, বক্তা—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ—বিষয় 'যোগ সাধন—প্রাচীন ও নবীন'।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী ১৯২৬) শুক্রবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ। সন্ধ্যায়—বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী ১৯২৬) শনিবার প্রাতে ৮টায় মন্দিরে ব্রাহ্মমহিলাদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা, আচার্য্য—শ্রীযুক্তা কামিনী রায়। (পুরুষদিগের জন্য সিটিকলেজ গৃহে পৃথক উপাসনা)। সন্ধ্যায়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা, (কেবল সভ্যদের জন্য)।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী ১৯২৬) রবিবার প্রাতে—কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায়—নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা। সভাপতি—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ; বক্তা—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস ও বরদাকান্ত বসু। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়—গোলদীঘি হইতে নগর সংকীর্ত্তন। সন্ধ্যায়—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী ১৯২৬) সোমবার—সমস্ত-দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে—কীর্ত্তন ও উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। অপরাহ্ণ ১ঘটিকায় উপাসনা, আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, ললিতমোহন দাস ও ব্রজসুন্দর রায়। ৪ ঘটিকায় ইংরাজীতে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও উপাসনা, আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী ১৯২৬) মঙ্গলবার প্রাতে—সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায়—আলোচনা। বিষয়—প্রচার,

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার; শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আলোচনা উত্থাপন করিবেন। সন্ধ্যায় বক্তৃতা, বক্তা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী ১৯২৭) বুধবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী। তৎপরে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়কে প্রচারক পদে বরণ। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় মেরীকার্পেণ্টার হলে রবিবাসরিক নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব। সন্ধ্যায়—ইংরাজীতে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী ১৯২৭) বৃহস্পতিবার প্রাতে—উপাসনা। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায়—বালকবালিকা সম্মিলন। সন্ধ্যায়—বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী ১৯২৭) শুক্রবার—ছাত্রসমাজের উৎসব। প্রাতে—উপাসনা, আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার। সন্ধ্যায় বক্তৃতা। বিষয়—'ঘর সামলাও' বক্তা—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী ১৯২৭) শনিবার, প্রাতে—উপাসনা, আচার্য্য—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী। সন্ধ্যায়—ইংরাজীতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী ১৯২৭) রবিবার প্রাতে—উপাসনা, আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু। মধ্যাহ্নে—উদ্যান সম্মিলন। সন্ধ্যায়—উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস।

উৎসব—১লা জানুয়ারী নিমতা ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে কলিকাতা হইতে সঙ্কীর্ত্তনের দল গ্রামবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রাতঃকালীন উপাসনা সুসম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্নে আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় জমাট কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু উপাসনা করেন। পল্লীবাসিবৃন্দ ও কলিকাতা হইতে আগত বহু ভদ্রমহোদয়গণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবকে সার্থক করেন। কাঙালীদিগকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করান হইয়াছিল।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৬ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত প্যারীকান্ত মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রজনীকান্ত মিত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৬ই ডিসেম্বর প্যারী বাবু বড়জুলিতে ভ্রাতার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি আচার্য্যের কার্য্য এবং প্যারীবাবু জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করিয়াছেন।

কিছুদিন হইল শ্রীখণ্ড গ্রামে পরলোকগত বাবু জগদীশ্বর গুপ্তের পত্নী পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ১৬ই ডিসেম্বর গিরিডি নগরীতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী নীহারিকা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। নরেন্দ্র বাবু পত্নীর দৈনিকলিপি হইতে স্থানে স্থানে পাঠ করেন এবং রামগোপাল বাবু প্রার্থনা করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মিসন ফণ্ডে ১০৲ গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ গিরিডি নববিধান সমাজে ২৲, দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবারের সেবার জন্য ১৫৲, এবং দরিদ্রদিগকে চাউল ও বস্ত্র বিতরণের জন্য ২০৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ৩রা জানুয়ারী শ্রীমান্ সত্যজীবন দত্ত তাঁহার পিতা বাবু মতিলাল দত্তের আদ্য শ্রাদ্ধ শ্রীরামপুরস্থ নিজ ভবনে সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কাজ করেন। পুত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ২৲, দাতব্য বিভাগে ১৲ এবং ম্যাজিক লণ্ঠন বিভাগে ২৲ দান করেন।

বিগত ১লা জানুয়ারী লাহোড় নগরীতে কন্যা শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার ও পত্নী পরলোকগত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য ও রায় সাহেব রঘুনাথ সহায় জীবনীপাঠ করেন। এই উপলক্ষে স্থায়ী প্রচার ভাণ্ডারে ৫০০৲ টাকা, সাধনাশ্রমে ২৫৲, পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজে ২৫৲, পঞ্জাব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কমিটিতে ২৫৲, সিয়ালকোট ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ ও দরিদ্র-ভোজনে ৫০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে এবং লাহোড়ের অনাথাশ্রমগুলির বালক বালিকাদিগকে আহার করান হয়। শ্রীমতী প্রিয়বালা বসুও দাতব্য বিভাগে ৫ টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত দিবস কলিকাতা নগরীতে শ্রীমতী কুমুদিনী দত্তও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রাদ্ধকর্ত্রী সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে লাহোড় সাধনাশ্রমে ১০৲ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির মেরামতের জন্য ১৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। বিগত ৩রা জানুয়ারী ব্রহ্মমন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব—বিগত এম্ এ, পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহের কন্যা স্বর্ণকুমারী গণিতে দ্বিতীয় বিভাগে, বরিশালের পরলোকগত বাবু প্রসন্নকুমার দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা নলিনীবালা সংস্কৃতে তৃতীয় বিভাগে, শ্রীমান নরেশচন্দ্র রায় ইতিহাসে প্রথম বিভাগে (তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া), এম্ এস্‌সি পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসুর চতুর্থ পুত্র শ্রীমান জ্যোতিঃকান্ত রসায়নে প্রথম বিভাগে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া, এবং শেষ এম্ বি পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন খাস্তগিরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান অশোকরঞ্জন ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসুর দ্বিতীয় পুত্র নলিনীকান্ত গ্রীফিথস্ প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

দান—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ী খুল্লতাতের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। মিসেস্ এস্ কে মল্লিক পতির বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ৫০৲ দান করিয়াছেন। এ সকল দান সার্থক হউক।

শুভবিবাহ—বিগত ৩০শে ডিসেম্বর কটক নগরীতে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ রাওয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সুশীলা ও শ্রীমান মোহিনীমোহন মিত্রের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ২৮শে ডিসেম্বর শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দাস, তাঁহার পিতা পরলোকগত বাবু রামসুন্দর দাসের বার্ষিক শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা এবং কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

মহিলাদিগের নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডার—মহিলাদিগের নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য প্রাপ্ত নিম্নলিখিত দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইতেছে:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) শ্রীমতী স্নেহলতা সরকার ৫৲, শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু ১০৲, শ্রীমতী নলিনকান্তি দেব ২৫৲, শ্রীমতী প্রতিমা কর ৬৲, শ্রীমতী রেণুকা সরকার ১০৲, মিসেস জে, এন, রায় ৫৲, মোট ৬১৲, পূর্ব্ব স্বীকৃত ৩৭৬৷৶০ সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৬৮২৬৶০

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—নিম্ন লিখিত প্রণালী ক্রমে গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের চতুঃচত্বারিংশত্তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—২৪শে ডিসেম্বর প্রাতে উৎসবের উদ্বোধন, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত "অনন্তের অনুভূতি" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে উপাসনা, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে পাঠ ও ব্যাখ্যা, মিঃ ডি, এন, মুখার্জ্জি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতে উপাসনা আচার্য্য ডাঃ বি, রায়। অপরাহ্নে বালক বালিকা সম্মিলন। প্রায় ৩০০ বালক বালিকা সমবেত হইয়াছিল। প্রথমে কয়েকটা বালিকা সঙ্গীত করে, তার পর প্রার্থনান্তে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত গল্পযোগে উপদেশ প্রদান করেন; পরে সঙ্গীতান্তে জলযোগ হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৭শে ডিসেম্বর প্রাতে উপাসনা, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ আচার্য্যের কাজ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও পাঠান্তে উৎসবের শান্তি বচন করেন।

প্রধানতঃ ডাঃ ভিঃ রায়, এবং মিঃ, ডি, এন্, মুখার্জ্জির উদ্যোগে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে ২৮শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর এই তিন দিবস বিহার এবং উড়িষ্যা ব্রাহ্মসম্মিলনীর একটি সম্মিলন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে কতিপয় ব্রাহ্ম আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ভিঃ রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মিঃ ডিঃ এন্ মুখার্জ্জি সম্পাদকের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর সম্মিলনীর সভাপতিরূপে অভিভাষণ পাঠ করিয়া সভাপতির কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিন দিবস প্রাতে উপাসনা হয়, তাহাতে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে দুই দিবস মন্দিরে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্য কি, ভিন্ন সমাজের মিলনের সূত্র অথবা উপায় কি, ব্রাহ্মসন্তানগণের ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়। সেই দিবস ডাঃ ভিঃ রায়ের ভবনে তৃতীয় অধিবেশনে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও প্রচার বিষয়ে আলোচন এবং সভাপতি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য এবং প্রার্থনা হইলে প্রীতি জলযোগে সম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়। সম্মিলনীর আলোচ্য বিষয়ে প্রধানতঃ মনোমোহন বাবু, অমৃতবাবু, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস, বাবু সুরেন্দ্রনাথ গুহ, ডাঃ ভিঃ রায়, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন প্রভৃতি নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিগত ১লা জানুয়ারী প্রাতে ডাঃ ভিঃ রায়ের আহ্বানে তাঁর ভবনে পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পরলোকগমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন, ডাঃ রায় মেসেঞ্জার পত্রিকা হইতে অবিনাশ বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ সংক্ষেপে কিছু বলেন।

বিগত ২৬শে পৌষ গিরিডি মোহনপুরে বাবু শরদিন্দু বিশ্বাসের কন্যা জ্যোৎস্নাময়ী ১৬।১৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ২৭শে প্রাতে অন্তিম অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত ও উপাসনা করেন। মঙ্গলবিধাতা উপরত আত্মার মঙ্গল ও শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তিদান করুন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ৭।৮ মাসের উপরে গিরিডিতে বাস করিয়া নানাভাবে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর দুইমাস, ঢাকা বরিশাল, কলিকাতা, পটুয়াখালিতে বিবিধভাবে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতে হইয়াছে। বিগত নবেম্বর, ডিসেম্বর এবং চলিত জানুয়ারী মাসে তিনি গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে অধিকাংশ রবিবার আচার্য্যের কার্য্য এবং বিবিধ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মন্দিরের কার্য্য ব্যতীত, দুইটী সাপ্তাহিক পারিবারিক সম্মিলনে, ৩।৪টী সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে, ২।৩টি জন্মদিনে উপাসনা সঙ্গীত, একটী আদ্যশ্রাদ্ধে এবং দুই দিন দুইটী কন্যার অন্তিম শয্যায় শেষ প্রার্থনা এবং সঙ্গীত করিয়াছেন। নিজ গৃহে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম বন্ধুদিগের সঙ্গে মিলিত ভাবে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ এবং প্রার্থনাদি করিয়াছেন! এতদ্ভিন্ন তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় কবিতা এবং সামাজিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ২২শে নভেম্বর প্রাতে গৌহাটী হইতে তেজপুর পৌঁছেন। উক্ত দিবস স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করেন। ২৩শে নভেম্বর মন্দিরেই উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হয়। ২৩শে নভেম্বর ব্রহ্মমন্দিরে "বুদ্ধের নির্ব্বাণ" সম্বন্ধে কথকতা করিয়াছিলেন। তৎপর দিবস ২৫শে নভেম্বর স্থানীয় সম্ভ্রান্ত উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাসের অনুরোধে তাঁহার বাসায় ধর্ম্মালোচনা, শাস্ত্র-পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হয়।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৯ই মাঘ ২৩সে জানুয়ারী (১৯২৬) অপরাহ্ণ ৬৷০ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন হইবে। সভ্যমহোদয়গণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। কার্য্য প্রণালী:—

১। বার্ষিক বিবরণ ও আয়ব্যয়ের হিসাব। ২ সভাপতির অভিভাষণ। ৩ কর্ম্মচারীনিয়োগ। ৪ অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ। ৫ নিয়মাবলীর সংশোধন।

Rule 2 line 4. Substitute ঈশ্বর লাভের for ঈশ্বর প্রাপ্তির—
Rule 4 line 6. Delete যথাযথ
„ 8. Delete করিলে
„ 9. „ প্রথম বার
„ 10 to 14. „ সুবিধা হইলে …… গণ্য করা হইবে।
add কিন্তু মনোনয়নের ৬ মাসের মধ্যে প্রতিশ্রুত চাঁদা প্রথমবার না দিলে তাঁহাকে পুনরায় মনোনীত হইতে হইবে
Rules 5 and 6. delete.
Rule 8 line 1 insert (ক)
„ 1 Substitute নিয়মের for নিয়মোক্ত।
lines 8 to 10. Delete কিংবা তাঁহার … … … অনাদায় থাকে।
lines 12 to 14. Delete যেরূপ বিহিত বিবেচিত হইবে … … অবস্থা বিশেষে।
line 16, Delete কিংবা তাঁহার … … … পারিবেন।

line 18. Remove brackets.
line 20. Substitute পুনর্বিচার for পুনর্বিচারের।
line 22. Delete বিচার মন্তব্য বা।
„ 8 Para 2 Delete কার্য্য নির্ব্বাহক সভা … … … সুবিধা দেওয়া হইবে।
and add (খ) যদি কোন সভ্যের প্রতিশ্রুত চাঁদা দুই বৎসরের অধিক কাল অনাদায়ী থাকে তাহা হইলে সম্পাদক তাঁহাকে এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন দিবেন। উক্ত প্রকার বিজ্ঞাপন দিবার তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ বাকী চাঁদা আদায় না হইলে তিনি সভ্যের অধিকার হইতে সাময়িক ভাবে বঞ্চিত হইবেন। কিন্তু আদায়ের কাল পর্য্যন্ত সমুদয় চাঁদা প্রদান করিলে তিনি পুনরায় সভ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। এরূপ স্থলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ইচ্ছা করিলে বাকী চাঁদা আংশিকরূপে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

Rule 9. line 1. Substitute অষ্টম (ক)এর নিয়মানুসারে for কোন কারণবশতঃ

Rule 10, line 2. Snbstitute নির্ব্বাচিত for মনোনীত।
„ 3. Substitute ব্রাহ্মসমাজের হিতকর for ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয়।
„ 10, Delete Para 2. Lines 8 to 10. সহযোগীগণ…………গৃহীত হইবে না।

Rule 11, line 6. Substitute ৭৫ for ৬৫
„ 12, Para 2, line 1. Substitute ত্রিংশতি for বিংশতি
line 2. Substitute কার্য্যনির্ব্বাহক সভা for সম্পাদককে
line 3. Substitute করিবেন for করিতে হইবে।
line 4. Substitute কার্য্যনির্ব্বাহক সভা for সম্পাদক
lines 5 to 9. Substitute অথবা এইরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে উক্ত বিশেষ অধিবেশন হইতে পারে—এরূপ ব্যবস্থা না করেন for তাহা হইলে প্রার্থনাকারিগণ……… অগ্রাহ্য করেন।
line 9. Substitute ৪০ for ৩০
line 11 to 16, delete কিন্তু সম্পাদক… …প্রকাশ হইতে পারিবে।

Rule 13 *l* 3 Substitute কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কিংবা উক্ত for সভাপতি কি সভ্যগণ
„ *l* 4 Substitute অথবা যেরূপ পত্র না থাকিলে for কিংবা তদভাবে,
„ *l* 5 after পারিবেনা add কিন্তু ১২ ধারা অনুসারে আহুত সভার বিশেষ অধিবেশনে ৫০ জন সভ্য না থাকিলে কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে না। ১২ ধারায় উল্লিখিত সভ্যদের প্রদত্ত বিজ্ঞাপন সমাজের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার জন্য সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। এবং উক্ত বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির পর হইতে এক পক্ষের মধ্যে সম্পাদক সমাজের পরিচালিত কোন পত্রে এ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিবেন। যদি না করেন তাহা হইলে সভ্যগণ নিজনামে স্থানীয় অপর কোন প্রকাশ্যপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার এক সপ্তাহের মধ্যে এক খণ্ড সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

Rule 14 *l* 6 after গণনীয় হইবে। add সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কিম্বা অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনের বিচারার্থ কোন বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১২ দিনের মধ্যে যে কোনও সভ্য তাঁহার সংশোধিত প্রস্তাব সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে পারিবেন। সমাজের পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যাতে এই সংশোধিত প্রস্তাব-মূল প্রস্তাবের সহিত মুদ্রিত হইবে। এতদ্ব্যতীত অপর কোন সংশোধিত প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইবে না। কিন্তু যদি উপস্থিত সভ্যদের ⅔ অংশের মতে কোন প্রস্তাব উৎকৃষ্টতর বিবেচিত হয় তাহা হইলে সভা স্থগিত (meeting adjourn) করিয়া কাগজে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ বিজ্ঞাপন দিয়া উহার বিচারার্থে পুনরায় অধিবেশন করিতে হইবে। উপরোক্ত অধিবেশনে আর কোন নূতন প্রস্তাব আসিতে পারিবে না।

Rule 15 Para *l* 4 Substitute অনধিক তিনজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত for কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি।

Rule 15 Para 2 *l* 3 delete আবশ্যক।

Rule 15 Para 3 *ls* 4-10 Substitute এতদ্ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আবশ্যক বোধ করিলে কর্ম্মচারী হইবার উপরোক্ত যোগ্যতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে স্থায়ী বা সাময়িকভাবে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিতে ও তাঁহার অর্থানুকূল্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এবং তাঁহারও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সহকারী সম্পাদকের ন্যায় সমান অধিকার থাকিবে। For তবে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা……… ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

Rule 22 Para *l* 3. Substitute 80 for ৩০।

Rule 22 Para 3 *l* 1 Substitute সমাজের সভ্য for সমাজ।

Rule 22 Para 3 *l* 2 Delete সমাজ এই উভয়।

Rule 29 Para 1 *l* 4 Substitute সেইরূপ পত্র না থাকিলে for তদভাবে।

Rule 31 *ls* to 7 Substitute সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্য ইচ্ছা করিলে সেই সমুদয় নিয়ম উক্ত প্রকারে প্রকাশিত হইবার অন্যূন একমাস পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে নিয়মিতরূপে বিজ্ঞাপন দিয়া সেই সমুদয় নিয়মের পরিবর্ত্তন সংশোধন বা পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব আনিতে পারিবেন। for সাধারণ সভা…… পারিবেন।

Rule 32 Para 2 *ls* 5—6 এতদ্ব্যতীত…… পারিবেন to be transposed to form *ls* 1-4 with the addition সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক একজন Ex-officio (অতিরিক্ত) সভ্য হইবেন। While *ls* 1-4 to be transposed to form *ls* 5-8.

Rule 34 *l* 8 after গ্রহণ করিতে পারিবেন add কিন্তু উক্ত ন্যস্ত সম্পত্তি (gift and gift on trust) অথবা তাহার মূলধন কোন প্রকারে ব্যয় করিতে পারিবেন না।

Rnle 34 *l* 14 after ঋণদান করিতে পারিবেন add উক্ত প্রকার কোন Institutionকে প্রদত্ত ঋণ সর্ব্বশুদ্ধ।

Rule 40 (খ) *l* 8 Substitute সেরূপ পত্র না থাকিলে for তদভাবে।

Rule 40 (ঘ) *l* 1 add কিন্তু before ব্রাহ্মধর্ম্মের।

Rule 40 (ঘ) *l* 3 delete অপরিবর্ত্তিতরূপে।

Rule 40 (ঘ) *l* 5 add অপরিবর্ত্তিতরূপে after ⅔ অংশদ্বারা।

Rules for conducting meetings of the Sadharan Brahmo Samaj.

Rule 1, line 3. After the word "final" add "He will have a casting vote in addition to his vote as a member."

৬। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। } শ্রীঅন্নদাচরণ সেন, সম্পাদক।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩রা মাঘ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি, এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ। ১লা ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৩২, ১৮৪৭ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৬ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

২১ম সংখ্যা। 13th February, 1926. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে প্রেমময় মঙ্গলবিধাতা, তোমারই অপার করুণায় আমরা উৎসবের মধ্যে তোমার প্রেমের লীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। তোমার মঙ্গল বিধানেই তুমি এই ভাবে আমাদিগকে মাঝে মাঝে নূতন বল ও আকাঙ্ক্ষা প্রদান করিয়া জীবনপথে চলিতে সমর্থ কর। উৎসবান্তে আমরা আবার আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে যাইতেছি। তাহার মধ্যে যাহাতে আমরা তোমাকে ভুলিয়া আপনার ভাবে আপনার পথে না চলি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেরূপ বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান কর। জীবনে তোমার কত করুণাই না পাইলাম, আবার তাহা ভুলিয়া কত সময়ই না মোহে অভিভূত হইলাম! আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা কিছুই ত তোমার অবিদিত নাই। তুমি চিরসহায় হইয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে তোমার কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার জন্যই নিযুক্ত রহিয়াছ, ইহা জানিয়াও যে আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে আমাদিগকে অর্পণ করিয়া, সরল স্বাভাবিক ভাবে তোমার অনুগত জীবন যাপন করিতে পারি না! আপনার উপর নির্ভর করিয়া স্বেচ্ছার পথে চলিতে যাইয়া, বার বার সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও শিক্ষা হইতেছে না—সকল বিষয়ে তোমার দ্বারা চালিত হইতে পারিতেছি না। তুমি এবার কৃপা করিয়া আমাদের সকল বিরুদ্ধগমন রুদ্ধ করিয়া দেও, তুমিই আমাদের একমাত্র প্রভু ও চালক হও। আমাদের প্রত্যেক জীবনে ও সমগ্র সমাজে তোমারই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত কর। আমাদের দ্বারা তোমার সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়া লও। আমরা আর যেন তোমার ও তোমার পবিত্র ধর্ম্মের অগৌরবের কারণ না হই। তোমার পবিত্র ইচ্ছাই পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হউক। সর্ব্বপ্রকারে তোমারই জয় হউক।

ষণ্ণবতিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) সোমবার—

(উপদেশের অবশিষ্টাংশ) লোকে বলে ব্রাহ্মসমাজে ত্যাগ নাই। এক সময় ব্রাহ্মগণই ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। আজ আমরা সে সুনাম হারাইয়াছি; আমরা আটঘাট বাঁধিয়া বসিয়াছি। আমরা মুরুব্বী হইতে শিখিয়াছি; সত্যের নামে, ঈশ্বরের নামে, দেশের মুক্তির নামে, ফলাফল বিবেচনা না করিয়া, ঝাঁপ দিয়া পড়ার দৃষ্টান্ত এখন কম। আদর্শের জন্য, ব্রহ্মের জন্য, পাগল হইতে আজকাল দেখা যায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে আমরা ভুলিয়া যাই। আমাদের দৃষ্টি ধনী মানীর দিকে। আজ বলি—ব্রহ্মের চরণে বসিয়া বলি—ও আমার প্রিয়গণ, দৃষ্টি ফিরাও; plain living ও high thinking তোমাদের আদর্শ হউক, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হও; ঈশ্বরের জন্য, দেশের জন্য, সত্য ও প্রেমের জন্য, দুর্নীতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য, ঈশ্বরের নামপ্রচারের জন্য ত্যাগ করিতে, সংযত হইতে, শিক্ষা কর। ধন জন পদের লালসা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের কাজে, দেশের সেবায়, প্রবৃত্ত হও। তোমরা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস পাঠ কর। আজ দেশের মুখ ফিরেছে—অনেক বিষয়ে উন্নতিলাভ হইয়াছে। আজ নারীগণ কত শিক্ষা লাভ করিতেছেন! আজ নিম্ন শ্রেণী জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, অস্পৃশ্যতা হ্রাস হইতেছে। আগে এই সকল সংস্কারের জন্য ব্রাহ্মদিগকে কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, নারীগণকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিবার জন্য ব্রাহ্মগণ কত উৎপীড়ন অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন, শিক্ষিতা তরুণীগণ, তাহা তোমরা স্মরণে রাখিও। জাতিভেদের নিগড় ভঙ্গ করিতে যাইয়া কত লোককে পিতামাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে, সংসারে নিরাশ্রয় হইতে হইয়াছে! একটু ব্রহ্মোপাসনা করিলে গৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইয়াছে

ব্রাহ্মসমাজের তরুণ ও তরুণীগণ, তোমাদের পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজনের জীবনের এই উজ্জ্বল ইতিহাস তোমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করিও; তাহা হইলে তোমরা ব্রাহ্ম বলিয়া গৌরব বোধ করিবে; তোমাদের পিতা মাতা গুরুজন, আচার্য্য প্রচারকগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মিবে। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্। শ্রদ্ধাই জ্ঞান লাভের উপায়। তোমরা উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক সত্য লাভ করিয়াছ; সুতরাং তাহার মূল্য সকল সময় বুঝিতে পার না। সেই সকল সত্য সাধনাদ্বারা তোমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে, নিজের করিয়া লইতে হইবে। সেই জন্য বলি, তোমরা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস, সাধনের ইতিহাস, নির্য্যাতনের ইতিহাস শ্রদ্ধার সহিত পাঠ কর; ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থসকল পাঠ কর, ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যসকল সাধনাদ্বারা আয়ত্ত কর। অনেক সত্য তোমরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছ; কিন্তু তাহাতে ফল হবে না। তাহা নিজের সাধনা দ্বারা আপনার করিয়া লওয়া চাই। সেই জন্য, শ্রবণ মনন কীর্ত্তন, আরাধনা ধ্যান প্রার্থনা একান্ত আবশ্যক। ব্রহ্মনাম তোমরা সাধন কর, তাঁর প্রেমে মগ্ন হও, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হও। পরস্পরের প্রতি প্রীতি, গুরুজনে শ্রদ্ধা লাভ কর; এবং সর্ব্বোপরি, ঈশ্বরে প্রীতি লাভ কর। তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার আরাধনায়, তাঁহার নামকীর্ত্তনে নিযুক্ত হও। তোমরা তা হ'লে দুঃখে শান্তি, সংগ্রামে বল, নিরাশায় আশা লাভ করিবে। ব্রহ্মের নামে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, রাজনৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দুঃখ দৈন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পাপ প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এই সংগ্রামেতেই ত জীবন, এই সংগ্রামের পথেই ত মুক্তি। কোন বন্ধন রাখিবে না। সকল বন্ধন ছিন্ন কর, কেবল একটি বন্ধন রাখ—সেটি প্রেমময় দেবতার সহিত প্রেমের বন্ধন। তাঁহার প্রেমের অধীন হইয়া, ব্রহ্মতেজে হৃদয় পূর্ণ ক'রে, সত্য প্রেম ও পবিত্রতাকে লক্ষ্য রেখে, বিনয় ও বৈরাগ্য সহায় ক'রে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। তোমরা ব্রাহ্মসমাজের আশা—দুই দিন পরে তোমরাই ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করবে। দেখ্‌ছ না, তোমাদের অগ্রণীগণ, যাঁরা জীবন দিয়া, রক্ত দিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ব্রাহ্মসমাজ ও জনসাধারণের সেবা করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা অকাতরে প্রাণান্ত সাধনা করিয়া তোমাদের জন্য অমূল্য রত্নসকল রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা পরলোকে। যাঁহারা ইহলোকে আছেন, তাঁহারাও রুগ্ন ভগ্ন দেহ; তবুও সত্যের পতাকা ধরিয়া আছেন। তোমরা বিলাসিতায় ডুবে থেকো না, তোমরা নাস্তিকের মতন জীবন কাটাইও না; তোমরা দেশে যে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে গা ঢালিয়া দিও না। তোমরা এসে এই পতাকা গ্রহণ কর; ব্রহ্মনামাঙ্কিত বিজয় পতাকা, পবিত্র মুক্তিপ্রদ সর্ব্বাঙ্গীণ বিশ্বজনীন ধর্ম্মের বিজয় পতাকা, তোমরা এসে গ্রহণ কর। তোমরা ব্রহ্মের নামে জাগ্রত হও, ব্রহ্মের নামে প্রাণে প্রাণে মিলিত হও, ব্রহ্মের নামে বিলাসবাসনা পরিত্যাগ কর, ব্রহ্মের নামে চিত্ত শুদ্ধ কর, ব্রহ্মের নামে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও, ব্রহ্মের নামে অপ্রেম বিদ্বেষ, ছল কপটতা দূর কর। তোমরা "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াও, সত্যের সংগ্রামে অগ্রসর হও। ব্রহ্ম তোমাদের সেনাপতি। তোমাদের ভয় কি? তোমরা ব্রহ্মের বলে শক্তি লাভ করিয়া, ব্রহ্মের কৃপাতে নির্ভর করিয়া, সাহস করিয়া বল—

সংগ্রামে মরণং শ্রেয়ঃ ন তু জীবেৎ পরাজিতঃ।

উপাসনান্তে প্রীতিভোজন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় "নিয়ম ও নিষ্ঠা" বিষয়ে আলোচনা। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় সভাপতির কার্য্য করেন এবং শ্রীমান সুবিনয় রায়, শ্রীমান প্রফুল্লকুমার রায় (দ্বিতীয়), শ্রীমান সত্যরঞ্জন সেন, শ্রীমান প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলি, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ, শ্রীযুক্ত গণপতি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিলে, সভাপতি স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাপন করেন। ৪ ঘটিকার সময় যুবকসমিতির পক্ষে কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মিঃ হার্ডির সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রীতিসম্মিলন। ৫ ঘটিকার সময় মিঃ হার্ডি "আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় সভাপতির কার্য্য করেন ও শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় "বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভ ও বাণী" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—

প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

সুগঠিত সুন্দর যন্ত্রে বা এঞ্জিনে যদি বাষ্প না থাকে, তা হ'লে যেমন তা দিয়ে কোন কাজ হয় না, তেমনি পরব্রহ্মে বিশ্বাস নির্ভর ও তাঁর আনুগত্যসমন্বিত ভক্তিভাব অন্তরে না থাকলে, এ জীবন মৃত অসার অকর্ম্মণ্য।

ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষের প্রাণ কোথায়? মূলে—মৃত্তিকার রসে। মূলে মাটির রস না পেলে, ফুল ফল কোথায় যায়? সাধু জীবনের শোভা ও শক্তি কোথায়? আপনার জ্ঞানবুদ্ধিতে নয়; জীবনমূলে, হৃদয় মনের গভীর কন্দরে, প্রেমস্বরূপের সঙ্গে জীবন্ত যোগে।

ভক্তজীবনের সাক্ষ্য—"রসো বৈ সঃ", "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ"—তিনি রসস্বরূপ, তিনি অমৃতের উৎস। সত্যের পথ, ধর্ম্মের পথ, মধুময়। কিন্তু আমাদের জীবন দুঃখে দৈন্যে ও নানা সংগ্রামে এত বিভ্রান্ত, ভোগবিলাসে এত আসক্ত, স্বার্থে এত মগ্ন যে, আমাদের পক্ষে ধর্ম্মের পথ ভয়াবহ, সত্যের পথ অতি কঠিন। আমরা তাঁকে ভুলে সংসারের ক্ষণিক সুখ সম্পদেই প্রাণ জুড়াতে চাই, কিন্তু তৃপ্তিলাভ হয় না। তৃপ্তি পাই না, তবুও আমরা ধর্ম্মের পথে পা বাড়াতে চাই না—সে যে বড় কঠিন ব্যাপার। জ্ঞানে বিচারে বুদ্ধিতে বুঝ্‌তে পারছি, আলোচনা করছি, সত্য কি এবং মিথ্যা কি; কিন্তু মিথ্যা বর্জ্জন ক'রে, সত্যকে আলিঙ্গন করবার শক্তি steam পাচ্ছি না। পদে পদে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি, দেখা

বোঝা, সব হেরে যাচ্ছে। এই তো আমাদের অবস্থা। আমাদের জীবন যেন মূলহীন বৃক্ষ—steamবিহীন engine। আমরা কি ক'রে ধর্মের পথে অগ্রসর হব? মানব জীবন কি ক'রে সার্থক হবে? তার উপায় ভগবান ক'রেছেন। বিশেষ বিশেষ সূত্রে, আমাদের মোহান্ধ অন্তরে, শুষ্ক কঠোর হৃদয়ে, তাঁর স্পর্শ দিয়ে, প্রেমের ধারা নামিয়ে, পবিত্র সঙ্কল্প ও শুভভাব জাগিয়ে, তিনি দুর্ব্বলকে বল দান করেন, পথভ্রান্তকে সত্যের পথে অগ্রসর হ'তে সহায়তা করেন।

এ জন্যে তাঁর কত আয়োজন! কখন্ কোন্ ঘটনায় কার প্রাণ জাগ্‌বে, কে বল্‌তে পারে? এক কথায় লক্ষপতি লালাবাবু দুর্গম প্রেমের পথকে, ভোগ বিলাস অপেক্ষা স্পৃহণীয় জ্ঞান ক'রে পথের মাঝে ফকিরী নিয়েছিলেন। ভগবান সর্ব্বদা সুযোগ অন্বেষণ করেন—জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, বক্তৃতা উপদেশ, উৎসব, গ্রন্থপাঠ, কথাবার্ত্তা, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন, আত্মচিন্তা প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে আমাদের হৃদয় মন কত সময় নব জাগরণে জেগে ওঠে, নব ভাবে উদ্বুদ্ধ হয় কেন? কে জাগায়?

প্রেমস্বরূপের এই ব্যবস্থা দুর্ব্বলকে বল দেবার জন্যে; পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাবার জন্যে তার কত আয়োজন! আমাদের পক্ষে সহজ বুদ্ধিতে সত্যের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন; কারণ, আমাদের অন্তর ক্ষুদ্রতায় আসক্ত; মহা ভাবের স্রোতের মধ্যে বাস ক'রেও, তাঁর মহিমার মধ্যে থেকেও, আমরা তা হ'তে নিজেদের বঞ্চিত রেখেছি। এই দুর্গতি দূর করবার জন্যে, মঙ্গলময়ের নিত্য সাধারণ ব্যবস্থা ছাড়া বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বিশেষ বিশেষ ঘটনাসূত্রে তিনি আমাদের অন্তরকে জাগ্রত করেন। এই উৎসব তাঁরই বিশেষ ব্যবস্থা। তাঁরই কৃপায়, এই উৎসবে আমাদের অন্তরে সত্যের পিপাসা একটু জেগেছে।

এই জাগ্রত উদ্দীপ্ত ধর্মভাব, সত্যের পিপাসা সম্বন্ধে, আমাদের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। আমাদের সাধন-হীন দীন দশা দেখে, সেই দৈন্য দূর করবার জন্যে, ভগবান কৃপা ক'রে ভাবোচ্ছ্বাসের আকারে, তাঁর শক্তি আমাদের মধ্যে প্রেরণ করেন। আমরা অনেক সময় মনে করি, এই ভাবই ধর্ম্ম জীবন—এই ভাবোচ্ছ্বাসই ভক্তি; এবং তাতেই মাতকে ডুবতে ও তৃপ্তি লাভ করতে চেষ্টা করি; এবং সেই ভাবে কিছুক্ষণ যাপন করতে পারলে, চোকে একটু জল পড়লে, মনে মনে তৃপ্তি লাভ করি যে, তবে আমার ধর্ম্মজীবন অগ্রসর হ'য়েছে,—আমার ভক্তি লাভ হ'য়েছে! এই ক্ষণিক তৃপ্তিকে যারা বরণ করে, তারা ভগবানের উদ্দেশ্য কিছু বুঝতে পারে না, এবং সেই উদ্দীপ্ত জাগ্রত মঙ্গল ভাবের সাহায্যে সত্যের পথে পদার্পণ ও অগ্রসর হওয়ার দিকে ত করে না। উদ্দীপ্ত ভাবপ্রবাহের দ্বারা যারা সত্যের সাধন-চক্র ঘুরিয়ে না নেয়, সত্যের পথে অগ্রসর না হয়—তাদের জীবনে সে-ভাব শক্তিরূপে স্থায়ী হয় না। জলের ওপরে বায়ুপ্রবাহস্পর্শে ক্ষণিক আকুঞ্চনের মত দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা শূন্যে মিলিয়ে যায়। সুতরাং আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে, এই উৎসবে আমাদের এই যে ভাবোচ্ছ্বাস, হৃদয়ের জাগ্রত ভাব শুভ আকাঙ্ক্ষা, তা ভগবানের আশীর্ব্বাদ, তাঁর শক্তি, কিন্তু ধর্ম্ম-জীবন নয়। এই ভাবের প্রবাহ থাক্‌বার জন্যে আসে না,—আমাদিগকে সত্যের পথে, প্রেমের পথে, অগ্রসর ক'রে দেবার জন্যেই এসেছে। এ ধ'রে রাখ্‌বার বস্তু নয়, এ চালাবার শক্তি, ব্রহ্মতেজ,—সাময়িক সহায়। যারা সহজে সত্যের পথে চল্‌তে পারে না, সাধন অবলম্বন করতে পারে না, তাদের জন্যে ভগবানের সহায়তা, আকর্ষণ। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত, এই অনুভূতির উদ্দীপনা, মানব-অন্তরে ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ। বহু সৌভাগ্যবশতঃ যখন তাঁর শক্তি মহাভাব-রূপে, সংকল্প বা আকাঙ্ক্ষারূপে, অন্তরে প্রকাশিত হয়, তখন আর ইতস্ততঃ করতে হয় না। [বাজ পড়ুক বল্‌তে বল্‌তে যদি সত্য বাজ পড়ে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?—মহর্ষি] তৎক্ষণাৎ সেই ভাবকে কোন নির্দ্দিষ্ট সাধনব্রত বা কাজে পরিণত হ'তে দিতে হয়, তার অনুগত হ'তে হয়। কাজে করা আর ক'রবার ইচ্ছা করা, এক নয়—ঢের তফাৎ। আমাদের শুভ সংকল্প, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি কত দুর্ব্বল! জীবনের সব কাজ বেশ চলেছে, সে জন্যে কত চিন্তা, কত পরিশ্রম, কত আয়োজন, কত ব্যয়! কিন্তু, ধর্ম্মসাধনের পথে পদার্পণ, একটা নূতন ব্রত গ্রহণ ও পালন, আমাদের পক্ষে কত কঠিন! নিতান্ত আবশ্যক বোধ করছি অথচ তা ধর্‌বার জন্যে, ক'র্‌বার জন্যে সময় সুবিধা আর হ'য়ে উঠ্‌ছে না! অমৃতজীবনের দিকে পদক্ষেপ এত কঠিন, সত্যের অনুসরণ এত কঠোর! উৎসব উপলক্ষে উদ্দীপ্ত মঙ্গল-ভাব এ পথে ভগবানের সহায়তা। এই উদ্দীপনা স্থায়ী হয় না, কিন্তু, আমরা যদি বাধা না দিই, যদি প্রাণ পেতে দিই, তা হ'লে আমাদিগকে সত্যের পথে অগ্রসর ক'রে দিয়ে যায়, পথ ধরিয়ে দিয়ে যায়, একটা গতি দিয়ে যায়। এই মঙ্গলভাব, শুভকামনাকে, এই আলোককে, কোন কাজের সঙ্গে সাধনের আকারে জীবনে যুক্ত ক'রে দেয়। এইরূপে সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস—জাগরণ—অনুপ্রাণন জীবনে অমৃতের বীজ বপন ক'রে যায়; সেই বীজ ধীরে ধীরে চরিত্ররূপে ভক্তিরূপে ফুটে ওঠে। সে কেমন?

যেমন ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবনে দেখা যায়, একবার উৎসবের সময় মনে ভাব এল, যত গরীব ব্রাহ্মিকা দুঃখে সংগ্রামে তাঁর চারিদিকে আছেন, তিনি তাদের পিতৃস্থানীয়। তিনি সেই ভাবকে ব্রহ্মের বাণী ব'লে ধর্‌লেন, নিজেকে তার অনুগত ক'রে, ব্রাহ্মিকাগণকে নিজের বাড়ীতে এনে, রেখে, উপাসনা, আশীর্ব্বাদ, আমোদ, খাদ্য বস্ত্রাদি দিয়ে তৃপ্ত কর্‌লেন, ধন্য হলেন। জীবন এগিয়ে গেল, প্রেম বাড়্‌ল।

ভক্ত প্রকাশচন্দ্র একবার অনুভব কর্‌লেন, চাকরী ক'রে যে বেতন পান, তা তো ভগবানের দান, তাঁকে নিবেদন ক'রে দিয়ে, তাঁর ইচ্ছামত ব্যয় করতে হবে। এই ভাবটিকে প্রেরণা ব'লে গ্রহণ কর্‌লেন। নিজেকে দিলেন, ব্রত গ্রহণ কর্‌লেন, প্রতি মাসে বেতন পেয়ে পূর্ণ উপাসনার সময় ভগবানকে তা দিয়ে তাঁর দানস্বরূপ নিয়ে তবে খরচ করেন। এই ব্রত পালন কর্‌তে গিয়ে, তাঁকে কোন সময় সপরিবারে উপবাস কর্‌তে হয়েছে।

গ্রাম্য বালিকা ব্রহ্মময়ী, ১৫ বৎসর বয়স, দুখানা চটি বই প'ড়ে বুঝ্‌লেন ঈশ্বর পুতুল হ'তে পারেন না, মূর্ত্তিপূজা ঠিক নয়। যেই বোঝা অমনি মূর্ত্তিপূজো ত্যাগ। বাড়ীতে ষষ্ঠীপুজো, দুর্গোৎসব,

তাতে যোগ না দেওয়ার জন্যে ঘোর অত্যাচার, তিরস্কার, নিন্দা, কিন্তু অটল। তারই ফল শ্রদ্ধেয় প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়।

ভগবানের প্রকাশ, ভগবানের সহায়তা, তাঁর বাণী, তাঁর আহ্বান ও আকর্ষণ সর্ব্বদা সকলের জন্যে বর্ত্তমান, তাঁরা ধন্য, যাঁরা স্বভাবতঃই তাঁকে দেখে', তাঁর বাণী শুনে', তাঁর প্রেরণার অনুগত হ'য়ে চলেন। আমরা তা পারি না—আমরা তাঁকে দেখেও দেখি না, তাঁর বাণী শুনেও শুনি না। আমরা সহজে অনুগত হ'তে পারি না। তবুও তিনি ডাকেন—মহৎভাবের উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে তিনি আকর্ষণ করেন; সেই উদ্দীপ্ত পবিত্র ভাবের অনুগত হ'য়ে, যদি সত্যের পথে অগ্রসর হই, তা হ'লে, সেই পদক্ষেপ বাহ্যতঃ মরণ-সঙ্কুল হ'লেও, অমৃতময় হবে। ভগবান কৃপাময়, তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা এই উৎসবের মধ্যে তাঁর প্রেরণার অনুগত হই, তাঁর প্রেরণাকে যেন সাধনে এবং কাজে লাগাতে পারি—ব্যর্থ হ'তে না দিই।

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় "সাধন" বিষয়ে আলোচনা। গুরুদাস চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রার্থনান্তে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আলোচনা উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ও শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ আপনাদের বক্তব্য বলিলে সভাপতি স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সভা ভঙ্গ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্তের প্রবন্ধটি নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

'সাধন' ব্যাপারটাকে 'প্রসঙ্গে' পরিপাক করা যায় না। 'প্রসঙ্গ'—আলোচনা—যতই প্রচুর হউক না কেন, তাতে সাধনের সার্থকতালাভ হয় না। ধনলাভের পাকা রাস্তা সাধন; জগতের বড় বড় মহাজনেরা সাধনপথেই নিজেদের মূলধন বাড়িয়ে অমূল্য ধনে ধনী ও ধন্য হয়েছেন। সাধন না ক'রেই কিছু পাওয়ার আশা করা মানসিক ও আধ্যাত্মিক চুরি করা। কিছু দেব না, অথচ পাব—এ ত ঠিক কথা নয়। এই সোজা কথাটা মনে থাক্‌লে মানুষ সাধন না ক'রে কিছু চায় না। যদি কেও বিনা সাধনে ধর্ম্মলাভ—চরিত্রলাভ—কর্‌তে চায়, তাহ'লে বুঝ্‌তে হবে তার অবস্থা স্বাভাবিক নয়।

কেবল সাধন করিলেই হবে না। "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল"—এ কথাও মনে রাখ্‌তে হবে। "ভোলা মনকে কে বোঝাবে? সে বাবলা গাছ লাগিয়ে তাতে আঙ্গুর পেতে চায়—তা কেমন ক'রে পাবে?"

"বোয় ববুল, দাখ ফল চাহৈ
সো ফল কৈসে পাবৈ!

পরম ধন, নিত্য ধন লাভের জন্যে যে সাধন, তার নাম ধর্ম্ম-সাধন। সমস্ত জীবনের বিনিময়েই সে অমূল্য রত্ন পাওয়া যায়। ইতিহাস তার সাক্ষী। ব্রাহ্মধর্ম্মবিধানে এই সত্য আরও স্পষ্টতর হয়েছে। জীবনটাই ধর্ম্ম—সমস্ত কাজই সাধন। জীবনটাকে ধর্ম্মের অনুগত করা, সকল কাজে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হওয়া, ধর্ম্মসাধন। এক কথায় ধর্ম্ম-সাধন হ'য়ে গেল! কিন্তু, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা জান্‌তে হবে, এবং সেই ইচ্ছার অনুগত হ'তে হবে—এই দুটি ক্রিয়া সম্পন্ন হ'লে "সাধন" হবে। আবার, ঈশ্বরের ইচ্ছা জান্‌তে হ'লে, তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়া চাই, তাঁর কথা শোনা এবং বোঝা চাই। আবার, ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয় দেখা সাক্ষাতের জন্যে, প্রস্তুত হ'তে হয়; নিজে কিছু হ'তে হয়; শুদ্ধ হ'তে হয়—জীবনটাকে শুদ্ধ কর্‌তে হয়। কাজকর্ম্ম, ব্যবহার, শরীর মন—সব শুদ্ধ কর্‌তে হয়, চেষ্টা কর্‌তে হয়। এই চেষ্টা—যথাশক্তি যোল আনা চেষ্টা—সাধন। এক আনা কম চেষ্টা কর্‌লে, তাকে সাধন বলে না, তা ব্যবসাদারী। আমরা প্রায় ব্যবসাদারী করি, সাধন করি না, তাই এই দুর্দ্দশা।

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দলের বড় প্রভাব—সকলকে এক দর মান্‌তে হয়। সাধনক্ষেত্রেও দলের বড় প্রভাব। ভেজাল-মেশানো দলে থাক্‌লে যোল আনা খাঁটি সাধন করা বড় কঠিন। চলনসই হ'লেই সন্তুষ্ট। ছোট খাট দোকানে, বাজারে, আমাদের মধ্যে চলেও, বড় Bankএ মেকী ধরা পড়ে। বিশ্বপতির নিত্য Bankএ, চরিত্রের Bankএ, মেকী সাধন ধরা পড়ে; কোন মতেই ফাঁকি দেবার যো নাই। খাঁটি আধলাটিরও স্থান আছে, কিন্তু মেকী মোহরের স্থান নাই।

আত্মপরীক্ষা, সাধকদলের সহায়তা, যোল আনা চেষ্টা, পবিত্র অন্তরে পবিত্রস্বরূপকে দেখা, তাঁর ইচ্ছা জানা, এবং সেই ইচ্ছার অনুগত হওয়া—সাধন। ভগবান করুন, এই সাধনে যেন আমরা তৎপর হ'তে পারি।

সায়ংকালে 'সঙ্গত সভায়' উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় "নবযুগে ভক্তির আদর্শ" বিষয়ে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) বুধবার—

প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। অদ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন, ১০ই পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্রের পরলোকগমন দিন, আবার কাল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ আসিয়াছে, ইহার উল্লেখ করিয়া আমাদের উৎসবের সঙ্গে যে ক্রমে মৃত্যু ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইয়া উঠিতেছে এবং 'মৃত্যুই যে অমৃতের সোপান,' বিশেষভাবে অদ্যকার দিনে স্বভাবতঃই তাহা মনে হইতেছে—এই কথা বলিয়া তিনি উদ্বোধন করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

আমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই যে, আজ কাল আর উৎসব পূর্ব্বের ন্যায় জমাট বাঁধে না—সেরূপ প্রাণপ্রদ উচ্ছ্বাসের প্লাবন, আকুল ক্রন্দনের রোল, জীবন্ত অনুপ্রাণন ও প্রেমোন্মত্ততা আর দেখা যায় না। এ কথা যে বহু পরিমাণে সত্য তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমময় উৎসব-দেবতার করুণা যে আমাদের জন্য সমভাবেই রহিয়াছে, তাঁহাতে ত কিছু

মাত্র সন্দেহ নাই। তবে এরূপ হয় কেন? একটি কারণ সহজেই আমাদের চক্ষে পতিত হয়—পূর্ব্বে যেরূপ নানা স্থান হইতে আকুলপ্রাণ ভক্ত ও সাধকগণ এখানে সমবেত হইতেন, এখন তাহার নিতান্তই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা সমবেত হন তাঁহাদের মধ্যেও যদি যথেষ্ট ভক্তি ও ব্যাকুলতা থাকিত, তবে নিশ্চয়ই সহজে, অন্ততঃ বহুল পরিমাণে, উক্ত ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইত। যদিও অধিকাংশ সময়ই আমাদের গৃহ লোকে পূর্ণ থাকে, তথাপি তাহার মধ্যে সরলপ্রাণ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির সংখ্যা যে খুব বেশী নয়, ব্যাকুলতাহীন উদাসীন সংসারাসক্ত লোকের সংখ্যা যে যথেষ্টই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোকও যে না থাকে এমন নহে। নানা জনে নানা ভাব লইয়া এখানে উপস্থিত হয়। বাহিরের লোকের সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা অন্তরে অন্তরে কি ভাব লইয়া উপস্থিত হই, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব। শ্রীবাসের শাশুড়ীর উপস্থিতি কীর্ত্তন জমিবার পক্ষে কিরূপ বাধা জন্মাইয়াছিল, সে আখ্যায়িকা আমরা সকলেই জানি। তাহার মধ্যে যে একটা গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নানা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতের মধ্যে একটিও যদি বেসুরে বাজে, একটাও discordant note থাকে, তবে সমস্ত মিল (harmony) নষ্ট হইয়া যায়। যে সমবেত উৎসবের সফলতা ও গভীরতা সকলের সম্মিলনের উপর নির্ভর করে, সেখানে দুই চারিজনের শুষ্কতা এবং উদাসীনতাও যে বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই যদি বেশী হয়, তবে যে কি অবস্থা হইবে তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। অপর দিকে ভক্ত অথবা ব্যাকুলপ্রাণ প্রার্থনাপরায়ণ লোকের সংখ্যা যদি সেই অনুপাতে অধিক হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রভাবে উহার কুফল নিশ্চয়ই বহু পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। অনেকে আচার্য্য বাছিয়া মন্দিরে আসেন। তাঁহারা বলেন অনুপযুক্ত আচার্য্যের উপাসনাতে যোগদান করিয়া উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই অধিক হয়। ইহার মধ্যে যে কোনও সত্য নাই, এরূপ বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, মণ্ডলী যদি ব্যাকুল প্রার্থনা ও ভক্তিতে পূর্ণ হন, তবে তাঁহারা অনুপযুক্ত আচার্য্যকেও প্রভাবান্বিত করিয়া উপযুক্ত করিতে পারেন। এবং প্রত্যেক উপাসকের এরূপ ভাব লইয়াই আসা উচিত; এরূপ ক্ষেত্রে আচার্য্যের জন্য প্রার্থনা করাই কর্ত্তব্য। সম্মিলিত উপাসনায় সকলেই পরস্পরের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই যে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা স্মরণে রাখিয়া সকলকেই আকুল প্রার্থনা ও সরল শুভাকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরস্পরের সাহায্য করিতে হইবে। এই সরল ব্যাকুল প্রার্থনা কখনও ব্যর্থ হয় না। মহর্ষির জীবনের ইহাই প্রথম শিক্ষা। তিনি কিরূপ ব্যাকুল হইয়া বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, নদীতে সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, তাহা আমরা সকলেই জানি। যে ব্যাকুলতায় সূর্য্যের কিরণ কাল দেখায়, তাহা কত প্রবল, আমরা কি সে ধারণা করিতে পারি? এই ব্যাকুলতার ফলে তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা ত পাইয়াছিলেনই, যাহা চাহেন নাই তাহাও পাইয়াছিলেন, আত্মজীবনীতে সেই কথাই বারম্বার বলিয়াছেন। তাঁহার জীবনের আর একটি শিক্ষা এই যে, তিনি সত্যকে পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবনের ওরূপ প্রভাব হইয়াছিল, সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার না হইলে আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি, চেষ্টা যত্ন আয়োজনাদি দ্বারা আমরা কখনও সরসতা ও জীবন্ত ভাব আনয়ন করিতে পারি না। বরং আমাদের নিজ ইচ্ছার অতিরিক্ত পরিচালনা (too much dircetion of the will), আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত করিবার জন্য কৃত্রিম উপায়ের অবলম্বন, পাওয়া অপেক্ষা দেওয়ার জন্য অধিকতর ব্যস্ততা ও প্রয়াস, বিপরীত ফলই প্রসব করে। ঋষি ইমার্সন বলিয়াছেন Everywhere I am hindered of meeting God in my brother, because he has shut his own temple doors and merely recites fables of his brother's or brother's brother's God—অনেক সময় আমি এই কারণে ভ্রাতার মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভে বাধাপ্রাপ্ত হই যে, তিনি আপনার মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া শুধু তাঁহার ভ্রাতার অথবা ভ্রাতার ভ্রাতার ঈশ্বরের কাল্পনিক আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক শুনা কথায় বা শাস্ত্রবাক্যে জীবন দিতে পারে না। সেই জীবনস্বরূপই জীবন দিতে পারেন; আমাদের মধ্য দিয়া যখন শুধু তিনিই প্রকাশিত হন, তখনই সমস্ত জীবন্ত ও সরস হইয়া উঠে। তাই ঋষি ইমার্সন বলিয়াছেন—আমাদের একমাত্র কাজ to let the soul have its way through us—আমাদের মধ্য দিয়া পরমাত্মাকে (আপনার ভাবে) প্রকাশিত হইতে দেওয়া। আমরা আমাদের পাপ মলিনতা, উদাসীনতা সাংসারিকতা, অহঙ্কার স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার প্রকাশে বাধা জন্মাই। স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়াই আলোক ঠিক ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। অস্বচ্ছ পদার্থ অথবা মলিন বা রঙ্গীন কাচের মধ্য দিয়া আলোক ভাল করিয়া বাহির হইতে পারে না, আর বাহির হইলেও বিকৃত হইয়াই বাহির হয়। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মিলও থাকে না, সকল পৃথক পৃথকই দেখা যায়। উক্ত অবস্থায় আলোক অপেক্ষা মধ্যবর্ত্তী বস্তুগুলিই অধিকতর স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। নির্ম্মল স্বচ্ছপদার্থের মধ্য দিয়া যে আলোক বাহির হয়, তাহা অতি উজ্জ্বল ও একই রকমের, তাহাদের সকলের মধ্যে যেরূপ একতা ও মিল আছে, তেমনি সেই উজ্জ্বল আলোকে অপর বস্তু ডুবিয়া যায়, আলোক ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, তাহা হইতে কোনও ছায়াপাতও হয় না। আলোকরেখা যখন বক্র ভাবে পতিত হয়, তখনই ছায়া উৎপন্ন করে; কিন্তু মধ্যাহ্নরবির কিরণ যখন সরল ভাবে মস্তকোপরি পতিত হইয়া সমস্ত আলোকে প্লাবিত করিয়া দেয়, তখন আর ছায়া উৎপন্ন হয় না। কাজেই আমাদের জীবনের ছায়া পতিত হইয়া যখন অন্ধকার উৎপন্ন করে, অপরের অশ্রদ্ধা জন্মায়, তখন বুঝিতে হইবে আমরা নিজেই ঠিক অবস্থায় নাই, আমরা সরল ভাবে তাঁহার আলোক গ্রহণ করিয়া, তাঁহার প্রকাশে আপনাকে ডুবাইতে পারি নাই—অন্যের দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কোনও কারণ নাই। আমার মধ্যে অন্ধকার কারণ থাকিলে,

অপরের মধ্যে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবেই। সে জন্য কাহারও উপর দোষারোপ করা উচিত নহে; অশ্রদ্ধার ভাব পোষণের দ্বারা তাহার নিজেরই অধিক অনিষ্ট হয় বলিয়া দুঃখানুভব করা এবং আপনার ত্রুটি দেখাই কর্ত্তব্য। আর এই অবস্থা নিবারণ করিতে হইলে এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কতটুকু, তাঁহার উক্ত প্রকার প্রকাশ কোন অবস্থায় সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা ভুলিয়া আপনার সাধন ভজনের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করিয়া, কোনও অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বনদ্বারা সিদ্ধিলাভের প্রয়াস যে বৃথা, তাহাও বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখিতে হইবে। আমাদের কোনও চেষ্টা যত্ন সাধন ভজনের উপর তাঁহার প্রকাশ নির্ভর করে না। স্বপ্রকাশ দেবতার প্রকাশ তাঁহারই করুণার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। মহর্ষি গাহিয়াছেন—"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্.***দর্শনস্য দর্শনেন ন মনোহি নির্ম্মলং, বিবিধশাস্ত্রশ্রবনেন ফলতি ভাত কিং ফলং।" ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বিদ্যা বুদ্ধি বা সাধনভজনের অহঙ্কারে যে কেবল কোনও ফল হয় না তাহা নহে, কুফলও হয়। লণ্ঠনের সলিতা যখন বাহির হইয়া পড়ে, তখন যে শুধু আলোকটা উজ্জ্বল হয় না তাহা নহে, উহা হইতে ধূম নির্গত হইয়া অল্প সময় মধ্যে সকল মলিন ও অন্ধকারময়ও করিয়া ফেলে। মহর্ষিদেব গভীর ভাবেই সাধন ভজনে নিযুক্ত ছিলেন, অথচ তিনি আত্মজীবনীতে বারম্বার ব্রহ্মকৃপার কথাই বলিয়াছেন। কেবল যে প্রথম দর্শনে তিনি অযাচিতভাবে কৃপা করিয়াছিলেন তাহা নহে, চিরকাল তিনি প্রার্থনারও অতীত দান দিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন, এই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আর একটি শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাঁহার সাধন-প্রণালীর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিক কৃত্রিমতা ছিল না, তিনি চিরকাল সরল স্বাভাবিক পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন—এই প্রার্থনা আরাধনা ধ্যানই অবলম্বন করিয়াছেন। দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যাকুল প্রার্থনাকে সকল কালে সকল দেশের ধর্ম্মসাধকগণই প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, কেবল ব্যাকুল প্রার্থনার বলে তিনি প্রকাশিত হন, নতুবা তিনি প্রকাশিত হন না, এরূপ মনে করিলে আমরা মহা ভ্রমেই পতিত হইব। প্রেমময় স্বপ্রকাশ দেবতা আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্যই সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন। হৃদয় প্রার্থনার অবস্থায় থাকিলে আমরা সহজে সে প্রকাশ গ্রহণ করিতে পারি, আর তাহা না হইলে উহা গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু আমরা আপনা হইতে সেরূপ প্রার্থনার অবস্থায় না থাকিলে যে কখনই তিনি প্রকাশিত হন না, এমতও নহে। তাহার পরিচয় সকল জীবনেই পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ সময়ই যে বঞ্চিত থাকিতে হয়, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া অনেক প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ বা প্রার্থনা ও সাধনাদ্বারাও আমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারি না। প্রকৃত কথা, প্রার্থনা করিতে হয় না, হইতে হয়—উহা প্রাণের একটা অবস্থা। আরাধনা প্রভৃতি সকল সাধন সম্বন্ধেই সেই কথা—আরাধনা সাধন করিবার বিষয় নহে, জীবনে সাধিত হইবার বিষয়, প্রেমময় পরম স্বামীর মধুর স্পর্শে যখন হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, হৃদয়হইতে কৃতজ্ঞতা ও মহিমাকীর্ত্তনের ধ্বনি উত্থিত হয়, তখনই আরাধনা হয়, উপাসনা হয়। ধর্ম্ম করিবার বিষয় নহে, হইবার বিষয়; ধর্ম্ম কতকগুলি কার্য্যে বা অনুষ্ঠানে আবদ্ধ নহে—সমস্ত জীবনই তাঁহার দ্বারা অধিকৃত ও চালিত হওয়া, তাঁহার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হওয়া, তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগত হওয়া, তাঁহার প্রকাশে উজ্জ্বল হওয়া, চাই। একমাত্র তাঁহাকেই সর্ব্বতোভাবে জীবনে কার্য্য করিতে দিতে হইবে, কোনও প্রকার কর্ত্তৃত্ব করিতে গেলে নিজের কারিকুরি প্রকাশ করিতে গেলে আর ইহা সম্ভবপর হয় না। সাধন ভজনটা কৃত্রিম কসরৎ নয়, সরল সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের এক মাত্র কার্য্য সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকা, হৃদয় পাতিয়া রাখা, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাতে অর্পণ করা—আপনি মরিয়া জীবনদেবতাকে জীবন্ত ভাবে আপনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে দেওয়া। বীজ না মরিলে গাছ হয় না, সাংসারিক জীবন, স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মকর্ত্তৃত্বের জীবন, না মরিলে ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠে না—"আমি"না মরিলে "তিনি" প্রকাশিত হন না। তাই আমরা দেখিতে পাই "মৃত্যু সে অমৃতের সোপান" কথাটা শুধু শারীরিক ভাবেই সত্য নয়—শারীরিক মৃত্যু আমাদিগের নিকট অমৃতরাজ্যের বার্ত্তা আনিয়া, তাহার আভাস দিয়া, সে লোকের জন্য প্রস্তুত করে, শুধু এই কথাই সত্য নয়; তাহা আধ্যাত্মিক ভাবেও সত্য,—আধ্যাত্মিক জীবনেও আমিত্বের মৃত্যু ব্যতীত অমৃতত্বে যাওয়া যায় না। এই ভাবে আমরা প্রত্যেকে যদি আপনার সকল কর্ত্তৃত্ব ও অহংকার পরিত্যাগ করিয়া, সরল সহজ ভাবে আপনাদিগকে তাঁহার হাতে অর্পণ করি, আমাদের জীবনে একমাত্র সেই প্রেমময় উৎসব-দেবতাকেই কার্য্য করিতে দেই, একমাত্র তাঁহাকে পাইবার ও তাঁহার হইবার জন্যই সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের উৎসব সরস ও জীবন্ত হইবে, সকল দুঃখ দৈন্য, শুষ্কতা মলিনতা, অপ্রেম অমিল বিদূরিত হইবে—আমরা সকলেই নব জীবন লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব। করুণাময় পিতা আমাদিগকে সে ভাবে প্রস্তুত করুন। তিনিই আমাদের জীবনে সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সায়ংকালে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্মৃতি সভা—তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও সভাপতি বক্তৃতা করেন।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

যদি দেখা যায় কোন ব্যক্তি নিয়মিতরূপে আহার গ্রহণ করিতেছে, অথচ তাহার শরীর সবল না হইয়া দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শরীরে

নিশ্চয়ই কোন রোগ হইয়াছে। কেন না রোগ থাকিলে আহার-গ্রহণদ্বারা শরীর পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধেও সেই নিয়মই দেখা যায়। আমরা যতদিন কোন প্রকার পাপকে হৃদয়ে পোষণ করি, তত দিন উপাসনা, সদালোচনা বা অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান জীবনকে সতেজ ও সবল করিতে পারে না। রোগ পুষিয়া রাখিলে যেমন অচিরে শরীর তাহার বিষময় ফল ভোগ করে, আমাদের আত্মার পক্ষেও তাহাই দেখা যায়। আমরা আত্মপরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে, আমরা উপাসনা করিতেছি, সাধু সজ্জনের নিকট অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিতেছি, যেখানে দশ জন সদালোচনায় মিলিত হইতেছেন সেখানেও যাইতেছি; লোকের চক্ষে আমরা ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া পরিচিত হইতেছি। বৎসর বৎসর কত উৎসব আসে, করুণাময় পরমেশ্বরের কত অযাচিত কৃপা সম্ভোগ করি। তাঁহার কৃপায় প্রাণে কত আশা, আনন্দ ও বল পাই। তথাপি আবার এমন সময় আসে যখন নিজের দিকে তাকাইয়া দেখি, জীবন অধিক অগ্রসর হয় নাই। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই রহিয়াছি। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, আমরা উপাসনাদি করি, ভগবানের নাম করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-বিরোধী অনেক ভাবও পোষণ করি। তাহাতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে। ঈশ্বরকে বলা হয় Jealous God, অর্থাৎ ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর। তিনি চান মানুষের ষোল আনা হৃদয়। আমরা কি তাহা দিতে পারি? আত্মানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, হৃদয় কত আবর্জ্জনাতে পূর্ণ; ভিতরে কত রোগ সযত্নে পোষণ করিয়া রাখিতেছি। তাই জীবন আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না।

একটি গল্প অনেকেই শুনিয়াছেন। দুই ব্যক্তি তীরে একটা খুটির সঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া কোনও স্থানে গমন করে। সেখান হইতে মাতাল হইয়া নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নৌকা চালাইবার উদ্দেশ্যে দাঁড় বাহিতে আরম্ভ করে। তীরে খুটিতে যে নৌকা বাঁধা রহিয়াছে তাহা তাহাদের জ্ঞান ছিল না। মাতালদ্বয় সারারাত্রি নৌকা বাহিল। রজনী অবসানে দেখিল যে নৌকা যেখানে ছিল সেখানেই বাঁধা রহিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধেও কি অনেক সময় এইরূপই দেখা যায় না? জীবনতরী কঠিন রজ্জুদ্বারা, কাহারও বা ধনের সঙ্গে, কাহারও মানের সঙ্গে, কাহারও বা নানা প্রকার পাপের সঙ্গে, বাঁধা রহিয়াছে। সেই বন্ধন না খুলিয়া দাঁড় টানিলে কি হইবে? তোমার নৌকা যেখানে ছিল, সেখানেই থাকিবে। আগে ঐ বন্ধন কাট, তবে তোমার দাঁড় টানা সার্থক হবে। বাধা সকলের পক্ষে এক রকম নয়। জীবনতরী কাহার কোথায় বাঁধা রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করা তত কঠিন নয়। কিন্তু বন্ধন ছিন্ন করাই কঠিন। জীবনপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে সর্ব্ব প্রধান বাধা অশুদ্ধতা। দর্পণে ময়লা থাকিলে যেমন তাহাতে মুখ দেখা যায় না, তেমনি চিত্ত মলিন থাকিলে পুণ্যময় পরমেশ্বরের প্রকাশ লাভ করা যায় না। পাপের কথা দূরে থাক, মনে পাপের ইচ্ছা বা চিন্তা থাকিলেও ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রাখা যায় না। সঙ্গীতে আছে "প্রেম-ধনে যদি পাবে, পাপের বাসনা ছাড় রে তবে।" তাঁহাকে পাইতে হইলে পাপের বাসনা ছাড়িতে হইবে। অশ্রদ্ধাও একটি বড় বাধা। যত দিন অন্তরে প্রতি শ্রদ্ধার অভাব থাকে, ততদিন কাহারও কাছে মাথা নত করা যায় না। মাথা নত করিতে না পারিলে ভক্তি-ধন লাভ করা যায় না। অন্যকে শ্রদ্ধা করিতে না পারিলে অন্যের নিকট হইতে কিছু লাভ করা যায় না। এই অশ্রদ্ধারূপ ব্যাধি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে কি বিষম দুর্গতি-ই না আনয়ন করে! ভক্ত গাহিয়াছেন, "যে জন তৃণের সমান হবে, প্রেমতত্ত্ব সে জন জানিবে।" অশ্রদ্ধা থাকিতে প্রেমধন লাভ করিবার উপায় নাই। এই অশ্রদ্ধার সঙ্গে আবার অহঙ্কার জড়িত থাকে। ইহা যে মানুষের ধর্ম্মজীবনের কি ভীষণ শত্রু, তাহা আমরা সকলেই জানি। ইহা নানা আকারে আমাদিগের অনিষ্ট করে। ইহার হাত হইতে মুক্তি লাভ করা বড় কঠিন। একটি পুরাতন সঙ্গীতে ভগবানের উক্তিরূপে গীত হইয়াছে "আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে, যদি ডাকে সে একবার আমায় প্রাণে। কিন্তু অহঙ্কারী পাপী যারা, আমার দেখা পায় না তারা, দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে।"

ভগবানকে পাইতে হইলে, তাঁহার সন্তান সন্ততিকে ভালবাসিতে হইবে, সকলকে শ্রদ্ধা দিতে হইবে, সকলের নিকট নত হইতে হইবে, ভগবানের দ্বারে আসিয়া দীনের বেশে দাঁড়াইতে হইবে। অহঙ্কৃত মস্তক লইয়া তাঁহার দ্বারে প্রবেশ করা যায় না। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন "দীনাত্মারা ধন্য, কেন না স্বর্গরাজ্য তাহাদের জন্য।" প্রকৃত ধর্ম্মধন লাভ করিতে হইলে, ঈশ্বরকে পাইতে হইলে, অহঙ্কারকে বিনাশ করিয়া দীন হীন কাঙ্গাল হইতে হইবে।

আর একটা ভয়ানক শত্রু, অপ্রেম। এই অপ্রেমের জন্য আমাদের যে কত অনিষ্ট ঘটে তাহা আমরা কি জানি না? প্রেমের অভাবে আমাদের গৃহ পরিবার শ্মশানে পরিণত হয়, সমাজ মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া পড়ে। অপ্রেম থাকিতে প্রেমময় পিতার প্রসন্নমুখ দেখা যায় না। পিতাকে ভালবাসিতে হইলে তাঁহার সন্তান সন্ততিকে ভালবাসিতেই হইবে। তুমি পিতার সেবা করিতে চাও, তবে ভাই ভগ্নির সেবা কর। তাহাতে পিতা সন্তুষ্ট হইবেন। পিতাকে সেবা করিবে, তাঁহার সন্তানদিগকে ভালবাসিতে পারিবে না, তাহা হইবে না।

আজ এই উৎসব-ক্ষেত্রে আসিয়া নানা বাধার কথা বলিতেছি এই জন্য যে, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়া দরকার। এক বার আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার আমরা কে কোথায় আপনাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। এই উৎসবে আসিয়া সকল রিপুকে উৎসব-দেবতার চরণে বলি দিতে হইবে; সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে, তাঁহার চরণে কাতর ভাবে বলভিক্ষা করিতে, হইবে। সকলে তাঁর চরণে আত্ম-নিবেদন করি তিনি আমাদের সকল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের সহায় হউন। তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে যাঁহার যে বাধা আছে তাহা তিনি দূর করিয়া দিন। তাঁহার কৃপাতে আমাদের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাক্। সকল জীবনে তাঁহার জয় হউক।

সায়ংকালে 'তত্ত্ববিদ্যা সভায়' উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ "যোগসাধন—প্রাচীন ও নবীন" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) শুক্রবার—
প্রাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ঈশ্বরের সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ হয়, তাহাই আজ নিবেদন করিবার ইচ্ছা।

ঈশ্বরের করুণা দেখিয়া ও সম্ভোগ করিয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা মানবের প্রাণে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু প্রথমে এ পথ বড় কঠিন বলিয়া মনে হয়। তিল তিল করিয়া আপনাকে দান করা, বিন্দু বিন্দু করিয়া রক্তপাত করা, বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ যখন মানুষ ঈশ্বরের অনুগত হইয়া কিছু ছাড়িতে বা করিতে পারে, তখন সে সময়ে সময়ে গর্ব্ব অনুভব করে। কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় বুঝা যায় যে, এ দুইটি বিষয়েই আমরা ভ্রম করিয়া থাকি। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে গিয়া আমাদের যাহা ছাড়িতে হয় বা করিতে হয়, তাহাতে আমরা বিনাশের পথ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত জীবনের পথ অবলম্বন করি, শান্তি আনন্দ ও স্বর্গীয় জীবন লাভ করি। কিন্তু যাহা ছাড়ি বা করি তাহার প্রতিদানে ঈশ্বর জীবন করুণায় ভরিয়া দেন। ইহা পাইলে আর আত্মসমর্পণ কঠিন বলিয়া মনে হয় না। মানুষ বলিয়া উঠে, "কি তুচ্ছ জিনিষ, প্রভু, তোমার জন্ম ছাড়িলাম, যাহাতে তুমি এত আশীর্ব্বাদে জীবন ভরিয়া দিলে!" সে দেখে যে তাহার গর্ব্বিত হইবার কিছু নাই। যাহা সে ছাড়িল তাহা অকল্যাণের পথে লইয়া যাইত, তাহার প্রতিদানে সে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও নৈকট্য লাভ করে।

মানব ঈশ্বরের চরণে আপনাকে দাসরূপে সমর্পণ করে। দাসত্বে বড় আরাম ও শান্তি আছে। প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই দাসের জীবনে ও সকল বিষয়ে প্রতিপালিত হইবে, দাসের অনুযোগ করিবার বা প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই। আমার শরীর মন পরিবার সকল তাঁহারই। তিনি যদি টুকরা টুকরা করিয়া আমার মাংসসকল কাটিয়া লন, আমার বলিবার কিছু নাই; কারণ, এ সকল তাঁহারই। কিন্তু পরে বুঝা যায় ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ঠিক এরূপ নহে। প্রথমতঃ তিনি যাহা কিছু জীবনে বিধান করেন, সকলই আমার কল্যাণের জন্ম। তিনি তাঁহার অজ্ঞেয় ইচ্ছার দ্বারা আমাকে শাসন করেন না, বরং তাহার সকল লীলা আমার প্রতি স্নেহ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে প্রসূত। মানবের কল্যাণ সুখে সম্পদে নহে, কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বর্গীয় জীবনে। তিনি দুঃখ শোক ব্যর্থতা দিয়া, সাংসারিক জীবন ভাঙ্গিয়া, যদি তাঁহার চরণের স্পর্শ দেন এবং অনন্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃত জীবন আমাদের মধ্যে সঞ্চার করেন, তবে জীবনের তাহাই কল্যাণ। তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন ও আমাদের এই মঙ্গলময় জীবন দান করিতে চাহেন। দ্বিতীয়তঃ আমরা তাঁহার নিকট দাস রূপে যাই বটে, কিন্তু তিনি আমাদিগকে বন্ধু ও সখারূপে বক্ষে ধারণ করেন। কেবল আদেশ নহে, কেবল শাসন নহে, কিন্তু তাঁহার বাণী, তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা, মানবের জন্ম তাঁহার প্রেম ও শুভাকাঙ্ক্ষা, বিশ্বে তাঁহার চিন্তা, তিনি আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর আমাদিগের সহিত মধুর প্রেমের সম্বন্ধ সখিত্ব স্থাপন করিতে চাহেন।

কিন্তু কেবল ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মানব তৃপ্ত হইতে পারে নাই, মানব অপরের কল্যাণের জন্ম ব্যাকুল হইয়াছে। ইহার বহু দৃষ্টান্ত আমরা অনেকেই জানি। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মে "অর্হত" যাঁহারা তাঁহারা নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের নির্ব্বাণ কেবল আপনাতে বদ্ধ—ইহারা হীন শ্রেণীর সাধক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা "বুদ্ধত্ব" লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার মুক্তিতে তৃপ্ত নহেন, জগতের মুক্তির জন্ম ব্যাকুল ও সচেষ্ট। ইহারাই প্রকৃত উচ্চশ্রেণীর আত্মা। কেন বিধাতা মানব-অন্তরে অপর-অভিমুখী আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন, তাহার অর্থ বুঝা আবশ্যক। ঈশ্বর আমাদিগকে ছোট রাখিতে চাহেন না, তিনি আমাদিগকে বিশাল করিয়া বিশ্বে একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। মানুষ ভূমির প্রাচুর্য্যে, জনবলে বা অর্থবলে বড় হয় না। হৃদয়ের প্রেমের দ্বারাই সে বড় হয়। প্রেমদ্বারা সে সমগ্র বিশ্বকে আপন হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে। আপনার মান অপমান, স্বার্থ সর্ব্ব তুচ্ছ করিয়া সকলের প্রতি প্রেম ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিলে মানুষ বিশাল হয়। কিন্তু এই কল্যাণাকাঙ্ক্ষা মানবের পুণ্য আধ্যাত্মিক জীবন, আর সকল ইহার নিকটে তুচ্ছ। এই ভাবে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ঈশ্বর যেমন একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, তেমনি আমাদিগকে বিশাল করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু এই যোগ কেবল এই পৃথিবীতেই আবদ্ধ নহে। যাঁহারা পরলোকে তাঁহাদের সহিতও এই যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র "ব্রাহ্মসমাজের কাজ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীমতী ক্ষীরোদ-কুমারী ঘোষ উক্ত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

৯ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) শনিবার—
প্রাতে মন্দিরে ব্রাহ্মিকাগণের উৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্তা কামিনী রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন ও নিম্নলিখিত রূপে উদ্বোধন করেন:—

সমবেত ব্রহ্মকন্যাগণ, আজ এই ব্রহ্মমন্দিরে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, যিনি আমাদের সকলের উপাস্য দেবতা তাঁহাকেই পূজা করিতে আসিয়াছি; তাঁর চরণে আমাদের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে আসিয়াছি। আপনাদের দ্বারা আদিষ্ট হ'য়ে, আমাদের সকলের কথিত ও অকথিত আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চরণে নিবেদন করিতে আসিয়াছি। আমি কেবল কথা কহিয়া কাহারও মনোরঞ্জন করিব, এ অভিপ্রায়ে আসি নাই। কথা উপাসনা নহে। আপনারাও কথা শুনিতে আসেন নাই। আত্মার দ্বারা আত্মার উপাসনা। সে কোন মন্ত্রের আবৃত্তি নয়, কবিত্বপূর্ণ কথা নহে, সে যে পরমাত্মার নৈকট্যবোধ, সে যে দেবতার নিকট পূজকের উপবেশন, সে যে তাঁহাকে অল্পক্ষণের জন্যও প্রাণের মধ্যে পাওয়া। আপনার মধ্যে, সমবেত সকলের মধ্যে, অতি আপনার বলিয়া অনুভব করা।

আজ এই পূজাস্থলে, এই উৎসবক্ষেত্রে, আমি আপনাদেরই

একজন, জগজ্জননীর একটি দীন সন্তান। কিন্তু তাঁর সন্তান বলিয়াই নিজকে অবজ্ঞা করিতে পারিতেছি না। আপনাদের মুখে তিনি আমাকে ডাকিয়াছেন, এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করিতে গিয়াও তাহা পারিলাম না; নিজের অযোগ্যতার জ্ঞান সত্ত্বেও আপনাদের সঙ্গে এই মন্দিরে আসিয়াছি। আজ আপনাদের হৃদয়গুলির সকল ব্যাকুলতা, সকল ভক্তি, সকল বিশ্বাস আমার মধ্যে সঞ্চারিত হউক। আমি আজ কেবল নিজের দুঃখ দুর্ব্বলতার কথা বলিতে চাহি না, আমি আজ আপনাদের সকলের সঙ্গে একীভূত হইয়া সকল প্রাণের নিভৃত বেদনা, সকল প্রাণের আশা, আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা যেন সেই পরম দেবতার চরণে নিবেদন করিতে পারি। আমরা কন্যারা আসিয়াছি জগন্মাতার স্নেহ-আহ্বানে। তিনিই আমাদের মিলনের কেন্দ্র, আমাদের প্রীতির বন্ধনের সূত্র। আমাদের প্রত্যেকের প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের এবং সারা বৎসরের সুখ দুঃখ আশা নিরাশার সংগ্রাম তিনি সকলই জানেন। আজ আমরা কিছুকালের জন্য স্থির শান্ত হইয়া, আমাদের প্রতিদিনের বিষয়-চিন্তা দূর করিয়া, কি আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কি আনন্দের অন্বেষণে মিলিত হইয়াছি, অন্তর্যামী দেব তাহাও জানেন। তিনি সকল প্রাণে তাঁহার অমৃত স্পর্শ দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন তাঁহার কৃপা বিনা তাঁহার উপাসনা হইবে না। আজ তাঁহার মধ্যে সকলকে এবং সকলের মধ্যে তাঁহাকে যেন নিকটে পাই।

[এই ভাবের উদ্বোধনের পর একটি সঙ্গীত হয়, তৎপরে পুনরায় নিম্নলিখিতভাবে উদ্বোধন এবং তদনন্তর উপাসনা হয়।]

আমার মাননীয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণ, সমাদৃতা কনিষ্ঠা ভগিনীগণ, আমার স্নেহভাজন প্রিয়দর্শনা কন্যাগণ, আজ এখানে চিরাগত প্রথানুসারে আমি উপাসনান্তে উপদেশ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসি নাই। আমরা সকলেই উপদেশ অনেক শুনিয়াছি এবং কেহ কেহ দিয়াছি। উপদেশের চেয়েও এখন উদ্বোধনেরই বেশী প্রয়োজন। আজ আমার সমস্ত কথাই উদ্বোধন হউক— আমার নিজের জন্য উদ্বোধন, আমাদের সকলের জন্য উদ্বোধন। আজ সকলে ভাল করিয়া জাগি। ঘুমের ঘোরে মানুষ যাহা ভুলিয়া থাকে, জাগিয়া উঠিলে তাহা মনে পড়ে। আমরা আমাদের নিজেদের জীবনের—আমাদের সমাজের ইতিহাসের—অনেক কথা ভুলিয়া যাই। তাই অকৃতজ্ঞ এবং অকর্ম্মা হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়।

আজ অতীতের স্মৃতি, বর্ত্তমানের আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যতের আশার কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। এ পারের যাত্রাপথ যতই ফুরাইয়া আসিতেছে, ততই পশ্চাতের দৃশ্যগুলি, যাহা এক সময় ভাল করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করি নাই, সেগুলি উজ্জ্বলতর হইয়া স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিতেছে, তাহাদের অর্থ পরিস্ফুট হইতেছে। আজ ব্রাহ্মসমাজের কাছে দেশের নারীদের অপরিশোধ্য ঋণের কথা মনে করিয়া হৃদয় কৃতজ্ঞতায় এবং প্রতিদানচেষ্টায় পূর্ণ হউক।

যে সময় নারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র একটি উপাসনার দিন, একটা স্বতন্ত্র উৎসবের ব্যবস্থা প্রথম হয়, তখনকার সহিত এখন কার বঙ্গনারীর, বিশেষ ব্রাহ্মসমাজের নারীর, অবস্থার অনেক প্রভেদ। এখন যেমন বালকবালিকাদের জন্য একটা পৃথক দিন রাখা, তাহাদিগকেও উৎসবানন্দের ভাগ দিবার একটা বিশেষ ব্যবস্থা, আবশ্যক এবং বাঞ্ছনীয় বোধ হয়, তখনকার দিনে অশিক্ষিতা এবং অল্পশিক্ষিতা নারীদের জন্যও সেইরূপ একটা বিশেষ ব্যবস্থার আবশ্যকতা বোধ হইয়াছিল। যে শাস্ত্র-পাঠ ও উপদেশাদি পুরুষের সুবোধ্য, তাহা নারীদের অনেকেরই দুর্ব্বোধ্য ছিল। অথচ ভক্তিপ্রবণ নারী-হৃদয়কে পূর্ব্বপ্রচলিত পূজা অর্চনা হইতে নিরস্ত করিবার পর ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বিশুদ্ধ প্রণালীতে পূজা শিক্ষা না দিলে, তাহাদের জন্য আরাধনা প্রার্থনা সরস না করিলে ও উপদেশকে তাহাদের ভাবপ্রবণ হৃদয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী করিতে না পারিলে, তাহাদের পক্ষে ধর্ম্ম শুষ্ক এবং জীবন নীরস হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল।

আর একটি কারণ ছিল। সেটি পুরুষ সাধারণের সম্মুখে নারীগণের উপাসনায় বসিতে ও সঙ্গীত প্রার্থনাদিতে ইচ্ছামত যোগ দিতে একটা সংকোচ। গুরুর নিকটে শিষ্যার মন্ত্রগ্রহণ করিতে এ দেশে সংকোচের বাধা কোন দিন ছিল না। সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের পর, কোন একজন ভক্তিমান্ ধার্ম্মিক আচার্য্যের নিকটে বসিয়া উপাসনা করিতে, উপদেশ লইতে এবং আবশ্যক বোধ হইলে প্রশ্নোত্তরসম্বলিত আলোচনায় যোগ দিতে, কাহারও আপত্তি হইত না। কিন্তু উপাসনাকালেও পুরুষ সাধারণের সম্মুখে অবাধে বসিতে নারীরা প্রস্তুত ছিলেন না, তাহাদের অভিভাবকেরাও বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। তদ্ভিন্ন যে বিশেষ দিনটিতে কেবল ব্রাহ্মিকাদের লইয়া উপাসনা হইত, সে দিন তাঁহাদের আত্মীয়া প্রাচীনসমাজভুক্তা বহু নারী ভগবানের আরাধনা করিতে, ভক্তিসঙ্গীত শুনিতে এবং নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ পাইতে, আগ্রহপূর্ব্বক উপাসনায় যোগ দিতেন। সে কালে নিষ্ঠা নারীপ্রকৃতির একটি বিশিষ্টতা ছিল। হিন্দু আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং বহু বিষয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়াও, এই সকল নারী ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করিয়া যে আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন।

ব্রাহ্মিকাসমাজের প্রবর্ত্তক মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সময় হইতে এপর্য্যন্ত এদেশের নারীজীবনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অবগুণ্ঠন ও অবরোধ ব্রাহ্মসমাজহইতে গিয়াছে তাহাই নহে; হিন্দু সমাজহইতেও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। সহরে শিক্ষিতাদের মধ্যে এখন হিন্দু ব্রাহ্ম প্রভেদ করাই কঠিন। নারী-শিক্ষার আবশ্যকতা সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইতেছে। "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার" এই বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ কেবল ধর্ম্মেতেই নরনারীর সমান অধিকার ঘোষণা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল অধিকারেই নরনারীর সাম্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহা কেবল কথায় নহে, কার্য্যেও। এ সমাজে শিক্ষাদানে পুত্রকন্যার তারতম্য করা হয় না। অধিকাংশ পিতামাতাই সমান যত্নে ও ব্যয়ে উভয়ের শিক্ষাবিধান করেন। শিক্ষক, চিকিৎসক, আচার্য্য ও প্রচারকরূপে নারী সমাজসেবায় ও ঈশ্বরসেবায় সমান অধিকার পাইতেছেন। এই জন্য এক এক সময় মনে প্রশ্ন হয়, যখন শিক্ষা ও সংস্কার এক, যখন অবরোধ ও অবগুণ্ঠন নাই, যখন সমাজে প্রতি

সপ্তাহে সমকালে পুরুষ ও নারী উপাসনায় যোগ দান করেন, যখন আচার্য্য-নিয়োগে পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই, তখন বৎসরান্তে নারীদের জন্য একটি বিশেষ দিনে বিশেষ উৎসবের প্রয়োজন আছে কি না? আজ উপস্থিত মহিলারা আপন আপন অন্তরে এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করুন।

আজ আমার এই মন্দিরের দিকে চাহিয়া অনেক পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। যখন এই মন্দিরের ভিত্তিগঠন মাত্র হইয়াছে, ছাদ হয় নাই, দেয়াল সম্পূর্ণ উঠে নাই, সেই ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসের কথা মনে হইতেছে। এই সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজমন্দিরে ব্রাহ্মিকাদের সেই প্রথম উৎসব। আজ তাঁহাদের অনেকেই হয়তো এ লোকে নাই। সেই আগ্রহ ও উৎসাহভরা তরুণী ও বালিকাদের মুখগুলি, বালিকারচিত, বালিকাদের মিলিতকণ্ঠনিঃসৃত সেই সঙ্গীত, আচার্য্য শিবনাথের অপূর্ব্ব উপাসনা ও উপদেশ প্রাণে প্রাণে কি ব্যাকুলতা, কি উদ্দীপনা, কি মহতী আশাই না সঞ্চার করিত! তাঁহার ভিতরের ঈশ্বর-প্রেম, সেবার আকাঙ্ক্ষা, ত্যাগের মন্ত্র অল্প ক্ষণের জন্যও কঠিন হৃদয়কে গলাইয়া, জ্বালাইয়া, আলোকময় করিয়া লইত, সুপ্ত শুভকামনাগুলিকে জাগাইয়া তুলিত। আজ সে উদ্দীপনা, সে উদ্বোধনশক্তি কোথায়?

সেই যে সে কালের একটা প্রবল ধর্ম্মের হাওয়া, কিছু হইবার পাইবার এবং দিবার মহৎ সাধনা, যাহার ভিতর আমরা বাড়িয়া উঠিতেছিলাম—শক্তিতে না হউক বয়সে—সে হাওয়ার যেন দিক্ ফিরিয়াছে, অথবা আমরাই অন্য দিকে আসিয়া পড়িয়াছি। হয়তো সে কালের ধর্ম্মপ্রাণ আচার্য্যগণের তিরোধানের সঙ্গে আমরা ত্যাগের গৌরব ভুলিয়া ভোগের দিকেই অতিরিক্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি এবং নিজেরা দুর্ব্বল হইয়াছি বলিয়া সমস্ত সমাজকে দুর্ব্বল করিতেছি। কিন্তু এ দুর্ব্বলতা যদি সত্য হয়, ইহা মার্জ্জনীয় নহে। আমাদের সমাজে এই ৪৬ বৎসরে ব্রাহ্ম পুত্রকন্যার সংখ্যা অনেক তো বাড়িয়াছে; এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সময়ে যতগুলি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা এখানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন বর্ত্তমান সময়ে উৎসব উপলক্ষে তদপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক সম্মিলিত হন। বসিবার বন্দোবস্ত, আলোক বাতাসের বন্দোবস্ত, পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বই নিকৃষ্ট নহে; এবং আজ যাঁহারা এই গৃহ উজ্জ্বল করিতেছেন সাজ সজ্জায়, সৌন্দর্য্য শিক্ষায় এবং সভ্যতায় সে কালের নারীদের অপেক্ষা ইহারা নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুটি জিনিষ ঠিক পূর্ব্বের মত চক্ষে পড়িতেছে না। অথচ সেই দুইটিই ছিল মিলনের ও উৎসবের প্রাণ। সে দুইটি নিষ্ঠা এবং সমাজের প্রতি আত্মীয়তাবোধ। নিষ্ঠা ও আত্মীয়তাবোধ উৎসবকে আনন্দে উজ্জ্বল করে, কর্ম্ম-ক্লান্তির স্থলে কর্ম্মোৎসাহ আনিয়া দেয়, সেবার আনন্দ সেবার উপকরণের দৈন্যকে ভুলাইয়া দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের চিত্তকে আনন্দে পূর্ণ করে।

বৎসরের পর বৎসর ৯ই মাঘ তারিখ নিয়ম মত ব্রাহ্মিকাদের বিশেষ উৎসবদিন রক্ষিত হইতেছে। মনে পড়ে আমার বাল্য ও তরুণ বয়সের কথা, যখন আমাদের জ্যেষ্ঠারা এই দিনটি প্রীতির সহিত প্রতীক্ষা করিয়া স্বপ্নময় করিয়া তুলিতেন, এবং সমাগত হইলে ইহাকে নিষ্ঠায় পবিত্র এবং সেবায় মধুর করিয়া তুলিতেন। সেই যে দূরস্থ ব্রাহ্ম পরিবারগুলি নিকটে পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেন, সেই যে কে কাহাকে গৃহে লইয়া আতিথ্য-সৎকারে তুষ্ট করিবেন বলিয়া উৎসুক হইতেন, সে দিন যেন অতীতের স্বপ্ন হইয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ হয়তো অনেক আছে। কিন্তু সে কারণগুলি দূর করা যায় না কি? আমার মনে হয় যায়। আমার আশা হয় যে, ব্রাহ্মসমাজের নারীরা ইচ্ছা করিলেই পূর্ব্বের নিষ্ঠা ভক্তি, সরল আতিথ্য ও নিঃস্বার্থ সেবা ফিরাইয়া আনিয়া ব্রাহ্মসমাজের মুখশ্রী উজ্জ্বলতর করিতে পারেন।

উপাসনার আবশ্যকতা দৈনিক জীবনে তো আছেই, উপাসনার্থ নারীর বিশেষ সম্মিলনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই তো মিলনের, এই তো আত্মীয়তাবোধের প্রশস্ত পন্থা। নারীদিগের পরস্পরের দিকে বিনিদ্র চক্ষে চাহিয়া দেখিবার, আপনার বলিয়া চিনিয়া লইবার প্রয়োজন পূর্ব্বে না থাকিলেও এখন হইয়াছে। ও গো মাতারা, ও গো পত্নীরা, ও গো ভগিনীরা, ও গো কন্যারা, আজ এই সমাজমন্দিরে অল্পক্ষণের জন্য পরস্পরের দিকে চাও, আপনার হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর। যাহারা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পিতৃস্থানীয়েরা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃস্থানীয়েরা, যাঁহারা সত্যের জন্য, বিবেকের আজ্ঞায়, অত্যাচার লাঞ্ছনা, দুঃখ দারিদ্র্য স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন, আমাদের অবরোধশৃঙ্খল মোচন করিয়া, জ্ঞানালোকে টানিয়া আনিয়া, আপনার সহযাত্রিণী ও সহকর্ম্মিণী করিবার জন্য যাঁহারা আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের শিষ্যা ও কন্যা আমরা তাহা-দের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিতেছি কি? বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা না হইয়াও আমাদের মায়েরা গায়ের গহনা খুলিয়া ব্রহ্মমন্দির-নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছেন, ধর্ম্মের জন্য আনন্দে উৎসাহে স্বামীর সঙ্গে দুঃখ ও অপমান সহ্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনুকারিণী কন্যারা আজ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও। তাঁহারা পৌত্তলিকতা ও দুর্নীতি হইতে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের মুক্ত বাতাসে আনিয়াছিলেন। আমরা এক পৌত্তলিকতা হইতে আর এক পৌত্তলিকতায়, এক দুর্নীতি হইতে আর এক দুর্নীতিতে, এক কুসংস্কার হইতে আর এক কুসংস্কারে গিয়া পড়িতেছি না তো? ঈশ্বরের স্থানে ধনকে দেবতা করিয়া তাহারই উপাসনা করি না তো? জড়ের পূজা না করিয়া চিন্ময় ঈশ্বরের পূজা গৃহে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছি তো? কাহার বলে মানুষ পাপ প্রলোভনের উপর জয় লাভ করে? সে যে ঈশ্বরপ্রেম—সে যে মানবের মঙ্গলকামনা—সে যে ধর্ম্ম। এই প্রেমেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ সম্ভব হয়। নারীর প্রাণ নাকি ধর্ম্মের অনুকূল ভূমি! নারীর রাজ্য সে নাকি প্রেমেরই রাজ্য! সে রাজ্য কি নারী হেলায় হারাইবে? ও গো সকলে সাবধান হও, অন্তর্দৃষ্টি প্রখর করিয়া ভিতরের অপ্রেম ও সকল ক্ষুদ্র কামনা, মলিন প্রকৃতি দূর করিয়া দাও।

স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বিশুদ্ধ নীতি, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সুলভ; তাই না অবরোধ ভাঙ্গা হইয়াছে! সমাজকে বিশুদ্ধ রাখিবার পক্ষে আমাদের স্বাধীনতা সহায় হইতেছে তো? দুর্নীতি ও অধঃপতনের কারণ বিষয়ে কেহ চিন্তা করিতেছি কি? বিপন্নের, বিপথগামীর উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা করিতেছি কি? সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে—শিক্ষার সুফল কতখানি জীবনে দেখাইতে পারিতেছি? দেশের যাহারা এখনও শিক্ষায় বঞ্চিতা তাহাদের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে কি? ও গো তরুণীরা, আত্মার গৌরব, পবিত্রতার সৌন্দর্য্য, বিনয়ের মাধুর্য্য, সেবার মহত্ত্ব, এ সকল অনুভব করিতেছ কি? এই ভঙ্গুর দেহের সুখ ও ইহার নশ্বর সৌন্দর্য্যকেই তো একমাত্র চিন্তার বিষয় কর নাই? সময় শক্তি অর্থ কেবল দৈহিক সুখ ও সৌন্দর্য্যের জন্যই তো নিয়োগ কর নাই? বস্ত্র অলঙ্কার হইতেও হৃদয়ের প্রেম ও চরিত্রের পবিত্রতা যে নারীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে, তাহা ভুলিয়া যাও নাই তো? ও গো সন্তানের জননী পালয়িত্রী ও শিক্ষয়িত্রী, তোমার ভিতরের ভক্তি শুদ্ধতা, নিঃস্বার্থ ও সহিষ্ণুতা সন্তানের অন্তরে সংক্রামিত না হইলে এই প্রিয় ব্রাহ্মসমাজকে কে রক্ষা করিবে? যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা বহিয়াছিলেন এবং এখনও যাঁহারা বার্দ্ধক্যের ক্ষীণ হস্তে বহিতেছেন তাঁহাদের হাত হইতে এ পতাকা কে লইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় হয়েছে। চারিদিকে চাও; জননীরা চাও, ভগিনীরা চাও। যদি ভ্রাতারা, যদি পুত্রেরা, আসিতে বিলম্ব করে, তবু ভগিনীরা কন্যারা তোমাদের হাত প্রসারণ কর। শিক্ষার সাধনার ও শক্তির সদ্ব্যবহার সমাজ কেবল পুরুষের কাছেই চাহে, নারীর কাছে নয়? মৈত্রেয়ীর

দেশে মৈত্রেয়ীর অমৃতস্পৃহা হৃদয়ে লইয়া কেহই কি বলিবে না—
"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?"

সর্ব্ব বিষয়ে নারী পুরুষের সমকক্ষ? পৃথিবীর কত ত্যাগী পুরুষের কথা শোনা আছে, ত্যাগী নারী কি জন্মিবে না? ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিবার অধিকার পাইয়াছি। প্রকৃত ব্রহ্মবাদিনী ব্রহ্মোপাসিকা হইতে চেষ্টা করিব না? নারীর বিশেষ সম্মিলনের আবশ্যকতা আছে। নারীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা নারীরা পরস্পরের কাছে বলিবে, নারী সাধনা করিবে, নারী মানব সমাজে নরনারী সকলের জন্য ভগবানের প্রসাদ ভিক্ষা করিবে। নারী একলা নিজ গৃহে, এবং নারী দশজন নারীর সহিত সম্মিলিত হইয়া, এবং নারী ভ্রাতা পতির সহ-কর্ম্মিণীরূপে মানব সমাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। তবেই নারীর নারীত্ব। নহিলে সে পুরুষের ভোগের সামগ্রী মাত্র। ব্রাহ্মসমাজ নারীর কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, শিক্ষা শক্তি ও রুচি অনুসারে নারী সেই বিশাল ক্ষেত্রে বিচরণ করিবে, বিশেষ বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়া শক্তি ও শিক্ষা সার্থক করিবে। ইহাই পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের আশা। ইহাই অদ্যকার আশা। এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া নারীর বিশেষ উৎসব। সিদ্ধিদাতা পিতা আমাদের আশা পূর্ণ করুন, আমাদের জীবন সার্থক করুন।

উপাসনান্তে আর উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি হইয়া কার্য্য শেষ হয়। তৎপর প্রীতিভোজন। পুরুষদিগের জন্য সিটি কলেজ গৃহে পৃথক উপাসনা হয়; তথায় ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন। তাহাতে বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী ও হিসাব গৃহীত এবং কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য প্রভৃতি নিযুক্ত হয়। অসমাপ্ত কার্য্য সম্পাদনের জন্য সভার অধিবেশন ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত স্থগিত হয়। কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণের নাম গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা—অধ্যক্ষ সভার বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি ও ডাঃ বি এল চৌধুরী। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার প্রচারকগণের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

সাধনাশ্রম—বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী সাধনাশ্রমের ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ঊষাকীর্ত্তনান্তে উপাসনা; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসু ও মিঃ জগন্নাথ রাওকে সংকল্পাধীন পরিচারক এবং শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ, শ্রীমতী প্রতিভা সেন, শ্রীমান ভূপেন্দ্রমোহন মিত্র, শ্রীমান সুশীলকুমার বসু, শ্রীমান এ চলমায়া ও শ্রীযুক্ত ভগবৎ প্রসাদকে সহায়রূপে গ্রহণ করা হয়; এবং শ্রীযুক্ত জে ভি নারায়ণের পুত্র শ্রীমান জয়ন্তী ব্রহ্মানন্দকে ও গঞ্জাম জিলান্থিত মুরলা নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্তর্যামীকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। তৎপর সমস্ত দিনই সংকীর্ত্তন পাঠ ব্যাখ্যা আলোচনা প্রভৃতি চলিতে থাকে। সায়ংকালে আবার উপাসনা; শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী সকলে কয়েক দিনের জন্য আগরপাড়া পরলোকগত, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাগান-বাটীতে গমন করেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত কালী-মোহন ঘোষালের ৩ বৎসর বয়সের কনিষ্ঠ পুত্র রাজীব টাইফয়েড ও নিউমোনিয়া রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মঙ্গলময় বিধাতাই জানেন কেন তিনি এই পরিবারটিকে ক্রমাগত শোকের কঠিন আঘাতের মধ্য দিয়া নিয়া চলিয়াছেন।

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অজিত-মোহন বসুর ৯ বৎসরের কনিষ্ঠ পুত্র পার্থমোহন মোটর গাড়ীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া একদিনের মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এই পরিবারটিকেও মঙ্গলবিধাতা দুর্ব্বিসহ শোকের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার ব্যবস্থার মর্ম্ম তিনিই ভাল জানেন।

বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীমতী পুণ্যপ্রভা দাস তাঁহার পিতা পরলোকগত বাবু লক্ষ্মীনাথ দাসের আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেনের কন্যা কল্যাণীয়া আভা ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধরের পুত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বাবু বিনয়চন্দ্র গুপ্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কণিকা ও শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান অনিলকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার মাতা ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে ২৫৲, ঢাকা অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডারে ২৫৲ নবদ্বীপ-চন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে ২৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ১৫৲ ও মন্দির মেরামত ফণ্ডে ২০৲ দান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

মফঃস্বলে মাঘোৎসব—গিরিডি—স্থানীয় ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণের পূর্ব্ব হইতে প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর প্রস্তাবে ও সঙ্কল্পে, ব্রাহ্মবন্ধুগণের আগ্রহে এবং ব্রাহ্মযুবকগণের উৎসাহ উদ্যোগে ১লা মাঘ হইতেই প্রকৃত পক্ষে উৎসব আরম্ভ হয়। ১লা মাঘ সায়ংকালে শ্রীযুক্ত ভগবান্-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভবনে উপাসনা হয়; মনোমোহন বাবু উপাসনা করেন। ২রা মাঘ শনিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়ের ভবনে উপাসনা হয়; মনোমোহন বাবু উপাসনা করেন। ৪ঠা মাঘ অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগের ভবনে উপাসনা হয়; মনোমোহন বাবু উপাসনা করেন। ৫ই মাঘ অপরাহ্নে ডাঃ বি রায়ের ভবনে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ৬ই মাঘ প্রত্যুষে ব্রাহ্মযুবকগণ নগরে ঊষাকীর্ত্তন করিয়া শ্রীযুক্ত সাতকড়ি দেবের বাড়ী উপনীত হইলে, সেখানে মনো-মোহন বাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মরণে উপাসনা করেন। ৭ই মাঘ প্রাতে যুবকগণ ঊষাকীর্ত্তন করিয়া ডাঃ ভি রায়ের ভবনে উপনীত হইলে, সেখানে শ্রীযুক্ত ভি রায় উপাসনা করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত কালীদাস রক্ষিতের ভবনে উপাসনা হয়; মনোমোহন বাবু উপাসনা করেন। ৮ই মাঘ প্রভাতে যুবকদল কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেনের ভবনে উপনীত হইলে সেখানে উপাসনা হয়; মনোমোহন বাবু উপাসনা করেন। ৯ই মাঘ প্রভাতে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সেনের ভবনে মনোমোহন বাবু সঙ্গীত ও উপাসনা করেন। ৮ই মাঘ অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত

কুমারবাইর ভবনে উপাসনা কীর্ত্তনাদি হয়; মনোমোহন বাবু সঙ্গীত ও উপাসনা করেন। অধিকাংশ ভবনেই প্রীতিজলযোগে যুবক এবং বন্ধুগণ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। ১০ই মাঘ হইতে কার্যানির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারিত মতে উৎসব সম্পন্ন হয়। ঐ তারিখ প্রাতে সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। এই উপাসনা এবং উদ্বোধন স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের স্মৃতিকল্পে সম্পন্ন হয় শ্রীযুক্ত ভি রায় আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ নবদ্বীপ বাবু সম্বন্ধে তত্ত্ব-কৌমুদী হইতে পাঠ করেন। অপরাহ্নে ব্রাহ্ম যুবকদল নগর সঙ্কীর্ত্তন করিয়া মন্দিরে উপনীত হইলে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১১ই মাঘ প্রত্যুষ হইতে সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপরে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র সংক্ষিপ্ত উপাসনা এবং কেহ কেহ ধর্মগ্রন্থ হইতে পাঠ করেন। সন্ধ্যায় পুনরায় কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত ডি এন্ মুখার্জ্জি আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১২ই মাঘ প্রাতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে মহিলাগণের উৎসব হয়; শ্রীযুক্তা শোভা বসু উপাসনা এবং কোন কোন মহিলা পাঠ করেন। সায়ংকালে উৎসবের শান্তিবাচন মূলক উপাসনায় মনোমোহন বাবু উপাসনা করিলে উৎসব শেষ হয়। ৬ই মাঘ অপরাহ্নে গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মরণে বিশেষ উপাসনা ও একটী স্মৃতিসভা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের এবং সভাপতির কার্য্য করেন। ডাঃ ভি রায় এবং মিঃ ডি এন্ মুখার্জ্জি বক্তৃতা এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ মহর্ষি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। উৎসব অন্তে ব্রাহ্ম যুবকদলের উৎসাহ উদ্যোগে বিগত ১৭ই মাঘ মধ্যাহ্নে উশ্রীর পূর্ব্ব তীরে এক মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রীতি-সম্মিলন হয়। দেড়শতাধিক লোক তথায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতিভোজনান্তে অপরাহ্নে আনন্দমনে সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

পটুয়াখালী ব্রাহ্মসমাজ—৮ই মাঘ প্রাতে উষাকীর্ত্তন ও সায়ংকাল উৎসবের উদ্বোধন। ৯ই মাঘ প্রাতে সঙ্গীত পাঠ উপাসনা; মধ্যাহ্নে পাঠ, সায়ংকালে কীর্ত্তন, উপাসনা। ১০ই মাঘ প্রাতে সঙ্গীত, পাঠ, উপাসনা, মধ্যাহ্নে পাঠ আলোচনা, সায়ংকালে কীর্ত্তন উপাসনা। ১১ই মাঘ সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। ১২ই মাঘ প্রাতে ব্যক্তিগত উপাসনা; মধ্যাহ্নে কাঙ্গালী বিদায়; অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন ও সন্ধ্যায় উপাসনা ও বক্তৃতা। কাঙ্গালীদিগকে চাউল পয়সা ও কিছু মিঠাই দেওয়া হয়। বালক বালিকা সম্মিলনে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পোদ্দার উপদেশ দেন; তাহাদিগকে মিঠাই ও কমলালেবু দেওয়া হয়।

তেজপুর—৬ই মাঘ হইতে ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ সকলেই আসিয়া উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। ১১ই মাঘ সন্ধ্যায় উপাসনার পর শ্রীমান গোলোকচন্দ্র শাইকীয়া নামক জনৈক এই জিলাবাসী যুবক দীক্ষিত হইয়াছেন। ১০ই এবং ১১ই মাঘ স্থানীয় অনেক ভদ্রমহিলা এবং পুরুষ উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

কালীকচ্ছ—৯ই মাঘ সায়াহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে কীর্ত্তন ও উপাসনা; শ্রীযুক্তা বিনোদিনী নন্দী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১০ই মাঘ প্রাতে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী। অপরাহ্নে বালক বালিকা সম্মিলন; শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ নন্দী ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত স্মৃতিরত্ন বালক বালিকা দিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন; সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী। ১১ই মাঘ সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব—প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী; ৯॥ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দীর বাড়ীতে উপাসনা; ১০॥ ঘটিকা হইতে ১ ঘটিকা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাড়ীর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী। অপরাহ্নে কালীকচ্ছ ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ ও ব্যাখ্যা—শ্রীযুক্ত বিবেক চন্দ্র নন্দী; সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী। ১২ই মহিলা সমিতির উৎসব উপলক্ষে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্তা বিনোদিনী নন্দী; তৎপর প্রবন্ধ পাঠ, শ্রীযুক্তা বিনোদিনী নন্দী ও শ্রীযুক্তা সরযু দেবী। গ্রামস্থ অনেক ভদ্র মহিলা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কাশীধামে—১০ই মাঘ সায়ংকালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দত্তের বাটীতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বাহির হইতেও হিন্দু পুরুষ রমণী আসিয়াছিলেন। ১১ই মাঘ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসায় সন্ধ্যার সময় উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং শ্রীযুক্ত নীলমণি পাল সঙ্গীতের কার্য্য করেন। এখানেও অনেক হিন্দু পুরুষ রমণীর সমাগম হইয়াছিল। ১২ই মাঘ কতকগুলি দরিদ্রকে চাল দেওয়া হয়।

পাণ্ডুয়া ব্রাহ্মসমাজ—গত ১১ই মাঘ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক যথারীতি উপাসনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইতে ১১শ উপদেশটি পাঠ করেন। অপরাহ্নে সঙ্কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যার পর সম্পাদক যথারীতি উপাসনা করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'আত্ম নিবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সর্ব্বশেষে উৎকল যুবকগণের প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। উৎসব-মন্দিরটি পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়াছিল। প্রায় শতাধিক সভ্যকে পরিতোষ রূপে আহার করাইয়া উৎসব শেষ হয়।

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজ—এবার কোনও প্রচারক আসিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্তা প্রতিভা দত্ত সঙ্গীতদ্বারা উৎসবে আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন। উপাসকমণ্ডলী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। ৯ই মাঘ সায়ংকালে উদ্বোধন, আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন। ১০ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস; অপরাহ্নে ছাত্রসমাজের উৎসব ও বালক বালিকা সম্মিলন, ললিত বাবু প্রার্থনা ও উপদেশ প্রদান করেন; তৎপর কমলা লেবু বিতরণ হয়; সন্ধ্যায় মনোহর সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা; ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন; অপরাহ্নে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও প্রার্থনা; সায়ংকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস। ১২ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র গুপ্ত; অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন; সায়ংকালে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন। ১৩ই প্রাতে উপাসনা. আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুখময় দাস; অপরাহ্নে মহিলা উৎসব।

কৃষ্ণনগর—৯ই মাঘ সন্ধ্যায় প্রিয়নাথ বাবুর বাসায় উৎসবের উদ্বোধন। ব্রাহ্ম ও হিন্দু সমাজের অনেক নরনারী উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা ও বাবু অমূল্যকুমার রায় গান করিয়াছিলেন। পরে জলযোগান্তে সে দিনকার কার্য্য শেষ হয়। ১০ই মাঘ অমূল্যবাবুর বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়। দেবেন্দ্রবাবু উপাসনা করেন। পরে প্রীতি-জলযোগে কার্য্য শেষ হয়; ঐ তারিখ অপরাহ্নে দেবেন্দ্রবাবুর বাসায় বালকবালিকা সম্মিলন হয়। পরে মিষ্টিবিতরণে বালক বালিকাদিগকে পরিতুষ্ট করা হয়। ১১ই মাঘ প্রাতে দেবেন্দ্র বাবুর বাসায় ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা ও বিশেষ পরিচিত বন্ধুগণকে লইয়া উপাসনা হয়। দেবেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন। উপাসনান্তে সকলে মিলে একত্রে ভোজন করেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হয়। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস গমন করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন। মন্দিরে সহরের গণ্য মান্য ভদ্র উপাসক মণ্ডলী অমূল্য বাবুর জমাট কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১২ই মাঘ অপরাহ্নে দেবেন্দ্র বাবুর বাসায় মহিলাদিগের উপাসনা।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১০ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,

তমসো মা জ্যোতির্গময়,

মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ। ২২ম সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৩২, ১৮৪৭ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭

28th February, 1920.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৲

প্রার্থনা

হে প্রেমময় নিত্যাশ্রয়, তুমি তোমার অসীম প্রেমে আমাদিগকে সংসারের নানা দুঃখতাপ সংগ্রামের মধ্যে তোমাতে আশ্রয়লাভ করিবার জন্য, তোমাতে নিমগ্ন হইয়া সে-সকলের মধ্যে শান্ত ও অবিচলিত থাকিবার জন্য, নিয়তই আহ্বান করিতেছ। তুমি ত চাও না যে আমরা সংসারে আশ্রয়হীন হইয়া অনাথের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াই, আর অশান্তির আগুনে দগ্ধ হই। যাহাতে আমরা চিরদিন তোমার শীতল আশ্রয়েই থাকি, তাহাই ত তুমি চাও। তাই নানা অবস্থা ও ঘটনার মধ্য দিয়াই তোমার প্রেম আমাদিগকে সতত ডাকিতেছে, মধ্যে মধ্যে সে-শান্তির একটু আস্বাদ দিয়াও প্রলুব্ধ করিতেছে। তথাপি কেন যে আমরা তোমাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তোমাতে ডুবিয়া, নিশ্চিন্ত নির্ভর হইবার জন্য, শান্তভাবে জীবনপথে চলিবার জন্য, তেমন আগ্রহান্বিত ও চেষ্টিত হই না, বুঝিতে পারি না। আপনার কল্যাণ সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন হইয়াই আমরা তোমার প্রেমের আহ্বান শুনিয়াও শুনিতেছি না। আমাদের এই উদাসীনতা ও অবহেলা তুমি কৃপা করিয়া দূর না করিলে আর উপায় নাই। তুমি যেমন প্রাণে নানা শুভ সংকল্প জাগ্রত কর, তেমনি তদনুসারে চলিবার শক্তিও তুমিই প্রদান কর। হে সর্ব্বশক্তিমান পিতা, তোমার শক্তি ভিন্ন যে আমরা নিতান্তই দুর্ব্বল। আপনার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে যাইয়াই ত আমরা পদে পদে বিফল হইতেছি, তোমার অনুগত হইতে পারিতেছি না। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের প্রাণে বল দেও, আমরা আর সকল পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তোমারই অনুসরণ করি, তোমারই শরণাগত হই, তোমাতেই চির আশ্রয় লাভ করি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। সর্ব্বোপরি তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ষণ্ণবতিতম মাঘোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) রবিবার—

প্রাতে 'কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর' উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন :—

ধর্ম্মের সাধারণতঃ দুইটা দিক আছে। এক ভাগকে কার্য্যকরী ধর্ম্ম (practical religion) বলা যায়। এই কার্য্যকরী ধর্ম্মও দুই ভাগে বিভক্ত—একটা ব্যক্তিগত ও অন্যটা সামাজিক।

১। ব্যক্তিগত—একজন লোক সত্যবাদী, ক্রোধের অধীন হন না, সর্ব্বদা কর্ত্তব্যকার্য্যে দৃঢ়ব্রত। এইরূপ লোককে সকলেই ভাল বলিবেন, ধার্ম্মিক বলিবেন।

২। কার্য্যকরী ধর্ম্মের সামাজিক দিকও আছে। একজন পরের দুঃখে দুঃখী হইয়া অন্যের উপকার করেন, রোগীর গৃহে গমন ক'রে তাহার সেবা করেন, বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন, দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্লেগ প্রভৃতি ব্যাপারে অর্থ দিয়া, শক্তি দিয়া সাহায্য করেন। এইরূপ লোককে সকলেই ধার্ম্মিক বলিবেন। অন্যকে পীড়া দেওয়া পাপ, পরের উপকার করাই পুণ্য, এই কথা সকলেই স্বীকার করি। ইহাকেই বিশেষভাবে কার্য্যকরী ধর্ম্ম (Practical religion) বলি। এই কার্য্যকরী ধর্ম্ম সর্ব্বদা জগতে পূজিত ও আদ্রিত হইয়াছে। তবে মানুষ যখন স্বার্থ ও হীনতাতে ডুবিয়া যায়, তখন নিঃস্বার্থ-পরোপকার কার্য্যটা বুঝিতে পারে না —মানুষ সর্ব্বদাই সকল কার্য্যে স্বার্থ দর্শন করে। কয়েক জন লোক নিজে ঔষধ বিতরণ ক'রে ওলাউঠা রোগীর সেবা করিতেছিলেন। একজন স্বার্থপর লোক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা যে রোগীর বাড়ী বাড়ী যাইয়া চিকিৎসা ও সেবা করেন, ইহার বেতন সরকার হইতে কত পান?" তাঁহারা বলিলেন, "কোন

টাকা পাই না। নিজেরা ঔষধের মূল্য দিয়া বিতরণ করি।" তখন সেই ব্যক্তি বলিল, "এইরূপ কি হইতে পারে? নিজের অর্থ ও শ্রম দিয়া অন্যের কাজ কি কেহ করে?" স্বার্থান্ধ মানুষ মানুষের নিঃস্বার্থ ভাবে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা হউক, এই কার্য্যকরী ধর্ম্ম সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে শ্রদ্ধা করি। নীতি ও পরোপকারের জীবনকেই Practical religion বলি।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মের আর একটা দিক্ আছে। ইহাকে ধর্ম্মের আত্ম-তৎপরতার দিক (Mystic side) বলিয়া থাকে। এই আত্ম-তৎপরতার দিকটা কি ভাল করিয়া আমরা বুঝিতে প্রয়াসী হইব। এই বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব। যাহারা কার্য্যকরী ধর্ম্মের সুখ্যাতি করেন, তাহারাও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। এই জগতের একজন মালিক আছেন, মানুষ তাঁহার স্তব স্তুতি বন্দনা করে, এই সব জানেন। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর উত্তর দেন, ঈশ্বর মানুষের নিকট প্রকাশিত হন, এই সব বিষয়ে তাহাদের ধারণা ও আস্থা নাই। এক কথায় বলা যায়, যাঁহারা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগে বিশ্বাস করেন—অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী শোনা যায়, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়, এই বিষয়ে যাঁহাদের আস্থা আছে, ইহা যাঁহারা সাধন করেন,—তাঁহাদিগকেই আত্মতৎপর (mystic) বলা যায়। এই উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম বাক্যে ও ভাষায় অধিক প্রকাশ করা যায় না। মানুষ যাহা করিয়াছে, তাহা আমরা দেখি ও প্রশংসা করি। মানুষ যখন জীবনের উচ্চ অনুভূতিতে প্রবেশ করে দেবতার জীবন লাভ করে, তাহা অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে। ঋষি ইমার্সন ঈশ্বরযোগের অবস্থাটাকে আভ্যন্তরীণ আলোকের অবস্থা (state of inward illumination) বলেন। কবি টেনিসন্ সেই অবস্থাকে বর্ণনার অতীত বলেন। তিনি বলেন I have often had a waking kind of trance (this is for the lack of a better expression) when I have been all alone. This has often come upon me through repeating my own name to myself silently, till all at once as it were out of the intensity of the consciousness of the individuality, the individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless Being—And this is not a confused state, but clearest of the clearest and surest of the surest, utterly beyond words—Being whose death is a laughable impossiblity, the loss of personality (if so it were) seeming but no real extinction, but only true life. I am ashamed of my description, for have I not said that the state is beyond words.

যখন আমি সম্পূর্ণ একাকী থাকি, আমি অনেক সময় এক জাগ্রত-নিমগ্ন-অবস্থা প্রাপ্ত হই (অন্য কোনও কথাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না বলিয়াই জাগ্রত-নিমগ্ন-অবস্থা বলিতেছি)। আমার নাম নীরবে আমার নিকট উচ্চারণ করিতে করিতে আমি অনেক সময় এই অবস্থা পাই। আমার নিজের ব্যক্তিত্বের অসাধারণ অনুভূতি হইতেই যেন আমার নিজের ব্যক্তিত্ব অসীম জীবনে, অসীম আত্মাতে মিলিয়া লীন হইয়া যায়। এই অবস্থাতে কোন ভ্রান্তি নাই; ইহা পরিষ্কার হইতে পরিষ্কারতর, নিশ্চিত হইতে নিশ্চিত-তম অবস্থা। এই অবস্থা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। আর যে অসীমে লীন হইলাম, সেই অনন্ত প্রাণের কি বিনাশ আছে? সেই অসীম আত্মার ধ্বংস—ইহা হাস্যকর অসম্ভব ব্যাপার। আর এই যে ব্যক্তিত্বের অভাব তাহা দৃশ্যতঃ, কিন্তু বস্তুতঃ নহে। বরং সেই মহাজীবনে যখন স্থিত হই, তখন প্রকৃত জীবন পাই। এই বর্ণনা করিয়া লজ্জিত হইতেছি! আমি কি বলি নাই এই অবস্থা বর্ণনাতীত? এমার্সন ঠিক সেই কথাই বলেন "This is the influx of the divine mind into our mind—ইহাই আমাদের প্রাণে পরমাত্মার অনুপ্রবেশ।

গীতাকার বলেন—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

যে ব্রহ্মধন লাভ করিলে অন্য কোন লাভকে মানুষ অধিক মনে করে না, যে ব্রহ্মেতে স্থিত হইলে কোন গুরুতর দুঃখও মানুষকে বিচলিত করিতে পারে না।

আমরা জীবনে কত বস্তু চাই; ধন জন সুখ সম্পদ, কৃতিত্ব যশ মান, কত বস্তু চাই; কিন্তু আত্মতৎপর (mystic) বলেন—ব্রহ্মযোগ হইলে আর অন্য বস্তুর জন্য আগ্রহ থাকে না। কত রোগ শোক দুঃখ বেদনাতে মন অস্থির, কিন্তু ব্রহ্মে স্থিত মানুষ বলেন কোন দুঃখ বেদনা তাহাকে আর বিচলিত করিতে পারে না। যাহারা এই রস পাইয়াছেন তাহাদের কথা পড়িলে বুঝা যায় না। তাহা অনুভবের বস্তু। প্রাচীন ঋষি বলেন—

ঈশ্বর পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল বস্তু হইতে প্রিয়। পুত্রশোকে কাতর পিতার সন্নিধানে প্রকাশিত হইয়া ঈশ্বর বলেন, সন্তান, am I not sufficient for thee—সন্তান, আমি কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নই? এই ইঙ্গিতে প্রকাশে সকল শোক তাপ দূর হইয়া যায়। ঈশ্বর বলিতেছেন তাপাক্রান্ত নরনারী এস, এখানে শান্তি পাবে। ইহা কোন্ স্থান, কিসের শান্তি? ইহার অনুসন্ধান কি পাইয়াছি?

আর একজন ঈশ্বরকে সম্বোধন ক'রে বলেন—Lord, thou art my hiding-place—ঈশ্বর, তুমি আমার নিরাপদে লুকাইয়া থাকিবার স্থান। সেই নিরাপদ গৃহ কি পাইলাম?

আমরা শান্তির অবস্থা কল্পনা করি। ভাবি Stoicদের মত সুখ দুঃখে উদাসীনতা। না—ইহা সেই অবস্থা নহে—ইহা অভাবাত্মক নহে। কিছু পাইয়া ধরিয়া শান্তি। ইহা দুঃখ বেদনাকে পরিত্যাগ নহে; ঈশ্বরস্পর্শ সকল দুঃখ বেদনাকে দুঃখ বেদনা বলে না, ইহা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদরূপে জীবনকে ধন্য করে। পৃথিবীতে লোকে নিন্দা গ্লানিকে বড় ভয় করে। কিন্তু ঈশ্বরে স্থিত ব্যক্তি বলেন—Regard not much who is for thee or who is against thee. But take care that God be with thee, no malice of man shall be able to hurt thee—কে তোমার পক্ষ, কে তোমার বিপক্ষ, তাহা ভাবিবে না। ঈশ্বর তোমার পক্ষে কি না তাহাতে মন দিবে। তাহা

হইলে মানুষের কোন ঘৃণা বিদ্বেষ তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

ধর্ম্মসাধনের বিশেষ পুরস্কার এই ঈশ্বরের সঙ্গ লাভ—যাহা লাভ করিলে অন্য লাভকে মানুষ অধিক মনে করে না। যাঁহারা ভগবানের এই কৃপাকণা পাইয়াছেন তাঁহারাই সাক্ষী দিবেন গুরুতর দুঃখও তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না।

শেষ নিবেদন এই যে, এই উচ্চজীবনলাভে আস্থা থাকা চাই ও তাহার জন্য সাধন চাই। যেমন স্বার্থপর সংসারাসক্ত লোক নিঃস্বার্থপর পরোপকারে আস্থা রাখে না, সরকার হইতে টাকা না পাইলে কেহ ওলাউঠা রোগীর বাড়ী যায় না মনে করে, তেমনি বিষয়সুখে অচেতন ব্যক্তি উচ্চ ধর্ম্মজীবনে আস্থা রাখিতে পারে না। ঈশ্বরপ্রসাদ ও নিজের চেষ্টা দ্বারা সেই উচ্চ অবস্থা লাভ করা যায়, এই দৃঢ় আস্থা জীবনে রাখিয়া সাধন করিলে নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অপরাহ্ণ ১ঘটিকার সময় দ্বিতীয় বার্ষিক নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীমতী অবলা ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কাব্য-পুরাণতীর্থ, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত এবং সভাপতি জীবনী সম্বন্ধে নানা কথা বলেন। তাঁহার স্মরণার্থ এক দিবস বিশেষ উপাসনা হওয়ার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রস্তাব করিলে, ১৪ই মাঘ প্রাতে উক্ত উদ্দেশ্যে বিশেষ উপাসনা হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু ১৮৪৫ শকের ১৬ মাঘ তারিখের 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত প্রচারক মহাশয়ের দৈনন্দিন-লিপি হইতে উদ্ধৃত শেষ জন্মদিনের যে প্রার্থনাটি পাঠ করিয়াছিলেন, সকলের স্মরণার্থ তাহা আমরা পুনরায় নিম্নে প্রকাশ করিতেছি—

"১লা অগ্রহায়ণ, ১৭।১১।২৩—স্রষ্টাকে এক নিশ্বাসের জন্যও ভুলিবে না। প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে কেবল তিনিই আছেন। আজ ৭৭বৎসরে পদার্পণের দিনে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে বসিয়াছ। কি ধন্যবাদ করিবে? প্রণাম কর, আশীর্ব্বাদ চাও, প্রার্থনা কর। কি চাও?

"হে অনন্ত পরমায়ু, তোমাতে যখন অনন্ত জীবনের আশা পাইয়াছি, তখন পার্থিব জীবন হ্রস্ব দীর্ঘের কোন প্রার্থনা নাই। স্বাস্থ্য রোগমুক্তিরও প্রার্থনা করি না (যাহাতে বিব্রত আছি)। কিন্তু প্রার্থনা, তোমার সঙ্গে যোগের জীবন; সদ্গতির তুমি আমার জীবন, তোমাতেই সদ্গতি চাই। নিত্য-যোগের জীবন দাও। যেন অন্য কিছুর দিকেই জীবন দৃষ্টি না করে, এই প্রার্থনা। আর পার্থিব জীবনকে দীর্ঘ করিয়া যদি রাখ, ইহার কি সদ্ব্যবহার শিক্ষা দাও। তোমার সেবায়, তোমার পুত্রকন্যার সেবায়, দীর্ঘ জীবনের সার্থকতা কর। এখন যেন কাহারও প্রতি অপ্রেম না করি। তোমার প্রতি প্রেম এবং তোমার সৃষ্টির প্রতি প্রেম, জীবের প্রতি প্রেম, মানবের প্রতি প্রেম, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রেম উজ্জ্বল রাখ, এই প্রার্থনা।"

অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ার হইতে নগর-সংকীর্ত্তন। সকলে সমবেত হইলে সঙ্গীতান্তে শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী প্রার্থনা করেন। তৎপরে প্রমত্তভাবে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে, সেখানে কিছু কাল সংকীর্ত্তন হয়। অনন্তর উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

আমার দুঃখীতাপী ভাইবোন, উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়াছে, ধরা শ্রীহীনতা ত্যাগ করিয়া নূতন সাজে সজ্জিত হইতেছে। প্রাচীনের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, চারিদিকই নবীনতায় পূর্ণ। তাই আবার এই সময় প্রেমের রবি উদিত হইয়াছে। কত দিন আর দুঃখরাত্রি যাপন করিবে? আশার সহিত নবীন উষার প্রতীক্ষা কর, উৎসবে প্রেমের সূর্য্যকে দর্শন কর।

"মাঘ" আমাদের কি আদরেরই মাস। এ মাসে আমাদের মহোৎসব মাঘোৎসব। লোকে বলে ইহা একটা বাহিরের উৎসব মাত্র। তাই কি? না, ইহা ভিতর বাহিরের এক বিরাট মহোৎসব। মাঘ মাসে বঙ্গদেশ ব্রহ্মনামে পরিপূর্ণ। এই অপূর্ব্ব মাসেই আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ও নবদ্বীপচন্দ্র ব্রহ্মনামধ্বনির মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। বিদায় লইবার এই ত অপূর্ব্ব মাস। অবিশ্বাসী হৃদয় ভয় পাইও না। ব্রহ্মনামের তাপ ও শক্তি অনুভব কর। ব্রহ্মনামে মৃত প্রাণ উত্তেজিত কর।

"এ নামে পাষাণ গলে, ভাসে জলে, মরলে নবীন জীবন পাই।"

আত্মানুসন্ধান কর। এখনও কি হৃদয়ে প্রেম-রবি জ্বলে নাই? আজ এ অপূর্ব্ব কিরণে পাষাণ হৃদয় গলাইয়া দাও, সকল বিভিন্নতা দূর করিয়া দাও, এক প্রেমের রবিতে সকলে গলিয়া যাক্—ভারত প্লাবিত হোক্। আজ সকল অবিশ্বাসের অন্ধকার, ক্ষুদ্র চিন্তা ভাবনা, নিরাশা উৎকণ্ঠা দূর কর।

St Paul একজন সাধক লোক ছিলেন। একবার তাঁর Corinth নগরবাসী শিষ্যগণ তাঁহাকে নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন করিয়া বিশেষ বিব্রত করেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, বিশ্বাসের জন্য যিনি কারাবরণ করিয়াছেন তিনি বড়, না, যিনি ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণদান করিয়াছেন তিনি বড়?' এই প্রকার অনেক অবান্তর প্রশ্ন তাহারা করিয়াছিল। তিনি এই সব প্রশ্ন শুনিয়া তার একটি চমৎকার উত্তর দেন। তিনি Charity (প্রেম) এর অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, "And now abideth Faith, Hope and Charity; but the greatest of these is Charity." তিনি বলিয়াছিলেন, প্রেমের মহিমায় ও সাধনের অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি দেখিয়াছি, আশা বিশ্বাস ও দাক্ষিণ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়; এবং এই তিনের মধ্যে দাক্ষিণ্যই শ্রেষ্ঠ।

আজ আমি আশা সম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলিব। সাধক-জীবনে আশার বড়ই প্রয়োজন। আশা কি জানায়? আশা জানায়, সাধক ব্রহ্মচরণকে দৃঢ় ভিত্তিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। আশার মূল বিশ্বাস; তাই ধর্ম্মজীবনের মূল এই বিশ্বাস। ভগবানের আশ্বাসবাক্যের উপর নির্ভর করে এই আশা। সাধকের জীবন একটি বিরাট বৃক্ষস্বরূপ—তার মূল বিশ্বাস, কাণ্ড আশা,

পুষ্প আনন্দ ও শান্তি, আর তাহার অপূর্ব্ব ফল প্রেম। আনন্দের 'আ' আর শান্তির 'শা', এই লইয়াই হইল আশা। এই আশাই আজ আমাদের জীবনে বড় প্রয়োজনীয়। যে লক্ষ্যহীন, যে আশাহীন তাহাকে আজ ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। গত জীবনের দুর্ব্বলতাকে দূরে সরাইয়া দিতে হইবে। আজ আশায় হৃদয় নূতন করিয়া বাঁধিতে হইবে। জীবনের সকল দুঃখ তাপ পাপ মলিনতার মধ্যে আশাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে হইবে, সকল অবস্থার মধ্যে মঙ্গলময় বিধাতাকে দেখিতে হইবে।

পাপ আমি করি বটে, কিন্তু সে ত একটা বাহিরের মুখস মাত্র। পাপ সত্য বস্তু নয়, ছায়া মাত্র, উহা চলিয়া যাবে। পাপকেও আমাদের বন্ধুরূপে লাভ করিতে হইবে। St. Augustine বলিয়াছিলেন 'We can make of our vices a ladder to Heaven. পাপকেও আমাদের জীবনের উন্নতির সোপান করিতে পারি।" পাপ অনুতাপ ও ব্যাকুলতা জাগাইয়া আমাদিগকে ব্রহ্মচরণে উপস্থিত করে, সকল গর্ব্বও চূর্ণ করিয়া দেয়।

'মঙ্গলময়' সকল বিষয়েই মঙ্গলময়, এই যে স্থির বিশ্বাস, ইহাই হইবে আমাদের সকল আশার ভিত্তি। সংশয়ের হস্ত হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। সংশয় কোন দিনই মানুষের বন্ধু হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটি উপাদেয় পুস্তকের কথা স্মরণ হইতেছে। ইহাকে অনেক সময় ছেলেদের উপহারের বই বলিয়াই ধরা হয়। প্রকৃত পক্ষে উহা বড়দেরই অধিক উপযোগী—সাধকজীবনের অপূর্ব্ব ইতিহাস। বইটির নাম Pilgrim's Progress 'সাধুর স্বর্গযাত্রা।' সংসারবিমুখ হইয়া সাধু যাত্রা করিয়াছেন—সাংসারিক চিন্তাসকল বোঝার মত তাঁহার সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে প্রথমে উত্তীর্ণ হইলেন Valley of Humiliation। নিন্দাবাদ অত্যন্ত দুঃখদায়ক। ইহাকে দূরে সরাইয়া দেওয়া বড়ই কঠিন। যাহা হউক, আশায় আশায় তাহা পার হইলেন। তারপর আসিলেন Valley of the shadow of Death এ। সংসারের শোক দুঃখের উপর দিয়াও তিনি পার হইয়া আসিলেন 'Vanity Fair' অহঙ্কারের মেলায়। আশার উপর নির্ভর করিয়া এ মেলাও উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন 'Doubting castle"এ। এখানে দুর্জ্জয় সংশয়ের হস্তে ক্ষত বিক্ষত হইলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে আশার বিনাশ হইবার আশঙ্কা যথেষ্টই আছে। Faith is the mother of hope—এ একটা creed মাত্র নয়। মঙ্গলময় সর্ব্বসময়, সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকাজে আমার পরম সাথী; এ বিশ্বাস না থাকিলে দুর্জ্জয় doubt and despair আমাদের আক্রমণ করিবেই করিবে। অনেক মহৎ ব্যক্তিও এই সংশয়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদারতা, দীনে দয়া, নারীজাতির প্রতি অপার করুণা, এই সব ছিল ভূষণ; তিনিও সংশয়ের মধ্যে পতিত হইয়া বলিয়াছিলেন "হায়, বাংলা দেশের কিছুই হবে না।" দেশের মধ্যে কেহই আশার কথা বলে না। লোকে বলে জাতি-ভেদ যাবে না, বলে না জাতিবিদ্বেষ যাওয়া উচিত। এ সব নিরাশার কথা। কেন? উচ্চ-নীচ-ভেদ ভগবানের রাজ্যে তো নেই। তবে একথা কেন? ইহাতে ভগবানে অবিশ্বাসই প্রমাণিত হয়।

St Paul বলিয়াছেন আশা রাখিতে হইবে 'in things unseen'. যীশুখৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া ইহুদিরা চিন্তা করিলেন আপদ দূর হইল, কিন্তু যীশুখৃষ্ট লাভ করিলেন পরম মুক্তি। এই ত বিশ্বাস। তিনি যে বিশ্বাসের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন, আশা রাখিয়াছিলেন। তাই জয় তাঁহারই হইল।

বিশ্বাসের ভূমির মত ভূমি আর নাই। সে ভূমি মায়ের অসীম প্রেমে বিশ্বাস। "আমি আছি" এ বিশ্বাস যেমন দৃঢ়, তেমনই অনুসন্ধানে দেখা আমাতে আমি নই আমাতেই ভগবানের প্রকাশ। প্রত্যেকেরই সেই এক মূল; সেই পরম মূলই তিনি স্বয়ং। No seperate God for everybody. বিশেষতঃ ব্রাহ্মের নিকট সেই এক মূল ভিন্ন আর দ্বিতীয় মূল থাকিতে পারে না। ব্রাহ্ম বলতে আমি ব্রহ্মের উপাসক সকলকেই বলি। কে সে ব্রহ্ম?—তোমার মধ্যে যিনি প্রদীপস্বরূপ। তিনিই, যাঁর প্রেমের কথা বলিতেছি; তাঁর কোন জাতি নাই, তিনি সবার, তোমরা সকলে তাঁরই উপাসক। সেই এক ব্রহ্মকে লইয়াই সকলের উৎসব।

আগামী কল্য ১১ই মাঘ আমাদের পরম দিন। কি আশা লইয়া আমরা এই মহোৎসবে প্রবেশ করিব? লক্ষ্যহীন আশা কোন কাজেই আসে না। নিজ নিজ অভাব অনুসারেই মানুষ আশা করে। আমাদের যে দুঃখ ও দৈন্য তাহার পূরণের আশাই আমরা করি। সাংসারিক হিসাবে অনেক বস্তুই প্রার্থনা করা যায়। সে সব কিন্তু অতি ক্ষুদ্র। অন্ন লইয়া যে সুখ, সে ত সকাম। কিন্তু ব্রহ্মকেই যখন প্রার্থনা করা যায়, তখন তো আর সকাম হয় না। ধ্রুব তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন পিতৃসিংহাসনের আশা লইয়া; কিন্তু যখন তিনি ভগবানকে লাভ করিলেন, তখন কোথায় রহিল তার রাজসিংহাসন, কোথায় বা রহিল রাজত্ব। মণিমানিক্য লাভ হইলে কে কাচখণ্ডের আকাঙ্ক্ষা করে? ক্ষুদ্রে তৃপ্তি নাই।

প্রার্থনা দুই প্রকার:—এক "ধনং দেহি যশো দেহি" ইত্যাদি আর এক 'অসতো মা সদ্গময়' ইত্যাদি। একটি সকাম, আর একটি নিষ্কাম প্রার্থনা। সাংসারিক আনন্দ চাহিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। সকল প্রাণীর সেই উৎপত্তিভূমি পরমানন্দকেই চাই। There is no joy but God শুধু ভক্তিতে কি শুধু পুণ্যেতে আনন্দ নাই। অখণ্ডভাবে আনন্দকেই পাওয়া চাই একমাত্র সেই পূর্ণ আনন্দের প্রস্রবণকে পাইবার আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়াই উপস্থিত হইতে হইবে।

আজ গভীর ভাবে আশাকে হৃদয়ে স্থান দিই। নারদ ও রত্নাকরের জীবন একবার স্মরণ করি। তাঁহারা কি ভাবে আশায় স্থির ছিলেন? সময় তাহাদের টলাতে পারে নাই। আশা ছিল এক দিন না এক দিন পাইবই। আশাতেই তাঁরা জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁদের এ আশা বিশ্বাসের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল এরূপ আশায় কোথাও নিরাশার স্থান নাই। একটি আশা আর একটি নূতন আশায় লইয়া যাইবে। এই আশা নিজের কোনও

পড়িতে পর, মঙ্গলময় বিধাতাতে, করুণাময় পিতাতে, দয়াল দাতাতে। দাতা ত কৃপণ ন'ন। তিনি মুক্তহস্তেই দান করেন। রাজা রামমোহন সকল ধর্ম্মসমুদ্র মন্থন করিয়া এ নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এ কি তাঁর খেয়াল মাত্র? মহর্ষির সম্মুখে কেনই বা ঈশোপনিষদের একটি পৃষ্ঠা উড়িয়া আসিয়াছিল? ইহার মধ্যে কি বিধাতার হাত নাই? স্বয়ং বিধাতাই এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাকেই লইয়া ব্রহ্মোৎসব। এই ব্রহ্মোৎসব কবে ভারতকে প্লাবিত করিবে! কবে মানুষ সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া এক পরম পিতার উপাসক হইবে! মানুষ যে নামেই তাঁহাকে ডাকুক না কেন, তিনি ত আর বিভিন্ন ন'ন, তিনি যে একমেবাদ্বিতীয়ম্। সুতরাং ব্রহ্মোৎসব সকলেরই জন্য।

আজ ভারতের বড় দুর্দ্দিন। পল্লীতে পল্লীতে কত ভাই বোন পশুপক্ষীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে। কেহই কি নাই তাঁহাদের জীবনকে উন্নততর রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য? এখানেই যে ধর্ম্মের কাজ। তাঁদের মাঝে আনন্দ ও শান্তি ফুটাইতেই হইবে। যেখানে আনন্দ ও শান্তি, প্রেম সেখানে জাগিবেই জাগিবে। সামান্য কাজও ব্যর্থ হইয়া যায়, যদি প্রেম না থাকে। আর পুণ্য না থাকিলে প্রেম থাকিতে পারে না। কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিষয়েই চাই পুণ্য; আশা তাহা হইলেই সফল হইবে। পুণ্যকে পরিত্যাগ করিয়া কোনও কার্য্যেই সফলতা লাভ করা যায় না। মলিনতা সকল কার্য্যকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

শুধু সাধক ভক্তই কি তাঁহাকে পাইবে? আমাদেরও যে তাঁকে চাই। একবারও কি মনে হয় না যে, আমাদের সকল পাওয়ার মাঝেও কি যেন একটি পাওয়া হয় নাই? আজ আমাদের দারিদ্র্য অনুভব করিতে হইবে। আকুল আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা প্রাণে জাগাইতে হইবে। দয়াল দাতার করুণায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহারই উপর নির্ভর করিতে হইবে। নিজের দিকে চাহিয়া নিরাশ হইলে চলিবে না।

কাল মহা উৎসব—সকলে আমরা আশা লইয়াই আসিব। এই আশার জননী বিশ্বাস। মঙ্গলময়ের মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাসের উপরই আমাদের আশা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মা, প্রাণ দিয়ে তোমার চরণে পড়িতে দাও, যেন আমরা উৎসবে আসিয়া হৃদয়-মন্দিরে তোমাকে লাভ করিয়া যাইতে পারি। তোমার প্রেম, তোমার ইঙ্গিত, আমাদের চালক হউক। তোমার দ্বারে এসে এবার যেন তোমাকেই আমাদের ভূষণ করিয়া লইয়া যাইতে পারি, তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ কর। আমাদের প্রাণে সেই আশা ও বিশ্বাস জাগাইয়া দাও।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) সোমবার উৎসবের বিশেষ দিন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া যুবকগণ মন্দির পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করেন। রাত্রি প্রভাত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যাকুলপ্রাণ উপাসকগণ মন্দিরে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করেন এবং সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। আচার্য্যের আসনে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বেদী গ্রহণ পূর্ব্বক অদ্যকার মহা পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া উদ্বোধন আরাধনা প্রার্থনাদি অন্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

সকল মানুষেরই প্রাণে স্বাভাবিকরূপে উন্নত হইবার ও পবিত্র হইবার অর্থাৎ ধর্ম্ম লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে। নিতান্ত উদাসীনের প্রাণেও ইহার একান্ত অভাব হয় না, কোনও না কোনও সময়ে এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। তখন জীবনে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। কিন্তু জীবনের প্রতি ঘটনায় ও সঙ্কটে মানুষ দেখে নিজের শক্তিতে কিছুই হয় না। পদে পদে পরাস্ত হইতে হয়, আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ উন্নতি লাভ করা যায় না। তখন "আমি অক্ষম, আমি দুর্ব্বল, কে আমায় সাহায্য করিবে," এই ভাব নিয়ত মানুষের মনে জাগে। এই আকুলতা ও দুর্ব্বলতার মধ্যে সে জীবনে ঈশ্বরের পরিচয় পায়, তাঁহার সাহায্য লাভ করে। পাপের দুর্গতির ভিতরেও মানুষ বুঝিতে পারে, সে ঈশ্বরের সন্তান—চিরদিন সে পাপে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। নিরুপায় হইয়া সে যখনই এই অনুভূতির প্রেরণায় ঈশ্বরের কৃপার ভিখারী হয়, ঈশ্বর তখন মোহ দূর করিয়া তাহাকে উদ্ধার করেন। পাপভারাক্রান্ত জীবনে মানুষ যখন মনে করে, অসহায় অবস্থায় অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছে—সম্মুখে তৃণখণ্ডও নাই—পার দেখা যায় না, তখন তাহার মর্ম্ম ভেদ করিয়া এই প্রশ্ন ও আর্ত্তনাদ উঠে—এমন কি কেউ নাই যে আমায় উদ্ধার করিবে? সেই আকুল ক্রন্দন ও প্রার্থনা কখনও নিষ্ফল হয় না। তাহার উত্তর যথাসময়ে অন্তরে পাওয়া যায়। তখন সে এই আশ্বাসবাণী শুনিতে পায়, একজন আছেন যিনি সকলের উদ্ধারকর্ত্তা—দয়ার আধার ও চির সহায়। দেখিতে পায়, তিনি তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিতেছেন, হৃদয়ে বল ও শক্তি দিতেছেন, সকল বাধা বিঘ্ন বিপদ দূর করিয়া দিতেছেন।

প্রাচীন কাল হইতে সাধুগণ এই সাক্ষ্যই দিয়াছেন—এমন একজন আছেন যিনি জীবের দুঃখে উদাসীন ন'ন—যিনি পাপ তাপ হইতে মানুষকে উদ্ধার করেন—যে তাঁকে চায় সে পায়, যে তাঁর শরণ লয় তিনি তাহাকে আশ্রয় ও শান্তি প্রদান করেন। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে সাধুরা এই আশ্বাসবাণী জগতে উচ্চারণ করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রে আছে—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। কি আশার কথা! যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ লোক তাঁহারা আকাশে বিস্তৃত পদার্থের ন্যায় পরমেশ্বরকে দেখেন। এই চক্ষুরিন্দ্রিয় যেমন দিনের আলোতে বস্তুসকলকে প্রত্যক্ষ করে, তেমনি ঋষিগণ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াই এই বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তবে মানুষ নিরাশায় ক্রন্দন করিবে কেন?

আবার এই দেশের শাস্ত্রেই এই কথাও উচ্চারিত হইয়াছে।

বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে জানিয়াছি। হে মানব, ভাবিতেছ জগত অন্ধকারময়, নিরাশায় মুহ্যমান হইতেছ, মনে করিতেছ তোমার চক্ষুর জল মুছাইবার কেউ নাই।

আশান্বিত হও—সকল অন্ধকার অপরাধ দূর করিবার জন্য জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষ আছেন, তাঁহাকে আমি জানিয়াছি, বিশ্বাস কর। এই ঋষিবাক্যের মর্ম্ম কি আশা ও আনন্দের সংবাদ বহন করিতেছে!

শুধু অতীতেই ঋষিগণ এই সাক্ষ্য দিয়াছেন এমন নয়, যুগে যুগে সাধুগণ পরমেশ্বরকে জীবনে ও জগতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়া জগতকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। অন্য দেশের কথা আজ বল্‌ব না। এই বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশের ধর্ম্মপ্রাণ লোকেরা কি সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাই আজ কিছু বল্‌ব।

লোকে মনে করে বেদ উপনিষদ্ পাঠ না কর্‌লে ধর্ম্ম হয় না—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। এ কথা সত্য হইলে ত সর্ব্বনাশ। তাহা হইলে ত সাধারণ লোকের কোনই আশা থাকিত না, তাহারা ধর্ম্মলাভ করিতে পারিত না। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। এই চক্ষু যেমন আলোকের সাহায্যে পদার্থসকলকে দেখে, কোনও বিদ্যার দরকার হয় না, অপর কোনও সহায়তার প্রয়োজন হয় না; তেমনি মানুষের আত্মা যখন নির্ম্মল থাকে, তখন স্বাভাবিকরূপেই পরমাত্মাকে দেখে। শাস্ত্রজ্ঞানাদির, বিদ্যাবুদ্ধির, যুক্তি বিচারের কোনও দরকার হয় না। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

নানক পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। কিন্তু বালক নানকের প্রাণে ভগবানের প্রকাশ হইয়াছিল। বিদ্যা না থাকিলেও তাঁহার ঈশ্বরদর্শন সম্ভব হইয়াছিল। নির্ম্মলচিত্ত হইয়া যে হৃদয় পাতিয়া দেয় সে-ই পরমাত্মার পরিচয় পায়। নানকের বাবা তাহাকে মহিষ চরাইতে পাঠাইলেন। মাঠে গিয়া তাহার চক্ষে ঈশ্বরের মহিমা প্রতিভাত হইল। একবার সে দর্শন পাইলে আর মানুষের মন বাহিরের সংসারে থাকে না। তিনি ঈশ্বরে ডুবিয়া গেলেন, মহিষ চরাবার কথা ভুলিয়া গেলেন,-সে দিকে আর দৃষ্টি রহিল না। মহিষগুলি অপরের শস্য নষ্ট করিল। পিতা সে কথা শুনিয়া নির্দ্দয় ভাবে তাঁহাকে প্রহার করিলেন। তিনি বল্লেন "আমাকে প্রহার করিয়া কি ফল হইবে? আমার দেহের অতীত আত্মায় এ প্রহার লাগিবে না। সে যখন বাহিরের জগতে পরমাত্মার সৌন্দর্য্য দেখিয়া ডুবে, তখন চক্ষু ফিরাইতে পারি না। মহিষ চরাবার কথা মনে থাকে না।"

আরও পরে শিখদের উপর যখন খুব অত্যাচার চলিতেছিল, তখন গুরু গোবিন্দের পুত্রদ্বয় শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন। তাহাদিগকে বলা হইল—ঈশ্বর এক, দুই ন'ন, তিনিই সকলের সর্ব্বময় কর্ত্তা—এ কথা অস্বীকার কর, তবেই মুক্তি পাবে। বালকদ্বয় বল্‌ল "এ যে সত্য; ধর্ম্মকে অস্বীকার কর্‌ব কিরূপে? প্রাণ যায় যাবে, সত্যকে স্বীকার কর্‌তেই হবে।" জগৎপতিকে যে জেনেছে সে কি কাহারও ভয় করে? কষ্টকর মৃত্যুর ব্যবস্থা হ'ল। তারা আনন্দে—গুরুজীকে ফতে—ঈশ্বরের জয়, বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ দিল।

মানুষ এইরূপে প্রাণ দিয়া যুগে যুগে দেখাইয়াছে যে, ঈশ্বর প্রাণে প্রকাশিত হ'ন, এ কথা সত্য।

আধুনিক কালে ব্রাহ্মসমাজে রামমোহন রায় এই সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য—এই সাক্ষ্য দিতে তাকে কত অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে! পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। তিনি নিরাশ্রয় হইলেন, কিন্তু "বাবা, ব্রহ্ম নাই, ঈশ্বর সত্য ন'ন," এ কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি গৃহের বিগ্রহে নিষ্ঠাবান ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আত্মায় প্রকাশিত হইলেন, আর ঈশ্বরকে অস্বীকার করা সম্ভবপর হইল না, মিথ্যা বিগ্রহে আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিলেন না। হাজার হাজার লোক আত্মপ্রবঞ্চনা করে, ধর্ম্মে যা বিশ্বাস করে না, তাও সমর্থন করে, মানিয়া চলে। কিন্তু অমৃতে গরল সহ্য হয় না, ধর্ম্মে প্রবঞ্চনা অতীব মারাত্মক। সেখানে প্রবঞ্চনা করিলে, মিথ্যাকে আশ্রয় করিলে, সত্যকে পরিত্যাগ করিলে, নিজের সর্ব্বনাশ—জগতের মহা অকল্যাণ। ধর্ম্ম, সমাজ গৃহ পরিবার কিছুই দাঁড়াইতে পারে না, সকল উন্নতি ও কল্যাণের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। এই জন্য জগতের কল্যাণ সাধন করেন সাধুরা নিজেদের বিশ্বাস অকুতোভয়ে প্রচার করিয়া, দুঃখ অত্যাচার আসিলেও অনুভূত সত্যকে জীবনে স্বীকার করিয়া।

রামমোহনকে চোখে দেখি নাই। কিন্তু এই ব্রাহ্মসমাজে শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখিয়াছি। ব্রহ্মকে স্বীকার কর্‌বার জন্য এমন কঠোর দণ্ড আর কত জনকে পাইতে হইয়াছে জানি না। বাড়ীর বিগ্রহে বিশ্বাস এক সময়ে তিনিও করিতেন, রামমোহনের মত। কিন্তু বিশ্বাস ক্ষুদ্রে আবদ্ধ থাকিল না—ক্ষুদ্র প্রাণকে তৃপ্ত করিতে পারে না। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ এই দর্শন তাঁহার হইল, আর ধর্ম্মে প্রবঞ্চনা সহ্য হইল না। পিতার মনোরঞ্জনের জন্য ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। পিতা প্রহার করিয়া সব ঠিক করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি বল্লেন—"বাবা, হাড় ভেঙ্গে দিলেও আর বিগ্রহের পূজা করিতে পারিব না; আপনার কথা আর কখনও লঙ্ঘন করি নাই, কিন্তু ধর্ম্মের গ্লানি করিতে পারিব না।" ঈশ্বরের সত্তা প্রাণে উপলব্ধি হইলে সাধুরা তাহাকে অতিক্রম ও অস্বীকার করিতে কিছুতেই পারেন না। বাহ্য পদার্থ যেমন চোখে দেখা যায়, তেমনি তাঁহারা ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র প্রতিভাত দেখেন। আর তাঁহাকে অস্বীকার করিবেন কিরূপে?

আজ মাঘোৎসব—সেই সত্য পুরুষকে স্বীকার ও পূজা করিবার দিন। এখানে এই জীবনে কি লীলাই দেখেছি! স্ত্রীলোক বৃদ্ধ যাঁহারা বহুকাল দেবদেবীর পূজা করিয়াছেন, তাঁহারা এখানে আসিয়া কি দেখিয়াছেন আর সব ছাড়িয়াছেন—আর তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই! দুঃখ অত্যাচার সহিয়াও তাঁহার পূজা ছাড়েন নাই।

লোকে বলে এদেশের মেয়েরা ঘরকন্না নিয়ে থাকে, সব Mary, Martha কেহ নাই, ধর্ম্মের রসাস্বাদন তাদের আয়ত্ত নয়। কিন্তু এমন নারী দেখেছি যে ঘরকন্নাও করে আবার ভগবানে প্রাণ ডুবাইয়া দিতে পারে। নারী অজ্ঞান, বেদ উপনিষদ্ পড়ে নাই, ধর্ম্মের কি বুঝিবে? এই কথাইত সকলে বলে। কিন্তু দেখেছি এই অজ্ঞান নারী ব্রহ্মের সাক্ষ্য ভাবে দিয়েছেন, তাঁহাকে জীবনে স্বীকার ও পূজা করিবার জন্য সকল বাঁধন অতিক্রম করেছেন।

যারা দরিদ্র তারা বলে, যদি ব্রহ্মকে স্বীকার করি তবে লোকে বিমুখ হইবে, যে সামান্য জীবনোপায় তাও চলিয়া যাইবে।

আর এক শ্রেণীর লোক বলে, যদি ঈশ্বরকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি তবে আত্মীয় স্বজন সকলে ছাড়িবে, বিপন্ন হইবে।

কিন্তু তাঁহাকে পাইতে হইলে এরূপ ভয় করিলে চলিবে না। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য সব ছাড়িতে হইবে। কেননা, তাঁহাকে না পাইলে অপর সকলই বৃথা। আর তাঁহাকে পাইলে অপর যাহা কিছু সমস্তই পাওয়া যাইবে। কোনও অভাবই থাকিবে না। গৃহ পরিবারকে, দেশকে উন্নত করিতে যে চায় তাহাকে ব্রহ্মকে স্বীকার করিতেই হইবে। সকলে ছাড়িতে পারে কিন্তু তিনি ছাড়িবেন না। যে তাঁকে চায় তাঁর সকল অভাব তিনি পূর্ণ করেন, এই বিশ্বাস উজ্জ্বল করিতে হইবে। ইহাতে সকল ভয় বাধা দূর হইবে। সাধুরা কি বৃথাই প্রাণ দিয়াছেন?

পিতামাতা যদি সন্তানকে অস্বীকার করেন, ভাই যদি ভাইকে ছাড়ে, আত্মীয় স্বজন যদি বিমুখ হয়, তবুও কি আজ ঈশ্বরকে স্বীকার করিব না? তিনি যে প্রাণে সাড়া দিয়া কথা বলিয়াছেন! আপনার পরিচয় আপনি দিয়াছেন। তাঁহাকে কি অস্বীকার করা যায়?

বিষয় মানুষের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে! বিষয়ে পড়িয়া মানুষ ঈশ্বরকে ভুলিয়াছে। যাহারা ঈশ্বরের পরিচয় জীবনে পাইয়াছে তাহারাও বিষয়ের মোহে তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছে। আজ সকলে বলি "আর অবিশ্বাসী হইব না। আর মোহে অভিভূত থাকিব না।" আজ কি এ কথা বলিব না যে, "ঈশ্বর, তুমি যে ধর্ম্মরাজ্য ও পুণ্যরাজ্যের ছবি দেখাইয়াছ তাহাকে জগতে ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণে সাহায্য করিব?" আকাশে সে প্রেম ছড়াইয়া পড়ুক, প্রাণে প্রাণে সে প্রেমের স্পর্শ লাগুক, এই প্রার্থনা আজ সকলে মিলিয়া করিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সকল কাজে স্বীকার করিলেই তাহা সম্ভবপর হইবে। 'আজ বড় কাজের ভিড়, আজ আর আমার ঈশ্বরের কাজ করা হইবে না,' এ কথা বলিলে চলিবে না। এই উদাসীনতা, বিষয়ের মোহ, মানুষের প্রাণকে অধিকার করিতেছে বলিয়াই মানুষ দুর্দ্দশায় দিন কাটাইতেছে। সকলেই নিমকহারাম; এই অপরাধে অপরাধী আমরা। আজ প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন, বলিতে হইবে আর প্রভু পরমেশ্বরকে অস্বীকার করিব না। তবেই অপরাধস্বীকার সত্য ও সরল হইবে যদি বলিতে, পারি 'প্রভু, যদি হাড় গুলি ও খুলিয়া লও তবুও আর তোমাকে অস্বীকার করিব না, তোমার ইচ্ছাকে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত করিব।' কেহ কি বলিতে পার যে ঈশ্বরের করুণা গৃহপরিবারে ও জীবনের ঘটনায় দেখ নাই? তিনি যে সকল ভার গ্রহণ করেন তাহার পরিচয় কি পাও নাই। তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তাকে স্বীকার করিতে আর ভয় কেন? ঈশ্বর আছেন, তিনি তোমার আমার সকলের ভার লইয়াছেন। আর ভাবনা কি? আমরা আপন আপন ঘরে পুত্রকন্যাদের মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করি। আজ তাঁহাকে বলি "আমরা, ঘর সংসার পুত্রকন্যার ভাবনায় তোমার কাজ করিতে পারি না; আজ এই পবিত্র মাঘোৎসবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার ধর্ম্মরাজ্যের জন্য প্রাণের অনুরাগ, দেহের শক্তি, সকল দিব; এই মহৎকার্য্য হইতে আর নিজকে দূরে রাখিব না, তোমার স্বর্গরাজ্য বিস্তারের সহায় হইবই হইব; যে-সব প্রলোভন, আমোদ বিলাসিতার মোহ তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করে সে-সব বিষবৎ পরিত্যাগ করিব, তুমি আশীর্ব্বাদ কর। আজ আমরা সকলে তাঁহারই শরণাপন্ন হইব। তিনিই আমাদিগকে তাঁহার অনুগত হইয়া চলিবার বল ও শক্তি প্রদান করুন, আমাদিগকে তাঁহার করিয়া লউন। তাঁহারই জয় হউক।

কিছুক্ষণ সংকীর্ত্তনাদি হইয়া অনেক বেলাতে প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ হয়। তখনও কেহ কেহ মন্দিরে থাকিয়া ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনাতে নিযুক্ত থাকেন। কখনও মন্দির শূন্য থাকে না। অনন্তর আবার ১ ঘটিকার সময় মাধ্যাহ্নিক উপাসনা। তাহাতে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার উপদেশটি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায় ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পুনরায় ৪ ঘটিকার সময় ইংরাজীতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মানুবাদ পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। অনন্তর সায়ংকালীন উপাসনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। রাত্রিতে লোকসমাগম আরও অধিক হয়। অনেকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মহা আকুলতা ও ভাবস্রোতের মধ্যে যথাসময়ে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় গভীর অনুরাগের সহিত উপাসনা সম্পন্ন করিলে পর আবার সংকীর্ত্তন হইয়া অনেক রাত্রিতে অদ্যকার উৎসব শেষ হয়। উপদেশটির মর্ম্ম আমরা পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ

আমরা ঈশ্বরের হইয়া থাকিব।

এ দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রণীত "ধর্ম্মতত্ত্ব" শীর্ষক পরমোৎকৃষ্ট গ্রন্থে নিষ্কাম ভক্তি বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুপুরাণ হইতে গুটিকয়েক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকগুলি অতি চমৎকার। উহার কয়েকটি শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, প্রহ্লাদের দুঃখ দেখিয়া এবং স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন এবং বলিলেন—"প্রহ্লাদ, তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ কর।" প্রহ্লাদ কহিল, "ভগবান্, আপনি যদি নিতান্তই আমাকে বর প্রদান করিতে চাহেন ত এই বর প্রদান করুন, যেন চিরদিন আপনার প্রতি আমার ভক্তি থাকে।" ভগবান কহিলেন "প্রহ্লাদ, তাহাই হইবে, চিরদিনই আমার উপরে তোমার ভক্তি থাকিবে। তুমি দ্বিতীয় বর গ্রহণ কর।" প্রহ্লাদ কহিলেন "আপনি যদি দ্বিতীয় বর দিতে চাহেন ত এই বর দিন, আমার পিতা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আপনার কাছে যে-সকল অপরাধ করিয়াছেন, আপনি তাহা মার্জ্জনা করিবেন।" ভগবান

ওরা মাঘ রাত্রে শ্রমজীবিগণের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।

এই বর দিতে সম্মত হইয়া কহিলেন "প্রহ্লাদ, তুমি তৃতীয় বর গ্রহণ কর।" প্রহ্লাদ কহিলেন "তৃতীয় বর দিতে হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, আপনার প্রতি আমার যে ভক্তি, তাহা যেন সুনির্ম্মলা ভক্তি হয়।" প্রহ্লাদের মনের কি নিষ্কাম ভাব! তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার দেবতার নিকট হইতে ধনৈশ্বর্য্য, যশ মান সকলই লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে শুধুই সুদুর্ল্লভ ভক্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন।

আজ উৎসবের দিনে, প্রহ্লাদের এই উক্তি স্মরণ করিয়া, আমার মনে এই কল্পনার উদয় হইতেছে যে, আমাদের উৎসবের দেবতা প্রকাশিত হইয়া যদি বলেন "তোমাদের সঙ্গীতে, তোমাদের আরাধনা ও প্রার্থনায়, আকৃষ্ট হইয়া আমি আমার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া এই প্রশ্ন করিতেছি, আমার কাছে তোমাদের কি প্রার্থনা? তোমরা এই উৎসবে আমার কাছে কি চাও?" তাহা হইলে আমরা কি বলিব? আমরা কি এই প্রার্থনা করিব যে, তোমার কাছে ধন চাই, মান চাই, যশ চাই? না না, তাহা কেন চাহিব? আমরা উৎসবের মধ্যে আমাদের দেবতার নিকট এই প্রার্থনা করিব যে, "হে আমাদের পিতা, আমরা তোমার হইয়া থাকিব। তোমার ধর্ম্মের জন্যই জীবন ধারণ করিব, ইহাই আমাদের সর্ব্বোচ্চ প্রার্থনা।"

আজ উৎসবের মধ্যে সহসা অন্তরে কেন এই প্রার্থনার উদয় হইল? কেন উদয় হইল তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। একবার মাঘোৎসবের সময় এই বেদীর উপর হইতেই আমাদের স্বর্গীয় আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার একটি উপদেশে বলিয়াছেন, "আজ যেন মুক্তিদাতা ঈশ্বর আমাদের এই কথা বলুছেন, সংসারের লক্ষ লক্ষ লোক ত আমাকে ভুলিয়া গিয়া, ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া, বিষয়ের পশ্চাতে, ধনমান ও যশের পশ্চাতেই ছুটিয়া চলিয়াছে; কিন্তু হে ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ, তোমরা যে আমার জন্যই ছিলে, তোমরা যে ধর্ম্মের জন্যই জীবনধারণ করিবে; তোমরাও আমায় ত্যাগ করিবে? তোমরাও ধর্ম্মকে ছাড়িয়া ধন মানের পশ্চাতেই ছুটিয়া চলিলে? তবে কি আমার জন্য আর কেহই থাকিবে না?"

কি মর্ম্মস্পর্শী উক্তি! বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক মাতালের মত রাজনীতি ও বিষয়বাণিজ্যের পথেই ছুটিয়া চলিয়াছে। সংসারে যেন ধনৈশ্বর্য্যের ও বিষয়বাণিজ্যেরই প্রয়োজন আছে; ঈশ্বরের এবং ধর্ম্মের যেন কোনই প্রয়োজন নাই! মানবজাতির রাজনৈতিক ও বিষয়বাণিজ্যের উন্নতি হইলেই কি সব হইল? তাহাতেই কি বিপুল মানবসমাজ রক্ষা পাইবে? মানবজাতির উন্নত সভ্যতা ও বৃহৎ সমাজকে কে ধারণ করিয়া আছে? ধর্ম্মই নয় কি? ঈশ্বরকে সরাইয়া রাখিয়া, ধর্ম্মকে বাদ দিয়া, ইউরোপের সমস্ত কামানগুলি এবং রাজকোষের স্বর্ণরত্ন ও মণিমুক্তা একত্র করিতে পারিলেই কি মানবসমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করিতে পারিবে? হায়! জগতের সমস্ত নাস্তিক ও ধর্ম্মবিরোধী লোকেরা মিলিত হইয়া, ঈশ্বর ও ধর্ম্মবিহীন মানবসমাজকেই যদি রক্ষা করিতে চায়, তবে সেই সমাজ কয় দিন ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা পায়, তাহা একবার দেখিতে পাওয়া যায়!

মানবসমাজে নিশ্চয়ই রাজনৈতিক ও বিষয়বাণিজ্যের উন্নতি চাই। কিন্তু মানবসমাজরক্ষার জন্য সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের হওয়া এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করাই একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার ত মনে হয়, এই ধর্ম্মরক্ষার একটি বড় কাজই ব্রাহ্মসমাজের হাতে। তাই আজ এই মহোৎসবের দিনে বলিতেছি, আমরা ঈশ্বরের হইয়াই থাকিব, ধর্ম্মের জন্যই জীবন ধারণ করিব—ইহাই আমাদের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু ঈশ্বরের জন্য থাকিতে হইলে আমাদের কি করিতে হইবে? এ জন্য সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তেই আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক। এই আত্মসমর্পণ ধর্ম্মরাজ্যের একটি অতি শ্রেষ্ঠ কার্য্য। ঈশ্বরের হাতে আপনাকে দিয়া দিতে পারিলেই জীবনে ঐশীশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। জীবনে ঐশীশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের সূচনা হয়। নচেৎ যতদিন আপনাকে আপনার প্রবৃত্তির, আপনার নিকৃষ্ট স্বার্থের, আপনার মলিন মানবীয় ভাবের অধীন করিয়া রাখি, ততদিন জীবনে ঐশীশক্তিরও ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, যথার্থ ধর্ম্মজীবনের পথেও অগ্রসর হইতে পারি না।

শ্রমজীবী বন্ধুগণ, আপনাদিগকে ঈশ্বরকেই দিতে হইবে শুনিয়া আপনারা কি ভয় পাইতেছেন? এ রকম মনে হইতে পারে যে, আপনাদিগকে যদি ঈশ্বরকেই দিয়া দি, তবে আমাদের সংসার কেমন করিয়া চলিবে? স্ত্রী পুত্রের কি উপায় হইবে? আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য কে দেখিবে? আমাদের অনেকের হৃদয়ের তলদেশেই এই ভাব প্রচ্ছন্ন আছে যে, ঈশ্বরকে সব দিয়া ফেলিলে আমাদের সংসারের ও স্ত্রী পুত্রের কি উপায় হইবে? কিন্তু আমরা যদি সত্যসত্যই ঈশ্বরকে সব দিয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলে ঈশ্বরই যে আমাদের সব হ'ন, আমাদের সকলের হ'ন। তখন তিনি আমাদের সংসারে আপনার হ'ন, ধর্ম্মক্ষেত্রে আপনার হ'ন; তখন তিনি আমাদের স্ত্রী পুত্রের আপনার হ'ন, আত্মীয়স্বজনের আপনার হ'ন; তখন তিনিই অন্ন হ'য়ে, জল হ'য়ে, অর্থ হ'য়ে, সহায় হ'য়ে, সম্পদ হ'য়ে আমাদের কাছে আসেন। এই কথাই সত্য কথা, যদি যথার্থই ঈশ্বরকে সব দিতে পারি, তবে সকলের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকেই পাইতে পারি এবং ঈশ্বরের মধ্য দিয়া সকলই লাভ করিতে পারি।

এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় "খেয়া" নামক পরমোৎকৃষ্ট কাব্যখানির ভিতরে একটি বড় চমৎকার কবিতা আছে। কবিতাটির মর্ম্মকথা এই যে, আমরা যাহা কিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করি, তাহা আবার স্বর্ণ হইয়া আমাদের কাছেই ফিরিয়া আসে। কবিতার গল্পটি যে কি, তাহা সংক্ষেপে বলি। এক কৃপণ ভিখারী সকাল বেলায় রাজপথে বাহির হইয়াই স্বর্ণরথে রাজাকে দেখিতে পাইল। সে ভাবিল, আজ আর তাহার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইবে না। রাজাই দুই হাত ভরিয়া তাহাকে ধন দান বিতরণ করিবেন। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! স্বয়ং রাজাই যে ভিখারীর কাছে আসিয়া হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিলেন! কৃপণ ভিখারী নিরুপায় হইয়া তাহার ঝুলি হইতে একটি ক্ষুদ্র তণ্ডুলকণা বাহির করিয়া রাজার হস্তে অর্পণ করিল। তৎপর সে বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া দেখিল, তাহার সেই কণাটিই সোনা

হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। হায় রে, তখন সেই অবোধ ভিখারী আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল—

"দিলাম যা রাজভিখারীরে
স্বর্ণ হ'য়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোকের জলে দুটি নয়ন ভ'রে,
তোমায় কেন দিই নি আমার সকল শূন্য ক'রে।"

এই ক্ষুদ্র কবিতাটির মধ্যে কি গূঢ় ভাবই প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে! ঈশ্বর বিশ্বের রাজা হইয়াও আমাদের হৃদয় এবং হৃদয়ের প্রেম চাহিতেছেন। কিন্তু আমরা বুক বাঁধিয়া হৃদয়ের সবটা কি তাহাকে দিতে পারি? হায়, সবটা ত দূরের কথা, হৃদয়ের অতি সামান্য অংশই তাঁহাকে অর্পণ করি। শেষকালে দেখি, সেই আমাদের জীবনের অধিপতিকে হৃদয়ের সামান্য একটুখানি যে দিয়াছিলাম, সেই টুকুই আমার সোণা হইয়া গিয়াছে; আর সবই অসার প্রস্তর এবং লৌহ। এই সংসারে যে-সকল ধার্ম্মিক ও ত্যাগী পুরুষ আপনাদের সমস্তই ঈশ্বরকে দিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের সমস্তই সোণা হইয়া গিয়াছে।

অতএব এই কথাই সত্য যে, আপনাদিগকে ঈশ্বরকে দিতে পারিলেই, ঈশ্বর আমাদের সব হইবেন, সকলের হইবেন। এবং এইরূপ ভাবে আপনাদিগকে একটু একটু করিয়া যতই ঈশ্বরকে দিতে পারিব, ততই তাঁহার হইব, ততই ধর্ম্মের জন্য জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব। তাই বলি, এই উৎসবের মধ্যে, উৎসবের দেবতার নিকট এই প্রার্থনাই করিব যে, আমরা সকলে যেন একটু একটু করিয়া তাঁহারই হই, তাঁহার ধর্ম্মের জন্যই যেন জীবনধারণ করি। এইরূপ প্রার্থনা অন্তরে লইয়াই যেন এবার উৎসবে প্রবেশ করিতে পারি।

ব্রাহ্মসমাজ।

কলিকাতা উপাসক-মণ্ডলী—কলিকাতা উপাসক-মণ্ডলীর বার্ষিক সভা উপলক্ষে একটি বিশেষ উৎসব হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সায়ংকালে উপাসনা; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও সায়ংকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও হিসাবাদি গৃহীত হইলে পর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জী, শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত শিশির কুমার দত্ত সহকারী সম্পাদক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ নিযুক্ত এবং আচার্য্যগণ মনোনীত হন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৭ই মাঘ তারিখে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে পরলোকগত বাবু জগদীশ্বর গুপ্তের পত্নী জয়কালী গুপ্তের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাঁহার পালিত পুত্র শ্রীমান্ অবনীনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে জগদীশ্বর বাবুর সমাধির পার্শ্বে মৃত মহিলার চিতাভস্ম প্রোথিত হয় এবং তৎপরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ফণ্ডে ৫৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে বাবু শ্রীশচন্দ্র দে অল্প কয়েক দিনের অসুখে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি এক সময় নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন এবং ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি যে মূল্যবান লাইব্রেরী রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর পাঠানুরাগ সূচিত হয়।

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষাল তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজীবের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন ও কালীমোহন বাবু প্রার্থনা করেন।

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী ডিব্রুগড় নগরীতে পরলোকগত বাবু লক্ষ্মীনাথ দাসের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত পবিত্রজীবন পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন।

ঢাকা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্তের তিন বৎসর বয়সের একটি কন্যা পরলোকগমন করিয়াছে। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী তাহার পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করিয়াছেন। সুরেশবাবু এই উপলক্ষে পূর্ব্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজে ২৫৲ অনাথ ধনভাণ্ডারে ১৫৲ এবং ঢাকা নববিধান সমাজে ১০৲ দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ও কল্যাণীয়া চপলাবালা রত্নাকরের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বিভাগে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দান—শ্রীযুক্ত দেবব্রত মল্লিক পিতা বাবু মনিলাল মল্লিকের প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲ ও বাণীবন ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার লাহিড়ী পিতা বাবু শরৎ কুমার লাহিড়ীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲ ও সাধনাশ্রমে ৫৲, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সমাদ্দার মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচার বিভাগে ১৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲, শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার শশ্রূমাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচার বিভাগে ১৲ ও সাধনাশ্রমে ১৲ এবং শ্রীমতী স্নেহপ্রভা নিয়োগী ও শ্রীমতী বাসন্তী সরকার ভগ্নী

শান্তিপ্রদা সরকারের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲ সাধনাশ্রমে ২৲ ও দাতব্য বিভাগে ৩৲ দান করিয়াছেন।

এ সকল দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

নাম করণ—বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সমদ্দারের প্রথম পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুকে রবীন্দ্রনাথ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মঙ্গল বিধাতা শিশুকে সতত কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

মফস্বলে মাঘোৎসব—নগাঁও—প্রেমময় ভগবানের অনির্ব্বচনীয় করুণায় ভগ্ন মন্দিরকেই সময়োপযোগী করিয়া তথায় মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্যামাগুরি নামক স্থান হইতে সবডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত ছুটী লইয়া ৮ই মাঘ সপরিবারে নগাঁও আসেন। তাঁহার পত্নী কলিকাতা উৎসবে যাবেন স্থির ছিল; কিন্তু নগাঁও উৎসব হইবে জানিয়া তিনি সে সংকল্প ত্যাগ করিলেন। কালাঙ্গরের সব-এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র দে সহর হইতে কয়েক মাইল ব্যবধানে বাস করেন। তিনি ১০ই মাঘ সহরে আসিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু ও দেবপ্রসাদ বাবুর সহিত মিলিত হইয়া সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া পত্র পুষ্পে মন্দির সুসজ্জিত করেন। জনৈক খ্রীষ্টান যুবকের দ্বারা শালু কাপড়ে মটো লিখাইয়া লন। দেয়ালের চারিদিক ত্রিপলদ্বারা আবৃত করিয়া পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত করা হইল, মন্দিরের অভ্যন্তর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীর মূল্যবান বস্ত্র ও গালিচা দ্বারা আবৃত করা হইল। ৯ই মাঘ অতি প্রত্যুষে শ্রীযুক্তা শারদামঞ্জরী দত্ত ও শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু পল্লীর কোন কোন বাড়ীতে যাইয়া নামগান করেন, পরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে উপাসনা করেন। সায়ংকালে মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন; শ্রীযুক্তা শারদামঞ্জরী দত্ত উপাসনা করেন ও "তস্মিন্ প্রীতি ও তৎ-প্রিয়কার্য্যসাধন" বিষয়ে কিছু নিবেদন করেন। ১০ই মাঘ প্রাতে স্বর্গীয় বাবু রামদুর্ল্লভ মজুমদারের বাটীর প্রাঙ্গণে তাঁহাদের সমাধির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটি সঙ্গীত করিয়া সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করা হয়। তৎপর মন্দিরে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের "জীবন বেদ" হইতে "প্রার্থনা" শীর্ষক উপদেশ পাঠ করেন। অপরাহ্নে সাধুজীবন-আলোচনা। হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত রামেশ্বর বড়ুয়া মহাপুরুষ শঙ্করদেবের বিষয় বর্ণনা করেন। তাঁহার ধর্ম্মকে "মহাপুরুষিয়া" ধর্ম্ম বলে। আসামে অনেক লোক এই ধর্ম্ম আচরণ করেন। শ্রীযুক্তা শারদামঞ্জরী দত্ত মহাত্মা রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিষয়ে কিছু বলেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় উপাসনা করেন ও রত্নাকরের ধর্ম্মজীবনের পরিবর্ত্তন বিষয়ে উপদেশ দেন। ১১ই মাঘ প্রাতে মন্দিরে একটি জমাট কীর্ত্তন হয়; তৎপরে শ্রীযুক্তা শারদামঞ্জরী দত্ত উদ্বোধন, অর্পণ ও আরাধনা করেন; মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করেন, তৎপরে মহেশ বাবু, দীনেশ বাবু, দেবপ্রসাদ বাবু ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতে পাঠ করেন; পাঠান্তে দীনেশ বাবু প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় মন্দিরের বাহির আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয় ও মিলিত কণ্ঠে কীর্ত্তন চলিতে থাকে; কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্তা শারদামঞ্জরী দত্ত সায়ংকালীন উপাসনায় নিযুক্ত হন। শুধু মানুষ ভগবানকে চায় না, তিনিও তাহাকে চাহেন এবং তাঁহার গোপন প্রেম মানবসন্তানের প্রেম পাইতে অতি সংগোপনে অপেক্ষা করে—এই মর্ম্মে কিছু নিবেদন করেন। ১২ই মাঘ প্রাতে মন্দিরে দীনেশ বাবু উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ দত্তের বাসায় পারিবারিক উপাসনায় দীনেশ বাবু উপাসনা করেন। উপাসনান্তে প্রীতি-জলযোগ। ১৩ই মাঘ মন্দিরে মহিলা-উৎসবে দীনেশ বাবুর পত্নী শ্রীযুক্তা সুষমা দত্ত উপাসনা ও পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্তা শারদামঞ্জরী দত্ত—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে মহিলা-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি যে উপদেশ দিতেন তাহা "ব্রাহ্মিকাদের প্রতি উপদেশ" নামে প্রসিদ্ধ, এখন নানা স্থানে মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহিলাগণ স্বাধীন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনাদি দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন—এই ভাবে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন। স্থানীয় বাঙ্গালী মহিলাদের অনেকেই যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মজুমদারের কন্যাদ্বয় এইদিন সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করিয়া সুমিষ্ট সঙ্গীতে উপাসনায় বিশেষ সাহায্য করেন। উৎসবের এই কয়দিন শ্রীযুক্তা সুষমা দত্ত ও উক্ত কন্যাদ্বয় উপাসনায় গানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭ই মাঘ রবিবার ব্রহ্মপুত্রতীরে শিকঘাট নামক স্থানে প্রীতিভোজন হয়। ধন্য দয়ালু পরমেশ্বর যে তিনি অসম্ভব সম্ভব করিয়াছেন।

ধুবড়ী—৯ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জন দাস গুপ্তের বাড়ীতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র পাল। সন্ধ্যায় মন্দিরে উদ্বোধন উপলক্ষে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী। ১০ই মাঘ প্রাতে মন্দিরে পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের স্মৃতি উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস। সন্ধ্যায় নগর সংকীর্ত্তন, অনন্তর মন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস। ১১ই মাঘ সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী। মধ্যাহ্নে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র পাল; পাঠ ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা। অপরাহ্নে কাঙ্গালী বিদায়, শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী মুখোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস। ১২ই প্রাতে শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র পাল। সন্ধ্যায় মহিলাদিগের উৎসব, আচার্য্য শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধ পাঠ, শ্রীযুক্তা ভবতারিণী নাগ। ১৩ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। অপরাহ্নে বালকবালিকা-সম্মিলন; সন্ধ্যায় সঙ্গতের আলোচনা। ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই মাঘ তিনটি পরিবারে পারিবারিক উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। ১৭ই মাঘ মধ্যাহ্নে প্রীতি-ভোজন, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী। সন্ধ্যায়

উপাসনা, আচার্য্য রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস। ধুবড়ীবাসী বহুলোক, বিশেষতঃ নগরসংকীর্ত্তনে, ১০ ও ১১ই মাঘের উৎসবে ও প্রীতিভোজনে, যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় ৩০০শত বালক বালিকা বালকবালিকা-সম্মিলনে ও শতাধিক মহিলা মহিলা-উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ধুবড়ীবাসী ভদ্র মহোদয়গণ এই উপলক্ষে সমাজকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন; তজ্জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছেন। শ্রীযুক্তা স্নেহলতা ঘোষ ও শ্রীমতী বিশোকা নাগ ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী সাধারণতঃ সঙ্গীতাদি করিয়া মণ্ডলীকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম—৩রা মাঘ সন্ধ্যায় উদ্বোধন, আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত। ৪ঠা মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস। অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন। ৫ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস। সন্ধ্যায় যুবকদের উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা; বক্তা ডাক্তার এন কে দত্ত। বিষয় "বদ্ধ ধর্ম ও মুক্ত ধর্ম।" ৬ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ দাস। সন্ধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভা সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত। মিসেস্ মনিকা রায় একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন, তৎপরে ডাক্তার এন কে দত্ত, বাবু শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত ও বাবু জানকীনাথ দাস বক্তৃতা করেন। ৭ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস। সন্ধ্যায় সঙ্গত-সভার উৎসব। ৮ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস; সন্ধ্যায় নবদ্বীপচন্দ্র-স্মৃতিসভা; সভাপতি ডাক্তার এন কে দত্ত। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস ও শ্রীযুক্তা অনন্তময়ী দাস বক্তৃতা করেন। ৯ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস। ১০ই মাঘ পূর্ব্বাহ্নে মহিলা-উৎসব, আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস। ১১ই মাঘ সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। ভোরে কীর্ত্তন, ৭।০ ঘটিকায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস। ১২ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত। উৎসবে বাহিরের বহু নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন। মহিলা-উৎসবের দিন ও মাঘোৎসবের দিন প্রীতি-ভোজনের বন্দোবস্ত ছিল। বালকবালিকা-সম্মিলনের দিন মিসেস্ মনিকা রায়ের সাহায্যে বালক বালিকাগণের জলযোগের বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। উৎসবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে কয়েক বাড়ীতে গিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছিল; কিন্তু যাঁহারা উদ্যোগী ছিলেন তাঁহারা কেহ কেহ অসুস্থ হইয়া পড়ায় আর কীর্ত্তন হইতে পারে নাই। উৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে অনেক ব্রাহ্ম পরিবারে এক এক দিন ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল।

ঢাকা—করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় পূর্ব্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত, ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ঢাকায় গমন করিয়া উৎসবের উপাসনা, সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি সম্পন্ন করায় স্থানীয় উপাসকবৃন্দ অতিশয় উপকৃত হইয়াছেন। ১১ই মাঘ সকালে ও সন্ধ্যাকালে এবং অন্যান্য দিন রাত্রে সমাজে সহরের নানা সম্প্রদায়ের বিস্তর পুরুষ ও নারী উৎসব-মন্দিরে আগমন করিয়া ঈশ্বরের করুণা উপভোগ করিয়াছেন। ৫ই মাঘ রাত্রে উৎসবের উদ্বোধন হয়, তৎপরে ১৩ই মাঘ পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিয়াছিল। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ৬ই মাঘ রাত্রে মহর্ষিদেবের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা, ৮ই মাঘ অপরাহ্নে বালকবালিকা-সম্মিলনে সভানেত্রীর কার্য্য, ঐ দিবস রাত্রে "জাতীয় অভ্যুত্থান" বিষয়ে বক্তৃতা, ৯ই মাঘ প্রাতে মহিলা-উৎসবে উপাসনা, এবং ১১ই মাঘ ও ১২ই মাঘ সকালে উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। ভবসিন্ধু বাবু ৫ই মাঘ রাত্রে উৎসবের উদ্বোধনে উপাসনা, ৬ই মাঘ মহর্ষিদেবের স্মৃতিসভায় সভাপতির কার্য্য, ৭ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, ও রাত্রে সঙ্গত-সভায় বক্তৃতা, ৯ই মাঘ রাত্রে "মানব জীবনের ভারতীয় আদর্শ" বিষয়ে বক্তৃতা, ১০ই মাঘ প্রাতে ছাত্রসমাজের উৎসবে উপাসনা, অপরাহ্নে নবদ্বীপ-স্মৃতিসভায় বক্তৃতা, ১১ই মাঘ রাত্রে উপাসনা এবং ১৩ই মাঘ রাত্রে জমাট ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অমৃতলাল বাবু ৬ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, মহর্ষির স্মৃতিসভায় বক্তৃতা, ৭ই মাঘ সঙ্গত-সভায় ধর্মসাধন বিষয়ে বক্তৃতা, ৮ই মাঘ বালক-বালিকা-সম্মিলনে উপদেশপ্রদান, ১০ই মাঘ অপরাহ্নে নবদ্বীপ-স্মৃতিসভায় বক্তৃতা ও রাত্রে উপাসনা এবং ১২ই মাঘ রাত্রে "কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক শক্তি" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ সঙ্গতসভার আলোচনায় সভাপতির কার্য্য এবং ১১ই মাঘ অপরাহ্নে উপাসনা, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর ৮ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, নবদ্বীপস্মৃতিসভায় প্রবন্ধ পাঠ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার ৯ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ নবদ্বীপস্মৃতিসভায় বক্তৃতা, এবং মিষ্টার আর কে দাস উক্ত স্মৃতিসভায় সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীমতী বীণা দত্ত প্রভৃতি সঙ্গীতের দ্বারা উৎসবের কার্য্যের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ১৭ই মাঘ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে পরলোকগত বাবু আনন্দমোহন দাসের বাগানে উৎসবের উদ্যান-সম্মিলন উপলক্ষে অনেক পুরুষ ও মহিলা মিলিত হন। অমৃত বাবু উপাসনা করেন। তৎপরে প্রীতিভোজন হয়। শ্রীযুক্ত অজিতকুমার দাস প্রীতি-ভোজনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—"দীপালি" নামক সভার উদ্যোগে ৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা সহরের ভদ্র মহিলাগণ পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে মিলিত হইয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করেন। সম্পাদিকা কুমারী লীলা নাগ এম, এ, অভ্যর্থনাসূচক একটি পত্র পাঠ করেন। তৎপরে রবীন্দ্রনাথ ছোট একটি বক্তৃতা করেন। রবীন্দ্রনাথ ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে কার্য্য করেন। তিনি বেদীতে আস-

গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু একটি সঙ্গীত করেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং "তুমি আপনি জাগাও মোরে" এই সংগীতটি গাহিয়া উপদেশ প্রদান করেন

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্ববাঙ্গালা ছাত্রসমাজের উদ্যোগে ব্রহ্ম-মন্দিরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমন উপলক্ষে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মিঃ আর কে দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পরে, প্রফেসার ফর্‌মচি, বোলপুরের শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত এবং অধ্যাপক মহম্মদ সহিদুল্লা দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনের কাহিনী বর্ণনা করেন।

পাণ্ডুয়া ব্রাহ্মসমাজ—পাণ্ডুয়া ব্রাহ্মসমাজের মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। প্রায় ৭৫০ নাম স্বাক্ষর হইয়া চাঁদা আদায় হইতেছে। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া হইতেছে। গত ১০ই জানুয়ারী সাপ্তাহিক অধিবেশনে ১৫ জন সভ্য উপস্থিত থাকিয়া নিম্নলিখিত ছয় জন সভ্যকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া এক ট্রাষ্টডিড পত্র লেখা পড়া করিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন।—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত ভিখারীচরণ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত কেশবচরণ সাউ, শ্রীযুক্ত দধিরাম দাস, শ্রীযুক্ত মণিরাম বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস।

মহিলাদিগের নবদ্বীপ-স্মৃতিভাণ্ডার—মহিলাদিগের নবদ্বীপ-স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য সংগৃহীত নিম্নলিখিত চাঁদার প্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা হইতেছে (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর):—শ্রীমতী উর্ম্মিলা রায় ৬৲ মিসেস কৃষ্ণকুমার রায় ৫৲ শ্রীমতী রেণু সরকার ১৫৲ শ্রীমতী লীলাময়ী রায় ৫৲ শ্রীমতী স্নেহনলিনী সরকার ৩০৲ পাটনা হইতে শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা চৌধুরীর মারফতে প্রাপ্ত—শ্রীমতী জ্যোৎস্না সেন ২৲ শ্রীমতী হেমলতা গুপ্ত ২৲ শ্রীমতী সরযূবালা সরকার ২৲ শ্রীমতী আমোদিনী বসু ২৲ শ্রীমতী স্বর্ণ প্রভা গুহ ২৲ শ্রীমতী কুসুমকুমারী বসু ২৲ শ্রীমতী সুশীলা দত্ত ১৲ শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী বসু ১৲ শ্রীমতী রমা সেন ২৲ ও শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা চৌধুরী ৲ মোট ৮২৲ টাকা পূর্ব্ব স্বীকৃত ৩৮২৬৷৶০ সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৩৯০৮৶০

আবেদন পত্র

নগাঁও ব্রহ্মমন্দির

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় গুণাভিরাম বড়ুয়া (রায় বাহাদুর) ও স্বর্গীয় রামদুর্ল্লভ মজুমদার মহাশয়গণের চেষ্টায় নগাঁও ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। আসাম প্রদেশের যে যে জেলায় ব্রহ্মোপাসনার জন্য ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই ব্রাহ্মসমাজটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখস্থ সাধারণের চলাচলের রাস্তাটির নাম "ব্রহ্মমন্দির রোড"। ইহাতে সহজেই বোধগম্য হয় যে, এখানে এক সময় বহু ব্রহ্মোপাসকের বাস ছিল এবং পরিপূর্ণ উৎসাহে ও আন্তরিক ঈশ্বরানুরাগে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন। স্বর্গীয় রামদুর্ল্লভ মজুমদার ও রায় বাহাদুর গুণাভিরাম বড়ুয়ার পরলোকগমনের পর বহু বৎসর সংস্কার অভাবে মন্দিরটি নিতান্ত জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সাপ্তাহিক নিয়মিত উপাসনাদিও বন্ধ ছিল। প্রাচীন লোকদের সঙ্গে আলোচনায় বেশ বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা চান যে, এই পুরাতন প্রতিষ্ঠানটি সংস্কৃত হইয়া আবার নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদর্থে স্থানীয় কোন কোন সম্ভ্রান্ত মহোদয় চাঁদা স্বাক্ষরিত করিয়াছেন, কেহ কেহ প্রদানও করিয়াছেন। স্বর্গীয় মজুমদার মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মন্দির মেরামত জন্য ২০০৲ শত টাকা দান প্রতিশ্রুত হইয়া ১০০৲ শত টাকা নগদ দিয়াছেন। উক্ত টাকা ও স্থানীয় চাঁদা এবং আসাম প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারেচ্ছু মফঃস্বলস্থ কোন কোন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মের প্রেরিত চাঁদা-দ্বারা মন্দির মেরামত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আরও কিছু অর্থ না হইলে সম্পূর্ণ মেরামত ও কিছু সরঞ্জাম (বেঞ্চ ইত্যাদি) সংগৃহীত হইবে না। ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখিয়া আমরা বিনীত অনুরোধ করিতেছি যে, আসামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ও ব্রাহ্মসমাজের হিতার্থী মহোদয় ও মহিলাগণ যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিবেন। যিনি যাহা দান করিবেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় প্রচারার্থ এই সহরে আসিয়া ১০।১২ দিন ছিলেন। তিনি ১৯শে নভেম্বর রবিবার দিবস সায়ংকালে এই জীর্ণ মন্দির পরিষ্কৃত করাইয়া উহাতে উপাসনা ও উপদেশ দান করেন। ৩০শে নবেম্বর পুনরায় বিশেষ উপাসনা হয়; উপাসনান্তে একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক এবং আচার্য্য নিযুক্ত হন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য:—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মজুমদার বি এল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়—মিউনিসিপ্যাল ওভারসিয়ার, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত—সবডিপুটী কালেক্টর, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ দত্ত এম বি, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দাস—ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর অব স্কুল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন—এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র গুহ বি এল, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর বড়ুয়া বি এ, বি টি, হেড মাষ্টার হাই স্কুল, শ্রীযুক্তা শারদামঞ্জরী দত্ত ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মজুমদার বি এল, সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সহকারী সম্পাদক মনোনীত হ'ন। বর্ত্তমানে মন্দির-মেরামতকার্য্য আরম্ভ হওয়ায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসায় শ্রীযুক্তা শারদা মঞ্জরী দত্ত কর্ত্তৃক নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনা সম্পাদিত হইতেছে।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২৫শে ফাল্গুন, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ। ২৩ম সংখ্যা।

১লা চৈত্র, সোমবার, ১৩৩২, ১৮৪৭ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭
15th March, 1926.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

দুঃখের মাঝে।

দুঃখের মাঝে দিয়ে আমায় নিবিড় আলিঙ্গন,
আমার সঙ্গে যোগের ভূমি করিছ সৃজন;
সুখের দিনে তোমায় বুঝি চাইনি তেমন ক'রে,
(তাই) দুঃখের জালে ধর্‌বে ব'লে ফির্‌ছ আমার তরে?
এত দিনতো বুঝেছিলাম তোমায় আমি চাই,
এখন দেখি তুমি ব্যস্ত মোর তরে সদাই!
তবে কেন এ প্রার্থনা 'দুঃখে কর ত্রাণ'?
কেন বলি 'এ বিপদে অভয় কর দান?'
"সুখের" বাণী এ মুখ হ'তে কেড়ে নিয়ে ধীরে।
রুদ্রবেশে স্নেহশীতল! আস্‌ছ আঁখির নীরে!
কত দুঃখে অশ্রু জল ফেলিয়াছি আমি,
জানি নাই তো তাহার মাঝে ছিলে জীবনস্বামী!

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে প্রেমময় পিতঃ, তুমি ত নিয়তই তোমার সাধু ভক্ত সন্তানদের মুখ দিয়া আশার বাণী শুনাইতেছ! আমাদের প্রতিজনের জীবনেও তাহার কত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছ! তোমার করুণা যে কাহাকেও পরিত্যাগ করে না, সকলকেই তোমার অতুল স্নেহে যত্নে সমস্ত পাপ মলিনতা ধৌত করিয়া, দুর্ব্বলতা অক্ষমতা দূর করিয়া, চির কল্যাণের পথে অনন্ত জীবনের দিকে লইয়া যাইতে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহার প্রমাণও নানা ভাবে নানা রূপে আমাদের নিকট সর্ব্বদাই উপস্থিত হইতেছে। তবুও কেন যে ক্ষীণবিশ্বাসী আমরা তাহাতে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া নির্ভয়ে জীবনপথে চলিতে পারি না, সংশয় নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া নিরুৎসাহ নিরুদ্যমে অবসন্ন হই, সমস্ত চেষ্টা যত্ন সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া উদাসীনভাবে জীবন যাপন করি, জানি না। আমরা এমনই অন্ধ যে, অনেক সময় আপনাদের দুর্ব্বলতা অক্ষমতার কথা ভুলিয়া, অহঙ্কার বশতঃ আপনার অকিঞ্চিৎকর বিদ্যাবুদ্ধি, সাধন ভজন, ক্ষুদ্র শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া, চলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না, অথচ তোমার অসীম করুণা ও শক্তিতে আস্থা রাখিয়া আশা ও বিশ্বাসের সহিত তোমার হস্তে আপনাদিগকে অর্পণ করিতে পারি না। তথাপি, হে প্রেমময় পিতঃ, তুমি আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ কর না, নানা প্রকারে তোমার করিবার আয়োজন করিতে ক্ষান্ত হও না। তোমার অপার করুণার অসংখ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া আমরা নিরাশার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারি না। আমাদের শত ত্রুটি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তোমার প্রেম স্মরণে প্রাণে স্বতঃই আশার উদয় হয়। যখন তোমাকে ভুলিয়া থাকি তখনই নিরাশা আসিয়া হৃদয় আচ্ছন্ন করে। হে প্রেমময় পিতঃ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদয় সর্ব্বদা আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণ রাখ। আমরা যেন তোমার দয়ার কথা কখনও ভুলিয়া না যাই, তোমার জীবন্ত মঙ্গল ব্যবস্থার কথা স্মরণে রাখি! তোমার শুভ ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ষণ্ণবতিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার

—অদ্য প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব। উষাকালে সকলে সাধনাশ্রমের উপাসনা-গৃহে সমবেত হইয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে উপস্থিত হইলে কিছু সময় কীর্ত্তন চলিতে থাকে। অনন্তর যথাসময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি কোন আশ্রমে গমন করেন, তখন তাঁহাকে মৃত শব বহন করিবার বাক্সে (coffin) বহন ক'রে নেওয়া হয়। ইহার অর্থ এই যে, পৃথিবীর নিকট ঘোষণা করা হয়—এই ব্যক্তির পৃথিবীতে মৃত্যু হইল (He or she is dead to the world), কিন্তু ধর্ম্ম-জগতে তাহার জন্ম হইল। তাই আমার মনে হয়, যাহার জীবনে সাংসারিকতার মৃত্যু হয় নাই, তাহার আশ্রমে যাওয়া ভাল নহে—তাহাতে নিজের অনিষ্ট, অন্য সঙ্গীদের অনিষ্ট। অনেক লোককে যখন দেখি, এই আশ্রমকে সাময়িক থাকিবার স্থান রূপে ব্যবহার করে (use as a halting-place)—পরে সুবিধা হইলে অন্য কাজে যাইবে—তখন মনে হয় তাহারা আশ্রমের মহা অনিষ্ট সাধন করে। তাই বলি, যাহারা আশ্রমে যোগ দিবেন তাহারা জীবনের সংসারবুদ্ধিকে জন্মের মত বলি দিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। প্রথম হইতে এই আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত আছি। কোন ব্যক্তির আশ্রমে আসিবার কথা হইলেই শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন—"প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর; পরমাত্মার প্রেরণা অনুভব কর। যে সেই প্রেরণাতে আসিবে সে-ই দাঁড়াইতে পারিবে, অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।"

এক জন লোক সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য কোন সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে যায়। তাহাকে গুরু জিজ্ঞাসা করেন, "কয় ঘণ্টা এক ক্রমে ধ্যান করিতে পার? যদি এক সঙ্গে অন্ততঃ সাত ঘণ্টা ধ্যান করিতে পার তবে দীক্ষা দিব। নতুবা সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে অলস হইয়া সংসারচিন্তা করিবে; এ কার্য্য করিবে না।" তাই মনে হয়, উপাসনায় অনুরাগ ও নিষ্ঠা না থাকিলে আশ্রমে যাওয়া উচিত নহে। সাধনে অনুরাগ-শূন্য ব্যক্তি আশ্রমে বাস করিলে, আশ্রম গল্প ও সমালোচনার স্থান হইবে। তাই প্রধান কথা, ঈশ্বরের প্রেরণা লইয়া আশ্রমে আসিতে হইবে ও সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

তাহার পর সাধনাশ্রমের উৎসবে দুই চারটা সাধনের কথা বলিব। সাধনে যে প্রতিষ্ঠ হইতে চায়, তাহার প্রথম কথা গুরুকরণ। এ দেশে লোকে মনুষ্য-গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে, সেই গুরুর আদেশে ও উপদেশে সর্ব্বদা চলে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মসাধনেও গুরু করা প্রথম কথা। এই গুরু আপনার অন্তর্নিহিত পরম দেবতা। এই গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হইলে, ধর্ম্ম-সাধনে অগ্রসর হওয়া যায় না,—প্রত্যেক পদবিক্ষেপে এই গুরুর শরণ লইতে হয়, এই গুরুর অধীন হইয়া চলিতে হয়।

এই গুরুর সঙ্গ করিবার স্থান আপনার হৃদয়-মন্দির। মানুষ অল্প সময়ে বহু দেশ ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু বহু বৎসরেও সে আপনার হৃদয়-গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না! এই হৃদয়-গৃহে যত স্থির হইয়া বসিতে পারিবে, ততই ভগবৎসঙ্গ জীবনে লাভ হইবে!

এই গুরুর নিকট বসিবার বিঘ্ন অনেক বিষয়ের ধান্দাতে মানুষের সময় যায়—ঘরে বসিবার সময় একেবারে হয় না। এক জন উচ্চপদস্থ বাবুর পত্নী বলিলেন, "আমার স্বামী এত কাজে ব্যস্ত যে, সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে একটা কথা বলিবার অবসর হয় না।" সেইরূপ অনেক মানুষের জীবনে এত ব্যস্ততা যে তাহার হৃদয়-গৃহে বসিবার একেবারে অবসর হয় না। বাক্যের নীরবতা, কার্য্যের নীরবতা, সর্ব্বোপরি চিন্তার নীরবতা চাই।

হৃদয়-গৃহে বসিবার জন্য এক জন সাধু অন্তরের দুই তিনটা ভাবকে বিশেষ সহায় ব'লে মনে করেন। Lowly, listening and teachable spirit—এই তিনটা ভাবপ্রাণে থাকা চাই। পরম গুরুর নিকট দীন হীন হইয়া প্রাণটা বিনয়ে পূর্ণ ক'রে লইতে হইবে। দ্বিতীয় কথা—নীরবতা—শুনিবার জন্য আগ্রহ ও নীরব শান্ত ভাব। তৃতীয়—বাধ্যতা—গ্রহণ করিবার ভাব। অনুগত হইবার ভাব না থাকিলে সেই গুরুর বাণী শোনা যায় না। প্রতি দিন দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত হৃদয়-মন্দিরে পরম গুরুর সন্নিধানে বসিতে অভ্যাস করাই প্রকৃত সাধনা। প্রবৃত্তিদমন, আত্মনিগ্রহ প্রভৃতি সকল সাধনের পথ পাওয়া যায় এই গুরুসঙ্গ করিলে।

শাস্ত্রপাঠ, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির প্রয়োজন নাই, এ কথা কখনও বলিব না। সকলই সেই গুরুর প্রেরণায় করিতে হয়। ধ্যান, প্রার্থনা, নামজপ, সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থপাঠ, সৎকার্য্য, পরোপকার সব কার্য্যই করিতে হইবে; কিন্তু কোন কার্য্যে মনোমত চাল দিলে হইবে না, সব কার্য্যে সেই দেব-প্রেরণার অধীন হইয়া চলিতে হইবে। ধর্ম্মজীবনের অন্তরায় এই স্বেচ্ছাচারিতা। অনেক সময় মানুষ স্বেচ্ছাচারিতার অধীন হইয়া উৎকট সাধন গ্রহণ করে, আবার পরেই আসক্তি ও মোহে পতিত হয়।

সাধন বিষয়ে একটা বিশেষ সতর্কতা—নিজের দুর্ব্বলতাবোধ। কত জন আপনার দুর্ব্বলতার জ্ঞানকে অবজ্ঞা ক'রে নানা কার্য্যে ও সেবাতে প্রবৃত্ত হয়; অল্প সময়েই তাহাদের জীবনের পতন দেখা যায়। সেই জন্য বিশেষ ক'রে বলি ধর্ম্ম-জীবনে গুরু-করণ প্রয়োজনীয়। এই গুরুসঙ্গ করিতে হইলেই আপন আপন হৃদয়ে প্রতিদিন স্থির হইয়া বসিবার অভ্যাস করিতে হইবে।

এই সাধনের মধ্যে একটা বিশেষ কথা প্রণিধান করিতে হইবে—ঈশ্বরকৃপায় আমার নিশ্চয় ঈশ্বরসঙ্গলাভ হইবে, এই নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি চাই। এই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে সাধনে কখনও নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা আসে না।

জীবন যত পবিত্র হইবে, বিষয়বাসনা যত কমিবে, ঈশ্বর-প্রকাশ ও তাঁহার প্রেরণা ততই উজ্জ্বল হইবে। এই বিশ্ব-সংসার ভগবানের সিংহাসন; এই চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, নদী পর্ব্বত, সকলই তাঁহার অধিষ্ঠান-ভূমি; কিন্তু হৃদয়-মন্দির তাঁহার শ্রেষ্ঠ সিংহাসন। যে কেবল বাহিরে বাহিরে থাকে, আপন গৃহে বসে না, সে কি এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে?

জীবনে যদি শান্তি কেহ চাও, তবে এই আপনার আত্মার গৃহে বসিতে অভ্যাস কর। সত্যং শিবং সুন্দরং, এই মন্ত্র যোগে প্রাণ-মন্দিরে প্রবেশ কর ও তাঁহার সঙ্গ লাভ ক'রে ধন্য হও।

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় 'প্রচার' বিষয়ে আলোচনা। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী সভাপতির কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী আলোচনা উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ই মুব্বারুকায়া, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও, শ্রীযুক্ত কে ভি নারায়ণ, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত

কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভগবৎ প্রসাদ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত ও সভাপতি আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত জ্ঞাপন করেন। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ "ভারতের আশা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) বুধবার—অন্ত প্রান্তে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ীকে প্রচারকপদে বরণ করা হয়। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে সম্পাদক অবিনাশবাবুকে প্রচারকপদে বৃত হইবার জন্য উপস্থিত করেন। তৎপর আচার্য্যের যথাবিধি প্রশ্নের উত্তরে প্রচারার্থী আপনার সঙ্কল্পাদি জ্ঞাপন করিলে আচার্য্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন :—

১। প্রেমাস্পদ ভ্রাতঃ, আজ যে ব্রত গ্রহণ করিতেছ, ইহা কেবল দাসত্ব করিবার জীবন নহে; ইহাতে এক বিশালতার জীবনে প্রবেশ করিতেছ। যে কেবল নিজের ভাবনা ভাবে সে ক্ষুদ্র, সে হীন। যে সকলের শোক দুঃখ, পাপ তাপের কথা ভাবে, যে সকলের পাপ ও বেদনার ভার বহন করিতে যায়, তাহার জীবন কত বড়, কত পবিত্র! আজ সকলের শোক দুঃখ পাপ তাপের জন্য ব্যথিত হইয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিতেছ। দেখ, আজ কি বিশালতার জীবনে, কি মহত্ত্বের জীবনে প্রবেশ করিতেছ। বিপথগামী পতিতসকলের ভাবনা আজ ভাবিবার ভার লইতেছ। তাই বলি ক্ষুদ্র গণ্ডীর জীবন ছাড়িয়া সকলের ভার বহন করিয়া জীবনকে ধন্য করিবে।

২। এই প্রচারব্রত গ্রহণ যাহারা করে, তাহাদের প্রধান সম্বল ঈশ্বর-প্রেরণা। এই বাণী না শুনিয়া যে এই পথে যাইতে চায়, সে কখনও দাঁড়াইতে পারিবে না। ঈশ্বরের বাণী সত্য ও অমোঘ—তোমাকে কখনও বিপথে লইয়া যাইবে না। আজ যে বলিলে ঈশ্বর-প্রেরণায় এই ব্রত গ্রহণ করিলে, সেই বাণীর নিকট চিরদিন বিশ্বস্ত থাকিবে। সাবধান, সাবধান, পশ্চিমে যদি সূর্য্য উদয় হয়, পাহাড়ের উপর পদ্ম ফুল যদি ফুটে, তথাপি তোমার এই প্রেরণা অটল ও সত্য থাকিবে, সেই বাণীর নিকট বিশ্বস্ত থাকিবে।

৩। ঈশ্বরে বিশ্বাস যেমন অটল থাকিবে, তেমনি আপনাতে বিশ্বাস রাখিবে। এই কার্য্যে ঈশ্বর তোমাকে প্রেরণ করিতেছেন, তোমার দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম তিনি প্রচার করাইবেন, এই আস্থা জীবনে রাখিবে। কৃতকার্য্যতার মূল আপনার ব্রত ও কার্য্যে ঈশ্বরের হাত দেখিয়া নিজেকে তাঁহার হাতের যন্ত্ররূপে অনুভব করা।

৪। প্রচারকার্য্যের কৃতকার্য্যতার মূল কথা মনুষ্যে বিশ্বাস। একজন পুরুষ ও নারীকে যতই হীন দেখ, তাহার মধ্যে দেবত্বের বীজ আছে—এই ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা বলিয়া জ্ঞান সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হইবে। যদি মনে কর কোন জমিতে শস্য হইবে না, কেহ তবে কি সেই জমি চাষ করিবে? মানুষের ভিতরের দেবত্ব জাগান প্রচারকের কার্য্য।

৫। কয়েকটী বিষয়ে নিজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

(ক) ধর্ম্মজীবনে আমিত্ব ও অহঙ্কারের মত শত্রু নাই সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে জীবনে যেন এই শত্রু স্থান না পায়। সর্ব্বদা আপনার হৃদয় মন দীনতাতে পূর্ণ রাখিবে।

(খ) কোন স্বার্থ ও সুবিধা যেন কোন কার্য্যের পরিচালক না হয়। সর্ব্বদা আপনার স্বার্থ ও সুবিধাকে পুড়িয়া ফেলিবে। সকল কার্য্যে ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ করিবে।

(গ) কোন কাজে ব্যক্তিগত অভিসন্ধি রাখিবে না। ঈশ্বরের গৌরব ও নর নারীর মঙ্গলচিন্তাই সর্ব্বদা তোমাকে পরিচালিত করিবে।

৬। ধর্ম্মের পথে চলিতে অনেক দুঃখ দারিদ্র্য বহন করেছ। তাহার মূল মন্ত্র ঈশ্বরের নিকট বিশ্বস্ততা। ঈশার কথা মনে রাখিবে "কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না।" ঈশ্বরের সেবক, আজ বিশেষ ক'রে বলি, পিতার চরণে খাঁটি থাকিবে, তাঁহার আদেশ ও বাণীর নিকট অটল থাকিবে। "যে যায় যাক্ শুনিয়া চলি তোমারি ডাক" এই মন্ত্র জীবনে সাধন করিবে।

৭। প্রেমাস্পদ ভাই, আমার শেষ কথা, সেই মহাত্মা শাক্য মুনির মহা বাক্য। তিনি যখন তাঁহার নিজ রাজধানীতে ভিক্ষা করিতেছিলেন, তাহার পিতা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন 'তুমি আমার রাজধানীতে ভিক্ষা করিতেছ। সে কার্য্য আমাদের বংশের কেহ করে নাই।" শাক্য মুনি বলিয়াছিলেন "রাজন্, আমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, সেই বংশে সকলেই ভিক্ষুক।" এই যে ভিক্ষুক পরিবার—প্রচারক বংশ—তাদের গৌরব রক্ষা করিবে। সংসারের সঙ্গে সর্ব্বদা বিরোধ হইবে; কিন্তু এই ভক্ত বিশ্বাসী পরিবারের সঙ্গে আনুগত্য রক্ষা করিবে। নিজের জীবনের কথা বলি, এই ভক্ত বিশ্বাসী পরিবার পাইয়াছিলাম। শাস্ত্রী মহাশয়, ভক্ত নবদ্বীপচন্দ্র, ইঁহাদের বংশের লোক ব'লেই গৌরব অনুভব করি। বিশেষ সঙ্কটের সময় ইঁহাদের নিকট আনুগত্য রক্ষা করিয়াই চলিয়াছি। তাই বলি, সর্ব্বদা এই বিশ্বাসী পরিবারে একপ্রাণ হইয়া থাকিবে।

তুমি সেবাব্রত লইলে, প্রাণে কত আনন্দ! সেদিন সতীশচন্দ্র সেবক হইল; আজ তুমি হইলে। রুগ্ন ভগ্ন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইলাম। এই আশা অন্তরে পোষণ করি, তোমরা ব্রাহ্মসমাজের নিশান বহন করিবে। পিতার নাম ধন্য হউক।

অনন্তর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পক্ষ হইতে সভাপতি নবাভিষিক্ত প্রচারককে উপহার প্রদান ও অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ মিত্রও আনন্দ প্রকাশ করেন এবং শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষও কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মেরী কার্পেন্টার হলে রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সভাপতির কার্য্য ও শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য পুরস্কার-বিতরণ এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস বার্ষিক কার্য্যবিবরণী-পাঠ করেন। বালক বালিকাগণ আবৃত্তি ও অভিনয়াদিদ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করেন।

সায়ংকালে মন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল The Household of faith (বিশ্বাসীদের পরিবার)।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) বৃহস্পতি-বার—অদ্য প্রাতে পরলোকগত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

দুই বৎসর পূর্ব্বে ১০ই মাঘ প্রত্যূষে নবদ্বীপচন্দ্র এ পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তাহার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে অতি রুগ্ন দেহ ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া গিরিধি হইতে এখানে আপনার প্রিয়জন-দিগের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মোৎসব করিতে আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মোপাসনা তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। ব্যাধির যাতনা ও ভগ্নদেহ তাঁহাকে ইহা হইতে দূরে রাখিতে পারে নাই। ইহা অপেক্ষা প্রিয় জিনিস তাঁহার আর কিছুই ছিল না।

রাত্রিকালে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া পর দিনই প্রভাতে তিনি দুই বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী প্রিয়জন সেই দুই বাড়ীতে রোগশয্যায় শায়িত ছিল। একজনের অবশাঙ্গ রোগ হইয়াছিল, অপর জনের জীবনের আর কোন আশা ছিল না।

তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার এই ভগ্ন দেহ লইয়া প্রত্যূষে উঠিয়াই আসিলেন কেন? মন্দিরে উপাসনা আছে, তাহাতে যোগ না দিয়া এই কষ্ট সহ্য করিয়া আসিলেন কেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন "ইহাদের না দেখিয়া আমি যে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেছি না। সেই জন্য একবার দেখিতে আসিলাম।" ঈশ্বর তাঁহার প্রাণকে কি ভাবে গড়িয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিলাম।

আজ এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বের বিষয় একবার চিন্তা করি। এবং সেই মহৎ ভাব যাহাতে আমাদের প্রাণের মধ্যে আবির্ভূত হয় তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।

দুই রুগ্ন ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিলেন নারী। তিনি তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া বলিলেন, "আর এক দিন ভাল করিয়া কথা হইবে।" কিন্তু পুনরায় সাক্ষাতের পূর্ব্বেই নবদ্বীপচন্দ্র এখান হইতে চলিয়া গেলেন।

প্রত্যূষে সেই নারীকে নবদ্বীপ বাবুর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হইল না। মধ্যাহ্নে অতি ধীরে ধীরে তাঁহাকে শুনান হইল যে নবদ্বীপ বাবু প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "আমার তো এ সংবাদে দুঃখ হইতেছে না। এক অপূর্ব্ব আনন্দে সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে। সমস্ত আকাশ আজ আনন্দে পূর্ণ, সমস্ত জীবে আনন্দ; আমার আত্মার মধ্যে আমি এক আশ্চর্য্য আনন্দ অনুভব করিতেছি।" ইহার এক নিগূঢ় কারণ আছে। দেখা যায়, যখন সাধুগণ ইহ জগত হইতে প্রস্থান করেন তখন তাঁহারা সমস্ত মধুময় দেখিতে থাকেন। এবং প্রস্থানের পর সমস্ত জগতে মধু বিতরণ করিয়া যান। অনেকেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

এই নারী সেই দিন এক মহা আনন্দের মধ্যে সারাদিন যাপন করিলেন এবং বলিলেন, "আমি জীবনে এমন আনন্দ কোন দিন অনুভব করি নাই। নবদ্বীপ বাবু আজ সব মধুময় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আজ অপূর্ব্ব মধু সম্ভোগ করিতেছি।"

পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার কথা বলিয়া গিয়া নবদ্বীপবাবু আর সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। প্রায় এক মাস পরে ৬ই ফাল্গুন এই নারীর মৃত্যু হয়। ইহার কএকদিন পূর্ব্বে তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। নাভিশ্বাসও দেখা দেয়। আত্মীয়গণ ব্রহ্মনাম করিতেছেন, ৩।৪ ঘণ্টা সংকীর্ত্তন প্রার্থনা ইত্যাদি হইতেছে, এমন সময় তাঁহার পুনরায় চৈতন্য উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, "নবদ্বীপ বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহার পর পরলোক প্রকাশিত হইল।" তিনি যাহা বলিলেন তাহা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। ইহা কেবল স্বপ্ন নয়। তিনি সেই আনন্দময় রাজ্য দর্শন করিয়া মহা আনন্দে সমস্ত দিন যাপন করিলেন। নবদ্বীপবাবু যেমন জীবনে সকলকে আনন্দ দান করিয়াছিলেন, মৃত্যুতেও আনন্দ দান করিয়া গেলেন। আমরা সঙ্গীতে নারী ও নরকে ব্রহ্মনাম বিতরণ করিবার কথা শ্রবণ করি। তিনি সত্য সত্যই সকলকে ব্রহ্মনাম দিতেন এবং প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। নারী সহজে কাহাকেও ভালবাসেন না। তাঁহারা ভাল মন্দ অতি সহজেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এমন কোন্ নারী আছেন যিনি নবদ্বীপ বাবুকে ভালবাসেন নাই? তিনি পুরুষদিগেরও অতি প্রিয় ছিলেন। অসীম জ্ঞানের জন্য নয়, কিন্তু তাঁহার উদার হৃদয়ের জন্য, পবিত্রতার জন্য ও মহত্ত্বের জন্য। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—

"জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা, চরিত্রে সংযম, মানবে প্রীতি ও ঈশ্বরে ভক্তি," ইহাই মানবজীবনের পূর্ণ আদর্শ। এই আদর্শ তাঁহার জীবনে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ আমরা তাঁহার বিষয় চিন্তা করি ও প্রার্থনা করি।

ভগবান বহু সাধু সাধককে এ জগতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের অনেককে দেখি নাই। কিন্তু ইহা ঠিক যে, মানুষ ভগবানকে প্রাণ মন দিয়া ভালবাসিতে পারে। ইহা কেবল কথার কথা নয়, স্বপ্ন নয়, ইহা প্রত্যক্ষ। মানব দেহ ধারণ করিয়াও দেবত্ব লাভ করে—ইহা নবদ্বীপচন্দ্রের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন যে, আদর্শ ব্রাহ্ম পরিবার দর্শন করিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহা দেখিতে না পাইয়া খেদ করিয়াই চলিয়া গেলেন!

আজ আমরা তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে আসিয়াছি। তিনি আমাদের প্রতি ভালবাসাহইতে এই ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যেন আমরা কেহই অপ্রেমিক, নিরীশ্বর, নাস্তিক না হই। তিনি এ সব সহ্য করিতে পারিতেন না। দুঃখে শোকে মানুষ যদি তাঁহাকে সঙ্গে না পায়, তাহা হইলে কি লইয়া এই সংসারে থাকিবে? আজ যদি আমাদের প্রাণে তাঁহার সেই শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সংকল্পের উদয় না হয় তাহা হইলে তাঁহার প্রতি আমাদের যে এই শ্রদ্ধাপ্রকাশ তাহা আকাশে উড়িয়া যাইবে।

হে ভগবন্, সমস্ত ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দাও। পুত্র কন্যারা যেন মাতা এবং পিতাকে তোমার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি জানিয়া ভক্তি করেন, সকলে আপন আপন কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি যেমন নিজে সর্ব্বত্যাগী হইয়াও

সকলকে আপনার করিয়াছিলেন, আমাদের আদর্শ পরিবার যেন সেইরূপ হয়। সেইরূপ প্রেম যেন আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়। তুমি আমাদের মধ্যে বিশ্বাসী দল প্রেরণ কর। আমাদের প্রাণে সেই আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দাও। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক। তোমার নাম আমাদের মধ্যে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

অপরাহ্নে বালকবালিকা-সম্মিলন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রার্থনা করেন এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায় তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। বালকবালিকাগণ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আগ্রহের সহিত "বাল্যদান ভাণ্ডারে" পয়সা দেয়। অনন্তর স্যার নীলরতন সরকারের ব্যয়ে তাহাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করান হয়।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী "সাধ্য ও সিদ্ধি" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) শুক্রবার—অদ্য ছাত্রসমাজের উৎসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। প্রাতে যুবকগণ নিকটস্থ পল্লীতে ঊষা কীর্ত্তন করিয়া আসেন। অনন্তর যথাসময়ে মন্দিরে কীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম এখন পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

অপরাহ্নে মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রীতি-সম্মিলন। তাহাতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে ডাক্তার স্যার পি সি রায় "ঘর সামলাও" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) শনিবার—প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

উৎসবের প্রখর প্রবাহ, মহাভাবের প্লাবন ক্রমে মন্দীভূত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। গত কয়দিন, ভগবানের করুণায় একটু জাগ্রত আমাদের দৃষ্টিতে, বাহ্য প্রকৃতি পর্য্যন্ত যেন নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল; আকাশ, বাতাস, জল, রৌদ্র, ফুল ফল সবই যেন নূতন ব'লে মনে হয়েছে; আমাদের স্নান আহার, মানুষের সঙ্গ, মানুষের গান, কথা, প্রার্থনা সবই যেন মিষ্টতর বোধ হয়েছে; অন্তরের ভাবপ্রবাহে যেন জোয়ার এসেছিল। জীবনে ও জগতে প্রেমময়ের প্রকাশ যে কেমন তার একটু আভাস আমরা এ কয় দিন উপলব্ধি ক'রে ধন্য হয়েছি। উৎসব উপলক্ষে আমাদের জীবন-সমুদ্রে সেই প্রেমচন্দ্রের উদয়ে বান ডাকে। কিন্তু এ বান তো থাকবার নয়, এ ভাবোচ্ছ্বাস তো স্থায়ী পদার্থ নয়! এ যে প্রবাহ, প্লাবন! এসেছিল, ব'য়ে চলে যাচ্ছে। এই উপলক্ষে করুণাময়ের যে আশীর্ব্বাদ জীবনে এসেছে, তা রক্ষা করা যায় কি ক'রে, তাই এখন চিন্তার বিষয়।

আনন্দময়ের আনন্দভবনে প্রেমের প্রবাহ নিত্য সর্ব্বত্র প্রবাহিত। কিন্তু, তাঁর সকল ব্যবস্থার মূলে অটল নিয়ম। গাছের সমস্ত শক্তি তার গোড়াতে; অসংখ্য শিকড় দিয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধ'রেই গাছ দাঁড়ায়। আমাদেরও জীবনের গোড়ার কথা হচ্ছে এই যে, স্থূল, সূক্ষ্ম অসংখ্য শিকড় দিয়ে সত্যকে, বিধাতার বিধিকে—অটল আশ্রয়কে—শক্ত ক'রে ধরা।

ছোট ছেলে চল্‌তে গিয়ে প্রথমে আছাড় খায়। বার বার উঠে পড়ে যখন মাটির নিয়ম মাধ্যাকর্ষণটাকে মান্‌তে শেখে, সেই মাটির সত্যের অধীন হয়, তখন সে মুক্তির আনন্দ পায়। সত্যের অধীনতাতেই মুক্তি এবং আনন্দ। জল, মাটি, আগুন প্রভৃতির যা নিয়ম, যা সত্য, তা মান্য করলে, তার অধীন হ'লেই, শক্তি মুক্তি এবং আনন্দলাভ হয়। সব নিয়ম, সব সত্যই আনন্দময়ের। সত্য ছেড়ে, নিয়ম ছেড়ে আনন্দ নাই।

আমরা কি নিয়ম মানি না? একবারে নিয়ম না মান্‌লে তো বাঁচাই সম্ভবপর নয়। আমরা সকলেই সব বিষয়ে মোটামুটি কতগুলো নিয়ম মানি, এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকি; কিন্তু যাঁরা অনন্ত জীবন-পথের পথিক, তাঁদের পক্ষে এ সন্তোষ মৃত্যুর কারণ।

বিষয় ব্যাপারে, আমরা দু চার পয়সার গোলমাল গ্রাহ্য করি না; কিন্তু যাঁরা পাকা ব্যবসাদার—লক্ষপতি—তাঁরা তাঁদের লাখ টাকার হিসাবে এক পয়সার গড়মিল সইতে পারেন না। এক পয়সার হিসাব মিলাতে চার পয়সার বাতি খরচ করেন। ধর্ম্ম-জীবনের মহাজন যাঁরা, তাঁরাও একটি কথার বা ব্যবহারের গড়মিল সহ্য করতে পারেন না, অস্থির হ'য়ে উঠেন,—সত্যের নীতির চরিত্রের খাতায় হিসাব না মিলিয়ে তাঁরা স্থির থাকতে পারেন না।

আমরা যদি প্রেম-স্বরূপের প্রেমের মহাজন হ'তে চাই, তা হ'লে হিসাবের খাতা ঠিক রাখ্‌তে হবে, নীরস ব'লে একটু ফাঁকি দিলে, গড়মিল রাখ্‌লে চল্‌বে না। নিত্য নিয়ম মেনে চল্‌তে হবে।

ভগবান স্বয়ং ঘোর হিসাবী। তাঁর কাছে অন্যায় আবদার খাটে না। হিসাবের খাতা নিত্য নিখুঁত রেখে, সত্যের নিয়ম মেনে চলেই আমরা তাঁর অমৃতের অধিকারী হ'তে পারি। সত্য সাধনের বাঁধন দিয়েই আমরা এই উৎসবে অবতীর্ণ ভগবানের আশীর্ব্বাদ জীবনে রক্ষা করতে পারি। ভগবান আমাদিগকে তাঁর সত্যে, নিয়মে, নিষ্ঠাবান করুন।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় "The Appeal of the Ideal" (আদর্শের আহ্বান) বিষয়ে ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

উৎসব শেষ হইতে চলিল। উৎসবান্তে আমরা আবার

স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। এই পক্ষকালব্যাপী উৎসব হইতে আমরা কে কি লাভ করিয়াছি, তাহা প্রত্যেকের নিজে নিজে ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয়। সকলেই যে উৎসব হইতে সমান বা একই ফললাভ করিয়াছি, তাহা নহে। আমরা প্রত্যেকে যে শুধু একই উপকার লাভ করিয়াছি, তাহাও নহে। সাধারণ ভাবে বলা যায়, উৎসবের মধ্যে আমরা নানা শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করিয়াছি, অনেক তত্ত্ব শিখিয়াছি, বিশেষ প্রেরণা পাইয়াছি, প্রাণে নানা শুভ সংকল্প জাগিয়াছে, আশা উৎসাহ ও বল আসিয়াছে, আনন্দ শান্তিও প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু ইহার কতটা লইয়া আমরা গৃহে ফিরিতে পারিব, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিব, তাহা কতদূর স্থায়ী ও কার্য্যকারী হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। অনেক সময় মন্দির হইতে পথে বাহির হইতে না হইতেই সে ফল চলিয়া যায়। আমরা যদি স্থায়ী কিছু লইয়া যাইতে পারি, তবেই উৎসব যথার্থভাবে সার্থক হইবে। এখন আমাদিগকে বিশেষ ভাবে সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাময়িক উপকারের যে কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই, এমন নহে। যতটুকু উপকারই লাভ করা যাউক না কেন, তাহাতে কিছু না কিছু কল্যাণ নিশ্চয়ই আছে। তথাপি স্থায়ী উপকারের জন্যই আমাদিগকে অধিক চেষ্টিত হইতে হইবে। আমরা অনেক সময় স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিয়া, স্বাস্থ্যকর হাওয়ার মধ্যে কিছু দিন বাস করিয়া, একটু সুস্থ সবল হইয়া গৃহে ফিরি। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাহা আবার নষ্ট হইয়া যায়, কোন রকমেই বেশী দিন থাকে না—অস্বাস্থ্যকর হাওয়ার মধ্যে থাকাতে সহজেই পুনরায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। কোনও অচল জড় বস্তু কাহারও নিকট হইতে একটা সাময়িক গতি প্রাপ্ত হইয়া কতক দূর চলিয়া যায়, কিন্তু বায়ু ও মৃত্তিকার সংঘর্ষ বশতঃ অল্প সময়ের মধ্যে আবার সে গতি হারাইয়া স্থির অচল দশা প্রাপ্ত হয়। শীতল বস্তু অগ্নি সংস্পর্শে সহজেই উত্তপ্ত হইয়া উঠে, কিন্তু আবার চারিধারের ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে থাকিয়া অল্প কালের মধ্যেই শীতলতা প্রাপ্ত হয়, সে তাপ হারাইয়া ফেলে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এরূপ হইবেই—জড় পদার্থের ইহাই ধর্ম। কোনও শক্তির উৎস হইতে নিয়ত গতি প্রাপ্ত হইলেই জড় পদার্থ অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতে পারে, তাপের উৎপত্তি-ভূমি কোনও অগ্নির নিকট হইতে অবিরাম প্রচুর তাপ পাইলেই আর উহা কখনও শীতল হইতে পারে না, চির কালই উত্তপ্ত থাকিতে পারে। যাহারা চিরদিন স্বাস্থ্যকর হাওয়ার মধ্যে বাস করে ও সর্ব্বদা স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করে, একমাত্র তাহারাই সুস্থ সবল থাকিতে সমর্থ হয়। ইহা যে শুধু জড় রাজ্যেরই বিধি তাহা নহে, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও এই নিয়মই কার্য্য করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানেও যিনি পুণ্য প্রেম কল্যাণের আকর পবিত্র জীবনপ্রদ বায়ুমণ্ডল রূপে আমাদিগকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, জলন্ত অগ্নিময় আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্যমের চির উৎপত্তিস্থান হইয়া আছেন, এবং সকল গতি ও বলের মূল কারণ, শক্তির অদ্বিতীয় উৎস হইয়া, প্রভু ও চালক রূপে অবিশ্রান্ত জীবনের মূলে কার্য্য করিতেছেন, সেই জীবন-দেবতার সঙ্গে যোগরক্ষা করিতে পারিলেই, স্থায়ী স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য, জলন্ত উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা, অপরাজেয় বল ও শক্তি, উন্নতির পথে অবিরাম গতি, অক্ষুণ্ণ থাকে, কিছুতেই তাহা ক্ষয় হয় না! সকল স্থানে ও সকল অবস্থাতেই তাঁহার সঙ্গে এই যোগ লাভ করা যায়; কেননা, তিনি নিয়ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি যে সর্ব্বদা শুধু সঙ্গেই আছেন, উদাসীন নিষ্ক্রিয় হইয়া আছেন, এমনও নয়—তিনি নিত্য ক্রিয়াশীল কর্ত্তা হইয়াই রহিয়াছেন। তিনি আপনাকে দিতেই চাহেন, তাহারই ব্যবস্থা করেন—নিতে পারিলেই হইল, গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেই হইল। স্থায়ী যোগ রক্ষা করিতে হইলে, আমাদের তাহাই করিতে হইবে। সুতরাং এ বিষয়েই আমাদের প্রত্যেককে বিশেষ যত্নশীল হইতে হইবে। কিন্তু তাহার সঙ্গে আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, শুধু নিজে পাইলেই হইল না, শুধু নিজেকে প্রস্তুত করিলেই যথেষ্ট হইল না—প্রকৃত পক্ষে শুধু নিজের জন্য চাহিলে আমরা উপযুক্ত রূপে প্রস্তুতই হইতে পারিব না, যথার্থ রূপে পাইবই না। অপর সকলের জন্যও তাহা প্রার্থনা করিতে হইবে, চাহিতে হইবে। এক বিশ্বাসী পরিবারের অঙ্গ আমরা, পরিবারের সকলের জন্যই প্রত্যেককে ব্যস্ত হইতে হইবে; অপরকে বঞ্চিত করিতে চাহিলে আমরাই বঞ্চিত হইব, অপরের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে নিজের সম্বন্ধেও উদাসীন হইব—ক্ষুদ্র সংকীর্ণ হৃদয়ে সেই মহান্ অনন্তকে গ্রহণ করা যায় না। আপনাতে বা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ প্রেমবর্জ্জিত জীবন কখনও সুস্থ ধর্ম্মজীবন নয়। আমাদের এই প্রেমপরিবার যে নিকটস্থ কয়জনের মধ্যেই আবদ্ধ, তাহাও নয়; নিকটস্থ দূরস্থ, ইহলোকস্থ পরলোকস্থ সকলকে লইয়াই এই পরিবার। ইহাদের সকলের সঙ্গে যোগ রাখিয়াই কার্য্য করিতে হইবে। ইহাদের সকলের জন্যই আমাদিগকে খাটিতে হইবে। কার্য্য বলিতে যে শুধু বাহিরের কার্য্যই অথবা বড় বড় কাজই বুঝায়, তাহা নহে। বাহিরের কোনও কার্য্য না হইলেও কার্য্য হইতে পারে—অন্তরের কাজ তুচ্ছ করিবার বিষয় নহে, বরং অন্তরের কাজই—প্রার্থনাদিই—অধিকতর ফলপ্রদ, অধিকতর প্রয়োজনীয়। এ ক্ষেত্রে নিজের ও অপরের জন্য প্রার্থনাই যে সর্ব্ব প্রধান কাজ, তাহাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার সঙ্গে যোগস্থাপনের সহজ স্বাভাবিক উপায় এবং পরস্পরের আধ্যাত্মিক সেবা ও সহায়তা করিবার পন্থা সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা শুনিয়াছি। আজ আর তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার দরকার নাই। এতদর্থে যে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে অর্পণ করিয়া, অন্তরে তাঁহারই কৃপার ভিখারী হইয়া নিয়ত প্রতীক্ষা করিতে এবং অপর সকলেরও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহা আমরা ভাল রূপেই জানি। কিন্তু কার্য্যতঃ কতটুকু করি তাহাই দেখিবার বিষয়। বাহিরের কাজ আমরা যাহা করিতে পারি আর না পারি, এই অন্তরের কাজ সকলেই করিতে পারি; তাই ইহা সকলকেই বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিতে হইবে। আর বাহিরেরই হউক বা অন্তরেরই হউক বড় কাজই যে অধিক মূল্যবান, এমনও নহে। যাহা লোকচক্ষুর সম্মুখে থাকে, দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জ্জন করে, অনেক সময় তদপেক্ষা যাহা

চক্ষুর অগোচরে দৃষ্টির বাহিরে সম্পাদিত হয়, ক্ষুদ্র বলিয়া অধিকাংশের নিকট উপেক্ষিত হয়, তাহার মূল্য অনেক বেশী। যে প্রস্তর মন্দিরের চূড়ায় না থাকিয়া, ভিত্তির নীচে লোকচক্ষুর অগোচরে থাকে, তাহার মূল্য বেশী, সার্থকতা অধিক। সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই উচ্চ মন্দির নির্ম্মিত হইতে পারে। ভিত্তির প্রস্তর হাল্কা ও নরম হইলে তাহার উপর উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে পারে না। শূন্যের উপর অথবা হাল্কা ভিত্তির উপর গড়িতে গেলে সমস্ত পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ভিত্তির নীচে লুক্কায়িত প্রস্তরকে কেহ না দেখিলেও, অধিকাংশ সময় তাহার কথা লোকের স্মরণে না থাকিলেও, তাহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হাল্কা জিনিষ সকলের উচুতে মাথার উপরে বসিয়া, চিন্তাবিহীন সাধারণ লোকের নিকট হইতে অধিকতর গৌরব ও সম্মান লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই, তাহার উপর প্রকৃত মূল্য নির্ভর করে না। মানব জীবনের মূল্য ও সার্থকতা ত মোটেই গৌরব ও সম্মানলাভের উপর, বাহবা অর্জ্জনের উপর, নির্ভর করে না। জীবনের প্রকৃত মূল্য ও সার্থকতা কোথায়, তাহা উৎসবের মধ্যে আমরা কিছু বুঝিতে পারিয়াছি। যদি এখান হইতে তাহা কিছু পরিমাণে লইয়া যাইতে পারি এবং কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিয়া যথার্থ কল্যাণকর মূল্যবান কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিতে পারি, তবেই আমাদের উৎসব সার্থক হইবে। বাহবা অর্জ্জনের জন্য ব্যস্ত হইয়া বড় বড় কাজে হস্তক্ষেপ না করিয়া, যদি আমরা নীরবে সকলের নীচে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া, জীবনের কার্য্য করিয়া যাইতে পারি, সকলের সেবাতে ও মঙ্গল-সাধনে নিযুক্ত থাকিতে পারি, প্রেম পুণ্য প্রার্থনাদির দ্বারা পরস্পরের সহায়তা করিতে সমর্থ হই, তবেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে, উৎসব সার্থক হইবে। আপনার সকল ইচ্ছা অভিরুচি পরিত্যাগ করিয়া, সম্পূর্ণ রূপে আপনাকে জীবন-দেবতার হস্তে অর্পণ না করিলে, তিনি যে ভাবে যে কাজে রাখেন তাহারই জন্য প্রস্তুত না থাকিলে, আমরা কোনও প্রকারেই এই ভাবে কাজ করিতে, জীবন চালাইতে, পারিব না। তাঁহার মধ্যেই আপনাকে লুক্কায়িত রাখিতে হইবে, তাঁহার সঙ্গেই যুক্ত হইয়া, তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ বল শক্তি ও গতি লাভ করিয়াই জীবনপথে চলিতে হইবে। তবেই উৎসবের ফল জীবনে স্থায়ী হইবে। করুণাময় পিতা আমাদিগকে এই ভাবে গড়িয়া লউন। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তিনিই আমাদের একমাত্র চালক ও প্রভু হউন। আমরা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই।

অপর দিকে সকলে বেলগাছিয়া বাগানে উদ্যানসম্মিলনে মিলিত হইলে সেখানে উপাসনা ও প্রীতিভোজনাদি হয়। তথায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম প্রাপ্ত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

ক্রমশঃ

ব্রহ্মে স্থিতি।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।। ১৮৫৪

এইরূপে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত ও প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, কিন্তু সকল ভূতে সমদর্শী হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মদ্ভক্তি (আমাতে ভক্তি) লাভ করেন।

ভ্রাতা ভগিনীগণ, এই মাত্র ভগবদ্গীতার যে সুবিখ্যাত শ্লোকটি পাঠ করিলাম, তাহাকে আমার অদ্যকার বক্তব্যের মূলসূত্র রূপে অবলম্বন করিব। সর্ব্বপ্রথমেই শ্লোকের "ব্রহ্মভূত" এই প্রথম কথাটির প্রতি আমরা মন দেই। টীকাকারগণ ইহার অর্থ করিয়াছেন 'যিনি ব্রহ্মে স্থিতি করেন।' 'যিনি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন' অথবা "যাহার প্রকৃতি ব্রহ্মের প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে" এরূপ অর্থও হইতে পারে। আমার নিকট এই শেষ ব্যাখ্যা ও প্রামাণিক ব্যাখ্যাতে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। কারণ, যিশু যে অর্থে "আমি ও আমার পিতা এক" এই সুবিখ্যাত কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই অর্থে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সহিত এক না হইয়াছে, অথবা যাহার প্রকৃতি ঐশ্বরিক পবিত্রতাতে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, সে কখনও তাঁহাতে স্থিতি করিতে পারে না। সকল প্রশ্নের সার প্রশ্ন এই— মানুষের সকল অপূর্ণতাসত্ত্বেও তাহার প্রকৃতির সে প্রকার পূর্ণ পরিবর্ত্তন কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে, যাহা তাহাকে ঈশ্বরে অবস্থিতির পরম শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ করিবে। এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে, আমাদের মনের সম্মুখে এই মহা সত্যটি রাখা আবশ্যক যে, "ঈশ্বর মানুষকে আপনার অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন" অর্থাৎ মানবপ্রকৃতিতে ঈশ্বরিক প্রকৃতির উপাদান সমূহ আছে, "আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, তিনিই আমাদের বাসগৃহ"। আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা এই সকল উপাদানের তিনটি বাছিয়া লইব, যথা, সত্য, প্রেম এবং পবিত্রতা। ঈশ্বর সত্য-স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ এবং পবিত্রস্বরূপ এবং মানবাত্মাও অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে এই তিনটি ঐশ্বরিক উপাদানে গঠিত। কাজেই আমরা দৃষ্টিমাত্র দেখিতে পাই, কোন্ দিকে স্বর্গীয় জীবন-লাভের প্রচেষ্টা চালিত করিতে হইবে। আমরা যদি ইচ্ছা করি যে, আমাদের প্রকৃতি সকল প্রকার অবিশুদ্ধতা হইতে মুক্ত হইবে, এবং দিনের পর দিন ঐশ্বরিক চরিত্রের উপাদানসকল অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে আমাদিগকে বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত সত্য প্রেম ও পবিত্রতার সাধন করিতে হইবে।

আমাদের সামাজিক উপাসনাতে আমরা যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করি, তাহার প্রথম কথা 'সত্যম্'। উপাসক তাঁহার উপাসনার মধ্যে এই প্রধান তত্ত্বটি ধারণা করিতে চেষ্টা করেন যে, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, ঈশ্বর ও সত্য এক অভিন্ন অবিভাজ্য এবং

(১১ই মাঘ অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ কর্ত্তৃক বিবৃত ইংরেজী উপদেশের মর্ম্মানুবাদ।

অপরিচ্ছিন্ন। ঐশ্বরিক প্রকৃতির অপর দুইটি স্বরূপ লক্ষণ—'জ্ঞানম্' ও 'অনন্তম্' উহা হইতেই সিদ্ধ হইতে পারে। সুবিস্তারিত দার্শনিক আলোচনাতে প্রবৃত্ত না হইয়াও আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, বেকনের ব্যাখ্যানুসরণ করিয়া সত্যসাধন বলিতে ভ্রম হইতে মুক্তি ও সত্যনিষ্ঠা বুঝিলে সত্যের সাধন মানুষের উপর ন্যস্ত এমন একটি কর্ত্তব্য, যাহা তাহার অস্তিত্ব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই কর্ত্তব্যের একটা তত্ত্বমূলক ও অপর একটা ব্যবহারিক বা কার্য্যগত দিক আছে। মানুষ যাহা কিছু বলে ও করে শুধু তাহাতেই যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এমন নহে; তাহার চিন্তাও ভ্রম এবং অসত্য হইতে মুক্ত হইবে। সত্যের তত্ত্বমূলক সাধন আমাদের মানসিক বিবেকবুদ্ধি অথবা জ্ঞান-বিষয়ক সততা বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। অতএব ইহা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

সত্যং ব্রূয়াৎ—সত্য বলিবে—এই আদেশটি আমরা বাল্যাবস্থা হইতেই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আমরা যাহা কিছু বলি তাহার সমস্ত সম্পূর্ণ রূপে সত্যানুযায়ী করিবার জন্য আমাদের মধ্যে কয়জন বিশেষ নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা করিয়া থাকি? কেশবচন্দ্র সেন পাপবোধের উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন; তাঁহার নেতৃত্বাধীনে চরিত্রের পবিত্রতাসাধন ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম সাধনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য বা অঙ্গ রূপে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা নৈতিক বিবেকের আদেশ পালনে যতটা ব্যস্ত, নিখুঁত মানসিক সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে ততটা আগ্রহান্বিত কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। এরূপ অনেক লোক আছে, যাহারা প্রতিবেশীকে বঞ্চনা করিবার জন্য কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না, কিন্তু জড় জগতের অতি সাধারণ ঘটনা সম্বন্ধেও তাহাদের জ্ঞান নিতান্তই আবছায়ার ন্যায়। তাহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব কতটা, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নয় মাইল ও নয় কোটী মাইলের পার্থক্য তাহাদের নিকট কিছু মাত্র গণনীয় বিষয় নহে। একটি সভাতে পাঁচশত লোক উপস্থিত থাকিতে পারে; কিন্তু তাহারা যখন কোনও চিন্তা বা বিচার না করিয়াই দশহাজার লোক উপস্থিত ছিল বলিয়া আনুমানিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে, তখন তাহাদের হৃদয়ে কিছুমাত্র স্বাভাবিক বিবেকের দংশন উপস্থিত হয় না। আমরা কেহ কেহ এরূপ অকপট ধর্ম্মপরায়ণ লোকের বিষয় অবগত থাকিতে পারি, যাঁহারা শিক্ষালয়ে শিথিল ভাবেই শিক্ষা দিয়াছেন অথবা অতি দৃঢ় ভাবে কোনও ভ্রম সংশোধন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। পৃথিবীর গোলত্বের উপর কাহারও পরিত্রাণ —প্রবৃত্তির অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভরূপ সংকীর্ণ অর্থে যদি আমরা কথাটা ব্যবহার করি—নির্ভর না করিতে পারে; কিন্তু উহা সমতল ও ত্রিকোণ এরূপ বিশ্বাস নিশ্চয়ই মানসিক সত্য-নিষ্ঠালাভের প্রতিবন্ধকস্বরূপ। তাহার মানসিক সত্যনিষ্ঠা এই দাবী করে যে, বস্তুসকল প্রকৃত পক্ষে যাহা তাহা সে জানে এবং অন্যের নিকট সে ভাবে তাহা প্রকাশ করে। যে প্রচারক বা লেখক মানসিক সততাকে কিছুমাত্র সমাদর করেন— এরূপ ক্ষেত্রে উঁহাকে নৈতিক সততা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করা যায় না—তিনি কোনও শাস্ত্রবচনের কাল্পনিক ব্যাখ্যা দ্বারা, অথবা যাহা প্রমাণ করিতে পারিবেন না এরূপ কোনও কথা বলিয়া, লোককে আমোদিত করিবার পূর্ব্বে দুইবার ইতস্তত করিবেন। কোনও মানুষই সমস্ত জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে না। কিন্তু যে পৃথিবীতে সে বাস করে, তাহার সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞানই সে অর্জ্জন করুক না কেন, তাহা যাহাতে যতটা সম্ভব ভ্রম প্রমাদ ও অস্পষ্টতা বর্জ্জিত হয়, সে বিষয়ে আগ্রহের সহিত চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ইহা একটা অসম্ভব কাল্পনিক আদর্শ নহে। সকল জাতি ও দেশের প্রবীণ ঋষিগণ যে শিক্ষা দিয়াছেন, সত্যে ও অসত্যে, নিত্যে ও অনিত্যে, যে-সকল বস্তু চিরন্তন আর যে-সকল কালের পরিবর্ত্তনাধীন তাহাদের মধ্যে, যে পার্থক্য রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম সোপান, ইহা তাহাদের সেই শিক্ষারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। সৎ ও অসৎ বিষয়ের পরিষ্কার জ্ঞান, যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন সম্বন্ধে, আত্মার গভীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে, তেমনই পরিষ্কার মানসিক জ্ঞানলাভের সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। এই প্রসঙ্গে স্বতঃই আমাদের মনে এ প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হইতেছে যে, 'পরা,' ও 'অপরা' বিদ্যার মধ্যে কোনও স্পষ্ট সীমারেখা অঙ্কিত করা যায় না এবং কঠোপ-নিষদের "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" (১।২।২৩) ইত্যাদি নিয়ত উল্লিখিত বাক্য এরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়, যাহাতে জ্ঞানকে, অথবা যাহাকে 'অপরা' বিদ্যা বলা হয় তাহাকে, কোনও রূপ কালিমা স্পর্শ করিতে পারে। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর জগতের অন্তরস্থিত আত্মা, যদি কবির নিম্নোক্ত সঙ্গীতের মধ্যে কোনও সত্য নিহিত থাকে— "যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা দিন দিন মহত্তর হই, তিনি এই সমস্ত সীমাহীন আকাশ সমূহের গোলক মানুষের চক্ষুর মধ্যে নিহিত করিয়াছেন, সীমাহীন তিনি আপনার ছায়া মানবাত্মার মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি পরমাণুর মধ্যে অন্তরে সীমাহীন, সমগ্রের মধ্যে বাহিরে সীমাহীন"—তাহা হইলে আত্মার আলোচনা হইতে পরমাণুর আলোচনা বর্জ্জন করা যায় না, এবং বিজ্ঞান ও গণিত, সাহিত্য ও ইতিহাস, তত্ত্ববিদ্যা ও শিল্পকলা প্রভৃতি মানবের অসংখ্য সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রগুলিকে ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া গণ্য করা যায় না। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা বিষয়েও আমরা উদাসীন থাকিতে পারি না; কেননা, আত্মার স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য ধারণা একান্ত আবশ্যক। একজন প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট কখনও কাষ্ঠলোষ্ট্রের পূজার, আর জগতের স্রষ্টা ও পালক নিত্য অগম্য নির্ব্বিকল্প পুরুষের পূজার, সমান মূল্য থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে এরূপ লোক আছে, যাহারা ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া এই মত পোষণ করে যে, পুতুলের পূজা আর 'সত্যে ও ভাবে' ঈশ্বরের পূজা তাঁহার নিকট তুল্যরূপে গ্রাহ্য। সেই শ্লোকটি এই

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্ব্বশঃ।

[যাহারা যে প্রকারে আমার নিকট উপস্থিত হয়, আমি

তাহাদিগকে সেই প্রকারেই ভজনা করি। হে পার্থ, মানবগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করে]

এই কথার মূলে কিছু সত্য নিহিত আছে; কেননা, কোনও মানুষের উপাসনার মূলে যে ভাব অবস্থিতি করে এবং যাহা উহাকে চালায়, তাহার দ্বারাই ঈশ্বর তাহাকে বিচার করেন, উপাসনার প্রকারদ্বারা নহে। এবং ঈশ্বর যখন অনন্ত, তখন তাঁহাকে জানিবার পথও অবশ্য অনন্ত হইবে। ঈশ্বরকে কেহ জ্ঞানের মধ্য দিয়া, অপর কেহ কর্ম্মের মধ্য দিয়া, অন্বেষণ করে; কেহ ঈশ্বরকে প্রেমের দ্বারা পূজা করে, আবার অপর কেহ তাহাদের পূজার্চ্চনার ধরিবার ছুঁইবার মত কিছু ফল পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া নিকৃষ্টতর দেবতার নিকট পূজার অর্ঘ প্রদান করে। কিন্তু যদিও পথসকল বিভিন্ন তথাপি গন্তব্য-স্থান একই। টেনিসন কর্ত্তৃক উদ্ধৃত আবুল ফজলের একটি খোদিত লিপিতে ইহা অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

"হে ঈশ্বর প্রত্যেক মন্দিরেই আমি এমন লোক দেখি যাহারা তোমাকে দেখে, এবং আমি যে ভাষা বলিতে শুনি তাহার প্রত্যেকটিতেই মানুষ তোমার প্রশংসা গান করে।

"বহু দেববাদ ও ইস্‌লাম তোমারই পশ্চাদনুসরণ করে।

"প্রত্যেক ধর্ম্মই বলে 'তুমি এক অদ্বিতীয়।"

"মসজিদ্ হইলে তথায় লোকেরা অস্পষ্ট স্বরে পবিত্র প্রার্থনা আওড়ায় এবং খৃষ্টীয় গির্জ্জা হইলে লোকেরা তোমার প্রতি প্রেম বশতঃ ঘণ্টাধ্বনি করে।

"কখন আমি খৃষ্টানদের উপাসনা-গৃহে কখন বা মস্‌জিদে গমন করি

"কিন্তু মন্দির হইতে মন্দিরে আমি তোমাকেই অন্বেষণ করি"।

এই কথা গুলির মধ্যে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, প্রত্যেক অকপট ঈশ্বরান্বেষণকারীরই এই ভাব হওয়া উচিত, এবং ইহা সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির অব্যর্থ প্রতিষেধক; কিন্তু ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত আসে না যে, গম্যস্থান সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই, অথবা সকল পথই সমান সরল এবং সোজা ভাবে গন্তব্য স্থানে লইয়া যায়। এমন আঁকা বাঁকা পথসকল থাকিতে পারে, যাহার গোলক ধাঁধাঁ পথিককে কোথাও নিয়া যায় না, অথবা তাহাকে জলা-ভূমি এবং চোরা বালির মধ্যে নিয়া পাতিত করে। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের জীবনব্যাপী কাজ অর্থশূন্য হইত। ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া পূজা করার ফল কি দাঁড়ায় তাহা আমি অত্যন্ত ক্ষীণভাবে ইঙ্গিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; এবং প্রায় বিশিষ্ট রূপে উক্ত বিষয়ের জ্ঞানের দিকটাই আলোচনা করিয়াছি। পরে ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের সংশ্রবে উহার নৈতিক দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ঈশ্বরের প্রকৃতির যে দ্বিতীয় উপাদান এখন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে, তাহা প্রেম। যিশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ এবং তাঁহার হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ গাহিয়াছে "সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৄণাম্" (৪।১৭।১৭) "ত্বংহি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ" (৮।৯৮।১১) "ত্বমস্মাকম্ তব স্মসি" (৮,৯২।৩২)। তুমি আমাদের সখা, তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদিগের পিতাদিগের মধ্যে পিতৃতম। তুমি আমাদিগের মাতা ও পিতা হও। তুমি আমাদের, আমরা তোমার। প্রকৃত পক্ষে মানবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম এবং ঈশ্বরের প্রতি মানবের প্রেমই ধর্ম্মের মূল নীতি। ব্রাহ্মসমাজের মূল মত—ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব—এই মূল নীতি হইতেই প্রসূত হয়। এই মতের প্রথম অংশ সর্ব্বজনস্বীকৃত, কারণ, তাহার বাহ্যিক অনুষ্ঠান যেরূপই হউক না কেন, অতি সংকীর্ণহৃদয় গোঁড়াও মতে ইহা অস্বীকার করা কঠিন বলিয়া অনুভব করে। কিন্তু আত্মার উন্নতি বিষয়ে উক্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের দ্বিতীয় অংশ মতে স্বীকার করার কোনও অর্থ নাই। যদি কেহ ঈশ্বরকে ভালবাসে, তবে সে নিশ্চয়ই তাহার প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে এবং সেই ভালবাসা যদি খাঁটি হয়, তবে তাহা ধরিবার ছুঁইবার মত আকারে কার্য্যে ব্যবহারে প্রকাশিত হইবে। ঈশ্বরের অকপট প্রেমিক জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, দরিদ্রের উপর অত্যাচার, স্ত্রীজাতির অধীনতা এবং সমাজের অন্যান্য অসংখ্য দুঃখ তাপ প্রভৃতি পরিত্যাগ না করিয়া পারে না। ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্কে সে কিরূপ হইবে, তাহা ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে উজ্জ্বল ভাবে বর্ণিত আছে। আমি তাহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া উহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিব না; এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহার সহানুভূতি প্রশস্ততর, ভাবসকল মহত্তর, কল্পনা প্রখরতর এবং অপরের আনন্দে আনন্দ করিবার ও শোকে শোক করিবার শক্তি সংস্রগুণ গভীরতর ও বিস্তৃততর হইবে।

কিন্তু ঈশ্বরকে যে ব্যক্তি প্রবল অনুরাগের সহিত ভালবাসে, তাহারও বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষীণ এবং ইচ্ছাশক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অতি দুর্ব্বল, হইতে পারে, এবং ঈশ্বর প্রেমময় এই তত্ত্বের উজ্জ্বল অনুভূতি পাপবোধকে পরাভূত করিতে পারে। এই হেতু ঈশ্বর যে পবিত্রস্বরূপ, এই সমান প্রয়োজনীয় সত্যটিকেও সাধকের দৃষ্টির সম্মুখে সর্ব্বদা রাখা আবশ্যক। এই জন্যই ইচ্ছাশক্তির বিকাশসাধন আধ্যাত্মিক অনুশীলন বা সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক ধর্ম্মোৎসাহী মানুষ জানে, যে-আত্মা নবজীবন প্রাপ্ত হয় নাই তাহা ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে কি প্রকার বিদ্রোহী হয়,—আত্মার সেরূপ শান্ত ভাব পাওয়া কি প্রকার কঠিন, যাহাতে কর্ত্তব্যপালন আর চেষ্টা যত্নের বিষয় থাকে না, গভীর আনন্দের কারণ হইয়া উঠে। যদি সেণ্টপলের ন্যায় লোককেও হৃদয়ের গভীর দুঃখ ও ক্ষোভে ক্রন্দন করিতে হয়—

"যে সাধুকার্য্য আমি করিতে চাই তাহা আমি করি না; আর যে মন্দকার্য্য আমি করিতে চাই না, তাহাই আমি করি।

"কিন্তু আমি দেখিতেছি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে অন্য বিধি বা প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে, তাহা আমার মানসিক বিধি বা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে এবং আমাকে শরীরে নিহিত পাপবিধির বশে আনিতেছে!

"হায়, এই ঘোর দুর্ভাগ্য আমাকে কে এই মৃত্যুময় দেহের হস্ত হইতে মুক্ত করিবে?" (রোমীয় ৭।১৯, ২৩, ২৪)

—পলের ন্যায় একজন জলন্ত বিশ্বাসী প্রেরিতের উক্তি যদি এই প্রকার গভীর খেদযুক্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের

ন্যায় দুর্ব্বল মর্ত্ত্যের অন্তরে শ্রেয়ের ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব,—যাহা আমাদের "মানব প্রকৃতিকে এরূপ ভাবে আলোড়িত করে" যে দুই এক স্থল ব্যতীত অধিকাংশ স্থলেই আমরা প্রবল বাত্যার সম্মুখে ভূপতিত শুষ্ক পত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হই—কিরূপ ভীষণ হইবার কথা! কিন্তু নিশ্চয়ই আমাদিগকে হতাশ প্রাণে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, কেবল প্রধান প্রধান ঘটনাতে নয়, কিন্তু প্রতিদিনের জীবনের অতি ক্ষুদ্রতম বিষয়েও, আমাদের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে পূর্ণ মিলন সাধন অপেক্ষা কোনও ক্ষুদ্রতর বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। এই মিল ব্যতীত নৈতিক বিবেকের বিকাশসাধন এবং আমরা যাহা বলি ও করি তাহার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্যস্থাপন সম্ভবপর নহে; এই মিল ব্যতীত মহত্তম ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষাও ব্যর্থ। অন্য ভাবে আমরা বলিতে পারি যে, ব্যবহারগত জীবনে মানসিক ও নৈতিক বিবেক একে অন্যের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। চরিত্রের পবিত্রতা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে পরিষ্কার করে এবং ঠিক রকমের জ্ঞান জীবনের পবিত্রতা লাভে সহায়তা করে। যিশু বলিয়াছেন "পবিত্রাত্মারা ধন্য, কেননা তাহারা ঈশ্বরকে দেখিবে," এবং মুণ্ডকোপনিষদ্ বলিতেছে "জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (৩.১।৮) নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সাধক অতঃপর ধ্যানযোগে নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

ব্রহ্মে স্থিতি করিবার জন্য যে এক জনকে বিশুদ্ধ উন্নত জ্ঞান, উদার সুনিয়ন্ত্রিত ভাব ও সুশাসিত ইচ্ছা সম্পন্ন ব্যক্তি হইতে হইবে, এবং সর্ব্বোপরি তাহাকে যে ঈশ্বরের ও তাঁহার সৃষ্ট জগতের প্রতি গভীর প্রেমে ওতপ্রোতভাবে পরিপূর্ণ হইতে হইবে, এখন আমরা তাহা বুঝিবার মত অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি। এই প্রকার মানুষের চরিত্রবৈশিষ্ট্য আমাদের বক্তব্যের মূল সূত্রটিতে সুন্দর রূপে প্রকটিত হইয়াছে—তাহার মনের অবিচলিত শান্ত ভাব আছে; সে যাহা হারাইয়াছে তাহার জন্য শোক করে না; যাহা নাই তাহার জন্য লালায়িত হয় না; সকল প্রাণীকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করে; এই সকলের ফল এই যে সে নিঃস্বার্থ প্রেমে ও ঈশ্বরভক্তিতে পূর্ণ হইয়া ধন্য হয়। এই শ্লোকের মধ্যে একটা সন্ন্যাসের ভাব রহিয়াছে, কাজেই ইহাকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করা যায় না; কেননা, যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করে নাই তাহাদের দূরের কথা, একজন সন্ন্যাসীর পক্ষেও যাহা নাই তাহার আকাঙ্ক্ষা না করা কঠিন; তাহাকেও আশ্রয়ের জন্য একটি গুহা বা মরুভূমি খুঁজিতে হয় এবং সেও নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহারের জন্য ক্ষুধাবোধ না করিয়া পারে না। কিন্তু "অক্ষর বিনাশ সাধন করিলেও ভাব জীবন প্রদান করে," এবং আমরা যদি অক্ষরের দিকে না চাহিয়া ভাবের দিকে অধিকতর মন দেই, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, যাহা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই যে, আমরা "পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীর হইব না।" যে এই শরীরকে ঈশ্বরের মন্দির রূপে দর্শন করে এবং অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া সাধু উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে, আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির চরিতার্থতার অতিরিক্ত কিছুর জন্য ব্যস্ত নয় ও সর্ব্বদা দৈহিক বিষয়ের জন্য অপরাজের লালসার দ্বারা পরিচালিত হয়, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য খুবই বেশী।

ভগবদ্গীতার গ্রন্থকার আমাদের সম্মুখে গন্তব্য স্থান দেখাইয়া দিতেছেন। কিন্তু হায়, আমরা এখনও তাহা হইতে কত দূরে এবং জীবনের এই যাত্রা শেষ হইবার পূর্ব্বে সে স্থানে পৌছিবার জন্য আমরা কত দুর্ব্বল ভাবে চেষ্টা করিতেছি! আমরা যেরূপ দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ, আমাদের একমাত্র অবলম্বন সেই পশ্চিম দেশীয় মহা শিক্ষকের উৎসাহবাক্য—"অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর।" (থেসঃ ৫ ১৭) ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে দিন দিন তাঁহাতে অবস্থিতি করিবার অধিকতর উপযুক্ত করুন এবং আমরা যেন "ঈশ্বরের যে শান্তি আমাদের বুদ্ধির অগম্য" তাহাতে প্রবেশ করিতে পারি।

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় রামপুর হাট গমন করিয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে ২৭শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে তথাকার ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে কথকতা করেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নকালে বীরভূম সিউড়ী গমন করেন। দুই দিন তথায় পারিবারিক উপাসনা করেন। এবং একটী বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৩১শে জানুয়ারী ফায়জাবাদ নগরীতে পরলোকগত ডাক্তার জে এন্ মিত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র মিঃ সত্য প্রসাদ মিত্র দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ নগরীতে তাঁহার ভগ্নী কুমারী শরৎকুমারী মিত্র ও শ্রীমতী সুকুমারী চন্দ তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲ ও ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ৯ই মার্চ্চ বাণীবন গ্রামে পরলোকগত যোগেশচন্দ্র মল্লিকের বিধবা পত্নী ৪টী সন্তান রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ১১ই মার্চ্চ নোয়াখালী নগরীতে রায় রাধাকান্ত আইচ বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী ইচ্ছাময়ী আইচ ৬৯ বৎসর বয়সে তিন দিনের জ্বরে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সহৃদয়া ধর্ম্মশীলা নারী ছিলেন এবং প্রতিদিন নিয়মিত প্রার্থনাদি করিতেন। তিনি স্বামী, চারি পুত্র, দুই কন্যা ও বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবিধান করুন।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ—হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের উনষষ্টিতম সাংবৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে—

৮ই ফাল্গুন অপরাহ্ণে পরলোক গত বাবু শ্রীশচন্দ্র রায়ের বাটী হইতে নগরকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া মন্দিরে উপনীত হয়। তৎপরে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৯ই ফাল্গুন প্রাতঃকালে উষাকীর্ত্তন গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে মন্দিরপ্রাঙ্গণের সমাধিক্ষেত্রে তর্পণ; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত একটী প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য একটী কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রার্থনা করেন। অনন্তর মন্দিরে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য আলোচনা উত্থাপন করেন এবং পরে মন্দিরে প্রতি রবিবার যাহাতে নিয়মিত উপাসনা হয় তাহা স্থিরীকৃত হয়। অবশেষে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।.

মফঃস্বলে মাঘোৎসব—বরিশাল—নিম্নলিখিত প্রণালীতে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :— ৫ই মাঘ প্রাতঃকালে ব্রাহ্ম শ্মশানক্ষেত্রে উপাসনা। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবীর হইতে পাঠ করেন। সন্ধ্যার সময়ে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি উৎসবের উদ্বোধন করেন ও দীনতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। ৬ই মাঘ মহর্ষির স্মৃতি উপলক্ষে উপাসনা। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও মহর্ষির জীবনে ভগবানের আহ্বান বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন এবং সন্ধ্যায় 'মহর্ষির জীবন' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ৭ই মাঘ প্রাতঃকালে স্বর্গীয় কালীমোহন দাস মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও "সেবকের নিবেদন" হইতে উপদেশ পাঠ করেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন ও "সেবকের নিবেদন" হইতে 'জগতের মহাপুরুষদের নিকট আমাদের ঋণ' শীর্ষক উপদেশ পাঠ করেন। ৮ই মাঘ মন্দিরে ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। অপরাহ্ণে কাঙ্গালী-বিদায় হয়। সন্ধ্যায় ব্রাহ্মবন্ধু সভার উৎসবে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বার্ষিক বিবরণ পাঠ করিলে, উপস্থিত বন্ধুবর্গ ও সভাপতি মহাশয় ঐ বিষয়ে আলোচনা করেন। ৯ই মাঘ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ গুপ্তের গৃহে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে' ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে মন্দির-প্রাঙ্গণে ছাত্রসম্মিলনে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সঙ্গীত ও প্রার্থনান্তে কুমারী শান্তিসুধা চাটার্জ্জি বি এ, কুমারী শান্তিসুধা ঘোষ ও শ্রীমান্ কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীমান্ করুণাবন্ধু চট্টোপাধ্যায় নামক একজন ছাত্র ছাত্রসমাজের উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলিলে, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস ও সভাপতি মহাশয় কিছু কিছু বলেন। মিষ্টবিতরণান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। সন্ধ্যার সময়ে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১০ই মাঘ মন্দিরে উপাসনা, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। আচার্য্য পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্রের স্মৃতি উপলক্ষে প্রার্থনা ও নামকীর্ত্তন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্ণে ব্রাহ্মিকাসমাজের উৎসবে মন্দিরে শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী দাস আচার্য্যের কার্য্য ও কতিপয় মহিলা শাস্ত্রপাঠ করেন। অপরদিকে ব্রাহ্মশ্মশানক্ষেত্র হইতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া সহরের বিভিন্ন রাজপথ ঘুরিয়া সায়াহ্নে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও কীর্ত্তনমাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। ১১ই মাঘ সর্ব্বদিনব্যাপী উৎসব। অতি প্রত্যুষ হইতে উষাকীর্ত্তন চলিতে থাকে। তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি আচার্য্যের কার্য্য করেন। জগতে ভগবদ্‌কৃপার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন, পাঠও ব্যক্তি গত প্রার্থনা চলে; অনন্তর উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে কীর্ত্তনান্তে সায়ংকালে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ১২ই মাঘ প্রাতঃকালে মন্দিরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও প্রেম সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন। অপরাহ্ণে বালকবালিকা-উৎসবে শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী দাস সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সঙ্গীত ও প্রার্থনান্তে বালক বালিকাগণ আবৃত্তি করিলে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি উপদেশচ্ছলে কিছু বলেন ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ঘোষের পত্নী ও শ্রীযুক্ত রজনীনাথ বসুর পত্নী উপদেশ সূচক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বৃদ্ধা পত্নী, শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীমণি আশ ও কুমারী চাটার্জ্জি কিছু কিছু বলেন। সভানেত্রী সংক্ষিপ্ত উপদেশ পাঠ করিলে, মিষ্টবিতরণান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি "সাধন ও সম্বল" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৩ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি আচার্য্যের কার্য্য করেন ও ভবগৎসেবার বিবিধ উপায় সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও প্রেমের সার্থকতা বিষয়ে উপদেশ দান করেন। পরে সুহৃদ্-সম্মিলন ও প্রীতি-ভোজনান্তে পবিত্র উৎসব-কার্য্য শেষ হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী অনিবার্য্য কারণ বশতঃ উপস্থিত থাকিতে না পারিলেও মাঝে মাঝে প্রবন্ধাকারে পত্র প্রেরণ করিয়া উৎসবের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন।

দীক্ষা—বিগত ১০ই মার্চ্চ চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী সাধনাশ্রমের উপাসনা-গৃহে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দীক্ষিতকে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের পথে দিন দিন অগ্রসর করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ২৮শে ফাল্গুন কাঁথি নগরীতে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাসের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রমোহন ও পরলোকগত তারাচাঁদ রায়ের কন্যা কল্যাণীয়া সুবোধবালার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীমতী সুবোধবালা তাঁহার পরলোকগত পিতার নামে একটী স্থায়ী ফণ্ডের জন্য কাঁথি ব্রাহ্মসমাজে ২০০৲ দুইশত টাকা প্রদান করিয়াছেন; মাতাও এই ফণ্ডে কিছু টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সিউড়ী নগরীতে শ্রীযুক্ত কালিদাস সরকারের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া শান্তিকণা ও ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শতদলের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৩ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হরকিশোর শর্ম্মার কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া মীরা ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসুর তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ অমরনাথের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ১লা মার্চ্চ গিরিডি নগরীতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া লীলা কাওরাইদ্ নিবাসী পরলোক গত বাবু অধরচন্দ্র দাসের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্রের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৭ই ফাল্গুন (১লা মার্চ্চ) কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দীর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সুরেখা ও পরলোকগত বাবু কুমুদনাথ সেন গুপ্তের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান প্রদ্যোৎকুমারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

নাম করণ—বিগত ৫ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের দৌহিত্রীর (ডাক্তার বিজলী বিহারী সরকারের দ্বিতীয়া কন্যার) শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। বিজয় বাবু উপাসনা করিয়া কন্যার নাম অদিতি রাখিয়াছেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা সাধারণ বিভাগে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মঙ্গলময় বিধাতা শিশুকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

উৎসব—নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের চতুস্ত্রিংশ উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে:—

২১শে ফাল্গুন সন্ধ্যায় কীর্ত্তনান্তে উৎসবের উদ্বোধন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২২শে ফাল্গুন প্রাতে সহরে উষাকীর্ত্তন করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে উপাসনায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্তই আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনান্তে উপাসনা, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৩শে ফাল্গুন প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় মহিলা-উৎসব। ৪০।৫০টী মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীত করিয়া উপাসনার সাহায্য করেন। জলযোগান্তে তখনকার কার্য্য শেষ হয়। ৪॥০ ঘটিকায় নগর সঙ্কীর্ত্তন। গায়কদল সমবেত হইলে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনান্তে "ঐ শোন্ উঠিল নগরেতে ব্রহ্মনাম" এই কীর্ত্তনটী নগরের দ্বারে দ্বারে প্রমত্তভাবে গান করিয়া মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, একটি সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত "অনন্তের সাধনা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরে একটি সঙ্গীত হইয়া কার্য্য শেষ হয়। ২৪শে ফাল্গুন সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭॥০ ঘটিকায় কীর্ত্তনান্তে উপাসনা আরম্ভ হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। মধ্যাহ্নে প্রীতি ভোজন হইয়া তখনকার কার্য্য শেষ হয়। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় "মন স্থির করিবার উপায় কি?" এই বিষয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে অনেকে আপন আপন মত প্রকাশ করিলে, অমৃত বাবু কিছু বলিয়া আলোচনা শেষ করেন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন ২৫শে ফাল্গুন মঙ্গলবার প্রাতে কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। সন্ধ্যায় শ্রীমান শশিভূষণ মিত্রের বাসায়, তাহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতি উপলক্ষে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রার্থনার পর তাহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র পরলোক সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করিলে, প্রীতিভোজনান্তে উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের দ্বিষষ্ঠতম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে:—

২৯শে ফাল্গুন—সন্ধ্যায় উপাসনা। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৩০শে ফাল্গুন প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে নগর সংকীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় উপাসনা। তাহাতে শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

দান—শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসুর পত্নী পরলোকগতা ইন্দুমতী বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সন্তানগণ প্রচার বিভাগে ২৲ দাতব্য বিভাগে ২৲ দুর্ভিক্ষফণ্ডে ২৲ শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারে ২৲ ও নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারে ২৲ দান করিয়াছেন। এই দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৬ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোঽমৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৮শ ভাগ।	১৬ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৩২, ১৮৪৭ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
২৪ম সংখ্যা।	30th March, 1926.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

উৎসবান্তে।

উৎসবান্তে পদপ্রান্তে একান্তে প্রার্থনা আজ,
দেহ শক্তি, দেহ ভক্তি, অধম পতিত জনে ;
বিরাজ এ হৃদি-মাঝে কৃপা করি' বিশ্বরাজ,
বড় সাধ প্রেমফুলে পূজি আজ ও চরণে !
এবার উৎসবে তুমি দেখালে যে দৃশ্য, হরি,
মরি মরি কি সুন্দর—বলিহারি শোভা তার—
কত আনন্দের ঢেউ, কত প্রেমের লহরী
উঠিছে পড়িছে, যেন আনন্দের পারাবার !
সুললিত সঙ্গীতের সুমধুর সুধারস-
পানে মত্ত ভক্ত যত, ভাবেতে বিভোর সবে,
শুষ্ক প্রাণ শত শত শ্রবণে হ'ল সরস,
মাতোয়ারা আত্মহারা জয় জয় ব্রহ্মরবে—
স্বর্গ যেন সশরীরে অবতীর্ণ অবনীতে !
যে দেখেছে সে মজেছে চির জনমের তরে ;
কি যে অমিয়ধারা বহিছে ভকত-চিতে
প্রেমেতে পাগলপারা শত শত নারী নরে !
নমি ও-চরণে দেব—কৃতজ্ঞতা-উপহার
এনেছি যতনে, লহ অধমের শ্রদ্ধা-অর্ঘ।
নিরাকার নির্ব্বিকার, শুদ্ধ সত্য সারাৎসার,
লীলাময়, এ কি লীলা—মরতে রচিলা স্বর্গ !!

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

হে নিত্য শান্ত মঙ্গলবিধাতা, সংসারের নিরত প্রবহমান ঘটনাস্রোতের মধ্যে পতিত হইয়া যে আমরা সর্ব্বদা কত রূপে আন্দোলিত ও বিধ্বস্ত হইতেছি, এবং স্থিরভূমি তোমাকে আশ্রয় করিতে না পারিয়া কোন্ আবর্ত্তের দিকে নীত হইতেছি, তাহা ত অনেক সময়ই আমরা চাহিয়া দেখি না। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, চলিয়া যাইতেছে ; আমরা ত গন্তব্যের দিকে বিশেষ কিছুই অগ্রসর হইতে পারিতেছি না ! বরং অনেক সময় দেখি বিরুদ্ধ দিকেই চলিয়াছি—তোমাকে ভুলিয়া সংসারের ভোগবিলাসের পশ্চাতেই ছুটিয়াছি ! যদিও তোমার অপার মঙ্গলবিধানে তুমি সংসারের সকল ঘটনাস্রোতের মধ্যেও আমাদের চৈতন্যোদয়ের নানারূপ ব্যবস্থা করিতেছ, পদে পদে কত বাধা প্রদান করিতেছ—মাঝে মাঝে তোমার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিতে বাধ্যও করিতেছ,—তথাপিও আমরা সম্পূর্ণ রূপে তোমার অনুগত হইয়া তোমার কল্যাণের পথে চলিতে পারিতেছি না ! জীবনের আর একটি বৎসর চলিয়া যাইতেছে ; ইহার মধ্যে ত আমরা তোমার অনেক করুণাই পাইয়াছি, তোমার জীবন্ত মঙ্গল ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ! বিরুদ্ধগমনের দুঃখ বেদনা লাঞ্ছনাও ত কম পাই নাই ! তবুও ত আপনাদের পথ ছাড়িতে পারিতেছি না ! আর কত কাল যে আমরা এই ভাবে জীবনকে ব্যর্থতার মধ্যে ফেলিয়া রাখিব, জানি না। হে হৃদয়দর্শী দেবতা, তুমি ত আমাদের সকল দুর্ব্বলতাই জান। তোমার করুণা ভিন্ন যে আমাদের অন্য কোনও গতি নাই। তুমি শান্ত ভাবে তোমার কার্য্য করিয়া যাইতেছ, জানি ; তুমি আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না, বিশ্বাস করি ; তুমি আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছ, বুঝিতে পারি। কিন্তু আমরা যে আপনা হইতে তোমার শরণাপন্ন হইব, তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইব, তাহার ত কোনও সম্ভাবনাই দেখিতেছি না ! হে করুণাময় পিতা, তুমিই আমাদিগকে তোমার জন্য ব্যাকুল কর, তোমার হাতে সকল ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত প্রাণে জীবনপথে চলিতে শিখাও। আর এ ভাবে বৃথা সময় চলিয়া যাইতে দিও না।

তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন

কেবল 'আমার' 'আমার' কেন?—তুমি কেবল দিন রাত 'আমার' 'আমার' ক'রে অস্থির হও কেন? আমার সুখ হলো না, সম্মান হলো না, আমার অর্থ নাই, আমাকে লোকে আদর করে না, প্রিয়জন যারা তারাও আমাকে উপেক্ষা করে—কেহ আমার দুঃখ বোঝে না, কেহ আমার কথা শোনে না! এরূপ 'আমার' 'আমার' ক'রে দিন কাটালে ফল কি? তুমি কে যে সকলে তোমাকে নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌বে? যতটা সুখ পেয়েছ, যতটা আদর পাচ্ছ, যত সম্মান লাভ কচ্ছ, যত ভালবাসা সম্ভোগ কচ্ছ, ভেবে দেখ, তারই তুলনা নাই। তুমি যা চেয়েছ, তার কত বেশী পেয়েছ! ভগবানের দয়ার সীমা নাই। আজ একবার দৃষ্টি ফিরাও, চেয়ে দেখ, লোকে কত শোক তাপে ক্লেশ পাচ্ছে, কত অনাদর উপেক্ষায় ব্যথিত হচ্ছে! একবার তাদের কথা ভাব, তাদের বেদনা বোঝ, তাদের জন্য আপনাকে অর্পণ কর। 'আমার' 'আমার' ভাব্‌লে সুখ হবে না, শান্তি পাবে না। আপনাকে অপরের ক'রে দাও, আপনাকে বিলিয়ে দাও, অন্যের অশ্রু মুছাও, অপরকে প্রেমে আলিঙ্গন কর, আপনি ম'রে অপরকে জীবন দান কর। তবেই সুখ শান্তি, জীবনের কৃতার্থতা।

আমার কান্না কেন?—তোমরা বল আমি এত কাঁদি কেন? আমার এমন কি দুঃখ? তোমরা আমার বন্ধুজন, তোমাদিগকে সবই বল্‌তে হয়। আমি যে কেবল আমার নিজের দুঃখ দৈন্যের জন্যই ক্রন্দন করি, তা ত নয়; আমার প্রাণ যে ভেঙ্গে পড়েছে, আমার ব্যথা যে কাকেও বুঝাতে পারি না; তোমরাও বুঝ্‌বে না। আমি দেখ্‌ছি আমার কত প্রিয়জন, কত আপনার জন, তারা কোথায় চ'লে গেল! তারা কোন্ পথে গেল! তাদের দৃষ্টি কোন্ দিকে ফিরাল! কত বলিলাম প্রেমের পথ দেখালাম, প্রেমে আলিঙ্গন করিলাম, প্রভুর নামে কত মধু, কত সুধা, তা শুনালাম! তারা ত তাতে কাণ দিল না! তারা যে ছুটে চল্‌ল! বলি, আমার প্রিয়গণ, একটু থাম, ও পথে যেও না। স্রোতে গা ঢেলে দিও না। তারা ত শোনে না! প্রাণে যে বেদনা পাই, তা তোমরা কি বুঝ্‌বে? মৃত্যুতে—প্রিয়জনের মৃত্যুতে ত আমার এত বেদনা হয় না! তাই অনন্যোপায় হ'য়ে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদি। নীরবে নির্জ্জনে অশ্রুপাত করি—সর্ব্বদাই আমার মুখ বিষণ্ণ থাকে। আর প্রভুর চরণে প্রার্থনা করি। তিনি ত আমার চেয়েও ভাল বাসেন। তাতেই আমার আশা। সেই চিন্তাতেই আনন্দ একটু পাই। আমি আর এ বেদনা যে সইতে পারি না! তবে ক্রন্দনই কি আমার চির সম্বল হবে?

গান গেয়ে যাও—কত গান গাইলাম, কত বাক্য বলিলাম, কেহ ত তা শুন্‌ল না! আমার এত সঙ্গীত, এত কথা, সবই বিফলে গেল, হাওয়ায় উড়ে গেল! তবুও আমি গান গেয়ে যাব, বাণী শুনিয়ে যাব। তোমরা বল, বেণা বনে, মুক্তো ছড়াইও না; আমি বলি, বীজ ছড়া'য়ে যাই, জানি না ত কোথায় একটু নরম মাটি আছে, একটু উর্ব্বর জমি আছে। সেখানে হয়ত অঙ্কুর গজিয়ে উঠ্‌বে। তাই আমি প্রভুর আদেশে গান গেয়েই যাই। তিনি যখন আমাকে আদেশ ক'র্‌বেন, সে আদেশ পালন কর্‌তেই হবে। তাই আমি গান গেয়ে যাব; লোকে শুনুক আর না শুনুক, নিন্দা করুক আর প্রশংসা করুক, আদর করুক আর উপেক্ষা করুক, গান গেয়েই যাব। প্রভুর নামের মহিমা গেয়েই যাব; তাঁর করুণার কথা, তাঁর প্রেমের কথা শুনিয়েই যাব! ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার কাজ। আমি প্রভুর দাস, তিনি বলাবেন, তাই বল্‌ব, যা করাবেন তাই কর্‌ব। তোমরা আমায় বাধা দিও না।

সম্পাদকীয়।

উৎসবান্তে—যত দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি উৎসবের বিবরণ শেষ করিবার উদ্দেশ্যে এত দিন আমরা কোনও সম্পাদকীয় প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতে পারি নাই। সে কার্য্য, যত অসম্পূর্ণ ভাবেই হউক না কেন, এক প্রকার শেষ হইল। মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাও আমরা প্রকাশ করিয়াছি। কোন কোন স্থলের বিবরণ ইংরাজী কাগজেও পাঠ করা গিয়াছে। সুতরাং এখন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, অন্য বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে, এস্থলে বিগত উৎসব সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত মনে হইতেছে। এ সকল বিবরণ হইতে মনে হয়, এবারের উৎসব প্রায় সর্ব্বত্রই অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সজীবতর হইয়াছে নবতর জাগরণ আনিয়া দিয়াছে; যত ক্ষীণই হউক না কেন, নবীনতর আশা উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগাইয়াছে। ইহা অবশ্যই কতকটা সুখের বিষয়। আমরা সত্যভাবে যতটুকুই অগ্রসর হইতে পারি না কেন তাহার জন্যই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত—তাহা স্বাভাবিকও। যাহা পাইয়াছি তাহাকে তুচ্ছ করিলে, অকৃতজ্ঞ চিত্তে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার ক'রলে, নিশ্চয়ই আমরা উচ্চতর কিছু পাইবার অযোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হইব, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইব। সুতরাং সেরূপ করা যে নিতান্তই অন্যায় ও অনিষ্টকর হইবে, কোনও প্রকারেই সমীচীন হইবে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া উৎসবের ফল আমাদের জীবনে কতটা স্থায়ী ও কর্য্যকারী হইয়াছে, তাহা একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও পরীক্ষা করিয়া দেখা কখনও অকর্ত্তব্য বা অকল্যাণকর হইবে না। বরং তাহা যে একান্ত কর্ত্তব্য ও কল্যাণকরই হইবে, সে কথা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কেননা, তাহা সম্যক্ প্রকারে অবগত না

হইলে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল করিয়া না জানিলে, উহা আমাদের জীবনে কি প্রকার কার্য্য করিতেছে তাহা পরিষ্কার রূপে না দেখিলে, আমরা কোনও মতেই প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন করিতে পারিব না—উহার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতে এবং উহাকে জীবনের উন্নতিসাধনে যথাসম্ভব কার্য্যকারী করিয়া উহা হইতে আবশ্যকীয় উপকার লাভ করিতে, সমর্থ হইব না। প্রায় তিন মাস হইতে চলিল, উৎসব শেষ হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রচলিত গণনা অনুসারে একটি বৎসর শেষ হইতে যাইতেছে। এই সময় স্বভাবতঃই উক্ত প্রকার চিন্তা ও পরীক্ষার উপযুক্ত কাল বলিয়া বিবেচিত হইবে, মনে হয়। একদিকে একটু সময় না গেলে আমরা কোনও কার্য্যের ফল, জীবনের গতি, ঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে পারি না,—যথার্থই আমরা কোন্ পথে কি প্রকার গতিতে চালিত হইতেছি বুঝিতে পারি না; অপর দিকে বৎসরশেষে যদি আমরা ভাল করিয়া না দেখি আমরা ঠিক পথে চলিতেছি কি বিপরীত দিকে যাইতেছি, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি কি অবনতির দিকে চলিয়াছি এবং অগ্রসর হইলেও তাহা উপযুক্ত বেগে কি অতি মন্থর গতিতে চলিয়াছে—তাহা হইলে, নূতন বৎসরে পুরাতন ভ্রম ত্রুটি দূর করিয়া, নূতন উৎসাহ বলে বা নূতন পথে চলিয়া, উচ্চতর জীবন ও কল্যাণ লাভ করিতেও সমর্থ হইব না। সুতরাং এরূপ চিন্তা ও পরীক্ষায় নিযুক্ত হওয়া যে আমাদের পক্ষে এ সময়ে একটি অত্যাবশ্যকীয় গুরুতর কর্ত্তব্য তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে; এ বিষয়ে আর দ্বিমত থাকিতে পারে না। আর আমাদের কার্য্যগত জীবনটাই যে বিশেষভাবে পরীক্ষার ক্ষেত্র হইবে, সে সম্বন্ধেও বোধ হয় কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা যেরূপ ভাবপ্রবণ জাতি, তাহাতে যদিও আমরা ভাবের রাজ্যে বাস করিতেই অধিকতর ভালবাসি, তথাপি কার্য্যগত জীবনে অভিব্যক্ত না হইলে যে সে ভাবের কোনও মূল্য নাই, সে কথা আমরা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছি। কার্য্যের চালনাতেই ভাবের সার্থকতা; যে ভাব আমাদিগকে জীবন-পথে চালাইতে, কল্যাণ ও উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে, সে গতিকে বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ না হয়, তাহাকে নিশ্চয়ই ব্যর্থ বলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণে রাখা আবশ্যক মনে হইতেছে। উৎসবে যাহা পাইয়াছি তাহাকে তুচ্ছ বা অগ্রাহ্য করা যে কিরূপ অনিষ্টকর সে কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সত্যকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে অত্যধিক মূল্য প্রদান করাও যে তেমনি অন্যায় ও অকল্যাণকর তাহা সেখানে বলি নাই। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ভ্রম করিলে, অথবা যাহার যতটা কার্য্যকারিতা আছে তাহা ঠিক ভাবে বুঝিতে না পারিয়া, ভ্রান্তিবশতঃ তাহাতে অধিকতর উপকারিতা আরোপ করিয়া তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকিলে যে উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও উচ্চতর কিছু পাইবার জন্য আর চেষ্টা ও আগ্রহ থাকে না, সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এবারকার উৎসব যতই সফল হউক না কেন, যেরূপ হইলে আমরা বেশ তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইতে পারি, কোনও প্রকারেই উহা সেরূপ হয় নাই। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাতেই যেরূপ প্রবল বন্যা, জীবনের মহা পরিবর্ত্তন, একটা গভীর ও বহুদূরবিস্তৃত আলোড়ন ও জাগরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কোথাও যে সেরূপ কিছু হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না,—তাহার প্রমাণ কোথাও পাই নাই। এ কথাটা ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। সুতরাং আমরা যাহা পাইয়াছিলাম, আমাদের কাহারও কাহারও কার্য্যগত জীবনে তাহা পূর্ণ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই যদি দেখিতে পাই—অবশ্য অধিকাংশ স্থলে সে বিষয়ে গভীর সন্দেহেরই কারণ রহিয়াছে—তথাপি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া কখনও নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত হইবে না। কোথাও ভ্রান্তিবশতঃ বিপথে গেলে প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করা এবং ঠিক পথে চলিলেও অধিকতর উৎসাহ উদ্যমের সহিত দ্রুততর গতিতে চলাই অবশ্য আমাদের চিন্তা ও পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সে লক্ষ্যকে সর্ব্বদা প্রধান ভাবে দৃষ্টির সম্মুখে না রাখিয়া, যদি আমরা উদ্দেশ্যবিহীন এলোমেলো ভাবে চিন্তা ও বিচার করিতে নিযুক্ত হই, তাহা হইলে আমরা কোনও মতেই তাহা হইতে সুফল লাভ করিতে পারিব না। সুতরাং বর্ত্তমানে আমাদের আরও কতটা 'হইবার' ও 'করিবার' রহিয়াছে, বিশেষভাবে চিন্তা ও পরীক্ষার দ্বারা তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আমরা কতটা কাজ করিতেছি না করিতেছি, আমরা লোকের নিকট কিরূপ মান প্রতিপত্তি লাভ করিতেছি, তাহার দ্বারা ইহার বিচার হইবে না। আমরা কি ভাবে অতি সামান্য কাজটিও সম্পন্ন করিতেছি, আমরা আপনাকে কতটা ভুলিতে পারিয়াছি, মান প্রতিপত্তি, অহঙ্কার কর্ত্তৃত্বস্পৃহা, ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমে পূর্ণ হইতে পারিয়াছি, সকলের দুঃখ বেদনা অভাবকে আপনার করিয়া লইয়া অপরের জন্য ভাবিতে ও খাটিতে পারিতেছি, জীবনের অদ্বিতীয় প্রভুকেই একমাত্র চালক করিয়া সকল বিষয়ে তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতেছি, তাঁহাকেই জীবনে গৌরবান্বিত হইতে দিতেছি, তাহার দ্বারাই ইহার বিচার হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও মানদণ্ডের দ্বারা বিচার করিতে গেলেই, আমরা মহা ভ্রমে পতিত হইয়া মৃত্যুর পথে চালিত হইব। শুধু বিচার ও পরীক্ষা করিলেই হয় না, খাঁটি মানদণ্ডের দ্বারা বিচার করা চাই; তাহা না করিলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যায়, কল্যাণের পরিবর্ত্তে মহা অকল্যাণই প্রসূত হয়। উৎসবান্তে বৎসরের শেষে এ বিষয়ের প্রতিই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। আমরা কি লইয়া দিন কাটাইয়া দিতেছি, জীবনকে ব্যর্থ করিয়া ফেলিতেছি, তাহা আমরা ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখি। মঙ্গল বিধাতা আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। তাঁহার কৃপায় আমরা তাঁহার কল্যাণের পথে অগ্রসর হইয়া, অনুগত জীবন যাপন করিয়া, প্রেম পুণ্যে সুশোভিত হইয়া, জীবন সার্থক করি। তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। তাঁহার পবিত্র রাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক।

ষণ্ণবতিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী) রবিবার— সায়ংকালে মন্দিরে উৎসবের শেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নামে রুচি জীবে দয়া।

Love God thy Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy might and love thy neighbour as thyself.

প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর,
এই ভাবে দিন কাটুক আমার।

ঈশ্বরে প্রীতি ও সেই প্রীতিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহার প্রীতির জন্য, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন—মানবের সেবা—ইহাই উপাসনা। সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণই ঈশ্বরে প্রেম ও মানবের সেবা ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শুধু মানবসেবাকেই ধর্ম্মের অঙ্গ বলেন নাই—একজন নিরীশ্বর ব্যক্তিও জনশ্রেয়ঃসাধন করিতে পারে—ঈশ্বরের প্রীতিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁর প্রিয় কার্য্যরূপে যে জনসেবা, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই উপাসনার অঙ্গ। উপাসনার দুই অঙ্গ—এক প্রীতিসাধন—প্রিয় যিনি, সত্যং শিবং সুন্দরং মধুরং যিনি, তাঁহাকে সমগ্র হৃদয় মন দ্বারা প্রীতি করা, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার নামকীর্ত্তন, তাঁহার স্পর্শানুভব, তাঁহার সহিত প্রেমের যোগ, যেমন উপাসনার এক অঙ্গ—আবার সেই প্রেমের প্রেরণায় তাঁহার প্রিয়কার্য্য ব'লে তাঁর সন্তানগণের যে সেবা, তাহাও উপাসনার অপর এক অঙ্গ।

এই যে উৎসব শেষ হ'য়ে এলো, এই উৎসবে আচার্য্যগণের মুখে, বক্তৃতার ভিতরে, সঙ্গীতের স্বরলহরীর ভিতরে, আলাপ আলোচনার মধ্যে, আমরা কি বাণী শুনিলাম? ভগবান্ তাঁহার এই প্রেমের লীলার ভিতরে কোন্ দিকে আমাদিগকে ডাকিলেন, কোন্ কাহিনী শুনাইলেন, কোন্ ব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন, কোন্ সাধনায় নিযুক্ত হইতে বলিলেন?

১১ই মাঘ রাত্রিকালীন উপাসনাতে আচার্য্য বলিলেন, সংসারের কালস্রোতের উপরে আমরা উঠিতে চাই—সংসারে দুঃখ শোক বেদনা, কত তরঙ্গের আঘাত! কেমন ক'রে তাহার উপরে উঠিব, একটু স্থিরভূমি পাব? তিনিই যে সেই স্থিরভূমি, তাঁকে যে আশ্রয় করে তিনি তাঁকে তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে নিয়ে যান, শীতল জলাশয়ের নিকট নিয়ে যান—পাপ সন্তাপের ভিতরে তাঁরই স্পর্শ পেয়ে শান্তিলাভ করা যায়, সহিষ্ণুতার সঙ্গে, ধৈর্য্যের সঙ্গে, তাঁর চরণে প'ড়ে থাকিতে হয়, নিয়ত প্রার্থনা করতে হয়। এই প্রার্থনা—কাতর ভাবে সহিষ্ণুতার সহিত তাঁর চরণে প্রার্থনা, তাঁর বিধানে দুঃখ বেদনা সহ্য করা, তাঁর আনুগত্য স্বীকার—ইহাই ত সাধনা। সকল বিষয়ে তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করতে হবে, তাঁহার মধ্য দিয়া সকল দেখ্তে হবে, সকল সম্পর্ক বুঝ্তে হবে। সকলের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা, আর মানবের সেবা করতে হবে। ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে আচার্য্য আমাদিগকে ব্রত নিতে বলিলেন—উপাসনার ব্রত, সকল বিঘ্ন উপেক্ষা ক'রে উপাসনার ব্রত নিতে বল্লেন। তাঁর চরণে নিয়মিত ভাবে বস্তে হবে, আরাধনা ধ্যান করতে হবে, নিজের জন্য, সমাজের জন্য, সকলের জন্য, প্রার্থনা করতে হবে। ধর্ম্মসমাজের কল্যাণের জন্য দেহের শক্তি, প্রাণের অনুরাগ, দিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পাপ প্রলোভন, বিলাস আমোদ প্রমোদ যেন বিষের ন্যায় বর্জ্জন করি; এই সব যেন উপাসনা হ'তে, মহৎকাজ হ'তে, আমাদিগকে দূরে রাখ্তে না পারে। আমাদিগকে একপ্রাণ হ'তে হবে। আজ সত্যং শিবং অদ্বিতীয়ং শুদ্ধং যিনি, তাঁর পূজা করবার দিন। তাঁহাকে যদি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার ক'রে আত্মসমর্পণ করি, তবে জগতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হবে। ভগবান্ মানুষকে এক এক সময়ে প্রলুব্ধ করেন, আত্মস্বরূপ প্রকাশ ক'রে প্রলুব্ধ করেন, নারদের মত প্রলুব্ধ করেন; আবার লুক্কায়িত হন। তখন তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'তে হয়। এই উৎসবে তিনি প্রকাশিত হবেন, আমাদের প্রাণে প্রকাশিত হ'য়ে বল্বেন "আমি এসেছি, তোমরা কি আমার হবে না?" তাঁর পরিচয় পেয়ে আজ তাঁর হবার জন্য ব্রত গ্রহণ করবার দিন, আজ নির্ভয়ে তাঁর জয়ধ্বনি করবার দিন। নূতন জীবন লাভের জন্য আজ হ'তে যাত্রা আরম্ভ কর।

তিনি যে নানাভাবে আমাদিগকে আকর্ষণ করেন—তা আচার্য্যগণ নানাভাবে বলেছেন। উদ্বোধনের দিন আচার্য্য বলেছেন, পবিত্রাত্মা অনেক সময় বিবেকের ভিতর দিয়ে আহ্বান করেন, নানা অবস্থায় প'ড়ে বিবেক জাগ্রত হয়, পাপের জন্য অনুশোচনা হয়, প্রাণ হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠে; এই ক্রন্দন, অনুতাপ, পাপের জন্য অনুশোচনা, ধর্ম্মজীবনলাভের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কখনও বা তিনি অযাচিতভাবে আত্মস্বরূপ প্রকাশ ক'রে, তাঁর জ্যোতি, তাঁর সৌন্দর্য্যের আভাস দিয়া প্রলুব্ধ করেন; তাঁকে আবার দেখ্বার জন্য মানুষ পাগল হয়, ক্রন্দন করে, সাধনে নিযুক্ত হয়। কাহারও বা তিনি প্রজ্ঞা জাগ্রত করেন, দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত করেন—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, এই সকলের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়; বাহিরে ব্রহ্ম, অন্তরে ব্রহ্ম—তাঁর সাক্ষাৎ অনুভূতি মানুষ লাভ করে। শোক তাপের ভিতরেও তাঁহার জন্য মানুষ ব্যাকুল হয়। এইরূপ নানা ভাবে তিনি মানুষকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করেন, ঘুমন্ত প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন তাঁর সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ৩রা মাঘ আচার্য্য বলিয়াছেন, এই যে ব্রহ্মকৃপা—তাহাই ত নানা অবস্থার ভিতর দিয়া অযাচিত ভাবে পাত্রাপাত্রভেদে আমাদের নিকট আসে, প্রাণ জাগ্রত করে; আমাদিগকে ঐ কৃপা অবলম্বন ক'রে চল্তে হবে। ভিখারী হ'য়ে "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" এই মন্ত্র সার ক'রে, ব্রহ্মধামের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁর কৃপাই আমাদের সম্বল। সন্ধ্যার সময় আচার্য্য বলিলেন, ঈশ্বরে ভক্তি—একনিষ্ঠা ভক্তি চাই। প্রহ্লাদের নিকট ভগবান্ প্রকাশিত হইয়া বর দিতে চেয়েছিলেন; প্রহ্লাদ বলিলেন, "তোমাকে যখন পেয়েছি তখন আর কি অন্য বর চাইতে পারি? তোমাতে যেন চিরদিন আমার ভক্তি থাকে"। আর উৎসবের

দেবতার কাছে আমরাও অন্ত বর চাহিব না; এই বর চা'ব "আমরা যেন চিরদিন তোমার হ'য়ে থাকৃতে পারি"—ধন জন যশ মান পদ-গৌরব চাহি না। তাঁকেই একমাত্র চাই। সুতরাং তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তিনি জোর ক'রে নেন না, স্ব-ইচ্ছায় তাঁকে সব দিতে হয়। আর যা তাঁকে দেওয়া যায়, তাহাই সোণা হ'য়ে ফিরে আসে। তাঁহাকে সমগ্র হৃদয় মন অর্পণ ক'রে একমাত্র তাঁহাকে পাবার জন্যই আমরা ব্যাকুল হব। ৪ঠা মাঘ যুবকদিগের উৎসবে বলা হইয়াছিল, ব্রহ্মলাভের জন্য সাধন করতে হবে তাঁহাতে প্রীতি অর্পণ করতে হবে, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে, সত্য প্রেম পবিত্রতাতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে, বিলাস বাসনা বর্জ্জন ক'রে তাঁহাকে সেনাপতি ক'রে, সকল দুর্নীতি দুর্গতি, পাপ কুসংস্কার, অত্যাচার উৎপীড়ন, অশিক্ষা কুশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। বাহিরে যে দূষিত হাওয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পরিবর্ত্তন করতে না পারিলে আমরাও ধর্ম্মে ও নীতিতে সঞ্জীবিত থাকৃতে পারব না। সংগ্রামে মরণং শ্রেয়: নতু জীবেৎ পরাজিত:। ঈশ্বরে প্রীতি অর্পণ ক'রে শক্তিলাভ করতে হবে। ৫ই মাঘ আচার্য্য বলিয়াছেন, তাঁহাতে ভক্তি, বিশ্বাস নির্ভর ও আনুগত্য সমন্বিত ভক্তি, আমাদের একান্ত আবশ্যক। জীবনের মূল ব্রহ্মরস; সেই রসের সঙ্গে যোগ না হইলে জীবনের সৌন্দর্য্য ফুটে উঠ্‌বে না। তিনি নানাভাবে আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। আনন্দের ভিতরে, আবার দুঃখ তাপ বেদনার ভিতরে। তিনি মঙ্গলময়; তাই ত আমাদের আশা। আঘাতের ভিতরেও তাঁহারই প্রেম, আঘাত দিয়ে তিনি আপনার করেন। উৎসবে একটু জাগ্রত ভাব আসে, একটু আনন্দ পাই। ইহাকেই যদি সম্পূর্ণ ধর্ম্মজীবন মনে করি, তবে ভুল হবে, উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হবে। ইহা আরম্ভ মাত্র। ক্রমে যতই তাঁর পথে অগ্রসর হইব, ততই তিনিই আলোক দিবেন। তাঁর নাম করা, ধ্যান করা, আরাধনা করাই ত কাজ। যখন কাজ করব তখনও তাঁরই আলোকে পথ দেখে চলব। ৬ই মাঘ আচার্য্য বলিলেন—ধর্ম্ম গ'ড়ে তুলতে হয় না, ধর্ম্ম হ'তে হয়; সাধন ভজন তাঁকে পাবার জন্য নয়, তাঁর হ'য়ে যাবার জন্য। আর তাঁর করুণায়ই নির্ভর ক'রে চলতে হবে। যদি আমরা সকল আয়োজন, কর্তৃত্বভাব, ইচ্ছা অভিরুচি পরিত্যাগ ক'রে, তাঁহার হইবার জন্য তার করুণা ভিক্ষা ক'রে প'ড়ে থাকি, তবে তিনি এসে অধিকার করবেন। তিনি যখন অধিকার করবেন, জীবনে বাক্যে কার্য্যে সামঞ্জস্য হবে। ৭ই মাঘ আচার্য্য বলেছেন, আমরা এত উৎসব করি তাহা সফল হয় না কেন? রোগের বীজ শরীরে থাকলে শরীর সুস্থ সবল হয় না; আমাদের ভিতরে কতকগুলি ধর্ম্মবিরোধী ভাব আছে, তাহা দূর করতে হবে। প্রথম রোগ অশুদ্ধতা, দ্বিতীয় অশ্রদ্ধা ও অহঙ্কার, তৃতীয় অপ্রেম; আরও কত রোগের বীজ আছে। সেই সকল দূর করা আবশ্যক। এই সব বন্ধন—এই সকল বন্ধন খুলে দিয়ে যদি অনুরাগের সহিত উৎসবে আসি, তিনি করুণা করবেন, উৎসব সফল হবে। ৮ই মাঘ আচার্য্য বলেছেন, তাঁতে আত্মসমর্পণ করতে হয়; এই আত্মসমর্পণ প্রথমে কঠিন বোধ হয়, সব সুখ ছেড়ে তাঁতে আত্মসমর্পণ, ইহা বড়ই শক্ত মনে হয়; কিন্তু ক্রমে দেখা যায় ইহা শক্ত নয়। ইহাতে যে আনন্দ আছে, তাহা ত তাঁহাতে সব সমর্পণ না করিলে পেতাম না। আমার অহঙ্কার ক্রমে চূর্ণ হ'য়ে যায়; তখন দেখি যা পেলাম, যে আনন্দ লাভ করলাম, তার তুলনায় যা দিয়েছি তা তুচ্ছ, কিছুই নয়। তখন তাঁহার দাস হ'য়ে থাকবার ইচ্ছা হয়; এই দাসত্বে আনন্দ, ইহাতেই শান্তি; তখন কষ্ট পেলে, অনাহারে থাকলেও অনুযোগ করবার ইচ্ছা হয় না; তখন বুঝি জীবনে ও জগতে তাঁর লীলা চলছে; যতই দুঃখ বেদনা আসুক তার মধ্যেও তাঁর অনন্ত প্রেম ও মঙ্গল ভাব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনিও চিরদিন দাস রাখেন না; আমি দাস হ'তে চাই, তিনি বাণী বলেন, প্রেমের সম্ভাষণ করেন, কত কথা বলেন! তিনি প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করেন; আমাকে না পেলে তাঁর যে চলে না! তখন তাঁকে পেয়ে তাঁর এই প্রেমের কথা, মঙ্গলের কথা, তাঁর এই মধুর সম্পর্কের কথা প্রচার করতে ইচ্ছা হয়। বিশ্বমানবের সঙ্গে, ইহলোকবাসী পরলোক-বাসী মানবের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে ইচ্ছা হয়। ১০ই মাঘ প্রাতঃকালে আচার্য্য বলেছেন, তাঁহাকে পেলে আর কিছু পাইবার লোভ থাকেনা, তাঁর একটু প্রকাশ দেখলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করতে পারে না। তাঁহাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হ'তে হয়; যখন তাঁর যোগ অনুভব করা যায়, তখন স্থিরভূমি পাওয়া যায়, শোকতাপে বিচলিত করতে পারে না। জীবনে তাঁর পরিচয় পেয়েছি; তাঁর সঙ্গে যোগস্থাপন হ'লে পৃথিবীর নিন্দা গ্লানি মনকে চঞ্চল করতে পারে না—তাঁর শাস্তিও মধুর মনে হয়। তাঁর স্পর্শলাভ তাঁর কৃপাতেই হয়; যতক্ষণ নিজের কেরদানি থাকবে, আমিত্বের বড়াই থাকবে, ততক্ষণ তাঁর স্পর্শ পাওয়া যায় না। এই আমিত্ব বর্জ্জন করতে হবে, অভিসন্ধি ত্যাগ করতে হবে। প্রাণ খালি ক'রে, তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'তে হবে; তাঁর সঙ্গ লাভ ক'রে, তাঁতে স্থিত হ'য়ে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হ'তে হবে। সন্ধ্যার সময় আচার্য্য বললেন, সেণ্ট পল বলেছেন, বিশ্বাস আশা ও প্রেম ইহাই ধর্ম্মের সার; তার মধ্যে প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিশ্বাস মূল—ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস—তাহা হইতে আশা উৎপন্ন হয়। আনন্দ ও শান্তি তাহার ফুল, প্রেম তাহার পরিণত ফল। আমাদিগকে ঈশ্বরের প্রেমে ও করুণায় দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর রেখে, তাঁকে পাবই এই আশা ল'য়ে, উৎসবে প্রবৃত্ত হ'তে হবে। তা হ'লে ক্রমে সকল সংশয় দূর হবে। ভূমাতেই সুখ, সেই সুখ যদি চাও, আশা ল'য়ে তাঁর উৎসবে, তাঁর উপাসনাতে প্রবৃত্ত হও। তাঁকে পাবই এই আশা ল'য়ে এস; নিজে আনন্দ ও শান্তি পাবে, প্রেম জাগ্রত হবে। প্রেম না হ'লে সেবা করা যায় না—পল্লীগঠন হয় না। ১২ই মাঘ সাধনাশ্রমের উৎসবে আচার্য্য বলেছেন সাধনের পদ্ধতি স্থির রাখা যায়। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে গুরুকরণ আবশ্যক। ঈশ্বরই প্রকৃত গুরু এবং তাঁহার বাণী শুনে জীবন চালাতে হবে। অন্যের সাহায্য নিতে পার। কিন্তু তাঁর প্রেরণা পাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। অন্তরে তাঁর যে উপাসনা-মন্দির আছে, সেখানে প্রতিদিন নিয়মিত রূপে যেতে হয়; সেখানে একান্তে তাঁর চরণে বসতে হয়। কোনও অভিযোগ করবে না। দুঃখ পেলেও অভিযোগ করবে না। সব কথা তাঁকে জানাবে। তিনি অন্তরে বড় "আমি" হ'য়ে আছেন; তাঁর চরণে

নাবে। সে প্রার্থনা Vague অস্পষ্ট হবে না। Definite স্পষ্ট কোনও বিষয়ের জন্ম প্রার্থনা করবে। আর তিনি যে পথেই নিয়ে যেতে চান, সে পথে চল্‌তে হবে। তাঁর সঙ্গ পেলে আর দুঃখ বেদনা শোক থাকে না। সকল কাজে তাঁকেই মধ্যবর্ত্তী ক'রে চল্‌তে হবে।

এই ভাবে ঈশ্বরে প্রীতিসাধন সম্বন্ধে আচার্য্যগণ অনেক কথা বলেছেন। অপরাধের জন্ম ক্রন্দন, তাঁর ডাক শু'নে চলা, তাঁর কৃপায় নির্ভর করা, তাঁকে মধ্যবর্ত্তী ক'রে সব কাজে যাওয়া, সব জিনিষ দেখা, তাঁতে আত্মসমর্পণ করা, নিয়মিত রূপে সজনে ও নির্জ্জনে উপাসনা করা, ভিখারী হ'য়ে তাঁর চরণে প্রার্থনা জানান, তাঁকে পাবই এই আশা ল'য়ে সাধনে নিযুক্ত হওয়া, এই রূপ নানা উপায় অবলম্বন করিলে তাঁর করুণায় তাঁহাতে পরা ভক্তি আসবে; হৃদয়ে প্রেম জাগবে; মানবে প্রেম জাগলেই সেবাও আসবে। এই প্রীতি সাধন ও প্রিয় কার্য্য সাধনই ত আমাদের জীবনের লক্ষ্য, ইহার জন্মই সাধনা—ইহাই আমাদের সিদ্ধি।

ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইবে, তাঁর স্পর্শ অনুভব করিতে হইবে, প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হইবে। ইহাতেই সুখ, ইহাতেই শান্তি; তিনিই আমাদের স্থিরভূমি, চির বিশ্রামস্থান।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।

যাহা পাইলে অপর লাভকে তদপেক্ষা অধিক মনে হয় না, যাহাতে স্থিত হইলে গুরুতর দুঃখেও মানুষকে বিচলিত করিতে পারে না।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

আনন্দরূপে অমৃত রূপে যিনি প্রকাশিত রহিয়াছেন, যিনি রসস্বরূপ তৃপ্তি হেতু—রসো বৈ সঃ—তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে, তাঁহাতে হৃদয়ের সমগ্র প্রীতি ঢালিয়া দিতে হইবে, তাঁহার চরণে বসিতে হইবে। তাঁর প্রীতি সাধন করিতে হইলে, তাঁহার নাম-কীর্ত্তন, তাঁর স্বরূপচিন্তন, তাঁর ধ্যান, তাঁর বন্দনা, তাঁর প্রসঙ্গ, তাঁর চরণে প্রার্থনা, ইহাই আবশ্যক। একান্তে নির্জ্জনে তাঁর চরণে বসিতে হইবে, প্রাণের সব কথা তাঁর চরণে নিবেদন করিতে হইবে, তাঁর স্বরূপধ্যানে মগ্ন হইতে হইবে। আবার সজনে পরিবারে সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া, মন্দিরে সমবিশ্বাসিগণের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে হইবে। যেমন নির্জ্জনে ধ্যান, তেমনি সজনে তাঁর মহিমাকীর্ত্তন—ইহাতেই জীবন গড়ে, ঈশ্বরে প্রীতি জাগে। কেবল তাহা নয়; সব সময়ে তাঁর বিদ্যমানতা অনুভব করতে হবে। চলিতে ফিরিতে চারিদিকে তাঁহার প্রকাশ দেখিতে হইবে; সূর্য্যে চন্দ্রে সমুদ্রে পর্ব্বতে, নদী প্রস্রবণে, ফুলে ফলে, লতায় পাতায়, তাঁহার কত সৌন্দর্য্য কত মাধুর্য্য প্রকাশিত হইতেছে! তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতরে, বনবিহগীর সঙ্গীতের ভিতরে, ফুলের মধুর সৌরভে, ফলের সুরসে, আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন পৌর্ণমাসী রজনীর জ্যোৎস্নালোকে, আমানিশার অন্ধকারে আকাশের ঘন মেঘাবলীতে, শ্রাবণের বারিধারাতে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে, নদীর তর তর গতিতে, ঝড় ঝঞ্ঝাবাতে, কুসুমিত কুঞ্জবনে, তাঁর অনুপম রূপমাধুরী প্রকাশিত করিতেছেন। গানে গন্ধে, স্পর্শে স্বাদে, তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। সব সময়ে, সকল দৃশ্যে, সকল শব্দে স্পর্শে, স্বাদে গন্ধে তাঁর মাধুর্য্যই অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। চলিতে ফিরিতে, কাজ কর্ম্মের মধ্যে, তাঁর নাম স্মরণ মনন ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। বাহিরে তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্যের লীলা দেখিবে, আর অন্তরেও তাঁর প্রেমের লীলা দেখিবে, সাধুজীবনে ভক্তজীবনে তাঁর করুণা দেখিবে, কিন্তু নিজের জীবনে তাঁর প্রেমের লীলা দেখিবে। কেশবচন্দ্র যে বলেছেন, সকল বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বেদ জীবন—আপনার জীবন—এই মহাবাক্যের সত্যতা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছি। প্রার্থনা সহকারে, ভগবানে দৃষ্টি রাখিয়া, নিজের জীবনগ্রন্থ পাঠ কর, দেখিবে, সেখানে তাঁরই প্রেমের লীলা চলিতেছে। জীবনের একটি ঘটনা বৃথা নয়, এক ফোঁটা চোখের জল বৃথা পড়ে না, একটু আঘাত একটু বেদনা বৃথা নয়, আকস্মিক নয়। তিনি তাঁর অতুল প্রেমে কখনও সুখ কখনও দুঃখ, কখনও মিলন, কখনও বিচ্ছেদ, আনিয়া দেন। চক্ষু মেলিয়া দেখ, প্রাণের দেবতা, প্রেমের ঠাকুর এই সকল সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া তোমাকে আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। এইরূপে জীবনের ঘটনাতে, সুখে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে, নিন্দা অপমানে, প্রিয়জনের সাদর সম্ভাষণ ও নির্ম্মম উপেক্ষার ভিতর, তাঁরই প্রেমস্পর্শ, তাঁরই স্নেহালিঙ্গন, অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে হইবে। সাধনের পথে আর একটি প্রয়োজন, তাঁতে আত্ম-সমর্পণ। আচার্য্যগণ বার বার এ কথা বলেছেন। তাঁর চরণে পড়ে থাক, তাঁর নামে পড়ে থাক; সুখ কিম্বা দুঃখে তাঁর কৃপার ভিখারী হ'য়ে পড়ে থাক। তিনি কবে কি ভাবে কোন্ অবস্থায় প্রকাশিত হবেন, প্রাণ মন এসে অধিকার করবেন, অপার সৌন্দর্য্যে হৃদয় পূর্ণ ক'রে দিবেন, মধুর স্পর্শে আনন্দ ঢালিয়া দিবেন, তাহা ত জানি না; তাঁর প্রেম ও করুণায় নির্ভর ক'রে, তাঁর দিকে তাকাইয়া পড়ে থাকতে হবে—শবরীর মত হয়ত সারাজীবনই প্রতীক্ষা করতে হবে, তবুও তাঁর চরণেই প'ড়ে থাকতে হবে। তিনি ভিন্ন আর যে গতি নাই; তিনিই পরম গতি, তিনিই পরম সম্পদ্, তিনিই পরম আশ্রয়, তিনিই পরম আনন্দ। তাঁহাতে আত্মসমর্পণ ক'রে প'ড়ে থাকতে হবে। আত্মসমর্পণের দুইটি রূপ—এক তিনি যে বিধান করবেন, আমার জন্য যে ব্যবস্থা করবেন, তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করতে হবে; আর, তিনি যে আদেশ করবেন, বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায়, প্রিয় বন্ধুর ন্যায়, সতী নারীর ন্যায়, বিনা বিচারে তাহা পালন করতে হবে। প্রেমময় দেবতা আমাদিগকে কত ভাল বাসেন! আমরা তাঁর প্রিয়, আমি না হ'লে তাঁর চলে না,—"আমি নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে।" আমাকে তিনি চা'ন; আমার জন্যই এই বিচিত্রতাপরিপূর্ণ ধরা রেখেছেন—সূর্য্য চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র, বাতাস জল, আমারই জন্য; ফুল ফল পরিপূর্ণ শস্যশ্যামল ধরা আমারই জন্য; জননীর স্নেহ, সুহৃদের প্রীতি, বন্ধুজনের ভালবাসা, আমারই জন্য। আবার ঝড় ঝঞ্ঝাবাত, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, রোগ শোক, দুঃখ বেদনা,

উপেক্ষা উৎপীড়ন, তাহাও আমারই জন্য। আমাকেই তিনি ফুটিয়ে তুল্‌ছেন, সুখ এবং দুঃখ, বিচ্ছেদ এবং মিলন, আদর ও উপেক্ষা, সকলই তাঁরই প্রেমের পরিচয়। দুঃখ বেদনার ভিতরে, প্রিয়জনের উপেক্ষার ভিতরে, মৃত্যুজনিত শোকের ভিতরে, জীবনের ব্যর্থতার ভিতরেই, তাঁর মধুর স্পর্শ, প্রেমের আলিঙ্গন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং তিনি সুখই দেন আর দুঃখই দেন, সকলই তাঁর প্রেমের দান বলিয়া অম্লান বদনে আনন্দ অন্তরে গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যে তাঁরই, তাঁতেই যে আত্মসমর্পণ করেছি, তাঁর জন্যই যে এ জীবন, তিনি যে আমার প্রিয়, আমার হৃদয়নাথ, জীবনস্বামী, তিনি যে আমাকে ভালবাসেন! ভালবেসে যাহা দেন, যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই আমার কল্যাণ, শান্তি ও আনন্দ। আর তিনি যে আদেশ করেন, তাহা অবিচারে পালন কর্‌তে হবে। তাঁর বাণী আসে, প্রার্থনাসহকারে অন্তরের দিকে কাণ দিলে; জীবনের ঘটনা পাঠ করিলে, তাঁর ইঙ্গিত বুঝ্‌তে পারা যায়। তাঁর স্পষ্ট বাণীও সময় সময় আসে—যে সাধন ভজন বিহীন তার নিকটও সময় সময় তাঁর স্পষ্ট বাণী আসে। সে বাণী এত স্পষ্ট যে তখন আর ভুল হয় না, সংশয় থাকে না; সে বাণী শু'নে চল্‌তে হয়, বিনা বিচারে ছুটতে হয়, তাঁর জন্য দুঃখও বরণ কর্‌তে হয়। আবার অনেক সময়েই নানা ঘটনার ভিতর দিয়া, জীবনের সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া, তাঁর ইঙ্গিত আসে। জীবনগ্রন্থ প্রার্থনাসহকারে পাঠ কর্‌লেই তাঁর ইঙ্গিত বুঝ্‌তে পারা যায়। তিনি ডাকেন, ইঙ্গিত করেন, তাঁর কার্য্যভার গ্রহণের জন্য, তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য; মানবের সেবার জন্য দুঃখ বরণ করিতে, অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে, তিনি আহ্বান করেন। সর্ব্বদা কাণ পেতে থাকতে হয়, উৎকর্ণ হ'য়ে থাক্‌তে হয়।

সাধনের ফল ত প্রেম—ঈশ্বরে প্রীতি হ'লে মানবেও প্রেম জাগ্‌বে। মানবে যে প্রেম তাহাতেই ঈশ্বরপ্রেমের সার্থকতা। কত বার বলেছি বাষ্প যে আকাশে উঠে—নদী সরোবর, সমুদ্র হ্রদ হইতে আকাশে বাষ্প উঠে—তার সার্থকতা সেখানে নয়। বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে মেঘে পরিণত হয়; ক্রমে বৃষ্টিধারা হ'য়ে পৃথিবীতে পড়ে—কত নদ নদীর আয়তন বৃদ্ধি করে; জলধারা ধরাকে শীতল করে, ধরণী ফুলে ফলে শস্যে সুশোভিত করে, কত লোকের তৃষ্ণা নিবারণ করে, কত লোকের যাতায়াতের সুবিধা করে, বাণিজ্যসম্ভারবাহী তরণীর গমনাগমনের সুবিধা করে। এই যে বৃষ্টিধারা, করুণার ধারারূপে জগতের মঙ্গলসাধন—ইহাইত বাষ্পজীবনের সার্থকতা। সেইরূপ মানবহৃদয় হইতে প্রেমধারা ঈশ্বরের চরণে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে, তাঁহারই পাদপদ্ম বিধৌত করিয়া মানবসমাজে পতিত হইবে। করুণার ধারা হইয়া মানবের অশেষ মঙ্গল সাধন কর্‌বে। ঈশ্বরপ্রীতি যদি মানবপ্রেমে পরিণত না হয়, তবে ত সে প্রীতি ফলপ্রসূ হলো না, সে প্রীতির সার্থকতা জন্মিল না। তাই যে তাঁহাতে প্রীতি অর্পণ করে, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে, তাঁকে তিনি ডাকেন, তাকে তিনি তাঁর কাজ করিবার জন্য আহ্বান করেন। সেই বাণী শুন্‌বার জন্য কাণ পেতে থাকতে হয়। আর কাহারও কথা নয়, তাঁরই বাণী শুন্‌তে হবে। Speak Lord, for thy servant heareth—প্রভু, বল শুনাও, তোমার ভৃত্য প্রতীক্ষা ক'রে আছে। Let not Moses speak to me but Thou O Lord eternal Truth মুশা যেন এসে আজ কিছু না বলেন, কিন্তু হে প্রভু, হে অবিনশ্বর সত্য, তুমি কথা বল।

Let all teachers be silent, and let the iverse hold its peace in thy presence and speak thou only to me সকল আচার্য্যগণ আজ নির্ব্বাক হউন, বিশ্বচরাচর তোমার সম্মুখে স্তব্ধ হ'য়ে থাকুক, একমাত্র তুমি আমার নিকট কথা বল—এই বলিয়া উৎকর্ণ হ'য়ে তাঁর বাণী শুন্‌বার জন্য, তাঁর ইঙ্গিত দেখ্‌বার জন্য, প্রতীক্ষা কর্‌তে হয়, ভৃত্যের মত প্রতীক্ষা কর্‌তে হয়। তিনি যে বাণী শুনান, যে ইঙ্গিত দেখান, তাহা অবনত মস্তকে সন্তুষ্টচিত্তে পালন কর্‌তে হয়।

প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে—চারিদিক হ'তে আহ্বান আস্‌ছে, আয় আয় ব'লে ডাক আস্‌ছে। কোথায় যাব, কোন্ পথে যাব, কোন্ ডাক শুন্‌ব, কোন্ ক্রন্দন শুনে চল্‌ব? বিষম সমস্যা। কত দৈন্য দুঃখ, কত অত্যাচার উৎপীড়ন, কত পাপ তাপ, কত অশিক্ষা কুশিক্ষা, কত দুর্নীতি কুসংস্কার! চারিদিক হ'তে প্রাণে ডাক আস্‌ছে। তুমি কি নীরব থাকবে? তুমি কি আপনার সুখ দুঃখ নিয়ে থাক্‌বে? তুমি কি বাহিরের এই যে ডাক তাতে বধির হ'য়ে থাক্‌বে? তোমার কি কর্ত্তব্য নাই? তোমার কি দায়িত্ব নাই? এই দুঃখ বেদনা, এই অত্যাচার উৎপীড়ন, এই পাপ তাপ দূর করিতে তুমি কি আপনার সময় শক্তি অর্থ দিতে পার না? তুমি কি এক ফোঁটা চোখের জল মুছাতে পার না? একজন শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে পার না? একজনের জন্যও কি তোমার প্রাণ কাঁদে না? এক জনকেও কি তুমি আশার কথা বল্‌তে পার না? এক জনকেও কি তুমি পাপের পথ হ'তে হাত ধ'রে তুল্‌তে পার না? অন্ততঃ ভগবানের চরণে কাতর প্রার্থনা জানাতে পার না? এই যে বাহির হ'তে ডাক, ইহাও ভগবানের ডাক। বাহির হ'তে যখন আর্ত্তনাদ এসে তোমার কর্ণে পৌঁছায়, যখন তোমার প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠে, কর্ম্মক্ষেত্রে যাবার জন্য প্রাণে সাড়া পড়ে, স্থির হ'য়ে প্রভুর চরণে বস; "প্রভু, বল আমি কি কর্‌ব, কোন্ পথে যাব? এত কাজ, সকলই ত কল্যাণপ্রদ, সকলের প্রতিই প্রাণের অনুরাগ আছে। কিন্তু সব কাজে ত আমি যেতে পারি না; আমাকে তুমি কি বল? অন্যে অনেক কথা বলে, যে যে-দিকে পারে ডাকে, সব ডাক শুন্‌তে পারি না। তোমার আদেশ চাই, তোমার বাণী শু'নে, অন্ততঃ তোমার ইঙ্গিত দেখে, চল্‌তে চাই।" তাঁর চরণে ব'সে তাঁর বাণী শু'নে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর। মানবের সেবা, ইহা ত তাঁহারই সেবা, তাঁহারই প্রিয়কার্য্যসাধন—ইহা যে তোমার উপাসনার অপরিহার্য্য অঙ্গ। কেবল প্রীতিসাধন করিলেই চলিবে না; কেবল তাঁহার নামকীর্ত্তনের আনন্দ সম্ভোগ কর্‌লেই হলো না। তুমি যে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করেছ! তিনি যা দিবেন, তাহা গ্রহণ কর্‌তে হবে; আর মানবের জন্য তিনি যে কাজ কর্‌তে বল্‌বেন, তাতে যদি দুঃখ আসে,

বেদনা আসে, অপমান নির্য্যাতন আসে, মৃত্যুও যদি আসে, তোমাকে সে কাজে যেতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করতে হবে। জগতে প্রেমরাজ্যস্থাপনে তাঁহার সাহার্য্য করতে হবে। কাহারও প্রতি অপ্রেম রাখতে পারবে না, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারবে না, কাহারও অমঙ্গল চিন্তা করতে পারবে না। হৃদয় শুদ্ধ কর, পবিত্র কর, প্রেমে পূর্ণ কর; আর তাঁর আদেশ শু'নে লোকসেবায় নিযুক্ত হও! তুমি দুর্ব্বল, তোমার শক্তি নাই, তোমার অর্থ নাই, তাই ভয় পাচ্ছ? কর্ম্মক্ষেত্রে সেবার কার্য্যে যেতে ভয় হচ্ছে? ভয় কি? তাঁর আদেশে যখন চলছ, তিনি যখন সেনাপতি, তিনি যখন তোমাকে প্রেমে ডাকছেন, তখন ভয় কি? কত ভাবে কাজ করতে পার! কত দুঃখ শোক! আর কিছু না পার, এক জনের মুখে অন্ন দাও, এক জনকে সমবেদনা জানাও, দুইটি মিষ্ট কথা বল। লোক কি কেবল টাকা চায়? তা ত নয়; মানুষ একটু সহানুভূতির ভিখারী, একটা সান্ত্বনার বাক্য শুনতে চায়; একটু প্রেমের ভিখারী! তাহাও দিতে পার না? আর না হউক, নীরবে ক্রন্দন করতে পার। দেশের দুর্দ্দশা ভেবে, অত্যাচার অবিচারের কথা ভেবে, দৈন্য দুঃখের কথা ভেবে, পাপ তাপের কথা ভেবে, একটু অশ্রুপাত করতে পার, প্রভুর চরণে কাতর প্রার্থনা জানাতে পার। ঐ দেখ, তোমার কত আপনার জন, প্রিয় জনসকল—তারা কোথায় চ'লে যাচ্ছে! কোন্ পথে যাচ্ছে! তা দিগকে ডেকে আন। তারা তোমার কথা শোনে না? তাদের জন্য ক্রন্দন কর, ঈশ্বরচরণে দিনের পর দিন প্রার্থনা জানাও—জগতের জন্য প্রার্থনা কর। প্রার্থনাতে বিশ্বাস কর না? প্রার্থনাতে কি না হয়? কাতরে প্রার্থনা কর; তোমার প্রিয় জনের জন্য প্রার্থনা কর, সমাজের জন্য প্রার্থনা কর, দেশের জন্য প্রার্থনা কর, মানবের জন্য প্রার্থনা কর। এই ব্রাহ্মসমাজ জগতে নূতন আদর্শ এনেছে, পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্ম এনেছে। ইহার কাজ কি করিবে না? ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠা, প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যসাধনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য কি খাটিবে না? আপনার সুখ সম্পদ্ নিয়েই থাকবে? আরামের পথেই চলবে, ভোগ বিলাস নিয়েই থাকবে? প্রেয়ের পথে অগ্রসর হবে? ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হবে না? ঈশ্বরের প্রেমের জন্য আপনার সুখ স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হবে না? তাঁর বাণী শু'নে দুঃখকে বরণ করতে পারবে না? সেবার ভার নিতে পারবে না? পরের জন্য অশ্রুপাত করতে পারবে না? পরকে প্রেমে আলিঙ্গন করতে পারবে না? অত্যাচার উৎপীড়ন, অশিক্ষা কুশিক্ষা, দুর্নীতি কুসংস্কার দূর করবার জন্য সংগ্রামে—জীবনব্যাপী সংগ্রামে—প্রবৃত্ত হ'তে পারবে না? তবে যে জীবন বৃথা, তবে যে সাধন হলো না, তবে যে ঈশ্বরোপাসনা হলো না; তবে যে উৎসবে এত কষ্ট ক'রে আসা বৃথা হলো! না ভাই, না বোন, তা করো না। উৎসবে এসেছ—কত কষ্ট ক'রে এসেছ; কত কথা এখানে শুনেছ! প্রেমময়ের প্রেমের লীলা দেখেছ! কত ভাবে তাঁর বাণী এসেছে! কত আশার কথা তিনি বলেছেন! কত ভাবে তাঁর আনন্দময় রূপ দেখিয়েছেন! তাহা কি দেখ নাই? তাহা কি ভু'লে যাবে? বাড়ী যেয়ে কি বলবে? যারা আসতে পারেন নাই, তাঁদের কি বলবে? সমগ্র বৎসর কি নিয়ে থাকবে? এখান হ'তে কি কিছুই সম্বল নিয়ে যাবে না? শূন্য প্রাণে গৃহে ফিরে যাবে? না ভাই, না বোন, তা হবে না। আজ উৎসবের শেষ দিনে, এমন নিরাশার কথা বলো না। আনন্দময়ের ভবনে এসে কেহ নিরাশা নিরানন্দ নিয়ে যায় না। তবে ব্রত লও, জীবনের ব্রত লও, কল্যাণ-ব্রত লও। তাঁহার পূজার ব্রত লও, জীবনব্যাপী তাঁর উপাসনার ব্রত লও; তাঁতে আত্মসমর্পণের ব্রত লও, তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধনের ব্রত লও; মানবে প্রেম, মানবের সেবা, এই ব্রত লও। ভয় কি? তিনি সঙ্গে আছেন; তাঁর লীলা দেখ, তাঁর প্রেম দেখ; ঐ প্রেমে ডুব দাও, ঐ প্রেমে ডুবে, তাঁর করুণায় নির্ভর ক'রে, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর; তাঁর নাম নিয়ে মানবের সেবায় জীবন যৌবন ধন মান অর্পণ কর। তাঁর নাম গান কর, তাঁর ধ্যান কর, আর জনশ্রেয়ঃ সাধন কর।

অনন্তর কিছুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন হইয়া অদ্যকার এবং এই বৎসরের উৎসব শেষ হইল।

ইহা অপেক্ষা বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত আছি। ১১ই মাঘ রাত্রির উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মও প্রদান করিতে না পারাতে আমরা বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত বোধ করিতেছি। যিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের জন্য উক্ত উপদেশটির মর্ম্ম লিখিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে এখন পর্য্যন্ত উহা প্রাপ্ত না হওয়াতে আমরা এ বিষয়ে নিরুপায় হইয়াছি। যদি পরে পাই, তবে অবশ্য আনন্দের সহিত প্রকাশ করিব। আর একটি উপদেশও পরে পাইবার কিছু আশা আছে। সে আশা কতটা পূর্ণ হইবে জানি না। প্রেমময় উৎসবদেবতা কৃপা করিয়া উৎসবের ফল সকলের জীবনে স্থায়ী করুন। এই প্রার্থনা।

ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিকী।

১২৩৫ সালের ৬ই ভাদ্র জোড়াসাঁকোর ফিরিঙ্গী কমল বসুর একটি ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিয়া মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। আগামী ১৩৩৫ সালের ৬ই ভাদ্র বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের প্রথম শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। এ বিষয়ে চিন্তা করিলে নিতান্ত লঘুচিত্ত লোকের মনেও ভগবৎচিন্তা এবং ভাবসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ব্রাহ্মদিগের নিকটে এই দিন গভীর কৃতজ্ঞতার ও পরম আনন্দের দিন। সকল ধর্ম্মসমাজেরই প্রথম জীবনের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম শত বর্ষের ইতিহাস বিবিধ বিস্ময়ে পূর্ণ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অদ্ভুত জীবনী এবং কার্য্য, ভারতের সেই অন্ধকার যুগে তাঁহার আবির্ভাব এবং বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দেশপ্রচলিত কুসংস্কার, দুর্নীতি এবং উদাসীনতার সঙ্গে সংগ্রাম, সুদূর পশ্চিমে বিদেশীয়গণের মধ্যে অকালে তাঁর প্রাণত্যাগ, তৎপরে বিধাতার অলক্ষ্য মঙ্গলবিধানে ধনীর সন্তান তরুণ

যুবক দেবেন্দ্রনাথের হস্তে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার অর্পণ, ক্রমে কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ যুবকদের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান, সমুদায়ই বিচিত্র ঘটনা। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম শতাব্দী পূর্ণপ্রায়। এখন স্বভাবতঃই মনে বহু চিন্তার উদয় হয়। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ১৯২৮ সাল একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এ বৎসরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জীবনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবে। আনন্দের বিষয় এখন হইতেই উক্ত বৎসরের বিশেষ উৎসবের আয়োজন হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশৎ উৎসবের আয়োজনের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় সভ্যগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছেন। সেই কমিটি অনেক চিন্তা করিয়া একটি কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছেন। ১৯২৮ সালের ১৬ই মে ২রা জ্যৈষ্ঠ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইবে। সে সময়ে কলিকাতায় এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী ব্রাহ্মগণ যেখানে আছেন সে সকল স্থানে বিশেষ উপাসনা এবং প্রাতে সভার আয়োজন করা হইবে। তৎপরে ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সর্ব্বত্র উৎসবের ব্যবস্থা করা হইবে। উৎসবে যোগদানের জন্য দেশ বিদেশের সমুদায় উদার ধর্ম্মাবলম্বিদের নিমন্ত্রণ করা হইবে। আশা করা যায়, ইউরোপ আমেরিকা, চীন জাপান, পারস্য প্রভৃতি নানা দেশের উদার ধর্ম্মসমাজের প্রতিনিধিগণ উৎসবে যোগদান করিতে আসিবেন। ৬ই ভাদ্র তাঁহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় বিশেষ উৎসব হইবে। তৎপরে সমাগত প্রতিনিধিগণকে লইয়া ভারতবর্ষের ও ব্রহ্ম দেশের বড় বড় সহরের এবং নানা স্থানের ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করা হইবে। সর্ব্বত্রই উপাসনা, বক্তৃতা, আলোচনা সভা আদির ব্যবস্থা করা হইবে। এইরূপে পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সকল কেন্দ্র স্থানে উৎসব হইবে। অবশেষে ১৩৩৫ সালের মাঘ মাসে মাঘোৎসবের সময় কলিকাতায় সকলে সমবেত হইব এবং কয়েক দিন গভীর ভাবে উপাসনা আলোচনা করিয়া উৎসবের কার্য্য শেষ হইবে।

শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্যোগিগণ সাময়িক বক্তৃতাদি ভিন্ন একটি স্থায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—তাঁহারা শত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পুস্তক গুলির নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের গ্রন্থসকল এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। শত বার্ষিকী কমিটি রামমোহন রায়ের ইংরাজি পার্সী সংস্কৃত বাঙ্গলা সমুদায় পুস্তক পুনর্মুদ্রণের চেষ্টা করিতেছেন। আনন্দের বিষয় তাঁহারা এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত কিছু কিছু রচনা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এ বিষয়ে আরো চেষ্টা হইতেছে। এ দেশের এবং ইংল্যাণ্ডের অনেক প্রাচীন পুস্তকালয়ে গিয়া রামমোহন রায়ের অপ্রকাশিত রচনা সংগ্রহ করা হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিকী উপলক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাতে এবং ইংরাজীতে অনুবাদের আয়োজন হইতেছে। এতদ্ভিন্ন দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, শিবনাথ, ভাণ্ডারকার, ভিরেশলিঙ্গম্ প্রভৃতি ব্রাহ্ম নেতাদের পুস্তকের পুনঃ মুদ্রণ করা হইবে। ইহা একটি বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। অর্থাভাবে ব্রাহ্মসমাজের অতি প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় পুস্তকগুলিও পুনর্মুদ্রিত হয় না। আশা করা যায়, একবার এই পুস্তকগুলি ছাপিতে পারিলে, তাহার আয় হইতে পুস্তক প্রচারের একটি স্থায়ী ফণ্ড গঠিত হইবে। সেই ফণ্ড হইতে পরে প্রয়োজন মত ব্রাহ্মসমাজের ভাল ভাল পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইবে। শতবার্ষিকী কমিটি দেশ এবং বিদেশের চিন্তাশীল এবং ধর্ম্মাচার্য্য লেখকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত রচনা লইয়া বিগত শত বৎসরে ধর্ম্মের বিকাশ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের শত বৎসরের কার্য্য ও প্রসার ও বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে আর একখানি পুস্তক প্রকাশেরও ইচ্ছা আছে। উদ্যোক্তাগণ আর একটি সাধু সংকল্প করিয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একশত বৎসর পরে বিভিন্ন শাখার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন হইতে পারে কি না, শত বার্ষিকী কমিটি বিশেষভাবে সেই বিষয়ের চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের একশত বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। এই একশত বৎসরে ইহার সবলতা, ইহার দুর্ব্বলতা, দোষ ত্রুটী অনেক প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। যাঁরা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে লিপ্ত আছেন অথবা যাঁহারা সহানুভূতির সহিত ইহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এরূপ লোকদের পরামর্শের সাহায্যে, অতীতের আলোকে, ভবিষ্যতের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণের সময় আসিয়াছে। শতবার্ষিকী কমিটি এ বিষয়েও কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

উদ্যোক্তাগণ যে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অতিশয় গুরুতর ও বহু বিস্তৃত; ইহা বহু শ্রম ও অর্থ সাপেক্ষ। এই কার্য্য যথাযথ সম্পূর্ণ করিতে হইলে সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীর সমবেত প্রার্থনা চেষ্টা ও সহযোগিতার যথেষ্ট প্রয়োজন। বিশেষতঃ ইহার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইবে। এবং কিরূপ অর্থ সংগ্রহ হয় তাহার উপরেই অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যতা নির্ভর করিবে। ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র মণ্ডলী হইতে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়; কিন্তু এরূপ একটি বৃহৎ ব্যাপারে, উপযুক্ত চেষ্টা হইলে, স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলের নিকট হইতে কিছু না কিছু পাওয়া যাইতে পারে। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি, ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ও হিতৈষিগণ সকলেই যথাসাধ্য মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিবেন। শতবর্ষঅন্তে ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে ভগবানের করুণা স্মরণ করিয়া, তাঁহার চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবেন, এবং নবোৎসাহে দ্বিতীয় শতাব্দীর কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইবেন। এখন হইতেই প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের, প্রত্যেক ব্রাহ্মগৃহের এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মের হৃদয়ে তাহার সাড়া আসুক। আমরা সকলেই ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিকী উৎসবের জন্য প্রস্তুত হই

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার

চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। (৬৮)

যাত্রামোহনের শেষ দান।

চট্টগ্রাম প্রার্থনা সমাজের আরম্ভ হইতে নিজের পার্থিব জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যাত্রামোহন চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার সরল সহানুভূতি, অসঙ্কোচ সেবা এবং মুক্তহস্তে দান ব্রাহ্মসমাজের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। ব্রাহ্মসমাজে তিনি অনেক দিয়াছেন। আরও দিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি বলিতেন পিতা যেমন সন্তানগণকে বিষয় ভাগ করিয়া দেন, তেমনই ব্রাহ্মগণ স্ব স্ব সন্তানগণের জন্য বিষয় ভাগ করিবার সময় ব্রাহ্মসমাজকে এক অংশ দিবেন, ইহাইত বাঞ্ছনীয়। এরূপ দানের ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু মৃত্যু তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সময় দিল না। বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা এবং দীর্ঘকালব্যাপী রোগের যন্ত্রণার সঙ্গে যখন তিনি সংগ্রাম করিতেছিলেন, তখন উপর্য্যুপরি শোকের নির্ম্মম আঘাত তাঁহার স্বভাবতঃ সুস্থির চিত্তকে বিচলিত করিল, তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিল। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার এক পুত্র এবং এক কন্যার মৃত্যু হওয়াতে তিনি গভীর শোকে ভগ্নহৃদয় হইলেন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু নিকটতর হইল। তাঁহার পুত্র নীরেন্দ্রমোহন সেন ৬৭ বৎসর ইংলণ্ডে বাস করিয়া ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ীতে ফিরিবার সময় পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা নলিনী সেন যখন বি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত, তখন দুরন্ত কাল আসিয়া তাহাকেও পিতার ক্রোড় হইতে লইয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যে দুই উপযুক্ত পুত্র কন্যার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার রুগ্ন দেহ ভগ্ন হইল; তাঁহার স্বভাবতঃ প্রসন্ন হৃদয় বিষাদে মগ্ন হইল; তিনি আর দেহ আত্মার যোগ রক্ষা করিয়া পৃথিবীতে বাস করিতে পারিলেন না। শীঘ্রই দেহত্যাগ করিয়া অমর লোকে চলিয়া গেলেন।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে প্রিয়তমা কন্যা নলিনীর শোকে যখন তাঁহার হৃদয় অভিভূত, তখনই ব্রাহ্মসমাজে তিনি তাঁহার শেষ অর্ঘ্য দান করিয়া গেলেন। নলিনীর স্মৃতি রক্ষা করিতে তাঁহার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা হইল। কিরূপে তাহা করিবেন তাহা ভাবিতে-ছিলেন। এমন সময়ে ব্রহ্মমন্দিরের সংলগ্ন একখণ্ড ভূমি এবং তদুপরি নির্ম্মিত একটী বাড়ী বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল। এই ভূমিখণ্ড ব্রাহ্মসমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল এবং বার বার তাহা ক্রয় করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে ও অন্যান্য কারণে সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া নূন্যাধিক ১৫০০ টাকা মূল্যে এই বাড়ী ও ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজের হাতে দান করিলেন। ইহার নাম হইল "নলিনী স্মৃতিমন্দির"। ১৯১৮ ইং ১৫ ই এপ্রিল কবলা করিয়া এই জমী ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টীগণের হস্তে দান করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের পরম হিতৈষী বন্ধু এবং সেবক যাত্রামোহনের ইহাই শেষ দান।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত।

নূতন সঙ্গীত

বাহার—খেমটা।

[মা তোর সেই প্রেম এক বিন্দু—সুর]

আমার প্রাণারাম, তোমায় যদি পাই সদা প্রাণে।
তবে প্রেমানন্দে ডুবে থাকি, মাতি তোমার নামগানে।
যথায় যাই, যেখানে থাকি, হৃদয়-মাঝে তোমায় দেখি,
সকল জ্বালা শীতল হয় হে, চাহিলে তোমার পানে।
সুখ শান্তি তুমি হে সব, ইহপরকালে পরম বিভব,
[তুচ্ছ] সংসারের ধন চায় কে বা আর, পায় যদি পরমধনে।

বেহাগ—আদ্ধা।

মধুর রূপে বিরাজ হে মধুময়।
জগত-মন্দিরে, হৃদয়-কন্দরে, বিরাজ হে মধুময়।
সুনীল গগনে, উজল তপনে, বিরাজ হে মধুময়।
দীপ্ত তারকায়, স্নিগ্ধ জোৎস্নায়, বিরাজ হে মধুময়।
চাঁদের হাসিতে, কুসুম-রাশিতে, বিরাজ হে মধুময়।
পবন-হিল্লোলে, তটিনী-কল্লোলে, বিরাজ হে মধুময়।
নীরব নিশীথে, সুপ্ত প্রকৃতিতে, বিরাজ হে মধুময়।
ঘনঘটাঘোরে, ভীষণ আঁধারে, বিরাজ হে মধুময়।
চপলা চমকে, উষার আলোকে, বিরাজ হে মধুময়।
বন উপবনে, গিরি প্রস্রবণে, বিরাজ হে মধুময়।
সর্ব্ব কালে স্থানে, জড় ও চেতনে, বিরাজ হে মধুময়।
অন্তরে বাহিরে, লোক লোকান্তরে. বিরাজ হে মধুময়।

নূতন নগর সঙ্কীর্ত্তন।

(১)

সুর—তোমারি নাম গাহিয়ে কি আনন্দ পাই।

ঝুলন।

(আয় ভাই) ব্রহ্মনাম সঙ্কীর্ত্তনে জীবন জুড়াই।
এমন মধুর নাম, ভবে আর তো নাই।
পতিতপাবন নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে;
সাধুমুখে আশার বাণী শুনিয়াছি ভাই;
(নামে) আমরাও সবে ত'রে যাব, আর তো ভয় নাই।
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় নাম গাই ॥
ত্রিতাপের অনলে, দিবানিশি প্রাণ জ্বলে,
কত দুঃখ কত জ্বালা, জান না রে ভাই;
ব্রহ্মনাম বিনে, এ জীবনে আর গতি নাই।
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় নাম গাই ॥
দারিদ্র্য দুঃখ দহনে. পাপ তাপ প্রলোভনে,
ঘরে ঘরে, নরনারী আছে মৃতপ্রায়;
(এস) "ওঁ ব্রহ্মনাম" মহামন্ত্রে সকলে জাগাই।
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় নাম গাই ॥
কি ঘোর মায়ার ছলনে, ভু'লে আছি পরম ধনে,
আসল ছেড়ে, নকল নিয়ে, জীবন কাটাই;
আয় ভাই সবে মিলে, নামের বলে শান্তিধামে যাই।
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় নাম গাই ॥

(২)

সুর—ভাই রে কি মধুর নাম।

কাহারবা।

ভাই রে শোন সমাচার;
নামিবে প্রেমের ধারা, ভাসিবে জগৎ রে,
পাপী তাপী পাইবে নিস্তার।
ডুবিলে সেই প্রেমজলে, স্বর্গ হবে ধরাতলে,
ভেদবুদ্ধি যাবে চ'লে, প্রভুর কৃপায় রে—
ভাই ভাই মিলিব আবার।
সত্য-সূর্য্য উদয় হবে, নূতন আলোক পাবে,
নব জ্ঞানে পূর্ণ হবে, মানবহৃদয় রে,
ঘুচে যাবে ভ্রম-অন্ধকার;—
নব ভক্তি, নব আশা, নবযুগে নব ভাষা,
নব ধর্ম্ম, নব রাজ্য, নূতন জীবন রে,
প্রেমে ধরা হবে একাকার।
আজি পুণ্যের বসন পরি', এস সব নরনারী,
পিতার চরণ ধরি', কাঁদিয়া লুটাই রে,
আমাদের গতি নাই আর,—
পিতা মোদের গুণনিধি. সরল প্রাণে কাঁদি যদি,
এখনি পাইব দেখা, শুনিব তাঁর বাণী রে,
জীবের প্রতি এমনই দয়া তাঁর।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠঃষষ্ঠিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ কর্ত্তৃক রচিত।

(৩)

সুর—আমি বুঝিলাম এখন, পতিতপাবন তোমার প্রেমের রীত।
জলদ্ একতালা।

আহা কি আশা জাগিল, আঁধার ঘুচিল,
আনন্দে ডুবিল প্রাণ ;
(যেন) শত পূর্ণশশী, হৃদয়ে উদিল
শু'নে ব্রহ্মনাম গান।
(প্রাণ জুড়াল রে)
কোথা সে বেদনা, ভয় ভাবনা
কোথা যে পাপের কালি,
(আজ) কে যেন আনিয়া, স্বর্গের অমৃত,
শতধারে দিল ঢালি'।
(আমার তাপিত প্রাণে)
ছিল যে সংসার, অসারের সার,
দুর্গম কণ্টক বন ;
(তাহা) হইল এবার, আনন্দ বাজার,
পুণ্য শান্তি নিকেতন।
(নামের এমনি গুণ ভাই)
(এখন) হিংসা বুদ্ধি গেল, দূর নিকট হ'লো,
পর হ'লো প্রিয় জন,
(আয় ভাই) আনন্দে মাতিয়া, কোলাকুলি দিয়া,
জুড়াই তাপিত মন।
(আশা পুরিল ভাই)

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—মুরশীদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ও শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত তথায় গমন করেন। গত ৬ই মার্চ্চ মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়, তৎপরে বক্তৃতা ; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য ও বক্তৃতা করেন। ৭ই মার্চ্চ প্রাতে উপাসনা হয় ; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কাব্যপুরাণতীর্থ বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে পুনরায় উপাসনা হয় ; বরদাবাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত সংগীত সংকীর্ত্তন দ্বারা বিশেষ সহায়তা করেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৯শে মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত নিউমোনিয়া রোগে ভুগিয়া ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি যৌবন কালে নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং চিরকালই গুরুতর রাজকার্য্যের মধ্যেও বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত নানা প্রকারে ইহার কাজে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। রাজ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নানাভাবে দেশের সেবাতেও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বিগত ২১শে মার্চ্চ পরলোকগত বাবু শ্রীশচন্দ্র দের আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য, কন্যা শ্রীমতী সুধাংশুবালা দাস প্রার্থনা এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্র পাঠ ও জীবনী বর্ণন করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲ শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারে ৫৲ ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ ও ভবানীপুর প্রার্থনা সমাজ লাইব্রেরীতে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

জাতকর্ম্ম—অভয়াপুরীপ্রবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল হালদারের কন্যার (প্রথম সন্তান—জন্ম ২১শে ফেব্রুয়ারী) জাতকর্ম অনুষ্ঠান গত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে সম্পন্ন হইয়াছে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। মিসেস্ হালদার এই উপলক্ষে সাধারণ সমাজের প্রচার ফণ্ডে ২৲ ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মঙ্গলময় বিধাতা সতত শিশুকে রক্ষা করুন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী শুক্রবার ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনা-মন্দিরে অধ্যক্ষ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণী।

২। হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ।

৩। কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদক নিয়োগ হেতু শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার Ex-officio সভ্য হওয়াতে তৎস্থলে অন্য একজন সভ্য নিয়োগ।

৪। খাসিয়া পর্ব্বতে প্রচার কার্য্যের পুনর্গঠন বিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারন।

৫। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অবান্তর নিয়মাবলীর সংশোধন।

I. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনয়নের নিয়মাবলী :—

(ক) নিয়ম ৭, লাইন ৫, "সহকারী সম্পাদক" এবং একজন" ইহার মধ্যে কোন" এই কথাটি বসিবে।

(খ) তপসীল ক ও গ এর পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত তপসীল বসিবে।

তপসিল (ক)।

সভ্য পদপ্রার্থিগণের নামের তালিকা।

মহাশয়,

আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভার সভ্যপদপ্রার্থী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিম্নলিখিত সভ্যগণের নাম আপনার নিকট প্রেরিত হইল। এতন্মধ্যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া অনধিক ৩৫ জন সহরবাসী সভ্য ও অনধিক ৩০ জন মফঃস্বলবাসী সভ্যকে মনোনীত করিয়া আগামী———তারিখের পূর্ব্বে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। অতঃপর আপনার ভোটিং-পত্র প্রাপ্ত হইলে, তাহা গৃহীত হইতে পারিবে না।

সভ্যপদ প্রার্থিগণের নামের পূর্ব্বে যে নম্বর আছে, যাহাকে যাহাকে ভোট দিবেন, তাহাদের নামের সেই নম্বর "ভোট" শীর্ষক স্তম্ভে লিখিবেন। খামের উপরে "ভোটিং পত্র" এই কথা লিখিয়া দিবেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট নিবেদক,

সাঃ ব্রাঃ সঃ কার্য্যালয়। শ্রী——————

তারিখ—————— সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

সভ্যপদপ্রার্থির তালিকা।

সহর			মফঃস্বল			
ভোট	ক্রমিক নং	নাম	ভোট	ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা

তপসিল (খ)

মাননীয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক মহাশয় সমীপে—
মহাশয়,

আমি উপরি লিখিত "ভোট" শীর্ষক স্তম্ভে যাঁহাদের নামের "ক্রমিক" নম্বর লিখিলাম, তাঁহাদিগকে আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত করিলাম। নিবেদক

শ্রী—

ঠিকানা—

তারিখ—

(গ) ১০ম নিয়মে "ঘোষণা করিবেন" এই কথার পরে নিম্নলিখিত প্যারাটি যুক্ত হইবে।

(খ) যাঁহারা অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কোনও ব্যক্তি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার নাম অধ্যক্ষ সভার সভ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। যদি এইরূপ ঘোষাণর পর ৩ দিনের মধ্যে তিনি কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণে অসম্মত বলিয়া পত্র দ্বারা সম্পাদককে না জানান, তবে তাঁহার অধ্যক্ষ সভার পদ শূন্য মনে করিতে হইবে এবং তৎ স্থানে নির্ব্বাচন তালিকা হইতে, যাঁহাদের নাম ঘোষিত হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী ব্যক্তিকে সম্পাদক অধ্যক্ষ সভার সভ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন। (গ) যদি কোনও নির্ব্বাচিত অধ্যক্ষ সভার সভ্য কোনও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন, তিনি যদি নির্ব্বাচনের ফল ঘোষণার ৩ দিনের মধ্যে তিনি সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্য পদ পরিত্যাগ জ্ঞাপন করেন; তবে তাঁহার স্থলেও, নির্ব্বাচন তালিখা হইতে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, ভোটানুসারে তাঁহাদের পরবর্ত্তী নাম অধ্যক্ষ সভার সভ্য বলিয়া সম্পাদক গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে এই বিষয়টি সম্পাদক অধ্যক্ষ সভার পরবর্ত্তী বিশেষ অধিবেশনে জ্ঞাপন করিবেন।

(ঘ) ১১শ নিয়মের পরে নিম্নলিখিত প্যারাটি বসিবে।

১২। বিশেষ কারণে আবশ্যক বোধ হইলে, উপরে যে সকল স্থলে সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। কিন্তু এমন কোনও পরিবর্ত্তন করিবেন না যাহাতে সভ্যগণের ভোট দিবার অসুবিধা ঘটে অথবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচনের ফল উপস্থিত করিতে পারা অসম্ভব।

(ঙ) ১২শ নিয়মের পরে নিম্নলিখিত নিয়মটি যুক্ত হইবে।

(২) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিসাব পরীক্ষক নিয়োগের নিয়মাবলী।—

(১) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ও প্রেসের হিসাব পরীক্ষার জন্য এক কিম্বা একাধিক হিসাব পরিদর্শক (auditors) নিযুক্ত হইবেন।

(২) অধ্যক্ষ সভার যে বিশেষ অধিবেশনে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইবে, সেই অধিবেশনে অডিটর নিযুক্ত হইবেন। কোনও কারণে অডিটরের পদ শূন্য হইলে অধ্যক্ষ সভার অপর যে কোনও অধিবেশনে শূন্যপদ পূরণ হইতে পারিবে।

(৩) প্রচারক নিয়োগ ও তাঁহাদের শিক্ষাদির নিয়মসমূহ।

প্রচারক নিয়োগপ্রণালী।

(ক) ২য় নিয়মের ১০ম লাইনে "করিতে পারিবেন" ইহার পরে নিম্নলিখিত বাক্যটী যুক্ত হইবে।

তিনজন সভ্য উপস্থিত হইলে প্রচার সভার কার্য্য চলিতে পারিবে।

(খ) ১১শ নিঃ ৩য় লাঃ "৯" পরিবর্ত্তে "১২" হইবে।

(গ) ১১শ নিঃ ৪র্থ লাঃ "১" পরিবর্ত্তে "২" হইবে।

(ঘ) ১২শ নিঃ লাঃ ৪, "করিতে পারিবেন" এবং "কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা ইহার-মধ্যে নিম্নলিখিত বাক্যটি বসিবে ;—

এবং তাঁহাকে সেবকমণ্ডলীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতেহইবে।

IV. Rules for conducting meetings of the Sadharan Brahmo Samaj.

(a) In rule 1 *l* 3 after "are final" add the following :—

"He will have a casting vote in addition to his vote as member".

V. Rules for the guidance of Affiliated Samajes.

(a) In rule 1 *l* 3 after "Brahmo Samaj" add under rule 3.

VI. Byelaws for the guidance of Institutions affiliated to the Sadharan Brahmo Samaj.

In Rule 6. Add the following words after "power" in the first line.

"To take over charge and ask the Executive Committee to reorganise or"

Add the following words, before "the disaffiliated Institution" in line 4.

In *l* 4 put the following before the disaffiliated institution. "In the case of disaffiliation" for

VII. মন্দিরে দীক্ষিত হইবার নিয়মাবলী :—

(a) In rule 1 line 1 before দীক্ষিত করিবার পূর্ব্বে add the following :—

১। কোনও ব্যক্তি সমাজ মন্দিরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে উপাসক মণ্ডলীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট আবেদন করিতে হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কোনও আচার্য্যকে তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার ও তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবার ভার দিবেন।

(b) In rule 1 (গ) after প্রস্তুত add :—

এবং অসুস্থ না হইলে প্রত্যহ নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা করেন।

(c) In rule 1 (ছ) after যোগ আছে add the following :—

তৎপরে উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদককে তিনি দীক্ষিত হইবার উপযুক্ত কি না তৎ বিষয়ে তাঁহার মতামত জানাইবেন।

(d) In rule 3 *l* 1 substitute "উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদক for "আচার্য্য।"

VII. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে অনুষ্ঠেয় গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী—

(a) In rule 7 *l* 2 between "কুড়ি টাকা" and প্রদান insert the following :—

"ও সমাজ প্রাঙ্গণ ব্যবহার করিলে তজ্জন্য আরও ১০৲ (দশ) টাকা।

৬। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চৌধুরী (পাতিয়ালা) নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবেন।

"গতবৎসরের অধ্যক্ষ সভার প্রথম ও চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশনে খাসিয়া পর্ব্বতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পুনঃ সংস্থাপন বিষয়ক গৃহীত প্রস্তাবানুসারে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি যে, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা অবিলম্বে উক্তস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পুনঃ সংস্থাপন করেন, অথবা এক মাসের মধ্যে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার বিজ্ঞাপন দিয়া ঘোষণা করুন যে উক্ত মিশন সর্ব্বথা পরিত্যক্ত হইল।"

৭। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিস
২২১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
মার্চ্চ ২৪, ১৯২৬ সাল

শ্রী অন্নদাচরণ সেন,
সম্পাদক,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩০শে চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ